একমেবাদ্বিতীয়ম্।

হাদিস—পূর্ব্ববিভাগ।

অর্থাৎ

পূর্ব্বার্দ্ধ।

সুপ্রসিদ্ধ আরব্য হদিস পুস্তক "মেস্কাতোল্‌মসাবিহ" হইতে
অনুবাদিত, প্রসিদ্ধ ভাষ্য "এশাতোল্লমাত"
অবলম্বনে টীকা লিখিত।

"ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য।

KAJLI PUBLIC LIBRARY
Estd 1902.

কলিকাতা।

৬নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে"
কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮২৬ শক।

All Rights reserved.]

মূল্য ৪৲ মাত্র।]

অনুবাদকের মন্তব্য।

চতুর্দ্দশ বৎসর হইল আমি মহামান্য সুবৃহৎ মূল আরব্য হদিস মেস্কাতমসাবিহ্ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কনপূর্ব্বক ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রতি দুই মাসান্তে এক এক খণ্ড প্রকাশ করিব, প্রথমে এরূপ ইচ্ছা ছিল। অর্থাভাব, উপেক্ষা, শারীরিক অসুস্থতা ও বিশেষ বিশেষ কার্য্যব্যস্ততা এবং দেশান্তরে স্থিতি ইত্যাদি নানা কারণে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে নাই। ঈশ্বর-কৃপায় নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক এক্ষণ উক্ত হদিস গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ অর্থাৎ পূর্ব্বার্দ্ধ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গেল। এই পুস্তকের চরমার্দ্ধ উদ্বাহপ্রকরণ হইতে আরম্ভ, উহা যে কখন অনুবাদিত হইয়া পূর্ণ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে, কিছুই বলিয়া উঠা যায় না। এই পূর্ব্বার্দ্ধ প্রথমে পাঠ না করিয়াই অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছিল, আমি এক এক অংশ পড়িয়াছি, আর অনুবাদ করিয়া যন্ত্রস্থ করিয়াছি। কিন্তু ইচ্ছা যে, চরমার্দ্ধ পূর্ব্বে আদ্যোপান্ত পড়িব, পরে অনুবাদ করিব। সেই অংশ অনুবাদ করার পূর্ব্বে "মহাপুরুষ মোহম্মদ ও তাঁহার ধর্ম্ম" বিষয়ে একখানা পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করার সঙ্কল্প আছে। এক্ষণ দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, দেহ তাদৃশ কার্য্যক্ষম নহে। নিজের শক্তি ও জীবনে কোন বিশ্বাস নাই। তবে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলে কোন দুরূহ কার্য্য সম্পাদনও অসম্ভব হয় না। আমি কেবল আন্তরিক উত্তেজনায়—ভগবৎ-প্রেরণায় এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার বিদ্যাবুদ্ধি যোগ্যতা একার্য্যসম্পাদনে কিছুই উপযোগিনী নহে। যাঁহার কাজ তিনি অযোগ্য লোক দ্বারাও করাইয়া লন, আমি এরূপ বিশ্বাস করি।

হদিস শাস্ত্রে নানা প্রকার শিক্ষণীয় ও ঐতিহাসিক জ্ঞাতব্য বিষয় সকল আছে। এই মেস্কাতেমসাবিহ গ্রন্থে আদি মোসমানসমাজের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক এবং সামাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের তত্ত্ব সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত। যাঁহারা এই গ্রন্থ পড়িবেন তাঁহারা পূর্ব্বে যেন গ্রন্থের ভূমিকার অন্তর্গত পরিভাষা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করেন, অন্যথা অনেক স্থলে উত্তমরূপে হদিসের অর্থ বোধ করিতে সমর্থ হইবেন না।

মহাপুরুষ মোহম্মদ লেখাপড়া জানিতেন না, প্রথম জীবন পশুচারণে যাপন করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ বিংশতি বৎসর যে সেই সামান্যাবস্থাপন্ন লোকের কি অলৌকিক তেজ, ধর্ম্মবল ও প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা দেখিয়া শুনিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে। ইহাকেই বলে নরজীবনে দেবাবির্ভাব ও দৈবশক্তির অভ্যুদয়। ত্রয়োদশ

শত বৎসর পূর্ব্বে ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন আরব দেশে তিনি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসবীর্য্য, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও নির্ভর এবং প্রবল বাধা বিঘ্নের মধ্যে ঈশ্বরাজ্ঞাপালনে অতুল সাহস ও উৎসাহ, নিয়ম বিধির দৃঢ়তা ও মণ্ডলীর একতাসাধন সকলই অলৌকিক ও অদ্ভুত ছিল। তিনি ধর্ম্মমন্দিরে পরমাচার্য্য ও উপদেষ্টা, সাধন-কুটীরে মহাসাধক, কর্ম্মক্ষেত্রে মহোদ্যমী কর্ম্মী বিচারালয়ে সুদক্ষ বিচারক, রণক্ষেত্রে সুনিপুণ সাহসী সেনাপতি, গৃহকর্ম্মে অভিজ্ঞ গৃহী, বৈষয়িক ব্যবস্থাদি দানে সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহারাজীব ছিলেন। পূর্ব্বতন কোন মহাপুরুষের জীবনে এই প্রকার সকল বিষয়ে পূর্ণতা লক্ষিত হয় না। নব ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ করিয়া আরবের ঘন অমানিশা নিরাকরণ করিবার জন্য নীতিবিহীন, ধর্ম্মভ্রষ্ট দুর্দ্দান্ত অজ্ঞান নরনারীদিগের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য সেই অলোকসামান্য পুরুষরত্ন যে পরিত্রাতা। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইহা কোন্ সরল হৃদয় ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? এক জন নিরক্ষর নিঃস্ব নিঃসহায় পশুপালক দৈবশক্তি লাভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে জগতে যে, কি অমানুষিক কার্য্যসম্পাদন, কি যুগান্তর উপস্থিত করিযাছিলেন তাহা ভাবিয়া চমৎকৃত ও বিস্ময়-স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহাকেই বলে অলৌকিক ক্রিয়া। মহা মহা পণ্ডিত সেই পুরুষোত্তমের পদানত হইয়া জ্ঞান লাভ করিতে বাধ্য হইযাছেন। হৃদিস্থ ভক্তি তেজস্বী ধর্ম্মবীর মহাপুরুষের বাক্যাবলী, ক্রিয়াকলাপ ও উপদেশপুঞ্জ বিস্তৃতরূপে তাঁহার বিশ্বাসী অনুগামিগণ কর্ত্তৃক বিবৃত। আধ্যাত্মিক বা বৈষয়িক এমন কোন বিষয় নাই যে, সেই লোকোত্তম পুরুষ লোকদিগকে নূতন শিক্ষা দান করেন নাই। নরপূজা অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতানিরসন করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা-প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার রাজ্যসংস্থাপনজন্য বিশেষভাবে তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই মহাকার্য্যসাধনই তাঁহার জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল, জীবনের অপর কাজ সকল উহার আনুষঙ্গিক ও গৌণরূপে গণ্য। প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ অদম্য উৎসাহ ও অপ্রতিহত বিশ্বাসবলে সহস্র দুঃসহ উৎপীড়ন অত্যাচার-বহন এবং পর্ব্বততুল্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট জীবনের মহালক্ষ্য-সাধন করিয়া গিযাছেন।

একমাত্র পরমেশ্বরই পূর্ণ, তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষই মানুষ, কেহই ঈশ্বর নহেন; সুতরাং তাঁহাদের কেহই পূর্ণ নহেন। কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক জাতীয় ভাব ও প্রকৃতি এবং দেশ কালকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্ব্বে নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন আরবদেশে সমরপ্রিয় উন্মার্গচারী দুর্দ্দান্ত কোরেশ জাতির মধ্যে হজরত মোহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি পঞ্চাশৎ বয়সে প্রেরিতত্ব লাভ করিয়া সেই সময়ের ও সেই দেশের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির অনেক সংস্কার ও সংশোধন করিয়াছিলেন।

উক্ত মহাপুরুষ নিজের জীবনে তদানীন্তন আরব জাতির আচার ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ভাবিয়া দেখ সেই কুসংস্কারপূর্ণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন পূর্ব্বতন যুগ, আর জ্ঞানসভ্যতাসমুন্নত বর্ত্তমান যুগ, প্রখর তেজস্বী দুর্দ্দান্ত আরবীয় লোক, আর শান্ত নিরীহ ভারতসন্তান ; দেশকাল জাতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ, কত বহু দূর প্রভেদ, ইহা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমরা কেহই কোন মহাপুরুষের বিচার করিবার জন্য বিচারক নিযুক্ত হই নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর-প্রেরিত সকল মহাজনই অপূর্ণ ; অপূর্ণতা, অল্পাধিক ভ্রমপ্রমাদ দোষ দুর্ব্বলতা কাহার ছিল না, বা কাহার নাই। গর্ব্বিত ভাবে বিচারকের আসন গ্রহণ না করিয়া বিনীত শিষ্য ভাবে সাধু মহাজনদিগের চরণ তলে বসিয়া শিক্ষালাভ ও তাঁহাদের গুণগ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহাদিগের জীবনে দেবত্ব দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারিলে অশেষ কল্যাণ হয়। ক্লেদরক্তপ্রিয় মক্ষিকা যেমন শরীরের অন্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া কেবল ক্ষত স্থান খুজিয়া বেড়ায় তদ্রূপ যাহারা নিজের পাপ দুর্ব্বলতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অন্যের সম্বন্ধে সেই মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বেড়ায়, তাহারা অতিশয় নীচ মনুষ্যাধম। ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষগণ পরিত্রাণের পথে সহায়, লোকশিক্ষক, লোকগুরু ; জগৎ তাঁহাদের নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। প্রেরিত মহাজনদিগকে অস্বীকার করিলে তাঁহাদের প্রেরয়িতা ঈশ্বরকেও অস্বীকার এবং অগ্রাহ্য করা হয়, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিলে ঈশ্বরের নিন্দা হইয়া থাকে। হদিস অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল ভাব মনে উদিত হইয়াছে বলিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হওয়া গেল।

সূচী পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
বিশ্বাস প্রকরণ	১
মহাপাপ ও কপটতা	২১
পাপ-প্ররোচনা	২৬
নিয়তিতে বিশ্বাস	৩১
কবরে শাস্তি	৫০
ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মবিধি অবলম্বন	৬০
জ্ঞান প্রকরণ।	৮১
শুদ্ধি প্রকরণ।	১০৩
অজু (অঙ্গশুদ্ধি) সম্বন্ধে কি কি সমুচিত।	১০৯
শৌচক্রিয়াসম্বন্ধীয় নীতি।	১১৩
দন্তধাবন।	১২২
অজুর পদ্ধতি।	১২৬
স্নান।	১৩৫
অশুচি বস্তুর সঙ্গে যোগ।	১৩৮
জলসম্বন্ধে বিধি।	১৪২
মালিন্য পরিষ্কার।	১৪৭
মুজাতে আমর্শন।	১৫১
ধূলীদ্বারা অজু ক্রিয়া।	১৫৩
বিহিত স্নান।	১৫৬
স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অশুচি।	১৫৯
রক্ত প্রদরে ব্যবস্থা।	১৬০
নমাজ প্রকরণ।	১৬৫
নমাজের নির্দ্দিষ্ট কাল।	১৬৮
নমাজে সত্বরতা।	১৭২
নমাজের মাহাত্ম্য।	১৭৯
নমাজের জন্য আহ্বান (আজান)।	১৮২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আজানের মাহাত্ম্য ও আজানদাতাকে স্বীকার।	১৮৭
আজানের বিষয়ে কয়েকটী কথা।	১৯২
মস্‌জেদ ও নমাজের স্থান।	১৯৫
আচ্ছাদন।	২০৯
ব্যবধান।	২১৪
নমাজের প্রণালী।	২১৭
নমাজে তক্‌বিরের পর যাহা পাঠ হয়।	২২৫
নমাজে পাঠ।	২২৯
নমাজে রকু।	২৪০
সেজ্‌দা।	২৪৪
তশ হোদ।	২৪৯
হজরত মোহম্মদসম্বন্ধে প্রার্থনা (সলাত।)	২৫১
তশ হোদে প্রার্থনা।	২৫৭
নমাজে ঈশ্বরগুণানুবাদ।	২৬১
নমাজে যে সকল কার্য্য অনুচিত।	২৬৮
নমাজে ভ্রান্তি।	২৭৭
কোরাণপাঠে সেজ্‌দা।	২৮১
নমাজের নিষিদ্ধ সময়।	২৮৫
দলবদ্ধ নমাজ।	২৯০
নমাজীদিগের শ্রেণীসঙ্গঠন।	২৯৭
নমাজে দণ্ডায়মানের স্থান।	৩০২
এমামত।	৩০৬
এমামের সম্বন্ধে যাহা বিধেয়।	৩১০
মামুমের কর্ত্তব্য।	৩১৩
দ্বিগুণ নমাজ পড়াবিষয়ে।	৩১৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিহিত সাধনা (সোন্নত) ও তাহার উপকারিতা।	৩২১
নিশাকালীন নমাজ।	৩২৭
নৈশিক নমাজে পাঠ্য বিষয়।	৩৩৩
নিশাকালীন নমাজে প্রবৃত্তিদান।	৩৩৬
কার্য্যে সমুদ্‌যোগ।	৩৪০
এতর।	৩৪৩
কোনুত।	৩৫০
রমজান মাসে নমাজের জন্য নিশাযাপন।	৩৫২
সলাত জোহা অর্থাৎ পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজ।	৩৫৬
তত্তওয় (আনুগত্য)।	৩৫৯
সলাত তস্‌বিহ।	৩৬১
সলাতসফর (দেশান্তর ভ্রমণে নমাজ)।	৩৬২
শুক্রবাসরীয় নমাজ।	৩৬৬
তৎসমুচিত বিধান।	৩৭১
তন্‌জিফ ও তবকিব (শুদ্ধতাসাধন ও জোমার নমাজে সত্বর উপস্থিতি।)	৩৭৩
খোৎবা ও নমাজ।	৩৭৭
ভয়ের নমাজ।	৩৮০
ঈদদ্বয়ের নমাজ।	৩৮১
নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোরবাণী।	৩৮৮
অবৈধ কোরবাণী (এতিরা)।	৩৯৩
সূর্য্যচন্দ্রমাগ্রহণে নমাজ।	৩৯৪
কৃতজ্ঞতাসূচক নমস্কার।	৩৯৭
জল-প্রার্থনা।	৩৯৯
বায়ুসম্বন্ধীয়।	৪০২
জনাজা (শবানুগমন) প্রকরণ।	৪০৫
রোগীর তত্ত্বাবধান ও রোগের ফল।	„

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা ও তৎস্মরণ	৪২০
যাহার আসন্ন মৃত্যু তাহার নিকটে যাহা বলা হয়।	৪২৪
শব প্রক্ষালন ও কোফনাবৃত করা।	৪৩১
জনাজার অর্থাৎ শবের সঙ্গে গমন ও তৎসম্বন্ধে নমাজ।	৪৩৪
শব সমাহিত (দফন) করা।	৪৪৩
মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন।	৪৪৯
কবরদর্শন।	৪৬০
জকাত (ধর্ম্মার্থদান) প্রকরণ।	৪৬৪
জকাতনির্দ্ধারণে কি কি সমুচিত?	৪৭৬
সদকতোল্‌ ফেতর (উপবাসব্রতান্ত পারণার সদকা।)	৪৭৮
যাহার সম্বন্ধে সদকা গ্রহণ বিধি নয়।	৪৭৯
যাচ্‌ঞা করা যাহার পক্ষে উচিত নয় ও যাহার পক্ষে উচিত।	৪৮৩
ব্যয় ও ব্যয়কুণ্ঠতা।	৪৮৯
সদকাদানের মাহাত্ম্য।	৪৯৭
শ্রেষ্ঠ সদকা।	৫০৫
স্বামীর সম্পত্তি হইতে স্ত্রীলোকের দান।	৫০৯
দান (সদকা) প্রতিগ্রহণ করিবে না।	৫১১
রোজা প্রকরণ।	৫১৩
নবচন্দ্র দর্শন।	৫১৬
রোজা সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়।	৫১৯
রোজার বিশুদ্ধতাসাধন।	৫২২
ভ্রমণকারীর রোজাপালন।	৫২৬
রোজার ভঙ্গ হওয়া।	৫২৮
অতিরিক্ত রোজা।	৫২৯
রোজার বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিলোপ।	৫২৬

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
লয়তোল্ কদর।	৫৩৯
নির্জ্জনসাধন।	৫৪২
কোরাণমাহাত্ম্য প্রকরণ।	৫৮৫
কোরাণপাঠের নীতি।	৫৬১
বিভিন্ন ভাবে কোরাণ পাঠ।	৫৬৬
প্রার্থনা-প্রকরণ।	৫৭৩
ঈশ্বরস্মরণ ও তাঁহার সান্নিধ্যলাভ।	৫৭৮
ঈশ্বরের নামাবলী প্রকরণ।	৫৮৭
তস্‌বিহ, তম্‌হিদ ও তহলিল এবং তক্‌বির বলার ফল।	৫৯০
পাপক্ষমার প্রার্থনা।	৫৯৬
পূর্ণতাসাধন ও পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ সকলের অন্তর্গত বিষয়।	৬০৭
প্রাতঃসন্ধ্যা ও শয়নকালে যাহা বলা কর্ত্তব্য।	৬১০
বিভিন্নসময়ের অন্তর্গত প্রার্থনাবলী।	৬২০
আশ্রয়-প্রার্থনা।	৬৩০
প্রার্থনাসংগ্রহ।	৬৩৫
মনাসক প্রকরণ।	৬৪২
এহরাম ও তল্‌বিয়া।	৬৪৮
হজ্জতোল্ অদার বৃত্তান্ত।	৬৫১
মক্কানগরে প্রবেশ ও কাবা প্রদক্ষিণ।	৬৬০
অরফায় দণ্ডায়মানহওয়া।	৬৬৮
অরফা ও মোজদলেফা হইতে প্রস্থান।	৬৬৯
প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ।	৬৭২
হজ্জসম্বন্ধীয় প্রেরিত কোরবাণীর পশু।	৬৭৩
মস্তকমুণ্ডন।	৬৭৭
পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের মিলন ও পূর্ণতা।	৬৭৯
নহর, প্রস্তরনিক্ষেপ ও তশরিক ও বিদায়ের দিনের খোৎবা।	৬৮০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
এহরামধারীকে কোন্ কোন্ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে।	৬৮৫
এহরামধারীর মৃগয়াসম্পর্কীয় ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্তি।	৬৮৯
প্রতিরোধ ও হজ্জক্রিয়াভঙ্গ।	৬৯১
হরম মক্কা ও ঈশ্বরকর্ত্তৃক তাহার সংরক্ষণ।	৬৯৪
হরমমদিনা ও তাহার সংরক্ষণকার্য্য।	৬৯৮
ক্রয়বিক্রয় প্রকরণ।	৭০৬
উপার্জ্জন ও বৈধবস্তুপ্রাপ্তি প্রয়াস।	"
পরস্পর কার্য্য কর্ম্মে কোমল ভাব।	৭১২
ক্রয়বিক্রয়ে কর্ত্তৃত্ব বা স্বীকৃতি।	৭১৪
আধিক্য।	৭১৬
ক্রয় বিক্রয়বিষয়ক যাহা নিষিদ্ধ।	৭২২
পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ের অন্তর্গত এবং বিশেষ বিশেষ নিষিদ্ধ বিষয়।	৭৩০
ঋণ ও বন্ধক।	৭৩৩
শস্যসঞ্চয়ে অনীতি।	৭৩৪
দারিদ্র্য ও অপেক্ষা।	৭৩৫
পণ্যপুঞ্জে অংশিগ্রহণ ও কার্য্য ভারার্পণ।	৭৪২
অন্যায় ও ক্রমশঃ গ্রহণ।	৭৪৫
অবিভক্ত বস্তুকে চিহ্নিত করা।	৭৫০
এজারা বা পারিশ্রমিক দান।	৭৫৪
মৃত ভূমিকে জীবন দান ও তাহাতে জলসঞ্চারণ।	৭৫৬
নানা প্রকার দান।	৭৬১
পূর্ণতা ও পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের যোগ।	৭৬২
ভূতল হইতে উত্তোলন।	৭৬৬
বিধি নির্দ্ধারণ।	৭৬৮
অন্তিম বাক্য।	৭৭৫

বিজ্ঞাপন।

——oo——

মূল হদিস পুস্তক মেশকাত মসাবিহ দুই ভাগে ৫৭৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পূর্ব্বভাগে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিষয় সকল, চরমভাগে সাধারণতঃ ক্রিয়াকলাপবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত। মূল গ্রন্থের পূর্ব্ব বিভাগের ২৩ পৃষ্ঠার অনুবাদ মাত্র এই প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইল। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, সমগ্র পুস্তকের অনুবাদ এই আকারে পঁচিশ ছাব্বিশ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। তবে প্রথম খণ্ডের অল্প কয়েক পৃষ্ঠা ভূমিকায় পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য খণ্ডে ভূমিকা থাকিবে না। মহাপণ্ডিত ধর্ম্মাত্মা অবদোল্ হকের প্রণীত আশাতোল্লমাতনামক সুপ্রসিদ্ধ পারস্যভাষ্য অবলম্বন করিয়া টীকা লিখিত হইতেছে, এই ভাষ্য পুস্তক সুবৃহৎ চারি ভাগে সমাপ্ত। ইচ্ছা করিলে অনেক স্থলে টীকা সঙ্ক্ষিপ্ত করা যাইতে পারিবে। তাহা হইলেও সমগ্র অনুবাদে ন্যূনকল্পে ১৮ বা ২০ খণ্ড পুস্তক হইবে। আরব্য বর্ণবিন্যাস প্রণালী অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ। বহু শব্দ কাগজের এরূপ অল্প স্থানে লিপিবদ্ধ করা যায় যে বাঙ্গালা অক্ষরে তাহার চতুর্গুণ স্থানেও উহার সমাবেশ হইয়া উঠে কি না সন্দেহ। অল্প কথায় বিস্তৃতভাব প্রকাশ করার পক্ষেও আরব্য ভাষা অতিশয় অনুকূল। বঙ্গভাষায় অনুবাদিত পুস্তকের কলেবর অপেক্ষাকৃত এরূপ বিস্তৃত হইবার ইহাও একতর কারণ। প্রথমেই যে এই মহাগ্রন্থের অনুবাদে দোষ ত্রুটি কিছু হইবে না আমি এরূপ আশা করিতে পারি না, তবে সময়ে তাহা সংশোধিত হইবে, এই প্রকার বিশ্বাস করি। কোরাণের অনুবাদের ন্যায় ইহার অবিকল আক্ষরিক অনুবাদ হইতেছে না। তবে হজরত মোহম্মদের উক্তি গুলি অবিকল অনুবাদ করিতে যত্ন করা

যাইতেছে। দুই মাস অন্তর এইরূপ এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে এ প্রকার আশা করা যায়। আমি নিজের বিদ্যা ও যোগ্যতার অত্যন্ত অভাব অনুভব করিতেছি। অশেষ জ্ঞানের আকর পরমেশ্বর একমাত্র ভরসাস্থল। তিনি তৃণদ্বারা মহৎকার্য্য সাধন করিয়া লন। যদি কখন এই বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত হয়, তাঁহার কৃপাতেই হইবে। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন।

অনুবাদকস্য।

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902.
MAJU, HOWRAH.

ভূমিকা।

হদিসের পরিভাষা।—এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, বা স্বয়ং যাহা করিয়াছেন, কিংবা তাঁহার সম্মুখে কোন ব্যক্তি যে কথা বলিয়াছে, বা যে কার্য্য করিয়াছে, তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন নাই, বরং তাহা অনুমোদন করিয়াছেন, সেই সমস্ত উক্তি ও ক্রিয়াকে হদিস বলে *। হদিসের অপর আভিধানিক অর্থ সাধারণ বাক্য বা অভিনব বস্তু। কিন্তু এ স্থলে এই অর্থে তাহা ব্যবহৃত নয়। হজরত মোহম্মদের উক্তি ইত্যাদিই এ স্থলে হদিস বলিয়া পরিগণিত। হজরত যাহা স্বয়ং বলিয়াছেন, তাহাকে "কওলী হদিস" অর্থাৎ বচনাত্মক হদিস বলে ও তিনি যাহা স্বয়ং করিয়াছেন তাহাকে "ফেলী হদিস" ক্রিয়াত্মক হদিস বলিয়া থাকে, এবং তাঁহার সাক্ষাতে যাহা ঘটিয়াছে, এবং তাঁহা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তাহাকে "তক্‌রিরী হদিস" অর্থাৎ স্বীকার্য্য হদিস বলাযায়। এস্‌লামধর্ম্ম প্রচার হওয়ার পর বহুকাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি হদিস সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন নাই। সকলেই হদিস স্মরণ করিয়া রাখিতেন। প্রথমতঃ যখন এব্‌নজোরিহ ও এমাম মালেক এবং রবিয হদিসসম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন তখন হইতে তাহা গ্রন্থে নিবদ্ধ করার সমধিক চর্চ্চা হইতে লাগিল। হদিস শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ উক্ত তিন শ্রেণীর হদিস হইতে লক্ষ হদিস সংগ্রহ করিলেন। হদিসের আখ্যায়কদিগকে "সনদ" কহে।

উপরিউক্ত ত্রিবিধ হদিস আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—"মোতওয়াত্তের হদিস" অর্থাৎ পরম্পরাগত হদিস, এবং "আহাদ হদিস" অর্থাৎ অনধিক প্রচলিত হদিস। মোতওয়াত্তের হদিস জনসমাজে সর্ব্বকালে এত অধিক প্রচলিত যে, তাহাকে অমূলক বলিতে মন সম্মত হইতে পারে না। আহাদ আবার ত্রিবিধ, যথা—মশহূর, আজিজ, গরিব। সকল সময় যে হদিসের তিন কিংবা ততোধিক আখ্যায়ক, তাহাকে "মশহূর হদিস" অর্থাৎ প্রসিদ্ধ হদিস বলে; যাহার অন্যূন দুই জন আখ্যায়ক তাহাকে

---

* অপর কোন কোন বিশ্বাসভাজন প্রাচীন ধার্ম্মিকের উক্তিও হদিস শব্দে বাচ্য হইয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

"আজিজ হদিস" অর্থাৎ অসুলভ দিসর বলিয়া থাকে। কোন সময়ে একজনমাত্র আখ্যায়ক যে হদিস বলিয়াছেন, তাহাকে "গরিব হদিস" অর্থাৎ নিঃসহায় হদিস বলে। মোতওয়াত্তের হদিসের সত্যতাসম্বন্ধে সর্ব্ব সাধারণের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আহাদ হদিস বিচারসাপেক্ষ। কোন কোন অবস্থায় তাহা প্রাচীন কাল হইতে আদৃত বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশ্বাসযোগ্য হয়। অতএব আহাদের অন্তর্গত কোন কোন উক্তি গ্রাহ্য, এবং বক্তা ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলে তাঁহার সেই উক্তি অনুসারে কার্য্য করা শ্রেয়ঃ। অপিচ আখ্যায়ক ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রিয় বলিয়া প্রমাণিত না হইলে তাহাদের উক্তি পরিত্যাজ্য। গ্রহণযোগ্য আহাদ হদিস দ্বিবিধ, সহিহ ও হসন।

সংসারবিরাগী পরম ধার্ম্মিক তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন লোক সর্ব্বসময়ে যে যে হদিস একইরূপ বলিয়া আসিয়াছেন সেই সকলকে "সহিহ্ হদিস" বলে। ইহার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন দোষ নাই, এবং ইহা বিশ্বাসভাজন লোকদিগের মতের বিরুদ্ধে নয়। এই সহিহ্ হদিস সাত প্রাকার। (১) যে সকল হদিস সহিহ্ বোখারী ও সহিহ্ মোসলেম এই দুই গ্রন্থে আছে সে সমস্তকে "মোত্তফেক অলয়হে" অর্থাৎ এবিষয়ে উভয়ে ঐক্য এরূপ বলা হইয়া থাকে। (২) যাহা কেবল বোখারীতে আছে। (৩) যাহা শুদ্ধ মোস্‌লেমে আছে। (৪) যাহা বোখারী ও মোস্‌লেমের প্রণালীর অনুরূপ। (৫) যাহা কেবল বোখারীর প্রণালীসদৃশ (৬) যাহা কেবল মোস্‌লেমের প্রণালী সদৃশ। (৭) বোখারী ও মোস্‌লেম ব্যতীত যাহাকে অন্য হদিসকার সহিহ্ জানিয়াছেন।

যে হদিস সহিহ্ হদিসের অনুরূপ, কিন্তু প্রমাণযোগ্য ও গ্রহণীয় এবং তন্মত আচরণীয় সত্ত্বেও তাহার আখ্যায়কদিগের স্মৃতি ও আবৃত্তি সহিহ্ হদিসের আখ্যায়কদিগের স্মৃতি ও আবৃত্তির তুল্য নহে তাহাকে "হসন হদিস" অর্থাৎ সুন্দর বা উত্তম হদিস বলে। কিন্তু হসন অপেক্ষা সহিহ্ শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য। সহিহের নিম্নশ্রেণীস্থ হসন। যে হদিস প্রমাণযোগ্য নহে, তাহাকে "মরদুদ আহাদ" অর্থাৎ খণ্ডিত আহাদ বলে। অতএব উহা "জয়িফ হদিস" অর্থাৎ দুর্ব্বল হদিস। প্রকৃতপক্ষে যে হদিস সহিহ্ ও হসন হদিসের অনুরূপ নয় তাহাকে জয়িফ হদিস বলে। হয় তাহার কোন আখ্যায়ক তাহার ভিতর হইতে স্খলিত হইয়াছে, অথবা তাহা দোষাশ্রিত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যদি আদিম আখ্যায়ক স্খলিত হয় তবে তাহাকে "মোত্ত-

ল্লক" অর্থাৎ আলম্বমান বলিয়া থাকে। যদি অন্ত্য আখ্যায়ক স্খলিত হয়, তবে তাহাকে "মোর্সল" অর্থাৎ প্রেরিত বলে, এবং যদি উভয় আখ্যায়ক স্খলিত হয় তবে "মোওজল" অর্থাৎ দূরীকৃত, অথবা "মন্‌কতা" অর্থাৎ খণ্ডিত বলে। যদি আখ্যায়ক অসত্যবাদিতা দোষে দূষিত হন তবে তাঁহার হদিসকে "মোজু" অর্থাৎ ফেলিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া থাকে; কিংবা যদি আখ্যায়ক অপবাদগ্রস্ত হন, তবে তাঁহার হদিসকে "মৎরুক" অর্থাৎ পরিত্যক্ত বলে। অপিচ যদি আখ্যায়ক অনেক ভুল করেন, বা অসাবধান হন, অথবা তিনি কল্পনাপ্রিয় লোক হন, কিংবা তাঁহার বাক্যে বিশ্বস্ত লোকদিগের মতদ্বৈধ থাকে অথবা সেই আখ্যায়ক দুশ্চরিত্র বা নূতন রচনাকারী হন, তবে তাঁহার হদিসকে "মন্‌কর" অর্থাৎ (অগৃহীত) বলে। সহিহ, হসন, জয়িফ এই সমুদায় হদিস ক্রমে অত্যুত্তম উত্তম অধম অথবা উত্তম মধ্যম অধম শ্রেণীর হদিসের অন্তর্গত।

হদিস শাস্ত্রের অন্তর্গত বহুগ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে প্রাচীন ছয় গ্রন্থ নিতান্ত প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থাবলীকে "সহাহা সত্তা" অর্থাৎ ষট্ সহিহ গ্রন্থ বলে। (১) সহিহ বোখারী (২) সহিহ মোস্‌লেম, (৩) সননআবুদাউদ, (৪) জামেতরমোজী, (৫) সননেসায়ী (৬) সননএব্‌ন মাজা। বোখারী ও মোস্‌লেম ব্যতীত অবশিষ্ট চারি গ্রন্থে নানাবিধ হদিস সন্নিবিষ্ট আছে, সহিহ আছে, হসন এবং জয়িফও আছে। গ্রন্থ রচয়িতৃগণ সেই সকলের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ হদিস সহিহ ও কোন্‌টি হসন এবং কোন্‌টি জয়িফ ইহা নির্ণয় করা সকল লোকের পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু পরমেশ্বর হদিসবেত্তাদিগকে এরূপ প্রজ্ঞা ও প্রতিভা দান করিয়াছেন যে, তাঁহারা উত্তমরূপে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন। যেমন মুদ্রাব্যবসায়ী কোন্ মুদ্রা অকৃত্রিম ও কোন্ মুদ্রা কৃত্রিম, মুদ্রা দেখিয়াই চিনিয়া উঠিতে পারে, অপর সকলে সেরূপ পারে না, সহিহ, হসন ও জয়িফ সম্বন্ধেও হদিসবেত্তাদিগের এই কথা। হদিসের সংজ্ঞা প্রকরণ বহু বিস্তার। সারমাত্র মশারকোল্‌আনওয়ার গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা গেল।

সহিহবোখারী ও সহিহমোস্‌লেম এই দুই গ্রন্থের যুগপৎ উল্লেখ স্থলে, "সহিহয়নে" অর্থাৎ সহিহদ্বয় বলা হয়। সমুদায় হদিস গ্রন্থের মধ্যে এই দুই হদিসপুস্তকের প্রাধান্য। এই দুই পুস্তকের অন্তর্গত বচন সকলের নিশ্চয়তা ও সত্যতাসম্বন্ধে সকলের ঐকমত্য আছে। বিশেষতঃ সহিহবোখারী কোরাণ শরিফের পরই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। সহিহবোখারী ও সহিহমোস্‌লেম এই দুই গ্রন্থে সহিহ

শ্রেণীর হদিস ভিন্ন হসন শ্রেণীর হদিসও নাই, জয়িফের আর উল্লেখ কি হইবে? এমাম বোখারী ও মোস্‌লেম হদিসশাস্ত্রে এমন মহাপণ্ডিত ছিলেন যে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের তুল্য পদ কেহই লাভ করিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে এই দুই মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞানরূপ গগনমণ্ডলে সূর্য্যচন্দ্রমাস্বরূপ ছিলেন। পরমেশ্বর ইঁহাদের মাহাত্ম্য ও পাণ্ডিত্য এবং ইঁহাদের গ্রন্থকে অত্যন্ত প্রখ্যাত করিয়াছেন।

হদিসের ঐতিহাসিক তত্ত্ব।—হজরত মোহম্মদের মহামন্ত্র পারিষদ ও সহচরবর্গের জীবদ্দশায় হদিসসমূহ ও হজরতকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বিধিপ্রণালী সকল সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয় নাই। ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার সহচর ও পারিষদবর্গের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, তাঁহারা সমুদায় কথা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন। বিশেষতঃ হজরতের উক্তি ও বিধিব্যবস্থাদি বিষয়ে তখন বড় একটা মতদ্বৈধ ও বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য সে সকল সংগ্রহ করিয়া রাখা কেহই অত্যাবশ্যক মনে করেন নাই। পরন্তু হজরত স্বীয় সহচরদিগকে হদিস লিপি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আশঙ্কা ছিল যে, কোন কোন হদিস বা কোরাণের আয়তের (বচনের) সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পড়ে, পরে কোন্‌টি হদিস ও কোন্‌টি আয়ত নির্ণয় করা দুষ্কর হইয়া উঠিবে। অপিচ তাঁহার সহচরবর্গের অধিকাংশই লিখা পড়ায় সুদক্ষ ছিলেন না। তাঁহার পরলোকান্তে পরবর্ত্তী অনুগামীদিগের সময়ে হদিস ও সংবাদ, বিধি ব্যবস্থাদি সংগৃহীত ও গ্রন্থবদ্ধ হয়। প্রথমতঃ জহরী ও সবিহের পুত্র রবি এবং আবু অরুবার পুত্র সয়িদ প্রভৃতি এই মহাকার্য্য সাধনে সচেষ্ট হন। তাঁহারা হদিসের এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ মাত্র লিখেন। হজরতের তিরোধানের পর তৃতীয় পুরুষের অন্তর্গত অনুগামিগণ যখন প্রকাশ পাইলেন তখন হদিস তত্ত্বশাস্ত্রের আকারে নানা পরিচ্ছেদসমন্বিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইল। সেই সময়ে মালেক মদিনাবাসীদিগের দলপতি ছিলেন। তিনি মোত্তানামক হদিস গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করেন। হেজাজনিবাসীদিগের প্রচারিত হদিসের মধ্যে যাহা তিনি ভ্রান্তিশূন্য বুঝিয়াছিলেন সে সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন *। তিনি হজরতের সহচরদিগের উক্তি ও তাঁহার প্রত্যক্ষ

---

* মক্কা ও মদিনা এবং তায়েফের অন্তর্গতে স্থান এবং নজ্‌দ ও গোর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত স্থান সকলকে হেজাজ বলে।

অনুগামী এবং পরোক্ষ অনুগামীদিগের মীমাংসাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মক্কাতে আবু মোহম্মদ, অবদোলমোলক তুরস্ক দেশে অবাদীন্ মোলক, কুফানগরে সোফিয়ান সুরী বসোরানগরে হমাদিন প্রত্যেকে এক এক খানা হদিস গ্রন্থ লিখেন। তৎপর এক এক জন সুবিজ্ঞ সাধক এক এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রধান হদিস বেত্তাদিগের মধ্যে আহম্মদ ও এস্হাক প্রভৃতি হদিস আখ্যায়কদিগের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কেহই কোন্‌টি সহিহ ও কোন্‌টি জয়িফ হদিস নির্ণয় করেন নাই। বোখারী সর্ব্বপ্রথমে নিরবচ্ছিন্ন সহিহ হদিসপুঞ্জ গ্রন্থে প্রকাশ করেন। মশারকোল্ অনওয়ার পুস্তকে উল্লিখিত যে সহিহ বোখারী গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ ৭২৭৫ টি হদিস আছে, তন্মধ্যে পুনরুক্তি পরিত্যাগ করিলে চারি সহস্র হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর সত্তোর সহস্র লোক ই হার প্রতি অনুরাগ ও আদর প্রকাশ করে।

বোখারী বলিয়াছেন যে, "স্বপ্নযোগে হজরত মোহম্মদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র দণ্ডায়মান হই, এবং ব্যজন সঞ্চালন করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে মক্ষিকাপুঞ্জ অপসারণ করি। পরে একজন স্বপ্নব্যাখ্যাতার নিকট যাইয়া এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলি। তিনি বলেন, এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য এই, তোমার এরূপ ক্ষমতা হইবে যে, তুমি প্রেরিত পুরুষসম্বন্ধীয় অসত্য উক্তি সকল নিরসন করিবে। সেই স্বপ্ন ও সেই ব্যাখ্যাই আমাকে সহিহ হদিস সংগ্রহে প্রবর্ত্তিত ও দৃঢ়ব্রত করে।" বোখারীর সহিহ হদিস সংগ্রহের অন্যতর কারণও আছে। রাহুয়িয়ার পুত্র এস্হাকের সভাতে এরূপ প্রসঙ্গ হয় যে, যদি কেহ শুদ্ধ সাহিহ হদিস গুলি নির্ব্বাচন করিয়া সংগ্রহ করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়, তদনুসারে অসন্দিগ্ধচিত্তে জীবন পরিচালন করা যাইতে পারে। এই কথা বোখারীর অন্তরে সংক্রামিত হয়, তাহাতেই তিনি সহিহ হদিস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ইহা প্রমাণিত—বোখারী স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি ছয় লক্ষ হদিস আলোড়ন করিয়া সহিহ হদিসপুঞ্জ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছি"। কথিত আছে যে, বোখারী ষোড়শ বৎসরে এই সংগ্রহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি এই পুস্তক কাবামন্দিরে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন। অঙ্গশুদ্ধিপূর্ব্বক উপাসনা প্রার্থনা না করিয়া কোন একটি হদিস লিখিতেন না। যাহা তাঁহার নিকটে একান্ত সত্য ও নিশ্চিত বোধ হইয়াছে, তাহাই তিনি গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। মদিনা নগরে হজরতের সমাধি ও

তাঁহার উপদেশবেদিকার মধ্যভূমিতে বসিয়া বোখারী হদিস গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করেন। কাবামন্দিরে পাণ্ডুলিপি আকারে গ্রন্থ লেখা হয়, মদিনায় তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া পুস্তকাকারে বদ্ধ করেন।

মেশকাত মসাবিহ্ গ্রন্থের ভাষ্যকার ভাষ্য পুস্তক আশাতল্লমাতে প্রধান প্রধান হদিস সঙ্কলনকারী যথা—মোহম্মদ বোখারী,মোসলেম, এমাম মালেক, আবু দাউদ,নেসায়ী, দারমী,এমাম নওয়ী,এব্ন জোজী, এমাম আবু মোহম্মদ, বয়হকী,রজিন,দার কোতনী, এব্নমাজা, তরমোজী প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছেন। তাহা হইতে সর্ব্বজনসমাদৃত প্রসিদ্ধ হদিস সংগ্রাহক এমাম বোখারী ও মোস্লেম ও এমাম আবু মোহম্মদেব বৃত্তান্ত এ স্থলে কতক দূব অনুবাদ কবিয়া দেওয়া গেল।

হদিস শাস্ত্রবিশারদ বোখারী।—ইঁহার সম্পর্কগত নাম আবু অবদোল্লা (অবদোল্লার পিতা)। প্রকৃত নাম মোহম্মদ, পিতার নাম এস্মাইল, পিতামহের নাম এব্রাহিম, প্রপিতামহের নাম মোগয়রা, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম বর্দ্দেজ। এই গ্রন্থকর্ত্তা বোখাবাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ইনি বোখারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার কৃত হাদসগ্রন্থও বোখারী নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইনি জোফা নামেও পরিচিত। যেহেতু ইঁহার প্রপিতামহ মোগরিবা অগ্নিপূজক ছিলেন, তিনি তদানীন্তন বোখারার শাসনকর্ত্তা ইমান জোফা কর্ত্তৃক এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে লোকে বোখারীকে জোফী বলে। বোখারী হদিসতত্ত্ব-বিশরদ পণ্ডিতকুলের অগ্রণী ছিলেন। "আমিরোল্ মোমেনিফল্ হদিস","নাশেরোল্ আহাদিসোন্নবুওয়ত" এবং"নাশেরোল্ ও মওয়ারিসোল্ মোহম্মদীয়া" এই কয়েকটি উচ্চ উপাধি তাঁহার ছিল। দ্বিতীয় সহিহহাদসকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ মোস্লেম যখন বোখারীর নিকট উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার পদচুম্বনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এই নীল নভোমণ্ডলের নিম্নে বোখারী অপেক্ষা হদিসতত্ত্বজ্ঞ ও হদিসকণ্ঠস্থলোক কেহই নাই। অনেকে বলিয়াছেন, বোখারী ভূতলে পরমেশ্বরের এক অলৌকিক নিদর্শন। তদানীন্তনকালে হদিস আবৃত্তি করা ও তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া এবং শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করা বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সৌম্যপ্রকৃতি প্রচুরজ্ঞান প্রভৃত বৈরাগ্য একান্ত-নিষ্ঠা, হদিসের প্রণালী ও মূলতত্ত্বে সাতিশয় অভিজ্ঞতা প্রকৃষ্ট সাধনশক্তি মূলতত্ত্ব হইতে তাহার শাখাপ্রশাখানির্ব্বাচনদক্ষতা তাঁহার যেমন ছিল এরূপ কাহার ছিল না। বোখারী শৈশবকালে অন্ধ হইয়াছিলেন, পরে দৈবানুগ্রহে অলৌ-

কিরূপে দৃষ্টিশক্তি ভাল করেন। কথিত আছে, তিনি দশবৎসর বয়ঃক্রমকালে হদিস আয়ত্ত করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হন। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালের মধ্যে বহু উচ্চ উচ্চ গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করেন। সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ও তাঁহার গর্ভধারিণীকে এবং তাঁহার ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কাতীর্থে চলিয়া যান। বোখারী অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হজরতের পারিষদ ও সহচর বর্গের মাহাত্ম্য বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপর মদিনা নগরে হজরতের সমাধির নিকটে বসিয়া তারিখ কবির গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রজনীতে চন্দ্রালোকের সাহায্যে লিপি করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি হদিসে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দুইবার তুরস্ক দেশে ও মেসর দেশে চারি বার বসোরাতে গিয়াছিলাম, ছয় বৎসর হেজাজে স্থিতি করিয়াছি। হদিসতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে কয় বার যে কুফা নগরে ও বাগদাদে গিয়াছি তাহা গণনা করিয়া উঠিতে পারি না। প্রায় এগার শত লোকের নিকটে আমি হদিস শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি।" হজরতের পরবর্ত্তী অনুগামী পঞ্চম পুরুষের অন্তর্গত লোক সকল হদিসে তাঁহার শিক্ষকও উপদেষ্টা ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার অনেক ছাত্রও ছিলেন। বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গেও তিনি হদিসবিষয়ে চর্চ্চা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আপনা অপেক্ষা উচ্চ ও আপনার তুল্য, এবং আপনা অপেক্ষা কনিষ্ঠ লোকের নিকট তত্ত্ব সংগ্রহ না করিলে কেহ হদিসবিদ্যায় পূর্ণ পারদর্শী হইতে পারে না"। হদিস শাস্ত্রকার মোস্‌লেম, এব্‌ন খরিমা ও ফরফরি প্রভৃতি বোখারী হইতে হদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রায় লক্ষ লোক তাঁহা হইতে হদিস সম্বন্ধীয় তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।

বোখারী পৈত্রিক প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি এরূপ অনাসক্ত বদান্য ও মুক্তপুরুষ ছিলেন যে, তৎসমুদায় বিষয় বিবিধ সৎকার্য্যে ও দীনদুঃখীদিগের সেবাতে এবং হদিস শাস্ত্রাধ্যায়ী ছাত্রদিগের অভাব মোচনে বিতরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় অল্পাহারী ছিলেন। চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত উপকরণশূন্য সামান্য রুটিকা ভক্ষণ করিয়াছেন। পীড়িত হইয়া পড়িলে চিকিৎসক বলেন যে, শুষ্করুটি ভক্ষণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। পরে বহু বাধ্যবাধকতায় তিনি রুটির সঙ্গে এক প্রকার শরবত ব্যবহার করিতে থাকেন। কথিত আছে যে, একবার তিনি নমাজে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন বোল্‌তা

তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ হুলাঘাত করে, সেই বেদনা ভোগ করিয়াও নমাজ পরিত্যাগ করেন নাই। বোখারী সহিহ হদিস সংগ্রহ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন। (১) আদবে মফারদ (২) রফাওদ্দৈয়ন ফি সসলাত, (৩) কবাতে খলকোল্ এবাম, (৪) বরায়োল্ ওরালেন, (৫) তারিখ কবির, (৬) তারিখ আওসত, (৭) তারিখ সগির, (৮) খলক আফাল এবাদ, (৯) কেতাবোজ্জোফা, (১০) জামে কবির, (১১) তফ্সির কবির, (১২) কেতাবোল্ আশরবা, (১৩) কেতাবোল্ অলদ, (১৪) আসামি সোহবা (১৫) কেতাবওজদেন, (১৬) কেতাব অলদ (১৭) কেতাব কৌনি (১৮) কেতাব হমসওয়া (১৯) কেতাব কওয়ায়েদ (২০) মস্নদ কবির, (২১)।

মোহম্মদ বোখারী যখন দেশপর্য্যটন, সাধুসঙ্গ ও বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া স্বীয় জন্মভূমি বোখারাতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বোখারানিবাসিগণ ক্রোশাধিক পথ দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া বহু সম্মান ও অভ্যর্থনাসহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। সেই অভ্যর্থনাভূমিতে তাঁহার জন্য বস্ত্রবেশ্ম সকল স্থাপিত ও বহু দীন দুঃখীদিগকে ধন বিতরণ করা হইয়াছিল। কিছুকাল তিনি বোখারায় বাস করেন, অধিকাংশ সময়ই হদিস ও অন্যান্য শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। পরে বোখারার শাসনকর্ত্তা কতিপয় বিদ্বেষপরায়ণ স্বার্থপর অনুজীবীর পরামর্শানুসারে তাঁহার সভায় সহিহ গ্রন্থ ও তারিখ কবির পাঠ করিবার জন্য মোহম্মদ বোখারীকে ডাকিয়া পাঠান। বোখারী প্রেরিত দূতকে বলেন, "আমি স্বর্গীয় বিদ্যার অবমাননা করিব না, মানুষের দ্বারে তাহাকে লইয়া যাইব না। যদি রাজপ্রতিনিধির জ্ঞানের কোনরূপ প্রয়োজন থাকে, তবে আমার মস্জেদে বা আমার আলয়ে আমার নিকটে তাঁহার আগমন করা কর্ত্তব্য।" কেহ কেহ বলেন, বোখারার শাসনকর্ত্তা লোক পাঠাইয়া বোখারীকে এরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, এক বিশেষ সভা করা যাইবে, তাহাতে তিনিও তাঁহার সন্তানগণমাত্র থাকিবেন, বোখারী আসিয়া তাঁহাদিগকে হদিস শুনাইবেন। বোখারী তদুত্তরে জ্ঞাপন করেন যে, "অন্য সকল লোককে পরিহার করিয়া কয়েকটি বিশেষ লোককে হদিস শ্রবণে বিশেষত্ব দান করিতে কোন সভায় আমি যাইতে প্রস্তুত নহি"। এই কথা শ্রবণে বোখারার শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, এবং এই আদেশ করেন যে, এস্মায়িলের পুত্র

মোহম্মদ বোখারা হইতে বহিষ্কৃত হউক। অবিলম্বে মোহম্মদ বোখারী বহিষ্কৃত হইলেন। একমাস কাল অতীত না হইতেই সাধুর অবমাননাকারী সেই শাসন-কর্ত্তা স্বীয় পাপের প্রতিফল লাভ করিলেন। বাদশার আজ্ঞা ক্রমে তিন কর্ম্ম-চ্যুত ও গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার পারিশদবর্গও বিশেষ শাস্তি লাভ করেন।

বোখারী বোখারা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ সোমরকন্দে পঁহুছিলে তথাকার অধিবাসিগণ সোমরকন্দে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। বোখারী এই পত্র পাইয়া সোমরকন্দের দিকে যাত্রা করেন। তিনি সোমরকন্দের সন্নিহিত খরতঙ্গনামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সোমর-কন্দবাসীদিগের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। তিনি এই অবস্থা অবগত হইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হন। খরতঙ্গ গ্রামে কিয়দ্দিন অপেক্ষা করিয়া ভাবগতি নিরী-ক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সুবিশেষ জানিতে পারিয়া একেবারে নিরাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়েন। একদিন নৈশিক নমাজের পর এরূপ প্রার্থনা করেন যে, "পরমেশ্বরের ধরাতল বিস্তীর্ণ সত্ত্বেও আমার সম্বন্ধে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণ তুমি আমাকে ইহলোক হইতে গ্রহণ কর।" তৎপর তিনি কিছুদিনের মধ্যেই পীড়িত হন ও প্রাণ ত্যাগ করেন। বোখারী হেজরী ১৯৪ সালে শেওয়াল মাসের ১৩ ই কি ১৬ ই তারিখ শুক্রবার আসরের নমাজের পর জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, ২৬৫ সালে শেওয়াল মাসের ১ লা শনিবার ৬২ বৎসর বয়সে পর-লোকপ্রাপ্ত হন।

হদিসশাস্ত্র বিশারদ মোস্‌লেম—ইনি মোস্‌নেফ কসির বংশসম্ভূত হেজ্জা-জের পুত্র মোস্‌লেমের পৌত্র ছিলেন। নেশাপুর নগরে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। মোস্‌লেম পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য অতীব প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন। হদিস বিদ্যায় ইনি একজন মহোপাধ্যায় ও সকলের শিরোভূষণস্বরূপ ছিলেন। হদিস তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য মোস্‌লেম জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর নানা দেশ ও নানা নগর পর্য্যটন করিয়াছিলেন। খোরাসানে ইয়হা ও এস্‌হাক প্রভৃতির নিকটে, রয় দেশে মহ্‌রাণ জমালের পুত্র মোহম্মদ ও আবু এস্‌হাক প্রভৃতির নিকটে এবং এরাকে আহমদ ও অবদোল্লা প্রভৃতির নিকটে এবং হেজাজে সয়িদ ও আবু মসাব প্রভৃতির নিকটে, মেসরে ওমর ও হর-

মলা প্রভৃতির নিকটে এবং ভূমণ্ডলের অন্য অন্য মহা পণ্ডিত ও স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন লোকের নিকটে তিনি হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। মোস্‌লেম হদিস শাস্ত্রের চর্চ্চার উদ্দেশ্যে অনেক বার বগ্‌দাদে গিয়াছিলেন। অবুহাতেম রাজি, হারুণের পুত্র মুসা, মস্‌লামার পুত্র আহমদ ও আবু ঈসা তরমোজী এবং খজিমার পুত্র আবুবেকর প্রভৃতি অগণ্য ধর্ম্মাচার্য্য ও পণ্ডিতগণ মোস্‌লেম হইতে হদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সহিহ হদিসপুঞ্জ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থে বদ্ধ করেন। তাঁহার গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। মোস্‌লেমের হদিস গ্রন্থ সারবত্তায় বোখারীর কৃত হদিস পুস্তকের প্রায় তুল্য। বোখারী শেষ জীবনে যখন নেশাপুরে গিয়াছিলেন তখন মোস্‌লেম সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। বোখারী হইতে তিনি এবিষয়ের বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সহিহ হদিস ব্যতীত তাঁহা কর্ত্তৃক অন্য অনেক গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। যথা—মস্‌নদে কবির, জামে কবির, কেতাবে অলল কেতাবে আওহাম মোহদসেন, কেতাবে তমিজ, কেতাব মন্ লয়সা লহো এল্লা জাদ ওয়াহেদ, কেতাব তরফাত তাবেইনে, কেতাব মহ্‌জন মরিয়ণ। পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকটে মোস্‌লেমকৃত পুস্তক বোখারী কৃত পুস্তের তুলনায় উষ্ট্র-মাতার অনুগামী তাহার শাবকের সদৃশ। কেহ কেহ কোন কোন অংশে মোস্‌লেমের সহিহ হদিসকে বোখারীর সহিহ হদিসের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন। কিন্তু বোখারীর গ্রন্থ অনেকাংশে সুপ্রণালীবদ্ধ ও সুদৃঢ় প্রমাণ-যুক্ত। মোস্‌লেম হেজ্‌রি ২০৪ সালে, কেহ বলেন ২০৬ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৬১ সালে রজ্জব মাসের চতুর্বিংশতি দিবস রবিবারে নেশাপুর নগরে পরলোক প্রাপ্ত হন। নগরের বহির্ভাগে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। মোস্‌লেম ও বোখারী উভয়ের যে সকল হদিসে ঐক্য সে সকলের সংখ্যা ২৩২৬।

এমাম আবু মোহম্মদ—ইনি সুপ্রসিদ্ধ হদিস পুস্তক মেশকাত মসাবিহের প্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম মস্‌উদোল্ ফর্‌রা। ইনি হিরাতের অন্তর্গত গশ্‌ওর গ্রামনিবাসী ছিলেন। এমাম আবু মোহাম্মদের উপাধি "মহিয়োস্‌সোন্নত" (ধর্ম্মবিধির জীবনদাতা)। কথিত আছে যে, ইনি "শরহোস্‌সোন্নত" প্রণয়ন করিলে একদিন স্বপ্ন দেখেন যে, হজরত মোহম্মদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তুমি আমার ধর্ম্মকে জীবিত করিয়াছ, ঈশ্বর তোমাকে জীবিত রাখুন। ইনি তাহাতে "মহিয়োস্‌সন্নত" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি সুবিখ্যাত

পণ্ডিত কাজী হোসেনের নিকটে তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তদানীন্তন বহু সুবিজ্ঞ ধর্ম্মাচার্য্য হইতে হদিসের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বহু সুবিদ্বান্ ও ধর্ম্মাচার্য্য ইঁহা হইতে হদিস শ্রবন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে শেখ আবু ওন্নজিব সহর ওরদি একজন। এমাম আবু মোহম্মদ বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি তদানীন্তনকালে মহাসম্মানিত উপাসকমণ্ডলীর অগ্রণী, প্রসিদ্ধ তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ, কোরাণের ব্যাখ্যাতা, হদিস শাস্ত্রপারদর্শী ও সুনিপুণ অধ্যেতা ছিলেন। ইঁহার জীবন জ্ঞান ও অনুষ্ঠানের সম্মিলনভূমি ছিল। ইনি পূর্ব্বতন সাধু পুরুষদিগের পথাবলম্বী ছিলেন। দুঃসহ বৈরাগ্য ও দীনতা অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেন। প্রথমাবস্থায় সর্ব্বদা উপকরণশূন্য শুষ্ককুটী মাত্র ইঁহার খাদ্য ছিল। পরে অনেকের একান্ত অনুরোধে জয়ত তৈল কেহ বলেন শুষ্কদ্রাক্ষা উপকরণস্থানীয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইনি শেষ জীবনে মরও নগরে গিয়াছিলেন। ৫১৬ সালে শেওয়াল মাসে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হন। ইঁহার বয়ঃক্রম অশিতি বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল। ইঁহার ধর্ম্মাচার্য্যের সমাধির সন্নিকট ইঁহার সমাধি হইয়াছিল।

এই এমাম আবু মোহম্মদ মহিয়োস্‌সোন্নত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ আরব্য ভাষায় সুবৃহৎ হদিস মেশকাত মসাবিহ হইতেই এই গ্রন্থ অনুবাদিত হইতেছে। মেশকাত মসাবিহের অর্থ আলোকাধার। এই সুবৃহৎ গ্রন্থে সহিহ হসন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ হদিস সংগৃহীত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার হদিস সুপ্রণালীরূপে একগ্রন্থে বদ্ধ এই মসাবিহেতে যেরূপ লক্ষিত হয় এরূপ আর কোন গ্রন্থে নহে। এজন্য বর্ত্তমান কালে হদিস গ্রন্থের মধ্যে মাসবিহেরই সবিশেষ আদর। অবগত আছি যে, মক্কা নগরে এই গ্রন্থ বিদ্যালয়াদিতে উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত। ইহা পাঠ করিলে এস্‌লামধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব ও মোহম্মদীয় সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার মত ও বিশ্বাস রীতি নীতি ক্রিয়া কাণ্ড জানিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দিল্লী নিবাসী মহাপণ্ডিত ধর্ম্মাত্মা অবদোল্‌হক আরব্য ও পারস্য ভাষায় এই গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন।

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902.
MAJU, HOWRAH.

হদিস—পূর্ব্ব বিভাগ।

—oo—

বিশ্বাস প্রকরণ *।

—oo—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—oo—

প্রথম অধ্যায়।

ওমরের উক্তি †;—ইতিমধ্যে এক দিন আমরা প্রেরিত মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত ছিলাম। অকস্মাৎ আমাদের নিকটে সুশুভ্র পরিচ্ছদধারী ও সুনীল কেশ-

* আরব্য "ইমান" শব্দের অর্থ বিশ্বাস লিখিত হইল। প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ পরমেশ্বর হইতে যে সকল সত্য লাভ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাহা গ্রহণ-কেই মোহম্মদীয় ভাষ্যকারগণ "ইমান" বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ইমান দ্বিবিধ—সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত। হজরত মোহম্মদ ঈশ্বর হইতে যে কিছু তত্ত্ব লাভ করিয়া প্রচার করিয়াছেন সে সমস্ত সত্যে আমি বিশ্বাস করি, ইহা সংক্ষিপ্তভাবে ইমান বা বিশ্বাস জ্ঞাপন, এবং প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সত্য বলিয়া স্বীকার করাকে বিস্তৃত ভাবে ইমান অবলম্বন বলা যায়। "লা এলাহ এল্লেল্লাহ ও মোহম্মদ রসুলাল্লাহ" (ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, এবং মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত) ইত্যাদি কয়েকটি মূল সত্য অন্তরে ও মুখে স্বীকার করিলেই বিশ্বাসী বলিয়া মোসলমানমণ্ডলীভুক্ত হওয়া যায়।

† হজরত মোহম্মদের চারি জন প্রধান প্রচারবন্ধু ছিলেন। যথা;—আবুবেকর, ওমর, ওসমান, আলি। এই ওমর খেতাবনামক ব্যক্তির পুত্র, এজন্য ইঁহাকে এব্‌ন খেতাব অর্থাৎ খেতাবের পুত্র বলে। "ফারুক" ওমরের উপাধিবিশেষ। হজরত মোহম্মদের পরলোকান্তে আবুবেকর খলিফা অর্থাৎ হজরতের স্থলাভিষিক্ত হন, আবুবেকর পরলোক গমন করিলে পর এই ওমর খলিফা হইয়াছিলেন। ইঁহার আধিপত্যকালে ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত এসলাম রাজ্য বিস্তার ও এসলাম ধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইযাছিল। ইনি এক সময়ে হজরতের ঘোর শত্রু ছিলেন, পরে দৈবানুগ্রহে আশ্চর্য্য রূপে ইঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন হয়। অবশেষে ইনি অসাধারণ কার্য্য সকল সাধন করেন। ইঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিবৃত হইবে।

কলাপবিশিষ্ট এক পুরুষ উপস্থিত হন। দেশপর্য্যটনের কোন লক্ষণ তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই, এবং আমাদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি হজরতের নিকটে যাইয়া বসিলেন ও স্বীয় জানুদ্বয় তাঁহার জানুদ্বয়ের অভিমুখে স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় করতলদ্বয় স্বীয় জঙ্ঘাদ্বয়ের উপর বিন্যস্ত করিলেন, এবং বলিলেন, "মোহম্মদ, এস্‌লামধর্ম্মতত্ত্ব তুমি আমাকে জ্ঞাপন কর।" হজরত বলিলেন, "তুমি সাক্ষ্য দান করিবে যে, ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, এবং মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, (লা এলাহ এল্লেল্লাহ ও মোহম্মদ রসুলাল্লাহ) এবং নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে ও জকাত দান করিবে, * এবং রমজান মাসে রোজা পালন করিবে ও হজ্জ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিলে কাবামন্দিরে হজ্জব্রত পালন করিবে, এই এস্‌লাম ধর্ম্ম"। আগন্তুক বলিলেন, "তুমি সত্য বলিয়াছ।" আমরা আগন্তুকসম্বন্ধে বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, তিনি হজরতকে প্রশ্ন করিতেছিলেন ও তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করিতেছিলেন। পরে বলিলেন, "অবশেষে তুমি বিশ্বাসতত্ত্ব আমাকে জ্ঞাপন কর।" হজরত বলিলেন, "তুমি ঈশ্বরকে ও তাঁহার দেবগণকে এবং তাঁহার শাস্ত্রকে ও তাঁহার প্রেরিতকে ও পরকালকে বিশ্বাস করিবে, এবং তুমি ভাগ্যের শুভাশুভ বিশ্বাস করিবে।" আগন্তুক বলিলেন, "তুমি সত্য বলিয়াছ। অনন্তর ধর্ম্মজীবনের বিষয় তুমি আমাকে জ্ঞাপন কর।" হজরত বলিলেন, "তুমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে পূজা করিবে যেন তাঁহাকে দেখিতেছ, পরন্তু যদিচ তুমি তাঁহাকে নাও দেখ, তথাপি জানিও তিনি তোমাকে দর্শন করেন।" পরে আগন্তুক বলিলেন, "কেয়ামতের (পুনরুত্থানের) পূর্ব্বলক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে কিছু জ্ঞাপন কর।" হজরত বলিলেন, "তখন অনুজীবিমণ্ডলী স্বীয় প্রভুর সঙ্গে অত্যন্ত বিরোধ করিবে, এবং তুমি দেখিবে যে, পাদুকাহীন ও বস্ত্রহীন দরিদ্র ছাগরক্ষকগণ বহু পশুর রক্ষক বলিয়া গর্ব্ব করিতেছে।" তৎপর জিজ্ঞাসু চলিয়া গেলেন। আমি কিয়ৎক্ষণ ছিলাম। পরে হজরত আমাকে বলিলেন, "ওমর, কে সেই জিজ্ঞাসু চিনিয়াছ?" আমি বলিলাম, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষই বিশেষ জ্ঞাত †। হজরত বলিলেন, "তিনি জেব্রিল, তোমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতে তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন।" [মোস্‌লেম ও আবু হোরয়রা এ বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।] তৎপর তিনি কেয়ামতবিষয়ক কোরাণের বচনবিশেষ পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে,

---

* আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধর্ম্মার্থ দান করাকে জকাত বলে।

† হজরতের প্রতি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ এই প্রকার উক্তিতে অনেক সময় বিনয় প্রকাশ করিতেন।

ঈশ্বরের নিকটেই কেয়ামতের ও আকাশ হইতে বারিবর্ষণের জ্ঞান *।—বোখারি ও মোস্‌লোম উভয়।

এব্‌ন ওমরের অর্থাৎ ওমরের পুত্রের উক্তি †;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন যে, "পাঁচটি স্তম্ভের উপর এস্‌লামধর্ম্ম স্থাপিত। ১ম ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ ঈশ্বরের দাস ও তাঁহার প্রেরিত' (লা এলাহ এল্লেল্লাহ ও মোহম্মদ রসুলাল্লাহ ও অবদহো) এই বলিয়া সাক্ষ্যদান করা; ২য়, নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখা; ৩য়, জকাত দান করা; ৪র্থ, হজ্জব্রত পালন করা; ৫ম, রমজান মাসে রোজা পালন করা।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ‡;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "বিশ্বাস এক অঙ্গ, এবং সত্তোরটী তাহার শাখা, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাখা ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই বচন, তন্মধ্যে নিকৃষ্ট শাখা পথের বিঘ্ন নিবারণ, এবং লজ্জাও বিশ্বাসের একটী শাখা §।"—উভয়।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ‖;—হজরত বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বায় ও স্বীয় হস্তযোগে মোস্‌লমানদিগকে কুশলে রাখে সেই মোসলমান, এবং ঈশ্বর

---

* জেব্রিল স্বর্গীয় দূতবিশেষ। জেব্রিলযোগে হজরতমোহম্মদ ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে জেব্রিল অন্তর্গত স্বর্গীয় আলোক বা ঈশ্বরপ্রেরণা। হজরত মোহম্মদ কখন কখন জেব্রিলকে বাহিরে আকারবিশিষ্টরূপে দেখিতেন, এরূপ বর্ণিত আছে।

† এব্‌নওমর হজরতের প্রত্যাদেশ লাভের একবৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় মহামান্য পিতার সঙ্গে বাল্যকালে এস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এব্‌নওমর একজন কঠোর সংসারবিরাগী নিষ্ঠাবান্ নির্ভরশীল স্বাধীনচেতা ধর্ম্মবিধির অটল অনুগামী ছিলেন। জাবের বলিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে এব্‌নওমর ব্যতীত এমন কেহ নাই, যিনি সংসারের প্রতি অনুরাগী হন নাই।

‡ পৌত্তলিক অবস্থায় ইহাঁর নাম অবদোশ্‌শমস এবং অবদোওমর ছিল। এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণের পর ইনি অবদোল্লা ও অবদোর্‌ রহমাণ এই দুই নামে অভিহিত হন। আবুহোরয়রা ইঁহার সাধারণ নাম। আবু শব্দের অর্থ পিতা ও হোরয়রা মার্জ্জারকে বলে। ইনি দোসদেশ হইতে আনীত একটি মার্জ্জারশাবক স্নেহের সহিত পালন করিয়াছিলেন, তাহাতেই আবু হোরয়রা নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ হন। খয়বরবিজয়ের বৎসরে সপ্তম হেজরি সালে ইনি এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তৎপর হজরতের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। ইনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন উপাসনাশীল উপবাসব্রতধারী নিষ্ঠাবান্ মোসলমান ছিলেন।

§ কণ্টক ও প্রস্তর খণ্ড ইত্যাদি পথের বিঘ্ন। লজ্জা মনুষ্যকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখে, এজন্য তাহাকে বিশ্বাসের শাখা বলা হইয়াছে।

‖ ইনি কোরেশ বংশসম্ভূত, ইহাঁর পিতামহের নাম আস, প্রপিতামহের নাম ওয়ায়েল। ইনি জ্ঞানী ও সাধক, নমাজ রোজাতে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। অবদোল্লা প্রেরিত পুরুষ সম্পর্কীয়

যাহা নিষেধ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা ত্যাগ করিয়াছে সেই মোহাজের (ত্যাগী)।" সহিহ বোখারি গ্রন্থে এরূপ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু মোস্‌লেম গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক ব্যক্তি হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোন্ মোসলমান শ্রেষ্ঠ ? তাহাতে তিনি বলেন যে, "যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তে ও স্বীয় রসনায় মোসলমানগণকে কুশলে রাখে *।"

আনসের উক্তি †;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "তোমাদের মধ্যে সে পর্য্যন্ত কেহ বিশ্বাসী হইবে না, যে পর্য্যন্ত না আমি তাহার নিকটে তাহার মাতা অপেক্ষা, তাহার পুত্র অপেক্ষা এবং সমুদয় মনুষ্য অপেক্ষা প্রিয়তর হইব।"—উভয়।

আনসের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "এই তিন বিষয়ে যাহারা অবস্থিত, তাহারা বিশ্বাসের মাধুর্য্য লাভ করিয়াছে ‡ (১) যাহাদের নিকটে অন্য সকল অপেক্ষা ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষ প্রিয়তর। (২) যে ব্যক্তি দাসকে (মনুষ্যকে) সমধিক প্রেম করে, কিন্তু ঈশ্বর উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রেম করে না। (৩) ধর্ম্মদ্রোহিতা (কোফর) হইতে ঈশ্বর মুক্ত করিলে পর যে ব্যক্তি তাহাতে পুনঃপ্রবেশকে অনলে প্রবেশের ন্যায় কষ্ট বোধ করে।"—উভয়।

অব্‌বাসের উক্তি §;— হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রভু, এস্‌-

---

হদিস লিপি করিতেন। আবু হোরয়রা বলিয়াছেন যে, আমার ও অবদোল্লার মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে, তিনি হদিস লিখিতেন, আমি তাহা লিখিতাম না, স্মরণ করিয়া রাখিতাম। ইনি হজরতের উপদেশানুসারে পিতৃসন্তোষের জন্য পিতার নিকটে ও পিতৃবন্ধু মাবিয়া নামক ব্যক্তির নিকটে থাকিতেন। ইহাঁর পিতামহের নামানুসারে ইহাঁর প্রকৃত নাম আস ছিল। হজরত ইহাঁকে অবদোল্লা নামে অভিহিত করিয়া ছিলেন।

* রসনা ও হস্তই লোকপীড়নের প্রধান যন্ত্র, যাহারা সমবিশ্বাসী ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে এই দুই ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখে, বরং তদ্‌যোগে তাহাদের কল্যাণ সাধন ও সাহায্য করে, তাহারাই মোসলমান।

† নসর আন্‌সারীর পুত্র মালেক, মালেকের পুত্র আনস ছিলেন। ইনি দশবৎসর হজরতের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, অষ্টম কি নবম বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরিচারক হন। খলিফা ওমরের আধিপত্য কালে হেজরি ৯১ সালে ইনি বসোরাতে চলিয়া যান। ইঁহার একশত বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, ইঁহার সন্তান সন্ততি একশতেরও অধিক ছিল।

‡ বিশ্বাসের মাধুর্য্যের অর্থ, ধর্ম্মসাধনায় সুখ বোধ করা, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রসন্নতার জন্য কষ্ট বহন করা।

§ অব্বাস অবদোল্‌ মত্‌লবের পুত্র, হজরতের পিতৃব্য ছিলেন। ইহাঁর সম্পর্কগত নাম আবুওল্‌ ফজ্‌ল (ফজলের পিতা) ছিল। ইনি হজরত মোহম্মদ অপেক্ষা বয়সে তিন বৎসর জ্যেষ্ঠ ছিলেন, কেহ কেহ বলেন বয়সে দুই বৎসর বড় ছিলেন। যে বৎসর এয়মনাধিপতি দুর্দ্দান্ত আবরাহা হস্তিযথ সহ মক্কা আক্রমণ করে তাহার পূর্ব্বে আব্বাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লামকে ধর্ম্ম, মোহম্মদকে রসুল (প্রেরিত) বলিয়া স্বীকার করিয়াছে সে বিশ্বাসান্নের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে" * ।—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যাঁহার হস্তে মোহম্মদের জীবন আমি তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইহুদি ও খ্রীষ্টবাদী সম্প্রদায়ের এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে আমার নিকটে সুসংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক যৎসহ আমি প্রেরিত হইয়াছি তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া পরলোকগত হইয়াছে ও নরকানলনিবাসী হয় নাই।" (মো)

আবু মুসা আশারীর উক্তি † ;—হজরত বলিয়াছেন, "তিন শ্রেণীর লোকের জন্য পুরস্কার আছে, (১) সেই গ্রন্থাধিকারী লোক যে স্বীয় পেগাম্বরের (সংবাদবাহকের) প্রতি ও মোহম্মদের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এবং (২) সেই ভৃত্য যে ঈশ্বরের স্বত্ব ও স্বীয় প্রভুর স্বত্ব পরিশোধ করে, এবং (৩) সেই ব্যক্তি যাহার নিকটে কোন দাসী আছে, সে তাহার সঙ্গ করিতেছিল, পরে তাহাকে উত্তমরূপে নীতি শিক্ষা দান করিল, এবং উত্তম জ্ঞানে জ্ঞান দান করিল, তৎপর তাহাকে দাসীত্ব হইতে বিমুক্ত করিল, অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিল। এই ব্যক্তির জন্য পরে দ্বিগুণ পুরস্কার আছে।"

ওমরের পুত্রের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "লোকে যে পর্য্যন্ত না সাক্ষ্য দান করে যে, ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই ও মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে, সে পর্য্যন্ত আমি তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। তাহারা তাহা করিতে বাধ্য হইলে এস্‌লাম ধর্ম্মের স্বত্ব উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহারা আপনাদের শোণিত ও সম্পত্তি আমা হইতে

এস্‌লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ইনি একজন দলপতি ছিলেন। কাবামন্দিরের তত্ত্বাবধান ও জলদানের ভার ইহাঁর প্রতি অর্পিত ছিল। ইনি পূর্ব্ব হইতেই এস্‌লাম ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীদিগের নিকটে তাহা গোপন রাখিয়াছিলেন। ইনি ৯৯ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। অব্বাস মৃত্যুর পূর্ব্বে আশি জন দাসকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি বহু সদ্‌গুণান্বিত লোক ছিলেন।

* বিশ্বাসের স্বাদগ্রহণের অর্থ আধ্যাত্মিক রসবোধ।

† ইনি এক জন হজরতের প্রধান সহচর। ইহাঁর প্রকৃত নাম অবদোল্লা, পিতার নাম কয়স। আশারনামক একব্যক্তি ইঁহার পিতামহবর্গের অন্তর্গত ছিলেন। সেই সম্বন্ধে লোকে ইহাঁকে আবুমুসা আশারী বলিয়া থাকে। ইনি এয়মন দেশ হইতে মক্কাতে উপস্থিত হইয়া এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আবু মুসা ঘোরতর উৎপীড়নের সময় আফ্রিকাতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তৎপর খয়বরবিজয়ের সময় হজরতের নিকটে উপস্থিত হন ও তাঁহার বহু দান, স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ করেন। ইনি বহুসদ্‌গুণান্বিত লোক ছিলেন।

বাঁচাইতে পারিবে। তাহাদের (গূঢ় পাপের) বিচার ঈশ্বরের হস্তে *।—উভয়; [কিন্তু মোস্‌লেমে "এস্‌লাম ধর্ম্মের স্বত্ব উদ্দেশ্য ব্যতীত" এই কথা নাই।]

আনসের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের নমাজের ন্যায় নমাজ পড়ে ও আমাদের কেব্‌লাকে কেব্‌লা বলিয়া স্বীকার করে, † এবং আমাদের জব করা জীব ভক্ষণ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি এইরূপ মোসল্‌মান যে, তাহার প্রতিভূ ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ হন। তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার প্রতিভূত্ব অবস্থায় নিয়ম লঙ্ঘন করিও না।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—একদা এক জন যাযাবর প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল, "আপনি আমাকে এরূপ কার্য্য প্রদর্শন করুন যে যখন আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব, তখন যেন স্বর্গলোকে উপস্থিত হই।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তুমি ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে থাক ও তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী নির্ণয় করিও না, এবং নির্দ্ধারিত নমাজ পড়িও ও বিহিত জকাত দান করিও, এবং রমজান মাসে রোজা পালন করিও।" সে ব্যক্তি বলিল, "যাঁহার হস্তে আমার জীবন তাঁহার নামের শপথ যে, আমি ইহার উপর কিছু বৃদ্ধি ও ইহা হইতে কিছু ন্যূন করিব না"। পরে যখন সে চলিয়া গেল, তখন হজরত বলিলেন, "যে ব্যক্তি স্বর্গবাসী লোকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আনন্দিত হইতে চায় সে যেন ইহাকে দেখে।"—উভয়।

অবদোল্লা সকুফির পুত্র, সোফিয়ানের উক্তি ‡;—আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আপনি এস্‌লামধর্ম্মসম্বন্ধে আমাকে এমন কিছু কথা বলুন যে, তদ্বিষয়ে আপনাকে ছাড়িয়া অন্য লোককে যেন প্রশ্ন না করি। তাহাতে তিনি বলেন, "বল, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তৎপর স্থিরতর থাক"।—মো।

ওবয়দোল্লার পুত্র তল্‌হার উক্তি §;—নজ্‌দপ্রদেশনিবাসী এক ব্যক্তি হজরতের নিকটে আসিয়াছিল ‖। তাহার কেশপাশ এলোথেলো ছিল। আমরা

---

* মদিনা গমনান্তে বিরোধী অংশিবাদী পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে জেহাদ করিবার প্রত্যাদেশ লাভ করিলে পর এই কথা হয়। এস্‌লাম ধর্ম্মের স্বত্ব—হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যা, বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত।

† যাহার অভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়া হয় তাহাকে কেব্‌লা বলে। কাবামন্দির মোসলমানদিগের কেব্‌লা।

‡ ইনি একজন হজরতের অনুগামী, তায়েফে ওমরের কর্ম্মচারী ছিলেন।

§ তল্‌হা আবুবেকর সদ্দিকের ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহাঁর বিশেষ বৃত্তান্ত পুস্তকের শেষ ভাগে বিবৃত হইবে।

‖ মদিনা ও এরাকের মধ্যে গোরদেশের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশবিশেষের নাম নজ্‌দ। নজ্‌দ শব্দে উচ্চভূমিকেও বুঝায়।

তাহার মৃদু ভন্ ভন্ শব্দ শুনিতে ছিলাম, সে যাহা বলিতে ছিল তাহা বুঝিতেছিলাম না। সে হজরতের সন্নিকর্ষ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। পরে সে অকস্মাৎ এস্‌লাম ধর্ম্মের বিষয় প্রশ্ন করিল। তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "দিবা রাত্রির মধ্যে পাঁচবার নমাজ পড়া এস্‌লাম ধর্ম্ম"। তাহা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা (পাঁচ বার) ছাড়াও কি আছে?" তখন হজরত বলিলেন, "উহা অতিরিক্ত ভিন্ন নহে*।" পুনর্ব্বার হজরত বলিলেন, "রমজান মাসে রোজা পালন করিতে হয়।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা ছাড়া কি অধিক আছে?" তিনি বলিলেন, "অতিরিক্ত ভিন্ন নহে।" হজরত তাহার সম্বন্ধে জকাতের প্রসঙ্গ করিলেন। পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা ছাড়া আরও কি অধিক আছে?" তখন তিনি বলিলেন, "উহা অতিরিক্ত ভিন্ন নহে।" তৎপর সেই ব্যক্তি "ঈশ্বরের শপথ, ইহা অপেক্ষা অধিক ও ন্যূন করিব না" এই বলিতে বলিতে প্রতিগমন করিল। তখন হজরত মোহম্মদ বলিলেন, "এই ব্যক্তি সত্য স্বীকার করিয়া উদ্ধার পাইল।"—উভয়।

অব্বাসের পুত্রের উক্তি †;—অবদোল্ কয়সের কতিপয় দূত যখন হজরতের নিকটে উপস্থিত হইল, ‡ তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন্ গোষ্ঠী ও কোন্ দূত?" তাহারা বলিল, "আমরা রবিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্গত।" তিনি বলিলেন, "এই গোষ্ঠীর অথবা এই অক্ষীণ ও অক্ষুণ্ণ দূতবর্গের প্রসর হউক।" তাহারা বলিল, "প্রেরিত

---

* প্রতিদিন পাঁচ বার নমাজ পড়া, রমজান মাসে উপবাস ব্রত (রোজা) পালন করা, এবং আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জকাত (ধর্ম্মার্থ) দান করা প্রত্যেক মোসলমানের জন্য বিধি, ইহা করিতেই হইবে। যাঁহার ইচ্ছা হয় ইহার অধিক উপাসনাদি করিতে পারেন। তাহা অতিরিক্ত।

† এব্‌ন অব্বাস অর্থাৎ আব্বাসের পুত্র মদিনাপ্রস্থানের তিন বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরতের পরলোক গমনের সময় ইহাঁর বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ বা পঞ্চদশ বর্ষ ছিল। এ বিষয়ে অনেকের মধ্যে মতভেদ আছে। কথিত আছে ইনি দুইবার জেব্রিলকে দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি সুশ্রী পুরুষ ও সুবক্তা ছিলেন। হদিসবিদ্যায় ইহাঁর মহাপাণ্ডিত্য ছিল। তরজমানোল্ কোরাণ (কোরাণের অনুবাদক) ও সোল্‌তানোল্ মোফ্‌সরিণ (ভাষ্যকারদিগের অগ্রণী) এই দুই উপাধি ইনি পাইয়াছিলেন, এবং বিশ্বাসিমণ্ডলীর নেতা আলির ছাত্র ছিলেন। এব্‌ন অব্বাস সুবুদ্ধি সহিষ্ণু গম্ভীরপ্রকৃতি লোক ছিলেন। ইনি এরূপ দীর্ঘকায় ছিলেন যে, জনতার মধ্যে হঠাৎ ইঁহাকে দণ্ডায়মান দেখিলে বোধ হইত, যেন ইনি অশ্বের উপর আরূঢ় আছেন। অব্বাস ইহাঁ অপেক্ষা দীর্ঘ কায় ও হজরতের পিতামহ অবদোল্ মত্‌লব আরও দীর্ঘ ছিলেন। এব্‌ন অব্বাসের সমুজ্জ্বল রজতের ন্যায় মুখকান্তি ছিল। হেজ্‌রি ৬৮ সালে ৭১ বৎসর বয়সে ইনি তায়েফে পরলোক প্রাপ্ত হন।

‡ অবদোল্ কয়স বৃহৎ রবিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার পরিবারের নাম অবদোল কয়স হইয়াছে। এইরূপ সম্মানিত পূর্ব্ব পুরুষের নামানুসারে এক এক বংশ আখ্যাত হইয়া থাকে।

পুরুষ, আমরা নিষিদ্ধ মাসে ভিন্ন আপনার নিকটে আসিতে সমর্থ নহি *। আপনার ও আমাদের মধ্যে এই কাফের মোজরগোষ্ঠী অন্তরায় আছে। অতএব আপনি আমাদিগকেই বৈধাবৈধ নির্ণয়বিষয়ে আদেশ করুন। আমাদের পশ্চাতে (গৃহে) যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা তাহা জানাইব, এবং তাহাতে আমরা স্বর্গগামী হইব।" পরে তাহারা তাঁহাকে বিভিন্ন পাত্রবিষয়ে প্রশ্ন করিল। তখন তিনি চারিটি বিষয়ে বিধি দিলেন, এবং চারিটি বিষয়ে নিষেধ করিলেন। একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে বিধি দিয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস কি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ?" তাহারা বলিল, "ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষই এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাত"। তিনি বলিলেন, "এই সাক্ষ্য দান করা যে, ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই ও মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত, দ্বিতীয় নমাজ প্রতিষ্ঠিত রাখা, তৃতীয় জকাত দান করা, চতুর্থ রমজান মাসে রোজা পালন করা। অপিচ যুদ্ধে লুণ্ঠিত সামগ্রীর পঞ্চমাংশ দান করিও" †। তাহাদিগকে এই চারিটি বস্তু ব্যবহার নিষেধ করিলেন। পরন্তু অলাবুখোল, খোদিত বৃক্ষমূলপাত্র, হরিদ্বর্ণ সোরাহীবিশেষ, সোণার গিল্টি করা পাত্র। ‡ অধিকন্তু বলিলেন, "তোমরা এ সকল স্মরণ রাখিও, এবং তোমাদের পশ্চাতে (গৃহে) যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিও"।—উভয়।

সামেতের পুত্র ওবাদার উক্তি §;—হজরত মোহম্মদ পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমার নিকটে তোমরা এ সকল বিষয়ে সঙ্কল্প কর যে, তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিবে না, চুরি করিবে না ও ব্যভিচার করিবে না, স্বীয় সন্তান হত্যা করিবে না, ॥ নিজের হৃদয়ে অসত্য অপবাদ যোজনা করিয়া

* নিষিদ্ধ মাস, জোল্‌কাদ, জোল্‌হজ্জ, মহরম, রজব এই চারিটি। এই চারি মাসে হজ্জ ক্রিয়া হয়, এই চারি মাসের সম্মানের জন্য হত্যা ও মক্কার পথে লুণ্ঠনাদি হইত না। যাত্রিকেরা নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতে পারিত।

† রবিয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে মোজর গোষ্ঠীর সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ হইত। তাহারা যোদ্ধা পুরুষ ছিল, মোজর গোষ্ঠীর সঙ্গে সচরাচর যুদ্ধ ঘটিত, অতএব অধিকন্তু জেহাদের উল্লেখ হইল।

‡ অলাবু খোল ইত্যাদি কয়েকটি পানপাত্রে লোকে সুরা পান করিত, তজ্জন্য উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

§ ওবাদা আন্‌সার সম্প্রদায়স্থ এক জন প্রধান পুরুষ ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে ও আরও কোন কোন প্রবল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও সুগঠিত ছিল। কোরাণের আয়তসংগ্রহকারীদিগের মধ্যে ইনি এক জন। খলিফা ওমর ইহাঁকে কাজি ও শিক্ষকরূপে তুরস্ক দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

॥ পূর্ব্বে দরিদ্র আরব্য লোকেরা ভরণ পোষণ করিতে পারিবে না ভয়ে স্বীয় সন্তান হত্যা করিত।

আনয়ন করিবে না। তোমরা বৈধ বিষয়ে অন্যথাচরণ করিবে না। অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই আজ্ঞা পালন করিবে তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে পুরস্কার আছে, এবং যে ব্যক্তি এই অবৈধ কিছু করিবে, তজ্জন্য সে সংসারে শাস্তিগ্রস্ত হইবে, অবশেষে তাহাই তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তের কারণ হইবে, এবং যে ব্যক্তি এ সকল সম্বন্ধে কিছু ত্রুটি করে, তৎপর ঈশ্বর তাহা গোপন রাখেন, তাহা ঈশ্বরের নিকটেই থাকে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহার পক্ষে ক্ষমা করিবেন, এবং যদি ইচ্ছা করেন তাহাকে শাস্তি দিবেন।" অনন্তর এ বিষয়ে তাঁহারা সকলে তাঁহার নিকটে অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলেন।—উভয়

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি *;—ঈদ আজহার বা ঈদ ফতরের দিনে † হজরত মোহম্মদ ঈদোৎসবক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। পরে তিনি মহিলাদিগের নিকটে উপস্থিত হন, ‡ এবং বলেন, "হে নারীবৃন্দ, তোমরা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দরিদ্রদিগকে কিছু দান কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের অধিকাংশকে নরকাননিবাসিনী দেখিতেছি।" তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, কি জন্য এরূপ দেখিতেছেন?" তিনি বলিলেন, "তোমরা সমধিক (কথায় কথায়) অভিসম্পাত করিয়া থাক, § এবং আত্মীয়ের সম্বন্ধে অকৃতজ্ঞ হও, ‖ আমি তোমাদের কোন এক জন অপেক্ষা ক্ষীণধর্ম্ম ও ক্ষীণবুদ্ধি, এবং চতুর পুরুষদিগের মতিভ্রংশকারী কাহাকেও দেখিতেছি না।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, আমাদের ধর্ম্ম ও বুদ্ধিতে কি ত্রুটি হইয়াছে?" হজরত বলিলেন, "ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বে সাক্ষ্য-

---

ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। খোদরা কুলসম্ভূত বলিয়া ইঁহাকে আবু সয়িদ খোদরী বলিয়া সম্বোধন করা হইত। ইনি আন্‌সার দলের অন্তর্গত ছিলেন। আবু সয়িদ হজরতের সহকারিরূপে দ্বাদশ বার সংগ্রাম করিয়াছেন। ইনি মালেকের পুত্র ও সনানের পৌত্র, ইহাঁর প্রকৃত নাম সাদ ছিল। ইহাঁর পিতাও হজরতের একজন পারিষদ ছিলেন।

† আজহা অর্থে বলিযোগ্য ছাগবিশেষ, ঈদ আজহা অর্থে ঈদ কোরবাণী অর্থাৎ বলিদানের উৎসব। সেই উৎসব দিনে অথবা ঈদ ফতরের দিনে হজরত উৎসবক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। উপবাসব্রতান্তে পারণার উৎসবকে ঈদ ফতর বলে।

‡ তখন স্ত্রীলোকেরাও উৎসবক্ষেত্রে যাইতেন, তাঁহারা এক প্রান্তে স্থিতি করিতেন।

§ স্ত্রীলোকেরা অভিসম্পাতের বাক্য সচরাচর উচ্চারণ করিয়া থাকে। অভিশাপ অর্থে ঈশ্বরানুগ্রহ হইতে মনুষ্য বঞ্চিত হউক। এরূপ বাক্য বিশ্বাসীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা পাপ। স্থলবিশেষে কাফেরদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে।

‖ এস্থলে আত্মীয় অর্থে স্বামী। স্বামী হইতে প্রচুর সুখসম্পদ্ পাইয়াও স্ত্রী তাঁহার একটু ত্রুটি দেখিলে তাঁহাকে সচরাচর দুর্ব্বাক্য বলিয়া থাকেন। ইহাই স্বামীর প্রতি তাঁহাদের অকৃতজ্ঞতা।

দানবিষয়ে স্ত্রীলোক কি পুরুষ অপেক্ষা সখ্যায় অর্দ্ধাংশ নয়?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ সত্য।" তখন তিনি বলিলেন, "ইহাই তাহাদের বুদ্ধিহীনতার প্রমাণ। তাহারা যখন ঋতুমতী হয়, তখন নমাজ পড়ে না ও রোজা পালন করে না, ইহা কি নয়?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ সত্য।" তাহাতে হজরত বলিলেন, "ইহাই তাহাদের ধর্ম্মহানির প্রমাণ।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বরের এই উক্তি—'আদমের সন্তান আমার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, বস্তুতঃ ইহা তাহার উপযুক্ত কথন নয়, এবং সে আমাকে কটুবাক্য বলিয়াছে, বস্তুতঃ ইহা তাহার উপযুক্ত কথন নয়। আমার প্রতি তাহার অসত্যারোপ এই হয়—সে অসত্যারোপের কথা এই যে, যেরূপ আমাকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ কখন আমাকে পুনঃসৃষ্টি করিবেন না। বস্তুতঃ দ্বিতীয় সৃষ্টি অপেক্ষা প্রথম সৃষ্টি আমার সম্বন্ধে অধিক সহজ নয় *। পরন্তু আমার প্রতি কটূক্তি এই হয়—সে কটূক্তির কথা এই যে, ঈশ্বর সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই ও জন্ম দান করেন নাই, সেই একমাত্র নিষ্কাম আমি। আমার তুল্য কেহ হয় না।" [অব্বাসের পুত্রের উক্তি];—"আমার প্রতি তাহার কটূক্তি এই হয়—সে কটূক্তির কথা এই যে, 'আমার সন্তান আছে।' ভার্য্যা গ্রহণ অথবা সন্তান গ্রহণ করি আমি এরূপ নহি, আমি বিশুদ্ধ †।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বরের এই বাণী,—'আদমের সন্তান কালের প্রতি অপবাদ দিয়া আমাকে পীড়া দান করে, আমিই কাল, আমার হস্তেই দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তন ক্রিয়া ‡।"—উভয়।

আবু মুসার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের সন্তান হয় লোকে বলিতেছে, তিনি ইহা শ্রবণ করিতেছেন, তৎপর তাহাদিগকে সুখ, শান্তি ও জীবিকা বিধান করিতেছেন। এরূপ ক্লেশের ব্যাপারে ঈশ্বরাপেক্ষা সমধিক ধৈর্য্যশালী কেহ নহে।"—উভয়।

---

* মোসলমানদিগের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহের সঙ্গে কবরে বাস করে। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে এক সময়ে জগতের প্রলয় হইবে, তখন ভূগর্ভস্থ ভগ্ন ও বিচূর্ণ দেহ সকল পুনর্গঠিত ও সজীব হইয়া ঈশ্বরের বিচারাসনের সমীপে গমন করিবে। এই উক্তির প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই কথা।

† খ্রীষ্টবাদিগণ বলে, ঈসা ঈশ্বরের পুত্র, ইহুদিগণ বলে যে, আজিজ ঈশ্বরের পুত্র, অংশিবাদিগণ বলে দেবতারা ঈশ্বরের কন্যা। এই সকল উক্তির প্রতিবাদস্বরূপ এই কথা।

‡ আমিই কাল, অর্থাৎ কাল আমার হস্তে বিধৃত। দুঃখ বিপদ্ উপস্থিত হইলে লোকে কালের দোষ দেয়। এই উক্তিতে তাহারই প্রতিবাদ হইয়াছে।

মাজের উক্তি * ;—একদা আমি হজরত মোহম্মদের সঙ্গে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে এক গর্দ্দভের উপর একত্র আরূঢ় হইয়াছিলাম †। আমার ও তাঁহার মধ্যে ক্ষুদ্র এক খণ্ড কাষ্ঠবিশেষ ব্যতীত অন্য ব্যবধান ছিল না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মাজ, স্বীয় দাসগণের সম্বন্ধে ঈশ্বরের কি স্বত্ব এবং ঈশ্বরসম্বন্ধে দাসবর্গের কি স্বত্ব তুমি কি জ্ঞাত আছ?" আমি বলিলাম, ইহা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষই বিশেষ জ্ঞাত। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় দাসদিগের প্রতি ঈশ্বরের স্বত্ব এই যে, তাহারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে ও তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিবে না, এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে দাসের স্বত্ব এই যে, যে ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করে না, তাহাকে সে উৎপীড়ন করিবে না।" তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রেরিতপুরুষ, অনন্তর সাধারণ লোকদিগের নিকটে কি আমি এই সুসংবাদ প্রচার করিব না? তিনি বলিলেন, "তাহাদিগকে সুসংবাদ জ্ঞাপন করিও না, তাহা হইলে তাহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিবে ‡।"—উভয়।

আনসের উক্তি ;—একদা হজরত মোহম্মদ এক পশুর পৃষ্ঠে মাজের সঙ্গে একত্র আরূঢ় ছিলেন, তদবস্থায় বলিয়াছিলেন, "হে মাজ," মাজ উত্তর করিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, আমি আপনার আনুগত্যে উপস্থিত আছি এবং আপনার সহকারিতায় প্রবৃত্ত।" হজরত পুনর্ব্বার ডাকিলেন, "হে মাজ," মাজ বলিলেন, প্রেরিতপুরুষ, আমি আপনার আনুগত্যে উপস্থিত আছি ও আপনার সহকারিতায় প্রবৃত্ত। হজরত "হে মাজ," বলিয়া আবার ডাকিলেন, মাজ বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, আমি আপনার আনুগত্যে উপস্থিত ও আপনার সহকারিতায় প্রবৃত্ত।" এইরূপ তিন বার আহ্বান ও প্রত্যুত্তর হইলে পর হজরত বলিলেন, "এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, স্বীয় আন্তরিক সত্যতার সহিত, 'ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই ও মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত' এরূপ সাক্ষ্য দান করিতেছে, অথচ ঈশ্বর নরকাগ্নি তাহার

---

* মাজ একজন মহামান্য শ্রেষ্ঠ পারিষদ ছিলেন, পুস্তকের পরিশিষ্টে তাঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে।

† হজরত মোহম্মদ আড়ম্বরশূন্যতা ও বিনয় নম্রতা জীবনে প্রকাশ করিবার জন্য সময়ে সময়ে গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

‡ এই সুসংবাদ প্রচারে তখন মাজকে হজরতের নিষেধ করার তাৎপর্য্য এই যে, সেই সময় সাধারণ লোকের জীবনের অবস্থা তাহার উপযুক্ত ছিল না। প্রথমতঃ তাহারা এসলাম ধর্ম্মের মূল তত্ত্বে বিশ্বাসী হইবে ও সাধন করিবে। প্রথমে উচ্চ তত্ত্ব শ্রবণ করিলে, তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন ও নির্ভর করিয়া থাকিবে, সুতরাং উপযুক্ত সৎক্রিয়া ও সাধনা হইতে বিমুখ হইবে। হজরতের এই অভিপ্রায় ছিল।

সম্বন্ধে অবৈধ করেন নাই।" তখন মাজ বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, অনন্তর সাধারণ লোককে কি ইহা জ্ঞাপন করিব না? তাহা করিলে তাহারা শুভ সংবাদ লাভ করিবে।" তিনি বলিলেন, "তাহা করিলে তাহারা অকস্মাৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিবে।" পরিশেষে মাজ স্বীয় মৃত্যু সন্নিকট হইলে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।—উভয়।

আবু জরের উক্তি *;—একদা আমি প্রেরিতপুরুষের নিকটে গিয়াছিলাম, তখন তিনি শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া শয়ান ছিলেন। ফিরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তিনি জাগরিত হইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এমন কোন দাস নাই যে, ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই বলিয়াছে, তৎপর সে সেই ভাবে মরিয়া স্বর্গলোকে প্রবেশ করে নাই।" ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, যদি সেই ব্যক্তি চুরি করে ও যদি ব্যভিচার করে? তিনি বলিলেন, "যদি সে চুরি করে ও যদি ব্যভিচার করে?" আমি আবার বলিলাম, যদি সে চুরি করে ও যদি ব্যভিচার করে? তিনিও বলিলেন, "যদি সে চুরি করে ও যদি ব্যভিচার করে?" আমি তৃতীয়বার বলিলাম,যদি সে চুরি করে ও ব্যভিচার করে?" তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যদি সে চুরি করে ও যদি ব্যভিচার করে তবে আবু জরের নাকে মাটী।" যখন আবুজর পুনঃপুনঃ তাহা বলিতেছিল, তখন হজরত বলিলেন, "আবু জরের নাকে মাটী †।"—উভয়।

এবাদার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, তিনি একমাত্র, তাঁহার অংশী নাই ও মোহম্মদ তাঁহার দাস ও তাঁহার প্রেরিত, এবং ঈসা ঈশ্বরের কিঙ্কর ও তাঁহার প্রেরিত এবং তিনি মরয়মের পুত্র ও তাঁহার দাসীর (মরয়মের) প্রতি তিনি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের বাণী ও তাঁহার আত্মা, ‡ এবং স্বর্গ ও নরক সত্য, এ বিষয়ে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দান করে

---

* আবুজর হজরতের সংসারবিরাগী সাধু সত্যপ্রিয় পারিষদবর্গের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহার বহু সাধু গুণ ছিল। গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাঁহার বিশেষ বিরণ বিবৃত হইবে।

† যখন আবুজর হজরতের আদেশ অমান্য ও অস্বীকার করিতেছিলেন, বরং তাঁহার আদেশের বিপরীত বুদ্ধি যেন আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই হজরত হীনতাসূচক "আবুজরের নাকে মাটী" এই কথা বলেন। অর্থাৎ আবুজর লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত হইবে, আর সেই ব্যক্তি চুরি ব্যভিচারাদি করিয়াও বিশ্বাসের প্রভাবে স্বর্গলোকে চলিয়া যাইবে। এ স্থলে ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই অন্তরের সহিত এই কথা বিশ্বাস করা। বিশ্বাসী ব্যক্তি গুরুতর পাপ করিলেও ঈশ্বরের কৃপা ও ক্ষমাগুণে, অথবা প্রেরিত পুরুষের পাপক্ষমার অনুরোধে তিনি স্বর্গে যাইবেন, কিংবা স্বীয় অপরাধের অনুরূপ নরকদণ্ড ভোগ করিয়া পরিশেষে তিনি স্বর্গ লাভ করিবেন।

‡ ঈসাকে ঈশ্বরের বাণী এজন্য বলা হইয়াছে যে "হউক" এই আদেশ মাত্র পিতৃসংস্রব ব্যতীত মরয়মের গর্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথবা তিনি শৈশব কালে বাকৃপটু যুবকের

তাহার অল্পাধিক শুভাশুভ যে কিছু কর্ম্ম থাকুক না কেন, ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান।"—উভয়।

আসের পুত্র ওমরের উক্তি ;—একদা আমি প্রেরিত মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলাম, "আপনি স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করুন। তখন তিনি আপন দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন, আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিলাম। সেই সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওমর, তোমার কি হইয়াছে ?" আমি বলিলাম, আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে পরস্পর সত্যে বদ্ধ হইব। তিনি বলিলেন,"সে কি সত্য যাহাতে বদ্ধ হইব ?" আমি বলিলাম, তাহা এই যে, আপনি আমার পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষমা করিবেন, আমিও আর সেই পাপ করিব না। তখন তিনি বলিলেন, "ওমর, তুমি কি জান না যে কিছু ক্ষুদ্র বৃহৎ পাপ পূর্ব্বে কৃত হইয়াছে, এস্‌লাম ধর্ম্ম তাহা ধ্বংস করে ও হেজরত (ধর্ম্মার্থ দেশত্যাগ) পূর্ব্বকৃত পাপ ধ্বংস করে, এবং হজ্জব্রত পূর্ব্বকৃত পাপ ধ্বংস করে *।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মাজের উক্তি ;—আমি নিবেদন করিয়াছিলাম যে, প্রেরিতপুরুষ, আপনি এমন বিষয় আমাকে জ্ঞাপন করুন যাহা আমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবে, এবং আমাকে নরকানল হইতে দূরে রাখিবে। তিনি বলিলেন, "সত্য সত্যই তুমি গুরুতর বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ। বস্তুতঃ যাহার সম্বন্ধে ঈশ্বর ইহা সহজ করেন অবশ্য তাহার

ন্যায় সুস্পষ্ট কথা বলিয়াছিলেন। ঈসার অপর নাম এজন্য ঈশ্বরের আত্মা যে তিনি মৃতকে জীবিত করিয়াছিলেন, অথবা আধ্যাত্মিক জীবন দ্বারা লোকের মৃত হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

* মৃত্যুকালে আসের পুত্র ওমর অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিলেন, মনের গভীর যন্ত্রণা ও ক্লেশ প্রকাশ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার পুত্র অবদোল্লা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,"তাত, এরূপ উৎকণ্ঠিত ও অস্থির কেন হইতেছ। পিতঃ, তুমি হজরতের সহবাসে ছিলে, তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য সকল করিয়াছ। আশ্বস্ত থাক, তোমার সদ্গতি হইবে।" তাহা শুনিয়া ওমর বলিয়াছিলেন, "বৎস, আমার জীবনে তিনটী অবস্থা ঘটিয়াছে, পরিশেষে কি হয় জানি না। প্রথমতঃ হজরত আমার চক্ষে পরম শত্রু ছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে আমি বহু সংগ্রাম করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ তৎপর তিনি আমার পরম বন্ধু হন, তাঁহার সেবা করিয়াছি ও আজ্ঞাপালন করিয়াছি। তৃতীয়তঃ তাঁহার পরলোকান্তে দেশাধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া মহামহা সংগ্রাম সকল করিয়াছি, আমার অনেক অহিতাচরণ ও অধর্ম্মাচরণ হইয়াছে, পরিণামে কি ঘটিবে ঈশ্বর জানেন। এজন্য আমি অস্থির আছি।"

সম্বন্ধেই সহজ হয়। তুমি ঈশ্বরকে ভজনা করিও ও তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন বস্তুকে অংশী করিও না, এবং নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিও ও জকাত দান করিও, এবং রমজান মাসে রোজা পালন করিও ও কাবাতে হজ্জব্রত সাধন করিও।" তৎপর বলিলেন, "জানিও আমি তোমাকে কল্যাণের দ্বারাভিমুখে পথ প্রদর্শন করিতেছি। রোজা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে, ধর্ম্মার্থ দান ও লোকের নিশীথনমাজ, জল যেমন অনলকে নির্ব্বাণ করে, তদ্রূপ পাপকে নির্ব্বাপিত করিয়া থাকে।" তৎপর তিনি ইহার প্রতিপোষক একটি আয়ত উচ্চারণ করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, সুখশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নমাজের জন্য নিশীথে দণ্ডায়মান লোকদিগকে ঈশ্বর প্রশংসা করেন। অবশেষে বলিলেন, "জানিও আমি তোমাকে ধর্ম্মকর্ম্মের শীর্ষ ও তাহার স্তম্ভ (পদ) এবং তাহার ককুদের উচ্চতা প্রদর্শন করিতেছি *।" আমি বলিলাম, প্রেরিতপুরুষ, হাঁ বলুন। তিনি বলিলেন, "কর্ম্মের শীর্ষ এস্‌লাম (ঈশ্বরানুগত্য) এবং তাহার স্তম্ভ নমাজ ও তাহার ককুদের উচ্চতা জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ)।" তৎপর তিনি বলিলেন, "জানিও, আমি তোমাকে এই সমুদায়ের মূলসাধন জ্ঞাপন করিতেছি।" আমি বলিলাম, হে ঈশ্বরের সুসমাচারদাতা, বলুন। তখন তিনি স্বীয় রসনা ধারণ করিয়া বলিলেন, "ইহাকে আপনার দিকে অবরোধ করিয়া রাখ।" তাহা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ঈশ্বরের সুসংবাদবাহক, এতৎ সাহায্যে আমরা যাহা বলিয়া থাকি তজ্জন্য কি আমরা অপরাধিরূপে বিধৃত হইব? তিনি বলিলেন, "মাজ, তোমার মাতা তোমাকে হারাইয়া ফেলুক †। মনুষ্যকে তাহাদের অসংযত রসনা ভিন্ন কি অন্য কিছু নরকানলে অধোমুখে বিসর্জ্জন করে?"—আহম্মদ, তরমুজী, এব্‌নমাজ।

আবু এমামার উক্তি ‡;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে প্রেম করে ও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বিরোধ করে, এবং ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দান করে ও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দান প্রতিরোধ করে, বস্তুতঃ তাহার বিশ্বাস পূর্ণ।" [আনসের পুত্র মাজ এতচ্চতুষ্টয়ের সঙ্গে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া ও বিলম্ব করাও হজরতের উক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।]—আবু দাউদ, তর।

---

* ধর্ম্ম ক্রিয়াকে একটি উষ্ট্রের ন্যায় বর্ণন করা হইয়াছে।

† ইহার আরব্য বচন "সোকল্‌তাকা ওম্মকা" সচরাচর বিস্ময় ও অসম্মতি প্রকাশে আরব্য লোকেরা এ কথা বলিয়া থাকে।

‡ আবু এমামার প্রকৃত নাম সোদ্ধ। ইহাঁর পিতৃপুরুষ ও বংশবিষয়ে হজরতের অনুগামিগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইনি মেসরনিবাসী ছিলেন। পরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া হম্‌সে যাইয়া স্থিতি করেন, তথায় পরলোক প্রাপ্ত হন।

আবু জরের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বরোদ্দেশ্যে প্রেম ও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বিরোধ করা শ্রেষ্ঠ কার্য্য।"—আবু।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যাহার রসনায় ও যাহার হস্তে মোসলমান নির্ব্বিঘ্নে থাকে সে মোসলমান, এবং লোকে স্বীয় শোণিত ও স্বীয় সম্পত্তিরক্ষাবিষয়ে যাহাকে আমিন (অর্পিত বস্তুর রক্ষক) করিয়াছে সেই মোমেন (বিশ্বাসী)। পরমেশ্বরের সাধনায় যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে, সেই প্রকৃত মোজাহেদ (ধর্ম্মযোদ্ধা) এবং যে ব্যক্তি পাপ অপরাধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে সেই প্রকৃত মোহাজের (ধর্ম্মার্থ দেশত্যাগী) *।"

আনসের উক্তি;—হজরত আমাদিগকে যখন উপদেশ দান করিয়াছেন তখন বলিয়াছেন, "যাহার ইমান (বিশ্বাস) নাই তাহার জীবন ও পরিবার এবং সম্পত্তি বিষয়ে আমানত (সংরক্ষণ) নাই, যাহার ধর্ম্ম নাই তাহার অঙ্গীকার পালনও নাই।"—বয়হকা।

তৃতীয় অধ্যায়।

সামেতের পুত্র ওবাদার উক্তি †;—আমি শুনিয়াছি যে, হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দান করিয়াছে যে, ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, পরমেশ্বর তাহার সম্বন্ধে নরকানল অবৈধ করিয়াছেন।"—মো।

ওস্‌মানের উক্তি ‡;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই এই জ্ঞানসত্ত্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছে সে স্বর্গলোকে প্রবেশ করিয়াছে।"—মো।

জাবেরের উক্তি §;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "দুইটি অবশ্যম্ভাবী।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, কোন্ দুইটি অবশ্যম্ভাবী?"

---

* "পরমেশ্বরের সাধনায়" এই বচন হইতে তৎপরবর্ত্তী বচন পর্য্যন্ত সাবোল ইমান গ্রন্থে হজরতের ভৃত্য ফজাহার উক্তি অনুসারে সংযোজিত হইয়াছে। এই বাক্যের পূর্ব্বাংশ তরমোজি ও নেসায়ি কর্ত্তৃক বিবৃত।

† ওবাদা আন্‌সার সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন।

‡ হজরতের চারি জন প্রধান প্রচার বন্ধুর মধ্যে ওস্‌মান একজন। ওমরের পরলোকান্তে ইনি খলিফার পদে অভিষিক্ত হন। ওস্‌মান তৃতীয় খলিফা। ইহাঁর বিশেষ বৃত্তান্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিবৃত হইবে।

§ ইনি ওমর আন্‌সারীর পৌত্র, অবদোল্লার পুত্র হজরতের এক জন প্রধান ও প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। জাবের শেষ জীবনে অন্ধ হইয়াছিলেন। হেজরি ৭৪ সালে মদিনাতে ইহাঁর মৃত্যু হয়। কেহ কেহ ইহাঁর মৃত্যু কালসম্বন্ধে অন্য কথাও বলিয়াছেন।

তাহাতে তিনি বলেন যে, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিয়া প্রাণত্যাগ করে সে নরকগামী হয়, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী না করিয়া প্রাণত্যাগ করে সে স্বর্গগামী হয়।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—একদা আমরা হজরতের চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম। ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আমাদের সঙ্গে আবুবেকর ও ওমর ছিলেন। তখন হজরত আমাদের মধ্য হইতে অকস্মাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন, এবং আমাদিগের দিকে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিলেন। আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন পাইয়া শত্রু বা তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে আমাদিগের এই ভয় হইল, আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। পরে আমরাও গাত্রোত্থান করিলাম। পরন্তু আমিই ভয়াকুলদিগের মধ্যে প্রথম ছিলাম, অবশেষে আমি হজরতের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। বোখার পরিবারস্থ এক আন্‌সারের প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান পর্য্যন্ত গেলাম, প্রবেশ দ্বারের অন্বেষণে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, কিন্তু তাহার কোন দ্বার উন্মুক্ত প্রাপ্ত হইলাম না। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক ক্ষুদ্র জলপ্রণালী দৃষ্ট হইল, উহা বাহিরের কূপ হইতে উদ্যানের ভিতরে সঞ্চারিত ছিল। তখন আমি হস্ত পদ গুটাইয়া প্রণালীর সুরঙ্গে প্রবিষ্ট হইলাম, পরে হজরতের নিকটে আসিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি আবু হোরয়রা।" আমি বলিলাম, হাঁ প্রেরিতপুরুষ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ব্যাপার কি?" আমি নিবেদন করিলাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, আমাদিগকে দর্শনদানে বিলম্ব করিলেন, তখন আমরা আমাদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন আপনার সম্বন্ধে শত্রুভয়ে ভীত হইলাম ও ব্যস্ত হইলাম, পরন্তু আমিই প্রথম ব্যস্ত হই। অতএব এই উদ্যানে আসিয়াছি, শশকের ন্যায় ক্ষুদ্র সুরঙ্গ দিয়া গলিয়া প্রবেশ করিয়াছি, এবং সেই সকল লোক আমার পশ্চাতে (কিঞ্চিৎ দূরে) আছেন। ইহা শুনিয়া তিনি স্বীয় পাদুকাদ্বয় আমার প্রতি অর্পণ করিলেন * এবং বলিলেন, "আবু হোরয়রা, তুমি আমার এই পাদুকাদ্বয়সহ চলিয়া যাও, পরে এই উদ্যান প্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগে এরূপ যাহার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে যে ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই এই মূল তত্ত্বে স্বীয় অন্তরকে বিশ্বস্ত করিয়া তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে, তাহাকে স্বর্গলাভের সুসংবাদ দান করিও †।" পরিশেষে প্রথমতঃ ওমরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আবু হোরয়রা এই পাদুকাদ্বয়

---

* হজরত মোহম্মদ পাদুকা এই উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়াছিলেন যে, লোকে যেন বুঝিতে পারে আবুহোরয়রা তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে।

† কোন বিশেষ বিষয়ে সংবাদ শ্রবণ করিলে সাধারণ লোকে সাধনাবিমুখ হয়। বিশেষ লোক তাহার বিপরীত।

কি ? আমি বলিলাম, প্রেরিতপুরুষের পাদুকাদ্বয়, তিনি আমাকে এতৎসহ প্রেরণ করিয়াছেন, এবং আদেশ করিয়াছেন যে, এরূপ যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যে, সে ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই এই উক্তিতে স্বীয় অন্তরকে স্থিরতর রাখিয়া তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে আমি তাহাকে স্বর্গলাভের সুসংবাদ দান করিব। তখন ওমর আমার বক্ষে আঘাত করিলেন, তাহাতে আমি বসিয়া পড়িলাম, পরে তিনি বলিলেন, "হে আবুহারয়রা, তুমি ফিরিয়া যাও।" অনন্তর আমি হজরতের অভিমুখে ফিরিয়া গেলাম ও রোদন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম, ওমরও আমার পশ্চাতে সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবু হোরয়রা, তোমার কি হইয়াছে ?" আমি বলিলাম, ওমরকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, আপনি যে সংবাদ দান করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিলেন আমি তাঁহাকে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমার বক্ষে আঘাত করিয়াছেন, আমি উহাতে একেবারে বসিয়া পড়িয়াছিলাম, এবং তিনি বলিয়াছিলেন, "ফিরিয়া যাও।" এতচ্ছ্রবণে হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওমর, কি কারণ তোমাকে এরূপ করিতে বাধ্য করিল ?" ওমর বলিলেন, "প্রেরিত-পুরুষ, আপনি কি আবু হোরয়রাকে আপনার পাদুকাদ্বয়সহ এই বলিয়া প্রেরণ করিয়াছেন যে, এরূপ যাহাকে সে প্রাপ্ত হয় যে ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই এই মূলতত্ত্বে অন্তঃকরণকে বিশ্বস্ত করিয়া সাক্ষ্যদান করে তাহাকে যেন স্বর্গলাভের সুসংবাদ দান করে ?" হজরত বলিলেন, "হাঁ সত্য।" তখন ওমর বলিলেন, "তাহা করিবেন না, আমি ভয় পাইতেছি যে সাধারণ লোকে তৎপ্রতি ভরসা করিয়া থাকিবে। তাহাদিগকে সাধন করিতে অবকাশ দিন।" তখন হজরত বলিলেন, "আচ্ছা তাহাদিগকে অবকাশ দাও *।"—মো—

জবলের পুত্র মাজের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই" এই সাক্ষ্যদানবাক্য স্বর্গদ্বারের কুঞ্জিকাস্বরূপ।"—আহমদ।

ওস্‌মানের উক্তি ;—হজরতের পরলোক গমন করিলে পর তাঁহার বহু সহচর তাঁহার জন্য এরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন যে, অনেকের মতিচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের মধ্যে এক জন ছিলাম। একদা আমি বসিয়া আছি, ইতিমধ্যে আমার নিকটে ওমর আসিয়া সেলাম করিলেন ; তিনি যে সেলাম করিলেন, আমি অন্যমনস্কতাবশতঃ বুঝিতে পারি নাই। তিনি আবুবেকরের

* বিশ্বাসীদিগের হৃদয়ের উল্লাসসাধন সুসংবাদদানের উদ্দেশ্য, যদি তাঁহারা তাহা শ্রবণ করিয়া হজরতের একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ তাঁহাদের প্রতি আছে এবং তাঁহার প্রতি তাঁহাদের প্রেম ও অনুরাগ আছে বলিয়া নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন, এই আশঙ্কায় ওমরের কথায় হজরত বলিলেন, তাহাদিগকে সাধন করিতে ছাড়িয়া দাও।

নিকটে যাইয়া আমি সেলাম গ্রহণ করি নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তৎপর তাঁহারা দুই জনে আসিয়া একযোগে আমাকে সেলাম করিলেন, এবং আবু বেকর আমাকে বলিলেন, "তোমার কি হইয়াছিল যে, তুমি স্বীয় ভ্রাতাকে সেলাম প্রত্যর্পণ কর নাই?" আমি বলিলাম, আমি এরূপ করি নাই। ওমর বলিলেন, "হাঁ ঈশ্বরের শপথ, সত্য সত্যই তুমি তাহা করিয়াছ।" আমি বলিলাম, সত্যই তুমি যে আসিয়াছিলে ও সেলাম করিয়াছিলে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। আবুবেকর বলিলেন, "ওস্‌মান সত্য বলিয়াছেন। অন্যমনস্কতা এ কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছে।" তখন আমি বলিলাম, হাঁ এরূপই। আবুবেকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার কি কারণ?" আমি বলিলাম, এই সংসার হইতে মুক্তিলাভসম্বন্ধে হজরতকে প্রশ্ন করিব ইচ্ছা ছিল, তাহার পূর্ব্বেই পরমেশ্বর তাঁহার প্রাণ হরণ করিলেন, এই দুঃখ। আবুবেকর বলিলেন, "আমি এ বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শ্রবণ করিয়াছি।" তখন আমি আবুবেকরের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, আপনিই তাহা শ্রবণের উপযুক্ত। তিনি বলিলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, এই সংসার হইতে মুক্তির উপায় কি?" তাহাতে তিনি বলিলেন, 'যে বচন আমি স্বীয় পিতৃব্য আবুতালেবের নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলাম, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, সেই বচন (লা এলাহ্ এল্লোল্লহ) যে ব্যক্তি, আমা হইতে গ্রহণ করে তাহাই তাহার জন্য পরিত্রাণের উপায়' * "—আহ।

মেকদাদের উক্তি †; আমি প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "পৃথিবীপৃষ্ঠে এমন ইষ্টকালয় ও পটমণ্ডপ থাকিবে না যাহাতে ঈশ্বর এস্‌লাম ধর্ম্মের

---

* হজরত মোহম্মদের পিতৃব্য আবুতালেব হজরতকে শৈশবকাল হইতে পরম স্নেহ ও যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। হজরতের একান্ত ইচ্ছা ও আগ্রহ ছিল যে, "লা এলাহ এল্লেল্লাহ" (ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই) ইত্যাদি কলেমা পড়িয়া তিনি এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। আবু তালেবের মুমূর্ষুকালেও এই বাক্য তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারণ করাইবার জন্য হজরত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, কলেমা বিশ্বাস সহকারে উচ্চারণ করিলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়, পাপমেঘ কাটিয়া যায়, হৃদয়াকাশ নির্ম্মল হয়, পাপাসুরের আক্রমণ ও নরকানল হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

† মেকদাদ হজরতের এক জন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত সহচর ছিলেন। ইনি আস্‌ওদের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বিশ্বাসিমণ্ডলীর নেতা আলি বলিয়াছেন যে, আস্‌ওদনামক ব্যক্তির সঙ্গে মেকদাদ সন্ধিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন, এবং সেই ব্যক্তি বন্ধুভাবে তাঁহার আলয়ে বাস করিত, তাহাতে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইয়াছিল। মেকদাদ তাঁহার পুত্র নহে, প্রকৃতপক্ষে তিনি সালবা বন্দির পৌত্র ও ওমরের পুত্র। মেকদাদ এক জন আদিম এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী। গ্রন্থের শেষ ভাগে বদরের যোদ্ধাদিগের সঙ্গে ইহাঁর বিশেষ প্রসঙ্গ হইবে।

কলেমা, সম্মানিত লোককে সম্মানিত ও নীচ লোককে অপমানিত করিয়া, প্রবেশ করাইবেন না। পরন্তু যাহাদিগকে সেই কলেমার অধিকারী করিয়া তুলিবেন, কিংবা যাহাদিগকে অপদস্থ করিবেন তাহাদিগকে তাহার আনুগত্যে বাধ্য করিবেন *।" আমি বলিলাম, তবে অবশেষে ঈশ্বরোদ্দেশ্যেই সমগ্র ধর্ম্ম হইবে।—আহ।

মোনব্বের পুত্র ওহবের উক্তি †;—হজরতকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, "লাএলাহ এল্লেল্লাহ" কি স্বর্গের কুঞ্জিকা নহে? তাহাতে তিনি বলেন, "হাঁ, সত্য, কিন্তু এমন কোন কুঞ্জিকা নাই, যাহার দন্তশ্রেণী নাই। যদি তুমি দন্তশ্রেণীযুক্ত চাবি প্রাপ্ত হও, তবে তোমার জন্য দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, অন্যথা উদ্ঘাটিত হইবে না ‡।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ এরূপ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি স্বীয় এস্‌লামকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রাখিয়া সদনুষ্ঠান করে তাহার জন্য উহার অনুরূপ ফলের দশ গুণ হইতে সপ্তশত গুণ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়। লোকে যে সকল দুষ্কর্ম্ম করে উহার প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারলাভ (মৃত্যু) পর্য্যন্ত তদনুরূপ ফলই লিখিত হইয়া থাকে।"—উভয়।

আবু এমামার উক্তি;—এক ব্যক্তি হজরতকে বিশ্বাসের লক্ষণ কি এই প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাতে তিনি বলেন, "যখন তোমার সৎকর্ম্ম তোমাকে প্রসন্ন করে এবং তোমার দুষ্কর্ম্ম তোমাকে অনুতপ্ত করে তখন তুমি বিশ্বাসী।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিত পুরুষ, পাপের লক্ষণ কি?" তিনি বলিলেন, "যখন কোন বিষয় তোমার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া তোমাকে উদ্বেজিত করিয়া তোলে (তাহাই পাপ,) তখন তুমি তাহা দূর করিও §।

---

* অর্থাৎ নগরে ভদ্রলোকদিগের ইষ্টকালয়ে প্রান্তরে সামান্য লোকদিগের পটমণ্ডপে এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহল্লোকেরা কলেমাকে গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবে, নীচ দুষ্টলোকেরা নিপীড়িত হইয়া ইহা স্বীকারে বাধ্য হইবে। বস্তুতঃ নগরে, গ্রামে, প্রান্তরে সর্ব্বত্র এই ধর্ম্ম জয় লাভ করিবে। আরব্যপ্রান্তরনিবাসী যাযাবর লোকেরা সচরাচর পটমণ্ডপে বাস করিয়া থাকে। এস্‌লাম ধর্ম্মের কলেমা "লা এলাহ এল্লেল্লা মোহম্মদ রসুলাল্লাহ।"

† ইনি এয়মনে কাজী ছিলেন ও বিশ্বাসী পুরুষদিগের এক জন অনুগামী ছিলেন। হেজরি ১১৪ সালে ইহাঁর পরলোক গমন হইয়াছিল।

‡ "লা এলাহ এল্লেল্লাহ" এই কলেমা (বীজ) স্বর্গদ্বারের কুঞ্জিকাস্বরূপ। এই কুঞ্জিকার দন্তশ্রেণী ধর্ম্মবিধিপ্রণালী।

§ অর্থাৎ যখন তোমার অন্তরে এমন কিছু প্রকাশ পায় যাহা তোমার প্রকৃতিতে সংক্রামিত হইয়া তোমাকে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলে, তোমার অন্তরকে শান্তি, স্থিরতা ও প্রফুল্লতা লাভ করিতে দেয় না, তাহার মধ্যে পাপ আছে জানিও। বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের জ্যোতিতে

অবসার পুত্র ওমরের উক্তি * ;—আমি হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলাম, এই এস্‌লাম ধর্ম্মের ব্যাপারে আপনার সঙ্গী কে? তিনি বলিলেন, "একজন স্বাধীন পুরুষ ও একজন দাস †।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এস্‌লাম কি? বলিলেন, "শিষ্ট বাক্য বলা ও ভোজ্যদান করা।" জিজ্ঞাসা করিলাম যে, বিশ্বাসের লক্ষণ কি? তিনি বলিলেন, "ধৈর্য্য ও পুরুষকার?" আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রেষ্ঠ এস্‌লাম কি? তিনি বলিলেন, "হস্তে ও রসনায় মোসলমানদিগকে নিরাপদ রাখা।" তৎপর আমি প্রশ্ন করিলাম, শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসের লক্ষণ কি? তিনি বলিলেন,"সচ্চরিত্রতা।" পরে আমি প্রশ্ন করিলাম, কোন্ নমাজ শ্রেষ্ঠ? তিনি বলিলেন "দীর্ঘ স্থায়ী নমাজ।" আমি প্রশ্ন করিলাম ; কোন্ হেজরত (ত্যাগ) শ্রেষ্ঠ? তিনি বলিলেন, "তোমার প্রভুর যাহাতে অসন্তোষ যদি তুমি তাহা পরিত্যাগ কর, তাহাই শ্রেষ্ঠ হেজরত।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ জেহাদ (ধর্ম্ম যুদ্ধ) শ্রেষ্ঠ? তিনি বলিলেন, "যুদ্ধে যাহার অশ্ব শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে ও যাহার শোণিতস্রাব হইয়াছে, তাহার জেহাদ শ্রেষ্ঠ।" অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ সময় শ্রেষ্ঠ? "রজনীর শেষার্দ্ধ।"—আহ।

মাজের উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করে না, এবং পাঁচ বার নমাজ পড়ে ও রমজান মাসে রোজা পালন করে, তাঁহার জন্য পাপ ক্ষমা হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, লোকের নিকটে কি এই সুসংবাদ প্রচার করিব? তিনি বলিলেন, "তাহাদিগকে ধর্ম্মাচরণ করিতে দাও ‡।"—আহ।

প্রেরিত পুরুষকে মাজ শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন, "তুমি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে প্রেম করিও, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে শত্রুতা করিও, এবং

বিশুদ্ধান্তঃকরণ সমুজ্জ্বল হয। কোন কার্য্যে যদি এরূপ বিশুদ্ধ মন অস্থির ও অশান্ত হইয়া পড়ে, তবে সেই কার্য্য পাপমুক্ত নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যে সকল সাধারণ লোকের অন্তর পাপতিমিরে আচ্ছন্ন ও জীবন কলঙ্কিত, যাহারা পুণ্যকে পাপ, পাপকে পুণ্য বলে তাহাদের অবস্থা এরূপ নয়। তাহাদের বিকৃত অন্তরে পাপবোধ নিতান্ত ক্ষীণ।

* ইনি এক জন হজরতের প্রধান সহচর ছিলেন। হেজরি তৃতীয় কি চতুর্থ সালে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরতের নিকটে তাঁহার আগমন ও এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ ইত্যাদি বৃত্তান্ত কৌতুকাবহ, গ্রন্থের কোন কোন স্থানে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

† স্বাধীনপুরুষ আবুবেকর, দাস বেলাল।

‡ সম্ভবতঃ তখন জকাত দান ও হজ্জক্রিয়া ইত্যাদি ধর্ম্মাচরণের বিধি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অথবা হজরত মোহম্মদ নমাজ রোজাকে এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এই দুই ধর্ম্ম সাধনা যাহার আছে, তাহার সকল পাপ ক্ষমা হয়।

তোমার রসনাকে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ব্যবহৃত করিও।" তিনি প্রশ্ন করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, ইহার পর যাহা করিব তাহা কি?" তিনি বলিলেন, "তুমি নিজের জন্য যাহা ভাল বাস লোকের জন্যও তাহা ভাল বাসিও, এবং নিজের সম্বন্ধে যাহাতে তোমার বিরক্তি, লোকের সম্বন্ধেও সেই বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিও।"—আহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——oo——

মহাপাপ ও কপটতা *।

প্রথম অধ্যায়।

মস্ উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—এক ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে, "কোন্ পাপ ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর?" তিনি বলিলেন, "বাস্তবিক ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তুমি তাঁহার জন্য সদৃশ নির্দ্ধারণ কর তাহা হইলে তোমার পক্ষে উহা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাপ।" পুনর্ব্বার সে প্রশ্ন করিল, "অতঃপর কি?"

---

* বিধিপুস্তকে যে সকল পাপের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিংবা যাহার কোন বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা আছে, অথবা বিশেষরূপে যে কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, যাহাতে ধর্ম্মমর্য্যাদার অত্যন্ত হানি হয় তাহাই মহাপাপ। ইহার মধ্যে কোন কোনটি অপেক্ষাকৃত গুরুতর। এ স্থলে কতকগুলি মহাপাপের উল্লেখ করা যাইতেছে, অবশিষ্ট স্থলান্তরে উল্লিখিত হইবে। অকায়দ অজদিয়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাতে এমাম শাফির মতানুসারে মোলনা জ্বলালোদ্দিন নিম্ন লিখিত পাপগুলিকে মহাপাপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অযথা হত্যা করা, ব্যভিচার, চুরি, সুরাপান, সুরাশ্রেণীস্থ অপর মাদকদ্রব্য সেবন, বরাহমাংস ভোজন, বলপূর্ব্বক কাহারও ধন গ্রহণ, কাহাকে ব্যভিচারী বলিয়া অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দান, উৎকোচ গ্রহণ, ইচ্ছাপূর্ব্বক রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করা, মিথ্যা শপথ করা, স্বগণতার বন্ধন ছেদন, মোসলমান পিতা মাতাকে ক্লেশ দান, কাফেরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাইয়া পলায়ন, অনাথ বালক বালিকার সম্পত্তি ভোগ করা, কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করা, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে নমাজ পড়া, জকাত দানে নিষেধ করা, সমবিশ্বাসী মোসলমানের সঙ্গে অকারণ যুদ্ধ করা, হজরত মোহম্মদের প্রতি অসত্যারোপ, তাঁহার পারিষদদিগকে গালি দান, অকারণে সাক্ষ্য গোপন, কুসীদ গ্রহণ, স্বামী

তিনি বলিলেন, "যদি তুমি স্বীয় সন্তানকে সে তোমার অন্নের অংশী হইবে ভয়ে বধ কর।" পুনর্ব্বার সে জিজ্ঞাসা করিল, "অতঃপর কি?" তিনি বলিলেন, "যদি তুমি স্বীয় প্রতিবেশীর পত্নীর সঙ্গে ব্যভিচার কর।" পরে বলিলেন, "পরমেশ্বর এই বিধির প্রতিপোষক এই আয়ত (কোরাণের বচন) প্রেরণ করিয়াছেন। 'যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করে না, ঈশ্বর যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন যাহারা অযথা তাহাকে হত্যা করে না, এবং যাহারা ব্যভিচার করে না (তাহারা বিশ্বাসী)।"—উভয়।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন, এবং পিতা মাতার অবাধ্যতাচরণ, মনুষ্যহত্যা, মিথ্যা শপথ মহা-পাপ।" মিথ্যা শপথ করার স্থানে আনসের উক্তিতে মিথ্যা সাক্ষ্যদান প্রকাশ পায়।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "সাতটি মৃত্যুভূমি হইতে তোমরা দূরে থাকিও।" লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, সে সকল কি?" তিনি বলিয়াছিলেন, (১) "ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন, * (২) "ঐন্দ্র-জালিকক্রিয়া, (৩) অন্যায়রূপে প্রাণিহত্যা যাহা ঈশ্বর অবৈধ করিয়াছেন, (৪) সুদ গ্রহণ, (৫) অনাথ বালক বালিকার সম্পত্তি ভোগ করা, (৬) অভিনির্য্যাণদিনে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া, (৭) বিশ্বাসিনী, অসতর্কা নারীর প্রতি কলঙ্কারোপ করা।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে বিশ্বাসী (মোসলমান) নহে; চোর যখন চুরি করে তখন সে বিশ্বাসী নহে, লুণ্ঠনকারী (বিজেতা) যখন এরূপ লুণ্ঠন করিতেছে যে তাহাতে

স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ ঘটান, সাধ্যসত্ত্বে শাস্ত্রের নিষেধ বিধি অমান্য করা, রাজার নিকটে পরদোষ চর্চ্চা করা, কোরাণ শিক্ষা করার পর ভুলিয়া যাওয়া, জীবদিগকে দগ্ধ করা, অকারণে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যোগ স্থাপন না করা, ঈশ্বরের দয়ায় নিরাশ হওয়া, তাঁহার শাস্তি হইতে নিঃশঙ্ক হওয়া, পণ্ডিত লোক ও কোরাণবাহকদিগকে নীচ মনে করা, স্ত্রীকে মাতৃসম্বোধন করা ইত্যাদি।

* অর্থাৎ তুমি জান ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তুমি ইহা নাও জান, ভাবিবে যে, সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন ঈশ্বর হইতে পারে না। গুণ ও স্বরূপাদিতে ঈশ্বরের সদৃশ অন্য কিছুই হইতে পারে না। পৌত্তলিকগণ পুতুল সকলকে এরূপ বলে না, এবং এরূপ জানেও না, তথাপি কিন্তু তাহারা সে সকলকে এ প্রকার পূজা ও সম্মান করিয়া থাকে যেন সেই সমস্ত প্রতিমাই পরমেশ্বরের সদৃশ। তাহাদের সংস্কার এই যে, পরমেশ্বরের শাস্তি হইতে পুত্তলিকাসকল তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। সৃষ্টিক্রিয়ায়, স্বরূপেতে ও অর্চ্চনাতে এই তিন প্রকারে ঈশ্বরের সদৃশ ও অংশী স্থাপন হইতে পারে।

লোকের চক্ষু বিস্ময়প্রযুক্ত তাহার দিকে সমুত্থিত হয় তখন সে বিশ্বাসী নহে। তোমাদের কেহ যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন সে বিশ্বাসী নহে। তোমরা সাবধান হও, সাবধান হও।"—উভয়।

অব্বাসের পুত্র বলিয়াছেন ;—"হত্যাকারী হত্যাকরার সময় বিশ্বাসী নহে।" অক্রমা বলিয়াছেন যে, "আমি অব্বাসের পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা হইতে বিশ্বাস কিরূপে নিষ্কাশিত হয়? তিনি স্বীয় অঙ্গুলিশ্রেণী পরস্পর সংলগ্ন করিলেন, তৎপর তাহা বিচ্ছিন্ন করিলেন, বলিলেন 'এইরূপে ; লোকে অনুতাপ ও মনঃপরিবর্ত্তন করিলে তাহাতে বিশ্বাস প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, যেমন অঙ্গুলি এক অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়'।"—বো।

অবু হোরয়রার উক্তি,—হজরত বলিয়াছেন যে, "কপট লোকের তিনটি লক্ষণ,—হঠাৎ সে যখন কথা কহে, মিথ্যা বলে ; অঙ্গীকার করিলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ; যখন কেহ তাহার নিকটে কিছু গচ্ছিত রাখে, সে তাহাতে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে।"—উভয় [মোসলেমে অতিরিক্ত এই যে, যদি সে রোজা পালন করে ও নমাজ পড়ে, মনে করে সে এক জন মোসলমান।]

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "চারিটি কুস্বভাব যাহাতে আছে সে পূর্ণ কপট। যাহাতে সেই চারিটির একটি স্বভাব আছে, সে যে পর্য্যন্ত তাহা পরিত্যাগ না করে সে পর্য্যন্ত সে কপটতার একটি স্বভাবযুক্ত। গচ্ছিত সম্পত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা, কথা মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার করিয়া অন্যথাচরণ করা, বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কুৎসিত গালি দান করা।"—উভয়।

ওমরের পুত্রের উক্তি ;—দুটি ছাগযূথের মধ্যস্থ কোন ছাগ যেমন এক বার এই ছাগযূথের দিকে, এক বার সেই ছাগযূথের দিকে যায়, কপট লোক তৎসদৃশ।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অস্‌সালের পুত্র সফওয়ানের উক্তি ;—একদা একজন ইহুদি স্বীয় সহচরকে বলে, "আমার সঙ্গে সেই নবির নিকটে চল," তখন তাহার সহচর তাহাকে বলে, "তুমি নবি (সংবাদ বাহক) বলিও না, তোমার এই কথা শুনিলে তাঁহার মহা আনন্দ হইবে।" অনন্তর উভয়ে হজরত মোহম্মদের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল। পরীক্ষা করার

ভাবে অলৌকিকলক্ষণবিষয়ে তাহারা তাঁহাকে প্রশ্ন করিল। তিনি তদুত্তরে মনোযোগ বিধান না করিয়া বলিলেন, "কোন বস্তুকে ঈশ্বরের অংশী করিও না, চুরি করিও না ও ব্যভিচার করিও না এবং অন্যায়রূপে প্রাণিহত্যা ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা করিও না, কোন নির্দ্দোষকে লইয়া প্রবলের নিকটে যাইও না যেন সে তাহাকে হত্যাকরে, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিও না, উৎকোচ গ্রহণ করিও না, সাধ্বী নারীর প্রতি কলঙ্কারোপ করিও না, ধর্ম্মবিরোধীর সঙ্গে যুদ্ধ-যাত্রার দিবসে পশ্চাৎপদ হইও না, তোমাদের ইহুদিজাতিসম্বন্ধে বিশেষ কর্ত্তব্য এই যে, শনি বাসরে বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।" ইহা শুনিয়া সেই দুই ইহুদি হজরতের হস্ত ও পদ চুম্বন করিল, এবং বলিল, "আমরা সাক্ষ্য দান করিতেছি যে আপনি নবি (সুসংবাদ প্রচারক)।" হজরত বলিলেন, "আমার অনুসরণ করিতে তোমাদের বাধা কি?" তাহারা বলিল, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দাউদ স্বীয় প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশ হইতে নবি যেন বিচ্যুত না হয়। নিশ্চয় ভয় পাইতেছি আমরা আপনার অনুসরণ করিলে ইহুদিগণ আমাদিগকে বধ করিবে।"—আবুফা।

আনসের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে,"বিশ্বাসের তিনটি মূল ;—১ম, যে ব্যক্তি লা এলাহা এল্লেল্লাহ বলে তাহাকে বাধা দানে নিবৃত্ত হওয়া, তাহাকে তুমি পাপে লিপ্ত করিও না, কাফের (ধর্ম্মবিরোধী) করিয়া তুলিও না, বিরুদ্ধ ক্রিয়াযোগে তাহাকে এস্‌লাম ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিও না। ২য়, জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ)—যদবধি ঈশ্বর আমাকে জেহাদে প্রেরণ করিয়াছেন তদবধি এই মণ্ডলীর লোক দজ্জালের * সময় পর্য্যন্ত জেহাদ করিবে, প্রবলের অত্যাচার এবং ন্যায়পরায়ণের ন্যায় তাহার অন্যথা করিবে না। ৩য়, নিয়তিতে বিশ্বাস।—আবুদা।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন "যখন কোন মানুষ ব্যভিচার করে, তখন তাহা হইতে ইমান (ধর্ম্মবিশ্বাস) নিষ্কাশিত হয়, পরে উহা তাহার মস্তকের উপর চন্দ্রাতপের ন্যায় স্থিতি করে, যখন সে সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন ইমান তাহার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইয়া থাকে।"—আবুদা

---

* কেয়ামতের সময়ে আপনাকে ঈসা বলিয়া পরিচয় দান করিবে এমন এক ব্যক্তি প্রকাশিত হইবে, তাহারই নাম দজ্জাল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মাজের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ আমাকে এই আটটি বাক্যে উপদেশ দিয়াছেন, (১) "যদি তুমি নিহত হও বা অগ্নিতে দগ্ধ হও, তথাপি ঈশ্বরের সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিও না, (২) যদি তোমাকে এরূপ আদেশ করে যে তুমি স্বীয় ধনসম্পত্তি ও পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হও, তথাপি স্বীয় বিশ্বাসী পিতা মাতাকে কখনও দুঃখিত করিও না, (৩) তুমি বিশ্বস্ত নির্দ্ধারিত নমাজকে কখনও পরিত্যাগ করিও না, বাস্তবিক যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত নির্দ্ধারিত উপাসনা পরিত্যাগ করে তাহা হইতে ঈশ্বরের প্রতিভূত্ব বিলুপ্ত হয়, (৪) তুমি কখন সুরাপান করিও না, কেন না উহা দুষ্ক্রিয়ার মস্তক-স্বরূপ, পাপকার্য্যে সাবধান, নিশ্চয় পাপেতে ঈশ্বরের ক্রোধ অবতীর্ণ হয়, (৫) সাবধান! যদি (সৈন্য) মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তথাপি জেহাদ হইতে পশ্চাৎপদ হইও না, যখন সৈন্যগণ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে ও তুমি তাহাদের মধ্যে রহিয়াছ, তখন তুমি সুদৃঢ় থাকিবে, (৬) তুমি স্বীয় উত্তম ধন সম্পত্তি দ্বারা আপন পরিবারবর্গকে ভরণপোষণ করিবে, (৭) তাহাদিগের হইতে স্বীয় শাসনের যষ্টিকে অপসারিত করিও না, (৮) ঈশ্বরসম্বন্ধে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিও।"—আহ।

হজিফার উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষের বিদ্যমানতার সময়ে [বিনা প্রতিবাদে] কপটতা ছিল, এক্ষণ কোফর (ধর্ম্ম দ্রোহিতা) অথবা ইমান মাত্র আছে † ।—বো।

---

* ইনি ইয়মানের পুত্র, হজরতের এক জন সম্মানিত সহচর ছিলেন।

† হজরত মোহম্মদ যখন বিদ্যমান ছিলেন, তখন তিন প্রকার লোক ছিল,—মোমেন (বিশ্বাসী), কাফের (ধর্ম্মাদ্রোহী), মোনাফেক (কপট)। সেই সময় বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে যে সকল বিধি ছিল, কপটলোকেরাও সেই সমস্ত বিধির অন্তর্গত ছিল। তখন বিশেষ অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যবশতঃ তাহাদের সেই কপটভাবকে আক্রমণ করা হইত না। অধুনা আর সে বিধি নাই, যদি কোন মোসলমানশ্রেণীস্থ লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক কপটাচরণ করিতেছে ইহা প্রকাশ পায়, এবং এরূপ প্রমাণিত হয় যে, কেহ ধর্ম্মদ্রোহিতা গোপন করিয়া বাহিরে তদ্বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতেছে, তবে কাফেরের সম্বন্ধে যে শাস্তি বিহিত, এক্ষণ তাহার সম্বন্ধেও তাহা বিহিত। অতএব এক্ষণ কপটতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতা একশ্রেণীস্থ বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্বে ধর্ম্মদ্রোহিতা ও কপটতা স্বতন্ত্ররূপে পরিগণিত ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——oo——

পাপপ্ররোচনা *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরতমোহম্মদ বলিয়াছেন, "আমার মণ্ডলীস্থ লোকের অন্তরে যে পাপপ্ররোচনা হয়, যে পর্য্যন্ত তাহারা তদনুসারে কাজ করে না, বা কথা কহে না, পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাহা হইতে নিষ্কৃতি দান করেন †।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—একদা হজরতের সহচরবর্গের কয়েক জন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা স্ব স্ব অন্তরে এমন কিছু প্রাপ্ত হই যে, তদনুসারে কথা কহিতে আমাদের কেহ কেহ সঙ্কট মনে করেন।" হজরত বলিলেন, "সত্যই কি তোমরা তাহা অনুভব করিয়া থাক ?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ সত্য।" তিনি বলিলেন, "ইহাই স্পষ্ট বিশ্বাস।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, যে, "তোমাদের কাহার মধ্যে শয়তান (পাপ পুরুষ) উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কে এরূপ সৃজন করিয়াছে, কে এরূপ সৃজন করিয়াছে ?' সে এ পর্য্যন্ত প্রশ্ন করে যে,'কে তোমার প্রতিপালক পরমেশ্বরকে সৃজন করিয়াছে ?' অনন্তর যখন তাহার নিকটে এই কথা উপস্থিত হইবে

---

* আরব্য "ওস্‌ওসা" শব্দের অর্থ পাপ প্ররোচনা লিখিত হইল। অভিধানে "ওস্‌ওসার" অর্থ মৃদুধ্বনি, ভূষণঝনৎকার, কুচিন্তা, পাপের প্রবর্ত্তক কুভাব এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থানে দুষ্ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক কুভাবকেই পাপপ্ররোচনা নামে অভিহিত করা গেল। যে ভাব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আরব্য ভাষায় তাহাকে "এলহাম্" বলে। প্রকৃত পক্ষে "এল্‌হাম" অর্থে প্রত্যাদেশ। তদ্বিপরীত অর্থাৎ যে ভাব পাপের প্রবর্ত্তক তাহাকে, ওস্‌ওসা বলে। ওস্‌ওয়াসেরও এই অর্থ। বিশেষতঃ "ওস্‌ওয়াস" শব্দে শয়তানকে (পাপাসুরকে) বুঝায়।

† পাপাসুর পাপ করিবার জন্য মানুষের অন্তরে প্ররোচনা করিয়া থাকে। তদনুসারে পাপ কথা না কহিলে ও পাপ কার্য্য না করিলে কেহ পাপী বলিয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিধৃত হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্য পাপচেষ্টার জন্য ধৃত হয় না, পাপ কার্য্য করিলে পাপী বলিয়া ধৃত হয়। কিন্তু অনেক পণ্ডিতের এই মত যে, পাপচেষ্টাতেই পাপী হয়। কিন্তু অকস্মাৎ অনিচ্ছাবশতঃ অন্তরে পাপচিন্তার উদয় হইলে তদ্বিষয়ে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সম্বন্ধে ক্ষমা আছে।

তখন সে যেন ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করে ও এই ব্যাপার হইতে দূরে থাকে *।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "সর্ব্বদা মনুষ্য পরস্পর প্রশ্ন করিয়া থাকে। এ পর্য্যন্তও কথা হয় যে, 'সৃষ্ট বস্তু সকল ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, তবে কে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছে?' ঈদৃশ প্ররোচনা অণুমাত্র কেহ উপলব্ধি করিলে তাহা দূর করিবার জন্য সে যেন বলে, 'আমি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।"—উভয়।

মসউদের পুত্রের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে তাহার সম্বন্ধে এক জন দৈত্য ও এক জন স্বর্গীয় দূত তাহার সহচররূপে নিযুক্ত হয় নাই।" পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিত পুরুষ, আপনার সম্বন্ধেও কি তাহাই?" তিনি বলিলেন, "হাঁ আমার সম্বন্ধেও তাহাই। কিন্তু ঈশ্বর এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, আমি এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, আমাকে কল্যাণজনক কথা ভিন্ন বলে না †।"—মো।

আনসের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "শয়তান মনুষ্যের শোণিত সঞ্চারক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয় ‡।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মনুষ্যের এমন কোন প্রসূত সন্তান নাই যে, ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহাকে শয়তান স্পর্শ করে না, শয়-

---

* কেহ যখন শয়তানের এরূপ প্ররোচনা অন্তরে উপলব্ধি করেন, তখন যেন তিনি অন্য কোনরূপ আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক না করিয়া, ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, এবং সেই কুভাব ও কুমন্ত্রণা হইতে দূরে থাকেন। অন্য উপায়ে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতে গেলে নানা অবিশ্বাস ও সন্দেহের মধ্যে যাইয়া পড়িতে হয়। তর্ক বিতর্কে পাপ প্ররোচনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

† প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য দেবতার পক্ষ হইতে এক জন ও দৈত্যের পক্ষ হইতে এক জন সহচর থাকে। দেব সহচর সৎকর্ম্মে আদেশ করেন, তাঁহার নাম মোল্‌হেম (প্রত্যাদেশকারী) এবং দৈত্য সহচর কুকর্ম্মে রত হইতে আদেশ করিয়া থাকে, তাহার নাম আহরমণ (প্ররোচনা কারী)। যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রতি দৈত্যের কোন ক্ষমতা নাই। বস্তুতঃ মোল্‌হেম ও আহরমণ সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি, জীবাত্মার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এ দুয়ের উৎপত্তি।

‡ দেহে যেমন শোণিতের সঞ্চার হয়, শয়তান সেইরূপ অন্তরে সঞ্চরণ করে। শয়তানের সূক্ষ্ম দেহ। তেজ ও বায়ু যেমন সকল পদার্থের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, শয়তানও তদ্রূপ। এ স্থলে প্রকৃত পক্ষে শয়তান পাপপ্ররোচনা।

তানের সংস্পর্শবশতঃ তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠে। কেবল মরয়ম ও তাঁহার পুত্র যিশুর সম্বন্ধে ইহা হয় নাই।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তানের আর্ত্তনাদ শয়তানের উৎপাতে হয়।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "শয়তান স্বীয় সিংহাসন জলের উপর স্থাপন করে, তৎপর আপন সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া থাকে। তাহারা লোকদিগকে বিপথগামী করে, পরে তাহা কর্ত্তৃক তাহারা তাহার সান্নিধ্যে উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের যে যেরূপ উৎপাত করে তদনুসারে সে তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করে। তাহাদের এক জন উপস্থিত হইয়া বলে, "আমি এরূপ এরূপ কাজ করিয়াছি।" তাহাতে শয়তান বলে, "তুমি কিছুই কর নাই।" তৎপর তাহাদের এক জন আসিয়া বলে, "যে পর্য্যন্ত তাহার ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন না করিয়াছি সে পর্য্যন্ত আমি ছাড়ি নাই।" তখন শয়তান তাহাকে আপনার নিকটে স্থান দান করে, এবং বলে, "তুমিই শ্রেষ্ঠ।" হদিস আখ্যায়ক আমশ বলেন, মনে হয় জাবের এই কথা বলিয়াছেন, "পরে শয়তান তাহাকে আলিঙ্গন দান করে *।"—মো।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "শয়তান এরূপ আশা করে না যে, আরবদ্বীপে একেশ্বরের উপাসকদিগের কোন ব্যক্তি তাহার পূজা করিবে, † কিন্তু এরূপ আশা করে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে লোভ ক্রোধাদিজনিত অসদাচরণ থাকিবে।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অব্বাসের পুত্রের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষের নিকটে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিয়াছিল, "আমি স্বীয় অন্তরে প্ররোচনার কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া থাকি, কিন্তু তদনুসারে কথা কহা অপেক্ষা কয়লার ন্যায় দগ্ধ হওয়া আমার নিকটে প্রিয়তর।" তিনি বলিলেন, "সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিনি পাপপ্ররোচনাসম্বন্ধে ইহার জীবনকে প্রতিরোধ করিয়াছেন।"—আবুদা।

---

* স্বামী স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যভিচার করে, তাহাতে জারজ সন্তানের উৎপত্তি হয়, সংসারে ব্যভিচার উৎপাতের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতেই শয়তানের রাজ্য বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তাহার সমধিক আনন্দ। [জলেতে শয়তান সিংহাসন স্থাপন করে, তাহার ভাব, এই হইতে পারে, গর্ভসঞ্চারমাত্র শুক্রশোণিতের মধ্যে শয়তান (কুপ্রবৃত্তি) প্রবেশ করে।]

† অর্থাৎ প্রতিমা পূজা করিবে অথবা একেশ্বরে অবিশ্বাস ও সংশয়ের পথ আশ্রয় করিবে, শয়তান আরবে এরূপ আশা করে না।

মসউদের পুত্রের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন যে,"মনুষ্যের প্রতি শয়তানের অধিকার আছে, দেবতারও অধিকার আছে, কিন্তু শয়তানের এই অধিকার যে, সে অসদাচরণ করিতে ও সত্যকে মিথ্যা বলিতে প্রবর্ত্তিত করে, কিন্তু দেবতার অধিকার এই যে, তিনি সদাচরণ করিতে, সত্যকে সমর্থন করিতে প্রবর্ত্তিত করেন। যে ইহা লাভ করে, সে যেন জানে যে ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, অতএব যেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়, এবং যে ব্যক্তি অপরটি প্রাপ্ত হয়, সে যেন ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিস্তাড়িত শয়তান হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে।" তৎপর তিনি কোরাণের প্রবচনাংশ পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই, "যদি তোমরা দান কর, নিঃস্ব হইয়া পড়িবে, শয়তান এরূপ বলে। সে কৃপণ হইতে অনুমতি করে।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বদা মনুষ্য পরস্পর প্রশ্ন করিয়া থাকে,—এ পর্য্যন্তও প্রশ্ন হয় যে, 'ঈশ্বর এই জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, পরন্তু ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করিয়াছে?' পরে যখন লোকে এই প্রকার বলে, তখন বলিবে, 'ঈশ্বর একমাত্র নিষ্কাম' তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই ও কখন জন্ম দান করেন নাই, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহার অনুরূপ নহে।' তৎপর (শয়তানের প্রতি অবজ্ঞাসূচক) বাম দিকে তিন বার প্রস্তর নিক্ষেপ করা, এবং দূরীকৃত শয়তান হইতে ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করা সমুচিত।"—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বদা লোকে পরস্পর প্রশ্ন করিয়া থাকে—তাহারা এ পর্য্যন্ত বলে যে, 'এই ঈশ্বর সমুদায় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, পরন্তু কে পরাৎপর ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছে?'—বোখারিতে এইরূপ লিখিত, কিন্তু মোস্‌লেমেতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "পরমেশ্বর বলিয়াছেন, তোমার মণ্ডলীস্থ লোকেরা সর্ব্বদা 'ইহা কিরূপে হয়, ইহা কিরূপে হয়' বলে, তাহারা এ পর্য্যন্ত বলে, 'ঈশ্বর এই জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করিয়াছে?"

আবুওল্‌আসের পুত্র ওস্‌মানের উক্তি * ;—আমি নিবেদন করিয়াছিলাম, "প্রেরিতপুরুষ, নিশ্চয় শয়তান আমার কোরাণ পাঠ ও আমার নমাজের মধ্যে অন্ত-

---

* হজরত মোহম্মদ ইহাঁকে তায়েফে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হজরতের জীবদ্দশায় ও আবু বেকরের নেতৃত্বসময়ে এবং ওমরের নেতৃত্বকালের দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইনি তথায় সেই অবস্থায় ছিলেন। হজরত পরলোক গমন করিলে পর যখন সকিফ পরিবারের লোকেরা

রায় হইয়াছে। তদ্বিষয়ে আমার প্রতি সে প্রতারণা করিয়া থাকে। তখন হজরত বলিলেন, "ইহা এক শয়তান, ইহাকে খেনজের বলে। পরে যখন তুমি ইহাকে টের পাইবে, তখন ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিও, এবং তোমার বাম দিকে তিন বার প্রস্তর নিক্ষেপ করিও।" পরে আমি এইরূপ আচরণ করি, তাহাতে ঈশ্বর আমা হইতে তাহাকে দূরীকৃত করেন।—মো।

কাসেমের উক্তি *;—এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল যে, "আমি স্বীয় নমাজে শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করি, এবং আমার সম্বন্ধে উহা প্রবল হয়।" তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "যাও স্বীয়নমাজে প্রবৃত্ত হও, যে পর্য্যন্ত তোমা হইতে ইহা দূরীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত নমাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইও না। তুমি শয়তানকে বলিতে থাক যে, আমি আমার নমাজ শেষ করি নাই †।"—মালেক।

ধর্ম্মত্যাগে উদ্যত হয়, তখন ইনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা সর্ব্বশেষে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, প্রথমেই সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না।" ইহাঁর কথা তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। হসন বসরী ও মসিবের পুত্র সয়িদ এবং তাঁহার মাতা ইহাঁ হইতে হদিস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ওস্‌মান বলিয়াছেন, "বিবী আমিনা যখন হজরতকে প্রসব করেন, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম।"

* ইনি মোহম্মদের পুত্র আবু বেকরের পৌত্র। ইনি হজরতের এক জন প্রধান অনুগামী ও মহাপণ্ডিত লোক ছিলেন। তদানীন্তন লোকের মধ্যে কাসেম পরম বিশ্বাসভাজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। ইনি তত্ত্বজ্ঞানে মহোন্নত, বৈরাগ্যে অগ্রণী, হদিসতত্ত্ববিশারদ বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার শৈশব কালে ইহাঁর পিতা নিহত হন। সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় ইনি হজরতের সহধর্ম্মিণী মহামান্যা আয়শার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইনি এমাম জয়নোল্ আবদিনের মাতৃস্বস্রীয় এবং এমাম মোহম্মদ বাকেরের জামতা। ১২১ সালে ৭০ বা ৭২ বৎসর বয়সে ইহাঁর পরলোক হয়।

† অর্থাৎ নমাজ পড়িবার সময় শয়তানের প্ররোচনায় যখন তোমার মন পুনর্ব্বার অন্য দিকে ধাবিত হয়, তখন নমাজে তুমি সুদৃঢ় হইবে, নমাজ পরিত্যাগ করিবে না। বলিবে "এক্ষণও আমি নমাজ সমাপ্ত করি নাই।" নমাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্ররোচনা হইতে থাকিবে, তুমি সে দিকে মন দিবে না।

উপরি উক্ত হদিস সকল পাঠ করিলে এস্‌লাম ধর্ম্মে শয়তানসম্বন্ধে মূল মত স্পষ্ট এই প্রতীতি হয় যে, তাহা কুপ্রবৃত্তিমাত্র, অন্তরেতে তাহার প্রকাশ। তবে কখন কখন এস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা শয়তানকে বাহিরে সাকাররূপে দর্শন করিয়াছেন এরূপও বর্ণিত আছে। ইহাতে মনে হয় যে, কোন কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত ঘোর পাপাশয় কুচক্রী লোককে হঠাৎ দেখিয়া তাঁহারা তাহাকে শয়তান মনে করিয়াছেন। জেব্রিলকেও বাহিরে দর্শন করা সম্বন্ধে এই কথা খাটিতে পারে। পবিত্রাত্মারূপে অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশই বাস্তবিক জেব্রিল। কোরাণেও এই কথার প্রতিপোষক আয়ত সকল আছে। তবে কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন কোন তেজস্বী পুণ্যবান্ পুরুষকে অকস্মাৎ দেখিয়া ও তাঁহার মুখে পুণ্য কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জেব্রিল মনে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——oo——

নিয়তিতে বিশ্বাস *।

প্রথম অধ্যায়।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃষ্টি

করিতে পারেন। এই গ্রন্থের প্রথম হদিসে জেব্রিল দর্শনসম্বন্ধে এই কথা খাটে। পরন্তু যখন যে বিষয়ে লোকের ভাব ও সংস্কার প্রবল থাকে তাহা নিরাকার হইলেও অনেকে সময়ে সময়ে শূন্যমার্গে বা ভূতলে জড় আকারবিশিষ্টরূপে তাহাকে দর্শন করিয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। যখন বিজ্ঞান দর্শনাদির চর্চ্চা কিছুই ছিল না, তখনকার কথা দূরে থাকুক, এই বিজ্ঞানপ্রধান বর্ত্তমান যুগেও অনেকে সেরূপ মৃতব্যক্তিদিগকে বাহিরে দর্শন করিয়াছেন এরূপ শুনা যায়। স্বপ্নদর্শনবৎ অন্তরের গাঢ় ভাব ও সংস্কার আকার পরিগ্রহ করিয়া হঠাৎ দৃষ্টিপথে প্রকাশ পাওয়া আশ্চর্য্য নহে। (অনুবাদক)

* 'কদর' শব্দের অর্থ নিয়তি লিখিত হইয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মতে 'কদর' শব্দে পরমেশ্বরের আদিম নির্দ্ধারণ, এবং 'কজা' শব্দে তদনুসারে সৃষ্টি ক্রিয়াদি হওয়া বুঝায়। কদর মূল, কজা তদুৎপন্ন শাখা, কদর—আদিম বিধি—নিয়তি, কজা তাহার প্রকাশ। যথা ভূমণ্ডল ও গ্রহনক্ষত্রাদি এবং সেই সকলের চির অপরিবর্ত্তনীয় গতিবিধি, কজা; যে বিধিতে সেই সমুদায় প্রকাশিত ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চালিত হয় তাহা কদর। কদর—বিধান বা নিয়তি, ঈশ্বর তাহার বিধাতা বা নিয়ন্তা। কদর—কার্য্যের কারণ, পরমেশ্বর মূল কারণ। ইহাই যথার্থ ভাব। কোন বিষয় এই গতি ও নিয়তি এবং কার্য্য কারণের অতীত নহে। নিয়তির ন্যূনাতিরেক কিছুই হয় না। নিয়তিতে এইরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয় যে, "মনুষ্যের আচরণে ও অন্যান্য ব্যাপারে জগতে যাহা কিছু শুভাশুভ সংঘটিত হয় তৎ সমুদায় ঐশ্বরিক নিয়তিতে ঘটিয়া থাকে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।" আদি কালে সমুদায় পদার্থে ঈশ্বর নিয়তি বিধান করিয়াছেন, সমস্ত তাঁহারই সৃষ্ট। একটি রেণুও তাঁহার নিয়তিকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও মনুষ্যের স্বীয় কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা আছে। তাহাতেই শাস্তি পুরস্কারের বিধান হয়। নিয়তি ও স্বাধীনতা এবং দণ্ড পুরস্কারাদি বিষয়ে বিচার তর্ক অনেক উপস্থিত হয়, বিষয়টি গুরুতর। বিচার ও মীমাংসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকলে এ বিষয় বিচারিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ স্থলে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যের মধ্যে এমন একটি প্রকৃতি আছে যাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। মানুষ জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করে সে সকল শোণিত সঞ্চলনাদি অনিচ্ছাধীন ক্রিয়ার বিপরীত। সে অনুরাগবশতঃ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, বিরাগবশতঃ কোন কার্য্য পরিত্যাগ করে; এক কার্য্যের উপর অন্য কার্য্যের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া থাকে, এক কার্য্য ছাড়িয়া অন্য কার্য্য গ্রহণ করে। জবরিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বলে, মনুষ্যের স্বাধীনতা নাই, তাহার ক্রিয়া মৃৎপ্রস্তরাদি ভৌতিক পদার্থের ক্রিয়ার ন্যায় প্রকৃতির অধীন, এতদ্দ্বারা তাহাদের এই মত খণ্ডিত হইতেছে।

হওয়ার পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টপদার্থসমূহের নিয়তি লিপি করিয়াছেন, এবং তাঁহার সিংহাসন জলেতে প্রতিষ্ঠিত ছিল * ।"—মো।

ওমরের পুত্রের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "দুর্ব্বল ও জ্ঞানপ্রবল প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়তির অধীন।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "অধ্যাত্ম জগতে আদম ও মুসা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে আদম মুসাকে পরাস্ত করেন। মুসা বলিয়াছিলেন, 'তুমি সেই আদম, ঈশ্বর স্বহস্তে তোমাকে সৃজন করিয়া তোমার মধ্যে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়া দিয়াছিলেন ও তোমাকে তাঁহার দেবগণ প্রণাম করিয়াছেন, এবং তিনি স্বীয় স্বর্গোদ্যানে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তৎপর তোমার অপরাধে মনুষ্য পৃথিবীতে অধোগামী হইয়াছে।' তখন আদম বলেন, 'তুমি সেই মুসা, ঈশ্বর তোমাকে স্বীয় প্রেরিতত্ব ও স্বীয় বাক্যযোগে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তোমাকে সেই লিপিফলক সকল দান করিয়াছিলেন যাহাতে সমুদায় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এবং গোপনে কথোপকথন করিতে তিনি তোমাকে সন্নিহিত করিয়াছিলেন। আমার সৃষ্টি হওয়ার কত বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর তওরাত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন?' মুসা বলিলেন, 'চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে।' তখন আদম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি তাহাতে দেখিতে পাইয়াছ যে, আদম স্বীয় প্রতিপালক ঈশ্বরের সম্বন্ধে অপরাধ

কেন না এই স্বাধীনতা প্রত্যক্ষগোচর। এ দিকে বিধিপুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আদি কাল হইতে সমুদায় বস্তু নিয়তিপ্রাপ্ত, সমস্ত ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন ও তাঁহার সৃষ্টির অন্তর্গত। অতএব এতদ্দ্বারা কদরিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বলিয়া থাকে, মনুষ্য স্বীয় ক্রিয়ার কর্ত্তা, নিজের ক্রিয়াকলাপে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে এ মতও খণ্ডিত হইতেছে। বাস্তবিক এই দুইয়ের মধ্য পথে ইহার মীমাংসা। মানুষের স্বাধীনতা আছে ও নাই, এ দুই হইতে পারে। স্বাধীনতা আছে বলিয়া মনুষ্য দণ্ড পুরস্কারের অধীন হইয়াছে, আবার সেই স্বাধীনতাও ঈশ্বরপ্রদত্ত, এবং তাহার সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিশেষ নিয়তি ও বিশেষ বিধান হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি ও নিয়তি আছে। যথা অগ্নির জন্য উত্তাপ ও দাহিকা শক্তি, জলের জন্য শৈত্য ও আর্দ্রকারিতা শক্তি, অন্নের ক্ষুন্নিবারণ শক্তি। পরমেশ্বরের নিয়তি এ সমুদয়ের মধ্যে যেমন, তদ্রূপ মনুষ্যের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা মধ্যেও জাজ্বল্যমান।

* পরমেশ্বর স্বীয় ইচ্ছারূপ লিপিফলকে স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃষ্টি হওয়ার বহুকাল পূর্ব্বে তাহার সৃষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে পরমেশ্বরের সিংহাসন জলের উপর ছিল, উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। জল বায়ুরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিংহাসন ও জল সৃষ্ট পদার্থ, স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা সৃষ্ট হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে জল অর্থে সাগর বা নদীর জল নয়, ঈশ্বরের শক্তি। অপর অনেকে ইহার নানারূপ ভাব ও অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

করিয়াছে, পরে সে পথভ্রান্ত হইয়াছে?' মুসা বলিলেন, 'হাঁ, এরূপ পড়িয়াছি।' তখন আদম বলিলেন, 'আমি কোন কার্য্য করিয়াছি; আমি যে সে কার্য্য করিব আমার সৃষ্টি হওয়ার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর তাহা লিপি করিয়াছেন, পরে তৎসম্বন্ধে তুমি আমাকে কি অনুযোগ করিতেছ?" হজরত বলিলেন, "এইরূপে আদম মুসাকে পরাস্ত করিলেন।"—মো।

মসুউদের পুত্রের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ সত্যের সমর্থক, তিনি আমাদের নিকটে বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের এক জন সৃষ্ট হয়, তাহার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন শুক্র সঞ্চিত থাকে, তৎপর তদনুরূপ কালে ঘনীভূত শোণিত হয়, তদনন্তর তদনুরূপ কালে তাহা মাংসখণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে। তৎপর পরমেশ্বর চারিটি বাক্য সহ এক স্বর্গীয় দূতকে প্রেরণ করেন। তিনি তাহার ক্রিয়া ও তাহার মৃত্যু এবং তাহার জীবিকা ও সে দুর্ভাগ্য কি ভাগ্যবান্ লিপি করেন। তৎপর তাহাতে প্রাণের সঞ্চার করিয়া থাকেন। যিনি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় তোমাদের এক জন স্বর্গবাসীদিগের আচরণের ন্যায় এত দূর পর্য্যন্ত আচরণ করে, যে স্বর্গ ও তাহার মধ্যে হস্তপরিমাণ ব্যতীত ব্যবধান থাকে না, অনন্তর তাহার নিকটে ধর্ম্মগ্রন্থ উপস্থিত করা হয়, তখন সে নরকবাসীদিগের আচরণের ন্যায় আচরণ করে, পরে নরকে প্রবেশ করে। অপিচ তোমাদের এক জন নরকবাসীদিগের আচরণের ন্যায় এত দূর পর্য্যন্ত আচরণ করে যে, নরকলোক ও তাহার মধ্যে হস্ত পরিমাণ ব্যতীত ব্যবধান থাকে না। পরে তাহার নিকটে ধর্ম্মগ্রন্থ উপস্থিত করা হয়, তখন সে স্বর্গবাসীদিগের আচরণের ন্যায় আচরণ করে, পরিশেষে স্বর্গে প্রবেশ করিয়া থাকে *।"—উভয়।

সাদের পুত্র সহলের উক্তি †;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় কোন মনুষ্য নরকবাসীদিগের আচরণের ন্যায় আচরণ করে, অথচ সে স্বর্গবাসীদিগের অন্তর্গত

* অর্থাৎ কখন কখন সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মশীল লোক শেষ জীবনে অসচ্চরিত্র হয় ও অসদাচরণ করে, তজ্জন্য পরিণামে নরকলোকে গমন করিয়া থাকে; এবং কেহ কেহ চিরজীবন অসদাচরণ করিয়া পরিশেষে শুদ্ধ জীবন লাভ করিয়া স্বর্গবাসী হয়। এরূপ সচরাচর ঘটে না, তবে একেবারে বিরল নহে। কে স্বর্গবাসী ও কে নরকবাসী হইবে, শেষ জীবনই তাহা প্রমাণ করে।

† ইঁহার সম্পর্কগত নাম আবুওল্ অব্বাস, (অব্বাসের পিতা) কেহ কেহ বলেন, সম্পর্কগত নাম আবু ইয়ুহা। ইঁহার পিতার নাম সাদ। ইনি ও ইঁহার পিতা হজরতের সঙ্গে সহবাস করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইঁহার হজন নাম ছিল। হজন শব্দে কঠিন ভূমি, হজরত ইঁহাকে সহল নাম প্রদান করেন। আরব্য "সহল" শব্দের অর্থ কোমল ভূমি। হজরতের পরলোক গমনের সময় ইঁহার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। ইনি ৯১ সালে কেহ কেহ বলেন ৮৮ সালে পরলোক প্রাপ্ত হন। মদিনাতে হজরতের সহচরদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বশেষে পরলোকযাত্রা করেন।

হয়, এবং কেহ স্বর্গবাসীদিগের আচরণের ন্যায় আচরণ করে অথচ সে নরকবাসীদিগের অন্তর্গত হয়। ইহা জীবনের পরিণামে হয়, তদ্ভিন্ন [অন্য সময়ে] নহে।"—উভয়।

হজরতের সহধর্ম্মিণী আয়শার উক্তি ;—আন্‌সার দলের একটি শিশুর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় হজরত আহূত হইয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, প্রেরিত-পুরুষ, স্বর্গীয় চটকপক্ষিকুলের এই চটক পক্ষী ধন্য। এ কখন পাপ করে নাই ও কখনও তাহা তাহাতে সঞ্চারিত হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, "আয়শা, অথবা ইহার অন্যথা হইবে। যেহেতু ঈশ্বর স্বর্গোদ্যানের জন্য অধিবাসী সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহাদের পিতার ঔরসে তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, এবং নরকাগ্নির জন্য অধিবাসী সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহার জন্য তাহাদের পিতার ঔরসে তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন *।"—মো।

আলির উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, যাহার বাসস্থান নরক বা স্বর্গ লিখিত হয় নাই।" ইহা শুনিয়া পারিষদবর্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, তবে কি আমরা নিজ সম্পর্কীয় লিপিতে নির্ভর করিব না ও ক্রিয়া ত্যাগ করিব না?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তোমরা কার্য্য করিতে থাক, যাহার জন্য যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তৎসমুদায় তাহার পক্ষে সহজে লভ্য, যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্‌দিগের অন্তর্গত তাহার পক্ষে শুভ কার্য্য সংযোজিত হয়, পরন্তু যে ব্যক্তি হতভাগ্য, তাহার পক্ষে অপকর্ম্ম সংযোজিত হইয়া থাকে †।" তৎপর

---

* অর্থাৎ স্বর্গে গমন বা নরকে গমন সদাচরণ বা অসদাচরণের উপর নির্ভর করে না। বরং ঐশ্বরিক নিয়তি ও বিধির উপর নির্ভর করে। সদসৎকর্ম্ম করুক বা না করুক ঈশ্বর কতক গুলি লোককে স্বর্গের জন্য কতকগুলিকে নরকের জন্য সৃজন করিয়াছেন। যদি এই বালক নরকের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়া থাকে তবে কুকর্ম্ম না করিয়া থাকিলেও নরকে যাইবে। সে যে স্বর্গবাসী হইবে লোকে নিঃসন্দেহরূপে কেমন করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থাদির আলোচনায় জানা যাইতেছে যে, মোসলমানের শিশু সন্তান স্বর্গে যাইবে, এবং কাফেরের শিশুসম্বন্ধে তিনটি কথা আছে। প্রথম কথা নরকে যাইবে, দ্বিতীয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে, তৃতীয় স্বর্গে যাইবে। এই শেষোক্ত কথাই সমধিক সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। যেহেতু পরমেশ্বর কোন নিষ্পাপীকে শাস্তি দান করেন না। আয়শার কথা হজরতের অনুমোদিত না হওয়ার কারণ এই যে, ইহার নিশ্চয়তা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত। হজরতের প্রত্যাদেশলাভের পূর্ব্বে এই কথা হয় যে, অংশিবাদিগণের বালক বালিকাগণ স্বর্গে আছে। তাহার পর এইরূপ কথা হয় যে, তাহারা স্বর্গলোকে থাকিবে, এবং পিতামাতা মোসলমান হইলে তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবে।

† পূর্ব্ব নিয়তির কারণ কর্ম্মত্যাগ হইতে পারে না। পরমেশ্বর স্বীয় প্রভুত্ব অনুসারে নিষেধবিধি করিয়াছেন। দাসদিগের দাসত্ব অনুসারে সেই নিষেধবিধিপত্র মান্য করিয়া চলা বিধেয়। কর্ম্ম সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণস্বরূপ। ইহাও নিয়তির অন্তর্গত। যাহার সম্বন্ধে

কোরাণের একটি বচন পড়িলেন। তাহার মর্ম্ম এই ;—"কিন্তু যে ব্যক্তি দান করিয়াছে ও ধৈর্য্যধারণ করিয়াছে ও মহাবাক্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ইত্যাদি।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর মনুষ্যসম্বন্ধে আংশিক ব্যভিচার লিপি করিয়াছেন, সে তাহা একান্তই উপলব্ধি করে। চক্ষুর ব্যভিচার (কু) দৃষ্টি, জিহ্বার ব্যভিচার (কু) বাক্য, চিত্তের ব্যভিচার (কু) কামনা ও অভিলাষ। গুপ্তেন্দ্রিয় ইহাকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপাদন করে *।"—উভয়। সহিহ মোস্‌লেমে উক্ত হইয়াছে ;—মনুষ্যের সম্বন্ধে তাহার ব্যভিচারের অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সে একান্তই তাহা উপলব্ধি করিবে। যথা নেত্রদ্বয়, তাহার ব্যভিচার (অবৈধ) দৃষ্টি করা, এবং কর্ণদ্বয়, তাহার ব্যভিচার (অবৈধ) শ্রবণ করা ও রসনা, তাহার ব্যভিচার (অবৈধ) বাক্য বলা, এবং হস্ত, তাহার ব্যভিচার আক্রমণ করা, ও চরণ, তাহার ব্যভিচার (অবৈধ) স্থানে গমন করা, এবং মন, তাহার ব্যভিচার অবৈধ কামনা করা। গুপ্তেন্দ্রিয় এ সকলের সত্যাসত্যতা প্রতিপাদন করিয়া থাকে।"

হোসয়নের পুত্র এমরাণের উক্তি † ;—মোজয়না পরিবারের দুই ব্যক্তি বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, বর্ত্তমানকালে লোকে যে কার্য্য করিতেছে ও যে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছে সে বিষয় কি তাহাদের প্রতি বিধিনির্দ্ধারিত এবং তাহা পূর্ব্ব নিয়তি হইতে তাহাদের প্রতি পঁহুছিয়াছে ? অথবা তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহারা আপনাদের নিকটে তাহার কিছু (স্বাধীনভাবে) অভ্যর্থনা করিয়া লয় ? তাহাদের সম্বন্ধে কি প্রমাণ স্থিরীকৃত, আপনি তাহা জ্ঞাপন করুন।" তখন হজরত বলিলেন, "না, বরং তাহাদের সম্বন্ধীয় বিষয় বিধি-নিরূপিত হইয়াছে, এবং তাহাদের নিকটে (তাহার জ্ঞান) পঁহুছিয়াছে ? ইহার সত্যতা ঐশ্বরিক গ্রন্থে আছে ;—

নিয়তি হইয়াছে যে কর্ম্ম করিবে সে করিতেছে, এবং যাহার সম্বন্ধে নিয়তি হইয়াছে যে কর্ম্ম করিবে না, সে করিতেছে না। পরমেশ্বর স্বীয় কর্ত্তৃত্বানুসারে শাস্তিপুরস্কারবিধান করিয়া থাকেন। যখন নিয়তি হইয়াছে, তখন কার্য্য কেন করিব এই কথা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত।

* অর্থাৎ নরনারী ইন্দ্রিয়যোগে স্পষ্টতঃ ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেই সেই সকলকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করা হইল, এবং তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিলে তাহাকে অসত্য বলিয়া স্বীকার করা হইল।

† ইনি একজন হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর। ইনি খয়বরে আবু হোরয়রার সঙ্গে এসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এমরাণ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। বসোরানগরে ইনি বহু কাল যাপন করেন। ইঁহা অপেক্ষা হজরতের শ্রেষ্ঠ সহচর বসোরায় অন্য কেহ ছিল না।

প্রাণ ও যে শক্তি তাহাকে সঙ্গঠিত করিয়াছে তাহার বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাম ও ধর্ম্মবুদ্ধি তাহাকে উদ্বোধিত করিয়া থাকে * ।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—আমি নিবেদন করিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, আমি স্বীয় জীবনসম্বন্ধে ব্যভিচারকে ভয় করিতেছি। আমি এমন সম্বল লাভ করি নাই যে, কোন নারীকে বিবাহ করি। (এই উক্তিতে আবু হোরয়রা যেন স্বীয় জননেন্দ্রিয় বিনষ্ট করিবার জন্য হজরতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।) আবু হোরয়রা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমার সম্বন্ধে চুপ করিয়া রহিলেন। তদনন্তর আমি সেইরূপ বলিলাম, তখনও তিনি আমার কথায় চুপ করিয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার আমি তদ্রূপ বলিলাম, তাহাতেও তিনি আমার কথার উত্তর দান করিলেন না। পুনর্ব্বার আমি সেইরূপ বলিলাম, তখন প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "আবু হোরয়রা, যে বিষয় তোমার সম্বন্ধে ঘটিবে তদ্বিষয়ে নিয়তির লেখনী চালিত হইয়াছে। পরে তাহার উপর অঙ্গচ্ছেদ!" অর্থাৎ অঙ্গচ্ছেদন করিও না।—বো।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বরের দুই অঙ্গুলির মধ্যে সমুদায় মনুষ্যের অন্তর একটি অন্তরের ন্যায় স্থাপিত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া থাকেন।" তৎপর বলিলেন, "হে অন্তরের পরিচালক ঈশ্বর, আমাদের অন্তরকে তোমার সাধনাতে প্রবর্ত্তিত কর †।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন ;—"এমন কোন মনুষ্য সন্তান নাই যে, নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করে না। পরে তাহার জনক জননী তাহাকে ইহুদি করে, বা ঈসায়ী করে, অথবা অনলোপাসক করিয়া থাকে। যেমন পশুমাতা

---

* অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যোগে ও ধর্ম্মবুদ্ধি যোগে প্রাণ সম্বন্ধে ও যে শক্তি তাহাকে সৃজন করিয়াছে তৎ সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ লাভ হয়। স্ব স্ব জীবনের কার্য্যে কিরূপ নিয়তি, প্রত্যেক মনুষ্য উক্ত দুই উপায়ে জ্ঞান লাভ করিয়া তদনুসারে চলিতে পারে।

† পরমেশ্বরের অঙ্গুলি, ইহা রূপক কথা। কেন না নিরাকার বস্তুর অঙ্গুলি হইতে পারে না। রূপক বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য দুইটি উপায় অবলম্বন বিধেয়। প্রথমতঃ ঈশ্বরের নিকটে তাহার জ্ঞান প্রার্থী হইয়া প্রতীক্ষা করা। দ্বিতীয়তঃ সেই কথার ব্যাখ্যা করা। "পরমেশ্বরের দুই অঙ্গুলির মধ্যে সমুদায় মনুষ্যের অন্তর একটি অন্তরের ন্যায় স্থাপিত।" এই কথার মর্ম্ম এই যে, দুর্ব্বল মনুষ্য যেমন বিষয় সকল এক একটি করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে ও অধিকার করিয়া থাকে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তদ্রূপ নহেন, তিনি একযোগে সকল বিষয়ের সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, সকল অধিকার করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের শাস্তি পাপীর শিক্ষার জন্য, তিনি শাস্তি বিধান করিয়া মণ্ডলীর পাপাসক্ত লোকের মন ধর্ম্মের দিকে প্রত্যানয়ন করেন। পাপী তাঁহাকে প্রতাপান্বিত অনুভব করে, ধার্ম্মিকের মনে তিনি সৌন্দর্য্যশালিরূপে প্রতিভাত হন। পাপীর সম্বন্ধে একান্ত গাম্ভীর্য্যই ঈশ্বরের ক্রোধ।

সর্ব্বাবয়বসুন্দর পশুশাবক প্রসব করে, যখন পশু প্রসূত হয় তখন তোমরা কি তাহাদের নাসা কর্ণাদিতে ছেদ অনুভব করিয়া থাক?" তৎপর তিনি তাহার প্রমাণস্বরূপ এই বচন পড়েন। তাহার মর্ম্ম এই, "সেই ঐশ্বরিক সৃজনী শক্তি যাহাতে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন নাই, এইরূপ ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয়।"—উভয়।

আবু মুসার উক্তি;—আমাদের মধ্যে হজরত পাঁচটি বাক্য প্রচার করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, "(১) নিশ্চয় ঈশ্বর নিদ্রিত হন না; (২) নিদ্রিত হওয়া তাঁহার পক্ষে অযুক্ত; (৩) তিনি তুলাযন্ত্র নমিত ও উন্নমিত করিয়া থাকেন; (৪) তাঁহার নিকটে নৈশিক কার্য্য দৈনিক কার্য্যের পূর্ব্বে, এবং দৈনিক কার্য্য নৈশিক কার্য্যের পূর্ব্বে সমুত্থাপিত হয়; (৫) তাঁহার আবরণজ্যোতি, যদি তিনি তাহা উন্মুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির কোন পদার্থের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইবামাত্র অবশ্য তাঁহার মুখজ্যোতি তাহাকে দগ্ধ করে *।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন;—"ঈশ্বরের হস্তপূর্ণ, অহর্নিশি জীবিকাবিতরণ তাহাকে শূন্য করে না। যদবধি স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃষ্টি করিয়াছেন তদবধি তিনি কি পরিমাণ জীবিকা বিতরণ করিয়াছেন, তোমরা আমাকে জ্ঞাপন কর। বস্তুতঃ তাঁহার হস্তে যাহা আছে দানে তাহা কখন ন্যূন করে নাই, এবং তাঁহার সিংহাসন জলের উপর ছিল ও তাঁহার হস্তে তুলাযন্ত্র, তিনি তাহা নমিত ও উন্নমিত করিতেছেন †।"—উভয়। কিন্তু মোসলেমেতে "ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত পূর্ণ" উল্লিখিত হইয়াছে।

---

* ঈশ্বরের তুলাযন্ত্র নমিত ও উন্নমিত করার অর্থ বিশেষ বিশেষ জীবের জন্য জীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করা। নৈশিক কার্য্য দৈনিক কার্য্যের পূর্ব্বে এবং দৈনিক কার্য্য নৈশিক কার্য্যের পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকটে সমুত্থাপিত হওয়ার মর্ম্ম এই যে, কথিত আছে প্রত্যেক মনুষ্যের দৈনিক ও নৈশিক কার্য্যের তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ এক এক জন স্বর্গীয় দূত নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা দৈনিক কার্য্যের সংবাদ নৈশিক কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং নৈশিক কার্য্যের সংবাদ দৈনিক কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিকটে পঁহুছাইয়া থাকেন, অর্থাৎ লোকের সদসৎ ক্রিয়া বিষয়ে পরমেশ্বর ঝটিতি জ্ঞান লাভ করেন। পঞ্চম উক্তির এই রূপ ব্যাখ্যা হয়, ঈশ্বরের প্রতাপই জ্যোতি, তাঁহার মূল স্বরূপ মুখ, সেই স্বরূপের এমন প্রখর তেজ যে লোকে তাহা দর্শন করিতে অসমর্থ। তাঁহার প্রতাপরূপ জ্যোতি সেই মুখের আবরণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই আবরণ উন্মুক্ত হইলে ঈশ্বরের তেজে সংসার দগ্ধ হইয়া যায়।

† এস্থলে "ঈশ্বরের হস্ত পূর্ণ" তাঁহার পূর্ণ দাতৃত্বশক্তি, সাধারণতঃ দক্ষিণ হস্তে দান বিতরণ করা হয়, এজন্য সহিদ মোসলেমে দক্ষিণ হস্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বহদিসে সিংহাসন জলের উপর স্থাপিত হওয়া ও তুলাযন্ত্র নমিত ও উন্নমিত হওয়ার ব্যাখ্যা হইয়াছে।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—অংশিবাদীদিগের সন্তানসম্বন্ধে হজরতকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহারা যাহা করিতেছে ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত * ।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সামেতের পুত্র ওবাদার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "প্রথমতঃ ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করেন তাহা লেখনী। পরে তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'লিখ।' সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'কি লিখিব ?' তিনি বলিয়াছিলেন, 'নিয়তি লিখ।' তখন সে এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে ও যাহা নিয়ত কাল হইবে লিখিল † ।"—তর।

ইয়সারের পুত্র মোস্‌লেমের উক্তি ‡ ;—"যখন (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালক মনুষ্যের আপন ঔরস হইতে তাহাদের সন্তান গ্রহণ করিলেন" ইত্যাদি আয়তের বিষয়ে ওমর ফারুক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি হজরতকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়াছি। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যে, 'নিশ্চয় ঈশ্বর (আদি পিতা) আদমকে সৃষ্টি করেন, তৎপর তিনি স্বীয় দক্ষিণ হস্তে তাঁহার (আদমের) পৃষ্ঠে আমর্শন করেন, পরে তাঁহা হইতে তাঁহার সন্তান বাহির করেন, তখন তিনি বলেন, আমি ইহাদিগকে স্বর্গোদ্যানের জন্য সৃজন করিলাম, এবং স্বর্গনিবাসীদিগের কার্য্যের ন্যায় ইহারা কার্য্য করিবে।' তৎপর তিনি

---

* অর্থাৎ অংশিবাদীদিগের সন্তান স্বর্গে যাইবে, না নরকে যাইবে, এ বিষয়ে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহাতে হজরত বলেন, তাহাদের শুভাশুভ কার্য্য ঈশ্বরই বিশেষ জ্ঞাত, তদনুসারে তিনি ফল বিধান করিবেন।

† সৃষ্টির পূর্ব্বে আদিম কালে নিয়তি লিখিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে, ইত্যাদি উক্তি দ্বারা বুঝা যাইতেছে, সৃষ্টির পরে নিয়তি লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা নয়। পূর্ব্ব হদিসে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর জলের উপর স্থিতি করিতেছিলেন। বিধি নির্দ্ধারণ ও নিয়তি এবং লেখনী এ সকল নিত্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমুদায়ের বিদ্যমানতা প্রমাণিত। সৃষ্টির পর নিয়তি নহে। হজরত মোহম্মদ স্বীয় বিদ্যমানতার সময়সম্পর্কে এইরূপ অতীত কালের উল্লেখ করিয়াছেন।

‡ ইনি একজন হজরতের প্রধান অনুগামী জ্ঞানবান্ সংসারবিরাগী ঈশ্বরানুগত পরম বিশ্বাসভাজন সাধক ছিলেন। ইহাঁর সমকালে ইঁহার তুল্য সমুন্নত লোক কেহই ছিল না। ১০০ সালে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পৃষ্ঠ আমর্শন করেন, পরে তাঁহা হইতে তাঁহার সন্তান বাহির করিলেন, তখন তিনি বলেন, 'আমি ইহাদিগকে নরকাগ্নির জন্য সৃষ্টির করিলাম। ইহারা নরকানল নিবাসীদিগের কার্য্যের ন্যায় কার্য্য করিবে।'" এতচ্ছ্রবণে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, পরে কার্য্য কি জন্য?" তখন তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়, ঈশ্বর যখন কোন দাসকে স্বর্গের জন্য সৃজন করেন তখন স্বর্গোদ্যানবাসীদিগের কার্য্যে তাহাকে চালিত করিয়া থাকেন, এত দূর পর্য্যন্ত যে স্বর্গনিবাসীদিগের কার্য্যে থাকিয়াই তাহার মৃত্যু হয়, পরে তাহাকে তিনি তৎসহ স্বর্গোদ্যানে লইয়া যান, এবং যখন তিনি কোন দাসকে নরকাগ্নির জন্য সৃষ্টি করেন, তখন নরকবাসীদিগের কার্য্যে তাহাকে চালিত করিয়া থাকেন, এত দূর পর্য্যন্ত যে নরকবাসীদিগের কার্য্যে থাকিয়া তাহার মৃত্যু হয়, পরে তিনি তাহাকে নরকে লইয়া যান *।"—মালে, তর, আবুদা।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি—একদা প্রেরিতপুরুষ দুই খানা পুস্তক স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হন, এবং বলেন, "এই দুই পুস্তক কি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ?" আমরা বলিয়াছিলাম, না প্রেরিতপুরুষ, আপনি আমাদিগকে জ্ঞাপন না করিলে কেমন করিয়া জানিব? তখন তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে যে পুস্তক ছিল তৎসম্বন্ধে বলিলেন, "বিশ্বপালক পরমেশ্বরের এই পুস্তক, ইহার মধ্যে স্বর্গলোকবাসীদিগের ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের এবং তাহাদের বংশাবলীর নাম আছে। তৎপর তাহাদের নামের অন্তে সমষ্টি করা হইয়াছে। তাহাদের নাম-সম্বন্ধে কখন ন্যূনাতিরিক্ত হয় নাই।" তদনন্তর তাঁহার বাম হস্তে যে পুস্তক ছিল, তৎসম্বন্ধে বলিলেন, "এই গ্রন্থ বিশ্বপালক পরমেশ্বরের, ইহার মধ্যে নরকানলনিবাসীদিগের ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের এবং তাহাদের বংশাবলীর নাম আছে। তৎপর তাহাদের অন্তে সমষ্টি করা হইয়াছে, তাহাদের নাম সম্বন্ধে কখন ন্যূনাতিরিক্ত করা হয় নাই।" তখন তাঁহার পারিষদগণ বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, তবে আর ক্রিয়া কিসের জন্য, যদি বিধি তাহা হইতে প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র হইল?" তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের পথে তোমরা আপনাদের স্থির অনুষ্ঠান করিতে থাক ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য অন্বেষণ কর। পরন্তু নিশ্চয় স্বর্গবাসী যদিচ (জীবনে) অন্য কোন কার্য্য করে তাহার (জীবনের) সমাপ্তি স্বর্গবাসীর কার্য্যে হইয়া থাকে, এবং নিশ্চয় নরকানলবাসী যদিচ (জীবনে) অন্যরূপ কার্য্য করে তাহার সমাপ্তি নরকবাসীর কার্য্যে

* ঈশ্বর স্বীয় দক্ষিণ হস্তে আদমের পৃষ্ঠ আমর্শন করিয়াছিলেন ইহা রূপক। তিনি সন্তান হউক এরূপ আদেশ মাত্র করিয়াছিলেন। আদমের সম্মানার্থ দক্ষিণ হস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কাজ করাও নিয়তি এবং বিধি নির্দ্ধারিত, তবে কাজ কেন? কার্য্য করিবার উপকারিতা কি? এ সকল নিষ্প্রয়োজন কথা।

হইয়া থাকে।" তৎপর প্রেরিতপুরুষ স্বীয় উভয় হস্তের দিকে ইঙ্গিত করিলেন, পরে সেই দুই পুস্তক ফেলিয়া দিলেন। তদনন্তর বলিলেন, "তোমাদের প্রভু দাসবর্গ সম্বন্ধে অবসর গ্রহণ করিলেন, এক দল স্বর্গে ও এক দল নরকে গেল *।"—তর।

আবু খেজামার উক্তি †;—তিনি স্বীয় পিতার উক্তিতে এই কথা বলিতেছেন, "আমি (পিতা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, আমরা যে মন্ত্র পড়িয়া থাকি সেই মন্ত্রবিষয়ে ও যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকি সেই ঔষধ বিষয়ে এবং চর্ম্মফলক বর্ম্মাদি জীবন রক্ষার জন্য যে আশ্রয় করিয়া থাকি সেই আশ্রয়বিষয়ে আপনি আমাদিগকে জ্ঞাপন করুন। এ সকল কি ঈশ্বরের নিয়তির কিছু খণ্ডন করে?" তিনি বলিলেন, "এ সমস্তও ঐশ্বরিক নিয়তির অন্তর্গত ‡।"—আহ, তর, এব্‌নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি;—একদা প্রেরিতপুরুষ আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন আমরা নিয়তিসম্বন্ধে পরস্পর বাদানুবাদ করিতেছিলাম। তাহাতে তিনি এত দূর ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁহার মুখ এরূপ আরক্তিম হইয়া উঠে যেন তাঁহার বদনমণ্ডলে সুপক্ক দাড়িম্ব বীজ সকল বিনির্গত হইতেছিল। পরে তিনি বলিলেন, "তোমরা কি এইরূপ ব্যাপারে আদিষ্ট হইয়াছ? অথবা আমি কি এই ব্যাপারের জন্য তোমাদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছি? তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের যাহারা এ বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছে, তাহারা সেই সময়ে বিনাশ পাইয়াছে বৈ নহে। এতৎসম্বন্ধে তোমাদের বাগ্বিতণ্ডা না করা তোমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য।"—তর, এব্‌নমা, এব্‌নশেয়া।

আবু মুসার উক্তি;—আমি প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "পরমেশ্বর আদমকে এক মুষ্টিযোগে সৃজন করিয়াছেন, মৃত্তিকাপুঞ্জের সেই মুষ্টি। পরে বিভিন্নবর্ণের মৃত্তিকানুসারে আদমের সন্তানগণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে লোহিত, শুভ্র, কৃষ্ণবর্ণ ও বিমিশ্রবর্ণের লোক হইয়াছে, এবং কোমল, কঠিন ও বিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ হইয়াছে।"—তর, আহ, আবুদা।

ওমরেরর পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—আমি হজরত মোহম্মদকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "পরমেশ্বর অন্ধকারের মধ্যে আপনার সৃষ্ট মানব সৃজন করিয়াছেন,

---

* কেয়ামতে পরলোকে যাহা ঘটিবে তাহা বুঝাইবায় জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ হজরত গ্রন্থ প্রদর্শনাদি করিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় বস্তুতঃ সেই ঐশ্বরিক গ্রন্থ নহে।

† আবু খেজামা দুই জন, একজন হজরতের অনুগামী, মন্ত্রবিষয়ে তাঁহার হদিস; অন্য আবু খেজামা হজরতের সহচর তাঁহার হদিসে মন্ত্রের উল্লেখ নাই।

‡ মন্ত্র কোরাণানুমোদিত ও ঔষধ ফলপ্রদ হইলে বিধেয়। মন্ত্রসাধন পুস্তকে ও চিকিৎসা গ্রন্থে এতদ্বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

পরে তিনি তাহাদের উপর জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন। অনন্তর যাহার প্রতি সেই জ্যোতি পঁহুছিয়াছে, সে সৎপথ আশ্রয় করিয়াছে, এবং যাহাতে তাহা পঁহুছে নাই, ত্রুটি হইয়াছে, সে পথভ্রান্ত হইয়াছে। অতএব আমি বলি যে, ঐশ্বরিক জ্ঞানানুসারে লেখনী চালিত হইয়াছে *।"—আহ, তর।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেন, "হে চিত্তের পরিচালক, আমার চিত্তকে তোমার ধর্ম্মেতে স্থির রাখ †।" পরে আমি জিজ্ঞাসা করি, প্রেরিতপুরুষ, আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যে সত্য সহ আগমন করিয়াছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। অবশেষে আপনি কি আমাদের সম্বন্ধে ভয় পাইয়া থাকেন? তিনি বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয় ঈশ্বরের দুইটি অঙ্গুলির মধ্যে অন্তর রহিয়াছে, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন সেইরূপ তাহাকে পরিচালন করিয়া থাকেন।"—তর, এব্‌নমা।

আবু মুসার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "সমতল প্রান্তর ভূমিস্থিত পক্ষীর পালককে বায়ু যেমন উপর নীচ করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া থাকে, মনের অবস্থাও তদ্রূপ।"—আহ।

আলির উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত মনুষ্য এই চারিটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না করে সে পর্য্যন্ত সে বিশ্বাসী হয় না। (১) ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই ও আমি ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত, তিনি সত্যতঃ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এ বিষয়ের সাক্ষ্য দানে বিশ্বাস করা, (২) মৃত্যুতে বিশ্বাস করা, ‡ (৩) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা, (৪) নিয়তিতে বিশ্বাস করা।"—তর, এব্‌নমা।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "আমার মণ্ডলীর মধ্যে এমন দুই শ্রেণীর লোক আছে যে তাহাদের এস্‌লাম ধর্ম্মে স্বত্ব নাই। তাহারা মরজিয়া ও কদরিয়া §।" ইহা গরিব হদিস।—তর।

---

* এস্থলে অন্ধকারে মনুষ্যের সৃষ্টি অর্থে শারীরিক প্রকৃতিতে তাহাদের সৃষ্টি, মনুষ্যের উপর ঐশ্বরিক জ্যোতি বিকীর্ণ হওয়ার অর্থ তাহাদের অন্তরে ঈশ্বরের গুণ ও স্বরূপ এবং এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব প্রকাশ পাওয়া। যাহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহারা পথভ্রান্ত হইয়াছে।

† এস্থলে হজরতের এইরূপ প্রার্থনা নিজের সম্বন্ধে প্রকাশ পাইলেও বস্তুতঃ উহা মণ্ডলীর সম্বন্ধে। তাঁহার যে কিছু প্রার্থনা ও উপদেশ হইত, সচরাচর তাহা মণ্ডলীর জন্য হইত। এজন্যই আনস তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

‡ এস্থলে মৃত্যুতে বিশ্বাস অর্থে, ঈশ্বরের আদেশে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে এরূপ বিশ্বাস করা।

§ মরজিয়া সম্প্রদায়ের এই মত যে, সমুদায় ক্রিয়া ঐশ্বরিক নিয়তির অধীন, তাহাতে মনুষ্যের কোন স্বাধীনতা নাই। যেমন যাঁতাযন্ত্র ঘুরে, নদীর স্রোত প্রবাহিত হয়, মনুষ্যের

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়া ও কুৎসিত আকারে পরিবর্ত্তিত হওয়া এরূপ আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটিবে। ইহা নিয়তির প্রতি অসত্যারোপকারী লোকদিগের সম্বন্ধে হইবে।"—আবুদা, তর।

এব্‌নওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "কদরিয়া এই মণ্ডলীর মজ্‌ওস (অনলোপসক) স্বরূপ। যদি তাহারা পীড়িত হয়, তবে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবে না, এবং মরিলে তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিবে না * ।"—আহ, আবুদা।

ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "কদরিয়া লোকদিগের সঙ্গে তোমরা সহবাস করিও না, এবং তাহাদিগকে বিচারক নিযুক্ত করিও না।"—আবুদা।

আয়াশার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ছয় প্রকার লোক আছে, আমি তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছি, এবং পরমেশ্বর ও সমুদায় সিদ্ধবাক্ প্রেরিত পুরুষ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, সেই ছয় প্রকার লোক কে কে ? (১) ঐশ্বরিক গ্রন্থে নূতন কথার সংযোজক, (২) ঐশী নিয়তির প্রতি অসত্যারোপকারী, (৩) ঈশ্বর যাহাকে হীন করিয়াছেন, তাহাকে সমুন্নত করিতে সর্ব্বতোভাবে বলপ্রয়োগকারী, এবং ঈশ্বর যাহাকে সমুন্নত করিয়াছেন, তাহাকে অবনত করিতে প্রয়াসী, (৪) ঐশ্বরিক হরমের জন্য যাহা অবৈধ তাহার বৈধকরার প্রয়াসী, (৫) আমার স্বজনবর্গসম্বন্ধে ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা বৈধ করিবার প্রয়াসী, (৬) আমার ধর্ম্মবিধির বর্জ্জনকারী † ।"—মোদ্‌খল গ্রন্থে বহ, এবং রজিন স্বীয় গ্রন্থে।

অবস্থাও তদ্রূপ। যেমন অবিশ্বাস ও ধর্ম্মদ্রোহিতা সত্ত্বে সাধনায় কোন ফলোদয় হয় না, সেইরূপ বিশ্বাস সত্ত্বে পাপ করিলে কোন হানি নাই। এই মরজুয়া সম্প্রদায় জবরিয়া সম্প্রদায়ের এক শাখা বিশেষ, ইহাদিগকে মজ্‌বরাও বলে। কদরিয়া সম্প্রদায় নিয়তি অস্বীকার করে।

* মজ্‌ওস সম্প্রদায় বলে যে, দুই জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছে। এক ঈশ্বর তিনি কল্যাণের স্রষ্টা, দ্বিতীয় আহর্মণ (দানব) সে অকল্যাণের স্রষ্টা। কদরিয়াগণও বলে ঈশ্বর হইতে কল্যাণ হয়, এবং শয়তান ও মানবজীবন হইতে অকল্যাণ হয়। অনলোপাসকেরা ঈশ্বর ও দানব এই দুইটি শক্তিমান্ পুরুষ স্বীকার করে। কদরিয়াগণ তদপেক্ষা অধিক ঈশ্বরের সমকক্ষ স্বীকার করে। তাহাদের মতে ঈশ্বরের অংশীর এক প্রকার শেষ নাই।

† ধর্ম্মগ্রন্থে যাহারা নূতন কোন বিধি কিংবা কথার যোগ করে বা তাহার কোন কথার পরিবর্ত্তন বা খণ্ডন করে তাহারাই ঐশ্বরিকগ্রন্থে নূতন কথার সংযোজক। ইহুদি ও ঈসায়ী সম্প্রদায় এই দোষে দোষী। কদরিয়া সম্প্রদায় নিয়তির প্রতি অসত্যারোপকারী ও তাহা অস্বীকারকারী। বহু বাদশা ও আমির লোক তৃতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাহারা বিলাস আমোদ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুশ্চরিত্র নীচাশয় লোকদিগকে বলপূর্ব্বক উচ্চপদস্থ ও

ওকামেসের পুত্র মত্তরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন ঈশ্বর কোন লোককে কোন স্থানে মরিতে আদেশ করেন তখন তাহার তথায় (যাওয়ার) আবশ্যকতা বিধান করিয়া থাকেন।"—আহ।

আয়শার উক্তি ;—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, বিশ্বাসিগণের পরলোকগত শিশু সন্তানদিগের অবস্থা কিরূপ? তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের অবস্থার ন্যায় তাহাদের অবস্থা।" পরে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, তাহারা সদনুষ্ঠান না করিয়া কেমন করিয়া স্বর্গে যায়? তিনি বলিলেন, "যে বিষয়ে তাহারা অনুষ্ঠানকারী ঈশ্বর তাহা বিশেষ জ্ঞাত।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে অংশিবাদীদিগের সন্তানগণের কি অবস্থা? তিনি বলিলেন, "তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের অনুরূপ।" আমি বলিলাম, কার্য্য বিনা? তিনি বলিলেন, "যে বিষয়ে তাহারা অনুষ্ঠানকারী ঈশ্বর তাহা বিশেষ জ্ঞাত * ।"—আবু দা, তর।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন,"ভূগর্ভে জীবত শিশু প্রোথিত-কারিণী ও শিশু উভয়ই নরকে যায় † ।"—আবুদা।

গৌরবান্বিত করে, এবং ঈশ্বরানুগৃহীত ধার্ম্মিক লোকদিগের প্রতি অনাদর ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কাবার চতুষ্পার্শ্বস্থ নির্দ্দিষ্ট স্থানকে হরম বলে। সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রাণি হত্যা বৃক্ষচ্ছেদনাদি নিষিদ্ধ। এই অবৈধের বৈধকারী চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। হজরতের সম্মানিত স্বজনবর্গের প্রতি যাহা অবৈধ তাহাকে বৈধ করার অর্থ তাহাদিগকে অসম্মান ও উৎপীড়ন অত্যাচার করা। উৎপীড়ন অত্যাচার সাধারণতঃ সাধু সজ্জনের প্রতিই অবিধি। এ স্থানে হজরতের স্বজনবর্গসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

* অর্থাৎ আয়শা বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, পুণ্য কর্ম্ম বা পাপ কর্ম্ম না করিয়া স্বর্গে বা নরকে যাইবে, এ কেমন কথা? তাহাতে হজরত এই বলেন, অর্থাৎ সে কি কার্য্য করে ঈশ্বর জানেন। নিয়তি এই প্রকার। নিয়তিবশতঃ স্বর্গে বা নরকে যাইবে।

† অন্নকষ্টে পড়িয়া স্ত্রীলোকেরাই জীবিত সন্তান ভূগর্ভে প্রোথিত করিত। সেই স্ত্রী ও সন্তান নরকে যাইবে তাহারা কাফের শ্রেণীর অন্তর্গত। সন্তানহত্যাকারিণীর নরকে গমন সঙ্গত, এ বিষয়ে কোন কথা হইতে পারে না। শিশু সন্তান কোন অপরাধ করে নাই, সে কেন নরকে যাইবে? ইহা একটী কঠিন সমস্যা। নিয়তি হইয়াছে যে, কাফেরের শিশু সন্তানও নরকে যাইবে। সেই স্ত্রী যখন কাফেরের অন্তর্গত হইল, নিয়তি অনুসারে তাহার নরকে গমনের ন্যায় তাহার সন্তানও নরকে গমন করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবুদরদার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যসম্বন্ধে তাহার সৃষ্টিকাল হইতে পাঁচ বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; যথা—তাহার মৃত্যুকাল, তাহার সদসৎ ক্রিয়া, তাহার বিশ্রাম, তাহার গতি ও তাহার জীবিকা।"—আহ।

আয়শার উক্তি ;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি নিয়তির কোন বিষয়ে অযথা কথা কহিবে কেয়ামতের দিনে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইবে, এবং যে ব্যক্তি সে বিষয়ে কথা কহিবে না তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হইবে না।"—এব্‌ন মা।

এব্‌ন দয়নমির উক্তি * ;—আমি কাবের পুত্র আব্বির নিকটে গিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমার মনে নিয়তিসম্বন্ধে কিছু দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি আমাকে কিছু বল,সম্ভবতঃ ঈশ্বর আমার মন হইতে তাহা অপনয়ন করিবেন। তিনি বলিলেন, "যদি ঈশ্বর দ্যুলোক,ও ভূলোকবাসী লোকদিগকে শাস্তি দান করেন তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহাদের সম্বন্ধে অত্যাচারী না হইয়া তাহাদিগকে শাস্তি দান করিবেন, এবং যদি তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, তবে তাহাদের ক্রিয়া অপেক্ষা তাঁহার দয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য হইবে। যদি তুমি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ওহদ গিরিতুল্য সুবর্ণ-পুঞ্জ দান কর, যে পর্য্যন্ত না তুমি নিয়তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, ঈশ্বর তোমা হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন না। অপিচ জানিও যাহা তোমার প্রতি পঁহুছিয়াছে, তাহা তোমা হইতে চলিয়া যাইবে না, এবং যাহা তোমা হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহা তোমার প্রতি পহুঁছিবে এমন হইবে না † ; এবং যদি তুমি ইহা বিনা (নিয়তির প্রতি বিশ্বাস না করিয়া) প্রাণত্যাগ কর তবে নরকানলে প্রবেশ করিবে।" তৎপর আমি মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার নিকটে উপস্থিত হই। তিনিও এইরূপ বলেন। তদনন্তর হফিজার নিকটে যাই, তিনিও এই প্রকার বলেন। তৎপর সাবেতের পুত্র জয়দের নিকটে গমন করি, তিনি বলিলেন যে, "হজরতও এইরূপ বলিয়াছেন।"—আহ, অবুদা, এব্‌নমা।

* ইনি হজরতের এক জন অনুগামী ছিলেন। আবু অবদোল্লা, অবদোর্‌ রহমান ও জহাক এই তিন নামেও তিনি অভিহিত হইয়াছেন।

† অর্থাৎ যখন তুমি কিছু প্রাপ্ত হও তখন এরূপ বলিও না যে, আমার যত্ন চেষ্টায় তাহা হইয়াছে। যদি তুমি কিছু প্রাপ্ত না হও চেষ্টা যত্ন করিলে তাহা হইত, ইহাও ভাবিওনা। জানিও লাভালাভ সমুদায় ঐশ্বরিক নিয়তির উপর নির্ভর করে। যাহা নিয়তিতে আছে তাহার খণ্ডন নাই, উহা ঘটিবেই। যাহা নিয়তিতে নাই, তাহা হইবে না।

নাফেয়ার উক্তি * ;—একদা এক ব্যক্তি এব্‌ন ওমরের (ওমরের পুত্রের) নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "অমুক ব্যক্তি আপনাকে সেলাম জানাইয়াছেন।" তখন তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় আমি জ্ঞাত আছি যে, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে নূতন কিছু প্রয়োগ করিয়াছেন। পরন্তু যদি সত্যই নূতন যোগ করিয়া থাকেন তবে তুমি তাঁহাকে আমার সেলাম জ্ঞাপন করিও না। নিশ্চয় আমি প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, 'আমার মণ্ডলীস্থ,' অথবা বলিয়াছেন, 'এই মণ্ডলীস্থ নিয়তি অস্বীকারকারী লোকদিগের সম্বন্ধে মৃত্তিকায় প্রোথিত হওয়া ও কুৎসিত রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়া অথবা আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ হওয়া এরূপ ঘটন' †।" তরমোজি এই হদিসকে হসন, সহিহ ও গরিব বলিয়াছেন।—তর, আবুদা, এব্‌নমা।

আলির উক্তি ;—হজরতের প্রথমা সহধর্ম্মিণী খদিজাদেবী পূর্ব্ব দুই সন্তানসম্বন্ধে যাহারা ধর্ম্মবিমূঢ়তার অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "উভয়ে নরকে আছে।" সেই সময় হজরত খদিজার মুখমণ্ডলে যখন বিষাদের চিহ্ন দেখিলেন তখন বলিলেন, "খদিজা, যদি তুমি তাহাদের (ঈশ্বরানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত) অবস্থা দর্শন করিতে তবে অবশ্য তুমি তাহাদিগের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতে।" খদিজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, পরে তোমার ঔরসোৎপন্ন আমার (পরলোকগত) পুত্রের কি অবস্থা ?" তিনি বলিলেন, "সে স্বর্গেতে আছে ‡।" তৎপর হজরত বলিলেন, "নিশ্চয় বিশ্বাসিগণ ও তাহাদের সন্তানগণ স্বর্গলোকে এবং অংশিবাদিগণ ও তাহাদিগের সন্তানগণ নরকলোকে বাস্ করে।" তৎপর এই আয়তাংশ পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই "যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের সন্তানগণ তাহাদের অনুসরণ করে।"—আহ।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"পরমেশ্বর আদমকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আমর্শন করেন, তাহাতে তাঁহার ঔরস হইতে সমুদায় মনুষ্য নির্গত হয়। তিনি কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান হইতে মনুষ্যের সৃষ্টিকারী হন। তিনি তাহাদের (আদমের সন্তানদিগের) প্রত্যেক ব্যক্তির নয়নদ্বয়ে জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য

---

* নাফেয়া এব্‌নওমরের দাস ছিলেন। ইনি এক জন বহু হদিসের বক্তা বিশ্বস্ত লোক ছিলেন।

† যে ব্যক্তি সেলাম জানাইয়াছিল তিনি কদরিয়া মতের প্রবর্ত্তক। তিনি নিয়তি অস্বীকার করিয়াছেন ও তাহা অসত্য বলিয়াছিলেন। এ স্থলে এই প্রকার বোধ হইতেছে যে, হজরতের শেষ পারিষদবর্গের সময়ে এই নূতন মতের বিশেষ প্রচার হইয়াছে।

‡ এই বালকের নাম অবদোল্লা ছিল। এস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রারম্ভে ইঁহার জন্ম হয়। এ জন্য "তৈয়ব" ও "তাহের" (উত্তম ও পবিত্র) ইঁহার উপাধি ছিল।

প্রদান করণান্তর তাহাদিগকে আদমের নিকটে উপস্থিত করেন। তখন আদম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'প্রভো, ইহাঁরা কে?' ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, 'এ সকল তোমার সন্তান।' তখন আদম তাঁহাদের এক ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলেন। তাহার উভয় নয়নের অন্তর্গত জ্যোতি তাঁহাকে চমৎকৃত করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, প্রভো, 'ইনি কে?' পরমেশ্বর বলিলেন, 'এই ব্যক্তি দাউদ।' আদম প্রশ্ন করিলেন, 'প্রভো, আপনি ইঁহার বয়ঃক্রম কত নিরূপণ করিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, 'ষাট বৎসর।' আদম বলিলেন, 'আমার বয়ঃক্রম হইতে চল্লিশ বৎসর যোগ করিয়া ইঁহার বয়োবৃদ্ধি করিয়া দিন।' হজরত বলিতেছেন, "যখন আদমের নির্দ্দিষ্ট বয়স নিঃশেষিত হইল, চল্লিশ বৎসরমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন শমন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। সেই সময় আদম বলিলেন, 'আমার জীবনের চল্লিশ বৎসর কি অবশিষ্ট নাই?' মৃত্যুর দেবতা বলিল, 'তুমি কি স্বীয় বংশধর দাউদকে তাহা প্রদান কর নাই?' তখন আদম তাহা অস্বীকার করিলেন। পিতৃস্বভাবানুসারে তাঁহার সন্তানগণও অস্বীকার করিলেন, এবং আদম ভুলিয়া গেলেন, পরে নিষিদ্ধ তরুর ফল ভক্ষণ করিলেন। অবশেষে তাঁহার সন্তানগণের ও ভুল হইল। আদম অপরাধ করিলেন, তাঁহার সন্তানগণও অপরাধী হইল।"—তর।

আবুদ্দরদার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর আদমকে সৃষ্টি করিলেন, পরে তাঁহার দক্ষিণ বাহুমূলে আঘাত করিয়া তাঁহার শুভ্রবর্ণ সন্তানবর্গ মুক্তাফলের ন্যায় নির্গত করিলেন, এবং তাঁহার বাম বাহুমূলে আঘাত করিয়া তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ সন্তানগণ অঙ্গারের ন্যায় নিঃসারিত করিলেন। পরে যাহারা দক্ষিণ দিকে ছিল, অকুতোভয়ে তাহাদিগকে স্বর্গের দিকে যাইতে বলিলেন, এবং যাহারা বামদিকে ছিল অকুতোভয়ে তাহাদিগকে নরকানলের দিকে যাইতে আদেশ করিলেন।"—আহ।

আবু নজরের উক্তি * ;—হজরতের পারিষদবর্গের মধ্যে আবু অবদোল্লানামক এক জন পারিষদ ছিলেন। তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমন অবস্থায় তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমাকে কি প্রেরিতপুরুষ বলেন নাই যে, আপন ওষ্ঠরোম খর্ব্ব কর, তদনন্তর যে পর্য্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে (পরলোকে) সম্মিলিত হও সে পর্য্যন্ত তাহা তদবস্থায় রাখ?" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "হাঁ সত্য, কিন্তু

* ইনি মালেকের পুত্র, ইঁহার নাম মঞ্জের। ইঁহার সম্পর্কগত নাম আবু নজর (নজরের পিতা)। ইনি হজরতের অনুগামী বহু হদিসের আখ্যায়ক বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। ১০৭ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হজরতকে এরূপ বলিতেও শুনিয়াছি যে, "পরমেশ্বর স্বীয় দক্ষিণ হস্তে এক মুষ্টি ও অপর হস্তে অপর মুষ্টি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কাহা হইতেও আমি ভীত নহি, ইহা স্বর্গের জন্য ও উহা নরকের জন্য' এবং আমি জানি না যে আমি সেই দুই মুষ্টির কোন্‌টির অন্তর্গত * ।"—আহ।

অব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর আদমের ঔরস হইতে (সন্তান গ্রহণ) সম্বন্ধে নামানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন † । পরে তিনি তাঁহার ঔরস হইতে সমুদায় সন্তান যাহা তিনি সৃজন করিয়াছেন উৎপাদন করেন। অনন্তর তাহাদিগকে ক্ষুদ্র পিপীলিকাপুঞ্জের ন্যায় আপন সম্মুখে পরিব্যাপ্ত করেন। তৎপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে কথা কহেন, জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি?' তাহারা বলে, 'হাঁ, আমরা সাক্ষ্যদান করিলাম।' তিনি বলিলেন, 'পুনরুত্থানের দিনে যেন তোমরা না বল যে, আমরা এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম, অথবা যেন না বল, পূর্ব্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণ অংশী নিরূপণ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন নহে, এবং আমরা তাঁহাদের পরবর্ত্তী সন্তান। অনন্তর তুমি কি আমাদিগকে অসত্যাচারিগণ যাহা করিয়াছে তজ্জন্য সংহার করিবে ‡?"—আহ।

---

* ওষ্ঠ রোম অর্থাৎ গোঁপ ছেদনপূর্ব্বক খর্ব্ব করিয়া রাখা এস্‌লাম মণ্ডলীর অন্তর্গত লোকের সম্বন্ধে বিধি। হজরতের অনুগামী লোকের উহা একটি নিদর্শন। আবু অবদোল্লাকে তাঁহার বন্ধুগণ বলেন, হজরত তোমাকে সুসংবাদ দান করিয়াছেন যে, তাঁহার সঙ্গে তুমি মিলিত হইবে, তবে কাঁদিতেছ কেন? আবু অবদোল্লা এরূপ বলিলেন, যদিচ হজরতের নিকটে আমি বিশ্বাসের স্থিরতা ও স্বর্গলোকগমনের সুসংবাদ লাভ করিয়াছি, কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণ শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ। যাঁহা ইচ্ছা তিনি তাহা করেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আমি যাহাকে ইচ্ছা স্বর্গলোকে লইয়া যাই, যাহাকে ইচ্ছা নরকে নিক্ষেপ করি, আমি কাহাকেও ভয় করি না।' তাঁহাকে কাহারও বলার সাধ্য নাই যে, তুমি এরূপ কেন করিলে? অতএব আমার মন ভয় পাইতেছে, আমার ক্রন্দনের কারণ ইহাই।

† নামান অরফাতের সন্নিহিত, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানের নাম। পরমেশ্বর নামানে উক্ত অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তাহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। অরফাত মক্কার নয় ক্রোশ অন্তর এক প্রান্তর, উহা হাজীদিগের বিশেষ ব্রতসাধন ক্ষেত্র। পুণ্যক্ষেত্র অরফাতের নিকটবর্ত্তী বলিয়া নমানও বিশেষ সম্মানিত হইয়াছে।

‡ "পরমেশ্বরকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও পূজা করিব না" আদমের প্রত্যেক সন্তান হইতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রেরিতপুরুষগণ তৎসংবাদ প্রচার করিয়াছেন ও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণ আর এরূপ আপত্তি খাটে না যে আমরা ইহার তত্ত্ব রাখি না, আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণের অনুসরণ করিতেছি। সাধক লোকেরা বলেন যে, ধর্ম্মানুরাগশূন্য অজ্ঞান লোকদিগকে অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। অন্যথা সচেতন জীবন্ত লোকের মনে এই কথা সর্ব্বদা জাগিতেছে

কাবের পুত্র আব্বির উক্তি *;—ঐশ্বরিক বাক্যে এই আছে, (স্মরণ কর) "যখন তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) আদমের সন্তানবর্গের স্বীয় ঔরস হইতে তাহাদের সন্তানগণ গ্রহণ করিলেন।" তিনি (আব্বি) বলেন, "পরে তিনি তাহাদিগকে একত্রিত করেন, অবশেষে তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ (বা বিভিন্ন প্রকার) করেন, তৎপর তাহাদিগকে বিভিন্ন আকৃতি দান করেন, অবশেষে তাহাদিগকে বাক্‌শক্তি প্রদান করেন। অনন্তর তাহারা কথা কহিতে লাগিল। পরে পরমেশ্বর তাহাদিগকে সত্য ও অঙ্গীকারে বদ্ধ করেন, এবং তাহাদিগকে তাহাদের জীবনসম্বন্ধে সাক্ষী করিয়া বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি?' তাহারা বলে, 'হাঁ, সত্য।' তিনি বলিলেন, 'পরন্তু নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পৃথিবীকে সাক্ষী করিতেছি ও তোমাদের পিতা আদমকে তোমাদের সম্বন্ধে সাক্ষী করিয়াছি যেন কেয়ামতের দিন তোমরা না বল আমরা ইহা জানি না। জানিও বস্তুতঃ আমি ভিন্ন উপাস্য নাই ও আমি ভিন্ন প্রতিপালক নাই, আমার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটে স্বীয় প্রেরিতপুরুষদিগকে প্রেরণ করিব, তাহারা আমার অঙ্গীকার ও আমার নির্ব্বন্ধ তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবে, এবং আমি তোমাদের প্রতি আপন ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অবতারণ করিব।' তাহারা বলিল, 'আমরা সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, 'বস্তুতঃ তুমিই আমাদের প্রতিপালক ও আমাদের উপাস্য, তুমি ভিন্ন আমাদের প্রতিপালক নাই ও তুমি ভিন্ন আমাদের উপাস্য নাই।' পরে তাহারা এ বিষয়ে অঙ্গীকারে বদ্ধ হইল, এবং তাহাদের নিকটে আদম প্রকাশিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন, যখন তিনি ধনী ও দরিদ্র, সুরূপ ও কুরূপ দেখিলেন, তখন বলিলেন, 'হে আমার প্রভো, তুমি স্বীয় দাসমণ্ডলীর মধ্যে কেন সমতা স্থাপন করিলে না?' তিনি বলেন, 'আমি কৃতজ্ঞতা পাইতে ভালবাসি, তজ্জন্য এইরূপ করিয়াছি' † এবং তিনি তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে দেখিলেন যে, আলোকমালার ন্যায় তাঁহাদের জ্যোতি, তাঁহারা অঙ্গীকার পালনে, অধিকন্তু প্রেরিতত্ব ও সুসংবাদদাতৃত্ববিষয়ে বিশেষত্বপ্রাপ্ত। ঐশ্বরিক

---

* ইনি আন্‌সার দলস্থ লোক। বদর প্রভৃতি সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। হজরতের বহু পারিষদ ও অনুগামী ইঁহার নিকটে অনেক ধর্ম্মকাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন। ইঁহার অত্যন্ত উচ্চ পদ ছিল। এই পুস্তকের অনেক স্থানে ইঁহার বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

† অর্থাৎ আমি সকলকে যদি এক প্রকার গুণযুক্ত ও একবিধ অবস্থাপন্ন করিয়া সৃষ্টি করিতাম, প্রকৃত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ হইয়া উঠিত না। এক এক জনের মধ্যে এমন এক একটি গুণ ও অবস্থা স্থাপন করিয়াছি যাহা অপর ব্যক্তিতে নাই। সেই বিশেষ বিশেষ গুণ ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি উহা উপলব্ধি করিয়া ধন্যবাদ দেয়।

উক্তিতে উল্লিখিত আছে যে (স্মরণ কর,) "যখন আমি ধর্ম্মসংস্থাপকগণ হইতে তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং তোমা হইতে ও নুহ হইতে এবং এব্রাহিম ও মুসা হইতে অপিচ মরয়মের পুত্র ঈসা হইতে (অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম,) তখন সে (ঈসা) প্রাণসমূহের মধ্যে ছিল, তাহাকে আমি মরয়মের প্রতি প্রেরণ করি।" অনন্তর আব্বির উক্তি এই যে, বস্তুতঃ সেই আত্মা তাঁহার (মরয়মের) মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন *।" আহ।

আবু দ্দরদার উক্তি;—একদা আমরা প্রেরিত পুরুষের নিকটে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে সে বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতেছিলাম। অকস্মাৎ হজরত বলিলেন, "পর্ব্বত স্বস্থান-চ্যুত হইয়াছে এ কথা যখন তোমরা শুনিতেছিলে তখন তাহা বিশ্বাস করিয়াছ, এবং যখন তোমরা শুনিলে যে, কোন মনুষ্য আপন স্বভাব হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন তাহা বিশ্বাস কর নাই। বস্তুতঃ যে প্রকৃতি তাহার সম্বন্ধে নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে সে পরিবর্ত্তিত হয় †।—আহ।

হজরতের সহধর্ম্মিণী ওম্মসলমার উক্তি—তিনি বলিয়াছিলেন, প্রেরিত পুরুষ, আপনি যে বিষাক্ত ছাগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য সর্ব্বদা প্রতিবৎসর বেদনা ভোগ করিয়া থাকেন। তাহাতে তিনি বলেন, "আমি উহা হইতে যে কিছু কষ্টভোগ করিতেছি, কর্দ্দমপিণ্ডে আদমের অবস্থিতির অবস্থায় আমার সম্বন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে ‡।"—এব্‌নমা।

---

* ঈসা অশরীরী আত্মাতে ছিলেন, দেহের মধ্যে ছিলেন না। ঈশ্বর নিরাকার আত্মার মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিকতা প্রবল ছিল বলিয়া তিনি "রুহাল্লাহ" "ঐশ্বরিক আত্মা" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে শারীরিক নিয়মে সৃষ্টি করেন নাই।

† অর্থাৎ পরমেশ্বর যাঁহাকে বুদ্ধিমান্ ও চতুর লোকের প্রকৃতি প্রদান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কখন অজ্ঞ নির্ব্বোধ অচতুর হন না। ইহার বিপরীত প্রকৃতিতেও এই কথা খাটে। জ্ঞানবান্ ও চতুর লোকের প্রকৃতি যিনি পাইয়াছেন, প্রথমতঃ তাঁহাতে জ্ঞান ও প্রতিভার বিকাশ না হইলেও তিনি জ্ঞানী ও চতুর লোকদিগের সঙ্গ লাভ করিয়া শিক্ষা ও সাধনাযোগে স্বীয় প্রকৃতির উন্মেষ সাধন করেন। প্রকৃতি ঐশী নিয়তির অধীন, তাহার অন্যথা হয় না।

‡ খয়বরনামক স্থানে ইহুদিদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া এস্‌লামসৈন্য বিজয়ী হইলে পর একটি ইহুদিনারী হজরতের প্রাণসংহার করিবার জন্য বাহ্যে আত্মীয়তা প্রকাশপূর্ব্বক বিষদিগ্ধ ছাগমাংস উপহার দেয়, তিনি তাহার কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়া অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেন। পরে তদ্ভক্ষণে বিরত হন। তদবধি যে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন মধ্যে মধ্যে তিনি দেহে ব্যথার সঞ্চার অনুভব করিতেন। ওম্মসলমা তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। আদমের কর্দ্দমপিণ্ডে স্থিতির অর্থ আদমের সৃষ্টির পূর্ব্বে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——oo——

কবরে শাস্তি *।

প্রথম অধ্যায়।

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি *;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন কবরে

---

* কবরে শাস্তি হওয়ার বিষয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে নবভাবস্থাপনকারী কল্পনাপ্রিয় মোতলজা ও রওয়াফেজ সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছে। তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোকেরা এ বিষয় স্বীকার করিয়াছেন, এবং ইহাতে বিশ্বাসী ছিলেন। কবরে শাস্তি হওয়ার বিষয়ে অনেক হদিস অবতীর্ণ হইয়াছে। এ স্থলে আরব্য "আজাব" পদের অর্থ শাস্তি লিখিত হইল। অজ্‌ব মস্‌দর (পদের প্রকাশ ভূমি) হইতে আজাব পদ উৎপন্ন হইয়াছে। অজ্‌ব এই মূল শব্দের অর্থ অস্বীকার করা ও বাধা দেওয়া, অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধ বিধির বিরুদ্ধাচরণ হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত করা ও বাধা দেওয়াকে আজাব বলে, কিংবা আজাব অর্থে জলে নিপতিত তৃণপত্রাদি। যেমন তৃণপত্রাদি জঞ্জাল জলে পতিত হইলে জল মলিন ও আবিল হয়, তদ্রূপ আজাবও অর্থাৎ শাস্তিও মনুষ্যের হর্ষ ও স্ফূর্ত্তিকে বিষাদে পরিণত ও মলিন করে। অজব অপিচ মিষ্ট জলকেও বলে। অশুভশংসী শত্রুব্যক্তিকে মধুর প্রকৃতি করিয়া তোলাই আজাবের (শাস্তির) উদ্দেশ্য। শত্রুকে মিত্র করার সম্বন্ধ আছে বলিয়াই শাস্তিকে আজাব (মিষ্ট জল) বলা হইয়া থাকিবে। এ স্থলে কবর অর্থে সংসার ও পরলোকের মধ্যভূমি নরকলোক, শব স্থাপন করিবার গর্ত্ত নহে। অনেক শব জলে নিমগ্ন হয়, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকে, শ্বাপদের উদরস্থ হয়। কেবল এক অংশ যাহাকে মৌলিক অংশ বলে, যাহা জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থিতি করে, পরমেশ্বর স্বীয় শক্তিতে তাহাকে রক্ষা করেন। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির বহির্ভূত কিছুই নহে। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি ইচ্ছা করিলে সেই অংশে আত্মার যোগ করিয়া শাস্তি দিবেন ও সম্পদ দান করিবেন। যে ব্যক্তি দ্যুলোকে ও ভূলোকে তাঁহার বিচিত্র শক্তির ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করে ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা অবলোকন করে সে কোন আশ্চর্য্য ও অলৌকিক বিষয়কে অস্বীকার করিতে পারে না। কবরে শাস্তিসম্বন্ধে স্বর্গীয় দূতের তাড়না, সর্প ও বৃশ্চিকের দংশনের বর্ণনা হদিসে যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা রূপক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হইবে না। ইহা একেবারে মূলশূন্য রূপক নহে। বাস্তবিক ব্যাপার। সেই সকল দেবতা সর্প বৃশ্চিকাদি বাহ্যচক্ষে দেখা যায় না বটে, অন্তশ্চক্ষুতে দৃষ্ট হয়। যেহেতু অন্তররাজ্য জড়নেত্রের বিষয়ীভূত নহে, তদ্দর্শনজন্য অন্য দিব্য চক্ষু আছে। যেমন স্বর্গীয় দূত জেব্রিলকে হজরত দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পারিষদবর্গ দর্শন করিতে পারেন নাই। কেন না তাঁহারা সেই দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হন নাই। সংক্ষেপতঃ ইহা জানিবে যে, পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তির আত্মাতে এরূপ এক অবস্থা আনয়ন করেন যে, সে সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারে। কেহ বলেন, মৃত ব্যক্তির শরীরের এক অংশে আত্মা স্থাপিত হয়, কেহ বলেন, সমুদায় অংশে চৈতন্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। এরূপ নানা মত আছে।

† ইনি এক জন হজরতের পারিষদ ছিলেন। ইনি খন্দকের যুদ্ধে প্রথম উপস্থিত হইয়া

মোস্লমান জিজ্ঞাসিত হয় তখন সে 'পরমেশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই ও মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত' এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়া থাকে। অনন্তর তাঁহার (ঈশ্বরের) এই উক্তি যে, 'যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে সুদৃঢ় বচনে পার্থিব জীবনে ও পরলোকে সুদৃঢ় রাখেন'।" হজরত কর্ত্তৃক এই আয়ত উক্ত হইয়াছে—তিনি বলিয়াছেন, "কবরের শাস্তিবিষয়ে যে সুদৃঢ় বাক্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ঈশ্বর তখন তাহাদিগকে সুদৃঢ় রাখেন।" তাঁহাকে (বিশ্বাসীকে) প্রশ্ন করা হয় যে, "কে তোমার প্রতিপালক?" তিনি বলেন, "ঈশ্বর আমার প্রতিপালক এবং আমার পেগম্বর মোহম্মদ।"—উভয়।

আনসের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যখন কোন মনুষ্যকে তাহার কবরে স্থাপন করা হয় ও তাহার নিকট হইতে তাহার বন্ধুগণ ফিরিয়া যায়, সে তাহাদের পাদুকাধ্বনি শুনিতে পাইতেছে, এমন সময়ে দুই জন ফেরেশ্‌তা (স্বর্গীয় দূত) আসিয়া তাহাকে তুলিয়া বসান, এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি এই ব্যক্তি (মহাপুরুষ মোহম্মদ) সম্বন্ধে কি বলিতেছিলে?' যদি তিনি বিশ্বাসী হন তবে বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দান করিয়াছি যে, তিনি ঈশ্বরের কিঙ্কর ও তাঁহার প্রেরিত।' তখন তাঁহাকে বলা হয়, 'তুমি নরকানলের অন্তর্গত স্বীয় বাসস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তুমি বিশ্বাসী হইয়াছ বলিয়া ঈশ্বর স্বর্গোদ্যানের বাসস্থানের সঙ্গে তোমার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।' অনন্তর তিনি যুগপৎ উভয় স্থানকে দর্শন করেন। কিন্তু কপট ও ধর্ম্মদ্রোহী প্রত্যেককে প্রশ্ন করা হয়, 'তুমি এই ব্যক্তিসম্বন্ধে কি বলিতেছিলে?' তখন সে বলে, 'আমি বুঝি নাই, লোকে যাহা বলিত তাহা বলিতাম।' সেই সময় তাহাকে বলা হয়, 'তুমি কি জান নাই, ও পাঠ কর নাই?' এবং এই বলিয়া তাহাকে লৌহমুদ্গরের কঠিন আঘাত করা হয়। তখন সে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, তাহার সন্নিহিত দানব মানব ভিন্ন অন্যে তাহা শুনিতে পারে।"—উভয়।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ প্রাণ ত্যাগ করে, তখন প্রাতঃ সন্ধ্যা তাহার নিকটে তাহার বাসস্থান উপস্থিত করা হইয়া থাকে, এবং যদি সে স্বর্গবাসীর অন্তর্গত হয়, তবে স্বর্গবাসীর স্থান ও যদি সে নরকবাসীর অন্তর্গত তবে নরকবাসীর স্থান প্রদর্শিত হয়। পরে বলা হয়, 'এই তোমার বাসস্থান, পুনরুত্থানের দিনে পরমেশ্বর তোমাকে তথায় প্রেরণ করিবেন, প্রতীক্ষা করিতে থাকে *।'—উভয়।

ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইঁহাকে সামান্য লোক মনে করা হইয়াছিল। ওহদের রণক্ষেত্রে ইনি উপস্থিত ছিলেন। হজরতের সহকারিরূপে পঞ্চদশবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ইনি আলির সঙ্গে যাইয়া কুফানগর জয় করেন।

* সহিহ হদিসে বিশ্বাসীর পরিত্রাণ এবং কপট ও কাফেরের শাস্তির বিষয় উল্লিখিত

আয়শা হইতে ;—একদা এক ইহুদি নারী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কবরের শাস্তি বিষয়ে প্রসঙ্গ করিয়াছিল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর তোমাকে কবরের শাস্তি হইতে রক্ষা করুন।" পরে আয়শা প্রেরিত পুরুষকে কবরের শাস্তি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন, "হাঁ, কবরের শাস্তি সত্য।" আয়শা বলিয়াছেন, "তৎপর নমাজে প্রেরিত পুরুষ কবর দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন নাই এমন আমি কখন দেখি নাই * ।"—উভয়।

সাবেতের পুত্র জয়দের উক্তি †—একদা প্রেরিত পুরুষ স্বীয় অশ্বতর আরোহণে নজ্জার পরিবারের প্রাকারবেষ্টিত উদ্যানের ভিতরে গিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ অশ্বতর তাঁহাকে লইয়া চম্পট দিল, এবং তাঁহাকে ফেলিয়া দিতে উপক্রম করিল। অকস্মাৎ তথায় ৫।৬ টি কবর দৃষ্ট হইল। তখন হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কবরস্থ লোকদিগকে কে জ্ঞাত আছে ?" তখন এক ব্যক্তি বলিল, "আমি জানি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা কখন মরিয়াছে ?" সে বলিল, "অংশিবাদিতার অবস্থায়।" তখন তিনি বলিলেন, "এই সকল লোক স্ব স্ব কবরের মধ্যে পরীক্ষিত হইতেছে। তোমরা শব কবরস্থ করিবে না এই ভয় যদি না হইত,

---

হইয়াছে, এই পরিত্রাণের অবস্থা ঈশ্বরানুগত বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে হইবে, কিন্তু দুশ্চরিত্র মোসলমানের কি অবস্থা ঘটিবে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ অসাধু বিশ্বাসীর সম্বন্ধে স্বর্গের সুসংবাদ নয়, যে পর্য্যন্ত না সে স্বীয় পাপানুরূপ শাস্তি লাভ করে তাহার জন্য স্বর্গের দ্বার সে পর্য্যন্ত উন্মুক্ত হয় না। প্রথমতঃ তাহার প্রতি কোনরূপ শাস্তি বিধান হয়, পরে ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করেন।

* সম্ভবতঃ ইহুদিনারীকর্ত্তৃক কবরের শাস্তির প্রসঙ্গ হওয়ার পূর্ব্বে সেই শাস্তির কথা হজরত জানিতেন না। সেই সময়ে তিনি এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন নাই। তদনন্তর কবরে শাস্তি হয় এতদ্বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হন। পরে আয়শাকে জ্ঞাপন করেন যে, কবরে পাপীর দণ্ড হয় সত্য, তজ্জন্য আশ্রয় প্রার্থনা আবশ্যক। হজরত মণ্ডলীর শিক্ষার জন্য নমাজের অন্তে কবরের শাস্তি হইতে মুক্তি প্রার্থনা ইহুদি কন্যার কথা শ্রবণের পর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, হয়তো পূর্ব্ব হইতেই প্রার্থনা করিতেন, আয়শা তদ্বিষয়ে অনবগত ছিলেন। আয়শার প্রশ্নের পর তিনি সেইরূপ প্রার্থনা লোকের স্মরণ ও উদ্বোধনার্থ প্রকাশ্যে নমাজের অঙ্গীভূত করিয়া প্রবর্ত্তিত করেন, ইহাই সম্ভব।

† জয়দ আন্‌সারদলস্থ মহাজ্ঞানী ধর্ম্মবিধিপরায়ণ হজরতের প্রত্যাদেশ লিপিকর ছিলেন। হজরত যখন মদিনায় প্রস্থান করেন, তখন ইঁহার বয়স একাদশ বৎসর ছিল। অল্পবয়স্ক বলিয়া তখন ইঁহাকে বদ্‌রের যুদ্ধে মনোনীত করা হয় নাই। ওহদের সংগ্রামে ও তৎপরবর্ত্তী অন্য সমুদায় সংগ্রামে ইনি উপস্থিত ছিলেন। আবু বেকরের নেতৃত্বকালে কোরাণের বচন সংগ্রহ ও লিপিকরদিগের মধ্যে ইনি এক জন। ইনি ওস্‌মানের নেতৃত্বকালে সেই সকল বচন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

তবে আমি অবশ্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতাম যেন তিনি তোমাদিগকে কবরের শাস্তির কিছু শ্রবণ করান যাহা আমি তাঁহা হইতে শুনিতেছি *।' তৎপর তিনি আমাদিগের প্রতি উন্মুখ হইয়া বলিলেন, "নরকাগ্নির শাস্তি হইতে তোমরা ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" তখন সকলে বলিলেন, "নরকানলের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" তিনি বলিলেন, "কবরের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমরা ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর।" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা কবরের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি।" তিনি বলিলেন, "তাহার ভিতরের ও বাহিরের আপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমরা ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর।" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তাহার ভিতরের ও বাহিরের আপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" তিনি বলিলেন, "দজ্জাল কর্ত্তৃক উপস্থিত বিপদ পরীক্ষা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমরা ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা কর।" তাহারা বলিলেন, "আমরা দজ্জাল কর্ত্তৃক উপস্থিত বিপদ পরীক্ষা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি †।"—মো।

---

* এ স্থলে একটি মত দ্বৈধ প্রকাশ পায়। শিরোনাম অবলম্বনে যে ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, কবরসম্বন্ধীয় শাস্তি শব সমাহিত করার উপর নির্ভর করে না। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে প্রান্তরস্থ বা কোন জন্তুর উদরস্থ কিংবা অন্য অবস্থাপন্ন মৃতকে শাস্তি দান করেন, এবং শব সমাহিত করিবার জন্যও বিশ্বাসিগণ আদিষ্ট হইয়াছেন। ভয়প্রযুক্ত শবসমাধান ক্রিয়া পরিত্যাগ করার কি কি কারণ হইতে পারে? তাহার কয়েকটি কারণ এই। (১) যদি তোমরা কবরের ভীষণ শাস্তি বুঝিতে পার তবে এমন ভয় উপস্থিত হইতে পারে যে, অচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে পার, তখন শব প্রোথিত করার ক্ষমতা ও অবকাশ তোমাদের না হইতে পারে। (২) মৃতব্যক্তির আর্ত্তনাদ নিকটস্থ দানব মানব শুনিতে পায় না পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। যদি সেই আর্ত্তনাদ তোমরা শ্রবণ কর তোমাদের জীবনের কার্য্যক্ষেত্র শূন্য ও ছিন্নভিন্ন হইতে পারে। অতএব শাস্তির ভয়ে শবসমাধান পরিত্যাগ করা নয়, বরং বুদ্ধিভ্রংশ ও চৈতন্যের লোপবশতঃ তাহা পরিত্যাগ করা হইবে। ইত্যাদি অনেক কারণ আছে।

† কথিত আছে যে, দজ্জাল এক জন মিথ্যাবাদী লোক, সে প্রলয়কালে প্রকাশ পাইয়া আপনাকে ঈসা বলিয়া প্রচার করিবে। তখন প্রকৃত ঈসা প্রকাশিত হইয়া তাহাকে বধ করিবেন। দজ্জালের বিষয় পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেও কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন কোন মৃত ব্যক্তি কবরস্থ হয় তখন নীলকায় মার্জ্জারাক্ষ দুই ফেরেশ্‌তা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের একজনকে মোনকর ও অপর জনকে নকির বলে *। পরে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই লোকটির সম্বন্ধে তুমি কি বলিতেছিলে ?' তখন সে বলে, 'তিনি ঈশ্বরের কিঙ্কর ও তাঁহার প্রেরিত এবং আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই ও মোহম্মদ তাঁহার দাস ও তাঁহার প্রেরিত।' সেই সময়ে তাঁহারা বলেন, 'তুমি যে তাহা বলিতে, সত্যই আমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।' তৎপর তাহার নিমিত্ত তাহার সমাধি গর্ত্তকে ১৪০ হস্ত পরিসর করা হয়, † তদনন্তর তন্মধ্যে তাহার জন্য আলোক বিধান করা হইয়া থাকে। তৎপর তাহাকে বলা হয়, 'তুমি নিদ্রাগত হও।' সে বলে, 'আমি স্বীয় পরিবারের নিকটে ফিরিয়া যাইব, এবং তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিব।' তখন তাঁহারা বলেন, 'নরপতি যেমন ঘুমায়, যাহাকে তাহার প্রিয়-তম পরিজন ভিন্ন জাগাইয়া তোলে না, তুমি সেইরূপ ঘুমাও।' এত দূর (সে ঘুমায়) যে, ঈশ্বর তাহার এই শয্যা হইতে তাহাকে (কেয়ামতে) সমুত্থাপন করিবেন। অপিচ যদি কপট লোক হয় তবে সে বলে, লোকদিগকে তাঁহার (হজরত মোহম্মদের) সম্বন্ধে যে এক কথা বলিতে শুনিয়াছি পরে আমিও তদ্রূপ বলিয়াছি, মর্ম্ম বুঝি নাই।' তখন তাঁহারা বলেন, 'সত্যই তুমি তাহা বলিতে, আমরা জানিতাম।' পরে মৃত্তিকাকে বলা হইবে যেন তাহার প্রতি সঙ্কুচিত হয়। তাহাতে তাহার অস্থিপুঞ্জ পরস্পর বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর তাহার এই শয্যা হইতে তাহাকে সমুত্থাপন না করিবেন, সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তথায় তাহাকে শাস্তি দান করা হইবে।"—তর।

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "তাহার (বিশ্বাসীর) নিকটে দুই জন ফেরেশ্‌তা উপস্থিত হন, এবং তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তোমার প্রতিপালক ?' তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক পরমেশ্বর।'

---

* অর্থাৎ স্বর্গীয় দূত ভীষণমূর্ত্তি মনুষ্যাকারে মৃত ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ পায়। 'মোনকর' ও 'নকির' এই দুই আরব্য শব্দের অর্থ অপরিচিত ও কুরূপ। অনেকে বলেন যে, পাপাত্মাদিগের সম্বন্ধে এই দুই ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত। কিন্তু পুণ্যাত্মাদিগের নিমিত্ত বশর ও বশিরনামক দুই ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বশর শব্দে মনুষ্য এবং বশির শব্দে সুসংবাদদাতা বুঝায়।

† সমাধিগহ্বরের বহুবিস্তার বুঝাইবার জন্য ১৪০ হস্ত পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, বাস্তবিক তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নয়।

পরে তাহাকে তাঁহারা প্রশ্ন করেন, 'তোমার কোন্ ধর্ম্ম ?' সে বলে, 'এস্‌লাম ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম।' পরিশেষে তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যিনি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন, কে সেই ব্যাক্তি ?' তখন সে বলে, 'তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত।' পরে তাঁহারা তাহাকে প্রশ্ন করেন, 'কিসে তোমাকে ইহা জানাইল ?' তখন সে বলে, 'আমি ঐশ্বরিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, পরে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ও সত্য বলিয়া জানিয়াছি।' তাঁহার (ঈশ্বরের) এই উক্তি ;—'যাহারা দৃঢ় বচনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, ঈশ্বর যাহাদিগকে দৃঢ় করেন,' ইত্যাদি। তখন ঘোষণাকারী স্বর্গ হইতে এই ঘোষণা করেন, 'আমার কিঙ্কর সত্য বলিয়াছে, তাহার জন্য স্বর্গের শয্যা প্রসারিত কর ও তাহার জন্য স্বর্গের বস্ত্র প্রদান কর, এবং স্বর্গের দিকে তাহার জন্য দ্বার উন্মুক্ত কর।' তখন দ্বার প্রমুক্ত হয়, উহার শীতল সমীরণ ও উপাদেয় সামগ্রী তাহার নিকটে পঁহুছিতে থাকে। তাহার জন্য তথায় স্থান প্রসারিত করা হয়, তাহার দৃষ্টি সে দিকে প্রসারিত হয়।" কিন্তু হজরত মোহম্মদ কাফেরের মৃত্যুসম্বন্ধে এরূপ বলিয়াছেন, "তাহার প্রাণ তাহার দেহে পুনঃস্থাপিত হয়, এবং তাহার নিকটে দুই ফেরেশ্‌তা উপস্থিত হন ও তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তোমার প্রতিপালক ?' তখন সে এক প্রকার ভয়বিস্ময় সম্বলিত বচনে বলে, 'আমি জানি না ?' পরে তাঁহারা তাহাকে প্রশ্ন করেন, 'তোমার কোন্ ধর্ম্ম ?' তখন সে সেই ভাবে বলে, 'আমি জানি না।' অবশেষে তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের প্রতি যিনি প্রেরিত হইয়াছেন, কে সেই ব্যক্তি ?' তখন সে সেই ভাবে বলে, 'আমি জানি না।' তৎকালীন স্বর্গ হইতে ঘোষণাকারী ডাকিয়া বলেন, 'অসত্য বলিয়াছে। তাহার জন্য নরকানলের শয্যা প্রসারণ কর ও তাহাকে নরকাগ্নির বস্ত্র পরাও, এবং তাহার নিমিত্ত নরকানলের অভিমুখে দ্বার উন্মুক্ত কর।' পরে নরকানলের উত্তাপ ও তাহার উষ্ণবায়ু তাহাতে আসিয়া সঞ্চারিত হইতে থাকে। তাহার সম্বন্ধে তাহার সমাধিগহ্বর এত দূর সঙ্কীর্ণ হয় যে, তাহাতে তাহার অস্থিপুঞ্জ পরস্পর বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তৎপর তাহার নিমিত্ত অন্ধ ও বধিরকে প্রহরী নিযুক্ত করা হয়, এবং তাঁহার সঙ্গে এমন আয়স মুদ্গর থাকে যে যদি তদ্দ্বারা পর্ব্বতকে আঘাত করা যায় পর্ব্বতও চূর্ণ হইয়া যায়। তখন তিনি তাহাদ্বারা তাহাকে কঠিন আঘাত করিতে থাকেন, তাহাতে সে সমুচ্চ আর্ত্তনাদ করে। দানব ও মানবভিন্ন পূর্ব্ব পশ্চিমের অন্তর্গত সকলে তাহা শুনিতে পায়। পরে সে ধূলীবৎ চূর্ণ হইয়া যায়। তৎপর তাহার মধ্যে প্রাণের সংযোগ করা হয় *।"—আহ।

* এই হদিসে এইরূপ ভাব প্রকাশ পায় যে, কঠিন দণ্ড পাইবার জন্য এবং ঈশ্বরকে ও তাঁহার ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্তির জন্য কবরে কাফেরকে দুই বার জীবিত

ওস্‌মান হইতে ;—যখন তিনি কোন কবরের নিকটে উপস্থিত হইতেন, তখন এরূপ রোদন করিতেন যে, তাঁহার শ্মশ্রু অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া যাইত। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, "আপনি স্বর্গ ও নরকের প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন, তাহাতে কাঁদেন না, ইহাতে (এই কবর দর্শনে) কাঁদিয়া থাকেন, একি ? তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, 'কবর পারলৌকিক আবাসব্যূহের প্রথম আবাস, কেহ যদি ইহা হইতে মুক্ত হয়, ইহার পরবর্ত্তী যাহা আছে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সহজ হইয়া উঠে। ইহা হইতে মুক্ত না হইলে ইহার পরে যাহা আছে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সুকঠিন।' প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, 'কবর অপেক্ষা দুঃখকর কোন স্থান আমি কখন দেখি নাই।'" তরমোজি বলিয়াছেন ইহা গরিব হদিস।—এব্‌নমা, তর।

ওস্‌মানের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ যখন কোন শব কবরে স্থাপন করিয়া অবসর প্রাপ্ত হইতেন তখন তাহার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া সহচরদিগকে বলিতেন, "তোমরা স্বীয় ভ্রাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এক্ষণ তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে * ।"—আবুদা।

আবুসয়িদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "কাফেরের উপর তাহার কবরের মধ্যে নিরন্নব্বুইটী অজগর পরাক্রম প্রকাশ করে, এবং কেয়ামত উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে দংশন করিতে থাকে। সেই সকল অজগরের একটি অজগর পৃথিবীতে

করা হইয়া থাকে। কবরে মৃতব্যক্তির প্রথম জীবনপ্রাপ্তি, প্রশ্নোত্তরানন্তর কঠিন দণ্ড পাইয়া পুনর্ব্বার মৃত্যু, আবার জীবন লাভ, ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু অনেকে এরূপ বলেন, প্রথম মৃত্যু সংসারে, কবরে পুনর্জীবন প্রাপ্তি, এবং দুই ফেরেশ্‌তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর হওয়ার পর পুনর্ব্বার মৃত্যু, পরে পুনরুত্থানের সময় আবার জীবন লাভ। উপরি উক্ত হদিস সকলে প্রকাশ পাইতেছে যে, মৃতব্যক্তি পুনরুত্থান কাল পর্য্যন্ত সমাধির ভিতরে দণ্ড পুরস্কার ও সুখ দুঃখ এই দ্বিবিধ অবস্থায় স্থিতি করে। কিন্তু মৃত্যুর পর দেহের সঙ্গে আত্মার বিচ্ছেদসত্ত্বেও আত্মার সম্বন্ধে সেই দণ্ড পুরস্কার খাটে। অভ্যাগতদিগের সম্বন্ধে জ্ঞান ও উপলব্ধি ও তাঁহাদিগকে চেনা আত্মাতে হয়।

* এই হদিসে সপ্রমাণ যে, জীবিত ব্যক্তির প্রার্থনায় মৃতব্যক্তির হিতসাধন হইয়া থাকে। মৃতব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনাবিষয়ে এমাম আজম ও এমাম শাফি প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মাচার্য্য ঐকমত্য স্থাপন করিয়াছেন। শব কবরস্থ হইলে পর কবরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কেহ তাহাকে পুনঃ পুনঃ সম্বোধন করিবেন, তাঁহারা এরূপ বিধি দিয়াছেন। মৃত মুক্তির আত্মা সেই কথা শুনিতে পাইবে ও উত্তর দান করিবে। কিন্তু সম্বোধনকারী তাহার কথা শুনিতে পাইবে না।

ফুৎকার করিলে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হয়। কেহ কেহ নিরন্নব্বুইটি অজগরের পরিবর্ত্তে সত্তোরটির উল্লেখ করিয়াছেন * ।' তরমোজি অন্য কথায় এই হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন।—দারমি, তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি;—মাজের পুত্র (আনসারদলপতি) সাদের মৃত্যু কালে আমরা হজরত মোহম্মদের সঙ্গে তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম। পরে যখন তাঁহার উদ্দেশ্যে হজরত নমাজ পড়িলেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার কবরে স্থাপন করাইলেন ও তদুপরি মৃৎপুঞ্জ নিক্ষিপ্ত হইল, তখন হজরত "সবহানাল্লাহ" বলিলেন, পরে আমরাও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত "সবহানাল্লাহ" বলিলাম। তৎপর তিনি "আল্লাহো আকবর" বলিলেন, তখন আমরাও "আল্লাহো আকবর" বলিলাম। পরিশেষে বলা হইল, "প্রেরিত পুরুষ, আপনি কেন "সবহানাল্লাহ তৎপর আল্লহো আকবর বলিলেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "এই সাধু ঈশ্বরকিঙ্করের সম্বন্ধে ইঁহার কবর সত্য সত্যই সঙ্কুচিত হইয়াছিল; যদবধি (ঈশ্বরগুণানুবাদ হইল) পরমেশ্বর তাঁহার সম্বন্ধে তাহা প্রসারিত করিলেন।"—আহ্।

ওমরের পুত্রের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এই সেই ব্যক্তি (সাদ) তাঁহার জন্য স্বর্গ কম্পিত হইয়াছে, এবং তাঁহার জন্য স্বর্গের দ্বার সকল উন্মুক্ত হইয়াছে ও সত্তোর সহস্র ফেরেশ্‌তা (দেবতা) তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। সত্য সত্যই সাদ চাপা পড়িয়াছিলেন, তৎপর ঈশ্বর তাঁহার সম্বন্ধে কবর প্রশস্ত করিলেন †।"—নেসায়ী।

---

* এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর শতবিধ করুণা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার একটি মাত্র ধরাতলে পাঠাইয়াছেন। জগতে যত দয়া ও অনুগ্রহ আছে তাঁহার সেই করুণারই আভাসমাত্র। তিনি নিরন্নব্বুইটি করুণা স্বর্গলোকের জন্য রাখিয়াছেন। কাফের যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা সকলকে অসত্য বলিয়াছে, তাঁহার বাধ্যতা ও অধীনতা অস্বীকার করিয়াছে, তখন প্রত্যেক করুণার স্থলে এক এক অজগর তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অথবা বলা যায় ঈশ্বরের নিরনব্বুটি নাম, সেই প্রত্যেক নামে বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যক। ধর্ম্মদ্রোহী যখন তাহা অস্বীকার করিয়াছে, তখন সেই নামের সংখ্যানুসারে এক এক অজগর তাহার প্রতি প্রেরিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সকল সর্প রূপক, উহা কুপ্রবৃত্তি ও কুভাবমাত্র। হয়তো সংখ্যায় এই কুপ্রবৃত্তি ও কুভাব তদনুরূপ হইবে, সত্তোরও বলা যায়।

† সাদের মৃত্যুতে স্বর্গলোক কম্পিত হওয়া, এই কথার ব্যাখ্যা অনেকে অনেক প্রকার করিয়াছেন। কম্পন সমধিক আনন্দ উল্লাসের লক্ষণ। সাধুর পবিত্রাত্মা স্বর্গে সমুত্থিত হইতেছে,

আবুবেকরের কন্যা আসামার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বক্তার ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, পরে কবরের সেই পরীক্ষার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন যে বিষয়ে মনুষ্য তন্মধ্যে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। যখন এই প্রসঙ্গ হইল, তখন মোসলমানগণ উচ্চ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। [বোখারী এই হদিসমাত্র ব্যক্ত করেন, কিন্তু নেসায়ী তদধিক ব্যক্তকরিয়াছেন,] আসামা বলিয়াছেন, হজরতের কথা বুঝিয়া উঠিতে [সেই ধ্বনি] আমাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। পরে যখন তাঁহাদিগের চীৎকারের নিবৃত্তি হইল, তখন আমি আমার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহে ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন, প্রেরিত পুরুষ স্বীয় বাক্যের শেষে যাহা বলিলেন তাহা কি ? সে বলিল, "তিনি বলিয়াছেন, আমি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, তোমরা কবরে দজ্জালের পরীক্ষার অনুরূপ পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইবে *।"

জাবেরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছে, "যখন শব কবরে আনয়ন করা হয়, তখন তাহার সম্বন্ধে দিবাকর অস্তগমনের প্রাক্‌কালীনের আকার ধারণ করে। পরে সে উপবিষ্ট হয় ও স্বীয় নয়নদ্বয়কে আমর্শন করে, এবং বলে, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, নমাজ পড়িয়া লই †।"—এব্‌নমা।

তাঁহার সঙ্গ লাভ হইবে বলিয়া স্বর্গলোকবাসী দেবগণ আমোদ উল্লাসে স্বর্গকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যা হয়। অপিচ মহাত্মার তিরোধান এক প্রকার প্রলয়ের ব্যাপার। যেমন সচরাচর লোকে বলিযা থাকে যে, অমুকের মৃত্যুতে জগৎ অন্ধকার হইয়াছে, প্রলয় ঘটিযাছে। তাঁহার পবিত্র বিদ্যমানতার ও তদনুষ্ঠেয় সৎকার্য্যের অভাবে চতুর্দ্দিকে শোক বিলাপের রোল পড়িয়া যায়। যেমন বলা হইয়া থাকে যে তাঁহার অভাবে স্বর্গ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে, ইহাকেও স্বর্গের কম্পন বলা যায়। অপর হদিসে উক্ত হইয়াছে যে, জেব্রিল হজরতের নিকটে প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আজ রজনীতে তোমার মণ্ডলীর কোন্ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে ? স্বর্গলোকবাসিগণ তাহাতে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন। তখন হজরত বলিলেন, সাদের মৃত্যু ভিন্ন এমন হয় না।

* পুনরুত্থানের অব্যবহিত পূর্ব্বে দজ্জাল নামক মিথ্যাবাদী ব্যক্তি প্রকাশিত হইয়া আপনাকে ঈসা বলিয়া প্রচার করিবে ও ঈশ্বরত্বের দাবী করিবে। নিরুপায় ও দুর্ব্বল লোক সকল তাহার কথানুসারে তাহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া অত্যন্ত বিপন্ন ও ক্লিষ্ট হইবে। সেই রূপ স্বর্গীয় দূতদিগের ভয় প্রতাপ ও ভর্ৎসনায় তোমরাও দুর্ব্বলতাবশতঃ সন্ত্রস্ত অনন্যোপায় হইয়া পড়িবে। কে তোমার ঈশ্বর ও পেগাম্বর ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে গোলযোগ করিয়া বিপদে পড়িবে।

† দেহচ্যুত উপাসনাপরায়ণ ধার্ম্মিক মোসলমান সম্বন্ধে এরূপ হয়। তিনি মনে করেন, যে, সন্ধ্যা উপস্থিত, সায়ংকালীন নমাজ পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নোত্তরের পর স্বর্গীয় দূতকে বলেন, আমাকে আপনি নমাজ পড়িতে অবকাশ দিন। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয় যে,

আবু হোরয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি কবরের দিকে যায়, পরে সেই ব্যক্তি স্বীয় কবরে ধীর ও প্রশান্তভাবে বসে, (বা তাহাকে বসান হয়,) তৎপর জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তুমি কোন্ ধর্ম্মে ছিলে ?' তখন সে বলে, 'আমি এস্‌লাম ধর্ম্মে ছিলাম।' অবশেষে প্রশ্ন করা হয়, 'সেই ব্যক্তি কে ?' তখন সে বলে, 'তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত মোহম্মদ। তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে অলৌকিকতা সহ আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর আমরা তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি।' পরে তাহাকে প্রশ্ন করা হয়, 'তুমি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছ ?' তখন সে বলে 'ঈশ্বরকে (সংসারে) দর্শন করা কাহার পক্ষে সাধ্য নয়।' সেই সময় নরকানলের অভিমুখে তাহার জন্য এক পথ খোলা হয়, সে তন্মধ্যে দেখে যে, (ভিড়ের মধ্যে উত্তাপে) তন্মধ্যস্থ এক জন অন্য জনের উপর পড়িয়া পরস্পরকে চূর্ণ করিতেছে। সেই সময় তাহাকে বলা হয়, 'ঈশ্বর যে শাস্তি হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন তাহা দর্শন কর।' তৎপর তাহার জন্য স্বর্গোদ্যানের অভিমুখে পথ উন্মুক্ত হয়। তখন সে তাহার সৌন্দর্য্যের প্রতি ও তন্মধ্যে যাহা আছে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতে থাকে। তখন তাহাকে বলা হয়, 'এই তোমার বাসস্থান। তুমি বিশ্বাসে জীবিত ছিলে ও তাহাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছ, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাতে সমুত্থাপিত হইবে।' অপিচ পাপী ব্যক্তিকে তাহার কবরে যখন অস্থিরতার সহিত বসান হইবে, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, 'তুমি কোন্ ধর্ম্মে ছিলে ?' 'সে বলিবে, আমি জানি না।' পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, 'কে এই ব্যক্তি ?' সে বলিবে, 'লোকদিগকে যে কথা বলিতে শুনিয়াছি, আমিও তাহাই বলিয়াছি।' তখন তাহার জন্য স্বর্গের অভিমুখে পথ খোলা হইবে, সে তাহার চাকচিক্য ও তন্মধ্যে যাহা আছে অবলোকন করিবে। সেই সময় তাহাকে বলা হইবে, 'দেখ, ঈশ্বর তোমা হইতে যাহা অপনীত করিয়াছেন।' তৎপর নরকের অভিমুখে পথ উন্মুক্ত করা হইবে, সে তন্মধ্যে দেখিবে উত্তাপে এক অন্যের উপর পড়িয়া পরস্পরকে বিচূর্ণ করিতেছে। তখন তাহাকে বলা হইবে, 'এই তোমার বাসস্থান। যেহেতু তুমি সংশয়ে জীবিত ছিলে তাহাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছ, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাতে সমুত্থাপিত হইবে।"—এব্‌ন মা।

মৃত্যুতে সাধুর কোন ক্লেশ ও যন্ত্রণা হয় না, তখনও যেন তিনি পরিবারের মধ্যে সুখ শান্তিতে স্থিতি করিতেছেন মনে করেন। অপিচ ইহাতে তাঁহার পৃথিবীতে যে উপাসনার দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা ছিল, তাহা প্রকাশ পায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—oo—

ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মবিধি অবলম্বন * ।

প্রথম অধ্যায়।

আয়াশার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "আমার ধর্ম্মেতে যে ব্যক্তি এমন নূতন কিছু স্থাপন করে যাহা ইহার অন্তর্গত নয় তাহা পরিত্যাজ্য।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ঐশ্বরিক গ্রন্থের বচন শুভ, মোহম্মদের উপদেশ শুভ উপদেশ, তদ্বিষয়ে নূতন সংযোজকদিগের কার্য্য অশুভ, সমুদায় নূতন যোজনা পথভ্রান্তির হেতু † ।"—মো।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, "এই তিন ব্যক্তি ঈশ্বরের মহা শত্রু (১) কাবার চতুঃসীমার মধ্যে অবৈধাচারী, (২) এস্‌লাম ধর্ম্মে ধর্ম্মবিমূঢ়তার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর প্রার্থী ; (৩) অন্যায়রূপে—কেবল শোণিত পাতের জন্য মোসলমানের শোণিতপাতের প্রয়াসী ‡।

---

* ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মবিধি অবলম্বন অর্থে ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্ম বিধির প্রতি প্রকৃতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাহাতে যে সমস্ত নিয়ম প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করা, এবং নূতন যোজিত ব্যবস্থা হইতেও কল্পনাশ্রিত লোকদিগের কল্পিত ধর্ম্ম হইতে দূরে থাকা। এ স্থলে ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ শরিফ। ধর্ম্মবিষয়ে প্রবর্ত্তিত নিয়ম প্রণালী তাহা, যাহা হজরত মোহম্মদ দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া চলিয়াছেন, তিনি যাহা নিষেধ বিধি করিয়াছেন।

† মূলবিধি প্রণালী অতিক্রম করিয়া যিনি যে কোন নূতন বিধি ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রেতে যোজনা করিয়াছেন তাহাই লোকের পথভ্রান্তির হেতু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ ও মূল বিধির অনুকূলে যে সকল নূতন কথার যোজনা হয় তাহা দূষ্য নহে। মূলবিধি ব্যবস্থাদি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা ও শিক্ষা করার জন্য বহু নূতন কথা ও নূতন ভাবের যোজনা আবশ্যক হইয়া উঠে, তাহা প্রার্থনীয়। নূতন রচনাকারী ও কল্পনাকারীদিগের ধর্ম্ম মূল বিধি ও মূলমণ্ডলীকে অতিক্রম করিলে এবং সাধু খলিফা (হজরতের স্থলাভিষিক্ত) লোক যে সকল নিয়ম প্রণালী স্থাপন করিয়াছেন তাহা অতিক্রম করিলে উহা অধর্ম্ম। যদি হজরতের অনুগামী সাধু খলিফাগণ এরূপ নিয়ম প্রণালী করেন যাহা হজরতের সময়ে তাঁহাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার বিধিব্যবস্থার বিরোধী নয়, তাহাও প্রকৃত বিধির মধ্যে গণ্য। যেহেতু হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা আমার ধর্ম্মবিধি ও সাধুখলিফাদিগের ধর্ম্মবিধি অবলম্বন করিও।"

‡ এস্থলে কাবার চতুঃসীমার মধ্যে পাপাচরণ অর্থে সংগ্রাম করা পশু পক্ষী শিকার করা বৃক্ষাদি ছেদন করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। পুণ্যক্ষেত্রে যেমন সাধনার ফল দ্বিগুণ হয়,

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়াছে, তদ্ভিন্ন আমার সমগ্র মণ্ডলী স্বর্গে চলিয়া যাইবে।" জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "কি অস্বীকার করিয়াছে ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি আমার বাধ্যতা স্বীকার করে সে স্বর্গলোকে যায়, এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয় প্রকৃত পক্ষে সে আমাকে অস্বীকার করে।"—বো।

জাবেরের উক্তি ;—একদা কতিপয় স্বর্গীয় দূত প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে,"তোমাদের বন্ধুর এই কাহিনী"। তাঁহার কাহিনী তাঁহারা বর্ণন করেন। তাঁহাদের কেহ বলিলেন, "ইনি নিদ্রিত" এবং কেহ বলিলেন, "ইঁহার চক্ষু নিদ্রিত, কিন্তু অন্তর জাগরিত।" অবশেষে তাঁহারা বলিলেন, "ইঁহার অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার তুল্য, যিনি এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সাধারণ ভোজের আয়োজন করিলেন, এবং এক জন নিমন্ত্রণকারীকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইলেন। যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণকারীর আহ্বান স্বীকার করিল সে সেই সময় গৃহে প্রবিষ্ট হইল, এবং ভোজ্যজাত ভোজন করিল, যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণকারীকে গ্রাহ্য করিল না, সে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া পান ভোজন করিতে পারিল না।" অবশেষে তাঁহারা পরস্পর বলিলেন, "ইহাঁর জন্য ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বল, তাহা হইলে ইনি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।" তখন তাঁহাদের কেহ বলিলেন, "ইনি নিদ্রিত।" অন্য একজন বলিলেন, "ইঁহার নয়ন সুপ্ত, কিন্তু অন্তর জাগরিত।" পরে তাঁহারা বলিলেন, "গৃহ অর্থে স্বর্গলোক, নিমন্ত্রণকারী মোহম্মদ, যে ব্যক্তি মোহম্মদকে মান্য করিয়াছে, সত্যই সে ঈশ্বরকে মান্য করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে সে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছে, এবং মোহম্মদ লোকমণ্ডলীতে ভিন্নতা স্থাপন করিয়াছেন *।"—বো।

পাপও দ্বিগুণিত হইয়া থাকে। তীর্থক্ষেত্রে নীতি বিনয় ও নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া না চলিলে অত্যন্ত অপরাধী হইতে হয়। মক্কা তীর্থের প্রকৃত গৌরব ও সম্মানরক্ষা করিয়া চলা সুকঠিন ভাবিয়া এব্‌ন আব্বাস মক্কায় বাস সঙ্গত মনে করেন নাই, তজ্জন্য তিনি তায়েফে গিয়া স্থিতি করিয়াছিলেন। মৃত দেহের উপর রোদন বিলাপ ও স্বীয় মস্তকে করাঘাত করা এবং বক্ষ বিদীর্ণ করা, পক্ষী কোন্ দিকে উড়িল তাহা দেখিয়া শুভাশুভ গণনা করা ইত্যাদি কার্য্য ধর্ম্মবিমূঢ়তার কার্য্য। শোণিতপাত করাও দূষ্য ও নিষিদ্ধ। অকারণ শোণিতপাত সমধিক বিগর্হিত। মনে করা উচিত, পাপক্রিয়ার অভিলাষী ও প্রয়াসীর যখন এরূপ অবস্থা, তখন পাপাচারীর কীদৃশী অবস্থা হইবে।

* হজরত মোহম্মদ যখন পরমেশ্বরের আজ্ঞাক্রমে সত্য গ্রহণের জন্য লোকদিগকে আহ্বান করিতেন তখন তাঁহার আহ্বান স্বীকার করিয়া তাঁহাকে যে মান্য করিয়াছে সে ঈশ্বরকে মান্য করিয়াছে; যে ব্যক্তি হজরতের আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়াছে সে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য

আনসের উক্তি ;—তিন শ্রেণীর লোক প্রেরিত পুরুষের সহধর্ম্মিণীদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মসধানবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করা হয়। তাঁহারা তাহা অগ্রে সামান্য বলিয়া মনে করিলেন, পরে বলিলেন, "আমরা ধর্ম্মপ্রর্ত্তক হইতে কত দূরে আছি। বস্তুতঃ পরমেশ্বর তাঁহার পূর্ব্বাপর পাপ তাঁহার জন্য ক্ষমা করিয়াছেন *। অনন্তর তাঁহাদের আর একজন বলিলেন, "কিন্তু আমি এমন এক ব্যক্তি যে চির কাল নিশা জাগরণ করিয়া নমাজ পড়িয়া থাকি।" অপর এক জন বলিলেন,"আমি সমস্ত দিন উপবাসব্রত পালন করি, কিছুই ভক্ষণ করি না।" অন্য ব্যক্তি বলিলেন, "আমি স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছি, চিরজীবন বিবাহ করি নাই।" এমন সময়ে অকস্মাৎ হজরত উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, "যাহারা এরূপ বলিয়াছে, তোমারই তাহারা। জানিও ঈশ্বরের শপথ, বস্তুতঃ আমি তোমাদিগের অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভয় করি, এবং তোমাদের অপেক্ষা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সমধিক বিষয়বিরাগী। কিন্তু আমি রোজা পালনও করি, রোজা ভঙ্গও করিয়া থাকি ; নমাজও পড়ি, নিদ্রাগতও হই ; এবং স্ত্রীদিগকে বিবাহও করিয়াছি। অনন্তর যে ব্যক্তি আমার ধর্ম্মবিধিকে অগ্রাহ্য করে সে আমার লোক নহে।"—উভয়।

আয়াশার উক্তি;—হজরত কোন কাজ করিয়াছিলেন, তাহা সহজ করা হইয়াছিল, কিন্তু দলস্থ লোকেরা তাহা হইতে দূরে থাকিত। পরে ইহা হজরতের গোচর হইলে

করিয়াছে। "মোহম্মদ লোকমণ্ডলীতে ভিন্নতা স্থাপন কবিয়াছেন" এই কথার ভাব এই যে, মণ্ডলীতে কে বিশ্বাসী ধার্ম্মিক এবং কে ধর্ম্মদ্রোহী, কে ঈশ্বরানুগত, কে ঈশ্বরবিরোধী হজরত মোহম্মদ ইহার প্রভেদকারী ও নির্ব্বাচক ছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রেরিত ও সত্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসীর মধ্যে গণ্য হইয়াছেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে সে কাফের হইয়াছে। যিনি তাঁহার বিধি অনুসারে জীবন যাপন করিয়াছেন তিনিই অনুগত, যে ব্যক্তি তাঁহার আদেশানুরূপ অনুষ্ঠান করে নাই সে অবাধ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অপিচ তিনি কি সত্য কি অসত্য তাহার ভিন্নতার প্রদর্শক ছিলেন।

* অর্থাৎ সেই সকল লোক হজরতের প্রাত্যহিক ধর্ম্মসাধনার তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তাহা সামান্য মনে করিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি যখন অত বড় উন্নতলোক, তখন তাঁহার সাধন ভজনও গুরুতর হইবে। কিন্তু ইহা ভাবিয়াও তাঁহারা বিনয় রক্ষা করিলেন, হজরতের প্রতি দোষারোপ করিলেন না। বলিলেন, আমাদের সঙ্গে সেই মহাপুরুষের কি তুলনা ও কি সম্বন্ধ হইতে পারে? অল্প সাধন ভজন তাঁহার পক্ষে শোভা পায়, ঈশ্বর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি ঠিক বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার অল্প সাধনাই প্রচুর। তাঁহার বিশ্বাস ও জ্ঞান সমুজ্জ্বল ছিল, তিনি ঈশ্বরের সমধিক নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন, উপযুক্ত ও প্রস্তুত জীবন বলিয়া অল্প সাধনেই তিনি ভগবানের প্রকাশ ও করুণা প্রচুর লাভ করিতেন।

তিনি কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হন, ঈশ্বরের গুণানুবাদানন্তর বলিলেন, "মণ্ডলীর একি-ভাব? আমি যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে তাহারা দূরে থাকিতেছে। অনন্তর ঈশ্বরের শপথ, আমি তাহাদিগের অপেক্ষা সমধিক ঈশ্বরজ্ঞানী ও তাহাদের অপেক্ষা সমধিক ঈশ্বরভীরু *।"—উভয়।

খদিজের পুত্র রাফেয়ার উক্তি †;—হজরত মদিনায় পদার্পণ করিলেন। তখন মদিনাবাসিগণ খোর্ম্মাতরুকে ফলবান্ করিবার জন্য তাহার পুংকুসুমসকলকে স্ত্রী কুসুমের সঙ্গে সংযোজিত করিতেছিল। তাহাতে তিনি বলেন, "তোমরা ইহা কেন করিতেছ?" তাহারা বলে, "আমরা ইহা করিয়া থাকি।" তিনি বলিলেন, "তোমরা ইহা না করিলে হয়তো ভাল হয়।" তখন তাহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। পরে খোর্ম্মাতরু ফল অল্প প্রসব করে। অবশেষে তাহারা ইহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। তখন তিনি বলেন, "আমি মানুষ ভিন্ন নহি। যখন আমি তোমাদের ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদিগকে কোন আদেশ করি তখন তাহা গ্রহণ করিও, এবং যখন আমি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে কোন বিষয় বলি, তখন আমি মনুষ্য ভিন্ন নহি ‡।"—মো।

আবু মুসার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমার কাহিনী ও আমাকে যে সত্যসহ ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন তাহার কাহিনী এইরূপ;—একব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'হে লোক সকল, আমি স্বচক্ষে একদল সৈন্য আগমন করিতেছে দেখিয়া আসিয়াছি, নিশ্চয় আমি ভয়প্রদর্শকস্বরূপ বিবসন

---

* অর্থাৎ আমি প্রচুর ঈশ্বর ভয় ও তৎপ্রতি নির্ভর সত্ত্বে সহজ পথ অবলম্বনে কাজ করিয়া থাকি, ইহারা কে যে তাহা করে না। প্রকৃত পক্ষে সহজ ভাবে অনুষ্ঠান করার মধ্যে বহু শুভ উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে জীবনের উন্নতি ও মানবীয় ক্ষীণতা ও দীনতার প্রকাশ এবং প্রতিপালক পরমেশ্বরের সহজ ও সজ্জিপ্ত ভাব দর্শন হয়। যে ব্যক্তি মহা আড়ম্বরপূর্ব্বক অনুষ্ঠানাদি করে, তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি আড়ম্বরশূন্য সহজ অনুষ্ঠান করে ঈশ্বর তাহাকে অধিক প্রেম করেন।

† ইনি আন্‌সার দলস্থ হজরতের একজন পারিষদ। ইনি বালক ছিলেন বলিয়া বদরের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন নাই। পরে ওহদ ও খন্দক এবং অন্য সমুদায় যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ইনি শরাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭৩ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

‡ অর্থাৎ হজরত বলিতেছেন, আমি যখন নিজের বুদ্ধি অনুসারে কিছু বলি, তখন আমি মনুষ্য ভিন্ন নহি। আমার ভুল হইতে পারে, আমার সেই কথা যে তোমা একান্তই পালন করিবে এমন নয়। যখন আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে কিছু বলি, তাহা তোমাদের অনুসরণীয়। খোর্ম্মা তরুকে প্রচুর ফলশালী করিবার জন্য পৌত্তলিকতার সময় হইতে উক্ত রূপ প্রথা অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে। সেই প্রাচীন ধর্ম্মবিমূঢ়তার সময়ে প্রবর্ত্তিত প্রথা বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য হজরত লোকদিগকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার ভুল হইয়াছিল।

হইয়াছি *। অতএব সত্বর তোমরা প্রলায়ন কর, অনন্তর তাহার দলের কতক লোক তাহার কথা গ্রাহ্য করিল ; পরে রজনীর শেষভাগে চলিয়া গেল, শান্তভাবে প্রস্থান করিল, তাহাতে তাহারা রক্ষা পাইল। পরন্তু তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়া স্বস্থানে রজনী প্রভাত করিল। অনন্তর প্রাতঃকালে তাহাদের উপর সৈন্য আসিয়া পঁহুছিল, এবং তাহাদিগকে সমূলে সংহার করিল। অতএব এই দুই দৃষ্টান্ত মধ্যে যে ব্যক্তি আমাকে স্বীকার করে আমি যে সত্য উপস্থিত করিয়াছি তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহার জন্য প্রথমোক্ত দৃষ্টান্ত ; এবং যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে ও আমি যে সত্য আনয়ন করিয়াছি তাহাকে অসত্য বলে, তাহার জন্য শেষোক্ত দৃষ্টান্ত।"—উভয়।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমার অবস্থা সেই লোকের অবস্থার তুল্য, যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। যখন সেই অগ্নি তাহার চতুষ্পার্শ্বকে আলোকিত করিয়া তুলিল, তখন পতঙ্গ সকল আসিয়া জুটিল—এই পতঙ্গগুলি সেই জীব যাহারা অগ্নিতে পতিত হয়, সুতরাং সে সমস্ত তন্মধ্যে পড়িতে লাগিল। সে সকলকে সে বাধা দিতে আরম্ভ করিল, উহারা তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া বেগে তন্মধ্যে পড়িতে লাগিল। তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে নরকানলে পড়িতে প্রতিরোধ করিতেছি, এবং তোমারা তাহাতে ঝম্প প্রদান করিতেছ।" [বোখারিতে এইরূপ লিখিত, কিন্তু মোস্‌লেমে ইহার শেষাংশ এই প্রকার বিবৃত হইয়াছে।] হজরত বলিয়াছেন, "অনন্তর আমার দৃষ্টান্ত ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ, আমি তোমাদিগকে অনলে পড়িতে বাধা দিয়া বলিতেছি অগ্নি হইতে দূর হও, অগ্নি হইতে দূর হও। কিন্তু তোমারা আমাকে অতিক্রকরিতেছ ও তন্মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছ।"—উভয়।

আবু মুসার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "আমি যে জ্ঞান ও উপদেশ সহ প্রেরিত হইয়াছি তাহা ক্ষেত্রে বর্ষিত প্রবল বৃষ্টিসদৃশ। ক্ষেত্রের একাংশ উর্ব্বর ছিল, সেই অংশ বারিকে ধারণ করিল, তাহাতে সরস তৃণপুঞ্জ সমদ্গত হইল। তাহার একাংশ সিকতাময় অনুর্ব্বর ছিল, তাহাতে বারি বিশুষ্ক হইয়া গেল। প্রথমোক্ত ক্ষেত্র দ্বারা পরমেশ্বর লোকের উপকার সাধন করিলেন, পরে তাহারা স্নান পান করিল ও কৃষি

---

* আরব দেশে এরূপ প্রথা প্রচলিত যে, যদি কোন সেনাদল কোন নগর বা গ্রাম লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে এ প্রকার কেহ দেখিতে পায়, তবে সে নগ্ন হইয়া স্বীয় বস্ত্র মস্তকের উপর ঘুরাইয়া আত্মীয়স্বজনদিগকে সাবধান করিয়া থাকে, যেন তাঁহারা স্ব স্ব সম্পত্তি সহ পলায়ন করে। আসন্ন বিপদ দেখিলেই লোকে আপন জ্ঞাতি কুটুম্বকে রক্ষা করিবার জন্য এ প্রকার আচরণ করে।

কার্য্য করিল। অপরাংশেও জল পঁহুছিল, কিন্তু উহা মরুক্ষেত্র বৈ ছিল না, জল ধারণ করিল না, তাহাতে তৃণ শস্যাদি সমুৎপন্ন হইল না। ঐশ্বরিক ধর্ম্মে যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এবং আমি যে সত্য সহ প্রেরিত হইয়াছি, তাহা যাঁহাকে উপকৃত করিয়াছে তিনি প্রথমোক্ত দৃষ্টান্তের অন্তর্গত। তিনি জ্ঞানী হইয়াছেন ও অন্যকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। ইহাতে (এই ধর্ম্মবিধিতে) যে ব্যক্তি উন্নতি লাভ করে নাই, যৎসহ আমি প্রেরিত হইয়াছি সেই ঐশ্বরিক উপদেশ গ্রহণ করে নাই সে শেষোক্ত দৃষ্টান্তের অন্তর্গত *।,,—উভয়।

আয়াশার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ এই আয়ত (কোরাণের বচন) পাঠ করিয়াছিলেন, (তাহার মর্ম্ম এই,) "তিনি যিনি তোমার প্রতি সেই গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, যাহার কতকগুলি প্রবচন সুস্পষ্ট, অপিচ এ পর্য্যন্ত পাঠ করেন "এবং প্রজ্ঞাবান্ লোকদিগের নিমিত্ত ভিন্ন উহা উল্লেখ করেন নাই।" আয়াশা বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছিলেন, "অনন্তর যখন তুমি দেখ, [মোস্‌লেমে—তোমরা দেখ] কতকগুলি ব্যক্তি তাহার (কোরাণের) যাহা সন্দেহাত্মক তাহার অনুসরণ করিতেছে, তাহারাই সেই সকল লোক, যাহাদিগকে ঈশ্বর কুটিল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অবশেষে তাহাদিগ হইতে তোমরা সাবধান হইও †।"—উভয়।

---

* মনুষ্য দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্মেতে উপকৃত, অপর শ্রেণীর লোক অনুপকৃত। ক্ষেত্রও দ্বিবিধ, এক প্রকার ভূমি জলে উপকৃত, অপর ক্ষেত্র অনুপকৃত। উপকৃত ভূমিও দুই প্রকার—উৎপাদিকা ও অনুৎপাদিকা। এই প্রকার ধর্ম্মেতে উপকৃত আত্মাও দ্বিবিধ—এক তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক অপর জ্ঞানী সাধক ধর্ম্মপরায়ণ। বিশুদ্ধ ক্ষেত্র যেমন স্বয়ং জল গ্রহণ করে, তাহাতে নিজে উপকৃত ও সরস হইয়া তৃণ শস্যাদি উৎপাদন পূর্ব্বক অপরকে উপকৃত করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত উপকৃত লোক সেইরূপ। দ্বিতীয়তঃ সাধনাবিমুখ জ্ঞানী শিক্ষক, তিনি নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের অতিরিক্ত কিছুই করেন না, তিনি জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু ধর্ম্মজীবন লাভ করেন নাই। তিনি সেই ক্ষেত্রের সদৃশ যাহাতে জল স্থিতি করিতেছে, এবং লোকে সেই জলেতে সাধারণ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ যে ব্যক্তি জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই, তত্ত্বজ্ঞানের কথা কিছুই শ্রবণ করে নাই, শ্রবণ করিয়া থাকিলেও শিক্ষা করে নাই ও তদনুরূপ আচরণ করে নাই, সে কোন ধর্ম্মমত আশ্রয় করুক বা না করুক সে কাফের হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি সেই উষরভূমিসদৃশ, যে জল গ্রহণ ও তাহা রক্ষা করে নাই, কিছু উৎপাদনও করে নাই।

† কোরাণের কতকগুলি বচন সরল ও তাহার অর্থ সুস্পষ্ট, কতকগুলি বচন জটিল ও সন্দেহাত্মক। কুটিল বুদ্ধি অবিশ্বাসী লোকেরা সেই জটিল বচন অবলম্বনে বিচারে জয়ী হইবার জন্য বাগ্বিতণ্ডা করিয়া থাকে, এবং লোকের মনে সংশয় উৎপাদন করে। প্রজ্ঞাবান্ বিশ্বাসী লোকদিগের জন্যই সে সকল বচন বিবৃত হইয়াছে।

ওমর এব্‌ন্ আসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমি এক দিন মধ্যাহ্নকালে হজরতের নিকটে গিয়াছিলাম, তিনি কোরাণের আয়তসম্বন্ধে পরস্পর বিরোধ করিতেছে এমন দুই ব্যক্তির শব্দ শুনিতেছিলেন। তখন প্রেরিতপুরুষ আমাদের দিকে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধের লক্ষণ লক্ষিত হইতেছিল। সেই সময় তিনি বলিলেন, "তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থবিষয়ে ভাবের বৈপরীত্য বশতই বিনাশ হইয়াছে *।'—মো।

আবু ওকাসের পুত্র সাদের উক্তি † ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মনুষ্যসম্বন্ধে যাহা কখন অবৈধ হয় নাই তদ্বিষয়ে যাহারা (ব্যবস্থাপকের নিকটে) প্রশ্ন করে, নিশ্চয় সেই মোসলমানগণ অপরাধানুসারে শ্রেষ্ঠ। পরে তাহাদের প্রশ্নের জন্য তাহা অবৈধীকৃত হয় ‡।"—উভয়।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "শেষ যুগে বহু মিথ্যাবাদী দজ্জাল, যাহা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ শ্রবণ করে নাই, এমন কাহিনী সকল তোমাদের নিকটে উপস্থিত করিবে, অতএব তাহাদিগ হইতে তোমরা সাবধান হইবে, যেন তাহারা তোমাদিগকে বিপথগামী ও বিপদ্‌গ্রস্ত না করে §।"—মো।

---

* "তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বিষয়ে ভাবের বৈপরীত্যবশতই বিনাশ হইয়াছে।" অর্থাৎ তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে সংশয়প্রবণ হইয়া পরস্পর বিবাদ ও তর্ক বিতর্ক করিয়াছে, তাহাতে তাহারা ধর্ম্মবিরোধী হইয়াছে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে মনঃকল্পিত কথা সকল যোজনা করিয়াছে। কোরাণের মূল ভাব ও মতসম্বন্ধে বিতর্ক ও বিরোধ হওয়া উচিত নয়, বচন সকলের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তর্ক ও আলোচনা হইতে পারে। তদ্রূপ তর্ক ও আলোচনাকে বিরোধ ও বাগ্বিতণ্ডা বলা যায় না। এই তর্ক বিচারে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহার ভাব খুলিয়া যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী লোকেরা এইরূপ বিচার ও তর্ক করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা নিবারণ করেন নাই।

† ইঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত গ্রন্থের শেষভাগে বদরের সংগ্রামে উপস্থিত লোকদিগের বিবরণের সঙ্গে বিবৃত হইবে।

‡ অর্থাৎ অকারণ প্রশ্ন করা দূষ্য, ইহাতে কেবল ব্যবস্থাদাতাকে কষ্ট দেওয়া হয়। ইহা প্রশ্নকর্ত্তার সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনিষ্টজনক। শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে প্রশ্ন হয় তাহা উপকারজনক। তদ্রূপ প্রশ্ন বৈধ।

§ অর্থাৎ ভবিষ্যতে এরূপ মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক লোক সকল হইবে, যাহারা ছল চাতুর্য্য দ্বারা আপনাদিগকে সাধু তত্ত্বজ্ঞ ঈশ্বরপরায়ণ ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া খ্যাপন করিবে, এবং বিশেষরূপে স্বীয় অসত্যমত ও ভাব সকলের সমর্থন করিয়া অসত্য ধর্ম্মমত গ্রহণার্থ লোকদিগকে আহ্বান করিবে। তাহাদিগ হইতে তোমরা দূরে থাকিও।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—গ্রন্থাধিকারী ইহুদিগণ তওরাত গ্রন্থ অব্‌রাণি ভাষায় পাঠ করিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আরব্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া থাকেন। পরে প্রেরিত পুরুষ স্বীয় অনুগামীদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা গ্রন্থাধিকারীদিগকে সত্যাশ্রিতও বলিও না, এবং অসত্যাশ্রিতও বলিও না, বলিও, "আমরা ঈশ্বরের প্রতি ও তিনি যাহা আমাদের প্রতি অবতারণ করিয়াছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।" আয়তের শেষাংশ পর্য্যন্ত বলিলেন, "যাহা মুসাকে ও ঈসাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎ-প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি *।"—বো।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "অসত্য বলাসম্বন্ধে মনুষ্যের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, যাহা শ্রবণ করে তৎসমুদায় বলিয়া থাকে †।"—মো।

[কোন কোন গ্রন্থে এই হদিস বোখারী কর্ত্তৃক আখ্যাত এরূপ উক্ত হইয়াছে। "জামেয়োল অসুল" পুস্তকে অসত্য নামক অধ্যায়ে এই হদিস মোস্‌লেম ও আবু দাউদ কর্ত্তৃক আখ্যাত এরূপ প্রকাশ।]

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমার পূর্ব্বে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত এমন কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হন নাই যে, তাঁহার মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জন্য সাহায্যকারী অকৃত্রিম বন্ধু ও সহচর সকল ছিলেন না ‡। তাঁহারা তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধি গ্রহণ ও তাঁহার আদেশের অনুসরণ করিয়াছেন। তদনন্তর তাঁহাদের অভাব হইলে, অপরে স্থলাভিষিক্ত হয়। তাহারা যাহা করে না তাহা বলে,

---

* অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত ইহুদিদিগকে অসত্যাশ্রিত বলিবে না, সত্যাশ্রিতও বলিবে না। কেন না তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ তওরাত সত্য, কিন্তু তাহারা গ্রন্থের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারা শাস্ত্রের কথা যাহা বলে তাহা সত্যাসত্যমিশ্রিত।

† অর্থাৎ যাহা শ্রুত হইল তাহা সত্য না অসত্য অনুসন্ধান না করিয়া যে ব্যক্তি সেই কথা বলিয়া থাকে ইহাই তাহার পক্ষে অসত্য বলা সম্বন্ধে যথেষ্ট। কেন না যে জন এইরূপ শ্রুত কথা বলিয়া বেড়ায় সে অবশ্য অসত্যে পতিত হয়। যাহা শ্রবণ করা গিয়াছে সম্ভবতঃ তাহা সত্য নহে। যে বিষয়ে সত্য নিশ্চিত নহে, তাহা বলা না হয় এই হদিসের এই উদ্দেশ্য।

‡ "হওয়ারি" শব্দের অর্থ সাহায্যকারী অকৃত্রিম বন্ধু লিখিত হইল। আরব্য হোর মস্‌দর হইতে "হওয়ারি" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, হোরের অর্থ বিশুদ্ধ শুভ্র। প্রেরিত পুরুষ ঈসার প্রচারে সাহায্যকারী অকৃত্রিম বন্ধুদিগকে "হওয়ারি" বলে, এবং রজকদিগকেও "হওয়ারি" বলে, রজক মলিন বস্ত্রকে শুভ্র ও শুদ্ধ করিয়া থাকে, ঈসার সাহায্যকারী অকৃত্রিম বন্ধুগণও স্ব স্ব জীবনকে শুদ্ধ করিতেন, অথবা জ্ঞান ও ধর্ম্মসাধনার সাহায্যে পাপ ও অজ্ঞানতার মালিন্য হইতে লোকের জীবনকে মুক্ত করিতেন। তাঁহারা ঈসার প্রতি প্রীতি ও সাহায্য দানে সমুদায় মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

এবং যে বিষয়ে আদিষ্ট হয় নাই তাহা করিয়া থাকে। অবশেষে যে ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে স্বীয় বাহুযোগে সংগ্রাম করিয়াছে সে বিশ্বাসী ও যে ব্যক্তি স্বীয় রসনা যোগে সংগ্রাম করিয়াছে সে বিশ্বাসী এবং যে ব্যক্তি অন্তরে তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে সে বিশ্বাসী। এতদ্ভিন্ন সর্ষপকণা তুল্যও বিশ্বাস নাই।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সৎপথ প্রদর্শনার্থ লোকদিগকে আহ্বান করে তাহার জন্য পুরস্কার, যে জন উহার অনুসরণ করিয়া চলে তাহার পুরস্কারের অনুরূপ হয়। তাহাদের এই পুরস্কারের অণুমাত্র ন্যূন করা হয় না। যে ব্যক্তি বিপথগামী করিতে আহ্বান করে তাহার যে অপরাধ হয়, যে ব্যক্তি উহার অনুসরণ করিয়া চলে তাহার অপরাধের তুল্য। তাহাদের অপরাধের গণনায় কিছুই ত্রুটি করা হয় না।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "এস্‌লাম ধর্ম্ম অল্প সঙ্খ্যাতে আরম্ভ হইয়াছিল, যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছে অবশ্য তাহা সেই ভাবে পরিণত হইবে, সেই অল্পসঙ্খ্যকদিগের কুশল হউক *।"—মো।

আবু হোরয়ার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সর্প যেমন আপন গর্ত্তে গিয়া থাকে, তদ্রূপ (মক্কা পরিত্যাগের পর) বিশ্বাস মদিনা নগরে যাইয়া রহিয়াছে।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রবিয় জোরশীর উক্তি †;—একদা প্রেরিত পুরুষের নিকটে এক স্বর্গীয় দূত উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার নেত্র যেন নিদ্রিত হয় ও তোমার কর্ণ যেন শ্রবণ করে, এবং তোমার মন যেন উপলব্ধি করে।" তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার চক্ষু

---

* অর্থাৎ প্রথমে অতি অল্পসঙ্খ্যক লোকের জীবনেই এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, পরে লোক সঙ্খ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। নানা পরীক্ষা প্রলোভনে পড়িয়া অধিকাংশ লোক সেই ধর্ম্ম ছাড়িবে, পরিণামে অল্পসঙ্খ্যক লোক বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। যাহারা সেই অবস্থায় ধর্ম্মবিধিকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকিবে তাহারা ধন্য।

† জোরশ এয়মন দেশের অন্তর্গত স্থানবিশেষের নাম। রবিয় সেই জোরশনিবাসী ছিলেন। ইনি সুপণ্ডিত সাধক বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ। হদিসবেত্তা মাধিয়ার সময়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি আয়াশা সাদ ও আবু হোরয়রা হইতে হদিস প্রচার করিয়াছেন, এবং ইঁহা হইতে ইঁহার পুত্র আবু হশাম ও কয়সের পুত্র অত্‌বা হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

নিদ্রিত হইয়াছে ও আমার কর্ণদ্বয় শ্রবণ করিয়াছে, এবং আমার মন উপলব্ধি করিয়াছে।" হজরত বলিলেন, "পরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'একজন গৃহস্বামী এক গৃহ নির্ম্মাণ করেন, পরে তথায় ভোজনের আয়োজন করিয়া একজন নিমন্ত্রণকারীকে প্রেরণ করেন, অবশেষে যে ব্যক্তি সেই নিমন্ত্রণকারীকে স্বীকার করিয়াছে সেই গৃহে সে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে ও ভোজ্যজাত ভোজন করিয়াছে, এবং গৃহস্বামী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, পরন্তু নিমন্ত্রণকারীকে যে জন স্বীকার করে নাই সে সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে নাই ও খাদ্যজাত ভোগ করে নাই, এবং গৃহস্বামী তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন।" স্বর্গীয় দূত বলিলেন, "গৃহস্বামী পরমেশ্বর, ও মোহম্মদ নিমন্ত্রণকারী, গৃহ এস্‌লাম ধর্ম্ম এবং ভোজ্যজাত স্বর্গলোক।"—দারমি।

আবু রাফেয়ার উক্তি *;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমি যেন তোমাদের কাহাকেও এরূপ প্রাপ্ত না হই যে, আমি যাহা নিষেধ করিয়াছি সেই আমার আদেশ তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে সে সজ্জিত সিংহাসনে ভর দিয়া বসিয়া থাকে, এবং বলে, আমরা ইহা জানি না, আমরা ঐশ্বরিক গ্রন্থে যাহা প্রাপ্ত হইতেছি, তাহারই অনুসরণ করিতেছি †।—আহ, আবু, তর, এব্‌ন, দলযোন্‌ নবুওয়াত বহয়কা।

মাদি করেবের পুত্র মেকদামের উক্তি ‡;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "জানিও নিশ্চয় আমার প্রতি কোরাণ ও তৎসঙ্গে তৎসদৃশ (হদিস) প্রদত্ত হইয়াছে। জানিও

---

* ইনি প্রথমতঃ অব্বাসের ক্রীত দাস ছিলেন। পরে অব্বাস ইহাঁকে হজরতের দাস করিয়া দেন। অব্বাস এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই সুসংবাদ যখন ইনি হজরতকে প্রদান করেন তখন তিনি ইঁহাকে তাহার পুরস্কারস্বরূপ দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। ইনি ওহদ ও খন্দকের যুদ্ধে ও তৎপর অনেক সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্ব নাম এব্রাহিম ছিল। সাধারণতঃ লোকে আবু রাফেয়া (রাফেয়ার পিতা) বলিয়া ইহাঁকে আহ্বান করিত। মহাত্মা আলি যখন খলিফার পদে ছিলেন, তখন ইনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

† আদেশ উপস্থিত হইলে সজ্জিত সিংহাসনে ভর দিয়া বসার অর্থ আদেশ অবহেলা করা। হজরত মোহম্মদ কোন কোন অহঙ্কারী অজ্ঞান ও উদাসীন লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, হদিসে যে সকল বিধি হইয়াছে, অথচ তাহা কোরাণে নাই, তদনুসারে তাহারা চলিতে উপেক্ষা করে। তাহারা মনে করে, যে বিধি কোরাণের বিধির অনুযায়ী একমাত্র তাহাই মান্য। তাহারা মূর্খ লোক। হদিসে এরূপ অনেক ব্যবস্থা আছে যাহা কোরাণেতে নাই। কোরাণ যেমন প্রামাণ্য পেগাম্বরের হদিসও সেই প্রকার প্রামাণ্য। ঈশ্বর হজরতকে যেরূপ কোরাণ প্রদান করিয়াছেন, হদিসও দিয়াছেন। উভয়ই প্রত্যাদেশ মূলক।

‡ ইনি কন্দা পরিবারের লোক হেম্‌স নগরে কন্দার দূতরূপে আসিয়াছিলেন। ইনি তুরস্কদেশনিবাসী বলিয়া পরিগণিত। ৮৭ সালে সেই দেশে পরলোক প্রাপ্ত হন।

শীঘ্রই কোন অমুদ্যম পুরুষ সজ্জীকৃত সিংহাসনে বসিয়া এই বলিবে যে, তোমরা এই কোরাণকে শ্রেয়োরূপে গ্রহণ কর, অনন্তর তোমরা তন্মধ্যে যে কিছু বৈধ প্রাপ্ত হও তাহার অনুষ্ঠান কর, এবং তাহার মধ্যে যে কিছু অবৈধ প্রাপ্ত হও, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাক। নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষ যাহা অবৈধ করিয়াছেন ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন তদনুরূপ। জানিও তোমাদের জন্য গ্রাম্য গর্দ্দভ ও সূচ্যগ্র দন্তবিশিষ্ট পশু বৈধ নয়, যাহাদের সঙ্গে সন্ধির অঙ্গীকারে বদ্ধ তাহাদের যে ধন হারাইয়া যায় তৎস্বামী সে বস্তুর স্বত্ব ত্যাগ না করিলে তাহা গ্রহণ অবৈধ, এবং কোন ব্যক্তি কোন জনসমাজে উপস্থিত হইলে তাহারা যেন তাহাকে ভোজ্য দান করে, পরে যদি তাহারা তাহাকে ভোজন না করায় তবে স্বীয় ভোজ্যের অনুরূপ প্রতিফল তাহাদিগকে তাহার, দেয় *।—আবুদা, দার। (ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন এপর্য্যন্ত) এব্‌নমা।

সারিয়ার পুত্র এরবাসের উক্তি †;—একদা হজরতমোহম্মদ দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ কি স্বীয় সজ্জিত সিংহাসনে ভর দিয়া বসিয়া মনে করে যে, পরমেশ্বর কোরাণের যাহা (অবৈধ) করিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু তিনি অবৈধ করেন নাই? জানিও ঈশ্বরের শপথ, সত্যই আমি এমন আদেশ করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধ করিয়াছি যাহা কোরাণের অনুরূপ বা অতিরিক্ত, এবং যখন গ্রন্থাধিকারীগণ তাহাদের দেয় (জজিয়া বা কর) আক্রান্ত হইয়া তোমাদিগকে দান করে তখন নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে বৈধ করেন নাই যে, তোমরা অনুমতি ব্যতীত তাহাদের গৃহে প্রবেশ কর ও তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে প্রহার কর, এবং তাহাদের বৃক্ষের ফলপুঞ্জ ভক্ষণ কর।"—আবুদা।

---

* গ্রাম্য গর্দ্দভ অবৈধ ইত্যাদি কথার উল্লেখ কোরাণে নাই। ইহা হদিসের উক্তি। যাহারা আতিথ্য সৎকার না করে তাহার প্রতিফল স্বরূপ অতিথির ভোজ্যের অনুরূপ কিছু তাহাদের দেয়। অতিথি তাহা দিগ হইতে তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম। কেহ কেহ বলেন, যখন ক্ষুধার যাতনায় অতিথির মৃত্যু আশঙ্কা হয় সেই নিরুপায় অবস্থায় তিনি বলপূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হজরত মোহম্মদ স্থানে স্থানে সৈন্য পাঠাইতেন, তাহাদিগকে ভোজ্য দান করিতে গ্রামবাসিগণ কষ্ট বোধ করিয়া তাহা দান না করিলে শাস্তি এই ছিল যে, সৈন্যগণ কটূক্তি করিয়া আতিথ্যের উপযুক্ত খাদ্য তাহা দিগ হইতে লইত। যে ব্যক্তি রণক্ষেত্রে লুণ্ঠিত সামগ্রী চুরি করে তাহার সম্পত্তি দগ্ধ করা, যে জকাত দানে নিষেধ করে তাহার অর্দ্ধ সম্পত্তি গ্রহণ করার বিধি ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, এসলাম ধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় তদ্রূপ আতিথ্য সৎকারের বিধি ছিল, জকাত দানের বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে পর তাহা রহিত হয়।

† ইনি একজন হজরতের অনুগামী ছিলেন। হম্‌সে স্থিতি করিয়াছিলেন। ৭৫ সালে পরলোক প্রাপ্ত হন।

এরবাণের উক্তি ;—এক দিন প্রেরিত পুরুষ আমাদের সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছিলেন, তৎপর তিনি আমাদের দিকে অভিমুখীন হইয়া আমাদিগকে এরূপ হৃদয়ভেদী উপদেশ দান করেন যে, তাহাতে নেত্র হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত এবং অন্তর আতঙ্কিত হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে, "প্রেরিত পুরুষ, ইহা যেন বিদায়গ্রহণকারীর উপদেশ, অতএব আমাদিগকে অন্তিম কোমল কথা বলুন।" তখন তিনি বলিলেন "আমি, তোমাদিগকে ঈশ্বরকে ভয় করিতে এবং খলিফা হব্‌শি দাস হইলেও তাহার আদেশ পালন করিতে উপদেশ দিতেছি। পরন্তু নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর জীবিত থাকিবে সে অবশ্য বহু পরিবর্ত্তন দেখিবে। অতএব আমার ধর্ম্মবিধি ও আমার সৎপথাবলম্বী ধার্ম্মিক খলিফার (স্থলাভিষিক্তের) বিধি তোমরা গ্রহণ করিও। দশন যোগে তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ করিও, এবং নূতন ক্রিয়া কাণ্ড হইতে আপনাকে দূরে রাখিও, কেন না নূতন কল্পিত বিধি প্রণালী হইতে নূতন ক্রিয়া-কাণ্ড হয়। নব কল্পিত বিধি পথভ্রান্তির কারণ *।"—আবুদা, তর, এব্‌ন, আহ।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমাদের জন্য প্রেরিত পুরুষ এক রেখা পাত করিয়াছিলেন, তৎপর বলিয়াছিলেন, "ইহাই ঈশ্বরের পথ।" তদনন্তর তিনি আপন দক্ষিণে ও বামে বহু রেখাপাত করেন, এবং বলেন "এই যে সকল পথ, ইহার প্রত্যেক পথে শয়তান থাকিয়া এই দিকে আহ্বান করিতেছে।" এবং তিনি কোরাণের এই আয়তাংশ পাঠ করিলেন,তাহার অর্থ এই ;—"এই আমার সরল পথ, অতএব তোমরা ইহার অনুসরণ কর †।"—আহ, নেস, দার।

---

* হজরতের সময়ে ও তাঁহার সাধু খলিফাদিগের সময়ে যে সকল ধর্ম্মবিধি প্রচলিত ছিল না, তাহাই কল্পিত নূতন বিধি। উহা অগ্রাহ্য ও পরিত্যাজ্য।

† মদারক নামক ভাষ্য পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত একটি সরল রেখা পাত করিয়া বলেন, ইহাই ঈশ্বরের পথ, তোমরা ইহার অনুসরণ করিয়া চল। তৎপর সেই রেখার অভিমুখে ইতস্ততঃ ছয়টি রেখা পাত করিয়া বলেন যে, শয়তানের প্রত্যেক পথের সঙ্গে এই সকল পথ সংলগ্ন, তোমরা সাবধান হইবে। উক্ত ভাষ্যকার বলেন, সেই ছয় পথের প্রত্যেক পথ পরে বারটি করিয়া পথ হয়। সুতরাং সেই মূল ছয় পথই বাহাত্তর পথে পরিণত হইয়া উঠে। হজরত মোহম্মদ এস্‌লাম ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ অবস্থা উক্তরূপ রেখা পাত করিয়া ব্যক্ত করেন। ইহা প্রকাশ যে মোহম্মদীয় মণ্ডলী ৭৩ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রধান ৮ সম্প্রদায় (১) মাওয়াত জলা (২) শিয়া (৩) খোওয়ারজ, (৪) মরজ্জিয়া (৫) নজ্জারিয়া (৬) জবরিয়া (৭) মস্‌বহা (৮) নাজ্জিয়া। আবার মোওতজলা বিংশতি উপসম্প্রদায়ে শিয়া দ্বাবিংশতি সম্প্রদায়ে খোওয়ারজ বিংশতি সম্প্রদায়ে, মরজ্জিয়া পাঁচ সম্প্রদায়ে নজ্জারিয়া তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মস্‌বহা ও জবরিয়া এই দুই সম্প্রদায় অখণ্ড। নাজ্জিয়া ধর্ম্মবিধির অনুসরণকারী এক মাত্র মূল সম্প্রদায়। মোসলমানগণ সর্ব্ব শুদ্ধ ৭৩ সম্প্রদায়ে

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমাদের কেহ সে পর্য্যন্ত বিশ্বাসী হইবে না, যে পর্য্যন্ত তাহার মন আমি যাহা (যে ধর্ম্মবিধি) উপস্থিত করিয়াছি উহার অনুগত না হয়।"—শরেহ সোন্নত।

হারেসমোজনীর পুত্র বেলালের উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমার পরলোকান্তে নির্জ্জীবিত আমার ধর্ম্মবিধি সকলের কোন ধর্ম্মবিধি যে ব্যক্তি সঞ্জীবিত করিবেন, নিশ্চয় তাহার জন্য পুরস্কার, যে ব্যক্তি তদনুসারে আচরণ করিয়াছে তাহার পুরস্কারের তুল্য হইবে। তাহাদের পুরস্কারের কিছু ত্রুটি হইবে এমন নয়। অপিচ যে ব্যক্তি বিপথে গমনের সেই কল্পিত বিধি—যাহা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ অনুমোদন করেন না—নববিধিরূপে প্রবর্ত্তিত করে, যাহারা তদনুসারে অনুষ্ঠান করে তাহাদের অপরাধের ন্যায় তাহার সম্বন্ধে অপরাধ হয়। তাহাদের এই অপরাধপুঞ্জের গণনায় কিছুই ত্রুটি হয় না।"—তর,এব্‌নমা, এবং অবদোল্লা প্রভৃতি বহুলোক হইতে।

অওফের পুত্র ওমরের উক্তি † ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সর্প যেমন স্বীয় গর্ত্তে স্থিতি করে তদ্রূপ ধর্ম্ম হেজাজ প্রদেশে স্থিতি করিয়া থাকে ‡। যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গ পার্ব্বত্য ছাগের আশ্রয় হয়, তদ্রূপ অবশ্য হেজাজ ধর্ম্মের আশ্রয়ভূমি। নিশ্চয় ধর্ম্ম গরিব (নিঃ সঙ্গ) রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যেরূপ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অবশ্য পরিণামে তদ্রূপ থাকিবে। আমার পরলোকের পর লোকে যে বিপ্লব উপস্থিত করিবে যাহারা তাহার সংশোধন করিবে সেই সকল লোকের ও গরিবদিগের শান্তি হউক।"—তর।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "এস্রায়িল বংশীয় লোকদিগের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে এক পাদুকার অন্য পাদুকার অনুরূপ কর্ত্তনের ন্যায় আমার মণ্ডলীসম্বন্ধেও তদনুরূপ ঘটিবে, § এতদূর পর্য্যন্ত হইবে যে যদি

বিভক্ত। হজরত রেখা পাত দ্বারা ইঙ্গিতে এই জানাইয়াছেন যে, এক মাত্র মূল নাজিয়া বা সোন্নী সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের পথে বিদ্যমান। অন্য সমুদায় শয়তানের পথ। হজরতের সহচর অনুচর পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ সাধু মহাত্মা ধর্ম্মাচার্য্যগণ নাজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

* ইনি একজন সহচর ছিলেন। মোজনীয় পরিবারের দূতরূপে হেজরি পাঁচ সালে হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ষাট সালে আশি বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক হয়।

† ইনি আন্‌সার দলস্থ লোক, বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। মদিনাতে ইহাঁর নিবাস ছিল।

‡ হেজাজ আরবের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। মক্কা, মদিনা ও তায়েফ এবং গোর নজদের অন্তর্বর্ত্তী স্থান হেজাজ প্রদেশের অন্তর্ভূত। এস্থলে মক্কা ও মদিনাকে হেজাজ বলা হইয়াছে।

§ পাদুকাযুগল নির্ম্মাণের সময় প্রথমতঃ একটি পাদুকার ফ্রেম কাটিয়া সেই পরিমাণে অপর পাদুকাটির ফ্রেম কর্ত্তন করা হয়। এইরূপ এস্রায়িল সম্প্রদায়ের চরিত্রের অনুরূপ এস্‌লাম সম্প্রদায়ের চরিত্র হইবে, হজরত এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিলেন।

এস্রায়িলবংশের কোন ব্যক্তি স্পষ্টতঃ মাতৃগমন করিয়া থাকে, তবে অবশ্য আমার মণ্ডলীতেও কেহ তাহা করিবে *। নিশ্চয় এস্রায়িলবংশ বাহাত্তর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে, আমার মণ্ডলী তেহাত্তোর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে, এক সম্প্রদায় ভিন্ন তাহাদের সমুদায়ই নর-কানলে স্থিতি করিবে।" পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ সে কোন্ সম্প্রদায়?" তিনি বলিলেন, "যাহার মধ্যে আমি আছি ও আমার সহচরগণ আছেন।" [ইহা তরমোজী কর্ত্তৃক কথিত। কিন্তু মাবিয়া হইতে আহমদ ও আবুদাউদ এরূপ বলিয়াছেন];—"বাহাত্তোর সম্প্রদায় নরকানলে এবং এক সম্প্রদায় স্বর্গোদ্যানে বাস করিবে। উহা জমায়েত সম্প্রদায় †; এবং নিশ্চয় আমার মণ্ডলীতে এমন বহু দল বাহির হইবে যে, কুকুরদষ্ট ব্যক্তির সমগ্র দেহে যেমন জলাতঙ্ক রোগের সঞ্চার হয়, তাহার কোন শিরা ও সন্ধিস্থল যেমন অবশিষ্ট থাকে না, তাহাদের অন্তরে তদ্রূপ (নূতন বিধি প্রবর্ত্তনের) কামনা সঞ্চারিত হইবে।"

ওমরের পুত্রের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর আমার মণ্ডলীকে (অথবা বলিয়াছেন) মোহম্মদের মণ্ডলীকে বিপথ গমনে একত্রিত করেন নাই, এই দলের উপর ঈশ্বরের হস্ত রহিয়াছে, যে একাকী (দলশূন্য) হয়, সে একাকী নরকানলে নিপতিত হইয়া থাকে।"—তর।

ওমরের পুত্রের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা মহাদলের অনুসরণ কর, যে ব্যক্তি একাকী হয়, একাকী নরকানলে নিপতিত হইয়া থাকে।"—এব্‌নমা।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, "হে আমার পুত্র, যদি তুমি ঊষা ও প্রদোষ রচনা করিতে সক্ষম হও, এবং তোমার মনে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ না থাকে, তবে (এই অলৌকিক কার্য্য) কর।" তৎপর বলিলেন, "হে আমার পুত্র, ইহা আমার ধর্ম্মবিধিসঙ্গত, এবং যে আমার ধর্ম্মবিধিকে প্রেম করে, সত্য সত্যই সে আমাকে প্রেম করে, যে আমাকে প্রেম করে সে আমার সঙ্গে স্বর্গোদ্যানে বাস করিবে।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার ধর্ম্মবিধানকে আমার মণ্ডলীর উপপ্লবের সময় দৃঢ় আশ্রয় করিয়া থাকে ধর্ম্মার্থ নিহত শতপুরুষের

---

* গর্ভধারিণীসম্বন্ধে এরূপ ভয়ঙ্কর ব্যভিচারের কথা একেবারে অসম্ভব। ইহা বিমাতাসম্বন্ধে ঘটিয়া থাকিবে।

† জমায়েত শব্দের অর্থ দলবদ্ধ। অর্থাৎ যে সকল লোক ধর্ম্ম বিধিতে, মূল মতে ও ঈশ্বরের বাক্যে একত্রিত তাঁহাদিগকে জমায়েত সম্প্রদায়ের লোক বলে। এই সম্প্রদায়ই হজরত মোহম্মদের প্রকৃত সম্প্রদায়। ইহাকে সোন্নী সম্প্রদায়ও বলে।

প্রাপ্য পুরস্কার তাহার জন্য নির্দ্ধারিত।" [এব্‌ন অব্বাসের হদিস অবলম্বন করিয়া বহয়কে জোহদনামক গ্রন্থে এই হদিসের উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক পুস্তকের পার্শ্বে তাহার আখ্যায়কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।]

জাবেরের উক্তি ;—তিনি প্রেরিত পুরুষের বিষয়ে বলিয়াছেন, একদা ওমর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "সত্যই আমরা ইহুদিদিগের নিকটে ধর্ম্ম-কাহিনী সকল শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি, আপনি কি ইচ্ছাকরেন যে, তাহার কিছু কিছু লিখিয়া লই ?" তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা কি ইহুদি ও ঈসায়ীদিগের ন্যায় (এস্‌লাম ধর্ম্মে) বীতরাগ হইলে ? সত্য সত্যই আমি তোমাদের নিকটে এই সমুজ্জ্বল ও নির্ম্মল সত্য উপস্থিত করিয়াছি, যদি মুসা জীবিত থাকিতেন আমার অনুসরণ করা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর হইত না।"—আহ্‌, বহ।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বৈধ সামগ্রী ভোগ করে, ও ধর্ম্মবিধি অনুসারে কার্য্য করে, এবং স্বীয় উৎপীড়ন হইতে লোকদিগকে নিরাপদ করে, সে স্বর্গলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে।" তখন এক ব্যক্তি বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, বর্ত্তমান কালে লোকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকের এরূপ আচরণ আছে।" তিনি বলিলেন, "আমার পরলোকের পরবর্ত্তী সময়েও অবশ্য থাকিবে।"—তব।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা যে যুগে বিদ্যমান, এই সময়ে যাহা আদেশ করা হইয়াছে তোমাদের যে ব্যক্তি তাহার দশমাংশ পরিত্যাগ করে, সে মৃত্যুগ্রস্ত হয়। অতঃপর এমন যুগ উপস্থিত হইবে, যাহা আদেশ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি সেকালে তাহার দশমাংশ পালন করিবে সে পরিত্রাণ পাইবে *।"—তর।

আবু এমামার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সৎপথাশ্রিত লোকসকলকে সৎপথপ্রাপ্তির পর বাগ্বিতণ্ডা ব্যতীত বিপথগামী করে নাই।" তৎপর প্রেরিত পুরুষ এই আয়ত পাঠ করিলেন, তাহার অর্থ এই, "বাগ্বিতণ্ডা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহারা

---

* অতিরিক্ত দানধর্ম্মাদিসম্বন্ধে হজরত এই কথা বলিয়া থাকিবেন, নতুবা যাহা বিধি ও কর্ত্তব্য তাহা বর্জ্জন কেমন করিয়া হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, প্রেরিতত্বের অভ্যুদয়সময়ে ও তৎসন্নিহিতকালে সত্য সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত, এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতাপ প্রবল, বিশ্বাসী লোক হইতে সহায়তা ও আনুকূল্য অনায়াস লভ্য, সত্য শ্রবণ ও গ্রহণ সহজ হয়। এই সমুদায় সত্ত্বে কোন বিধি ত্যাগের আপত্তি অতিশয় দুর্ব্বল। পরবর্ত্তী কালে যখন ধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন ইহার ঠিক বিপরীত অল্প ধর্ম্মাচরণকেই প্রচুর বলিতে হইবে।

তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে নাই, বরং সেই সকল লোক বিরোধী *।"—আহ, তর, এব্‌নমা।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ এই বচন পড়িতেন, (বচনের মর্ম্ম) "তোমরা স্বীয় জীবনসম্বন্ধে (সাধনায়) কঠোর আচরণ করিও না, তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিবেন। নিশ্চয় এক দল আপন জীবনের প্রতি কঠোর আচরণ করিয়াছিল, পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে কঠিনরূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন। অবশেষে, ইহারা সেই সকল ব্যক্তি, যাহাদের তপস্যাকুটীরে ও দেবালয়ে সেই বৈরাগ্য চিহ্ন থাকিয়া গেল যাহা আমি তাহাদের সম্বন্ধে লিপি (বিধি) করি নাই †।"—আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন,"পাঁচ প্রকার প্রণালীতে কোরাণ অবতীর্ণ হইয়াছে, বৈধ (হলাল), অবৈধ (হরাম), দৃঢ় (মহকোম), অনুরূপ (মতশাবা) আখ্যায়িকা (এম্‌সাল)। তোমরা হলাল গ্রহণ করিও, হরাম হইতে

---

* যখন কোরাণের এরূপ আয়ত অবতীর্ণ হইল যে "ঈশ্বর ভিন্ন তোমরা যে সকল বস্তুকে অর্চ্চনা করিতেছ, সে সকল নরকাগ্নির ইন্ধন।" এই উক্তি শ্রবণে অংশিবাদী পৌত্তলিকগণ আনন্দিত হইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল যে, আমাদের প্রতিমা সকল ঈসা হইতে শ্রেষ্ঠ নহে, যদি ঈসায়ী দিগের উপাস্যদেব ঈসা এই আয়তানুসারে নরকে প্রবেশ করেন, আমরা সম্মত আছি যে আমাদের প্রতিমা গুলিও তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। তাহাতে তিনি বলেন, "বাগ্বিতণ্ডা করা উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহারা তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে নাই, বরং এ সকল লোক বিরোধী। যেহেতু সেই উক্তি অচেতন পদার্থসম্বন্ধে প্রয়োজিত হইয়াছে, চেতন পদার্থসম্বন্ধে নয়, ইহারা তাহা বুঝিয়াও তর্কবিতর্ক করিবার জন্য গোলযোগ করিতেছে। জেবারা নামক এক জন অংশিবাদী এইরূপ তর্ক করিয়াছিল। হজরত তাহাকে বলেন, "তোমাকে ধিক্, তুমি স্বীয় মাতৃভাষা বিষয়ে মূর্খ।"

† অর্থাৎ ইহারা বৈরাগ্য ও তপস্যা সম্বন্ধে যে বিধি আছে তাহা অতিক্রম করিয়া অতিরিক্ত ও অবৈধ বৈরাগ্যাদি অবলম্বন করিয়াছে ; যথা লোকসংসর্গ ত্যাগ, কম্বল পরিধান, গলদেশে শৃঙ্খল ধারণ, ইন্দ্রিয় বিশেষ ছেদন, বনে বা পর্ব্বতে প্রস্থান ইত্যাদি। ইহা ঈশ্বরের বিধি নয়, তাহাদের রচিত বিধি। আবুজ্জোওয়ারির পুত্র আহমদ, স্বীয় ধর্ম্মাচার্য্য আবু দারাণীর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "এস্রাযিল বংশীয় লোকেরা এরূপ সাধনা করিয়াছে যে, পুরাতন মৃগনাভির ন্যায়, কার্ম্মুকের গুণের ন্যায় তাহাদের শরীর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আমরা পান ভোজন ও পরিধান করিতেছি, এবং সুখসম্ভোগ করিতেছি, ইহা ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে, এ কি জন্য হইতেছে ?" তাহাতে আবু দারাণী বলিলেন, "আহমদ, জানিও, তিনি আমাদের নিকটে প্রেম ও পবিত্রতা চাহেন, উত্তাপে গলে যাওয়া ও দগ্ধ হওয়া চাহেন না। দশ বৎসর দগ্ধ হওয়া ও দ্রবীভূত হওয়া অপেক্ষা দশ দিন প্রেমের সহিত তাঁহার কাজ করা তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ কার্য্য। ঈশ্বরের প্রসন্নতা সাধনই তোমার লক্ষ্য হওয়া চাই।"

নিবৃত্ত থাকিও, মহকোম মতে অনুষ্ঠান করিও, মত শাবা অনুসারে বিশ্বাস স্থাপন করিও, এমসলাতে শিক্ষা লাভ করিও।"

[মসাবিহের এই কথা, এবং বহয়কি শোওবোল্ইমান গ্রন্থে বলিয়াছেন, তাঁহার কথা এই—"হলাতে কার্য্য কর, হরাম হইতে ধৈর্য্যধারণ কর, মহকোমের অনুসরণ *।"]—কর।

এব্ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "ব্যবস্থাশাস্ত্রের বিধি ত্রিবিধ। এক প্রকার বিধি এই যে, তাহাতে সুপথ সুব্যক্ত, তাহার অনুসরণ করিবে, দ্বিতীয় সৎপথ হইতে স্পষ্ট দূরে, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। তৃতীয় বিধির মধ্যে পরস্পর বিপরীত মত আছে, তাহা ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিবে †।"—আহ।

তৃতীয় অধ্যায়।

জবলের পুত্র মাজের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নেকেড়ে বাঘ দূরীভূত এক প্রান্তে স্থিত ছাগ পশুকে আক্রমণ করে, নিশ্চয় শয়তানও মনুষ্য সম্বন্ধে নেকড়ে বাঘ। দ্বিবিধ পথ হইতে তোমরা আপনাদিগকে রক্ষা করিও, এবং তোমরা দলকে ও বহু লোককে আশ্রয় করিয়া থাকিও।"—আ।

আবুজরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হস্ত পরিমাণ মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইতে এস্লাম ধর্ম্মের গলবন্ধন অপনীত হইয়া থাকে।"—আহ, আবুদা।

আনসের পুত্র প্রসিদ্ধ এমাম মালেকের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু স্থাপন করিয়াছি, যে পর্য্যন্ত তোমরা সেই দুইটিকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে কখন পথভ্রান্ত হইবে না। উহা ঐশ্বরিক গ্রন্থ ও প্রেরিত পুরুষের ধর্ম্মবিধি।'—মুত্তা নামক পুস্তকে এমাম মালেক।

হারেস সোমরাণির পুত্র গোজয়েফের উক্তি ‡ ;—কোন জাতি এমন নূতন প্রণালী

---

* প্রথম অধ্যায়ে আয়াশার হদিসে মহকোম ও মতশবার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

† অর্থাৎ উহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিবে ও ঈশ্বরের নিকটে এ বিষয়ে জ্ঞান প্রার্থনা করিবে।

‡ ইনি এক জন হজরতের সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশ্বাসী পারিষদ ছিলেন। এব্ন হয়ান বলিয়াছেন যে, আমি হজরত মোহম্মদের সময়ে রিদ্যমান ছিলাম, এবং গোজেয়েফের সঙ্গে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম ও তাঁহার সঙ্গে আমার করমর্দ্দন হইয়াছিল।

স্থাপন করে নাই যে তৎপরিমাণ (তাহাদিগ হইতে) প্রকৃত বিধি উঠাইয়া লওয়া হয় নাই। নূতন বিধি রচনা করা অপেক্ষা ধর্ম্মবিধি অবলম্বন শ্রেয়ঃ।"—আহ।

হেসানের উক্তি * ;—তিনি বলিয়াছেন, "কোন জাতি ধর্ম্মবিধিতে এমন কোন নূতন প্রণালী স্থাপন করে নাই, যে পরমেশ্বর তৎপরিমাণ তাহাদিগের ধর্ম্মবিধি হরণ করেন নাই। তৎপর কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতি উহা প্রত্যাবর্ত্তিত হয় নাই।"—দার।

মিসরার পুত্র এব্রাহিমের উক্তি † ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-বিধিতে নূতনপ্রণালীস্থাপনকারীকে সম্মান করে, প্রকৃত পক্ষে সে এস্‌লাম ধর্ম্মের বিনাশ সাধনে সহায়তা করিয়া থাকে।"—শোওবোল ইমান গ্রন্থে বহ।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোরাণ অধ্যয়ন করে, তৎপর তাহাতে যাহা (যে বিধি) আছে তাহার অনুসরণ করে, ইহলোকে পরমেশ্বর বিপথ গমন হইতে তাহাকে সৎপথে লইয়া যান, এবং কেয়ামতের দিন বিচারের কাঠিন্য হইতে রক্ষা করেন।" অপিচ তাঁহার উক্তিতে ইহাও আছে যে, "যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক গ্রন্থের অনুসরণ করে, সে ইহলোকে পথভ্রান্ত পরলোকে হতভাগ্য হয় না।" তৎপর তিনি এই আয়ত পাঠ করেন, তাহার অর্থ এই ;—"অনন্তর যে ব্যক্তি সরল পথের অনুসরণ করে পরে সে পথভ্রান্ত হয় না ও হতভাগ্য হয় না ‡ ।"—রজিন।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ সরল পথের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং সেই সরল পথের উভয় পার্শ্বে নগর, তাহাতে দ্বার সকল উন্মুক্ত ও দ্বারের উপর যবনিকা আলম্বিত, এবং বর্ত্ম শীর্ষসন্নিকটে এক জন আহ্বানকারী অবস্থিত, তিনি বলিতেছেন, "পথ দিয়া সোজা চলিও, বাঁকিয়া যাইও না।" ইহার উপর অন্য এক আহ্বানকারী আহ্বান করিতেছেন। যখন কোন লোক সেই দ্বারশ্রেণীর কোন দ্বারের আবরণ উন্মোচন করিতে চায় তখন তিনি বলেন, "তোমাকে, ধিক্, ইহা খুলিও না। নিশ্চয় যদি তুমি ইহা উন্মোচন কর, ইহাতে প্রবেশ কর, শাস্তি পাইবে।" তৎপর হজরত ইহার ব্যাখ্যা করিয়া জানাইলেন যে, সেই পথ এস্‌লাম ধর্ম্ম,

---

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ পারিষদ ছিলেন, স্থলান্তরে ইহাঁর বিবরণ বিবৃত হইবে।

† ইনি সহিহ হদিসের একজন বিশ্বস্ত অনুসরণকারী, ইঁহার সময়ে ইনি দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। মুক্কাবাসীদিগের নিকটে ইহাঁর হদিস প্রচার হয়।

‡ বস্তুতঃ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিধির অনুসরণের উপর ঐহিক পারত্রিক সম্পদ ও সৌভাগ্য নির্ভর করে।

এবং সেই সকল উন্মুক্ত দ্বার ঈশ্বর কর্ত্তৃক অবৈধীকৃত বিষয়, এবং সেই সমস্ত আলম্বিত আচ্ছাদন ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সীমা, অপিচ বক্তা শীর্ষ সন্নিহিত বক্তা কোরাণ গ্রন্থ, এবং তাহার উপরিস্থ বক্তা প্রত্যেক বিশ্বাসীর অন্তরে ঐশীবাণী *।—রজ, আহ, নওয়াস এবন্ সমান হইতে শাবোল্ ইমান গ্রন্থে বহ, এই রূপ তর। কিন্তু তরমোজী ইহা অপেক্ষা সঙ্ক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

এব্ন মস্‌উদের উক্তি ;—[এব্ন ওমর আপন সমকালবর্ত্তী লোকদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন,]"যে ব্যক্তি সরল পথে যাইতে চাহেন, তিনি যেন পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের অনুসরণে চলিতে থাকেন, যেহেতু (বর্ত্তমান) জীবিত লোকের প্রতি নির্ভর করা যায় না। উঁহারা (পূর্ব্ববর্ত্তী) লোক, হজরত মোহম্মদের সহচর। তাঁহারা অত্যুৎকৃষ্ট হৃদয়ানুসারে ও গভীরতম জ্ঞানানুসারে এবং অত্যল্প বাগাড়ম্বরানুসারে এই মণ্ডলীর অগ্রণী ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে স্বীয় সংবাদবাহকের সহকারিতায় এবং স্বীয় ধর্ম্মসংরক্ষণে গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহার জন্য তাঁহাদের গৌরব উপলব্ধি কর ও তাঁহাদের পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া চল,এবং যত দূর সাধ্য তাঁহাদের চরিত্র ও নীতি অবলম্বন কর, যেহেতু নিশ্চয় তাঁহারা সরল পথে ছিলেন †।"—রজি

---

* অন্তরে প্রকাশিত ঈশ্বরের বাণীকে প্রত্যাদেশ বলে। প্রত্যাদেশ ভিন্ন কোরাণ পাঠে ফলোদয় হয় না। কোরাণ পথ প্রদর্শন করে, পথের নিদর্শন দেখাইয়া দেয়। কিন্তু সেই উপদেশ স্বীকৃত ও গৃহীত হওয়া ও তদনুসারে চলা এবং গম্য স্থানে উপস্থিত হওয়া ঐশ্বরিক আনুকূল্য ও তাঁহার ইঙ্গিত ভিন্ন হইতে পারে না। তিনি স্বীয় দাসের অন্তরে প্রত্যাদেশ করেন, তাহাই তাঁহার ইঙ্গিত ও আনুকূল্য। ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সীমা অর্থে—মনুষ্য ও অবৈধ কার্য্য মধ্যে যে অনুল্লঙ্ঘনীয় অন্তরাল নিরূপিত হইয়াছে তাহা।

* যখন পরমেশ্বর সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে আবুবেকর ওমর প্রভৃতিকে হজরতের পারিষদ ও সহচর রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাঁহারা যে লোকশ্রেষ্ঠ মণ্ডলীশ্রেষ্ঠ সাধু ছিলেন সন্দেহ নাই। বিশ্বাসজ্যোতি ও স্বর্গীয় আলোক গ্রহণে তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রকৃতি সমধিক উপযুক্ত ছিল; কোরাণ শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহারাই ঈশ্বরনির্ভর বৈরাগ্যাদির উচ্চ কথা শ্রবণের সমধিক উপযুক্ত। পরমেশ্বর সমগ্র মনুষ্যের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, তন্মধ্যে হজরত মোহম্মদের হৃদয়কে সমধিক উজ্জ্বল ও পবিত্র পাইলেন। তখন তিনি প্রেরিতত্বের জ্যোতি তাহাতে স্থাপন করিলেন। পরে পারিষদদিগের হৃদয়কে তিনি অধিক উপযুক্ত ও নির্ম্মল প্রাপ্ত হইলেন, অতএব তিনি তাঁহাদিগকে প্রেরিতপুরুষের সহকারী করিলেন। বুদ্ধিমান্ লোকে ইহা স্বীকার করে না যে, যাঁহারা হজরত মোহম্মদের বন্ধু ও শিষ্য ছিলেন চির জীবন তাঁহার আশ্রয়ে ছিলেন ও তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পবিত্র হন নাই ও ধর্ম্মের উন্নত সোপানে আরোহণ করেন নাই।

[ধর্ম্মে তাদৃশ গৌরব ও উন্নতি সত্বেই "এব্‌ন মস্‌উদের সম্বন্ধে হজরত বলিয়াছিলেন, এব্‌ন মস্‌উদ যাহাতে সম্মত আমি স্বীয় মণ্ডলীর জন্য তদ্বিষয়ে সম্মত।"]

জাবেরের উক্তি;—একদা ওমর ফারুক তওরাত গ্রন্থের কিয়দংশ হজরতের নিকটে উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিলেন,"প্রেরিত পুরুষ, এই পুস্তিকা ওওরাত গ্রন্থের অন্তর্গত।" তখন তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। পরে ওমর পড়িতে লাগিলেন, এবং প্রেরিত পুরুষের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল। তখন আবুবেকর বলিলেন, "তুমি মরিয়া যাও, স্ত্রীলোকেরা তোমাকে ঘেরিয়া ক্রন্দন করুক। প্রেরিত পুরুষের মুখমণ্ডল যে বিরূপ হইয়াছে তাহা কি দৃষ্টি করিতেছে না?" তখন ওমর হজরতের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন. "আমি ঈশ্বরের ক্রোধ ও প্রেরিত পুরুষের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, এবং পরমেশ্বরকে প্রভু বলিয়া, এস্‌লাম ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মোহম্মদকে সুসমাচারদাতা বলিয়া স্বীকার করিতেছি।" তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "যাঁহার হস্তে মোহম্মদের জীবন তাঁহার শপথপূর্ব্বক আমি বলিতেছি, যদি তোমাদের নিকটে মুসা প্রকাশিত হন, তবে তোমরা তাঁহার অনুসরণ করিবে, এবং আমাকে পরিত্যাগ করিবে, অবশ্য তোমরা সরল পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। অপিচ যদি তিনি (মুসা) জীবিত থাকিতেন ও আমার প্রেরিতত্বকে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে অবশ্য আমার অনুসরণ করিতেন।"—দার।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমার উক্তি ঈশ্বরের উক্তিকে খণ্ডন করে না, এবং ঈশ্বরের উক্তি আমার উক্তিকে খণ্ডন করে ও ঈশ্বরের উক্তি এক অন্যকে খণ্ডন করিয়া থাকে *।"

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যেমন কোরাণের এক আয়ত অন্য আয়তকে খণ্ডন করে আমার হদিস সকল এক অন্যকে খণ্ডন করিয়া থাকে।"

ধর্ম্মাচার্য্য তাপসদিগের শিষ্যগণও তাঁহাদের সঙ্গ করিয়া জীবনে মহা উন্নতি লাভ করেন, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সহচরগণসম্বন্ধে তো কোন কথাই হইতে পারে না। তবে এক কথা আছে যে, তাঁহার সঙ্গে কপট লোকও ছিল। কিন্তু কোরাণের তওবা সুরা অবতীর্ণ হইলে পর তাঁহার কপট বন্ধুগণ লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহার প্রকৃত সরল সহচর দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

* ঈশ্বরেরর এক উক্তি অন্য উক্তিকে খণ্ডিত বা পরিবর্ত্তিত করে। ঈশ্বরের অনেক উক্তি সাময়িক অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়। সেই সময় অতীত হইলে সেই বাণীর ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া থাকে। তখন অন্যরূপ প্রত্যাদেশের সঞ্চার হয়, পূর্ব্বতনবাণী খণ্ডিত হয়। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার একবাণী অন্য বাণীকে খণ্ডন করে না। খণ্ডন চারি প্রকার, (১) ধর্ম্মগ্রন্থ যোগে ধর্ম্মগ্রন্থ খণ্ডন, (২)

আবু সাল্‌বা খোশনির উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর কতকগুলিকে বৈধ করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা অবৈধ করিও না, এবং কতকগুলি বস্তুকে অবৈধ করিয়াছেন, তোমরা তাহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না, অপিচ তিনি কতকগুলির সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তোমরা তাহা অতিক্রম করিও না। কতকগুলি বিষয়ে তিনি ভুলেন নাই, চুপ করিয়া আছেন, তোমরা সে বিষয়ের অনুসন্ধান লইও না।"—দার কতনী।

[বগ্দাদ নগরের এক পল্লীর নাম দারকতন, সেই পল্লীনিবাসী হদিস আখ্যায়ককে দারকতনী বলা হইয়াছে। উপরি উক্ত তিন হদিস তাঁহা কর্ত্তৃক আখ্যাত।]

হদিস যোগে হদিস খণ্ডন (৩) ও হদিসযোগে গ্রন্থ খণ্ডন (৪) এবং গ্রন্থযোগে হদিস খণ্ডন। হদিস যোগে ধর্ম্ম গ্রন্থের উক্তি খণ্ডন সঙ্গত হয় না। এস্থলে সেই হদিস যাহা চিন্তা ও বুদ্ধিযোগে বলা হইয়াছে, প্রত্যাদেশ নয়। এই চিন্তা প্রসূত হদিস ধর্ম্মগ্রন্থের উক্তিকে খণ্ডন করিতে পারে না।

* ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন। ইঁহার নাম জরহম, ইহাঁর পিতার নাম নাশের। ইনি আবু সল্‌বা (সল্‌বার পিতা) এই সম্পর্কগত নামে বিখ্যাত। ইঁহার পিতার নাম অনেক লোকে অনেক প্রকার বলে, যাহা উল্লিখিত হইল উহাই প্রসিদ্ধ। ইঁহার একজন পূর্ব্ব পুরুষের নাম নাম খোশন ছিল। তৎসম্বন্ধে ইঁহাকে খোশনী বলে। ইনি প্রসিদ্ধ দীক্ষিত লোকদিগের অন্তর্গত। পরিশেষে আবু সল্‌বা তুরস্ক দেশে যাইয়া বাস করেন ও তথায় পরলোক প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানপ্রকরণ *।

প্রথম অধ্যায়।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা আমা হইতে (প্রাপ্ত ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে) যদি একটি প্রবচনও প্রচার কর ও বনি এস্রায়িল হইতে (প্রাপ্ত) বৃত্তান্ত জ্ঞাপন কর, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, পরন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা-পূর্ব্বক আমার প্রতি অসত্যারোপ করে, সে যেন আপনার জন্য নরকানলের আসন গ্রহণ করে †।"—বো।

জন্দবের পুত্র সমরা ও শাবার পুত্র মগয়ার উক্তি ‡ ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন হদিস ব্যক্ত করিয়া মনে করে যে উহা অসত্য, তবে সে অসত্যবাদীদিগের অন্তর্গত এক জন §।"—মো।

মাবিয়ার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর যাহার কল্যাণাকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাকে ধর্ম্মেতে জ্ঞানবান্ করিয়া থাকেন। আমি প্রচার করিয়া থাকি, এতদ্ভিন্ন নহে, ঈশ্বরই যাহাকে ইচ্ছা হয় জ্ঞান দান করিয়া থাকেন।"—উভয়।

---

* এস্থলে জ্ঞান অর্থে ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মবিধির সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ। এই জ্ঞান এক প্রকার জ্যোতি, সত্য পথে চলিলে ও সদাচরণ করিলে তাহা অন্তরে প্রতিভাত হয়। তাহাতে পদার্থের মূল প্রকৃতির পরিচয় হইয়া থাকে, ঈশ্বরের রূপ গুণ ও ক্রিয়ার তত্ত্বলাভ হয়। এই জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলে। যে ব্যক্তি যাহা জ্ঞাত হইয়াছে ও যাহা পাঠ করিয়াছে তদনুসারে আচরণ করে, যাহা সে জানে নাই ও পাঠ করে নাই এরূপ জ্ঞান পরে পরমেশ্বর তাহাকে প্রদান করেন। বাহ্যিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান এ দুইয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ যেন দেহ ও প্রাণ, বা ত্বক্ ও মজ্জা। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবে বাহ্যিক জ্ঞানের কোন সারবত্তা নাই।

† এস্থলে প্রবচন অর্থে হদিস বাক্য বা অন্য হিতকর বাক্য হজরতের প্রমুখাৎ তাহা শ্রবণ করিয়া প্রচার করিবে এরূপ বিধি হইয়াছে, এবং এস্রায়িল বংশীয় লোকদিগের নিকটে প্রাচীন কাহিনী উপদেশ ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া প্রচার করিতেও কোন দোষ নাই। কোরাণের বিধি ব্যবস্থা—এস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা প্রকটন হওয়াতে এস্রায়িলবংশীয়দের ধর্ম্মগ্রন্থ খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকাহিনী উপদেশাদি তাহাদের নিকটে শ্রবণ করিতে দোষ নাই।

‡ এই দুই জন হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

§ যেহেতু সেইরূপে অসত্যবাক্যের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া সেও অসত্যাবাদিতার অংশী হইয়াছে। এস্থলে অসত্য নিশ্চিত না জানিয়াও ইহা অসত্য এরূপ মনে করিলে বা সংশয় করিলেই তাহা প্রচার করা অকর্ত্তব্য।

আবুহোরয়ার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "স্বর্ণ রৌপ্যের আকরের ন্যায় মনুষ্য আকরবিশেষ ;—ধর্ম্মবিমূঢ়তার অবস্থায় তাহাদের সজ্জন যখন এস্‌লাম ধর্ম্মের অবস্থায় ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করে, তখন তাহাদের (এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের) মধ্যে সজ্জন হয় * ।"—মো।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"দুই জনের সম্বন্ধে ব্যতীত জিগীষা (উপযুক্ত) হয় না, এক এমন ব্যক্তি যে ঈশ্বর তাহাকে ধন দান করিয়াছেন, পরে তাহাকে তাহা সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অপর এমন ব্যক্তি যে পরমেশ্বর তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞান দান করিয়াছেন, পরে সে তদনুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছে ও তাহা শিক্ষা দান করিয়াছে।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "মনুষ্যের যখন মৃত্যু হয়, তখন এই তিনটি ব্যতীত তাহার অপর সৎকার্য্য তখন খণ্ডিত হইয়া থাকে ; ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্থায়ী দান, † কিংবা এমন জ্ঞান যাহা নিয়ত উপকার সাধন করে, অথবা সাধুপুত্র যে তাহার জন্য (মৃত্যুর পর) প্রার্থনা করে।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এক জন বিশ্বাসীকে সাংসারিক ক্লেশের কোন ক্লেশ হইতে মুক্ত করে, পরমেশ্বর পুনরুত্থানদিবসের ক্লেশের কোন ক্লেশ তাহা হইতে উন্মোচন করেন ; যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটাপন্ন লোককে সাহায্য দান করে, পরমেশ্বর ইহলোকে ও পরলোকে তাহাকে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন ; এবং যে ব্যক্তি কোন মোসলমানকে আচ্ছাদিত করে, পরমেশ্বর ইহলোকে ও পরলোকে তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন ; ‡ যে পর্য্যন্ত কোন ঈশ্বরকিঙ্কর স্বীয় ভ্রাতার সাহায্য করে সে পর্য্যন্ত সেই দাসের সহায়তায়

---

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ সাধুপ্রকৃতি সচ্চরিত্র,তিনি ধর্ম্মবিমূঢ়তা অর্থাৎ পৌত্তলিকতাদির অবস্থায়ও জনসমাজে শ্রেষ্ঠ, তিনি সৎকার্য্য ও সদ্ব্যবহারে স্বীয় জ্ঞাতি গোষ্ঠী ও স্বদেশস্থ লোকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন, তত্ত্বদর্শী লোকদিগের চক্ষে তাঁহার চরিত্র আদরণীয় হয়। পরে এস্‌লাম ধর্ম্মে প্রবেশ করিলে প্রশংসনীয় গুণ ও আচরণ তাঁহা হইতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু যেমন রজত ও কাঞ্চন প্রথমে মৃল্লিপ্ত থাকে, ধর্ম্ম বিমূঢ়তার অবস্থায় অধর্ম্ম ও অজ্ঞানতিমিরে সদ্‌গুণ সকল আচ্ছন্ন থাকে, তিনি এস্‌লামধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তপস্যা ও সাধনার অনলে দগ্ধ হইলে পর বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হন, তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠেন। তাঁহার উক্ত স্বাভাবিক শক্তি ও সদ্‌গুণ ধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বজাতির মধ্যে আশ্চর্য্য প্রভা প্রকাশ করে।

† যে দান দাতার মৃত্যুর পর স্থায়িরূপে লোকের উপকার সাধন করে তাহাকে স্থায়ী দান বলে। যথা কোন চিরহিতকর কার্য্য উদ্দেশ্যে ভাণ্ডার স্থাপন করা, জলাশয়খনন, ধর্ম্মমন্দির অতিথিশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করা।

‡ এস্থলে আচ্ছাদিত করার দুই অর্থ হয়, দোষ গোপন করা বা বস্ত্র দান করা।

ঈশ্বর প্রবৃত্ত থাকেন, এবং যে ব্যক্তি এরূপ পথে চলে যাহাতে কোন জ্ঞানান্বেষণ হয়, তাহাতে পরমেশ্বর তাহার সম্বন্ধে স্বর্গের অভিমুখে পথ সহজ করেন। ঈশ্বরের মন্দির সকলের কোন মন্দিরে ঐশ্বরিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে ও আপনাদের মধ্যে পরস্পর অধ্যাপনা করিতে এমন সকল লোক উপস্থিত হয় না যে তাহাদের মধ্যে শান্তি অবতীর্ণ হয় না ও তাহাদিগকে করুণা আবেষ্টন করে না, এবং দেবগণ তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করেন না ও ঈশ্বর স্বীয় সান্নিধ্যবর্ত্তী দেবগণের নিকটে তাহাদের প্রসঙ্গ করেন না। যাহাকে তাহার ক্রিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী করে, তাহার কুল তাহাকে অগ্রবর্ত্তী করে না *।"—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "কেয়ামতের দিনে যাহাদের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমের অভাববশতঃ (শাস্তির) আদেশ করা হইবে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তিই সে সকলের মধ্যে প্রথম। তখন তাহাকে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত করা হইবে, অবশেষে তিনি তাহাকে আপন সম্পদ্ (তাহাকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন) প্রদর্শন করিবেন, তখন সে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। সেই সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তুমি এই সম্পদ পাইয়া কি কার্য্য করিয়াছ?' সে বলিবে, 'আমি তোমার উদ্দেশ্যে এত দূর সংগ্রাম করিয়াছি যে সংগ্রামে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছ।" তিনি বলিবেন, 'মিথ্যা বলিলে, তুমি বীররূপে গণ্য হইবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছ, এবং প্রকৃতপক্ষে (তদ্রূপে) গণ্য হইয়াছ।' পরিশেষে তিনি তাহাকে (নরকানলে বিসর্জ্জন করিতে) আদেশ করিবেন। অবশেষে (ফেরেস্তাগণ কর্ত্তৃক) অধোমুখে সে এতদূর পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইবে যে নরকানলে যাইয়া নিক্ষিপ্ত হইবে। তদনন্তর যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে ও তাহা শিক্ষ দিয়াছে, এবং কোরাণ পাঠ করিয়াছে, তাহাকে উপস্থিত করা হইবে। পরিশেষে তিনি আপন প্রদত্ত সম্পদ্ তাহাকে প্রদর্শন করিবেন, তখন সে তাহার পরিচয় পাইবে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ইহা পাইয়া তুমি কি অনুষ্ঠান করিয়াছ?' 'তখন সে বলিবে,' তোমার উদ্দেশ্যে আমি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি ও তাহা শিক্ষা দিয়াছি, এবং কোরাণ পাঠ করিয়াছি।' তিনি বলিবেন, 'তুমি অসত্য বলিলে, পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইবার উদ্দেশ্যে তুমি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, এবং যেন বলা হয় তিনি পাঠক এই উদ্দেশ্যে কোরাণ পাঠ করিয়াছ, পরে বস্তুতঃ তাহা বলা হইয়াছে।' তৎপর তিনি তাহার প্রতি (শাস্তির) আদেশ করিলে, অধোমুখে সে আকৃষ্ট হইয়া নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে। অনন্তর এক ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে পরমেশ্বর স্বচ্ছলতা বিধান করিয়াছিলেন, এবং নানাবিধ

* যাহাকে তাহার ক্রিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী করে ইত্যাদি উক্তির মর্ম্ম অসদাচারণে যে ব্যক্তি অবনত হয়, সে সৎকুলোদ্ভব বলিয়া উন্নত হইতে পারে না।

ধনসম্পত্তি পূর্ণরূপে দিয়াছিলেন, তাহাকে উপস্থিত করা হইবে। অবশেষে তিনি স্বীয় সম্পদ্ তাহাকে প্রদর্শন করিবেন, সে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। তিনি প্রশ্ন করিবেন, 'এই সম্পদ্ পাইয়া তুমি কি কার্য্য করিয়াছ?' সে বলিবে, 'তুমি যে ব্যয় ভাল বাস তদ্বিষয়ে তোমার উদ্দেশ্যে তাহা ব্যয় করিয়াছি বৈ নহে, তাহার কিছুই ত্রুটি করি নাই।' তিনি বলিবেন, 'তুমি অসত্য বলিলে, 'তিনি অত্যন্ত দাতা' এরূপ বলাহয় এই উদ্দেশ্যে তুমি সেই অনুষ্ঠান করিয়াছ। পরে প্রকৃত পক্ষে বলা হইয়াছে।' তৎপর তাহার প্রতি তিনি (দণ্ডের) আদেশ করিবেন। পরে সে অধোমুখে আকৃষ্ট হইবে, তৎপর নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে *।"—মো।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর দাসগণ (মনুষ্যগণ) হইতে জ্ঞান আকর্ষণ করিয়া প্রতি গ্রহণ করেন না, কিন্তু জ্ঞানীদিগের মৃত্যু হইলে জ্ঞান প্রতিগ্রহণ করিয়া থাকেন। যখন এত দূর হয় যে পণ্ডিত লোক অবশিষ্ট থাকে না, তখন লোক সকল মূর্খ দলপতিদিগকে আশ্রয় করে; পরে তাহাদিগকে ব্যবস্থা সকল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, তাহারা জ্ঞানাভাব সত্ত্বে ব্যবস্থা দান করে। তাহারা স্বয়ং পথভ্রান্ত হয় ও (লোকদিগকে) পথভ্রান্ত করে।"—উভয়।

শকিকের উক্তি †;—মসুউদের তনয় অবদোল্লা প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদিগকে উপদেশ দান করিতেন। পরে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলে, "হে অবদোর্ রহমাণের পিতা, নিশ্চয় আমি ইহা ভালবাসি যে তুমি প্রতিদিন আমাদিগকে উপদেশ দান কর।" তিনি বলিলেন, "জানিও, আমি ভাল বাসি না যে তোমাকে আমি বিরক্ত করিয়া তুলি। এই কারণ আমাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে। হজরত যেমন আমাদিগের বিরক্তির ভয়ে উপদেশে আমাদের সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিতেন, আমিও তদ্রূপ তোমাদের সম্বন্ধে সতর্ক হইতেছি।"—উভয়।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ যখন কোন কথা কহিতেন, তখন নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম হইবার জন্য তিন বার তাহার পুনরুক্তি করিতেন, এবং যখন মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইতেন তাঁহাদিগকে সেলাম করিতেন, তাঁহাদিগকে তিন বার সেলাম করিতেন ‡।"—বো।

* ঈশ্বরোদ্দেশ্য ব্যতীত সাংসারিক ভাবে বা কপট ভাবে সৎকার্য্য করিয়া লাঞ্ছিত হইতে হয়, এই হদিসের এই মূল তাৎপর্য্য।

† শকিক একজন হজরতের বিখ্যাত বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। ইনি আনুষ্ঠানিক পণ্ডিত ছিলেন। হজরতের বিদ্যমানতার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দর্শন লাভ করেন নাই।

‡ হজরত মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, প্রথম উদ্বোধনসূচক একবার সেলাম, পরে আশীর্ব্বাচন সূচক সেলাম করিতেন, তদনন্তর চলিয়া যাইবার সময় বিদায় সূচক সেলাম করিতেন।

এব্‌ন মস্‌উদোল্‌ আন্‌সারীর উক্তি ;—একব্যক্তি হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে ,"আমার বাহন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আমাকে আপনি (একটি বাহন) আরোহণ করিতে দিন।" তিনি বলিলেন, "তাহা আমার নিকটে নাই।" তখন এক ব্যক্তি বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, আমি এমন ব্যক্তির নিকটে ইঁহাকে লইয়া যাই, যিনি ইহাঁকে আরোহণ করাইবেন। সেই সময় হজরত বলিলেন, "যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে, তাহার (কল্যাণের) অনুষ্ঠাতার অনুরূপ তাহার জন্যও পুরস্কার আছে।"—মো।

জোবয়রের উক্তি * ;—একদা আমরা মধ্যাহ্নকালে প্রেরিত পুরুষের নিকটে ছিলাম, তখন অনাচ্ছাদিত বা কম্বলবিশেষ পরিধায়ী গলদেশে আলম্বিত করবাল এরূপ কতক গুলি লোক উপস্থিত হইল, তাহাদের অধিকাংশই বা তাহারা সমুদাই মজর গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। তাহাদিগকে দৈন্যদশাপন্ন দেখিয়া হজরতের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন, তৎপর বহির্গত হইলেন। অবশেষে বেলালকে আজান দান করিতে আদেশ করিলেন। তখন আজান দেওয়া হইল। পরিশেষে তিনি নমাজ পড়িলেন, তৎপর মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "লোক সকল, তোমরা সেই আপন প্রতিপালককে ভয় করিও যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি (আদম) হইতে সৃজন করিয়াছেন," ইত্যাদি আয়তের "নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের পক্ষে সংরক্ষক পর্য্যন্ত বলিলেন। (এই আয়তে ধর্ম্মার্থদানের প্রসঙ্গ আছে,) এবং অপর এক আয়ত যাহা সুরা হশরে আছে পড়িলেন, যথা—"তোমরা ঈশ্বর হইতে ভীত হও, এবং মনুষ্য যেন দেখে যে কল্যকার (কেয়ামতের) জন্য সে কি প্রেরণ করিয়াছে, যেন সে ধর্ম্মার্থ দান করে। মনুষ্য যেন স্বীয় রজতমুদ্রা ও স্বীয় তাম্র মুদ্রা এবং স্বীয় বস্ত্র ও স্বীয় গোধূমপুঞ্জ এবং স্বীয় খোর্ম্মা ফলপুঞ্জ হইতে ধর্ম্মার্থ দান করে, এত দূর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ খণ্ড খোর্ম্মা ফল হইলেও যেন দান করে।" তখন আন্‌সার্‌ দলস্থ এক ব্যক্তি মুদ্রাপূর্ণ একথলে যাহা উত্তোলনে তাহার করতল প্রায় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বরং নিশ্চয় শ্রান্ত হইয়াছিল, উপস্থিত করিল। তৎপর লোক সকল তাহার অনুসরণ করিল, এত দূর হইল যে, দেখিলাম খাদ্য সামগ্রী ও বস্ত্রপুঞ্জের দুইটি স্তূপ হইয়া উঠিল। তখন হইতে দেখাগেল যে হজরতের মুখমণ্ডল উৎফুল্ল হইয়াছে, যেন উহা সুবর্ণমণ্ডিত। তখন তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি এস্‌লামধর্ম্মে উত্তম নীতি জ্ঞান স্থাপন করিয়াছে, তাহার জন্য তাহার পুরস্কার আছে, এবং যে ব্যক্তি তাহার

---

* ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, ইনি সুরূপ ও নানা সদ্‌গুণ ও সুনীতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশ্বাসীদিগের নেতা ওমর ইয়ুসোফের সঙ্গে ইঁহার তুলনা করিতেন।

পরে তদনুসারে কার্য্য করিয়াছে তাহার জন্য তাহার পুরস্কার আছে, তাহাদের পুরস্কারের কিছু ত্রুটি হইবে এরূপ নহে, এবং যে ব্যক্তি এস্‌লামধর্ম্মে কুৎসিত নীতি প্রবর্ত্তিত করে তাহার প্রতি পাপভার স্থাপিত হইবে, এবং যে ব্যক্তি তাহার পরে তদনুসারে আচরণ করে তাহার প্রতিও পাপভার, তাহাদের পাপভারের কিছুই ত্রুটি হইবে না।"—মো।

এবন্ মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"এমন কোন ব্যক্তি অন্যায় পূর্ব্বক হত হয় না যে তাহার শোণিতপাতের অংশ আদমের প্রথম পুত্রের প্রতি সংঘটিত হইয়া থাকে না। যেহেতু সেই প্রথম এই হত্যাপ্রণালী প্রদর্শন করিয়াছে *।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কয়সের পুত্র কসিরের উক্তি ;—আমি আবুদ্দরদার সঙ্গে দমস্ক নগরের মস্‌জেদে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়, এবং বলে, "হে আবুদ্দরদা আমি প্রেরিত পুরুষের অধিষ্ঠিত নগর মদিনা হইতে একটি হদিসের জন্য তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি, আমি অবগত হইয়াছি যে তুমি হজরত সম্বন্ধে তাহা বলিয়া থাক, আমি অন্য কোন প্রয়োজন উদ্দেশ্যে আসি নাই।" তিনি বলিলেন, "বস্তুতঃ আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যে তাহাতে সে জ্ঞানান্বেষণ করিবে, পরমেশ্বর স্বর্গোদ্যানের বর্ত্ম শ্রেণীর কোন বর্ত্মে তাঁহাকে লইয়া যান, এবং নিশ্চয় দেবতারা জ্ঞানার্থীর সন্তোষ উদ্দেশ্যে স্বীয় বাহুরক নত করেন, এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য দ্যুলোকস্থ ও ভূলোকস্থ জীবগণ এবং জলগর্ভস্থ মৎস্য সকল ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে, এবং নিশ্চয় যেমন নক্ষত্রমণ্ডলের উপর পূর্ণ শশাঙ্কের শ্রেষ্ঠতা সেইরূপ তপস্বীর উপর জ্ঞানবানের শ্রেষ্ঠতা। নিশ্চয় পণ্ডিতগণ ধর্ম্মসংস্থাপকদিগের উত্তরাধিকারী, এবং সত্যই ধর্ম্মসংস্থাপকগণ মুদ্রার উত্তরাধিকারী। কখন নহেন, এবং তাঁহারা জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এতদ্ভিন্ন নহে। অনন্তর যে ব্যক্তি তাহা (জ্ঞান) গ্রহণ করে, সে সমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকে †।"—আহ, তর, এবন্, দার।

---

* আদমের প্রথম পুত্র কাবিল স্বীয় ভ্রাতা হাবিলকে অন্যায়রূপে হত্যা করিয়াছিল।

† বাহ্ নতকরার অর্থ বিনম্র হওয়া। জলগর্ভস্থ মৎস্য সকল ক্ষমা প্রার্থনা করে অর্থে সমুদায় জীব জন্তু জ্ঞানীর কল্যাণ প্রার্থী হয়। এস্থলে বিশেষ ভাবে মৎস্যের উল্লেখ করার কারণ এই যে, ধর্ম্মপরায়ণ জ্ঞানবানদিগের প্রার্থনায় মৎস্যের জীবনস্বরূপ বারিপুঞ্জ আকাশ হইতে বর্ষিত

আবু এমামা বাহলীর উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষের নিকটে দুই ব্যক্তির প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাদের এক জন তপস্বী ও অন্য জন জ্ঞানী। তখন হজরত বলিলেন, "তপস্বীর উপর জ্ঞানীর এরূপ শ্রেষ্ঠতা যেমন তোমাদের সামান্য লোকের উপর আমার শ্রেষ্ঠতা।" তদনন্তর বলিলেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর ও দেবগণ এবং দ্যুলোক ও ভূলোকনিবাসী এবং স্বীয় গর্ত্তে পিপীলিকা পর্য্যন্ত ও (জলে) মৎস্য পর্য্যন্ত লোকদিগের শুভ শিক্ষাপ্রদাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে।"—তর।

[দারমি মকহুল হইতে শুনিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি দুই ব্যক্তির উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার উক্তি এই ;—তিনি (প্রেরিত পুরুষ) বলিয়াছেন "তপস্বীর উপর জ্ঞানীর এরূপ শ্রেষ্ঠতা যেমন তোমাদের সামান্য লোকের উপর আমার শ্রেষ্ঠতা।" তৎপর এই আয়ত পাঠ করেন, "জ্ঞানী লোক ব্যতীত পরমেশ্বরকে তাঁহার অন্য দাসগণ ভয় করে না।" এবং দারমী শেষ পর্য্যন্ত এই হদিসের উল্লেখ করিয়াছিলেন।]

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের অনুগামী সকল হইবে † তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য পৃথিবীর দূরতর প্রদেশ হইতে তোমাদের নিকটে আসিবে, অনন্তর যখন তাহারা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে কুশল বচন বলিও।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "জ্ঞানবান্ হইতে পরিভ্রষ্ট জ্ঞানের কথা যেখানে পাওয়া যায় সে তাহার স্বত্ববান্ হয় ‡।"—তর, এব্‌নমা। এবং

হইয়া থাকে। জ্ঞানী সাধনবিমুখ হইবেন না, অনুষ্ঠানবিহীন জ্ঞানীর গৌরব কি? এইরূপ জ্ঞানহীন তপস্যাও প্রকৃত তপস্যা নহে। তবে জ্ঞানী ও তাপসের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী জ্ঞানোপার্জ্জনের পর প্রয়োজনীয় সাধন ভজনে, যথাবিধি কর্ত্তব্যপালনে স্থিরতর থাকিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনাদিতে নিযুক্ত থাকেন, জ্ঞান প্রচার ও ধর্ম্মের উন্নতি বিধানই তাঁহার জীবনের মুখ্য কর্য্য হয়। কিন্তু তপস্বী জ্ঞান উপার্জ্জনের পর তপস্যাতে নিরত হন। তিনি স্বীয় জীবনকে এই কার্য্যেই উৎসর্গীকৃত করিয়া রাখেন। যখন ধর্ম্মজ্ঞানের বিস্তার ও প্রচারে সাধারণের বিশেষ হিত ও কল্যাণ হয়, এবং সাধারণ নরনারীর সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক ও তপস্যা ব্যক্তিগত, তখনও জ্ঞান যে তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

* আবু এমামার এক জন পূর্ব্ব পুরুষের নাম বাহল, এই সম্পর্কে তাঁহাকে লোকে বাহলী বলিয়া থাকে। আবু এমামা হজরতের এক জন পারিষদ ছিলেন।

† অর্থাৎ হজরত পারিষদদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা আমার বন্ধু, আমার সঙ্গে সহবাস করিতেছ, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমা হইতে জ্ঞান লাভ করিতেছ। এজন্য সকলে তোমাদের অনুগামী হইবে, তাহারা তোমাদের নিকটে জ্ঞান লাভ করিবে।

‡ যেমন কেহ স্বীয় প্রণষ্ট বস্তু যাহার নিকটে প্রাপ্ত হয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানী

তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব। কিন্তু এই হদিসের আখ্যায়ক ফজলের পুত্র এব্রাহিম ইহাকে জয়িফ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "একজন তত্ত্বজ্ঞানী সহস্র তাপস অপেক্ষা শয়তানের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে *।"—তর, এব্‌ন মা।

আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, জ্ঞানান্বেষণ সমগ্র মোসলমান সম্বন্ধে বিধি। জ্ঞানের অনধিকারীর প্রতি তাহা সমর্পণ, যেন শূকরের গলদেশে মণিমুক্তা ও সুবর্ণের হার অর্পণ করা †।'—এব্‌নমা। এবং বয়হকীও শোওবোল্ ইমান্ গ্রন্থে জ্ঞানান্বেষণ সমগ্র মোসলমান সম্বন্ধে পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এবং তিনি এই হদিসকে মশহুর ও তাহার আখ্যায়ককে জয়িফ বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "কপটলোকে দুইটি স্বভাবের

যে স্থানে ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করেন গ্রহণ করিয়া থাকেন ও তদনুসারে কার্য্য করেন। ইহা দীন দুঃখী সামান্য লোকে বলিয়াছে বলিয়া উপেক্ষা করেন না। যদি কেহ সাধুজনাগ্রগণ্য মহা পণ্ডিত বায়িজিদ বস্তামী হইতে কোন কথা শ্রবণ করেন, এবং সেইরূপ কথা স্বীয় দাসীর নিকটে শুনেন এবং তিনি তাহা গ্রহণ না করেন তবে তিনি অহঙ্কারী। শেখ সাদি বলিয়াছেন যে, প্রাচীরে কোন সদুপদেশ লিখা থাকিলে লোকে তাহা যেন শিরোধার্য্য করে। এই হদিসের এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, যদি কেহ কোন কথা শ্রবণ করে ও তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হয়, তাহার মর্ম্মজ্ঞ ও আপন অপেক্ষা জ্ঞানী লোকের নিকটে যেন তাহা উপস্থিত করে। যেমন যদি কেহ কোন প্রণষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হয় তাহার উচিত যে তাহার স্বামীর অনুসন্ধান করে ও তাহার নিকটে উহা পঁহুছাইয়া দেয়। জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর নিকটে পঁহুছিতে প্রতিরোধ করা উচিত নয়, যেমন প্রণষ্ট বস্তু তাহার স্বামী হইতে প্রতিরোধ করা বিধেয় নহে। অযোগ্য লোককে জ্ঞানের কথা বলা অকর্ত্তব্য।

* তত্ত্বজ্ঞানীর ধর্ম্মবিষয়ে সূক্ষ্ম প্রবেশ আছে। তিনি ধর্ম্মসাধনের কোন্ অবস্থায় কিরূপ পরীক্ষা উপস্থিত হয় সহজে বুঝিতে পারেন। শয়তানের অর্থাৎ পাপ প্রবৃত্তির সঞ্চার ও পরাক্রম বুঝিয়া তাহার সংযমনের বিহিত উপায় বিধানে জ্ঞানী যেরূপ সূক্ষ্ম ধর্ম্মসাধক কখন সেরূপ সমর্থ নহে।

† সময় ও অবস্থা উপযোগী জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মোসলমানের কর্ত্তব্য। কেহ এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার উচিত যে সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ ও গুণাদির তত্ত্ব এবং প্রেরিত পুরুষের প্রেরিতত্ববিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। তাহা না হইলে সেই সকল বিষয়ে অনেক ভ্রান্তি ও মিথ্যা সংস্কার জন্মিতে পারে। নমাজ করার সময় উপস্থিত হইলে তাহার বিধি ব্যবস্থা সকল জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। রমজান মাসের সমাগমে রোজার ব্যবস্থা জ্ঞাতব্য। জকাত দানের অধিকারী হইলে জকাতের বিধি জ্ঞেয়। এইরূপ বিবাহ করিলে স্বামী স্ত্রীর পরস্পর কর্ত্তব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ আবশ্যক। প্রত্যেক কার্য্যের মূলে সঙ্কল্পের শুদ্ধতা ও দৃঢ়তা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

যোগ হয় না, (১) সুনিয়ম, (২) ধর্ম্ম জ্ঞান।—তর। কোন কোন গ্রন্থে দারমী আখ্যায়ক বলিয়া উল্লিখিত।

আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হয়, পরে যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগত না হয় সে পর্য্যন্ত সে ঈশ্বরের পথে স্থিতি করে।"—তর, দার।

সখরোল্ আজদির উক্তি *;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করে, তাহাতে তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।"—তর,।

[তরমোজি বলিয়াছেন যে, এই হদিসের জয়িফ আখ্যায়ক। আবু দাউদ জয়িফ হদিস আখ্যাত করিয়াছেন †।]

আবু সয়িদোল্ খোদরীর উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "বিশ্বাসী শুভ বাক্য যাহা শ্রবণ করে তাহার স্বর্গলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সে তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় না।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়, সে তাহা জানিয়া গোপন করিলে কেয়ামতের দিন অগ্নিময় রাস (শৃঙ্খল) তাহার মুখে সংলগ্ন করা হয়।"—আহ, আবুদা, তর, এবং আনস হইতে এব্নমাজ।

মালেকের পুত্র কাবের উক্তি ‡;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা এই উদ্দেশ্যে করে যে তদ্দ্বারা পণ্ডিত লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে, অথবা তদ্দ্বারা অজ্ঞলোকদিগের সঙ্গে বিরোধ করিবে, পরমেশ্বর তাহাকে নরকানলে স্থাপন করিবেন।" তর, এব্ন ওমর হইতে এব্নমা।

আবু হোরয়ার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের আনন অন্বেষণ করা হয়, যে ব্যক্তি সেই জ্ঞান শিক্ষা করিয়া, পার্থিব সামগ্রী লাভ ভিন্ন তাহা শিক্ষা দান করে না, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিনে স্বর্গের সৌরভ প্রাপ্ত

---

* ইনি এক জন হজরতের সহচর ছিলেন, ইঁহার পুত্র ইঁহা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

† একজন আবু দাউদ ছিলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম নকির, তিনি হবেলের পুত্র। কুফাতে তাঁহার নিবাস ছিল, হমদানে তিনি কাজী ছিলেন ও অন্ধ ছিলেন। তাঁহার হদিস জয়িফ ছিল, প্রমাণ যোগ্য ছিল না। কিন্তু ইনি অন্য অবুদাউদ। ইনি ধর্ম্মপথাবলম্বী, ইঁহার হদিস বিশ্বাসযোগ্য।

‡ ইনি হজরত মোহম্মদের একজন প্রসিদ্ধ সহচর। কবিত্বে ইঁহার নৈপুণ্য ছিল। তবুকের সংগ্রামে গমনে যে তিন জন পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের একজন।

হয় না * ।"—শফী, এবং মদ্‌খল গ্রন্থে বয়হ, এবং আহ, তর, আবুদা, এব্‌নমা, এবং সাবেতের পুত্র জয়দ হইতে দারমী।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর সেই দাসকে গৌরব দান করুন যে আমার উক্তি শ্রবণ করিয়া তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে ও তাহা রক্ষা করিয়াছে, এবং তাহা প্রচার করিয়াছে † । পরন্তু অনেক অজ্ঞানী লোক আছে যে, জ্ঞানের বাহক, (প্রচারক) হয়, এবং অনেক আছে যে আপনা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞানের বাহক হয়। এই তিনটি স্বভাব থাকিলে মোসলমানের অন্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, (১) ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ক্রিয়ার বিশুদ্ধতাসাধন, (২) মোসলমানগণের শুভাকাঙ্ক্ষা, (৩) তাহাদের মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ; যেহেতু তাহাদিগের প্রার্থনা তাহাদের সঙ্গে যাহারা থাকে তাহাদিগকে আবেষ্টন করে।"—শা, এবং মদ্‌খলগ্রন্থে বয় ; আহ, তর, আবুদা, এব্‌নমা ; সাবেতের পুত্র জয়দ হইতে দারমী। কিন্তু তরমোজী ও আবু দাউদ তিনটি স্বভাব ইত্যাদির উল্লেখ করেন নাই।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—আমি প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "পরমেশ্বর সেই পুরুষকে গৌরবান্বিত করুন, যিনি আমা হইতে কিছু শ্রবণ করিয়া যেরূপ তাহা শ্রবণ করিয়াছেন পরে তাহা সেইরূপ প্রচার করেন। অনন্তর সেই শ্রোতা অপেক্ষা যাহাদের নিকটে প্রচার করা হইয়াছে তাহাদের অনেকে তাহা অধিকতর স্মরণে রাখিবে।"—তর, এব্‌নমা, এবং আবু দ্দরদা হইতে দারমী।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যাহা জান না, আমার সম্বন্ধীয় সেই হদিস হইতে তোমরা নিবৃত্ত থাকিবে। অপিচ যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার সম্বন্ধে অসত্যারোপ করে সে যেন নরকানলের বাসস্থান অপনার জন্য গ্রহণ করে।"—তর, এবং এব্‌ন মস্‌উদ ও জাবের হইতে এব্‌নমাজ। "যাহা জান না, আমার সম্বন্ধীয় সেই হদিস হইতে তোমরা নিবৃত্ত থাকিবে" এব্‌নমাজ এই কথার উল্লেখ করেন নাই।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধি

---

* অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া যে ব্যক্তি তদ্দ্বারা সাংসারিক সুখসম্পদ অন্বেষণ করে তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে। পার্থিব বস্তু উপার্জ্জনে দোষ নাই। উপযুক্ত পার্থিব জ্ঞান শিক্ষা করিলে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিবে। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা ধনমান উপার্জ্জন করিবে না।

† হদিসের আখ্যায়ক হদিস যেরূপ শুনিবেন, ঠিক সেইরূপ প্রচার করিবেন। হদিস বাক্যে না ভাবে অবিকল বলিতে হইবে এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু কথা গুলি অবিকল বলাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

অনুসারে কোরাণ ব্যাখ্যা করে, সে যেন আপনার জন্য নরকানলের বাসস্থান গ্রহণ করে।" অপিচ অন্য উক্তিতে এইরূপ—"যে ব্যক্তি জ্ঞান না রাখিয়া কোরাণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে সে যেন আপনার জন্য নরকানলের বাসস্থান গ্রহণ করে।"—তর।

জোন্দবের উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি অনুসারে কোরাণ ব্যাখ্যা করে, ঘটনাক্রমে সত্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে ত্রুটি হয় †।" তর, আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "কোরাণ সম্বন্ধে বাগ্বিতণ্ডাতে কোফর (ধর্ম্মদ্রোহিতা) হয় ‡।"—আহ, আবুদা।

শোয়িবের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে, পিতা পিতামহ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, প্রেরিতপুরুষ কতক গুলি লোককে কোরাণসম্বন্ধে বাগ্বিতণ্ডা করিতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল তাহারা ঐশী গ্রন্থ সকলের একটি অপেক্ষা অন্যটিকে নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল, ইহাতে তাহারা কেবল বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। পরস্পরকে সত্য বলিয়া সমর্থন করিতে ঐশী গ্রন্থের অবতরণ হইয়াছে, ইহা ভিন্ন নহে। অতএব তোমরা একটি দ্বারা অন্যটিকে অসত্য বলিও না, তোমরা তাহা হইতে যে জ্ঞান লাভ কর তাহা ব্যক্ত করিতে থাক, এবং যাহার জ্ঞান রাখ না, তাহার জ্ঞাতার উপর উহা স্থাপন কর §।"—আহ, এব্‌নমা।

এব্‌ন মসউদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সাতটি অক্ষরের উপর

---

* আবুজর গফ্‌ফারীর নাম জোন্দব। সাধারণতঃ ইনি আবুজর (জরের পিতা) এই সম্পর্কগত নামে পরিচিত। ইঁহার বহু সদ্‌গুণ ছিল, অন্য কোন কোন স্থলে তাহার উল্লেখ হইয়াছে। জোন্দব এব্‌ন অবদোল্লা বিজলীও হজরতের একজন সহচর ছিলেন। হোসন বসোরী তাঁহা হইতে হদিস অবগত হইয়া প্রচার করিযাছিলেন। গ্রন্থে জোন্দব কসরী বলিয়াও উল্লেখ আছে। লোকে বলে ইনি অল্‌কমী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কস্‌রী নয়। কোন কোন মসাবিহ গ্রন্থে কাশরী, এরূপ লিখিত। এই হদিসে এই তিনের কোন্ জন লক্ষ্য ঈশ্বর জানেন।

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি বা মতানুসারে কোরাণ সম্বন্ধে কিছু বর্ণন করে, সেই কথা সত্য হইলেও বাস্তবিক তাহাতে ত্রুটি হয়; অর্থাৎ তাহাতে যদিচ মূলতঃ সত্য ও উত্তম বর্ণনা হয়, তথাপি চেষ্টা ও প্রণালীতে দোষ ঘটিয়া থাকে, ইহা ত্রুটির মধ্যে গণ্য। সাধকদিগের এরূপ আচরণ বিধেয় নহে।

‡ অর্থাৎ কোরাণের প্রবচন সম্বন্ধে বাগ্বিতণ্ডা ও তর্ক বিতর্ক করাতে সচরাচর ধর্ম্মদ্রোহিতার কার্য্য হয়। যেহেতু তাহাতে লোকের মনে সন্দেহ সমুপস্থিত হইতে পারে।

§ অর্থাৎ যাহা জানিবে তাহা প্রচার করিবে, যে জ্ঞান প্রাপ্ত হও নাই তাহার জ্ঞাতা পরমেশ্বর, বা প্রেরিত পুরুষ কিংবা সুপণ্ডিত লোকের উপর উহা সমর্পণ করিবে।

কোরাণ অবতারিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক আয়তের অন্তর্বাহ্য আছে, এবং প্রত্যেকের উন্নত সীমাভূমি আছে *।"—শরাহোস্‌সোন্নতে।

অবদোল্লা এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মবিদ্যা ত্রিবিধ, মহকুম (সুদৃঢ়) আয়ত, বা "সোন্নত কায়েম" (স্থায়ী ধর্ম্মপ্রণালী) কিংবা "ফরিজা

---

* "সাতটি অক্ষরের উপর কোরাণ অবতারিত হইয়াছে," অর্থাৎ সাত প্রকারে বা সাত প্রণালীতে কোরাণ অবতারিত হইয়াছে। এই কথার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হয়। অনেকে বলেন, সাতটি অক্ষর অর্থে আরবে প্রচলিত সাত প্রকার ভাষা। উহা কোরেশীয় ভাষা, তয়ভাষা, হওয়াজন ভাষা, য়মনবাসীদিগের ভাষা, সকিফ ভাষা, হজিন ও বনিতমিম ভাষা। প্রথমতঃ কোরেশ ভাষায় কোরাণ অবতীর্ণ হয়, উহাই হজরতের ভাষা ছিল। যখন সমগ্র আরব দেশে সেই ভাষায় কথা কহা, কোরাণ প্রচার করা দুষ্কর হইয়া উঠিল, তখন হজরত মোহম্মদ এ বিষয়ের প্রসার প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন। তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব মাতৃভাষায় কোরাণ পাঠ করুক, এরূপ আদেশ হয়। ওস্‌মানের নেতৃত্ব কাল পর্য্যন্ত সকলে সেইরূপ কোরাণ পাঠ করিতে থাকে। যখন ওস্‌মান আরবের ভিন্ন ভিন্ন নগরে লোক পাঠাইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন কোরাণ সংগ্রহ করিলেন, তখন দেখিলেন যে, অনেক স্থলে আয়তাদির পরস্পরের মধ্যে ঐক্য নাই, এক আয়তের মর্ম্ম অন্য আয়তের বিরোধী। ইহা দেখিয়া তিনি আবুবেকর সদ্দিকের আজ্ঞানুসারে ও ওমর ফারুকের অনুমোদনে সাবেতের পুত্র জয়দ যে ভাষায় কোরাণের প্রবচন সমূহ লিখিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় কোরাণ ধ্বংস করিতে আদেশ করেন। এ বিষয়ে হজরতের সহচরগণেরও ঐক্যমত্য ছিল। পরে জয়দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত কোরাণই স্থায়ী হয়। কেহ কেহ সাত অক্ষর অর্থে সাত প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোরাণে সেই সকল অর্থের প্রযোগ আছে; যথা, (১) আদেশ (২) নিষেধ (৩) আখ্যায়িকা, (৪) উদাহরণ (৫) উপদেশ, (৬) পুরস্কারের অঙ্গীকার (৭) শাস্তির অঙ্গীকার। কেহ কেহ (১) ধর্ম্মবিশ্বাস, (২) নিষ্ঠা, (৩) আদেশ, (৪) আখ্যায়িকা, (৫) উদাহরণ, (৬) পুরস্কারের অঙ্গীকার (৭) দণ্ডের অঙ্গীকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে সপ্ত অর্থে নির্দ্দিষ্ট সপ্ত সঙ্খ্যক নহে, বহু বিস্তার বুঝায়। আরব্য লোকেরা বাহুল্য অর্থে সাত, এই শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই প্রকার অন্য রূপও ব্যাখ্যা হইয়াছে। "প্রত্যেক আয়তের অন্তর্বাহ্য আছে" অর্থাৎ তফ্‌সিরে (ভাষ্যে) যাহা বর্ণিত হয়, তাহা আয়তের বহির্ভাগ, ব্যাখ্যা যোগে যাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয় তাহা অন্তর্ভাগ। কেহ কেহ বলেন, বাহির অর্থে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন, অন্তর অর্থে তদনুসারে জীবন পরিচালিত করা। অথবা বাহির অর্থে অধ্যয়ন, অন্তর অর্থে অর্থবোধ, কিংবা বাহির শব্দ, অন্তর আয়তের অর্থ, অথবা কোরাণের আখ্যায়িকা সকল বাহ্যিক বিবরণ, তাহাতে উপদেশ লাভ আন্তরিক ব্যাপার। প্রত্যেকের উন্নত সীমাভূমি আছে, ইহার অর্থ অন্তর ও বাহিরের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। অন্তরের সীমা যত্ন ও সাধন, কার্য্যের অনুসরণ, বহিঃসীমা কোরাণের ভাষা শিক্ষা করা। সীমাকে উন্নত ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করার উদ্দেশ্য এই যে, যেমন উন্নত ভূমি হইতে নিম্ন ভূমি ও বহুদূর পর্য্যন্ত ভূমি দৃষ্ট হয়, এরূপ কোরাণের অন্তর বাহ্যে পঁহুছিলে বহু তত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে সীমা অর্থে কোরাণে যাহানিরূপিত হইয়াছে সেই বিধি ব্যবস্থা।

আদেশ" (ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মবিধি প্রণালীর অনুরূপ নমাজ রোজাসম্বন্ধে ঈশ্বরানুজ্ঞা) এতদ্ব্যতীত যাহা তাহা অতিরিক্ত *।"—আবুদা, এব্‌নমা।

মালেকোল্‌ আশজার পুত্র অওফের উক্তি †;—হজরত বলিয়াছেন যে, "আমির ও আদিষ্ট কর্ম্মচারী এবং গর্ব্বিত লোকে ভিন্ন উপদেশ দিতেছে না ‡।"—[আবুদা, দারমি, শোয়িবের পুত্র ওমর হইতে ওমর তাঁহার পিতা হইতে পিতা তাঁহার পিতামহ হইতে বলিয়াছেন, দারমির উক্তিতে গর্ব্বিত স্থলে কপট উল্লিখিত হইয়াছে।]

আবু হোরয়ার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে তাহাকে সেই ব্যবস্থা দিয়াছে তাহার উপর তাহার পাপ স্থাপিত হয়। যে ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতাকে কোন কার্য্যে পরামর্শ দান করিয়াছে অথচ সে জানে যে তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্যে কল্যাণ, প্রকৃতপক্ষে সে তাহার সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।"—আবুদা।

মাবিয়ার উক্তি;—হজরত লোকদিগকে ভ্রমে নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন §।—আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা ঐশ্বরিক বিধি ও কোরাণ শিক্ষা করিবে ও লোকদিগকে শিক্ষা দিবে, যেহেতু আমি কালগ্রাসে নিপতিত হইব।"—ওর।

আবু দ্দরদার উক্তি;—একদা আমরা হজরতের সঙ্গে ছিলাম, তখন তিনি আকা-

---

* এস্থলে ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ, সোন্নত অর্থে সেই প্রণালী ও কার্য্য যাহা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সর্ব্বদা প্রতি পালন করিয়াছেন। নমাজ ও রোজাসম্বন্ধে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা। ধর্ম্মের চারিটি মূল—কেতাব, সোন্নত, এজ্‌মা, (সংগ্রহ), কেয়াস (অনুভূতি)।

† ইনি হজরতের এক জন অব্যবহিত সহচর ছিলেন। থয়বরের সংগ্রামে ইনি প্রথম উপস্থিত হন। ইঁহার হস্তে বিজয়পতাকা ছিল। পরে তুরস্ক দেশে যাইয়া স্থিতি করেন, তথায় ৬৩ সালে পরলোক প্রাপ্ত হন।

‡ এই উক্তিতে আমির ও তাঁহাদের আদিষ্ট কর্ম্মচারী ও গর্ব্বিত লোকে সাধারণকে যে উপদেশ দান করে তাহাতে হজরত বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। এমামের (আচার্য্যের) অনুজ্ঞা ভিন্ন কাহারও উপদেশ প্রদান বিহিত নয়। কেন না এমাম প্রজার কল্যাণ কিসে হয় অন্য লোক অপেক্ষা উত্তম জানেন, এবং তিনি স্বভাবতঃ প্রজার প্রতি সমধিক দয়াপরবশ হইয়া থাকেন। এমাম কোন ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী লোককে ইচ্ছা করিলে একার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন।

§ নিজের মহত্ত্ব প্রদর্শন ও অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত লজ্জিত ও অপমানিত করিবার জন্য ভ্রান্তিজালে নিক্ষেপ করা অবৈধ। কেহ কেহ বলেন, প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে বাক্‌কৌশলে কাহাকে ভ্রমে ফেলা যাইতে পারে। যেমন কেহ তোমাকে ভ্রমে নিক্ষেপ করিয়াছে, তুমিও তাহাকে তদ্রূপ করিতে পার।

শের দিকে নয়ন উত্তোলন করিলেন, তৎপর বলিলেন, "এই সেই সময় যাহাতে লোকমণ্ডলী হইতে জ্ঞান (প্রত্যাদেশ) এত দূর প্রত্যাহৃত হইবে যে, তাহারা কোন বিষয়ে তদ্দ্বারা ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে না।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—তাঁহারই কথা, অচিরে লোক সকল জ্ঞানান্বেষণ করিতে উষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড আহত করিবে, কিন্তু মদিনাস্থ জ্ঞানী অপেক্ষা কোন ব্যক্তিকে অধিক জ্ঞানী পাইবে না * ।"—তর।

[জামে তরমোজীতে উল্লিখিত এরূপ—এব্‌ন অয়নিয়া বলিয়াছেন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি আনসের পুত্র মালেক।]

অবদোর্‌রেজ্জাকের উক্তি ;—মুসার পুত্র এস্‌হাক বলিয়াছেন, "এব্‌ন অয়নিয়াকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "তিনি (উপরিউক্ত জ্ঞানী) ওমরিজাহেদ হন, এবং তাঁহার প্রকৃত নাম অবদোল্‌ আজিজ এব্‌ন অবদোল্লা।"

অব্‌দোর রেজ্জাকের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ হইতে যে বিষয় আমি অবগত হইয়াছি তাহা এই, তিনি বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর এই মণ্ডলীর জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন লোক সমুত্থাপিত করিবেন যে, ইহার ধর্ম্মোন্নতির জন্য তাহারা চেষ্টা করিবে † ।"—আবুদা।

অবদোর্‌ রহমাণ ওজরীর পুত্র এব্রাহিমের উক্তি ‡ ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক ভবিষ্যন্মণ্ডলীর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সে এই জ্ঞান (কেতাব ও সোন্নতের জ্ঞান) বহন করিবে, এবং উন্মার্গগামীদিগের বিপর্য্যস্ততা ও অসত্যাচারীদিগের

---

* কেহ বলেন আনসের পুত্র মালেক মদিনাতে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন, কেহ বলেন জাহেদিওমরি অধিক জ্ঞানবান্‌ ছিলেন। ইনি ওমর এব্‌নোল্‌ খেতাবের বংশসম্ভূত অবদোল্লা আজিজ নামে প্রসিদ্ধ। উষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড আহত করা ইত্যাদির অর্থ উষ্ট্রারোহণে মহাবেগে দূরদেশে জ্ঞানান্বেষণ করিতে যাওয়া।

† সাধারণতঃ লোকে এই হদিসের এই মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে যে, প্রতি শতাব্দীতে এস্‌লাম মণ্ডলী হইতে এমন এক এক জন ক্ষমতাবান্‌ লোক সমুদ্ভূত হইবেন যে, তিনি এই ধর্ম্মকে অভিনব আকারে প্রকাশিত মার্জ্জিত ও সমুন্নত এবং সতেজ করিয়া তুলিবেন, তাহার বিকৃত ভাব ও কৃত্রিমতা ধ্বংস করিবেন, এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রকৃত জ্ঞান বিস্তার ও তাহার গূঢ় তত্ত্ব প্রচার করিবেন। কেহ কেহ বলেন, এই হদিসের মর্ম্ম এরূপ এক এক জন না হইতে পারে, বরং বহু লোক হইবে। রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সাধক পণ্ডিত সকলে সমবেত ভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথমে ধর্ম্মের সমুন্নতি সাধনে চেষ্টা করিবে।

‡ অবদোর্‌ রহমাণের পুত্র এব্রাহিম হজরতের বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। ইনি খজায়া বংশসম্ভূত। ওজরা নামে এই পরিবারের এক জন পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। সেই সম্বন্ধ অনুসারে ওজরী আখ্যাত হইয়াছে।

অসত্যারোপ এবং মূর্খ লোকদিগের ব্যাখ্যা ইহা হইতে নিরাকৃত করিবে *।"—বয়-হকি, মদ্‌খলে।

তৃতীয় অধ্যায়।

হোসন বসোরীর উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মৃত্যু পর্য্যন্ত এস্‌লাম ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য জ্ঞানান্বেষণ করে, স্বর্গোদ্যানে তাহার ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে তুল্য শ্রেণী হয়।"—দার।

হোসন বসোরীর উক্তি;—দুই ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রেরিতপুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এস্রায়িলবংশসম্ভূত। তাঁহাদের এক জন জ্ঞানী, তিনি নির্দ্ধারিত উপাসনা করেন, তদনন্তর উপবিষ্ট হইয়া লোকদিগকে সৎশিক্ষা দিয়া থাকেন। অন্য ব্যক্তি দিবাভাগে উপবাসব্রত পালন করেন, নিশাকাল উপাসনায় যাপন করেন; এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্ন হইয়াছিল। প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "যিনি নিয়মিত উপাসনা করেন, তৎপর বসিয়া লোকদিগকে সৎশিক্ষা দান করিয়া থাকেন, এই জ্ঞানী ব্যক্তি—যিনি দিবাভাগে উপবাস ব্রত পালন করেন, এবং রজনীতে উপাসনায় রত থাকেন সেই সাধক অপেক্ষা—এরূপ শ্রেষ্ঠ যেমন তোমাদের সামান্য লোক অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ।"—দার।

আলির উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "সেই ব্যক্তি ধন্য, যিনি ধর্ম্মজ্ঞানী, তাঁহার নিকটে যাচ্ঞা করিলে, তিনি উপকার করেন, এবং তাঁহার সম্বন্ধে নিরাকাঙ্ক্ষ হইলে তিনি নিরাকাঙ্ক্ষ থাকেন †।"—রজি।

অব্বাসের পুত্র অক্রমার উক্তি;—তুমি প্রতি শুক্রবারে লোকদিগের নিকটে প্রসঙ্গ করিও, যদি তাহাতে অসম্মত হও তবে সপ্তাহে দুই বার প্রসঙ্গ করিও, পরন্তু যদি অধিক কর তিন বার করিবে, এবং তুমি এই কোরাণের প্রতি লোকদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিও না। আমি যেন তোমাকে এরূপ প্রাপ্ত না হই যে, আপনাদের প্রসঙ্গের কোন প্রসঙ্গ করিতেছে এমন অবস্থায় তুমি লোকের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহা-

---

* এই হদিস পূর্ব্ব হদিসেরই প্রতিপোষক। ভবিষ্যতে অনেক উন্মার্গগামী মূর্খ লোক মূঢ়তা ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোরাণের ও হদিসের অনুচিত ও বিপরীত ব্যাখ্যা করিবে। উপযুক্ত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোক প্রকাশিত হইয়া তাহা খণ্ডন করিবেন।

† প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানীর স্বাভাবিক অবস্থা এই যে, তিনি লোকের নিকটে কোন রূপ আকাঙ্ক্ষা রাখেন না; লোকসংসর্গে অনুরাগী হন না, এবং তাঁহাদের হইতে উপকার পাইতে প্রত্যাশা করেন না। লোকে তাঁহার প্রতি নিরাকাঙ্ক্ষ হইলে তিনি নিরাকাঙ্ক্ষ থাকেন, এবং লোকে তাঁহার নিকটে প্রত্যাশা করিলে তিনি জ্ঞান দান করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে তাহাদের উপকার সাধন করেন।

দিগের সম্বন্ধীয় তাহাদিগের কথাকে খণ্ডন কর, তাহা হইলে তাহাদিগকে তুমি বিমুখ করিবে। তুমি তখন চুপ করিয়া থাকিবে, অনন্তর যখন তাহারা অনুরোধ করিবে তখন তাহাদের নিকটে প্রসঙ্গ করিও, তাহাতে তাহারা অনুরাগ প্রকাশ করিবে; এবং তুমি ছন্দোবন্দে প্রার্থনা করিতে সঙ্কুচিত হইও, পরন্তু তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিও। নিশ্চয় আমি প্রেরিতপুরুষকে ও তাঁহার সহচরদিগকে দেখিয়াছি যে তাঁহারা ইহা করিতেন না।"—মো।

আস্‌কার পুত্র ওয়াসেলার উক্তি *;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করিয়া তাহা লাভ করে তাহার জন্য দুই ভাগ পুরস্কার হয়, পরন্তু যদি তাহা লাভ না করে তবে তাহার জন্য এক ভাগ পুরস্কার হইয়া থাকে।"—দার।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "নিশ্চয় মৃত্যুর পরে বিশ্বাসীর সঙ্গে যাহা মিলিত হয় তন্মধ্যে এই সকল;—জ্ঞানানুসারে তাহার সদাচরণ ও তাহার সদ্ভাব সকল,এবং যাহা সে শিক্ষা দান ও যাহা প্রচার করিয়াছে, অথবা সাধুপুত্র যাহাকে সে রাখিয়া আসিয়াছে, কিংবা কোরাণ গ্রন্থ যাহা সে উত্তারাধিকারীর জন্য রাখিয়াছে, বা মস্‌জেদ যাহা সে নির্ম্মাণ করিয়াছে, অথবা এমন আলয় যাহা সে পথিক-দিগের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছ, বা জলপ্রণালী যাহা সে প্রবাহিত রাখিয়াছে, কিংবা ধর্ম্মার্থ দান (সেদ্‌কা) যাহা সে স্বীয় জীবদ্দশায় ও স্বাস্থ্যাবস্থায় নিজের সম্পত্তি হইতে ব্যয় করিয়াছে †।"— এব্‌নমা, শোবোল্‌ ইমানে বয়।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "পরাৎপর পরমেশ্বর আমার প্রতি এই প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের পথে গমন করিয়াছে, তাহার জন্য আমি স্বর্গোদ্যানের দিকে পথ সহজ করিয়াছি, এবং আমি যাহার উভয় নেত্র হরণ করি সেই দুই নেত্রের স্থলে তাহাকে স্বর্গোদ্যান পুরস্কার দিয়া থাকি, এবং তপস্যাসম্বন্ধীয় উন্নতি অপেক্ষা জ্ঞানার্জ্জনসম্বন্ধীয় উন্নতি শ্রেয়-স্করী, অপিচ ভোগনিবৃত্তিতে ধর্ম্মের বল।"—শোয়বোল ইমান গ্রন্থে বয়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—রজনীর এক ঘণ্টাকাল পরস্পর জ্ঞানালোচনা সমগ্র নিশাজাগরণে সাধন করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।—দার।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি—একদা প্রেরিত পুরুষ এক মস্‌জেদে দুইটি সভায়

---

* ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন। যে সময়ে হজরত মোহম্মদ তবুক সৈন্যযাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন তখন ইনি আসিয়া এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে বসোরাতে যাইয়া ইনি স্থিতি করেন। তৎপর তুরস্ক দেশে ও জেরুজিলমে চলিয়া যান। ইহাঁর বয়ঃক্রম এক শত বৎসর হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন ১৮ বৎসর।

† অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোকে সৎক্রিয়া সকলের ফল সৎক্রিয়াশীল লাভ করিবে।

গমন করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, "এই দুইয়ের প্রত্যেকই কল্যাণযুক্ত, এবং ইহাদের একটি আপন সহযোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; যথা—ইহারা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে ও তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে, পরে যদি ইচ্ছা হয় তিনি ইহাদিগকে দান করেন, এবং যদি ইচ্ছা হয় ইহাদিগকে দানে নিবৃত্ত থাকেন। কিন্তু উহারা ধর্ম্মজ্ঞান বা জ্ঞান শিক্ষা করিয়া থাকে, এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করে, অতএব উহারা শ্রেষ্ঠ। আমি শিক্ষাদাতৃরূপে প্রেরিত হইয়াছি, এতদ্ভিন্ন নহি।" অনন্তর তিনি তাঁহাদের (জ্ঞানীদিগের) মধ্যে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।—দার।

আবুদ্দরদার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "জ্ঞানের সীমা কি যাহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তদ্বিষয়ে জ্ঞানী হয়?" তখন প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম্মক্রিয়াসম্বন্ধীয় চল্লিশটি হদিস আমার মণ্ডলীমধ্যে (তাহাদের প্রতি দয়াপ্রযুক্ত) প্রচার করে, পরমেশ্বর তদ্বিষয়ে জ্ঞানিরূপে তাহাকে কেয়ামতে সমুত্থাপন করিবেন, এবং কেয়ামতের দিনে আমি তাহার সম্বন্ধে শাফি (পাপ ক্ষমার অনুরোধকারী) ও সাক্ষী হইব।"

মালেকের পুত্র আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ (পারিষদদিগকে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কি জ্ঞাত আছ যে, দানেতে কে শ্রেষ্ঠ?" তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষই ইহা বিশেষ জ্ঞাত।" তিনি বলিলেন, "পরমেশ্বর দানে শ্রেষ্ঠ। তদনন্তর মানবমণ্ডলীর মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, এবং তাহাদের মধ্যে আমার অভাব হইলে যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করিবে, পরে তাহা বিস্তার করিবে, তিনি পুনরুত্থানের দিনে একাকী আমিরের ন্যায় অথবা একটি দলের ন্যায় উপস্থিত হইবেন *।"

উক্ত আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "দুই জন লোভী পরিতৃপ্ত হয় না। এক জন জ্ঞানলোভী, সে তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় না; অন্য জন বিষয়লোভী সেও তাহাতে তৃপ্ত হয় না।"

[এই হদিস ও উপরি উক্ত দুই হদিস শোওয়বোল্ ইমান গ্রন্থে বয়হকি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপিচ বয়হকি বলিয়াছেন যে, এমাম আহমদ আবুদ্দরদার হদিসে বলিয়াছেন, লোকসমাজে এই হদিস সুদৃঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহার সহিহ আখ্যায়ক নাই।]

---

* অর্থাৎ একা আমির (ঐশ্বর্য্যশালী লোক) যেমন দলবল সহ ঘটা করিয়া কোন স্থানে যাইয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানদাতা জ্ঞানী পুনরুত্থানের দিনে ঈশ্বরসন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। আখ্যায়ক সন্দেহ বশতঃ শেষাংশে অথবা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অউনের উক্তি * ;—মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লা বলিয়াছেন, "দুই জন লোভী পরিতৃপ্ত হয় না, জ্ঞানী ও সংসারী, কিন্তু এ দুই পরস্পর তুল্য নহে। জ্ঞানী, পরমেশ্বরের প্রসন্নতা বৃদ্ধি করে, এবং সংসারী অবাধ্যতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।" তদনন্তর অবদোল্লা এই আয়ত পাঠ করেন, (তাহার ভাব এই)—প্রত্যেক মনুষ্য আপনাকে লাভমান দেখিয়া অবাধ্য হয় ; এবং তিনি পরে বলেন, "পরমেশ্বরকে তাঁহার দাসমণ্ডলীর মধ্যে জ্ঞানীরামাত্র ভয় করে।"—দার।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় আমার মণ্ডলীস্থ কতিপয় লোক অচিরে ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবে ও কোরাণ পড়িবে, এবং তাহারা বলিবে যে, 'আমরা আমীরদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকি ও তাঁহাদের সাংসারিক সম্পত্তি কিছু গ্রহণ করি, এবং স্বীয় ধর্ম্মসম্বন্ধে আমরা তাঁহাদিগ হইতে দূরে থাকি।' ইহা ঠিক নহে। যেমন কেতাদ তরু হইতে কণ্টক ভিন্ন কিছু লাভ হয় না, তদ্রূপ তাহাদিগের (ধনীদিগের) সহবাসে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই †।"—এব্‌ন মা।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—যদি জ্ঞানী লোক জ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন, এবং তাহার অধিকারীকে তাহা অর্পণ করিতেন তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীয় সমকালবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেন, কিন্তু তাঁহারা সংসারী লোকদিগকে তাহা বিতরণ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের বৈষয়িক সামগ্রী কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, পরে তাহাদের নিকটে হীন হইয়া পড়িয়াছেন। তোমাদের পেগাম্বরকে আমি এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি স্বীয় বহু লক্ষ্যকে এক লক্ষ্যে পরিণত করে, সেই এক লক্ষ্য পরলোকমাত্র হয়, পরমেশ্বর তাহার পার্থিব লক্ষ্যকেও মনোনীত করেন, এবং সাংসারিক বিভিন্ন অবস্থায় যাহার লক্ষ্য সকল বিক্ষিপ্ত হয়, সংসারের কোন প্রান্তরে তাহার বিনাশ প্রাপ্তিতে ঈশ্বর কুণ্ঠিত হন না।"—এব্‌নমা।

আমেশের উক্তি ‡ ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "বিস্মরণ জ্ঞানসম্বন্ধে আপদ্,

---

* ইনি একজন হজরতের সংসারবিরাগী জ্ঞানবান্ সাধক ও পরমবিশ্বাসভাজন অনুগামী ছিলেন। তিনি এব্‌ন মসউদ ও আবু মুসা ও আবু হোররয়রা এব্‌ন অব্বাস হইতে অবগত হইয়া হদিস প্রচার করিয়াছেন।

† কেতাদ এক প্রকার কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ। তাহা হইতে কোনরূপ ফল প্রসূত হয় না। কেতাদ হইতে যেমন ফল গ্রহণ করা যায় না, ধনবান্ ও নরপালদিগের সঙ্গলাভে তাহাদিগ হইতে কোন উপকার হয় না, বরং অনিষ্ট হয়।

‡ ইনি কুফা নগরনিবাসী ছিলেন। ইঁহার সম্পর্কগত নাম আবু মোহম্মদসোলমান্। ইনি একজন দাস ছিলেন। ইনি মালেকের পুত্র আনসকে দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে হদিস শ্রবণবিষয়ে সন্দেহ আছে। সুফিয়ান সুরী ও এব্‌ন আয়নিয়া প্রভৃতি হজরতের বহু অনুগামীর নিকটে ইনি হদিস শ্রবণ করিয়াছেন। এমাম হোসেনের জন্মগ্রহণের পর ইনি জন্ম

তাহার অনধিকারীকে যদি তুমি তাহা শিক্ষা দান কর, তাহাতেও তাহার অপচয় হইয়া থাকে *।"—দার, পরম্পরাগত।

সুফিয়ান সুরীর উক্তি;—ওমর ফারুক কাবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কাহারা জ্ঞানী?" তিনি বলিলেন, "যাহারা যাহা শিক্ষা করে তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে।" প্রশ্ন করিলেন, "পরিশেষে কিসে জ্ঞানীদিগের অন্তর হইতে জ্ঞান নিঃসারণ করিয়া থাকে?" তিনি বলিলেন, "লোভ।"—দার।

হকিমের পুত্র অহোন স্বীয় পিতা হইতে অবগত হইয়া বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষকে অকল্যাণ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, তখন তিনি বলেন, "আমাকে অকল্যাণ বিষয়ে প্রশ্ন করিও না, কল্যাণ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন কর।" তিন বার ইহার পুনরুক্তি করিলেন। তদনন্তর বলিলেন, "জানিও, জ্ঞানীদিগের অসদাচার প্রধান অকল্যাণ, এবং জ্ঞানীদিগের সদাচার অত্যুত্তম কল্যাণ †।"—দার।

আবুদ্দরদার উক্তি;—পুনরুত্থানের দিনে পরমেশ্বরের নিকটে পদানুসারে যে ব্যক্তি লোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম সে সেই জ্ঞানী যাহার জ্ঞান কোন উপকারে আসে না।"—দার।

খোদয়বের পুত্র জয়দের উক্তি;—ওমর আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,"এস্‌লাম ধর্ম্মকে কিসে ধ্বংস করে তাহা কি তুমি জ্ঞাত আছ?" আমি অবগত নহি বলিলাম। তিনি বলিলেন, "জ্ঞানীর পদস্খলন, এবং ধর্ম্মগ্রন্থসম্বন্ধে কপট লোকের বিতর্ক ও বিপথগামী দলপতিদিগের অনুজ্ঞা।"—দার।

হোসন বসোরীর উক্তি;—জ্ঞান দুই প্রকার। (১) অন্তর্গত জ্ঞান ইহা হিতকর জ্ঞান, (২) রসনাগত জ্ঞান, ইহা মনুষ্যসম্বন্ধে ঈশ্বরের অনুযোগসূচক হয় ‡।—দার।

গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪৮ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার বহু সদ্‌গুণ ছিল। অনেকে ইঁহাকে "সৈয়দোল্‌ মহদ্দসিন" অর্থাৎ প্রধান হদিস বক্তা বলিয়াছেন।

* পাপপ্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়ানুরক্তি ও সংসারাসক্তিবশতঃ লোক জ্ঞানের কথা ভুলিয়া যায়, পাপই জ্ঞানের শত্রু। এই হদিসে এ বিষয়ে সাবধান করা হইয়াছে। অপিচ অযোগ্য পাত্রে জ্ঞান বিতরণ করিলে জ্ঞানের অবনতি হয়।

† অর্থাৎ পণ্ডিতদিগের কুদৃষ্টান্তে সাধারণের যেরূপ অপকার হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না, এবং তাঁহাদের সদ্‌দৃষ্টান্তে লোকের মহোপকার সাধন হইয়া থাকে। কেন না তাঁহারা জনসমাজে প্রধান লোক, তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাব সাধারণের জীবনে সহজে সংক্রামিত হয়।

‡ অর্থাৎ যে জ্ঞান চরিত্রে সংক্রামিত ও জীবনে বদ্ধমূল তাহাই আভ্যন্তরিক বা অন্তর্গত জ্ঞান। এই জ্ঞান জ্যোতিঃস্বরূপ, ইহা অন্তরের সমুদায় মলিনতা বিদূরিত করে। যে জ্ঞান রসনাগত বাচনিক, জীবনের সঙ্গে যাহার কোন সম্পর্ক নাই, যাহা গ্রন্থাদি পাঠে শিক্ষামাত্র হয়, সৎকার্য্যের

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ হইতে জ্ঞানের দুইটি ভাণ্ডের কথা আমি স্মরণ রাখিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, "তাহার এক ভাণ্ডের জ্ঞান আমি তোমাদের মধ্যে বিস্তার করিয়াছি, কিন্তু অপর ভাণ্ডের জ্ঞান যদি আমি বিতরণ করিতাম তবে উহা কণ্ঠদেশ অর্থাৎ অন্নসঞ্চারের পথ ছিন্ন করিত *।"—বো।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—তিনি বলিয়াছেন, "হে লোক সকল, তোমাদের যে কেহ যে কিছু জানে তাহা যেন বলে, এবং যে ব্যক্তি যাহা জানে না, সে যেন বলে, পরমেশ্বরই বিশেষ জ্ঞাত। অতএব জ্ঞান (নীতি) এই যে, যে বিষয় তুমি জান না, তদ্বিষয়ে বল ঈশ্বরই বিশেষ জ্ঞাত।—পরমেশ্বর স্বীয় প্রেরিতপুরুষকে বলিয়াছেন, 'তুমি বল এ বিষয়ে আমি তোমাদের নিকটে কোন পুরস্কার চাহি না, আমি ক্লেশদায়ক লোকদিগের অন্তর্গত নহি †।"—উভয়।

এব্‌ন সয়বিনের উক্তি ‡ ;—এই তোমাদেরই ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, দৃষ্টি রাখিও, কেমন লোক হইতে তোমরা আপনাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছ §।"—মো।

হজিফার উক্তি ;—হে কোরাণপাঠকমণ্ডলী, তোমরা (সরল পথে) ঠিক থাকিও, প্রকৃত পক্ষে তোমরা অগ্রসররূপে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ,এবং যদি তোমরা দক্ষিণ ও বাম দিক্ অবলম্বন কর তবে সত্য সত্যই দূরতর ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইবে।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "জোব্বোল্‌হোজন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমরা পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর।" পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, জোব্বোল্‌হোজন কি ?" তিনি বলিলেন, "নরকলোকস্থ প্রান্তর বিশেষ, নরক তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রতিদিন চল্লিশ বার আশ্রয় অন্বেষণ করে।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,"তাহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে ?" তিনি বলিলেন,

---

অভাবে অন্তরে তাহার সঞ্চার হয় না। এই জীবনশূন্য অনুষ্ঠানবিহীন জ্ঞানের জন্য জ্ঞানী ঈশ্বরের [illegible] অপরাধী ও তাঁহার অনুযোগার্হ হন।

* অর্থাৎ জ্ঞান দুই প্রকার, সাধারণ জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান সাধারণ লোকের নিকটে প্রচার করা বিধি, তাহাদিগকে বিশেষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা শুনাইলে তাহারা তাহা অধঃকরণ অর্থাৎ আত্মস্থ করিতে সমর্থ হয় না।

† অর্থাৎ যে গূঢ় বিষয় গভীর চিন্তা ও আলোচনাতে উপলব্ধি হয় না, তাহা জানি বলিয়া গর্ব্ব করা অনুচিত। তাহা জানিতে চেষ্টা ও যত্ন করিতে অনুরোধ করাই ক্লেশ দান।

‡ ইঁহার নাম মোহম্মদ। ইনি স্বপ্ন বিদ্যাতে চিহ্নিত লোক ছিলেন। হজরতের অনুগামীদিগের মধ্যে ইনি একজন প্রধান লোক।

§ "দৃষ্টি রাখিও কেমন লোক হইতে তোমরা আপনাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছ।" অর্থাৎ অবৈরাগী অধার্ম্মিক বক্তার নিকটে ধর্ম্মকথা শ্রবণ পূর্ব্বক এই সুদৃঢ় প্রমাণযুক্ত কোরাণ গ্রন্থকে উপেক্ষা করিয়া তাহার মতকে গ্রহণ করিও না।

"স্বীয় আচরণে কপট এমন কোরাণ পাঠক সকল তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে *।"—তর, এব্‌নমা।

[এব্‌নমাজ এই হদিসে এই কথা অতিরিক্ত বলিয়াছেন, "(লোভবশতঃ) যে সকল পাঠক ধনীদিগের নিকটে গমন করে তাহারা ঈশ্বরের নিকটে হীন লোকের মধ্যে গণ্য। মহারবি কপটস্থলে "অত্যাচারী" বলিয়াছেন †।]

আলির উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "অচিরেই লোকের নিকটে এমন সময় উপস্থিত হইবে যে, এস্‌লামধর্ম্মের নাম ভিন্ন থাকিবে না, এবং কোরাণের নাম ভিন্ন থাকিবে না; তাহাদিগের মস্‌জেদ সকল লোকে পূর্ণ থাকিবে, কিন্তু উহা ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য হইবে। গগনচন্দ্রাতপের নিম্নে তাহাদের পণ্ডিতগণ কুলোক হইবে। তাহাদের হইতে (জগতের) অনিষ্টকর কার্য্য সকল সম্ঘটিত হইবে, পরে তাহাদের মধ্যে তাহা প্রত্যাবৃত্ত হইবে ‡।"—শোওয়বোল্‌ ইমান গ্রন্থে বয়।

লবয়দের পুত্র জয়াদের উক্তি §;—প্রেরিত পুরুষ কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, পরে বলিয়াছেন, "জ্ঞানের তিরোধানের কাল এই নিকটবর্ত্তী।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রেরিত পুরুষ, কেমন করিয়া জ্ঞান তিরোহিত হইবে, যেহেতু আমরা কোরাণ অধ্যয়ন করিয়া থাকি, এবং স্বীয় সন্তানদিগকে তাহা পড়াইতেছি ও আমাদের সন্তানগণ তাহাদের সন্তানগণকে ক্রমশঃ কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত পড়াইবে। তখন তিনি বলিলেন, "জয়াদ, তোমার মাতা তোমাকে হারাইয়া প্রাপ্ত হউক, নিশ্চয় মদিনাতে আমি তোমাকে সুবিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতাম, এই ইহুদি ও ঈসায়ী লোকেরা কি তওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছে না? এই দুই গ্রন্থে যাহা আছে তাহারা তদনুসারে কিছুই আচরণ করিতেছে না।" এব্‌ন মা, আহ।

---

* জ্বোব্ব গভীর কূপকে বলে। এ স্থলে নরক লোকস্থ প্রান্তরবিশেষকে বলা হইয়াছে, উহা কূপের ন্যায় অতিশয় গভীর। "হোজন" শব্দের অর্থ দুঃখ বা শোক। "জ্বোবে্‌বাল্‌ হোজন" অর্থে দুঃখের গভীর প্রান্তর। উহা এমন ভয়ানক যে নরকলোকও তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্ষা পাইতে চায়।

† মহারবির প্রকৃত নাম অবদোর্‌রহমাণ। ইনি আমেশ ও ইয়হা হইতে হদিস অবগত হইয়া প্রচার করিয়াছেন। ১৫৯ সালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। এস্থলে অত্যাচারী অর্থে, ধর্ম্ম-বিধির পথে চলিতে বিরাগী।

‡ "তাহাদের মধ্যে তাহা প্রত্যাবৃত্ত হইবে" অর্থাৎ সেইরূপ অনিষ্ট সেই চরিত্রহীন জ্ঞানী-দিগের সম্বন্ধে পরে ঘটিবে।

§ ইনি হজরতের আন্‌সার দলস্থ এক জন সহচর। ইনি মক্কাতে যাইয়া হজরতের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। মদিনায় প্রস্থান কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। হজরত ইহাঁকে হজর-মৌত নামক স্থানে কর্ম্মচারিরূপে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাঁ হইতে মালেকের পুত্র অওফ ও আবু দ্দরদা হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

[তরমোজী ভিন্ন শব্দে ব্যক্ত করিয়া অর্থেতে এই হদিসে ঐক্য হইয়াছেন। এই প্রকার আবু এমাম হইতে অবগত হইয়া দারমি প্রচার করিয়াছেন।]

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা জ্ঞান শিক্ষা কর, এবং লোকদিগকে তাহা শিক্ষা দাও, বিধিব্যবস্থা শিক্ষা কর ও তাহা লোকদিগকে শিক্ষা দাও, কোরাণ শিক্ষা কর, এবং তাহা লোকদিগকে শিক্ষা দাও, যেহেতু আমি মৃত্যুগ্রস্তপুরুষ, এবং জ্ঞান অচিরেই (আমার অভাবে) বিলুপ্ত হইবে, এবং গোলযোগ এত দূর ঘটিবে যে দুই জন লোক একটি বিধিসম্বন্ধে ঐক্য স্থাপন করিবে না, সেই দুই জনের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয় এমন কাহাকেও পাওয়া যাইবে না।" দার, দারকো।

অবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে জ্ঞান দ্বারা উপকার সাধন হয় না তাহা ঈশ্বরের পথে ব্যয়িত হয় না এরূপ ধনভাণ্ডারের তুল্য।"—আহ, দার।

Estd 1902.
MAJU, HOWRAH.

শুদ্ধিপ্রকরণ * ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

প্রথম অধ্যায় ।

আবু মালেকোল্ আশারীর উক্তি † ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "শুদ্ধতা ইমানের অর্দ্ধাংশ, 'অল্ হম্‌দোলেল্লাহে' বচন ক্রিয়া ফলের তুলাযন্ত্র পূর্ণ করে, এবং 'সবহানাল্লা ও অল্ হম্‌দো লেল্লাহে' বচন স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সমুদায় বস্তু পূর্ণ করিয়া থাকে, এবং নমাজ জ্যোতিঃস্বরূপ ও সেদ্‌কা (ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দান) প্রমাণস্বরূপ, এবং ধৈর্য্য সূর্য্যকিরণস্বরূপ ও কোরাণ তোমার সম্বন্ধে বিক্রম, প্রত্যেক মনুষ্য রজনী প্রভাত করিয়া (কোন কার্য্যে) স্বীয় জীবনের নিয়োগকারী হয়, তাহা তাহার মুক্তিজনক বা মৃত্যুজনক হইয়া থাকে ‡ ।"—মো।

---

* আরব্য "তহারত" শব্দের অর্থ শুদ্ধি লিখিত হইল। অজুর ব্যবস্থা এবং নিঃসৃত মলমূত্র রেতঃ শোণিতাদি হইতে বিহিত অজু ও প্রক্ষালনাদি যোগে নির্ম্মুক্ত হওয়ার বিশেষ বিবরণ এই প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে। এই প্রকরণের কতকগুলি হদিস অশ্লীল ও বীভৎস ভাবে পূর্ণ, তাহার অনুবাদ প্রকাশে বিরত হইতে বাধ্য হওয়া গেল। এই কারণবশতঃ যে যে স্থলে যে যে হদিস পরিত্যক্ত হইয়াছে সেই সেই স্থলে * * এই চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে।

† ইনি আবু মুসা আশারীর পিতৃব্য, হজরতের একজন প্রসিদ্ধ পারিষদ ছিলেন।

‡ ইমান অর্থাৎ ধর্ম্মবিশ্বাস পূর্ব্বকৃত পাপসকলকে আচ্ছাদিত করে, অজু দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গশুদ্ধি দ্বারাও পাপ আচ্ছাদিত হয়, কিন্তু ইমান গুরু লঘু সমুদায় পাপকে আবৃত করে। অজু তাহার অর্দ্ধাংশ লঘু পাপ আচ্ছাদন করিয়া থাকে। অজু বা তহারত ইমানের অর্দ্ধাংশ এ জন্য বলা হইয়াছে। ইমানের অর্দ্ধাংশ অজু অত্যুক্তিস্বরূপ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ইমানের অঙ্গ বিশেষ অজু, ইমান শব্দে নমাজও বাচ্য হইয়াছে। যথাবিহিত অঙ্গশুদ্ধিতে মহাফল, ইহাই এই বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। "অল্ হম্‌দো লেল্লাহ" এই বচনের অর্থ পরমেশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা। এই বাক্য একবার উচ্চারণে এরূপ মহাফল হয় যে, তাহাতে ক্রিয়াফলের তুলাযন্ত্র পূর্ণ হইয়া যায়। "সবহানাল্লার" অর্থ পবিত্র পরমেশ্বর, এই বচনে ও পূর্ব্বোক্ত বচনে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের অন্তর্গত সমুদায় স্থান পূর্ণ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ ঐশীস্বরূপের পবিত্রতা পরিঘোষণা করিতেছে, এবং সকলেই স্ব স্ব ভাবের রসনায় তাঁহার প্রদত্ত সম্পদের জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান ও তাঁহার প্রশংসা করিতেছে। নমাজ জ্যোতিঃ স্বরূপ, অর্থাৎ নমাজ পড়িলে মনের অন্ধকার দূর হয়, সত্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে, ঐশ্বরিক নিগূঢ় তত্ত্ব অন্তরে প্রতিভাত হয়। সেদকা প্রমাণস্বরূপ, অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দরিদ্রদিগকে দান কোনরূপ কপট ভাবে না হইলে ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রমাণস্বরূপ হয়।

[কোন উক্তিতে "লা এলাহ এল্লেল্লাহ ও আল্লাহো আকবর" বচন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থ সমুদায় পূর্ণ করে, এরূপ উল্লিখিত আছে। কিন্তু এই কথা সহিহ গ্রন্থদ্বয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেতাবোল্ হমিদী ও জামেয়াতেও ইহা পাওয়া যায় না, কেবল দারমী সবহানাল্লাহ ও অল্হম্দো লেল্লাহ" এই কথার পরিবর্ত্তে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে সেই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতেছি যদ্দ্বারা পরমেশ্বর তোমাদের অপরাধ বিলোপ করিবেন ও যদ্দ্বারা পদোন্নতি বিধান করিবেন।" পারিষদগণ বলিলেন, "হে প্রেরিত পুরুষ, তাহাই হউক।" তিনি বলিলেন, "(শৈত্যাদি) কষ্টের মধ্যে পূর্ণরূপে অজু করা এবং মস্জেদে বাহুল্যরূপে গমন ও নমাজান্তে অন্য নমাজের প্রতীক্ষা করা, ইহাই রবাত *।"—মো, তর।

[আনসের পুত্র মালেকের হদিসে "ইহাই রবাত, ইহাই রবাত" এইরূপ দ্বিরুক্তি আছে।]

ওস্মানের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, তাহার দেহ হইতে, তাহার অঙ্গুলি হইতে পর্য্যন্ত তাহার পাপ সকল বাহির হইয়া যায়।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন কোন মোসলমান ঈশ্বর-কিঙ্কর বা বিশ্বাসী (সন্দেহসূচক) অজু করিতে থাকে—যখন সে স্বীয় মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করে, উভয় চক্ষুতে যে সকল পাপ নিবদ্ধ ছিল, সেই সমস্ত পাপ জলের সঙ্গে বা শেষ জলবিন্দুর সঙ্গে বাহির হইয়া যায়, অনন্তর সে যখন স্বীয় করদ্বয় প্রক্ষালন করে তখন তাহার করদ্বয় হইতে সমুদায় পাপ—যাহা তাহার করদ্বয় ধারণ করিয়াছিল—জলের সঙ্গে

এইরূপ দানে বাস্তবিক ঈশ্বরকে দান করা হয়, তিনি তাহার প্রচুর পুরস্কার প্রদান করেন। ধৈর্য্য সূর্য্যকিরণস্বরূপ, অর্থাৎ পাপ হইতে ধৈর্য্য ধারণ করা—নিবৃত্ত হওয়া ; ধর্ম্মসাধনায় সহিষ্ণু হওয়া কিংবা বিপদ পরীক্ষায় ধৈর্য্য ধারণ করা, সাধকের জীবনে পূর্ণ জ্যোতির ন্যায় কার্য্য করে। সূর্য্যেরই পূর্ণ জ্যোতিঃ। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া কলাপের সফলতা এক ধৈর্য্যের উপর নির্ভর করে। এস্থলে নমাজ ও সেদ্কার উল্লেখ হইয়াছে, সুতরাং ধৈর্য্য অর্থে এই স্থলে সম্ভবতঃ রোজা হইবে। কোরাণ তোমার সম্বন্ধে বিক্রম স্বরূপ অর্থাৎ কোরাণ গ্রন্থ তোমার ও আমার জীবনের সহায়। যদি তুমি তদনুসারে জীবন যাপন কর সত্যবলে বলীয়ান্ হইবে।

* "রবাত" শব্দের প্রকৃত অর্থ এস্লাম ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সীমা রক্ষা করা, তাহাতে শত্রুকে প্রবেশ করিতে না দেওয়া। নমাজের প্রতীক্ষায় মস্জেদে স্থিতি করা যেন শয়তানকে অবরোধ করা। ইহাই এস্লাম ধর্ম্মের সীমা রক্ষা।

বা শেষ জলবিন্দুর সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। পরিশেষে যখন সে স্বীয় পদদ্বয় ধৌত করে তখন সমুদায় পাপ যাহা তাহার পদদ্বয় সঞ্চয় করিয়াছিল জলের সঙ্গে বা শেষ জলবিন্দুর সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। এত দূর হয় যে, সে পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইয়া বাহির হয়।"—মো।

ওস্‌মানের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যাহাদের নিকটে বিহিত নমাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন যাহারা তাহার সমুচিত অজু করিয়াছে, এবং তাহাতে কাতরতা প্রকাশ ও রকু করিয়াছে, * এমন কোন মোসলমান পুরুষ নাই যে পূর্ব্বে সে যে সকল পাপ করিয়াছে তাহাতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। গুরু পাপ ইহার মধ্যে গণ্য নয়। এই সাময়িক নমাজ সমুদায় লঘু পাপ ধ্বংস করে।"—মো।

ওস্‌মানের ক্রিয়া ;—তিনি এইরূপ অজু করিতেন, স্বীয় করতলদ্বয়ে তিন বার জলসেক করিতেন, তৎপর কুলকুচি ও নাসিকায় জল সেক করিতেন, তদনন্তর তিন বার মুখ প্রক্ষালন করিতেন, তৎপর দক্ষিণ হস্ত কফোণি পর্য্যন্ত তিন বার ধৌত করিতেন, তৎপর স্বীয় মস্তক আমর্শন করিতেন। তদনন্তর দক্ষিণ চরণ তিন বার তাহার পর বাম চরণ তিন বার ধৌত করিতেন। তৎপর তিনি বলিয়াছেন যে, আমার এই অজুর ন্যায় প্রেরিতপুরুষকে অজু করিতে দেখিয়াছি। পরে তিনি (হজরত) বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমার অজুর ন্যায় অজু করিয়াছে পরে দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছে, সেই উভয় রকাতের মধ্যে তাহার মন অন্য কোন বিষয় আলোচনা করে নাই, তাহার জন্য তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষমা হইয়াছে।"—উভয়।

আমেরের পুত্র ওক্‌বার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "এমন কোন মোসলমান নাই যে উত্তমরূপে অজু করে, তদনন্তর নমাজে স্থিতি করিয়া স্বীয় অন্তর্বাহ্যে কেব্‌লাভিমুখে দুই রকাত নমাজ পড়ে, অথচ তাহার জন্য স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ সমুচিত হয় না।"—মো।

ওমর এব্‌নোল্‌ খেতাবের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে সে পূর্ণরূপে অজু করিয়া বলিয়াছে, "আশহদো আন্‌ লা এলাহে এল্লেল্লাহ ও আন্‌ মোহম্মদ অব্‌দহো ও রসুলোহো" অন্য উক্তিতে "আশহদো আন্‌ লা এলাহে এল্লেল্লাহ ওহদহো ও লাশরিকো লহো, আশহদো আন্‌ মোহম্মদ অব্‌দহো রসুলোহো।" অথচ তাহার জন্য স্বর্গোদ্যানের আট দ্বার উন্মুক্ত হয় নাই। সে তাহার যে দ্বার দিয়া ইচ্ছা হয় প্রবেশ করিয়া থাকে †।"

* নমাজের এক অঙ্গ শেষ হইলে যে মস্তক অবনমন ও পৃষ্ঠদেশ কুব্‌জ করা হয় তাহাকে রকু বলে।

† আশহদো আন্‌ লা এলাহে, ইত্যাদির অর্থ আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, ঈশ্বর ভিন্ন

[মোসলেম স্বীয় সহিহ গ্রন্থে ও হমিদি আফরাদ মোসলেম গ্রন্থে এব্‌নোল্‌ আমির "জামে উল্‌ অসুল্‌" পুস্তকে উক্তরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং শেখ মহিয়োদ্দিন নওয়ী স্বীয় হদিসের শেষ ভাগে, "যাহা আমরা দেখিয়াছি তাহাতে" এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। অপিচ তরমোজী "হে পরমেশ্বর, আমাকে অনুতাপকারীদিগের অন্তর্গত কর" অধিকন্তু এই উক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। মহিয়োস্‌সোন্নত "সহাহে" যে হদিসের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে এই কথার শেষ পর্য্যন্ত।]

আবুহোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমার মণ্ডলী অজুর নিদর্শনানুসারে কেয়ামতের দিনে অগ্রণীরূপে আহূত হইবে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই প্রাধান্য লাভ করিতে সুক্ষম হয় সে যেন করে।"—উভয়।

অবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন,"যে স্থলে পূর্ণ অঙ্গসংস্কার (অজু) হয় সে স্থানেই বিশ্বাসীর পূর্ণ অলঙ্কার।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সোবানের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা নমাজে ঠিক থাক, কখন অপারগ হইও না, জানিও তোমাদের কার্য্যের মধ্যে নমাজ শ্রেষ্ঠ হয়, বিশ্বাসী লোক ভিন্ন অন্যে অজুর পূর্ণতা রক্ষা করে না।"—আহ, এব্‌নমা, দার।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শুদ্ধরূপে অজু করিয়াছে, তাহার জন্য দশটি কল্যাণ লিখিত হইয়াছে।"—তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "স্বর্গলোকের দ্বারের কুঞ্চিকা নমাজ এবং নমাজের কুঞ্চিকা জলসংস্কার (অজু)।"—আহ।

আবু রওহার পুত্র শরিব হজরতের একজন পারিষদ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন যে, একদা প্রেরিত পুরুষ নিশান্ত কালীন নমাজ পড়েন, তখন কোরাণের রুম সুরা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ হয়। যখন নমাজ সমাপ্ত করিলেন, তখন বলিলেন, "এ কি ব্যাপার লোক সকল আমার সঙ্গে নমাজ পড়ে অথচ উপযুক্ত

উপাস্য নাই, এবং (আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি) যে, মোহম্মদ তাঁহার দাস ও তাঁহার প্রেরিত। ওহদোহো লা শরিকোলহু" ইহার অর্থ তিনি একমাত্র অংশিবিহীন।

অজু করে না, সেই সকল লোকই আমাদের সম্বন্ধে কোরাণে ভ্রান্তি জন্মায় ইহা ভিন্ন নহে।"—নেসা।

সোলয়ম পরিবারের একব্যক্তির (একজন পারিষদের) উক্তি ;—এই পাঁচটী কথা প্রেরিত পুরুষ আমার অঙ্গুলিযোগে বা তাঁহার অঙ্গুলিযোগে গণনা করিয়াছিলেন, (১) তস্‌বিহ (সবহানাল্লা বলা) তুলাযন্ত্রের অর্দ্ধাংশ হয়, (২) অল্‌হম্‌দোলেল্লাহে তাহাকে পূর্ণ করে। (৩) তকবির (আল্লাহো আকবর বলা) স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যে যে কিছু আছে তাহা পূর্ণ করিয়া থাকে। (৪) রোজা ধৈর্য্যের অর্দ্ধাংশ, (৫) এবং তহুর ইমানের অর্দ্ধাংশ হয় *।"—তর।

[তরমোজি এই হদিসকে হসন বলিয়াছেন।]

অবদোল্লা সোনাবেহীর উক্তি † ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "কোন বিশ্বাসী ঈশ্বরকিঙ্কর অজু করিতে যখন কুলকুচি করে তখন তাহার মুখ হইতে পাপ সকল বিনির্গত হয়, এবং যখন নাসিকা মুক্ত করিতে থাকে তখন তাহার নাসারন্ধ্র হইতে পাপ-পুঞ্জ নিঃসৃত হয় ও যখন মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করে তখন নেত্রের রোমকূপ পর্য্যন্ত হইতে মুখমণ্ডলের কলঙ্কপুঞ্জ বিনির্গত হইয়া থাকে, এবং যখন হস্তদ্বয় ধৌত করে তখন তাহার হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিমূল পর্য্যন্ত হইতে তাহার হস্তদ্বয় সম্বন্ধীয় পাপরাশি বিনিঃসৃত হয়, পরে যখন সে স্বীয় মস্তক আমর্শন করে তখন তাহার কর্ণযুগল পর্য্যন্ত হইতে মস্তক সম্বন্ধীয় মালিন্য নিষ্কাসিত হয়, অবশেষে যখন চরণদ্বয় প্রক্ষালন করে তখন তাহার চরণদ্বয়ের অঙ্গুলিপুঞ্জ পর্য্যন্ত হইতে চরণ সম্বন্ধীয় অপরাধ সকল নির্গত হয়। তদনন্তর সে মস্‌জেদে গমন করিলে তাহার অতিরিক্ত নমাজ হয়।"—মালেক, নেসা।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—একদা হজরত মোহম্মদ মোকবরাতে (গোরস্থানে) আসিয়া বলিয়াছিলেন, "হে বিশ্বাসিমণ্ডলীর নিকেতননিবাসিগণ, তোমাদের প্রতি সেলাম, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব। আমার আকাঙ্ক্ষা

---

* রোজা ধৈর্য্যের অর্দ্ধাংশ। যে হেতু পাপ হইতে বিরতি ও সাধনাতে যত্ন ও আসুরক্তি ও নিষ্ঠাপ্রাবল্যবশতঃ ইমানে ধৈর্য্যের পূর্ণতা হয়। কামনার বিনাশ ও বিরুদ্ধাচারে রোজার ক্ষমতার প্রসারপ্রযুক্ত রোজাকে ধৈর্য্যের অর্দ্ধাংশ বলা হইয়াছে। তহুর অর্থাৎ অঙ্গশুদ্ধি যে ইমানের অর্দ্ধাংশ পূর্ব্ব হদিসে তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে।

† সোনাবেহী জাহেরবতলীর পুত্র ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়া অবদোল্লাকে সোনাবেহী বলা হইয়াছে। লোকে ইহাকে আবু অবদোল্লাও বলিত। কেহ কেহ বলেন, অবদোল্লা সোনাবেহী হজরতের পারিষদ ছিলেন, আবু অবদোল্লা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি তাহার পরোক্ষ অনুগামী ছিলেন।

যে স্বীয় ভ্রাতাদিগকে দেখি।" সঙ্গী পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, আমরা কি আপনার ভ্রাতা নহি?" তিনি বলিলেন, "তোমরা আমার সহচর, যাহারা এ পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারাও আমার ভ্রাতা।" পরে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,"প্রেরিত পুরুষ, যে জন (এক্ষণ পৃথিবীতে) উপস্থিত হয় নাই আপনি স্বীয় মণ্ডলীর সেই লোককে পরে কেমন করিয়া চিনিবেন?" তখন তিনি বলিলেন, "যদি কোন ব্যক্তির এরূপ অশ্ব হয় যে তাহার চরণচতুষ্টয় শুভ্র ও ললাট শুভ্র, বল, সে কি অন্য কৃষ্ণ বর্ণ অশ্ব সকলের মধ্য হইতে আপনার সেই অশ্বকে চিনিয়া লইতে পারে না?" তাঁহারা বলিলেন,"হাঁ প্রেরিত পুরুষ, চিনিবে।" তিনি বলিলেন,"পরে নিশ্চয় তাহারাও অঙ্গসংস্কারপ্রযুক্ত শুভ্রশিরা শুভ্রপাদ তুরঙ্গমের ন্যায় চিহ্নিত হইয়া উপস্থিত হইবে। আমি দিব্য সরোবরের কুলে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইব।"

আবুদ্দরদার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"কেয়ামতের দিন সেজদা(নমস্কার) করিতে যাহাকে প্রথম আদেশ করা হইবে আমিই সেই ব্যক্তি, এবং যাহাকে সেজদা হইতে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিবার জন্য প্রথম আদেশ করা হইবে আমিই সেই ব্যক্তি। অনন্তর আমার সম্মুখে যাহারা থাকিবে আমি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিব। তখন আমি বহুমণ্ডলীর মধ্য হইতে স্বীয় মণ্ডলীকে চিনিয়া লইব, এবং স্বীয় পশ্চাদ্ভাগ হইতে এইরূপে চিনিব ও স্বীয় দক্ষিণ ভাগ হইতে এই প্রকারে চিনিয়া লইব ও স্বীয় বাম ভাগ হইতে এইরূপে চিনিব।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, আপনি কেমন করিয়া চিনিয়া লইবেন?" তিনি বলিলেন, "তাহারা অঙ্গসংস্কারের নিদর্শনে শ্বেতশিরা ও শ্বেতপাদ অশ্বস্বরূপ হইবে, তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ নহে। তাহাদের দক্ষিণ হস্তে তাহাদের যে কার্য্যলিপি থাকিবে তাহাতে তাহাদিগকে চিনিয়া লইব ও তাহাদের অগ্রে অগ্রে তাহাদের সন্তানগণ বিচরণ করিবে, তাহাতে তাহাদিগকে চিনিয়া লইব *।"—আহ।

---

* কেয়ামতের দিনে প্রথম নমস্কার ইত্যাদির বিবরণ শফায়েত সম্বন্ধীয় হদিসে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। সংক্ষেপতঃ এই বলা যায় যে, পরলোকে হজরত মোহম্মদ পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়াই প্রণত হইবেন, সাত দিন পর্য্যন্ত সেই ভাবে থাকিবেন। পরে আদেশ হইবে যে প্রিয় মোহম্মদ, তুমি মস্তক উত্তোলন কর, যাহা তোমার প্রার্থনীয় তাহা প্রার্থনা কর। তখন তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া শফায়েত (মণ্ডলীর অপরাধ ক্ষমা) বিষয়ে নিবেদন করিবেন। হস্তে কার্য্যলিপি, অগ্রভাগে সন্তানগণ এস্‌লামমণ্ডলীর বিশেষ লক্ষণ হইবে, অন্য মণ্ডলীসকলের এরূপ লক্ষণ থাকিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অজু (অঙ্গশুদ্ধি) সম্বন্ধে কি কি সমুচিত।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"যে ব্যক্তির অজু ভঙ্গ হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত সে পুনর্ব্বার অজু না করে তাহার নমাজ গৃহীত হয় না *।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, অঙ্গশুদ্ধি ব্যতীত নমাজ গৃহীত হয় না, এবং অবৈধ সম্পত্তি হইতে যে সেদকা (ধর্ম্মার্থ দান) হয় তাহা গৃহীত হয় না।"—মো।

আলির উক্তি;—* * * ।"—

আবু হোরয়রার উক্তি;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, যাহা অগ্নিসংস্পৃষ্ট বস্তু তোমরা তাহাতে অজু করিও †।"—মো।

সমরার পুত্র জাবেরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষকে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ছাগমাংস ভক্ষণের পর কি আমরা আচমন করিব না?" তিনি বলিয়াছিলেন, "ইচ্ছা হইলে আচমন করিও, ইচ্ছা না হইলে করিও না। পুনর্ব্বার সে প্রশ্ন করিয়াছিল, "উষ্ট্র মাংস ভক্ষণে কি আচমন করিব না?" তিনি বলিলেন,"হাঁ করিবে।" পরে সে উষ্ট্রমাংস ভক্ষণে আচমন করিল। পরিশেষে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ছাগপশুর বাসস্থানে কি নমাজপড়িব?" তিনি হাঁ বলিলেন। পুনর্ব্বার সে প্রশ্ন করিয়াছিল, "উষ্ট্রের বাসস্থানে কি নমাজ পড়িব?" তিনি না বলিলেন।"—মো।

---

* জল দ্বারা অঙ্গশুদ্ধি হয়, জলের অভাব হইলে মৃত্তিকা সংঘর্ষণে অঙ্গশুদ্ধি হইতে পারে। জল ও মৃত্তিকা দুইয়ের অভাব হইলে অজু না করিয়া উপযুক্ত সময়ে নমাজ পড়াতে দোষ নাই। অন্যথা করিলে নমাজ ভঙ্গ হয়। কেহ কেহ বলেন, অজু করিতে না পারিলে সাময়িক নমাজ পড়িবে না। জল ও মৃত্তিকার অভাব হইলে অজু না করিয়া নমাজ পড়িবে এইরূপ কাহার কাহার মত আছে।

† এস্থলে অজু অর্থে খাদ্য বস্তুর তৈলাক্ত ভাগ দূর করিবার জন্য হস্ত মুখ প্রক্ষালন। ইহাকে ভোজ্য প্রক্ষালন বা আচমন বলে। অন্যবিধ অজু নমাজসম্বন্ধীয় অজু। পূর্ব্বে ভোজনান্তে আচমন (অজু) করার বিধি ছিল, পরে সেই বিধি খণ্ডিত হয়। মসাবিহ গ্রন্থকার মহিয়োস্যোন্নত শরেহঃসোন্নত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, অগ্নিপক্ক বস্তু ভোজন করার পর অজু করার বিধি যে এই হদিসে হইয়াছে অপর হদিসে এই বিধি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সেই হদিস আবুদাউদ ও এব্‌নমাজ্‌ এবং এব্‌ন অব্বাস কর্ত্তৃক বিবৃত, উহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে প্রেরিত পুরুষ একদা ছাগ মাংস ভক্ষণ করেন, পরে অজু না করিয়া নমাজ পড়েন। ছাগ-

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, * * *

অব্বাসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, পরে কুল কুচি করেন, এবং বলেন, "ইহাতে চর্ব্বি আছে।"—উভয়।

বোরয়দার উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বিজয় লাভের দিন এক অজুতে কয়েকবার নমাজ পড়িয়াছিলেন ও স্বীয় মুজাদ্বয়ে হস্তামর্শন করিয়াছিলেন। তখন ওমর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি আজ এমন এক কাজ করিলেন যাহা কখন করিতেন না।" তখন তিনি বলিলেন, "ওমর, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা করিয়াছি† ।"—মো।

নোমানের পুত্র সোওয়দের উক্তি ‡ ;—যে বৎসর খয়বরে সংগ্রাম হয় সোওয়দ হজরতের সঙ্গে মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি বলিতেছিলেন, "যখন খয়বরের সন্নিহিত সব্‌হা গ্রামে উপস্থিত হওয়া গেল, তখন হজরত অসরের নমাজ পড়িলেন, তদনন্তর তিনি সঙ্গের খাদ্য দ্রব্য চাহিলেন। সক্তু ব্যতীত অন্য কিছু আনা হয় নাই দেখিয়া সেই সময় তাঁহার আদেশে উহা সিক্ত করা হইল, পরে প্রেরিত পুরুষ তাহা ভক্ষণ করিলেন, আমরাও ভক্ষণ করিলাম। তৎপর তিনি পশ্চিমাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া কুলকুচি করিলেন, অজু করিলেন না।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন ; * *

আলির উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, * *।"

আলির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "অঙ্গশুদ্ধি নমাজের কুঞ্চিকাস্বরূপ, এবং তকবির তৎসম্বন্ধে তহরিম, (অবৈধ হয়), তস্‌লিম তৎপক্ষে তহলিল (বৈধ)

মাংস দুর্গন্ধ নয় বলিয়া তদ্ভক্ষণে আচমন করার বিধি নাই, উষ্ট্রমাংস ভক্ষণ করিয়া আচমন করিতে হয়।

* ইনি হজরতের একজন পারিষদ, মক্কা হইতে মদিনা প্রস্থান কালে পথে হজরতের নিকটে ইনি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি খয়বরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। অন্যত্র ইঁহার অপর বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

† হজরতের এই নিয়ম ছিল যে, তিনি প্রত্যেক নমাজের জন্য স্বতন্ত্র অজু করিতেন, কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য রণবিজয়ের দিনে এক অজুতে বহু নমাজ পড়িতেন।

‡ ইনি আন্‌সার দলস্থ হজরতের একজন পারিষদ। ইনি ওহদের সংগ্রামে ও অন্য অনেক সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মদিনাবাসীদিগের মধ্যে ইহাঁর হদিস প্রচার হয়।

হয় * ।"—আবুদা, তর ; আবুহোরয়রা হইতে দারমি এবং আবু হোরয়রা ও আবু সয়িদ হইতে এব্ নমাজ অবগত হইয়া বলিয়াছেন।

তলকের পুত্র আলির উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, * * *।"

আবু সুফিয়ানের পুত্র মাবিয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, * * *।"

আলির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিাছেন, * * *।"

আন্সের উক্তি ; * * *।

এব্ন অব্বাসের উক্তি * * *।

আনসের পুত্র তলকের উক্তি ; * * *।

আয়শার উক্তি—* * * †।

এব্ন অব্বাসের উক্তি ,—একদা প্রেরিত পুরুষ ছাগের স্কন্ধ দেশের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তৎপর স্বীয় হস্ত আপনার পদতলস্থ কম্বলে সংঘর্ষণ করিয়া নমাজে প্রবৃত্ত হইলেন, আচমান্ করেন নাই ‡।"—আবুদা, এব্নমা।

ওম্মসোলমার উক্তি ;—আমি কুক্ষি দেশের মাংস ভাজা হজরতের নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলাম, তিনি তাহা ভক্ষণ করেন, তৎপর আচমন না করিয়া নমাজে প্রবৃত্ত হন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু রাফেয়ার উক্তি §;—আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, একদা আমি

---

* পূর্ব্বে নমাজান্তে সেলাম করার নিয়ম ছিল না, পরে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা বিধির মধ্যে গণ্য নয়, উচিত বলিয়া গণ্য। ইচ্ছাপূর্ব্বক সেলাম না করিলে নমাজ ব্যর্থ হয় না, তাহার কিছু হানি হয়। নমাজে ভুল হইলে ভুলের জন্য নমস্কার করা কর্ত্তব্য। ঐশ্বরিক বিধি তাহাকে বলে যাহা না হইলে নমাজ ব্যর্থ হয়। উহা যে বিধি বা নির্দ্ধারণ নয় তাহার প্রমাণ এই যে, হজরত এক জন আরব্য যাযাবরকে নমাজ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সেলামের উল্লেখ করেন নাই। ঈশ্বরের আদেশ বা বিধি হইলে তিনি অবশ্য তাহার উল্লেখ করিতেন। নমাজান্তে তকবির বলা নিষিদ্ধ।

† এই কয়টি হদিসে অশ্লীল পূর্ণ ও লজ্জাজনক ভাব ছিল বলিয়া তদ্বিবরণ অনুবাদিত হয় নাই। এই সকল হদিসের মর্ম্ম অবগত হইতে যাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা তাঁহারা স্বয়ং সুক্ষম হইলে মূল গ্রন্থ পাঠ করিবেন, নচেৎ কোন মৌলবীর সাহায্যে অবগত হইবেন।

‡ ইহা দ্বারা এই উপলব্ধি হইতেছে যে হস্তে ও মুখে সংলিপ্ত না হয় এমন অগ্নিপক্ক বস্তু ভক্ষণ করিলে আচমন করার প্রয়োজন করে না।

§ আবু রাফেয়া হজরতের দাস ছিল। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিশ্বাস প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে।

হজরতে জন্য ছাগের উদরস্থ মাংস ভাজিয়াছিলাম, তিনি তাহা ভক্ষণ করেন তদনন্তর আচমন না করিয়া নমাজ পড়েন।—মো।

আবু রাফেয়া, হইতে;—হজরতকে এক ছাগ পশু উপহার দেওয়া হইয়াছিল। আবুরাফেয়া তাহা পাকস্থালীতে রন্ধন করে। তখন হজরত গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এবু রাফেয়া, একি?" সে বলে, "প্রেরিত পুরুষ, ছাগমাংস। আমাদের জন্য ইহা উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছে। আমি ইহা রন্ধনস্থালীতে রন্ধন করিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "আবু রাফেয়া, আমাকে সম্মুখের একটি পা প্রদান কর," তখন সে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিল. পুনর্ব্বার বলিলেন, "আমাকে সেই আর একটি পা প্রদান কর।" তখন তাঁহাকে সেঅপর সম্মুখের পা অর্পণ করিল। তদনন্তর তিনি বলিলেন,"আর একটি সেই পা আমাকে প্রদান কর।" তখন সে তাঁহাকে বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, "ছাগের সম্মুখের পা দুইটি মাত্র, এতদ্ভিন্ন নহে।" তাহা শুনিয়া প্রেরিত পুরুষ তাহাকে বলিলেন, "জানিও, যদি তুমি চুপ করিতে তবে অবশ্য একটি পার পর আর একটি সম্মুখের পা আমাকে প্রদান করিতে পারিতে, তুমি চুপ কর নাই *।" তৎপর জল চাহিলেন, অবশেষে কুলকুচি করিলেন, এবং স্বীয় অঙ্গুলির পার্শ্বভাগ ধৌত করিলেন, তৎপর দণ্ডায়মান হইলেন ও নমাজ পড়িলেন, যখন তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাহাদের নিকটে শীতল মাংস প্রাপ্ত হইলেন। তাহা ভক্ষণ করিলেন। তৎপর মস্‌জেদে প্রবেশ করিয়া নমাজ পড়িলেন, কখন জল স্পর্শ করেন নাই।"—আহ; আবু ওবয়দা হইতে দারমী অবগত হইয়া বলিয়াছেন, কিন্তু জল চাহিলেন ইত্যাদির উল্লেখ করেন নাই।

মালেকের পুত্র আনসের উক্তি;—আমি ও ওব্বি এবং আবু তল্‌হা বসিয়া মাংস ও রুটি ভক্ষণ করিয়াছিলাম, তৎপর আমি আচমন করিতে চাহিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন, "আচমন করিও না।" আমি বলিলাম, আমরা যাহা ভক্ষণ করিলাম ইহা যে অন্ন। তখন তাঁহারা বলিলেন, "তুমি কি বিশুদ্ধ বস্তুর জন্য আচমন করিবে? তজ্জন্য কখন আচমন করিও না, ইহা তোমার সম্বন্ধে শুভ জনক।"—আহ।

এব্‌ন ওমর;— * * *।

এব্‌ন মস্‌উদ;— * * *।

এব্‌ন ওমর;— * * *।

আবদোল্‌ আজিজের পুত্র ওমর ভমিমোদ্দারী হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন;

---

* অর্থাৎ কথিত আছে আবু রাফেয়া চুপ করিয়া থাকিলে হজরতের ইচ্ছানুসারে পুনঃ পুনঃ ছাগের সম্মুখের পা আরও পাওয়া যাইত, এবং একটী অলৌকিক ক্রিয়া হইত।

প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "শারীরিক সকল প্রকার শোণিতপাতের জন্য অজু আবশ্যক।"—দার কো।

[দারকোতনি বলিয়াছেন যে, তমিমদ্দারী হইতে আবদোল্ আজিজের পুত্র ওমর এই হদিস শ্রবণ করেন নাই। তমিমোদ্দারী হজরতের একজন সহচর ছিলেন, উক্ত ওমর তাঁহাকে দর্শন করেন নাই। যেহেতু খলিফা আলির নেতৃত্বকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, এবং ওমর ৭৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শৌচক্রিয়া সম্বন্ধীয় নীতি *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু আয়ুবোল্ আন্সারীর উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ মলমূত্রত্যাগের স্থানে উপস্থিত হয় তখন সে যেন কেব্লাভিমুখীন হইয়া না বসে, এবং তাহার দিকে যেন পৃষ্ঠ স্থাপনও না করে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাভিমুখী বা পশ্চিমাভিমুখী হয় †।—উভয়।

[শেখ এমাম মহিয়োঃসোন্নত বলিয়াছেন যে, প্রান্তরসম্বন্ধীয় এই হদিস, কিন্তু প্রাচীরে বেষ্টিত স্থানে কেব্লাভিমুখে বা কেব্লাকে পশ্চাৎ করিয়া শৌচ ক্রিয়ায় বসিতে দোষ নাই। অবদোল্লা এব্ন ওমর বলিয়াছেন, যে, "একদা আমি কোন প্রয়োজনবশতঃ হজরতের সহধর্ম্মিণী হফসার গৃহের ছাদের উপর আরোহণ করিয়াছিলাম। তখন দেখিয়াছিলাম যে, উত্তর দিকে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া কেব্লাভিমুখীন হইয়া হজরত শৌচ কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন।]

সোলমানের উক্তি ‡;—প্রেরিত পুরুষ কেব্লাভিমুখে মলত্যাগ ও মূত্রত্যাগে,

---

* এস্থলে মলত্যাগ ও মূত্রত্যাগ এই উভয় সম্বন্ধীয় শৌচ ক্রিয়া বুঝাইবে।

† যদভিমুখে মোসলমানেরা দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়ে তাহাকে কেব্লা বলে। মোসলমানদিগের কেব্লা মক্কা নগরস্থ কাবা মন্দির। মদিনার দক্ষিণাংশে মক্কা, তজ্জন্য মদিনানিবাসিগণ দক্ষিণাভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়িয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষবাসিদিগের পক্ষে কাবা পশ্চিম দিকে, সুতরাং এ দেশীয় মোসলমানগণ পশ্চিমাভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়েন।

‡ সোলমান হজরতের একজন প্রধান সহচর ছিলেন। ইনি পারস্য দেশীয় লোক ছিলেন। ইহাঁর বৃত্তান্ত স্থলান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে।

অপিচ দক্ষিণ হস্তে কিংবা তিনের ন্যূন প্রস্তরখণ্ডে মল পরিষ্কার করিতে ও পশুর শুষ্ক বিষ্ঠা এবং অস্থিখণ্ডযোগে পরিষ্কার করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন *।

আনসের উক্তি ;—যখন শৌচভূমিতে হজরত উপস্থিত হইতেন, তখন বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, অশুচি ও অশুদ্ধ বস্তু সকল হইতে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—উভয়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—একদা প্রেরিত পুরুষ দুইটি কবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয় এই দুই কবরবাসী দণ্ডিত হইতেছে।" ইহাদের এক-জন প্রস্রাব করিতে আচ্ছাদন করিত না, (অন্য উক্তিতে মোস্‌লেমের হদিসে প্রস্রাব করিতে যাইয়া শুদ্ধ হইতে চাহিত না, এরূপ উল্লেখিত।) এবং অপর ব্যক্তি বাক্যের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লোকের নিকটে যাইত।" তৎপর তিনি খোর্ম্মাতরুর একটি সরস শাখা গ্রহণ করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, পরে এক একটি ভাগ এক এক কবরে প্রবেশিত করিলেন। ইহা দেখিয়া পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করেন, "প্রেরিত পুরুষ, এরূপ করিলেন কেন ?" তখন তিনি বলেন, "হয়তো যে পর্য্যন্ত ইহা শুষ্ক না হয় ইহাতে তাহাদের শাস্তি লঘু হইবে †।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা দুইটি দুষণীয় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিও।" সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, সেই দুই কার্য্য কি ?" তাহাতে তিনি বলেন, "লোকের গম্য পথে বা তাহাদের ছায়াযুক্ত স্থানে (বিশ্রামক্ষেত্রে) শৌচ কার্য্য করা।"—মো।

আবু কেতাদার উক্তি ‡ ;—হজররত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ জল পান করে সে যেন জলপাত্রে নিঃশ্বাসত্যাগ না করে, * * *।" উভয়।

---

* অর্থাৎ হজরত কেব্‌লাভিমুখে বসিয়া মল মূত্রত্যাগে নিষেধ করিয়াছেন। বাম হস্তে প্রস্তর খণ্ড ধারণ করিয়া প্রস্রাব পরিষ্কার করিতে বিধি দিয়াছেন। দক্ষিণ হস্তে প্রস্তর ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অন্যূন তিনটি প্রস্তর খণ্ড হওয়া আবশ্যক। আরব্য হজর শব্দের অর্থ প্রস্তর খণ্ড, কিন্তু ভাষ্যকার এস্থানে তাহার অর্থ "কলুখ" লিখিয়াছেন। কলুখ শব্দে মাটীর ঢেলা বুঝায়। প্রস্তর বা মৃৎখণ্ড স্থলে কোনরূপ শুষ্ক পুরীষ বা অস্থিখণ্ড ব্যবহার করা নিষেধ।

† সরস শাখাখণ্ড সমাধিগর্ভে প্রোথিত করার উদ্দেশ্য এই হইতে পারে যে, কোরাণের আয়তবিশেষে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সতেজ তরুশাখা ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন ও স্তব স্তুতি করিয়া থাকে, অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা ও অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ জীবন্ত বৃক্ষ ইত্যাদি। শাখা তরু হইতে ছিন্ন হইয়াও যে পর্য্যন্ত সরস থাকে সে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলা প্রকাশ করে। সজীব তরু শাখায় ঈশ্বরের মহিমা দর্শনে মৃত ব্যক্তির যন্ত্রণার লাঘব হইবে এস্থলে এই ভাব।

‡ আবুকেতাদা নেমান আনসারীর পুত্র। ইনি হজরতের সঙ্গে সমুদায় যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। বদরের বা ওহদের সংগ্রামে ইনি নয়নে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। হজরতের

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অজু করিবে সে যেন নাসিকা শ্লেষ্মামুক্ত করে, এবং যে ব্যক্তি মূত্রত্যাগ করিবে সে যেন অন্যূন তিনটি প্রস্তর খণ্ডযোগে পরিষ্কার করে।"

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন শৌচভূমিতে যাইতেন তখন আমি জল-পাত্র ও অঞ্জা বহন করিতাম, এবং এক বালক বহন করিত, তিনি প্রস্রাবান্তে জল সংযোগ করিতেন * ।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন শৌচভূমিতে যাইতে উদ্যত হইতেন, তখন অঙ্গুরীয়ক উন্মোচন করিতেন † ।"—আবুদা, নেসা তর।

[তরমোজি এই হদিসকে হসন, সহিহ ও গরিব বলিয়াছেন। আবুদাউদ এই হদিসকে মন্‌কর বলিয়াছেন। নেসায়ী এ সকলের কিছুই বলেন নাই। আবু দাউদ "উন্মোচন করিতেন" এই কথার পরিবর্ত্তে "রাখিয়া দিতেন" বলিয়াছেন।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত যখন (শৌচ নিমিত্ত) প্রান্তরে যাইতেন তখন এত দূর যাইতেন যে, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইত না।—আবুদা।

আবুমুসার উক্তি ;—একদিন আমি হজরতের সঙ্গে ছিলাম, তিনি প্রস্রাব করিতে ইচ্ছু হন, তখন তিনি প্রাচীরের মূলে কোমল সমতল ভূমিতে উপস্থিত হইয়া মূত্রত্যাগ করেন। তৎপর বলেন, "যদি তোমাদের কেহ প্রস্রাব করিতে চাহে, তবে সে যেন স্বীয় মূত্রত্যাগের জন্য ঈদৃশস্থল খুঁজিয়া লয়।"—আবুদা।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন শৌচক্রিয়ার চেষ্টা করিতেন, তখন যে পর্য্যন্ত শৌচভূমির সন্নিহিত না হইতেন আপন বস্ত্র উত্তোলন করিতেন না।—তর, আবুদা, দার।

অলৌকিক শক্তিতে ইঁহার চক্ষু প্রকৃতিস্থ হয়। আবু সয়িদ খোদরী ইহাঁর ভ্রাতা ছিলেন। ২৩ সালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। আবুকেতাদা আন্‌সারী সোলমানামক ইজরতের এক জন পারস্য দেশীয় পারিষদ ছিলেন। তিনি অধিকাংশ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৫৪ সালে কেহ কেহ বলেন আলির নেতৃত্ব কালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দুই আবুকেতাদার কোন আবু-কেতাদা এই হদিসের বক্তা নিশ্চয় জানা যায় না।

* অঞ্জা যষ্টিবিশেষ, সেই যষ্টির আঘাতে শক্ত ভূমিকে কোমল বা মৃৎখণ্ড সকলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইত। প্রথমতঃ মৃৎখণ্ড পরে জল সংযোগ করা হইত। ' বালকটি এব্‌ন মস্‌উদ।

† হজরতের অঙ্গুরীয়কে "মোহম্মদ রসুলাল্লাহ', এই কথা অঙ্কিত ছিল। উক্ত অঙ্গুরীয়কের সম্মানার্থ তিনি তাহা শৌচাগারে লইয়া যাইতেন না।

আবুহোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "স্বীয় পুত্রের সম্বন্ধে পিতা যেরূপ, আমি তোমাদের সম্বন্ধে তদ্রূপ, ইহা ভিন্ন নহে। আমি তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, যখন তোমারা শৌচভূমিতে উপস্থিত হইবে,তখন কেব্‌লাভিমুখীন হইয়া বসিও না, এবং তাহার দিকে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়াও বসিও না।" অপিচ তিনি তিনটি উপলখণ্ড ব্যবহারের আদেশ করিয়াছিলেন,এবং পশুর পুরীষপিণ্ড ও অস্তি খণ্ড ব্যবহারে নিষেধ করিয়াছেন, অপিচ দক্ষিণ হস্তে অশুচি অঙ্গ পরিষ্কার করিতে পুরুষকে নিষেধ করিয়াছেন। (স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও এই বিধি)।"—এব্‌নমা, দারমি।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষের দক্ষিণ হস্ত স্বীয় খাদ্য ও পবিত্র বস্তুর জন্য এবং তাঁহার বাম হস্ত শৌচক্রিয়ার জন্য ও যাহা ঘৃণ্য তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল —আবুদা।

আয়াশার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, যখন তোমাদের কেহ শৌচভূমিতে যায় তখন সে যেন তিনটি প্রস্তর খণ্ড তদ্দ্বারা অঙ্গ পরিষ্কার করিতে নিজের সঙ্গে লইয়া যায়, যেহেতু উহা তাহার সম্বন্ধে জলের কার্য্য করে *।"—আহ, আবুদা, নেসা, দার।

এব্‌নমস্‌উদের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "তোমরা পশুর শুষ্কবিষ্ঠা ও অস্থি শৌচ ক্রিয়ায় ব্যবহার করিও না, যেহেতু উহা তোমাদের ভ্রাতা উপদেবতাদিগের খাদ্য।"—তর, নেসা।

["যেহেতু উহা তোমাদের ভ্রাতা উপদেবতাদিগের খাদ্য" নেসায়ী এই কথার উল্লেখ করেন নাই।]

সাবেতের পুত্র রোও অফেয়ার উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, "হে রোওঅয়ফেয়া, আমার মৃত্যুর পর তুমি দীর্ঘ কাল বাঁচিবে, তখন যে ব্যক্তি শ্মশ্রুকে গ্রন্থিযুক্ত করিবে বা ধনুগুণ আলম্বিত করিবে, কিংবা পশুর পুরীষে বা অস্থিখণ্ডে শৌচক্রিয়া করিবে তাহাকে তুমি বলিও যে মোহম্মদ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ‡।"—আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"যে ব্যক্তি নেত্রে অঞ্জন সংলগ্ন

---

* প্রস্তর খণ্ডে বা ঢেলায় অঙ্গ পরিষ্কার হইলে আর জলের প্রয়োজন হইত না। আরবের অনেক স্থলে জলের অপ্রতুলতা, তজ্জন্য এই বিধি। জল ব্যবহার করা যে আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য।

† রো অওয় ফেয়া হজরতের এক জন সহচর ছিলেন। ইনি তরাব্লিসের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তুরস্ক দেশে ৫৬ সালে পরলোক প্রাপ্ত হন।

‡ শ্মশ্রু গ্রন্থিযুক্ত করিবে অর্থে বিলাসিতাপ্রযুক্ত তরঙ্গাকারে বক্রভাবে শ্মশ্রু বিন্যাস করিবে,

করিবে সে যেন অযুগ্মরূপে সংলগ্ন করে; যে জন তাহা করিবে সে সত্যই উত্তম কাজ করিবে, এবং কেহ না করিলে ক্ষতি নাই, পরন্তু যে ব্যক্তি শৌচ ক্রিয়ায় প্রস্তর ব্যবহার করিবে,সে যেন অযুগ্মরূপে করে. যেজন তাহা করিবে সে সত্যই উত্তম কাজ করিবে,এবং কেহ তাহা না করিলে ক্ষতি নাই। অপিচ যে ব্যক্তি ভোজন করিবে, দন্তকাষ্ঠযোগে দন্ত হইতে যাহা নির্গত হয় সে যেন তাহা নিক্ষেপ করে ও যাহা রসনাযোগে মুখ প্রান্ত হইতে সংগ্রহ করিবে তাহা যেন অধঃকরণ করে। যে জন তাহা করিবে সে উত্তম কাজ করিবে, কেহ তাহা না করিলে ক্ষতি নাই। পরন্তু যে ব্যক্তি শৌচভূমিতে উপস্থিত হয় সে যেন আচ্ছাদন স্থাপন করে, যদি বালুকাপুঞ্জ সংগ্রহ করা ব্যতীত আচ্ছাদন ঘটিয়া না উঠে তবে তাহার দিকে যেন পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া বসে; নিশ্চয় শয়তান মনুষ্যের উপবেশনস্থানে আমোদ করিয়া থাকে, যেজন তাহা করিবে উত্তম কাজ করিবে, কেহ না করিলে ক্ষতি নাই * ।"—আবুদা, এব্ন মা, দার।

মোগফ্ফলের পুত্র অবদোল্লার উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যেন স্নানাগারে প্রস্রাব না করে, তদনন্তর সে তথায় স্নান করিবে, অথবা অজু করিবে। পরন্তু নিশ্চয় সাধারণতঃ ইহা হইতেই পাপপ্রবৃত্তির উদ্রেক হয় ‡।"—আবুদা, তর, নেসা।

বা সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য শ্মশ্রুপুঞ্জে গ্রন্থি স্থাপন করিবে, ধনুর্গুণ আলম্বিত করিবে, অর্থাৎ অশ্বের গ্রীবাদেশে ধনুর্গুণ আলম্বিত করিয়া বিলাসগতিতে চলিবে। ভবিষ্যতে লোকে বৈরাগ্যহীন বিলাসী হইয়া প্রকৃত এস্লাম হইতে বিচ্যুত হইবে।

* নেত্রে সোর্মা (অঞ্জনবিশেষ) সংলগ্ন করার নিয়ম এই যে,প্রত্যেকে নয়নে তিন বার করিয়া অঞ্জন সংলগ্ন করিবে। এই নিয়মই সর্ব্বত্র প্রচলিত। যুগ্মরূপে অঞ্জন সংলগ্ন করিবে না, অর্থাৎ দুইবার বা চারিবার করিবে না। সোর্মা সংলগ্ন করার অন্য প্রকার বিধি এই যে, প্রথম দক্ষিণ নয়নে দুইবার পরে বাম নয়নে দুইবার সংলগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ নয়নে একবার সংলগ্ন করিবে। তাহা হইলেই সমষ্টিতে অযুগ্ম হইবে। এরূপ অযুগ্মরূপে অঞ্জনাদি সংলগ্ন করিলে ভাল,না করিলে ক্ষতি নাই। দন্তকাষ্ঠ যোগে দন্ত হইতে যে খাদ্য কণা বাহির করা যায় তাহাতে দন্তমূলের শোণিত মিশ্রিত হইতে পারে। উহা গলাধঃকরণ কর্ত্তব্য নয়। শয়তান মনুষ্যের উপবেশন স্থানে আমোদ করিয়া থাকে, অর্থাৎ শৌচাগারে শয়তান মনুষ্যকে অনাচ্ছাদিত ও নগ্ন পাইয়া নানাপ্রকার পাপপ্রবৃত্তি মনে উদ্দীপন করিয়া থাকে।

† ইনি একজন হজরতের সহচর ছিলেন। প্রথমতঃ মদিনাতে স্থিতি করিয়াছিলেন, তৎপর বসোরায় চলিয়া যান। সেথানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, এবং তথায় ৫৯ সালে পরলোক প্রাপ্ত হন। ইঁহা হইতে হোসনবসোরী প্রভৃতি হদিস অবগত হইয়া প্রচার করেন।

‡ স্নানভূমিতে প্রস্রাব করিবে না, তাহাতে সেই স্থান অপবিত্র হইবে, অন্য সময় হয় তো সেই স্থানে স্নান করিবে। অশুদ্ধ স্থানে মনে কুপ্রবৃত্তির উদয় হয়। স্নানভূমি বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

[তরমোজি ও নেসায়ী "তদনন্তর তথায় স্নান করিবে বা অজু করিবে, এই বাক্যের উল্লেখ করেন নাই।]

সরজেসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি * ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন,"তোমাদের কেহ যেন মাটীর ছিদ্রে প্রস্রাব না করে †।"—আবুদা, নেসা।

মাজের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা তিনটি অপকর্ম্ম ইহতে নিবৃত্ত থাকিও, (১) যে স্থানে লোক সমবেত হয় সেই স্থানে (২) গম্য পথে (৩) তরুচ্ছায়াতে শৌচাগার করা।"—আবুদা, এব্‌নামা।

আবুসয়িদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "দুই ব্যক্তি বাহির হইয়া যেন এইরূপে শৌচাগারে না যায় (না বসে) যে, তাহাদের গুপ্তেন্দ্রিয় অনাচ্ছাদিত ও তাহারা পরস্পরে কথোপথনে প্রবৃত্ত। যেহেতু ঈশ্বর এ বিষয়ে বিরোধী।"—আহ, আবুদা, এব্‌নমা।

আরকমের পুত্র জয়দের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "নিশ্চয় ইহা (শৌচাগার) উপদেবতাগণের উপস্থিতির স্থান, অতএব যখন তোমাদের কেহ শৌচাগারে উপস্থিত হয় তখন সে যেন বলে, "আমি অশুদ্ধতা ও সকল অশুদ্ধাচার হইতে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—আবুদা, এব্‌নমা।

আলির উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ শৌচাগারে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয় তখন যেন সে "বেস্‌মাল্লা, (ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি) বলে, ইহাই অপদেবতার চক্ষু ও মনুষ্যের গুপ্তেন্দ্রিয়ের মধ্যে আবরণস্বরূপ হয়।"—তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন এই হদিস গরিব, তাহার আখ্যায়ক প্রামাণ্য নহে। যেহেতু তাহার এক জন আখ্যায়ক হমিদ জারির পুত্র মোহম্মদ! তিনি বিশ্বস্ত লোক কি না এ বিষয়ে তাঁহার প্রতি লোকের দ্বৈধভাব আছে।]

আয়াশার উক্তি ;—হজরত যখন শৌচাগার হইতে বহির্গত হইতেন তখন বলিতেন, " (হে ঈশ্বর,) আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি ‡ ।"তর, এব্‌স মা, দার।

---

* ইনি হজরতের এক জন বসোরানিবাসী শেষ অবস্থার সহচর ছিলেন। ইনি বসোরাবাসীদিগের নিকটে হদিস প্রচার করিয়াছেন।

† ছিদ্রে সর্প ও বৃশ্চিক থাকিতে পারে। তাহাতে প্রস্রাব করিলে তাহা হইতে কোন বিষধর নির্গত হইয়া দংশন করা আশ্চর্য্য নহে।

‡ অর্থাৎ সেই সময় রসনাযোগে যে ঈশ্বর গুণানুবাদ করিতে বা খাদ্য সামগ্রী যে জীর্ণ হইয়াছে তাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দান করিতে পারেন নাই তজ্জন্য হজরত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

আবুহোরয়রার উক্তি;—স্বর্গের সংবাদবাহক যখন শৌচাগারে যাইতেন,তখন আমি তওরে বা রোকওয়ে করিয়া জল লইয়া যাইতাম, পরে তিনি প্রক্ষালন করিতেন, তদনন্তর স্বীয় হস্ত মৃত্তিকায় ঘর্ষণ করিতেন। তৎপর আমি অন্য একটি জলপাত্র উপস্থিত করিতাম, তখন তিনি অজু করিতেন * ।—আবুদা দার, নেসা।

সোফিয়ানের পুত্র হোকমের উক্তি † ;—হজরত যখন প্রস্রাব করিতেন তখন অঙ্গশুদ্ধি করিতেন ও স্বীয় গুপ্ত অঙ্গে জলসিঞ্চন করিতেন।—আবুদা, নেসা।

রোকয়কার কন্যা ওময়মার উক্তি ‡ ;—হজরতের একটি দারুময় পাত্র তাঁহার তখ্‌ত পোষের নিম্নে থাকিত, তিনি রাত্রি কালে তাহাতে প্রস্রাব করিতেন।—আবুদা নেসা।

ওমরের উক্তি ;—আমি দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতে ছিলাম, তখন প্রেরিত পুরুষ আমাকে দেখিতে পাইয়া বলেন, "ওমর, দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করি ও না।" তৎপর আমি দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করি নাই।—তর, এব্‌ন মা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আয়াশার উক্তি ;—যে বক্তি তোমাদিগকে বলে যে, প্রেরিত পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করিতেন তোমরা তাহাকে সত্যবাদী বলিও না, তিনি বসিয়া ভিন্ন প্রস্রাব করিতেন না §।"—আতর, সেনা।

---

* তওর, প্রস্তর বা মৃণ্ময় ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, তদ্দ্বারা তদানীন্তন আরব্য লোকেরা জলপান কখন বা অজু করিত। রোকওয়া প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্র বিশেষ, তাহাও জলপান ও অজু করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। যে জলপূর্ণ পাত্র শৌচক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় তাহা অজুতে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এজন্য আবুহোরয়রার অজুর জন্য অন্য পাত্রে করিয়া জল উপস্থিত করিতেন।

† কেহ হোকমের পুত্র সুফিয়ান বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি এক জন বিশ্বস্ত লোকের মধ্যে গণ্য। কিন্তু ইনি যে হজরতের সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবিষয়ে মতভেদ আছে। বোখারী বলিয়াছেন যে, ইনি হজরতের সহবাস প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার মুখে হদিস শ্রবণ করেন নাই।

‡ ওময়মা মদিনা নিবাসিনী ও হজরতের একজন সঙ্গিনী ছিলেন। ইঁহার মাতা রোকয়কা হজরতের প্রথমা সহধর্ম্মিণী খদিজা দেবীর ভগিনী বলিয়া প্রসিদ্ধা। কেহ কেহ বলেন রোকয়কা হাশেন কুলোদ্ভবা ছিলেন।

§ হজিফা বলিয়াছেন যে, আমি হজরতকে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু হজরতের সহধর্ম্মিণী আয়াশা সাক্ষ্য দান করিতেছেন যে, তিনি কখন বসিয়া ভিন্ন দণ্ডায়মান

হারেসার পুত্র জয়দের উক্তি * ;—হজরতের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, প্রথমে তাঁহার নিকটে জেব্রিল আসিয়া তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ সঞ্চার করেন। তখন তিনি তাঁহাকে অজু ও নমাজ শিক্ষা দেন, যখন তিনি অজু হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন তখন এক গণ্ডূষ জল গ্রহণ করিয়া স্বীয় গুপ্ত অঙ্গ অভিষিক্ত করেন † ।—আহ, দারকো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—স্বর্গীয় সংবাদবাহক বলিয়াছেন, "আমার নিকটে জেব্রিল আসিয়া বলিয়াছিলেন, "হো মোহম্মদ, যখন অজু কর, তখন গুপ্ত অঙ্গে জলসেক করিও।"—তর।

আয়াশার উক্তি ;—একদা প্রেরিত পুরুষ প্রস্রাব করেন তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ওমর জল পাত্র সহ দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন,"ওমর, ইহা কি ?' তিনি (ওমর) বলেন, "ইহা জল, আপনি এতদ্দ্বারা অজু করিবেন।" তিনি বলিলেন, "আমি প্রস্রাব করার সময়ে অজু করিতে আদিষ্ট হই নাই, যদি আমি তাহা করিতাম তবে নিশ্চয় পদ্ধতি হইয়া উঠিত।"—আবুদা, এবন্ মা।

আবু আয়ুব ও জাবের এবং আনসের উক্তি ;—"লোক সকল অধিক অঙ্গশুদ্ধি করিতে ভাল বাসে, এবং পরমেশ্বর সমধিক অঙ্গশুদ্ধিকারীদিগকে ভালবাসেন," এই আয়ত যখন তথায় (কবা মস্‌জেদে) অবতীর্ণ হয় তখন হজরত বলেন, "হে আন্‌সার সম্প্রদায়, সত্যই পরমেশ্বর, অঙ্গসংস্কারে তোমাদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন, তোমাদিগের তহারত কিরূপ হয় ?" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা নমাজের জন্য অজু করিয়া থাকি, অশুচি হইলে স্নান করি ও জল দ্বারা অঙ্গ প্রক্ষালন করি।" তখন তিনি বলেন, "এজন্যই তাহা, (সেই প্রশংসা,) অতএব তোমরা তাহা করিতে থাক।"—এব্‌ন মা।

সোলমানের উক্তি ;—অংশিবাদীদিগের কেহ উপহাস করিয়া বলিয়াছিল,

হইয়া প্রস্রাব করেন নাই। আয়াশা গৃহে তাঁহাকে সর্ব্বদা এ বিষয়ে যেরূপ আচরণ করিতে দেখিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। হজিফা বাহিরে কোথাও হজরতকে দণ্ডায়মান হইয়া মূত্রত্যাগ করিতে দেখিয়া থাকিবেন। তাহা কদাচিৎ হইয়া থাকিবে। কদাচিৎ এক বার তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রকৃতি ও রীতির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

* ইনি হজরতের একজন দাস ছিলেন, হজরত কর্ত্তৃক ইনি পুত্ররূপে গৃহীত বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত। এই জয়দ জয়নবের স্বামী ছিলেন। কোরাণে ইহাঁর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের শেষভাগে ইহাঁর সদ্‌গুণাদি বিবৃত হইয়াছে।

† কথিত আছে স্বর্গীয় দূত জেব্রিল মানবরূপ ধারণ করিয়া হজরতের নিকটে প্রকাশিত হইয়া কিরূপে অজু করিতে ও নমাজ পড়িতে হইবে স্বয়ং প্রদর্শন পূর্ব্বক হজরতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি যে তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে [নিকৃষ্ট বিষয়ে] শৌচে বসিবার বিষয়ে পর্য্যন্ত উপদেশ দান করিয়া থাকেন।" আমি বলিলাম, হাঁ তিনি আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন যেন আমরা কেব্‌লাভিমুখে না বসি ও যেন দক্ষিণ হস্তে (অশুদ্ধ অঙ্গ) পরিষ্কার না করি, যেন তিনটির ন্যূন প্রস্তর খণ্ড ব্যবহার না করি, তন্মধ্যে পশুর পুরীষ ও অস্থিখণ্ড পরিগণিত নহে।—মো, আহ।

হসনার পুত্র অবদোর্‌ রহমাণের উক্তি * ;—একদা প্রেরিত পুরুষ বাহির হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে একটি চর্ম্মফলক ছিল, তিনি তাহা আচ্ছাদনরূপে স্থাপন করেন, তৎপর তাহার অভিমুখে বসিয়া প্রস্রাব করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহাদের (কপট লোকদিগের) কেহ বলিলেন, "ইঁহার প্রতি দৃষ্টি কর, স্ত্রীলোকে যেমন প্রস্রাব করে ইনি সেইরূপ প্রস্রাব করিতেছেন।" তখন সংবাদবাহক ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "বাছা, তুমি কি জান না, এক জন এস্রায়েলবংশীয় লোকের সম্বন্ধে কি ঘটিয়াছিল? বিধি ছিল যে, যখন তাহাদিগের মধ্যে (বস্ত্র বা দেহের কোন অংশে) প্রস্রাব সংলগ্ন হইবে ছুরিকা দ্বারা তাহারা তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। পরে সে তাহদিগকে তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। অবশেষে সে স্বীয় কবরে শাস্তিগ্রস্ত হয় †।"—আবুদা।

[হসনার পুত্র অবদোর্‌ রহমাণ হইতে আবুদাউদ ও এব্‌নমাজ অপিচ আবু মুসা অশারী হইতে নেসায়ী অবগত হইয়া এই হদিস বলিয়াছেন।]

মরওয়ানোল্‌ আস্‌ফরের উক্তি ‡ ;—আমি দেখিয়াছিলাম যে, এব্‌নওমর স্বীয় উষ্ট্রকে কেবলার অভিমুখে বসাইলেন, তৎপর তিনি বসিয়া তদভিমুখে প্রস্রাব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আমি বলিলাম, অবদোর্‌রহমাণ, প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে কি নিষেধ হয় নাই? তিনি বলিলেন, "(সর্ব্বতোভাবে নিষেধ হয় নাই) বরং

---

* হসনা ইহাঁর মাতা ছিলেন, ইহাঁর পিতার নাম অবদোল্লা মতালা। ইনি মাতার নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হজরতের একজন সহচরের মধ্যে ইনি গণ্য।

† অর্থাৎ এস্রায়েল বংশীয় একজন লোক ধর্ম্মবিধির বিরুদ্ধে আচরণ করাতে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মাংসখণ্ড ও বস্ত্র ছিন্ন করাতে শরীর ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলা একদিকে সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মবিধির বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া তাহার নিষেধকারীও শাস্তির যোগ্য হইয়াছে। তোমরা অকারণ বিধির বিরুদ্ধে কথা বলিতেছ, শাস্তির ভয় কি নাই? প্রস্রাব করিতে আচ্ছাদন করা বিধি। দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করিতে এই জন্য নিষেধ যে, তাহাতে প্রস্রাবকারীকে অন্যে নগ্ন দেখিতে পারে ও প্রস্রাব নিম্ন অঙ্গে ও বস্ত্রে সংলগ্ন হইতে পারে।

‡ ইনি হজরতের বসোরানিবাসী একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

সমস্তলক্ষেত্রে নিষেধ হইয়াছে এতদ্ভিন্ন নহে। যখন তোমার ও কেবলার মধ্যে কোন বস্তু তোমাকে অন্তরাল করে তাহা হইলে দোষ নাই।"—আবুদা।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ যখন শৌচাগার হইতে বাহির হইতেন তখন বলিতেন, "সেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ ধন্যবাদ, যিনি আমা হইতে পীড়াজনক বিষয় দূর করিয়াছেন, এবং আমাকে নিরুদ্বেগ করিয়াছেন।"—এব্‌ন মা।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি;—যখন উপদেবতাদিগের দূতগণ হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, "প্রেরিতপুরুষ, আপনার মণ্ডলীস্থ লোক অস্থি বা পশুর বিষ্ঠা কিংবা কয়লা দ্বারা শৌচক্রিয়া করিয়া থাকে, নিশ্চয় পরমেশ্বর এ সকলের মধ্যে আমাদের জন্য খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।" তখন হজরত এ বিষয়ে আমাদিগকে নিষেধ করিলেন।—আবুদা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দন্তধাবন *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যদি আমার মণ্ডলীসম্বন্ধে দুষ্কর না হইত তবে আমি নৈশিক নমাজ বিলম্বে করিতে ও প্রত্যেক নমাজের পূর্ব্বে দাঁতন করিতে আদেশ করিতাম।"—উভয়।

হানির পুত্র শরিহের উক্তি †;—আমি আয়াশাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,

---

* আরব্য "সওয়াক" শব্দের অর্থ দন্তধাবন লিখিত হইল। সওয়াক শব্দের প্রকৃত অর্থ কাষ্ঠ খণ্ড অর্থাৎ দাঁতন কাষ্ঠ যোগে দশন পঙ্‌ক্তি ঘর্ষণ করা। এই দন্তধাবন ধর্ম্মবিধির অন্তর্গত। নিদ্রায় বা অনিদ্রায় কিংবা দুর্গন্ধ বস্তু ভক্ষণে মুখ বিকৃত ও দশনশ্রেণী পিতাভাযুক্ত হয়, দাঁতনে তাহা বিদূরীকৃত হইয়া থাকে। অজুর পূর্ব্বে বিশেষতঃ নিশান্ত নমাজ ও মাধ্যাহ্নিক নমাজের পূর্ব্বে এবং কোরাণ পঠের পূর্ব্বে দন্তধাবন বিধেয়। কোন তিক্ত তরুশাখাতে দাঁতন কাষ্ঠ হওয়া বিহিত। দাঁতন কাষ্ঠ কনিষ্ঠা অঙ্গুলির ন্যায় স্থূল ও অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ হইবে। দাঁতন করিয়া কুলকুচি করিবে। দাঁতন প্রাপ্ত না হইলে বা কেহ দন্তহীন হইলে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিযোগে তাহার মুখগহ্বর পরিষ্কার করিতে হইবে।

† ইনি হজরতের একজন প্রধান ও বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। হজরতের জীবদ্দশায় ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত ইহাঁর সম্পর্কে ইহাঁর পিতার নামকরণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতাকে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা আবুওয়ল্‌ হোকম বলিয়া সম্বোধন করিত। যখন আবুওয়োল্‌

প্রেরিতপুরুষ যখন স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিতেন তখন কোন্ বিষয়ে প্রথম প্রবৃত্ত হইতেন? তিনি বলিলেন, "দন্তধাবনে *।"—মো।

হজিফার উক্তি;—হজরত যখন নিশীথে গাত্রোত্থান করিয়া নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন তখন দাঁতনযোগে মুখ পরিষ্কার করিতেন।—উভয়।

আয়াশার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, "দশটি রীতি চিরনিবদ্ধ, যথা;—(১) গোঁপ খর্ব্ব করা, (২) দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখা, (৩) দন্তধাবন, (৪) নাসারন্ধ্রে জলসেক, (৫) নখাবলী খর্ব্ব করা, (৬) অঙ্গুলীগ্রন্থি ধৌত করা, (৭.) কক্ষরোম উন্মোচন করা, (৮) গুপ্ত রোম মুণ্ডন করা, (৯) গুপ্তাঙ্গে জলসেক করা। আখ্যায়ক বলিয়াছেন, দশম রীতি ভুলিয়া গিয়াছি। অনুমান যে কুলকুচি হইবে †।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আয়াশার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "দাঁতন মুখশুদ্ধিকারী এবং তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বস্তু।"—শাফি, আহ, দার, নেসা। আখ্যায়ক ব্যতীত বো।

আবু আয়ুবের উক্তি ‡;—হজরত বলিয়াছেন, "পূর্ব্বতন প্রেরিতপুরুষদিগের

হোকম হজরতের নিকটে উপস্থিত হন তখন হজরত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার কি সন্তান আছে?" তাহাতে তিনি বলেন, "আমার তিন পুত্র আছে। শরিহ, অবদোল্লা, এবং মোস্‌লেম।" হজরত জিজ্ঞাসা করিলে, "ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কে?" তিনি বলিলেন "শরিহ।" তখন হজরত বলিলেন, "তোমার নাম আবুওয়োল্ শরিহ হইল।" শরিহ আলির একজন পারিষদ ছিলেন। ৭৮ সালে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

* কেহ কেহ বলেন, হজরত বাহির হইতে গৃহে আসিয়া নির্জ্জনে অতিরিক্ত নমাজ পড়িতেন, তজ্জন্য নমাজের পূর্ব্বে দন্ত ধাবন করিতেন। কেহ কেহ বলেন, বাহিরে সভা ইত্যাদিতে বহু আলাপ প্রসঙ্গ করাতে অথবা মসজেদ ইত্যাদিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকাতে তাঁহার মুখের অবস্থান্তর হইত। তজ্জন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি পরিজনের সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ব্বে দাঁতন করিয়া মুখ পরিষ্কার করিতেন। ইহা একটি তাঁহার চরিত্রের উচ্চ ভাব ছিল।

† গোঁপ ভ্রূরোমের ন্যায় খর্ব্ব করিবে যেন ওষ্ঠ প্রকাশ পাইয়া পড়ে। মুষ্টি পরিমাণ শ্মশ্রু দীর্ঘ রাখার বিধি। এই দশ বিধির মধ্যে কোন কোন হদিস পুস্তকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আছে। শত্রুর মনে ভয় উৎপাদনের জন্য সামরিক পুরুষদিগের এক মুষ্টি পরিমাণ অপেক্ষা দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণ সঙ্গত।

‡ ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর। ইনি আন্‌সার মণ্ডলীভুক্ত ছিলেন। হজরত মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে ইহাঁর গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করেন।

আচরিত এই চারিটি পদ্ধতি ;—(১) লজ্জা, (কোন স্থলে ত্বকৃছেদ উল্লিখিত) (২) সুগন্ধিসংযোগ, (৩) দন্তধাবন, (৪) উদ্বাহ * ।"—তর।

আয়াশার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এমন কোন নিশায় ও দিবাভাগে নিদ্রিত হন নাই যে, জাগরিত হইয়া অজু করার পূর্ব্বে দন্তধাবন করেন নাই † ।"—আহ, আবুদা।

আয়াশার উক্তি ;—হজরত দাঁতন করিতেন, এবং তিনি দাঁতন কাষ্ঠ ধৌত করিবার জন্য আমাকে প্রদান করিতেন, আমি প্রথমতঃ তাহাতে আপন দন্ত ধাবন করিতাম, পরে তাহা ধৌত করিয়া তাঁহাকে দিতাম ‡ ।"—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌নওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যে, এক দাঁতন কাষ্ঠযোগে দাঁতন করিতেছি। তখন আমার নিকটে দুই ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে এক জন অন্য জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তখন আমি তাহাদের কনিষ্ঠকে দাঁতন প্রদান করিলাম, পরে আমাকে বলা হইল শ্রেষ্ঠ জনকেও তাহা প্রদান কর। পরে আমি তাহা তাহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও দিলাম § ।"—উভয়।

[আহমদ ও বয়হকি এবন্‌ওমরের এই হদিসকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ছাড়াও বিবৃত করিয়াছেন, যথা—এব্‌ন ওমর বলিয়াছেন, প্রেরিত পুরুষকে দেখিয়াছি যে দলের প্রধানতম লোককে দাঁতন কাষ্ঠ দিলেন, এবং বলিলেন, "জেব্রিল আমাকে দলের প্রধানতম লোককে ইহা দিতে আদেশ করিয়াছেন।"]

আবু এমামার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "জেব্রিল আমার নিকট এমন কখন আসেন নাই যে, দাঁতন করিতে আমাকে আদেশ করেন নাই, সত্য সত্যই আমি আদেশ পাইয়াছি যে, পুনঃপুনঃ দাঁতন করিয়া দশন ক্ষয় করিয়া ফেলি।"—আহ।

---

* লজ্জা অর্থাৎ কুকর্ম্মও কুপ্রসঙ্গ করিতে মন সঙ্কুচিত হওয়া ইহা একটি উচ্চ প্রকৃতির লক্ষণ।

† ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অজু করার পূর্ব্বে দন্তধাবন বিধি।

‡ আয়াশা এই উদ্দেশ্যে হজরতের ব্যবহৃত দাঁতন প্রথমতঃ নিজে ব্যবহার করিতেন যেন হজরতের মুখরস তাঁহার মুখে সংলগ্ন হয়, তাহাতে তিনি আপনাকে পবিত্র মনে করিতেন। হজরতও বোধ হয় প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই আয়াশার হস্তে দাঁতন অর্পণ করিতেন।

§ শ্রেষ্ঠ জনকে দাঁতন কাষ্ঠ প্রদান করা বিষয়ে দাঁতনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "সত্য সত্যই আমি দাঁতন সম্বন্ধে তোমাদিগকে অনেক কথা বলিলাম * ।"—বো।

আয়াশার উক্তি ;—একদা প্রেরিত পুরুষ দাঁতন করিতে ছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে দুই জন লোক ছিল। একজন অন্যজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই সময় তাঁহার প্রতি দাঁতনের বিষয়ে প্রত্যাদেশ করা হয়, যথা—"তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ জনকে দাঁতন কাষ্ঠ দান কর।"—আবুদা।

আয়াশার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে নমাজে দাঁতন করা হয় না, তদপেক্ষা যে নমাজে দাঁতন করা হয় তাহার সত্তোর গুণ শ্রেষ্ঠতা।"—বয়হকি শোওবোল্ ইমান গ্রন্থে।

আবু সোলমার উক্তি ;—ইনি জয়দ এব্‌ন খালেদজহনি হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন † ; প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "যদি স্বীয় মণ্ডলীর পক্ষে দুষ্কর না হইত তবে আমি প্রত্যেক নমাজের পূর্ব্বে দাঁতন করিতে অবশ্য তাহাদিগকে অনুমতি করিতাম, এবং রজনীর তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত নৈশিক নমাজে বিলম্ব করিতাম।" আবুসোলমা বলিতেছেন, জয়দ মস্‌জেদে নমাজ পড়িতে উপস্থিত হইতেন, লিপিকরের কাণে যেমন লেখনী থাকে তাঁহার কর্ণে তদ্রূপ দাঁতন কাষ্ঠ থাকিত। তিনি দাঁতন না করিয়া নমাজ পড়িতেন না, নমাজ অন্তে তাহা তাহার স্থানে রাখিয়া দিতেন।—তর, আবুদা।

["রজনীর তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত নৈশিক নমাজে বিলম্ব করিতাম" আবু দাউদ এই কথার উল্লেখ করেন নাই। তরমোজী বলিয়াছেন যে এই হদিস হসন ও সহিহ।]

---

* এই উক্তিতে দাঁতন করার আবশ্যকতা বিষয়ে মণ্ডলীর লোকদিগকে বিশেষরূপে বুঝিতে দেওয়া হইয়াছে।

† ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী। ইহাঁর পিতার নাম অবদোর্ রহমাণ। পিতামহের নাম অওফ। ইহাঁরা সকলেই প্রসিদ্ধ লোক। আবুসোলমা একজন প্রধান হদিসতত্ত্বজ্ঞ লোক ছিলেন। ইঁহা হইতে জহরী শাফী প্রভৃতি হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ৯৪ সালে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। কেহ কেহ বলেন ১০৪ সালে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জয়দ এব্‌নোল্ খালোদল্ জহনী হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর। কুফা নগরে ৭৮ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অজুর পদ্ধতি *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছে, "যখন তোমাদের কেহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয় তখন হস্ত যে পর্য্যন্ত তিন বার ধৌত করা না হয় সে পর্য্যন্ত যেন জলপাত্রে তাহা নিমগ্ন না করে, যেহেতু সে জানে না যে তাহার হস্ত কোথায় স্থাপিত ছিল †।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া অজু করে তখন সে যেন নাসারন্ধ্র তিন বার ধৌত করে, যেহেতু শয়তান তাহার নাসিকামূলে রাত্রি যাপন করিয়া থাকে ‡।"—উভয়।

জয়দের পুত্র আসেমের পৌত্র অবদোল্লাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে হজরত কিরূপে অজু করিতেন ? § তখন তিনি (হজরতের অজুর প্রণালী প্রদর্শনের জন্য) অজুর নিমিত্ত জল চাহিলেন, পরে স্বীয় উভয় হস্তে জল বর্ষণ করিলেন, অনন্তর স্বীয় হস্তদ্বয়কে দুইবার করিয়া ধৌত করিলেন, তদনন্তর তিন বার কুলকুচি ও নাসিকারন্ধ্র

---

* অজু অর্থাৎ অঙ্গসংস্কারসম্বন্ধে হজরত যে সকল নিষেধ বিধি করিয়াছেন, এবং স্বীয় উপদেশ ও আচরণে লোকদিগকে তদ্বিষয়ে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, এই পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

† নিদ্রার অবস্থায় হস্ত অশুচি অঙ্গে সংলগ্ন হইতে পারে, অজুর জন্য নির্দ্দিষ্ট জলে সেই হস্তসংস্পর্শ হওয়া বিহিত নয়। মদিনায় জলের অল্পতা। নিশান্ত কালীন নমাজের অজুর জন্য সকলে শয়নাগারে কিছু কিছু জল রাখিয়া দিতেন। অপবিত্র হস্তে সেই জল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে অশুদ্ধ করা না হয় তজ্জন্য হজরত সাবধান করিয়াছিলেন।

‡ শয়তান নিদ্রাবস্থায় নাসিকামূলে বাস করে, ইহার মর্ম্ম দুরধিগম্য। অনেক টীকাকার ও ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল বিশ্বাস করিয়া যাইবে। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা ;—নাসিকামূলের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ আছে। সুষুপ্তির অবস্থায় নাসারন্ধ্র সচরাচর শ্লেষ্মাদিতে সংলিপ্ত থাকে। তাহা মস্তিষ্কের জড়তার কারণ হয়, সেই জড়তায় নমাজে শৈথিল্য জন্মে। নমাজে ও অন্য অন্য ধর্ম্মকর্ম্মে শৈথিল্য ও অবহেলা যাহাতে হয় তাহাই শয়তানের কার্য্য। অতএব সুষুপ্তির অবস্থায় নাসিকামূলে শয়তান বাস করে এরূপ বলা হইয়াছে।

§ জয়দের পুত্র অবদোল্লা আন্‌সার দলস্থ একজন প্রধান লোক ছিলেন, অজু সম্বন্ধীয় তাঁহার হদিস বিশেষ প্রামাণ্য। তিনি হজরতের অজুর অধ্যায়ক বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত।

প্রক্ষালন করিলেন, তৎপর স্বীয় মুখমণ্ডল তিন বার ধৌত করিলেন, তদনন্তর স্বীয় হস্ত-দ্বয় দুই বার করিয়া কফোণি পর্য্যন্ত ধৌত করিলেন, তৎপর স্বীয় দুই হস্তে স্বীয় মস্তক আমর্শন করিলেন। তখন হস্তদ্বয়কে অগ্রভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে আবর্ত্তন করিলেন। অর্থাৎ মস্তকের অগ্রভাগে আরম্ভ করিয়া পরে তৎপশ্চাদ্ভাগে উভয় হস্ত ঘুরাইয়া আনিলেন। তৎপর হস্তদ্বয়কে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যে স্থান হইতে আরম্ভ করা হইয়াছিল সেই স্থান পর্য্যন্ত প্রত্যানয়ন করিলেন, তদনন্তর পদদ্বয় ধৌত করিলেন *।—আলে, নেসা আবুদা।

[অবুমসউদের হদিস ভাবে এই হদিসের অনুরূপ, শব্দে ভিন্ন। জামেঅসুল গ্রন্থকার এই হদিসের উল্লেখ করিয়াছেন।]

বোখারী ও মোস্‌লেমে এইরূপ উল্লিখিত;—জয়দের পুত্র অবদোল্লাকে বলা হইয়াছিল, "তুমি আমাদের জন্য হজরতের অজুর অনুরূপ অজু কর।" তাহাতে তিনি জলপাত্র আনয়ন করেন, তখন তাহা হইতে স্বীয় উভয় হস্তে জল ঢালেন, পরে হস্তদ্বয়কে তিন বার ধৌত করেন, তদনন্তর স্বীয় হস্তকে জলপাত্রে প্রবেশিত করিয়া তাহা বাহির করেন। পরিশেষে কুলকুচি করেন, এবং এক গণ্ডূষ জল মুখে ও নাসিকায় সিঞ্চন করেন। এইরূপ তিন বার করেন, তদনন্তর স্বীয় হস্ত জলপাত্রে প্রবিষ্ট করাইয়া বাহির করেন, পরে স্বীয় মুখমণ্ডল তিন বার প্রক্ষালন করেন, তৎপর স্বীয় হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া তাহা বাহির করেন। তখন উভয় কাফোণি পর্য্যন্ত হস্ত দুই বার করিয়া ধৌত করেন, তদনন্তর স্বীয় হস্ত জলপাত্রে প্রবেশিত করিয়া বাহির করেন। তখন স্বীয় শীর্ষদেশ আমর্শন করেন। পরে হস্তদ্বয়কে মস্তকের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে আবর্ত্তন করিলেন, তৎপর চরণদ্বয়কে জঙ্ঘাপর্য্যন্ত ধৌত করেন, তৎপর বলেন, "প্রেরিতপুরুষের অজু এইরূপ ছিল।" বোখারী ও মোস্‌লেমের কোন উক্তিতে এইরূপ;—"হস্তদ্বয়কে অগ্রভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে আবর্ত্তন করিলেন, অর্থাৎ মস্তকের পুরোভাগে আরম্ভ করিয়া পরে তৎপশ্চাদ্ভাগে উভয় হস্ত ঘুরাইয়া আনিলেন, তৎপর হস্তদ্বয়কে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যে স্থান হইতে আরম্ভ করা হইয়াছিল সেই স্থান পর্য্যন্ত প্রত্যানয়ন করিলেন, তদনন্তর পদদ্বয় ধৌত করিলেন।" কোন উক্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "পরে তিনি কুলকুচি করিলেন ও মুখে ও নাসিকায় জল সিঞ্চন করিলেন, এবং তিন গণ্ডূষ জলে নাসিকা প্রমুক্ত করিলেন। বোখারী ও

---

* এই প্রণালীতে মস্তকে হস্তামর্শন হয়। প্রথমতঃ মস্তকের সম্মুখ ভাগে প্রত্যেক হস্তের তিন অঙ্গুলি স্থাপন করিবে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী এবং করতলদ্বয়কে দূরে রাখিবে, এবং অবশেষে উক্ত তিন অঙ্গুলি পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষণ করিবে। পরে উভয় করতল মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে স্থাপন করিবে ও সম্মুখভাগে টানিয়া আনিবে। পরিশেষে উভয় কর্ণের বহির্ভাগে আমর্শন করিবে।

মোস্‌লেমের অপর উক্তিতে উল্লিখিত আছে, "পরে তিনি কুলকুচি করিলেন, এবং মুখে ও নাসিকায় এক গণ্ডূষ জল সিঞ্চন করিলেন। তখন তিন বার এইরূপ করিলেন।" বোখারীর এক উক্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "অনন্তর তিনি স্বীয় মস্তক আমর্শন করিলেন, পরে উভয় হস্তকে একবার অগ্রভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে আমর্শন করিলেন। তদনন্তর জব্বা পর্য্যন্ত পদদ্বয় ধৌত করিলেন।" অপিচ তাহার অপর উক্তিতে উল্লিখিত যে, "পরে কুলকুচি করিলেন ও তিন বার করিয়া এক গণ্ডূষ জলে নাসারন্ধ্র ধৌত করিলেন।"

অব্বাসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ এক এক বার অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়াছেন, কখন ইহার অধিক করেন নাই।—বো।

জয়দের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ দুই বার করিয়া অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়াছেন।—বো।

ওস্‌মান হইতে;—তিনি মকায়েদে বসিয়া অজু করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে আমি প্রেরিত পুরুষের অজুর প্রণালী প্রদর্শন করিব।" তখন তিনি তিন বার করিয়া অঙ্গ প্রক্ষালন করেন *।—মো।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—আমরা প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে মক্কা হইতে মদিনার দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলাম। পথে এক জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হই। অসরের নমাজের সময় মণ্ডলীর লোক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠে, ব্যস্ততার অবস্থায় তাহারা অজু করে। আমরা যাইয়া তাহাদের নিকটে পঁহুছিলাম, তাহাদের পাদপৃষ্ঠ জলস্পৃষ্ট হয় নাই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহা দেখিয়া হজরত বলিলেন, "পার্ষ্ণি সম্বন্ধে নরকানলের জন্য আক্ষেপ। তোমরা অজুর পূর্ণতা সম্পাদন করিও †।"—মো।

শাবার পুত্র মগয়রার উক্তি ‡;—প্রেরিত পুরুষ অজু করিয়াছিলেন, পরে ললাটদেশ ও উষ্ণীষে এবং মুজাদ্বয়ে হস্তামর্শন করেন §।—মো।

---

* মদিনা নগরের একটি বিশেষ স্থানের নাম "মকায়েদ"। ওমর এব্‌নোল্‌খেত্তাব মস্‌জেদের বহির্ভাগে লোকের বসিবার জন্য একটি চত্বর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই স্থানও মকায়েদ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। আরব্য মক্‌অদ শব্দের অর্থ উপবেশনভূমি। বহু বচনে মকায়েদ হয়।

† হজরতের এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে অজু পূর্ণরূপে করিতে হইবে, কোন অঙ্গের কোন অংশ অনার্দ্র থাকিবে না। ব্যস্ততা প্রযুক্ত কোন অঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত না করিলে শাস্তির ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে। অনার্দ্র পার্ষ্ণি নরকানলে দগ্ধ হওয়ার অর্থ যে ব্যক্তি পার্ষ্ণি ধৌত করে নাই তাহার শাস্তি লাভ করা। অজুর পূর্ণতাবিষয়ে হজরতের এই মত সর্ব্ববাদিসম্মত।

‡ ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। খন্দকের সংগ্রাম যে বৎসর হইয়াছিল ইনি সেই বৎসর এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

§ মস্তকের কত দূর পর্য্যন্ত আমর্শন করিতে হইবে এ বিষয়ে মত ভেদ আছে। এমাম

আয়াশার উক্তি ;—হজরত যথাসাধ্য আপন সমুদায় কার্য্যে—স্বীয় অঙ্গশুদ্ধিতে, স্বীয় কেশবিন্যাসে, স্বীয় পাদুকাপরিধানে দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবৃত্ত হইতে ভালবাসিতেন *।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমরা কিছু পরিধান কর, এবং যখন তোমরা জলসংস্কার কর তখন স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিও।"—আহ, আবুদা।

জয়দের পুত্র সয়িদের উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সেই ব্যক্তির জন্য অজু সিদ্ধ হয় নাই যে তাহাতে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে নাই ‡।"—তর, এব্নমা, আবুদা, আহ।

[আহমদ ও আবুদাউদ আবু হোরয়রা হইতে অবগত হইয়া এই হদিস বলিয়াছেন, এবং দারমী আবুসয়িদ খোদরী হইতে আবুসয়িদ স্বীয় পিতা হইতে অবগত হইয়া ইহা বলিয়াছেন, এবং ইহাঁরা ইহার পূর্ব্বাংশে এই কথা অতিরিক্ত বলিয়াছেন ;—"সেই ব্যক্তির জন্য নমাজও পূর্ণ নয়।"]

মালেকের মতে সমগ্র মস্তকে আমর্শন বিধি। কোরাণ মজ্জিদে মস্তক আমর্শন করিবে, এই মাত্র বিধি আছে। মস্তক বলিতে সমগ্র মস্তক বুঝায়। অতএব সমগ্র মস্তক আমর্শন কর্ত্তব্য। এমাম শাফির মতে সমগ্র মস্তক বা কিয়দংশ আমর্শনে বিধি। এমাম আবুহনিফার মতে মস্তকের চতুর্থাংশ আমর্শন নির্দ্ধারিত। মস্তকের চতুর্থাংশই ললাটদেশ। অতএব মস্তকের পূর্ব্বভাগে ললাটমাত্রে আমর্শন বিধেয়। তিনি সমগ্র শিরোভাগে আমর্শন করিতেন না। মক্কানগরস্থ বহু জ্ঞানী ধার্ম্মিক লোক বলিয়াছেন যে, কোরাণে আমর্শন বিষয়ে সঙ্ক্ষেপে উল্লেখ মাত্র হইয়াছে, হদিসে তাহার স্পষ্ট ভাব ব্যক্ত। কোন কোন আখ্যায়ক বলেন, সমগ্র শীর্ষদেশে আমর্শন বিধেয় বলিয়া প্রকারান্তরে তাহার পূর্ণতা সাধনের জন্য হজরত উষ্ণীষে হস্তামর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আখ্যায়কদিগের কল্পনা বলিয়া প্রতীত হয়। বাস্তবিক হজরত চির অভ্যাসবশতঃ উষ্ণীষে হস্ত সঞ্চালন করিয়াছিলেন। এস্থলে মস্তকামর্শন অর্থে মস্তকে আর্দ্র হস্ত সঞ্চালন।

* দৃষ্টান্ত স্থলে সঙ্ক্ষেপতঃ তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে হজরত কি নয়নে কজ্জলধারণ, কি দন্তধাবন, কি ওষ্ঠরোম কেশ নখাদিচ্ছেদন, কি মুজা ও পাদুকা পরিধান সমুদায় কার্য্য শরীরের দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিতেন।

† ইনি ওমর ফারুকের ভগিনীপতি ছিলেন।

‡ অজুর প্রারম্ভে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা বিধি। অজু না করিয়া নমাজ পড়িলে যেমন নমাজ অপূর্ণ হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ না করিয়া অজু করিলে অজু অপূর্ণ হয়। অজুর

সব্‌রার পুত্র লকিতের উক্তি * ;—আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আপনি আমাকে জলসংস্কারবিষয় জ্ঞাপন করুন। তাহতে তিনি বলেন, "পূর্ণ অজু করিও, এবং অঙ্গুলি সকলকে প্রসারিত করিও ও উপবাসব্রতধারী না হইলে মুখপ্রক্ষালনে আধিক্য করিও † ।—আবুদা, তর, নেসা।

[এব্‌নমাজ ও দারমী "অঙ্গুলি সকলকে উন্মুক্ত করিও" পর্য্যন্ত বলিয়াছেন।]

এব্‌ন অব্‌বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তুমি অজু করিতে প্রবৃত্ত হও তখন তুমি স্বীয় হস্তদ্বয়ের ও পদদ্বয়ের অঙ্গুলিশ্রেণীকে প্রসারিত করিও ।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

সদ্দোদের পুত্র মোস্তওরেদের উক্তি ‡ ;—আমি দেখিয়াছি যে, প্রেরিত পুরুষ যখন আজু করিতেন তখন তিনি স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগে পদদ্বয়ের অঙ্গুলিশ্রেণীকে মর্দ্দন করিতেন।—তর, আবুদা, এব্‌নমা।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন অজু ক্রিয়ায় রত হইতেন, তখন এক গণ্ডূষ জল গ্রহণ করিয়া স্বীয় শ্মশ্রুর নিম্নে অর্পণ করিতেন, পরে তদ্‌যোগে শ্মশ্রু প্রসারণ করিতেন, এবং বলিয়াছেন, "আমার প্রভু আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন।"—আবুদা।

ওস্‌মানের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ শ্মশ্রু প্রসারণ করিতেন।—দার, তর।

আবু হইয়ার উক্তি § ;—আমি আলিকে অজু করিতে দেখিয়াছি, তিনি স্বীয় করতল দ্বয়কে পরিষ্কাররূপে প্রক্ষালন করিলেন, তদনন্তর তিন বার কুলকুচি ও তিন বার নাসিকায় জলসিঞ্চন করিলেন, এবং তিন বার মুখমণ্ডল তিন বার হস্তদ্বয় ধৌত করিলেন, এবং এক বার মস্তক আমর্শন করিলেন, তদনন্তর পদদ্বয় পদগ্রন্থিপর্য্যন্ত

প্রারম্ভে "সবহানাল্লাহোল্‌অজিম" (মহান্ পবিত্র ঈশ্বর) অথবা "বেস্‌মাল্লা আর্‌ রহমাণ আর্‌ রহিম" ("মৃত্যুর পর নবজীবন দাতা দয়াময় ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।") এই বাক্য উচ্চাণ করিবে।

* ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, তায়েফনিবাসী ছিলেন।

† অর্থাৎ অঙ্গুলি সকলকে এরূপ প্রসারণ করিবে যেন জলসংযুক্ত হইয়া সমগ্র অঙ্গুলি প্রধৌত হয়। অঙ্গুলি শ্রেণী পরস্পর দৃঢ় সংলগ্ন থাকিলে,সংযোগ স্থানে জল প্রবিষ্ট হইতে পারে না। রোজার সময়ে সমধিক কুলকুচি ইত্যাদি করিলে জল গলাধঃকরণ হইতে পারে, তাহাতে রোজা ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা।

‡ ইনি কুফানগর নিবাসী ছিলেন। হজরতের পরলোকযাত্রার সময় বালক ছিলেন।

§ ইনি এক জন হজরতের অনুগামী ছিলেন, ইঁহার অপর নাম ওমর। ইনি আলি হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

প্রক্ষালন করিলেন, তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া অজুর অবশিষ্ট জল গ্রহণ করিলেন, এবং দাঁড়াইয়া তাহা পান করিলেন। তদনন্তর বলিলেন, "হজরতের অজুক্রিয়া কিরূপ ছিল তাহা আমি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিতে ভাল বাসি *।" তর, নেমা।

অবদোল্ খয়রের উক্তি †;—আলির অজুক্রিয়ার শেষ সময় পর্য্যন্ত আমরা বসিয়া দর্শন করিতেছিলাম। তখন তিনি স্বীয় দক্ষিণ হস্ত জলপাত্রের ভিতরে স্থাপন করিলেন, পরে স্বীয় মুখ জলে পূর্ণ করিয়া কুলকুচি করিলেন, এবং নাসিকায় জল সিঞ্চন করিলেন ও স্বীর বাম হস্ত দ্বারা নাসিকা পরিষ্কার করিলেন, ইহা তিন বার করিলেন। তৎপর বলিলেন, "হজরতের জল সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি করিতে যে ব্যক্তির আনন্দ হয় তিনি যেন দেখেন, তাঁহার জলসংস্কার এবংবিধ ছিল।"—দার।

জয়দের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—আমি দেখিয়াছি যে, প্রেরিত পুরুষ কুলকুচি করিয়াছেন, এবং এক গণ্ডূষ জল নাসিকায় সিঞ্চন করিয়াছেন। এই কার্য্য তিন বার করিয়াছেন।—আবুদা, তর।

এব্ন অব্বাসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ স্বীয় মস্তক আমর্শন করিয়াছেন, এবং স্বীয় কর্ণদ্বয় তাহার অভ্যন্তরভাগ দুই অঙ্গুলিযোগে ও তাহার বহির্ভাগ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগে আমর্শন করিয়াছেন।—নেসা।

মোআয্যোদার কন্যা রোবয়িয়ার উক্তি ‡;—তিনি হজরতকে অজু করিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "পরে তিনি স্বীয় মস্তক তাহার যাহা পুরোভাগ ও তাহার যাহা পশ্চাদ্ভাগ এবং তাঁহার নয়নদ্বয় ও কর্ণদ্বয়ের মধ্যস্থান এবং কর্ণযুগল এক বার আমর্শন করেন। [অন্য উক্তিতে এরূপ উল্লিখিত—"পরে তিনি আপনার দুই অঙ্গুলি দুই কর্ণের ছিদ্রে প্রবিষ্ট করেন।" তরমোজী ও আবুদাউদের পূর্ব্ব উক্তি, আহমদ ও এব্ন মাজের দ্বিতীয় উক্তি।]

জয়দের পুত্র অবদোল্লা হইতে—তিনি প্রেরিত পুরুষকে অজু করিতে দেখিয়াছেন। তিনি জল সংযোগে স্বীয় মস্তক আমর্শন করিয়াছিলেন, স্বীয় হস্তের অবশিষ্ট জলে

---

* অজু হইলে পর জল দণ্ডায়মান হইয়া পান করা বিধি। কেহ কেহ অজুর অবশিষ্ট জল পান করাই হজরত নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলেন।

† ইনি হজরতকে দর্শন করেন নাই, মহাত্মা আলির সহবাসে ছিলেন, এবং তাঁহার একজন প্রধান সহচর ছিলেন। ইনি অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন লোক, আলি ও ওমর ফারুক হইতে ইনি হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১২০ বৎসর ইঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

‡ এই মহিলা আন্‌সার দলস্থ সূত্রধর কুলোদ্ভব ছিলেন। তরুতলে যে কতিপয় লোক হজরতের নিকটে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্তর্গত এক জন। ইনি অতি-সম্মানভাজনা নারী।

নয়, (অন্যবিধ জলে আমর্শন করিয়াছেন) * । তর, মোস্‌লেম আরও কথা বলিয়াছেন।

আবু এমামা হইতে ;—তিনি হজরতের অঙ্গসংস্কারের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। বলিয়াছেন যে, তিনি (হজরত) নাসিকার অভিমুখস্থিত উভয় নয়নকোণ আমর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "কর্ণ মস্তকের অন্তর্গত" † ।—এব্‌নমা, আবুদা, তর।

[আবু দাউদ ও তরমোজি বলিয়াছেন যে, এই হদিসের আখ্যায়ক হমাদ বলিয়াছেন, আমি জানি না ইহা আবু এমামা না হজরতের উক্তি।]

শোওয়বের পুত্র ওমরের উক্তি ;—(ওমর পিতা হইতে, পিতা পিতামহ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন) ;—এক জন আরব্য যাযাবর প্রেরিত পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া অজুর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাতে তিনি তাহাকে তিন বার তিন বার করিয়া তাহা প্রদর্শন করেন। তৎপর বলিলেন, "অজু এইরূপ, পরে যে ব্যক্তি ইহার অতিরিক্ত (অঙ্গধৌত) করে, সে মন্দ কাজ করে, সীমা লঙ্ঘন করে, (নিজের প্রতি) অত্যাচার করে।"—নেস, এব্‌মা। [আবু দাউদ ইহার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।]

মোগফ্‌ফলের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ‡ ;—তিনি স্বীয় পুত্রকে এই রূপ বলিতে শুনিয়াছিলেন, "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট স্বর্গোদ্যানের দক্ষিণাংশের শুভ্র প্রাসাদ প্রার্থনা করিতেছি।" তখন তিনি বলেন, "হে আমার প্রিয়পুত্র, তুমি ঈশ্বরের নিকটে স্বর্গ প্রার্থনা করিও, এবং তাঁহার নিকটে নরকানল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাত্র আশ্রয় গ্রহণ করিও। নিশ্চয় আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, অচিরেই আমার এই মণ্ডলীতে এমন এক দল হইবে যে, তাহারা অঙ্গশুদ্ধিসাধনে ও প্রার্থনায় সীমা অতিক্রম করিবে §।"—আহ, আবুদা, এব্‌নমা।

এব্‌নকাবের উক্তি ‖ ;—হজরত বলিয়াছেন, "অজুর নিমিত্ত এক শয়তান

---

* অজুর অবশিষ্ট জল ব্যতীত অন্য জলে হস্তসিক্ত করিয়া আমর্শন করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অজুর অবশিষ্ট জলেও হইতে পারে।

† স্বতন্ত্ররূপে কর্ণে হস্তামর্শন অপ্রয়োজন। কেন না কর্ণ মস্তকের অন্তর্গত। মস্তক আমর্শন করিতে কর্ণেও আমর্শন করা হয়।

‡ ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর।

§ সুন্দর স্থান উত্তম গৃহাদি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা বাচালতা। ইহাই প্রার্থনা বিষয়ে সীমালঙ্ঘন। কেবল নরকানল হইতে রক্ষা ও স্বর্গলাভের জন্য প্রার্থনা হইতে পারে। তিন বারের অধিক অঙ্গ প্রক্ষালনে জল ব্যয় করা অজু সম্বন্ধে সীমালঙ্ঘন।

‖ ইনি হজরতের মহা গৌরবান্বিত সহচর, প্রত্যাদেশ লিপি কর ও আনুসার দলের

নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহাকে ওল্‌হান বলে। অতএব তোমরা অত্যধিক (জল) ব্যয়ের প্ররোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইও *।"—তর- এব্‌নমা।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব ইহাঁর একাধিক আখ্যায়ক নাই। ইহা হদিস শাস্ত্রবিদ্‌দিগের নিকটে অধিক প্রামাণ্য নহে।]

জবলের পুত্র মাজের উক্তি ;—আমি হজরতকে দেখিয়াছি যে, যখন তিনি অজু করিয়াছেন তখন স্বীয় বস্ত্রপ্রান্তে মুখমণ্ডল মার্জ্জন করিয়াছেন।—তর।

আয়াশার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষের এক খণ্ড বস্ত্র ছিল, অজুর অন্তে তিনি তদ্দ্বারা স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জল শোষণ করিতেন।—তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন যে, এই হদিস সুদৃঢ় নহে, এই হদিস আবুমাজ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আবুমাজ হদিসবেত্তাদিগের নিকটে তাদৃশ বিশ্বাসভাজন নহেন। তরমোজি এই হদিস ও তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী হদিসকে জয়িফ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেহেতু অজুর জল পরিশুদ্ধ, উহা ঈশ্বরের গুণানুবাদ করে। তাহা পুঁছিয়া ফেলা বিহিত নয়। এমাম আবুহনিফা বলিয়াছেন যে, শরীরকে পরিষ্কার করিবে, কোন প্রকার তাচ্ছিল্যও গর্ব্বিত ভাবে সেই জল পুঁছিয়া ফেলিলে দূষ্য, অন্যথা দূষ্য নহে।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু সোফিয়ার পুত্র সাবেতের উক্তি † ;—আমি আবুজাফেরকে অর্থাৎ মোহম্মদ বাকেরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, জাবের আপনাকে কি বলিয়াছেন যে হজরত এক এক বার, (কখন) দুই দুইবার, (কখন) তিনি তিন বার অঙ্গ শুদ্ধি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ সত্য।"—তর।

জয়দের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ দুই বার করিয়া অঙ্গ সংস্কার করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, "ইহা জ্যোতির পর জ্যোতিঃ।"—রজ।

ওস্‌মানের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ তিন বার করিয়া অঙ্গপ্রক্ষালন করিয়াছেন,

---

প্রধান লোক ছিলেন। "সৈয়দোল্‌ করা" ও "সৈয়দোল্‌ আনসার" ইহাঁর উপাধি ছিল। ওম ইঁহাকে সৈয়দোল্‌ মোস্‌লমিন বলিতেন। ইহাঁর বিশেষ বিবরণ স্থলান্তরে বিবৃত।

* "ওলাহ" শব্দ হইতে "ওল্‌হান" শব্দ নিষ্পন্ন। ওলাহ অর্থে দুঃখ বা বুদ্ধিভ্রম। এই ওলাহরূপ শয়তান অধিক জল ব্যয় করিতে প্রবৃত্তি দান করে।

† ইনি হজরতের একজন অনুগামী। ইনি আনস ও এমাম বাকেরের নিকটে হদিস শ্রবণ করিয়াছেন। ইহাঁ হইতে সোফিয়ান সোরী ও এব্‌ন আয়না শ্রবণ করিয়াছেন। অপর

এবং বলিয়াছেন যে, "আমার এই অজু ও আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের অজু (পূর্ণ)।"—রজ।

[এই হদিসকে শরাহ সহিহ মোস্‌লেম গ্রন্থে নওয়ী জয়িফ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।]

আনসের উক্তি;—হজরত প্রত্যেক নমাজের জন্য অজু করিতেন, এবং আমাদের মধ্যে কেহ ছিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধেও অজু পূর্ণ হইত, তিনি কখন অজু ভঙ্গ করিতেন না।—দার।

ইয়াহার পুত্র হব্বানের পৌত্র মোহম্মদের উক্তি * ;—আমি অবদোল্লার পুত্র ওমরের পৌত্র ওবয়দোল্লাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি ওমরের পুত্র অবদোল্লার প্রত্যেক নমাজের অজুর তত্ত্ব তাঁহার শুচি বা অশুচি অবস্থার (অজুর তত্ত্ব) জ্ঞাপন করুন। কাহা হইতে আপনি ইহা অবগত হইয়াছেন? (বলুন)। তখন তিনি বলিলেন, "খেত্তাবের পুত্র জয়দের কন্যা আমাকে বলিয়াছেন যে, হঞ্জলার পুত্র ও আবু আমের গসিনের পৌত্র অবদোল্লা এরূপ বলিয়াছেন যে, "প্রেরিত পুরুষ শুচি বা অশুচি সত্ত্বে প্রত্যেক নমাজের জন্য অজু করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে যখন হজরতের সম্বন্ধে ইহা দুষ্কর হইয়া উঠিল তখন প্রত্যেক নমাজের পূর্ব্বে দন্তধাবন করিতে আদিষ্ট হন। অজু রহিত হয়। কিন্তু (তৎপূর্ব্বে) অজু করিয়া না থাকিলে রহিত হইত না।" পরে অবদোল্লা স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এবিষয়ে শক্তি আছে, তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ইহা (প্রত্যেক নমাজের জন্য অজু) করিয়াছেন † ।—আহ।

ওমরের পুত্র আসের পৌত্র অবদোল্লার উক্তি;—একদা প্রেরিত পুরুষ সাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অজু করিতেছিলেন। হজরত বলেন, "সাদ, এত জলের অপব্যয় কেন?" তিনি বলিলেন, "অজুতে কি অপব্যয় হয়?" হজরত বলিলেন, "হাঁ, যদি তুমি নদীকূলে থাক তাহা হইলে অপব্যয় হয় না।"—আহ, এব্‌নমা।

আবু হোরয়রাও এব্‌ন মস্‌উদ এবং এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলি-

---

ধর্ম্মাচার্য্যগণ ইহাঁকে বড় বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইনি কল্পনাপ্রিয় লোক ছিলেন, ইহাঁর হদিসে সত্যের স্খলন হইয়াছে।

* হজরতের অনুসামী পণ্ডিত আবু অবদোল্লা আন্‌আরী ইহাঁকে হব্বানের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি বিশ্বাসভাজন লোক, এব্‌ন ওমর ও আনস হইতে এবং স্বীয় পিতা হইতে ইনি হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এমাম মালেক ইঁহার সাধন ভজন ও বিদ্যাবত্তার প্রশংসার ত্রুটি করেন নাই। ইনি ১২১ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† ওবয়দোল্লা একজন বিশ্বস্ত অনুগামী, ইহাঁ কর্ত্তৃক অত্যল্প হদিস বিবৃত। জয়দ ওমর-ফারুকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, সুতরাং জয়দের কন্যা আসমা ওবয়দোল্লারে খুড়তত ভগিনী

য়াছেন, "যে ব্যক্তি অজু করিয়াছেন ও পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি আপনার সমগ্রদেহকে শুদ্ধ করিয়াছেন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে নাই সে অজুর স্থান ব্যতীত শুদ্ধ করে নাই।—দারকে।

আবু রাফেয়ার উক্তি;—হজরত যখন নমাজ সম্বন্ধীয় অজু করিতেন তখন স্বীয় অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক সঞ্চালন করিতেন। দারকো, এব্‌নমা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্নান *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি;— * * *।

আবু সয়িদের উক্তি;— * * *।

ওম্মসোলমার উক্তি;— * * *।

আয়াশার উক্তি;—হজরত যখন অশুচিবশতঃ স্নান করিতেন, তখন প্রথমতঃ হস্তদ্বয় ধৌত করিতেন, তদনন্তর নমাজ সম্বন্ধীয় অজুর ন্যায় অজু করিতেন। তৎপর স্বীয় অঙ্গুলি জলে প্রবেশিত করিতেন, পরে তদ্দ্বারা স্বীয় কেশমূল সঞ্চালন করিতেন। তদনন্তর আপন মস্তকে আপন হস্তদ্বয়ে তিন গণ্ডূষ জল সিঞ্চন করিতেন। তৎপর আপন সমুদায় অঙ্গে জল সিঞ্চন করিতেন।—উভয়।

ছিলেন। জয়দ প্রথম মোহাজেরদিগের (দেশত্যাগীদিগের) অন্তর্গত। ইনি ওমরের পূর্ব্বে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়দ বদরের যুদ্ধে ও অন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। আবু বেকরের নেতৃত্ব কালে দ্বাদশ হেজরি সালে ইয়মামার সংগ্রামে ইনি নিহত হন। ইহাঁ হইতে অবদোল্লা ও আসমা হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আসমা হজরতের সহচরীবর্গের অন্তর্গত ছিলেন। অবদোল্লা ও তাঁহার পিতা হঞ্জলা উভয়ে হজরতের সহচর, বিশেষতঃ হঞ্জলা এক জন প্রধান সহচর ছিলেন। হঞ্জলা ওহদের সংগ্রামে নিহত হইয়াছিলেন। ইহাঁর গসিল উপাধি ছিল। হজরতের পরলোকের সময় অবদোল্লার সাত বৎসর বয়স ছিল। ইনি হজরতের অনেক কথা বলিয়াছেন। ইহাঁর বিশেষ বিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছিল। ইনি আনসার দলের মধ্যে আমির ছিলেন। ইনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ইহাঁর পিতা আবুআমের কাফের (অনেকেশ্বরবাদী) ছিল। "শুচি বা অশুচি সত্বে" ইহার অর্থ অজুযোগে তৎপূর্ব্বে শুদ্ধ হইয়া থাকিলে বা না হইয়া থাকিলে।

* মস্তকাবধি চরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ জলে অভিসিক্ত করা স্নান।

[মোস্‌লেমে জলে হস্ত প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বেই তিনি হস্তদ্বয় ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তদনন্তর দক্ষিণ হস্তযোগে বাম হস্তে সিঞ্চন করিতেন। পরে গুপ্ত অঙ্গ ধৌত করিতেন, তদনন্তর অজু করিতেন, এরূপ লিখিত।]

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—হজরতের সহধর্ম্মিণী ময়মুনা বলিয়াছেন, "আমি হজরতের জন্য স্নানের জল স্থাপন করিয়া তাহা বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি স্বীয় হস্ত দ্বয়ে জল বর্ষণ করিয়া তাহা ধৌত করেন। তৎপর দক্ষিণ হস্তে বাম হস্তের উপর জল বর্ষণ করেন। পরে গুপ্ত অঙ্গ প্রক্ষালন করেন। অবশেষে আপন হস্ত মৃত্তিকায় স্থাপন করিয়া ঘর্ষণ করেন। পরে কুলকুচি করেন ও নাসিকায় জল সিঞ্চন করেন, এবং মুখণ্ডল ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করেন। তৎপর মস্তকের উপর জল ঢালেন। এবং স্বীয় শরীরে জল সঞ্চালন করেন। তৎপর সরিয়া যান। পরে চরণদ্বয় প্রক্ষালন করেন। অবশেষে আমি তাঁহাকে বস্ত্র অর্পণ করি, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া হাত ছুড়িতে ছুড়িতে চলিয়া যান।"—উভয়। [ইহা বোখারীর ভাষা, মোস্‌লেম অন্য কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আয়াশার উক্তি;—আন্‌সার দলস্থ একটী নারী হজরতকে তাহার অশুচি স্নানের বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিল। কিরূপ স্নান করিতে হইবে তিনি তাহাকে উপদেশ দেন, পরে বলেন, কিঞ্চিৎ মৃগনাভি (কেহ কেহ বলেন সুগন্ধীকৃত বস্ত্র-খণ্ড) গ্রহণ করিও, তাহাতে শুচি হইবে।" সে জিজ্ঞাসা করে, "তাহাতে কিরূপে আমি শুচি হইব?" তিনি বলিলেন, "তাহাতে তুমি শুচি হইবে।" সে আবার বলে, "তদ্দ্বারা কিরূপে শুচি হইব?" তিনি বলেন, "সবহানাল্লা, তুমি তদ্দ্বারা শুচি হইবে।" তখন আমি তাহাকে আমার দিকে টানিয়া আনিলাম, এবং বলিলাম, শোণিতের চিহ্ন তদ্দ্বারা পরিষ্কার করিবে।—উভয়।

ওম্মসোলমার উক্তি;—আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আমি এমন এক জন নারী যে আমি মস্তকের কেশপুঞ্জ দৃঢ়রূপে বন্ধন করি, অশুচি বশতঃ স্নান করিতে কি তাহা মুক্ত করিব? তিনি বলিলেন, "উভয় হস্তে তিন অঞ্জলি জল স্বীয় মস্তকে বর্ষণ করা তোমার পক্ষে যথেষ্ট, ইহা ভিন্ন নহে। তৎপর আপন শরীরে জল সঞ্চালন করিবে, তাহাতে শুদ্ধ হইবে।—মো।

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ মোদ্দযোগে অজু সাআযোগে পাঁচমোদ্দ পর্য্যন্ত স্নান করিতেন *।—উভয়।

---

* মোদ্দ এক প্রকার পাত্র। তাহাতে অর্দ্ধসের বা দেড় সের জল ধারণ করে, এবং সাআ ও এক প্রকার পাত্র তাহাতে চার অবধি পাঁচমোদ্দ পর্য্যন্ত জলধরে। স্নানের জলের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, ইতোধিক জলে স্নান হইতে পরে।

মোওয়াজার উক্তি * ;—আয়াশা বলিয়াছেন, "আমি ও প্রেরিত পুরুষ আমাদের মধ্যে স্থাপিত একজলপাত্রে স্নান করিতেছিলাম, তখন তিনি জল গ্রহণ করিতে এত-দূর আমাকে অতিক্রম করিতেছিলেন যে, আমি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম আমার জন্য রাখুন, আমার জন্য রাখুন।" মোওয়াজা বলিয়াছেন তাঁহারা উভয়ে অশুচি ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আয়াশার উক্তি ;— * * *।

আয়াশার উক্তি ;— * * *।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক কেশের মূলদেশে মালিন্য থাকে, অতএব তোমরা কেশ ধৌত করিও, এবং কেশশূন্য গাত্রচর্ম্ম পরিষ্কার করিও।"—আবুদা, তর, এব্‌নমা।

[তরমোজি বলিয়াছেন যে, এই হদিস দুর্ব্বল হারেস এবন্ অজিহ ইহার প্রচারক। তিনি বৃদ্ধ ছিলেন, বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার শৈথিল্য ও স্মৃতিশক্তির হ্রাস হইয়াছিল।]

আলির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যাহার একটি কেশের স্থান মালিন্য-যুক্ত থাকে, সে তাহা ধৌত করে না, তাহার সহিত নরকাগ্নি এরূপ এরূপ করিবে।" আলি বলিয়াছেন, অতএব আমি মস্তকের কেশকে শত্রুগণ্য করিয়াছি। এই কথা তিন বার বলিয়াছেন †।—আবুদা আহ, দার।

[আহম্মদ ও দারমী বলিয়াছেন, "আমি মস্তকের কেশপাশকে শত্রু গণ্য করিয়াছি।" তিনবার এই কথার উল্লেখ করেন নাই।]

আয়াশার উক্তি;—হজরত স্নানান্তে আর অজু করিতেন না ‡।—তর, আবুদা, নেসা, এবন্‌মা।

আয়াশার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ অশুচি হইলে খতমা (দ্রব্য বিশেষ) যোগে মস্তক ধৌত করিতেন, তাহাতেই প্রচুর বোধ করিতেন, তদুপরি আর জল ঢালিতেন না।—আবুদা।

ইনি হজরতের অনুগামিনী ধর্ম্মপরায়ণা বিশ্বস্তা মহিলা। আলি আয়াশা প্রভৃতি হইতে ইনি হদিস অগত হইয়াছিলেন।

† এজন্য আলি মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন।

‡ হজরত স্নানের পূর্ব্বে যে অজু করিতেন সেই অজুতেই তাহার পরবর্ত্তী নমাজ পড়িতেন, আর অজু করিতেন না।

ইয়ালির উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ দেখিয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তি মুক্ত স্থানে (নগ্ন হইয়া) স্নান করিতেছে। তখন তিনি উপদেশবেদীর উপর আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের স্তব করেন ও তাঁহার প্রশংসা করেন, তৎপর বলেন, ঈশ্বর লজ্জাশীল আচ্ছাদক, তিনি লজ্জা ও আচ্ছাদনকে ভাল বাসেন, তোমাদের কেহ যখন স্নান করিবে, তখন সে যেন আচ্ছাদন করে।"—আবুদা, নেসা।

[অবুদাউদের উক্তিতে এরূপ উল্লিখিত, "নিশ্চয় ঈশ্বর আচ্ছাদক, অতএব তোমাদের কেহ স্নান করিতে ইচ্ছা করিলে যেন কিছু দ্বারা আচ্ছাদন করে।"]

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন কাবের উক্তি ;— * * *।

আলির উক্তি ;—এক ব্যক্তি হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, একদা "আমি অশুচি হওয়ার পর স্নান করি ও ফজরের নমাজ পড়ি, পরে দেখি যে নখের কিয়দ্দূর জলসংযুক্ত হয় নাই।" তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "যদি তুমি স্বীয় হস্ত দ্বারা স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মর্দ্দন করিতে ভাল ছিল।"—এব্‌নমা।

এব্‌নওমরের উক্তি ;—লয়নতোল্‌ মেরাজ (স্বর্গারোহণের রজনীতে) পঞ্চাশ বার নমাজ, অশুচির স্নান সাত বার, প্রস্রাবান্তে বস্ত্র প্রক্ষালন সাত বার নির্দ্দিষ্ট হয়। হজরত তদ্বিষয়ে সঙ্কেপ প্রার্থনা করাতে পাঁচ বার নমাজ, অশুচি অন্তে একবার স্নান, মূত্রত্যাগের পর এক বার বস্ত্র প্রক্ষালন স্থির হয় †।—আবুদা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অশুচি বস্তুর সঙ্গে যোগ ‡।

প্রথম অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—একদা প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি সেই সময়ে অশুচি ছিলাম। তিনি আমার হস্ত ধারণ করেন, আমি

---

* ইনি ওমিয়ার পুত্র। পিতা পুত্র উভয়েই হজরতের সহচর ছিলেন।

† রজনীতে হজরতের স্বর্গারোণের ব্যাপার পরে বিবৃত হইবে।

‡ শুক্র শোণিতাদি অশুচি বস্তু, তৎক্ষরণবশতঃ নরনারী অশুচি হয়। সেই অবস্থায় অজু ও স্নান না করিয়া নমাজপড়া নিষিদ্ধ।

তাঁহার সঙ্গে গমন করি। তিনি বসিলেন, আমি চলিয়া যাই, এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া স্নান করি। তৎপর প্রত্যাগমন করি, তখনও তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবুহোরয়রা, তুমি কোথায় ছিলে?" তখন আমি তাঁহাকে সবিশেষ বলিলাম। তিনি বলিলেন, "সবহানাল্লাহ" (পবিত্র পরমেশ্বর,) বিশ্বাসী অশুদ্ধ হয় না *।"—বো।

[মোস্‌লেম এবিষটি অন্য কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিকন্তু এই কথা বলিয়াছেন, "আপনি আমাকে সংস্পর্শ করিলেন, আমি যে অশুচি, স্নান না করা পর্য্যন্ত আমি আপনার সঙ্গে একত্র বসিতে সঙ্কুচিত।" অপর উক্তিতে বোখারীর মধ্যেও এরূপ উল্লিখিত আছে।]

এব্‌ন ওমরের উক্তি;— * * *।

আয়াশার উক্তি;—হজরত অশুচি হওয়ার পর ভোজন ও শয়ন করিতে উদ্যত হইলে নমাজের অজুর ন্যায় অজু করিতেন।—উভয়।

আবুসয়িদ খোদরীর উক্তি;— * * *।

আনসের উক্তি;— * * *।

আয়াশার উক্তি;—হজরত সকল সময়ে (অশুচির অবস্থায়ও) পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ করিতেন।—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—হজরতের কোন সহধর্ম্মিণী এক বৃহৎ জলপাত্রে স্নান করিতেছিলেন, তখন হজরত তাহা হইতে অজু করিতে ইচ্ছু হন। তাহাতে তিনি বলেন, "প্রেরিত পুরুষ, আমি অশুচি আছি।" তখন তিনি বলেন, "জল অশুচি হয় না।"—তর, আবুদা, এব্‌নমা, দারমী।

[শরেহে সোন্নত গ্রন্থে ময়মুনার বিষয় এব্‌ন আব্বাস কর্ত্তৃক এই মসাবিহের পদবিন্যাসানুরূপ লিখিত।]

আয়াশার উক্তি;— * * *।

আলির উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ শৌচাগার হইতে বাহির হইয়া আমাদিগকে কোরাণ পড়াইয়াছেন ও আমাদের সঙ্গে মাংস ভক্ষণ করিয়াছেন, অশুচি হওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাকে কোরাণ পাঠ হইতে নিবৃত্ত রাখে নাই।—আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

---

* অর্থাৎ বিশ্বাসীর শরীর অশুদ্ধ হয় না, তাঁহার দেহ স্পর্শে দোষ নাই।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ঋতুমতী নারী ও অশুচি পুরুষ যেন কোরাণের কিছু পাঠ না করে।—তর।

আয়াশার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "মস্‌জেদের অভিমুখ হইতে এই গৃহ সকলের দ্বার ফিরাইয়া রাখ, যেহেতু আমি অশুচি নারী ও অশুচি পুরুষের জন্য মস্‌জেদ বৈধ মনে করি না।"—আবুদা।

আলির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে গৃহে প্রতিমূর্ত্তি আছে ও কুকুর বাস করে, এবং অশুচি লোক স্থিতি করে সে গৃহে দেবতা প্রবেশ করেন না।"—আবুদা, নেসা।

ইয়াসেরের পুত্র অম্মারের উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "এই তিন ব্যক্তির নিকটে দেবগণ উপস্থিত হন না, (১) কাফেরের নিকটে, (কোন কোন স্থলে মৃত কাফরের নিকটে) (২) খলুক (সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষ) সমন্বিত লোকের নিকটে, (৩) অশুচি লোকের নিকটে। অজু করিলে নয়।"—আবুদা।

আবুবেকরের পুত্র মোহম্মদের পৌত্র ওমরের প্রপৌত্র আদোল্লার উক্তি † ;—সেই পুস্তকে হজরত যাহা ওমর এব্‌ন হজমের জন্য লিপি করিয়াছেন এরূপ উল্লিখিত আছে যে, "শুচি লোক ব্যতীত অন্যে যেন কোরাণ স্পর্শ না করে।"—আন দারকো।

নাফেয়ার উক্তি ‡ ;—আমি এবন্ ওমরের সঙ্গে তাঁহার কোন প্রয়োজন উদ্দেশ্যে এক স্থানে যাত্রা করিয়াছিলাম, পরে এব্‌ন ওমর সেই প্রয়োজন সাধন করেন, সেই দিন তাঁহার হদিসের অন্তর্গত এই কথা ছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, "এক ব্যক্তি কোন গলির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি শৌচ হইতে বা মূত্রত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। সেই সময় সে তাঁহাকে সলাম করে। যে পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি গলিতে লুক্কায়িত হইবার উপক্রম করে সে

---

* আবু হজিফার মোম্মিয়া নাম্নী দাসীকে ইয়াসের বিবাহ করিয়াছেন। তাহার গর্ভে এম্মার জন্ম গ্রহণ করে। এম্মারের পিতা মাতা উভয়েই প্রাচীন মোসলমান ছিলেন। এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বনে অংশিবাদিগণ এম্মারের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল। যখন তাঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছিল তখন হজরত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, এবং বলেন, "অনল, তুমি যেমন এব্রাহিমের সম্বন্ধে শীতল হইয়াছিলে এম্মারের সম্বন্ধেও শীতল হও।" ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী মোহাজেরদিগের অন্তর্গত ছিলেন। ইহাঁর বহু সদ্‌গুণ ছিল। আবু জোহল ইহাঁর মাতাকে বধ করিয়াছিল।

† ইহাঁর পিতা পিতামহ উভয়েই হজরতের অনুগামী। প্রপিতামহ সহচর ছিলেন। হজরত তাঁহাকে এয়মন প্রদেশে কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করিয়া একটি পুস্তিকা সঙ্গে দিয়াছিলেন, তাহাতে কতকগুলি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিষেধ বিধি লিপি ছিল।

‡ নাফেয়া এব্‌ন ওমরের দাস বহু হদিসবেত্তা বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষ মাদবের আদিম নিবাসী নহেন। ১১৭ সালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

পর্য্যন্ত তিনি তাহাঁকে সলাম প্রতিদান করেন না। প্রেরিত পুরুষ প্রাচীরে হস্তাঘাত করেন, এবং উভয় হস্তে স্বীয় মুখমণ্ডল আমর্শন করেন। তদনন্তর পুনর্ব্বার আঘাত করিলেন, তৎপর স্বীয় উভয় হস্ত কফোণি পর্য্যন্ত আমর্শন করিলেন। তদনন্তর সেই ব্যক্তিকে সলাম প্রতিদান করেন, এবং বলেন, তোমাকে সেলাম প্রতিদানে আমি শুচি ছিলাম না, একারণ ভিন্ন আমাকে নিবৃত্ত করে নাই *।—আবুদা।

মোহাজের এব্‌ন ফোন্‌কোজ হইতে;—তিনি হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি প্রস্রাব করিতেছিলেন। মহাজের তাঁহাকে সলাম করেন। তিনি যে পর্য্যন্ত অজু না করিলেন সে পর্য্যন্ত সলাম প্রত্যর্পণ করেন নাই। তদনন্তর তাহাঁর নিকটে ইহার কারণ উল্লেখ করেন, এবং বলেন, "আমি শুচির অবস্থায় ভিন্ন ঈশ্বরের নাম উচ্চারণে কুণ্ঠিত।—আবুদা, নেসা।

[নেসায়ী 'অজু না করিলেন পর্য্যন্ত' এরূপ বলিয়া হেতুর কথা কিছু উল্লেখ করেন নাই। পরে যখন অজু করিলেন তখন সলাম প্রত্যর্পণ করিলেন; এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

ওম্মসোলমার উক্তি;— * * *।

শোওয়বার উক্তি;—এব্‌ন আব্বাস যখন অশুচির পর স্নান করিতেন তখন দক্ষিণ হস্তে বাম হস্তের উপর সাত বার জল সিঞ্চন করিতেন, তৎপর স্বীয় গুপ্ত অঙ্গ প্রক্ষালন করিতেন। অনন্তর তিনি একস্থলে কত বার জল ঢালিয়াছেন ইহা ভুলিয়া যান, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলি জানি না। তাহাতে তিনি বলিলেন, "তুমি মাতৃহীন হও, স্মরণ রাখিতে তোমাকে কি সে বারণ করিয়াছিল?" তদনন্তর তিনি নমাজের অজুর ন্যায় অজু করেন। তৎপর স্বীয় অঙ্গে জল ঢালেন। তাহার পরে বলেন, "প্রেরিত পুরুষ এই প্রকার অঙ্গ সংস্কার করিতেন।"—আবুদা।

আবু রাফেয়ার উক্তি;— * * *।

---

* যদিচ এস্থলে সলামের অর্থ নিরাপদ। কিন্তু সলাম ঈশ্বরের অন্যতর নামও হয়। অজু না করিয়া অশুচির অবস্থায় সেই নাম উচ্চারণ করিতে হজরত কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু অনেক সময়ে অশুচি থাকিয়াও তিনি ঈশ্বরের নাম করিয়াছেন, তাহা প্রমাণিত। তবে এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, অজু করিয়া তাঁহার নাম করাই সর্ব্বথা সঙ্গত। অশুচির অবস্থায়ও ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা যাইতে পারে।

ওমরের পুত্র হোকমের উক্তি *;—স্ত্রীলোকের অঙ্গ শুদ্ধির অবশিষ্ট জলে পুরুষকে অজু করিতে হজরত নিষেধ করিয়াছেন।—আবুদা, এব্‌ন মা, তর।

[তরমোজি সন্দেহসূচক বা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, এই হদিস হসন ও সহিহ।]

হোময়দোল হমিরীর উক্তি †;—আমি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম যে, আবুহোরয়রা যেমন সহবাস করিয়াছিলেন তদ্রূপ তিনি চারি বৎসর হজরতের সঙ্গে সহবাস করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "পুরুষের অঙ্গশুদ্ধির অবশিষ্ট জলে নারীকে অথবা নারীর অবশিষ্ট জলে পুরুষকে স্নান করিতে হজরত নিষেধ করিয়াছেন।

[মসদ্দদ নামা একজন যে প্রধান অনুগামী ছিলেন, তিনি অতিরিক্ত এই কথা বলিয়াছেন যে, "উভয় স্ত্রী পুরুষ এক যোগে পরস্পরের নিকট হইতে জল গ্রহণ করিতে পারেন।"—অবুদা, নেসা। আহমদ ইহার পূর্ব্বাংশে এই কথা অধিক বলিয়াছেন, "আমাদের কেহ প্রতিদিন কেশবিন্যাস করে বা স্নানক্ষেত্রে প্রস্রাব করে, এ বিষয়ে হজরত নিষেধ করিয়াছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জলসম্বন্ধে বিধি ‡।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যাহার স্রোত নাই এমন স্থির জলে তোমাদের কেহ যেন মূত্রত্যাগ না করে, তদনন্তর সে তাহাতে স্নান করিবে।"—উভয়।

---

* ইনি একজন হজরতের সহচর ছিলেন, বসোরাতে যাইয়া বাস করেন। প্রথমতঃ প্রধান শাসনকর্ত্তা জয়দ ইহাঁকে বসোরার শাসনকর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত করেন, পরে তৎপদ হইতে খোরাসানের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করেন। ৫০ বা ৫১ সালে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হন। হোসন বসোরী ইহাঁ হইতে হদিস শ্রবণ করিয়াছেন।

† ইনি হজরতের এক জন মহাসম্মানিত বসোরানিবাসী প্রাচীন বিশ্বস্ত অনুগামী। তত্ত্বজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে ইনি বসোরাতে শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন।

‡ এই পরিচ্ছেদে বর্ষার জল বদ্ধ জল প্রস্রবণবারি স্রোতোজলপ্রভৃতি সম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা বিবৃত।

[মোস্‌লেমের উক্তিতে বিশেষ এই যে, "তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ অশুচি হইয়া যেন বদ্ধ জলে স্নান না করে।" লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হে আবু-হোরয়রা, তবে কিরূপ করিবে?" তিনি বলিয়াছিলেন, "জল উত্তোলন করিবে।"]

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ স্থির জলে মূত্রত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।—মো।

এজিদের পুত্র সায়েবের উক্তি *;—আমার মাতৃস্বসা আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রেরিত পুরুষের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, আমার এই ভাগিনেয়টি পীড়িত।" তখন তিনি আমার মস্তকে হস্ত আমর্শন ও আমার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করেন। তদনন্তর তিনি অজু করিলেন, আমি তাঁহার অজুর জল পান করিলাম। তৎপর তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার উভয় স্কন্ধের মধ্যস্থলে পারাবত অণ্ডের ন্যায় তাঁহার প্রেরিতত্বের নিদর্শন দর্শন করিলাম †।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—যাহাতে গ্রাম্য পশু ও শ্বাপদ সকল অবতরণ করিয়া থাকে, হজরতকে পৃথিবীর সেই প্রান্তরস্থিত জলের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তাহাতে তিনি বলেন, যখন দুই কোলা পরিমাণ জল তাহাতে থাকে তখন উহা মলিন হয় না ‡।—আহ, আবুদা, তর, নেসা, দার, এব্‌নমা।

আবুসয়িদ খোদ্‌রীর উক্তি;—হজরতকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, আমরা কি বোজায়া কূপ হইতে অজু করিব, ইহা এমন এক কূপ যে তাহাতে স্ত্রীলোকের অশুচি বস্ত্র ও মৃত কুকুর এবং দুর্গন্ধ বস্তু নিক্ষিপ্ত হয়।" তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "নিশ্চয় এই জল শুদ্ধ, কিছুতে তাহাকে মলিন করে না §।"—আহ, তর, আবুদা, নেসা।

---

* ইনি হেজরি দ্বিতীয় বৎসরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বীয় পিতার সঙ্গে হোজ্বতোল্ অদাতে ইনি হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সায়ের হজরতের বালক সহচর ছিলেন। ইনি পিতা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন। ওমর ইহাঁকে মদিনার বাজারে কর্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

† হজরতের পশ্চাদ্ভাগে উভয় স্কন্ধের মধ্যস্থলে বিশেষ আকারে মাংশপিণ্ড উদ্গত হইয়াছিল, তাহাকে "খাতম নবুওয়ত" বা "মোহর নবুওয়ত" (প্রেরিতত্বের মোহর) বলে।

‡ কোলা, বৃহৎ জলপাত্র বিশেষ। তাহাতে পাঁচ মশক পরিমাণ জল রাখা যায়। এই হদিসের সত্যতা বিষয়ে মতভেদ আছে।

§ বোজায়া মদিনাস্থ একটি প্রসিদ্ধ কূপ। কয়েকটি প্রস্রবণের সঙ্গে তাহার যোগ আছে, তাহার জল বদ্ধ নয়, সুতরাং মালিন্য আবর্জ্জনা ইত্যাদিতে তাহা মলিন হয় না।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—এক ব্যক্তি হজরতকে এই প্রশ্ন করিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, আমরা সমুদ্রে চলিয়া থাকি। অল্প জল (পানার্থ) সঙ্গে লইয়া থাকি। যদি তদ্দ্বারা অজু করি, তাহা হইলে আমাদিগকে তৃষ্ণার্ত্ত থাকিতে হয়, অতএব সামুদ্রিক বারিতে কি অঙ্গ শুদ্ধি করিব?" তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "উহা, (সাগর) স্বীয় জলের সংশোধক হয়, তাহার মৃতজীব বৈধ *।"—তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

আবুজয়দ অবদোল্লা এব্‌ন মস্‌উদ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন † ;—উপদেবতা সমাগমের রজনীতে হজরত তাহাকে (এব্‌ন মস্‌উদকে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার জলপাত্রে কি?" তিনি বলেন, "আমি বলিলাম খোর্ম্মারস।" হজরত বলেন, "খোর্ম্মা বিশুদ্ধ ও জল সংশোধক ‡।"—আবুদা।

[আহমদ ও তরমোজী অতিরিক্ত এই বলিয়াছেন যে, "অনন্তর তিনি তাহাতে অজু করেন।" তরমোজি এই হদিসের প্রতি দোষার্পণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, যে এব্‌ন মসউদ হইতে শ্রবণ করিয়া আবুজয়দ এই হদিস বলিয়াছে, সে এব্‌ন হরিসের দাস, মূর্খলোক, তাহা হইতে অবগত হইয়া আবুফরারা প্রচার করিয়াছে। এই হদিস সত্য নহে। বোখারীও এই হদিসকে বিশ্বাসযোগ্য বলেন নাই। কয়সের পুত্র অল্কমা যে একজন বিখ্যাত অনুগামী ও মহাজ্ঞানী লোক ছিলেন তাহা কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে যে, তখন এব্‌ন মসউদ হজরতের সঙ্গে ছিলেন না। তিনিও স্বয়ং বলিয়াছেন যে, আমি সেই রাত্রিতে হজরতের সঙ্গে ছিলাম না।]

কাব এব্‌ন মালেকের কন্যা কব্‌সার উক্তি ‡ ;—তিনি এবুকেতাদার পুত্রের ভার্য্যা ছিলেন। একদা আবুকেতাদা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার জন্য তিনি (কব্‌সা) অজুর জল স্থাপন করেন। পরে এক মার্জ্জার আসিয়া তাহা হইতে পান করে। তখন তিনি (আবুকেতাদা) মার্জ্জারের জন্য জলপাত্র

---

* এস্থলে মৃত জীব মৃত মৎস্য। অন্য জীবকে জব করিয়া ভক্ষণ করার বিধি, কিন্তু মৎস্যের সম্বন্ধে এই বিধি নয়। মৎস্য শিকার করিয়া জল হইতে তুলিয়া জব না করিয়া ভক্ষণ করা যায়। কিন্তু মৎস্য জলেতে স্বতঃ মরিলে অভক্ষ্য।

† কথিত আছে যে এক দিন রজনীতে পরি বা উপদেবতাগণ আসিয়া এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই রজনীকেই উপদেবতাসমাগমের রজনী বলা হইয়াছে। আরব্য নবিজ শব্দের অর্থ খোর্ম্মারস লিখিত হইয়াছে। নবিজ সুরাবিশেষ। খোর্ম্মাফল কয়েক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিলে সেই ফল মিষ্টতাশূন্য হয়, জল সমধিক তীব্র হয় না। উহা বৈধ সামগ্রীর মধ্যে গণ্য। হজরতের জন্য তাহা প্রস্তুত হইত। যবশস্যযোগে যে সুরা প্রস্তুত হয় তাহাকেও নবিজ বলে।

‡ ইনি হরিসের দাস, হজরতের একজন অনুগামী।

ক্ষান্ত করিয়া ফেলেন। সে পান করে। কব্‌সা বলেন, তখন আমি তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছি এরূপ আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভ্রাতৃ-কুমারি, তুমি কি বিস্মিত হইয়াছ? তাহাতে আমি বলিলাম, হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ইহা (মার্জ্জার) অপবিত্র নয়, যেহেতু ইহারা তোমাদের নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায় *।"—মালে, তর, আহ, আবুদা, এব্‌নমা, দার।

সালেহের পুত্র দিনারের পৌত্র দাউদ স্বীয় মাতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, † একদা তিনি (মাতা) স্বীয় দাসীকে হরিসা সহ আয়াশার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, ‡। সে বলিয়াছে যে, "আমি তাঁহাকে নমাজ পড়িতেছেন এই অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনি উহা রাখিয়া দিতে আমার প্রতি ইঙ্গিত করেন। আমি রাখিয়া দি। তখন এক বিড়াল আসিয়া তাহা হইতে কিছু ভক্ষণ করে। পরে যখন আয়াশা নমাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন যে দিক্ হইতে মার্জ্জার ভক্ষণ করিয়াছিল তিনিও ভক্ষণ করিলেন, এবং বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, 'ইহারা অশুদ্ধ নহে, যেহেতু ইহারা তোমাদের নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায়।' নিশ্চয় আমি দেখিয়াছি যে, প্রেরিতপুরুষ উহার উচ্ছিষ্ট জলে অজু করিয়াছেন।"—আবুদা।

জাবেরের উক্তি;—হজরতকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "গর্দ্দভের পানাবশিষ্ট জলে কি আমরা অজু করিব?" তিনি বলিলেন, "সমুদায় শ্বাপদের উচ্ছিষ্ট জলে করিবে §।"—শরাহসোন্নত।

---

* আরব্য লোকেরা সচরাচর প্রিয় জনকে ভ্রাতৃকুমার বা ভ্রাতৃকুমারী এই শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকে। যেমন প্রার্থী ও অভাবযুক্ত লোক তোমাদের নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায়, মার্জ্জারও তদ্রূপ। অতএব ইহাদের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মার্জ্জার অপবিত্র পশু নহে, ইহাদের মুখস্পর্শে জল বা খাদ্য অশুদ্ধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, বিড়াল শ্বাপদশ্রেণীর অন্তর্গত পশু। শ্বাপদের উচ্ছিষ্ট দূষ্য। কিন্তু মার্জ্জার গৃহপোষ্য, মার্জ্জারসম্বন্ধে এই কথা প্রযুক্ত হয় না। এমাম আবু হনিফার মতে মার্জ্জারের উচ্ছিষ্ট জল দূষ্য। কিন্তু অন্য জল না পাওয়া গেলে মৃত্তিকা যোগে অজু না করিয়া সেই জলেই অজু করিতে তিনি বিধি দিয়াছেন। অন্য শুদ্ধজল সত্তে মার্জ্জারের উচ্ছিষ্ট জলে অজু না করা ভাল, করিলে ক্ষতি নাই। আবু ইয়ুসোফ প্রভৃতি অন্য অন্য এমামের মতে মার্জ্জারমুখস্পৃষ্ট জল খাদ্যাদি অশুদ্ধ নয়।

† ইনি আয়াশার দাসশ্রেণীর অন্তর্গত হজরতের মদিনাবাসী একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি আবু কেতাদা আন্‌সারীর দাস ছিলেন।

‡ হরিসা এক প্রকার তরল খাদ্য বস্তু। গোধূম চূর্ণ ও মাংস এবং লবণ ঘৃত ও মোশালা-যোগে তাহা প্রস্তুত হয়।

§ এতদ্দ্বারা জানা যায় যে শ্বাপদের উচ্ছিষ্ট জল অশুদ্ধ নহে। কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্যের মতে

ওম্মহানীর উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ ও (তাঁহার সহধর্ম্মিণী) ময়মূনা এক বৃহৎ পাত্রে স্নান করিয়াছিলেন, তাহাতে আটা সংলগ্ন ছিল।—নেসা, এব্‌নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

অবদোর্‌ রহমাণের পুত্র ইয়হার উক্তি † ;—একদা ওমরফারুক আরোহিগণ সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ওমর এব্‌নোলব আস ছিলেন। তাঁহারা এক ক্ষুদ্র সরোবরের (হওজের) কূলে যাইয়া উপস্থিত হন। তখন ওমরএব্‌-নোল্‌ আস জিজ্ঞাসা করেন,"হে সরোবরস্বামিন্‌, তোমার সাবোবরে কি শ্বাপদ অবতরণ করে?" তাহা শুনিয়া ওমরফারুক বলেন, "হে হওজের অধিকারিন্‌, তুমি আমাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করিও না, যেহেতু আমরা যাহাতে শ্বাপদগণ অবতরণ করে, অবতরণ করিয়া থাকি, এবং আমরা যাহাতে অবতরণ করি তাহারা তাহাতে অবতরণ করে।"—মাল।

[রজিন অতিরিক্ত এই বলিয়াছেন যে, কোন কোন আখ্যায়ক ওমর এবনোল্‌ আসের উক্তিতে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, "আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, ইহারা (শ্বাপদগণ) যাহা উদরে ধারণ করিল তাহা তাহাদের জন্য, এবং যাহা অবশিষ্ট তাহা আমাদের জন্য বিশুদ্ধ ও পানীয়।"]

আবুসয়িদ খোদরীর উক্তি ;—মদিনা ও মক্কার মধ্যস্থিত হওজ সকলে—যাহার মধ্যে শ্বাপদ কুকুর ও গর্দ্দভ অবতরণ করে সেই সকলের জলে অঙ্গশুদ্ধি করিবার বিষয় প্রেরিত পুরুষকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাহারা যাহা উদরে ধারণ করিয়াছে তাহা তাহাদের, এবং যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা আমাদের জন্য সংশোধক।—এব্‌নমা।

ওমর এব্‌নোল্‌ খেত্তাব বলিয়াছেন, "সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত জলে তোমরা স্নান করিও না, যেহেতু উহা কুষ্ঠরোগ সঞ্চার করে ‡।"—দারকো।

অশুদ্ধ। পাত্রবিশেষে স্থিত শ্বাপদের উচ্ছিষ্ট জল অশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সরোবরাদির জল অশুদ্ধ হয় না।

* ওম্মহানী আবুতালেবের কন্যা ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম ফাখ্‌তা, কেহ কেহ বলেন, আত্‌কা। ইনি মক্কা জয়ের বৎসর এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† ইনি একজন উচ্চপদস্থ বহু হদিসবেত্তা বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

‡ এই হদিস প্রামাণ্য নহে। ওমর যে এ কথা বলিয়াছেন ও হজরত কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তাহার বিশ্বাসযোগ্য আখ্যায়ক নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

মালিন্য পরিষ্কার।

প্রথম অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যদি তোমাদের কাহার পাত্রে কুকুর জল পান করে, তবে সে যেন তাহা সাত বার ধৌত করে।"—উভয়।

[মোস্‌লেমের উক্তিতে বিশেষ এই যে, "তোমাদের কাহারও পাত্রে কুকুর জল পান করিলে তাহা সাত বার প্রক্ষালনে শুদ্ধ হয়, প্রথমতঃ মৃত্তিকাদ্বারা পরিষ্কার করিতে হয়।"]

আবুহোরয়রার উক্তি;—একদা একজন প্রান্তরনিবাসী আরব্য লোক মস্‌জেদে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন লোকে তাহাকে আক্রমণ করে। তাহাতে হজরত তাহাদিগকে বলেন, "ইহাকে ছাড়িয়া দাও, এবং ইহার প্রস্রাবের উপর এক ডোল জল ঢালিয়া দাও, কোমল ব্যবহারকারিরূপে তোমরা সৃষ্ট হইয়াছ, নিষ্ঠুররূপে সৃষ্ট হও নাই। ইহা ভিন্ন নহে *।"—কে।

আনসের উক্তি;—ইতিমধ্যে আমরা প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে মস্‌জেদে ছিলাম। হঠাৎ এক প্রান্তরনিবাসী আরব্য পুরুষ উপস্থিত হয়, তখন সে দণ্ডায়মান হইয়া মসজেদে প্রস্রাব করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে প্রেরিত পুরুষের সহচরগণ "তাহাকে বারণ কর, তাহাকে বারণ কর" বলিয়া উঠেন। তখন হজরত বলেন, "তাহার প্রস্রাবে বাধা দিও না, তাহাকে ছাড়িয়া দাও।" তখন তাঁহারা মূত্রত্যাগ করা পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া দেন। তদনন্তর প্রেরিত পুরুষ তাহাকে ডাকিয়া বলেন, "এ সকল মস্‌জেদ কিছুতেই এই প্রস্রাব ও মলিন বস্তুর উপযুক্ত নয়, ইহা ঈশ্বর প্রসঙ্গ ও নমাজ এবং কোরাণ পাঠের জন্য বৈ নহে।" অথবা হজরত এই প্রকার কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি মণ্ডলীর এক ব্যক্তিকে জল ঢালিতে আদেশ করিলেন। তখন সে এক ডোল জল সহ উপস্থিত হইল, এবং তদুপরি সিঞ্চন করিল।—উভয়।

আবুবেকরের কন্যা আসমার উক্তি;—একটী স্ত্রীলোক হজরতকে জিজ্ঞাসা

---

* প্রান্তরবাসী আরব্য লোকদিগকে আরব্যভাষায় বদওয়ী বলে। ইহারা ঘোর মূর্খ ক্রোধী পরস্বাপহারী দুর্দ্দান্ত লোক। এই হদিসে হজরতের সদয় ও কোমল ব্যবহারের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই হদিস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ভূমি মূত্রাদিতে অপবিত্র হইলে জলদ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। খনন করিয়া মাটী উঠাইয়া ফেলার প্রয়োজন করে না।

করিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, যখন আমাদের কাহার বস্ত্রে অশুচির শোণিত লিপ্ত হয়, তখন সে কিরূপ করিবে? ইহা আপনি জ্ঞাপন করুন।" তাহাতে হজরত বলেন, "যখন তোমাদের কাহার বস্ত্র অশুচির শোণিত সংলিপ্ত হয়, তখন সে যেন তাহা নখ দ্বারা ঘর্ষণ করে, তৎপর যেন তাহা জলদ্বারা প্রক্ষালন করে, তদনন্তর (ইচ্ছা হইলে) সে যেন নমাজ পড়ে।—উভয়।

ইয়সারের পুত্র সোলয়মানের উক্তি ;— * * *।

অস্‌ওদের উক্তি ;— * * *।

কয়সের মাতা মেহসনের কন্যা স্বীয় দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র সহ হজরতের নিকটে উপস্থিত হন। প্রেরিত পুরুষ তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করেন। তখন সে তাঁহার বস্ত্রে প্রস্রাব করে। পরে হজরত জল আনয়ন করিয়া তাহাতে সিঞ্চন করিলেন। উহা প্রক্ষালন করিলেন না *।—উভয়।

অব্বাসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "পশুচর্ম্ম যথারীতি পরিষ্কার করিলে শুদ্ধ হয়।"—মো।

উক্ত অবদোল্লার উক্তি ;—ময়মুনার এক দাসীকে একটি ছাগপশু উপহার দেওয়া হইয়াছিল। উহা মরিয়া যায়। পরে হজরত তাহার নিকটে উপস্থিত হন, তখন তিনি বলেন, "তোমরা ইহার চর্ম্ম কেন গ্রহণ কর নাই, তাহা যথারীতি পরিষ্কার করিয়া লইলে, অবশেষে তাহাতে লাভবান্ হইতে।" সহচরগণ বলিলেন "ইহা যে মৃত।" হজরত বলিলেন, "ইহা ভক্ষণ করা অবৈধ, এতদ্ভিন্ন নহে।"—উভয়।

হজরতের পত্নী সওদার উক্তি ;—আমার একটি ছাগপশু মরিয়া যায়, আমি তাহার চর্ম্ম পরিষ্কার করিয়া লই। (তাহাতে মশক প্রস্তুত করি) তৎপর যে পর্য্যন্ত উহা ছিন্ন না হইয়া যায় সে পর্য্যন্ত আমি সর্ব্বদা তন্মধ্যে খোর্ম্মারস (সুরাবিশেষ) প্রস্তুত করি।—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হারেসের কন্যা লব্বাবার উক্তি † ;—আলির শিশু তনয় হোসেন হজরতের ক্রোড় দেশে ছিল, তখন সে তাঁহার বস্ত্রে প্রস্রাব করে। তাহাতে আমি বলি, অন্য বস্ত্র পরিধান

---

* দুগ্ধ পোষ্য শিশু কুমার কাহার শরীরে ও বস্ত্রে মূত্র ত্যাগ করিলে জল সিঞ্চন করিলেই যথেষ্ট হয়। স্নান করা বা বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালন করার আবশ্যক করে না। কোন কোন এমামের মতে শিশুকুমার বস্ত্রাদিতে প্রস্রাব করিলে তাহার উপর জল ঢালিয়া দিতে হয়, কুমারী প্রস্রাব করিলে প্রক্ষালন করা আবশ্যক।

† ইনি হজরতের পিতৃব্য অব্বাসের সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

কর, এবং তোমার ইজার প্রক্ষালন করিবার জন্য আমাকে প্রদান কর। তিনি বলেন, "কুমারীর মূত্রত্যাগে প্রক্ষালন ও কুমারের মূত্রে জল সেক করা হইবে, এতদ্ভিন্ন নহে *।"—আহ, আবুদা, এব্‌নমা।

[আবুদাউদ ও নেসায়ী হজরতের দাস আবুসমহার উক্তি এরূপ লিখিয়াছেন যে, বালিকার মূত্র প্রক্ষালন বালকের মূত্রে জলসেক করা হইবে।]

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যদি তোমাদের কেহ পাদুকা-যোগে ময়লা মাড়াইয়া যায়, নিশ্চয় তাহার জন্য মৃত্তিকাই সংশোধক †।"—আবুদা।

[এবনমাজ্ ইহার ভাব বলিয়াছেন।]

ওম্ম সোলমার উক্তি;—একটী নারী হজরতকে বলিয়াছিল যে, "আমি বসনাঞ্চল দীর্ঘ করিয়া থাকি, এবং আবর্জ্জনাময় স্থানদিয়া গমন করি (কিরূপে শুদ্ধ হইব?) প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, মৃত্তিকা তাহাকে শুদ্ধ করে ‡।"—মালে, আহ, তর, আবুদা, দার।

[আবুদাউদ ও দারমী বলিয়াছেন যে, সেই নারী অবদোর্‌রহমাণের পুত্র এব্রাহিমের ভার্য্যা।]

মাদি কারেবের পুত্র মেকদামের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ শ্বাপদের চর্ম্ম পরিধানে ও তদুপরি উপবেশনে নিষেধ করিয়াছেন §।—আবুদা, নেসা।

ওসামার পুত্র আবুমলিহ স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন ‖;—প্রেরিত পুরুষ শ্বাপদ চর্ম্ম (পরিধানে ও উপবেশনে) নিষেধ করিয়াছেন।—আহ, আবুদা, নেসা।

---

* কুমারের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহারের ভিন্নতা হওয়ার কারণ এই প্রকার প্রতীতি হয় যে শিশু বালকদিগকে পুরুষেরা সর্ব্বদা ক্রোড়ে ধারণ করিতেন, তাহাতে তাহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের বস্ত্রে মূত্র ত্যাগকরিত। বস্ত্র পুনঃ পুনঃ ধৌত করা দুরূহ ব্যাপার বলিয়া কেবল মূত্রসিক্ত স্থানে জলসিঞ্চনের বিধি হইয়াছে। বালিকাদিগকে কখন কখন তাঁহারা অঙ্কে ধারণ করিতেন, সুতরাং কখন কখন তাহারা বস্ত্রে বা গাত্রে প্রস্রাব করিত। তাহাতে প্রক্ষালন করা কঠিন কার্য্য নয় বলিয়া প্রক্ষালনের বিধি হইয়াছে।

† পাদুকাতে জঞ্জাল ও ময়লা সংযুক্ত হইলে মৃত্তিকায় সংঘর্ষণ করিলেই তাহা শুদ্ধ হয়।

‡ অশুদ্ধ বসনাঞ্চল পরিশেষে মৃত্তিকার সংযোগে শুদ্ধ হয়।

§ হিংস্র পশুদিগের চর্ম্ম পরিধেয় ও আসন করিলে মানুষ ক্রুদ্ধ ও হিংস্র প্রকৃতি হয়। পরন্তু সেই চর্ম্মের রোম অপবিত্র, পরিষ্কার করিলেও তাহার মলিনতা দূর হয় না।

‖ ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী। ইহাঁর প্রকৃত নাম আমের। ইহাঁর পিতা ওসামা এক জন সহচর ছিলেন।

[তরমোজী ও দারমী বলিয়াছেন যে শয্যার আসন করিতে উহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।]

আবুল মলিহ হইতে—তিনি শ্বাপদচর্ম্ম ক্রয় বিক্রয় দূষ্য মনে করিয়াছেন।—তরমোজী কর্ত্তৃক কেতাবোল্লেবাসে উল্লিখিত।

ওকয়সের পুত্র অবদোল্লার উক্তি * ;—আমাদের নিকটে হজরতের এই লিপি উপস্থিত হইয়াছিল যে, "স্বতঃ মৃত পশুর চর্ম্ম ও চর্ব্বি দ্বারা তোমরা লাভবান্ হইও না।"—তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

আয়াশার উক্তি ;—স্বতঃ মৃত পশুর চর্ম্ম দ্বারা, তাহা পরিষ্কার করা হইলে, প্রেরিত পুরুষ লাভ করিতে আদেশ করিয়াছেন।—মানে, আবুদা।

ময়মুনার উক্তি ;—কতিপয় কোরেশ পুরুষ তাহাদের একটি গর্দ্দভবৎ বৃহদাকার মৃত ছাগ পশুকে টানিয়া লইয়া যাইতে ছিল, তখন প্রেরিত পুরুষ তাহাদিগকে বলেন, "ইহার চর্ম্ম তোমরা যদি গ্রহণ করিতে ভাল ছিল।" তাহারা বলিল, "নিশ্চয় ইহা স্বতঃ মৃত।" তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "জল ও করজ তাহাকে শুদ্ধ করে †।"—আহ, আবুদা।

মোহব্বেকের পুত্র সলমার উক্তি ‡ ;—প্রেরিত পুরুষ তবুকের সংগ্রামকালে কোন গৃহস্বামীর নিকটে উপস্থিত হন। হঠাৎ দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহে এক মশক আলম্বিত রহিয়াছে। তখন তিনি জল চাহিলেন। তাহারা তাঁহাকে বলিল, "প্রেরিত পুরুষ ইহা মৃত পশুর চর্ম্ম।" তখন তিনি বলিলেন "রীতিমত পরিষ্কারেই তাহা শুদ্ধ হয়।"—আহ, আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

অবদোস্‌সহল পরিবারের একটী স্ত্রীলোকের উক্তি ;—আমি বলিয়াছিলাম, "প্রেরিত পুরুষ, মস্‌জেদের অভিমুখে আমাদিগের পথ আবর্জ্জনাপূর্ণ, যখন বারি বর্ষণ হয় তখন আমরা কি উপায় করিব?" তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "এতদপেক্ষা বিশুদ্ধ পথ কি আর নাই?" সে বলে, "হাঁ আছে।" তিনি বলেন, "অনন্তর ইহার পরিবর্ত্তে উহা।"—আবুদা।

---

* ইনি হজরতের জীবদ্দশায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করেন নাই।

† করজ এক প্রকার বৃক্ষের পত্র, তদ্দ্বারা চর্ম্ম পরিষ্কার করা হয়।

‡ ইনি হজরতের বসোরানিবাসী সহচর, হোসন বসোরী প্রভৃতি ইহাঁ হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করেন।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে আমরা নমাজ পড়িতে ছিলাম, আবর্জ্জনাময় স্থান দিয়া চলাতে অজু করি নাই।—তর।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরতের সময়ে যে মস্‌জেদের অগ্র পশ্চাতে কুকুর সকল ঘুরিয়া বেড়াইত তজ্জন্য কোন বস্তুতে জল সিঞ্চন করা হইত না।—বো।

রবায়ের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যাহার মাংস ভক্ষণ করা যায় তাহার মূত্রে আশঙ্কা নাই *।"—আহ, দার।

দশম পরিচ্ছেদ।

মুজাতে আমর্শন †।

প্রথম অধ্যায়।

হানির পুত্র শোরয়হের উক্তি ;—আমি আলিকে মুজা আমর্শনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলেন, "প্রেরিত পুরুষ দেশ পর্য্যটকের জন্য তিন দিন তিন রাত্রি এবং গৃহবাসীর জন্য একদিন একরাত্রি (মুজা একভাবে ব্যবহার করিতে) বিধি দিয়াছেন।

শোওয়বার পুত্র মগয়রা হইতে ;—তিনি তুরস্কের সন্নিহিত তবুকনামক স্থানের সংগ্রামে প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে গিয়াছিলেন। মগয়রা বলিয়াছেন, "প্রেরিত পুরুষ শৌচের পূর্ব্বে প্রান্তরের দিকে চলিয়া যান, তথায় উষার প্রাক্কালে তাঁহার সঙ্গে আমি জলপাত্র বহন করিয়া যাই। পরে যখন তিনি ফিরিয়া আসিলে আমি জলপাত্র হইতে তাঁহার হস্তে স্বীয় হস্তে জল ঢালিতে থাকি, তখন তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় ও স্বীয় মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করিলেন। তাঁহার গাত্রে এক পশমী জোব্বা ছিল, তিনি আপন উভয় হস্ত হইতে তাহা খুলিয়া ফেলিতে চাহিলেন। জোব্বার আস্তিন কসা হইয়াছিল। পরে হস্তদ্বয়কে কষ্টে জোব্বার ভিতর হইতে বাহির করেন,

---

* অর্থাৎ যে সকল পশুর মাংস ভক্ষণ করা যায় সেই সকলের মূত্র অধিক অপবিত্র নয়।

† মুজাতে আমর্শন ইহা বিধির মধ্যে গণ্য। যাঁহারা ইহা গ্রাহ্য না করেন তাঁহারা বিধি অতিক্রম করেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রকার ও ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মধ্যে বহু বাদানুবাদ ও মতামত দৃষ্ট হয়। কিন্তু হজরত মোহম্মদ আমর্শন করিয়া মুজা পরিষ্কার করিতেন, তাঁহার বহু সহচর এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন।

এবং জোব্বাকে উভয় স্কন্ধের উপর নিক্ষেপ করিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করেন। তৎপর ললাটের উপরিস্থ কেশপাশ এবং উষ্ণীষ আমর্শন করিলেন। তদনন্তর আমি তাঁহার মুজাদ্বয় উন্মোচন করিতে উদ্যত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, "ইহা পরিত্যাগ কর, যেহেতু আমি বিশুদ্ধ অবস্থায় উভয় চরণ এই দুইয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়াছি।" পরে উভয়ের উপর হস্তামর্শন করিলেন। তৎপর তিনি আরোহণ করিলেন, আমিও আরোহণ করিলাম। পরিশেষে আমরা মণ্ডলীর দিকে চলিয়া গেলাম। তাঁহারা নমাজ পড়িতেছিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে অওফের পুত্র অবদোর্ রহমাণ নমাজ পড়িতেছিলেন (এমামের কার্য্য করিতেছিলেন)। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে এক রকাত (একাঙ্গ) নমাজ পড়িয়াছিলেন। যখন হজরত আসিয়াছেন এরূপ তিনি টের পাইলেন, তখন সরিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। পরে প্রেরিত পুরুষ তাঁহার সঙ্গে দুই রকাতের একটীতে যোগদান করিলেন। পরিশেষে যখন নমাজান্ত সলাম হইল, তখন হজরত দণ্ডায়মান হইলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে দণ্ডায়মান হইলাম। অবশেষে আমরা নমাজের সেই রকাত পড়িলাম যাহা আমাদের আগমনের পূর্ব্বে পড়া হইয়া গিয়াছিল *।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুবেকরা সকৃফীর উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ তিন দিন তিন রাত্রি দেশ পর্য্যটকদিগের জন্য এবং এক দিন এক রাত্রি গৃহবাসীদিগের জন্য এই বিধি দিয়াছেন যে, যখন অঙ্গশুদ্ধি করিবে তখন মুজাযুগল পরিধান করিবে, তৎপর যে অজু করিবে তাহাতে তদুভয়ের উপর আমর্শন করিবে। আস্রম স্বীয় গ্রন্থে এবং দারকো, এব্ন খজিমা।

[খেতাবী ইহাকে সহিহ বলিয়াছেন।]

অস্সানের পুত্র সফ্ফানের উক্তি;—যখন আমরা দেশপর্য্যটনে থাকিতাম তখন হজরত আমাদিগকে আদেশ করিতেন যেন আমরা অশুচি হওয়া ব্যতীত তিন দিন তিন রাত্রি আমাদের মুজা উন্মোচন না করি। শৌচ ও প্রস্রাব ও নিদ্রার পরে (উন্মোচন করা বিহিত নয়)।—তর, নেসা।

মগয়রা এব্ন নশোয়বার উক্তি;—তবুকের সংগ্রামে স্বর্গীয় সংবাদবাহককে আমি অজু করাইয়াছিলাম, (অজুর জন্য জল ঢালিয়া দিয়াছিলাম।) তিনি মুজাদ্বয়ের

---

* এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত স্বীয় সহচরের অনুসরণে নমাজ পড়িতেন, একবার আবুবেকরের অনুসরণেও নমাজ পড়িতেছিলেন।

† ইনি একজন সহচর, ইহাঁর প্রকৃত নাম লোকয়বা।

উপরিভাগে ও নিম্নভাগে (পদনিম্নে) আমর্শন করিয়াছিলেন।—আবুদা, তর, এব্‌নমা।

[তরমোজি বলিয়াছেন যে, এই হদিস দূষিত, এই হদিসের বিষয়ে মোহম্মদ বোখারী ও আবুজরকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইহা সহিহ নহে। এইরূপ আবুদাউদও ইহাকে জয়িফ বলিয়াছেন।]

মগয়রার উক্তি;—মুজাদ্বয়ে তাহার উপরিভাগে আমর্শন করিতে আমি প্রেরিত পুরুষকে দেখিয়াছি।—তর, আবুদা।

উক্ত মগয়ার উক্তি;—স্বর্গীয় সংবাদবাহক অজু করিয়াছিলেন, এবং মুজা ও পাদুকা দ্বয়ের উপর আমর্শন করিয়াছিলেন। আহ, তর, আবুদা, এব্‌নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

মগয়রার উক্তি;—একদা প্রেরিত পুরুষ মুজাদ্বয়ের উপর আমর্শন করেন, তখন আমি বলি "প্রেরিত পুরুষ, আপনি ভুলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "বরং তুমি ভুলিয়াছ, এ বিষয়ে আমার প্রভু আমাকে আদেশ করিয়াছেন"—আহ, আবুদা।

আলির উক্তি;—যদি ধর্ম্মকর্ম্ম বিচারানুসারে হইত, তবে মুজার নিম্নতমভাগে আমর্শন তাহার উপরিভাগে আমর্শন অপেক্ষা উত্তম হইত। বস্তুতঃ আমি প্রেরিত পুরুষকে আপন মুজাদ্বয়ের বহির্ভাগ আমর্শন করিতে দেখিয়াছি।—আবুদা, দারমি ইহার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ধূলী দ্বারা অজু করা *।

প্রথম অধ্যায়।

হজিফার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মানব মণ্ডলীতে তিনিটি বিষয়ে আমাদিগের শ্রেষ্ঠতা, (১) আমাদিগের শ্রেণী (উপাসক বা যোদ্ধৃশ্রেণী)

* জলের অভাব হইলে ধূলীযোগে অজু করাকে প্রচলিত আরব্য ভাষায় "তিমম" বলে। তিমমের প্রকৃত আভিধানিক অর্থ চেষ্টা করা। এস্থলে বিশুদ্ধ ধূলীযোগে হস্ত মুখ আমর্শন করার চেষ্টা করা। এই অজুতে কেবল মুখমণ্ডল ও হস্ত কফোণি পর্য্যন্ত তিমম করা বিধেয়।

দেবশ্রেণী সদৃশ করা হইয়াছে, (২) আমাদিগের জন্য সমগ্র পৃথিবীকেই মস্‌জ্জেদ করা হইয়াছে, (৩) জলের অভাব হইলে আমাদিগের জন্য পৃথিবীর মৃত্তিকাকে সংশোধক করা হইয়াছে।"—মো।

এম্‌রাণের উক্তি * ;—একদা আমরা হজরতের সঙ্গে দেশপর্য্যটনে ছিলাম। তিনি মণ্ডলীর সঙ্গে নমাজ পড়েন, যখন স্বীয় নমাজ হইতে তিনি নিবৃত্ত হইলেন তখন হঠাৎ প্রান্তনিবাসী এক ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হন, সে মণ্ডলীর সঙ্গে নমাজ পড়ে নাই। সেই সময় তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে অমুক, মণ্ডলীর সহিত নমাজ পড়িতে তোমাকে কিসে বারণ করিল?" সে বলিল, "আমি অশুচি আছি, এবং জল নাই।" তিনি বলিলেন, "মৃত্তিকা ব্যবহার কর, যেহেতু তাহাই তোমার সম্বন্ধে যথেষ্ট হইবে।"—উভয়।

এমার হইতে ;—একদা ওমরফারুকের নিকটে এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে,"আমি অশুচি আছি, জল পাইতেছি না, (কি করি?)" এমার ওমরকে বলেন, তোমার কি স্মরণ নাই যে আমি ও তুমি দেশ পর্য্যটনে (অশুচি) ছিলাম। তুমি জলাভাবে (অজু করিতে না পারিয়া) নমাজ পড়িলে না, কিন্তু আমি মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইলাম, পরে নমাজ পড়িলাম। অবশেষে আমি হজরতের নিকটে ইহার উল্লেখ করি। তাহাতে হজরত বলিলেন, "এইরূপই তোমার জন্য যথেষ্ট হয়, এতদ্ভিন্ন নহে।" তখন তিনি উভয় করতল দ্বারা ভূতলে আঘাত করিলেন, এবং উভয়ের উপর ফুৎকার করিলেন। তদনন্তর উভয় করতলদ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল ও পরস্পর উভয় করতল আমর্শন করিলেন † ;—বো।

[মোসলেমে ইহারই অনুরূপ, এবং তন্মধ্যে এরূপ উল্লিখিত ;—তিনি বলিয়াছিলেন যে,তুমি উভয় হস্ত দ্বারা ভূতলে আঘাত করিও, তৎপর ফুৎকার করিও, তদনন্তর উভয় করতলদ্বয় আমর্শন করিও। তোমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

হারেসের পুত্র আবু জোহয়মের উক্তি ‡;—একদা আমি হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তিনি প্রস্রাব করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে সলাম করি। তিনি আমাকে সে পর্য্যন্ত সলাম প্রতিদান করিলেন না যে পর্য্যন্ত প্রাচীরের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং নিজের সঙ্গে যে যষ্টি ছিল তদ্দ্বারা তাহাতে আঘাত করিলেন

---

* ইনি হজরতের একজন সম্ভ্রান্ত পারিষদ ছিলেন। ত্রিশ বৎসর শয্যাতে ছিলেন। কথিত আছে যে, সেই সময়ে দেবতারা তাঁহাকে সলাম করিতেন।

† ওমর আগন্তুকের কথার কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া ছিলেন, তাহাতে এমার তাঁহাকে ধূলীযোগে অজুকরার বিষয় স্মরণ করিয়া দেন।

‡ ইনি হজরতের আনসার দলস্থ সহচর এবং এব্‌ন কাবের ভাগিনেয় ছিলেন।

ও স্বীয় হস্তদ্বয়কে প্রাচীরে সংলগ্ন করিলেন, পরে স্বীয় উভয় হস্ত আমর্শন করিলেন। তৎপর আমার প্রতি সলাম প্রতিদান করিলেন।

[উভয় সাহিহ গ্রন্থে এতৎ প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং হমিদীর গ্রন্থেও নয়। কিন্তু শরাহসোন্নত গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং এই হদিস হসন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুজরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "দশ বৎসর জল প্রাপ্ত না হইলেও মৃত্তিকা মোসলমানের পবিত্র অঙ্গসংস্কারক হয়, পরে যখন জল পাইবে তখন যেন সে স্বীয় শরীরে তাহা সঞ্চারিত করে, যেহেতু ইহা কল্যাণজনক।"—আহ, তর, আবুদা, [নেসায়ী "দশ বৎসর" এই উক্তি পর্য্যন্ত ঈদৃশ বলিয়াছেন।]

জাবেরের উক্তি;—আমরা দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলাম, আমাদের সঙ্গের এক ব্যক্তি প্রস্তরাহত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার মস্তকে ক্ষত হয়। পরে সে অশুচি হইয়াছিল, তখন স্বীয় সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমার সম্বন্ধে ধূলীযোগে অঙ্গশুদ্ধিবিষয়ে কি তোমাদের মত হয়?" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তোমার সম্বন্ধে এই বিধি প্রাপ্ত হই না, যেহেতু তুমি জললাভে সমর্থ।" অনন্তর সে স্নান করে, পরে প্রাণ ত্যাগ করে। যখন আমরা প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন এ বিষয়ে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন, "তাহারা তাহাকে বধ করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে বধ করিবেন। যখন তাহাদের এবিষয়ে জ্ঞান ছিল না তখন কেন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল না? (অজ্ঞানতারোগে) রোগীদিগের জিজ্ঞাসাতেই আরোগ্য, এতদ্ভিন্ন নহে। ধূলিযোগে অঙ্গশুদ্ধি, আপনার ক্ষতস্থানে বস্ত্রখণ্ডের পটী বাঁধা, তৎপর তদুপরি হস্তামর্ষণ করা ও স্বীয় সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করা তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট ছিল।"

[আতা হইতে এব্‌নমাজ এবং এব্‌ন অব্বাস হইতে ইহা আতা শ্রবণ করিয়া ছিলেন।]

আবুসয়িদ খোদরীর উক্তি;—দুই ব্যক্তি দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিল। যখন নমাজের সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের সঙ্গে জল ছিল না। পরে বিশুদ্ধ ধূলিতে তাহারা অঙ্গসংস্কর করিয়া নমাজ পড়ে। তদনন্তর যথা সময়ে জল প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদের একজন অজুযোগে পুনর্ব্বার নমাজ পড়ে, অন্য ব্যক্তি আর নমাজ পড়ে না। তদনন্তর উভয়ে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার উল্লেখ করে। তখন তিনি যে ব্যক্তি পুনর্ব্বার নমাজ পড়ে নাই তাহাকে বলিলেন, "তুমি

বিধি পালন করিয়াছ, এবং তোমার নমাজের জন্য তোমার সম্বন্ধে পুরস্কার আছে।" অপিচ যে ব্যক্তি অজু করিয়াছে ও পুনরায় নমাজ পড়িয়াছে তাহাকে বলেন, "তোমার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার।"—আবুদা। [নেসায়ীও এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি ও আবুদাউদ ইয়সারের পুত্র আতা হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

হারেসের পুত্র আবুজোহয়মের উক্তি;—একদা প্রেরিত পুরুষ বিরেজমলের (মদিনা নগরস্থ প্রসিদ্ধ স্থান বিশেষ) দিক্ হইতে আগমন করেন, তখন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, সে তাঁহাকে সলাম করে। সেই সময় হজরত সলাম প্রতিদান করিলেন না। প্রাচীরের দিকে চলিয়া যান, পরে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় অমর্শন করেন, তদনন্তর তাহাকে সলাম প্রতিদান করেন।—উভয়।

ইয়াসেরের পুত্র এমারের উক্তি;—তিনি বলিয়াছিলেন, "তাঁহারা (পারিষদগণ) হজরতের সঙ্গে নিশান্ত নমাজের জন্য ধূলীদ্বারা অজু করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা মৃত্তিকায় করাঘাত করেন, তৎপর স্বীয় মুখমণ্ডলে একবার আমর্শন করেন, তদনন্তর পুনর্ব্বার আমর্শন করেন। তাহার পর আবার একবার মৃত্তিকায় করাঘাত করেন, তখন স্বীয় হস্তদয় স্কন্ধমূল ও কক্ষতল অর্থাৎ হস্তমূলের অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত আমর্শন করেন।—আবুদা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিহিত স্নান *।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌নওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কাহার সম্বন্ধে শুক্রবার উপস্থিত হয়, তখন সে যেন স্নান করে।"—উভয়।

আবুসয়িদ খোদরীর উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের সম্বন্ধে শুক্রবারে স্নান কর্ত্তব্য।"—উভয়।

---

* বিহিত স্নান চারি প্রকার। (১) শুক্র বাসরীয় স্নান, (২) শব প্রক্ষালনান্তে স্নান, ক্ষৌর কার্য্যের পর স্নান, ইদোৎসবে স্নান।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মোসলমানের কর্ত্তব্য যে সপ্তাহের মধ্যে একদিন স্নান করে, তাহাতে সে যেন স্বীয় মস্তক ও স্বীয় দেহ প্রক্ষালন করে।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জোন্দবের পুত্র সোমোরার উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শুক্রবারে অজু করে তাহা তাহার সম্বন্ধে শুভকর হয়, এবং যে ব্যক্তি স্নান করে, সেই স্নান শ্রেষ্ঠ।"—আহ, আবুদা, তর, নেসা, দার।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শবকে স্নান করাইয়াছে সে যেন স্নান করে।"—এব্‌নমা।

[আহমদ ও তরমোজি ও আবুদাউদ অতিরিক্ত এই বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তাহা বহন করিয়াছে সে যেন অজু করে।]

আয়াশার উক্তি ;—সংবাদবাহক চারি অবস্থায় স্নান করিতেন, (১) অশুচি হইলে, (২) শুক্রবার উপস্থিত হইলে, (৩) ক্ষৌরী হইলে, (৪) শব প্রক্ষালন করিলে।—আবুদা।

আসেমের পুত্র কয়েস হইতে † ;—তিনি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর প্রেরিত পুরুষ তাঁহাকে বদরীপত্রসিক্ত জলে স্নান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন ‡।—তর, আবুদা, নেসা।

---

* ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর। আন্‌সার দলের সঙ্গে ইনি সন্ধির প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। কুফাতে, কেহ কেহ বলেন বসোরাতে যাইয়া ইনি বাস করিয়াছিলেন, পরে বসোরার শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সোমোরা প্রধান হদিসবেত্তা ছিলেন। হোসন বসোরী, এব্‌ন সয়রণ এবং শারা ইঁহা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ৫৯ সালে, কেহ বলেন ৬৩ সালে বসোরাতে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

† ইনি তমিম পরিবারের দূত স্বরূপ হইয়া হজরতের নিকটে আসিয়া ছিলেন। হেজরী নবম মাসে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি সুবুদ্ধি উচ্চ প্রকৃতি বদান্য লোক ছিলেন ও বসোরা শিরাজীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। হোসন বসোরী ইঁহা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

‡ বদরী পত্রযোগে জল শুদ্ধি হয়। এই সংস্কারে হজরত তন্মিশ্রিত জলে স্নান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অক্‌রমার উক্তি * ;—এরাক নিবাসী † কতিপয় লোক আসিয়া বলিয়াছিল, "হে এব্‌ন আব্বাস, শুক্রবারে স্নান করা আপনি কি কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতেছেন ?" তিনি বলেন, "না, কিন্তু যে ব্যক্তি স্নান করে তাহার সম্বন্ধে উত্তম ও সমধিক শুদ্ধিজনক। তাহা করিতেই হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত নয় ‡। কিরূপে স্নান প্রবর্ত্তিত হইল, আমি তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি। লোক সকল (হজরতের অনেক সহচর) শ্রমজীবী ছিলেন, তাঁহারা সুফ (এক প্রকার কম্বল) পরিধান করিতেন, স্বীয় পৃষ্ঠদেশে (মোট বহনাদি) কার্য্য করিতেন। তাঁহাদিগের মস্‌জেদ সঙ্কীর্ণ ও তাহার ছাদ নিম্ন ছিল, উহা ক্ষুদ্র পর্ণশালা ভিন্ন ছিল না। গ্রীষ্মকালে হজরত বাহির হইতে সেই মস্‌জেদে প্রবেশ করেন। কম্বলের ভিতরে মণ্ডলীর লোক সকল ঘর্ম্মার্দ্র হইয়াছিলেন ; তাঁহাদের শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। ইহা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে পীড়া দান করিতেছিলেন। যখন হজরত এই দুর্গন্ধ অনুভব করিলেন, তখন বলিলেন, "হে লোক সকল, যখন এই দিন উপস্থিত হইবে তখন তোমরা স্নান করিও, এবং তোমাদের কেহ সুগন্ধি বস্তু ও স্নেহ দ্রব্যের অত্যুৎকৃষ্ট যাহা কিছু প্রাপ্ত হয় তাহা যেন অঙ্গে মর্দ্দন করে।" এব্‌ন আব্বাস বলিলেন, "তৎপর পরমেশ্বর সম্পদ উপস্থিত করেন, তাঁহারা সুফ ব্যতীত (অন্য উত্তম বস্ত্র) পরিধান করেন, কাজ কর্ম্মে লাভমান্‌ হন, তাঁহাদিগের মস্‌জেদ প্রসারিত হয়। তাঁহারা স্বেদজন্য পরস্পরকে যে পীড়া দান করিতেন তাহার কতক দূরীভূত হয়।"—আবুদা।

---

* ইনি এব্‌ন অব্বাসের দাস ও মক্কানগরস্থ এক জন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও হজরতের অনুগামী লোক ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ বরবর নিবাসী ছিলেন। ইঁহার অপরাপর বিবরণ স্থলান্তরে উল্লিখিত।

† এরাক নামক দুইটি প্রদেশ আছে। একটি এরাক আজম, খোরাসান ও এস্পাহান এই প্রদেশের অন্তর্গত। অপর, এরাক আরব, দজলা নদীর তীরবর্ত্তী স্থান সকল ও বগ্দাদ নগর ইহার অন্তর্ভুক্ত। এরাক শব্দের প্রকৃত অর্থ নদীমাতৃক দেশ। উক্ত উভয় দেশ নদীমাতৃক। এরাক আজমে জয়হন নদী, এরাক আরবে ফোরাত নদী প্রবাহিত। এ স্থলে এরাক আরবনিবাসী লোক হইবে।

‡ যে কারণে শুক্রবার স্নানের বিধি হইয়াছিল, এক্ষণ সে কারণ বিদ্যমান নাই। স্নান না ও করা যাইতে পারে। স্নান করিলে ভাল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অশুচি।

প্রথম অধ্যায়।

মালেকের পুত্র আনসের উক্তি ; —* * *।

আয়াশার উক্তি ;— * * .*।

আয়াশার উক্তি ;—আমি অশুচি অবস্থায় যে পাত্রে জল পান করিতাম, পরে সেই পাত্র হজরতকে দিতাম, আমি পাত্রের যে স্থলে মুখ স্থাপন করিয়াছি সেই অংশে মুখ স্থাপন করিয়া তিনি পান করিতেন, এবং অশুচি অবস্থায় আমি অস্থি হইতে মাংস দশনযোগে উদ্ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতাম, তদনন্তর তাঁহাকে উহা (সেই অস্থি) প্রদান করিতাম, তিনি আমার মুখ স্থাপন অংশে স্বীয় মুখ স্থাপন করিতেন।—উভয়।

আয়াশার উক্তি ;—আমার অশুচির অবস্থায় আমার উৎসঙ্গে ভর করিয়া বসিয়া হজরত কোরাণ পাঠ করিতেন।—উভয়।

আয়াশার উক্তি ;—একদা প্রেরিত পুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "মস্‌জেদ হইতে নমাজের আসন আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর"। তাহাতে আমি বলি, আমি অশুচি। তিনি বলেন, "তোমার অশৌচ তোমার হস্তে নয়।"—মো।

মরমুনার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ এক বৃহৎ কম্বলের উপর নমাজ পড়িতেন, তাহার এক অংশ আমাতে অপরাংশ তাঁহাতে থাকিত, এ দিকে আমি অশুচি।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—* * *।

অবলের পুত্র মাজের উক্তি ;—* * *।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—* * *।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—* * *।

তৃতীয় অধ্যায়।

আসলমের পুত্র জয়দের উক্তি ;—* * *।

আয়াশার উক্তি ;—আমি যখন অশুচি হইতাম, তখন শয্যা ছাড়িয়া দরমাতে শয়ন করিতাম * *।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রক্ত প্রদরে ব্যবস্থা।

প্রথম অধ্যায়।

আয়াশার উক্তি ;—একদা আবুজোলয়শের কন্যা ফাতেমা হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, আমি একটি রক্তপ্রদরযুক্ত স্ত্রীলোক, শুচি হই না, তবে কি আমি নমাজ পরিত্যাগ করিব?" তিনি বলিলেন, "না, ইহা রোগজনিত শোণিতস্রাব মাত্র, অশুচি নহে। অনন্তর যখন তুমি প্রকৃত অশুচি হইবে, তখন নমাজ পরিত্যাগ করিও। পরে যখন তাহার সময় অতিক্রম করিবে তখন আপন শোণিত প্রক্ষালন করিও, তাহার পরে নমাজ পড়িও।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জোবয়রের পুত্র অরওয়ার উক্তি * ;—তিনি ফাতেমা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি (ফাতেমা) রক্তপ্রদর রোগে আক্রান্ত ছিলেন। হজরত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "যখন অশুচি জন্য শোণিত স্রাব হয় তখন সেই শোণিত নীলাভ প্রতীত হইয়া থাকে। যখন ইহা হইবে তখন নমাজ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। যখন অন্যরূপ হয় তখন অজু করিয়া নমাজ পড়িবে। উহা (রোগ জন্য) রক্তস্রাব ভিন্ন নহে।"—আবুদা, নেসা।

ওম্মসোলমা হইতে ;—হজরত যখন বর্ত্তমান ছিলেন, তখন একটি স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হইত। তাহার জন্য ওম্মসোলমা হজরতের নিকটে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, "তাহার যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা ঘটিবার পূর্ব্বে সে যেন তাহার মাসিক অশুচির দিবা রাত্রির গণনার প্রতি দৃষ্টি করে, পরে মাসের

---

* ইনি আবুবেকর সদ্দিকের কন্যা আসমার গর্ভজাত পুত্র, হজরতের একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন।

সেই পরিমাণ দিন যেন নমাজ পরিত্যাগ করে, সেই সময় অতিক্রম করিলে যেন স্নান করে; * * তৎপর যেন নমাজ পড়ে।"—মালে, আবুদা। নেসায়ী ইহার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

সাবেতের পুত্র অদি স্বীয় পিতা হইতে, পিতা তাঁহার পিতা হইতে শ্রবণ করিয়াছেন *;—মায়নের পুত্র ইয়য়া যিনি অদির পিতামহ ছিলেন, যাঁহার প্রকৃত নাম দিনার ছিল, তিনি রক্তস্রাবসম্বন্ধে হজরত হইতে এই কথা শুনিয়াছিলেন, "সেই সকল দিনে নমাজ পরিত্যাগ করিও যাহাতে তুমি স্বাভাবিক অশুচি হও। তদনন্তর স্নান করিও ও প্রত্যেক নমাজের পূর্ব্বে অজু করিও, এবং রোজা পালন করিও ও নামাজ পড়িও।"—তর, আবুদা।

হজশের কন্যা হমনার উক্তি †;—আমা হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হইতেছিল। আমি প্রেরিত পুরুষের নিকটে তাহার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা ও তাঁহাকে ইহা জ্ঞাপন করিব বলিয়া গিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে আমার ভগিনী জয়নবের গৃহে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখন আমি নিবেদন করিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আমা হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়, এ বিষয়ে আপনি আমাকে কি আদেশ করেন? প্রকৃত পক্ষে উহাতে নমাজ রোজা আমার সম্বন্ধে প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমি তোমার জন্য কিঞ্চিৎ কার্পাসের উল্লেখ করিতেছি, উহা শোণিত নিবারণ করিবে।" হমনা বলিলেন, "উহা ইহার অতীত।" তিনি বলিলেন, "তবে বন্ধনী বাঁধ।" হমনা বলিলেন, "উহা ইহারও অতীত।" তিনি আদেশ করিলেন, "তবে বস্ত্রখণ্ড বাঁধিও।" হমনা বলিলেন, "উহা ইহারও অতীত, গুরুতররূপে ক্ষরণ হইতেছে।" তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "অবশেষে দুইটি বিষয়ে আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, সেই দুইয়ের কোন একটি করিতে পারিলে অন্য উপায় অপেক্ষা তোমার উপকার হইবে।" পরে তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "ইহা শয়তান কর্ত্তৃক পদস্খলনভিন্ন নহে।

---

* সাবেতের পুত্র অদি এক জন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। এব্‌ন হবান ইহাকে বিশ্বাসী শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ইনি কুফা নগরে শিয়া সম্প্রদায়ের মস্‌জেদে এমাম ও তাঁহাদের উপদেষ্টা ছিলেন। এব্‌ন মাবন বলিয়াছেন যে, শিয়া সম্প্রদায় সীমালঙ্ঘনকারী। দার কোত্‌নী বলিয়াছেন যে, রাফেজী সম্প্রদায় এই প্রকৃতির লোক। কিন্তু ইহারা সত্যবাদী বিশ্বাসী। শিয়া শব্দের অর্থ দল। যাহারা হজরতের অপর সমুদায় পারিষদকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল আলির অনুসরণ করে তাহারা শিয়া দলভুক্ত। রফ্‌জ শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করা। যাঁহারা দলপতিকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে রাফেজী বলে। ১১৬ সালে অদি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† ইনি হজরতের সহধর্ম্মিণী জয়নবের ভগিনী। প্রথমতঃ ইনি ওমরের পুত্র মসাবের ভার্য্যা ছিলেন। মসাব যুদ্ধে হত হইলে অবদোল্লার পুত্র তল্‌হা ইঁহাকে বিবাহ করেন।

অতএব তুমি ঈশ্বরের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ছয় বা সাত দিন অশুচির নিয়ম পালন করিও, তদনন্তর স্নান করিও। যখন তুমি বুঝিবে (এই নিয়ম পালনে) শুচি হইয়াছ ও আপনাকে পবিত্র বোধ করিতেছ, তখন হইতে ২৩ বা ২৪ দিবস নমাজ পড়িও ও রোজা পালন করিও। নিশ্চয় ইহা তোমাকে উপকৃত করিবে। এইরূপ প্রত্যেক মাসে স্ত্রীলোকেরা যেমন আপনাদের অশুচির সময়ে অশুচির নিয়ম শুচির সময়ে শুচির নিয়ম পালন করে তুমিও সেইরূপ করিও। অপিচ যদি তুমি পার জহরের নমাজে (মাধ্যাহ্নিক নমাজে) বিলম্ব করিবে ও অসরের নমাজে (আপরাহ্নিক নমাজে) সত্বর হইবে। তখন স্নান করিবে ও জহর ও অসরের নমাজের মধ্যে যোগ স্থাপন করিবে, এবং মগবরের নমাজে (সূর্য্যাস্তগমনের প্রাক্‌-কালীন নমাজে) বিলম্ব করিবে ও এশার নমাজে (নৈশিক নমাজে) সত্বর হইবে, তদনন্তর স্নান করিবে. এবং উভয় নমাজের মধ্যে যোগ স্থাপন করিবে। (যদি সমর্থ হও) তবে ফজরের নমাজের (নিশান্ত নমাজের) সময়ে স্নান করিবে ও যদি এ বিষয়ে সমর্থ হও তবে রোজা পালন করিবে।" প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "এই দুই কার্য্য আমার নিকটে প্রিয়তর *। আহ, আবুদা, তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওমরসের কন্যা আস্‌মার উক্তি †;—আমি প্রেরিত পুরুষকে বলিয়াছিলাম যে, প্রেরিত পুরুষ, আবু জোরশের কন্যা ফাতেমা এতকাল অশুচি থাকে। সেই সময় সে নমাজ পড়ে না। তখন তিনি বলিলেন, "সবহানাল্লাহ, ইহা শয়তানের কার্য্য। সে যেন এক বৃহৎ জলপাত্রে উপবিষ্ট হয়, যখন জলের উপর সে পীতাভা লক্ষ্য করিবে তখন যেন জহর ও ফজরের ও অসরের জন্য এক বার স্নান করে, এবং মগবর ও এশার জন্য একবার ও ফজরের জন্য একবার স্নান করে, এবং এই উভয়ের মধ্যে যেন অজু করে।"—আবুদা।

---

* দেশ পর্য্যটকদিগের সম্বন্ধে দুই বারের নমাজ একবারে পড়ার বিধি আছে। অবস্থা বিশেষে অন্য লোকের সম্বন্ধেও এই বিধি প্রবর্ত্তিত হয়।

† ইনি পরমা সুন্দরী বুদ্ধিমতী ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। গুরুতর উৎপীড়নের সময় স্বীয় স্বামী জাফেরের সঙ্গে আফ্রীকায় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। জাফেরের ঔরসে ইঁহার গর্ভে অবদোল্লা, মোহম্মদ, অউন, এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরে ইনি মদিনায় চলিয়া যান। জাফের যুদ্ধে নিহত হইলে আবুবেকর সদ্দিক ইঁহাকে বিবাহ করেন। আবুবেকরের ঔরসে ইঁহার এক পুত্র সন্তান হয়, তাঁহার নাম মোহম্মদ। আবুবেকরের মৃত্যু হইলে পর আলি ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। আলির ঔরসে এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম ইয়হা।

[মজাদেহ এবন্ আব্বাস হইতে শুনিয়া বলিয়াছেন, যখন প্রত্যেক নমাজের জন্ত স্নান করা তাঁহার সম্বন্ধে দুষ্কর হইল তখন আদেশ হইয়াছিল যে দুই দুই নমাজ একযোগে সম্পাদন করিবে ও তৎপূর্ব্বে এক এক বার স্নান করিবে।]

নমাজ (উপাসনা) প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, (প্রতিদিন) পাঁচ বার নমাজ পড়িবে, এবং প্রতি শুক্রবার (বিশেষ) নমাজ ও প্রতি রমজান মাসে উপবাস ব্রত পালনীয়। গুরুতর পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিলে লঘু পাপের ইহাতেই প্রায়শ্চিত্ত * ।—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা দেখিয়াছ, যদি তোমাদের কাহারও দ্বারদেশ দিয়া জলপ্রণালী প্রবাহিত হয়, এবং সে তাহাতে প্রতিদিন পাঁচ বার স্নানাবগাহন করে তাহাতে কি কোন ক্লেদ তাহার শরীরে থাকে ?" তখন বিশ্বাসিগণ বলিলেন, "কিছুই ক্লেদ থাকে না।" তচ্ছ্রবণে তিনি বলিলেন, "পাঁচবার নমাজের এই দৃষ্টান্ত, পরমেশ্বর ইহা দ্বারা পাপ সকল বিলুপ্ত করেন।"—উত্তর।

মস্‌উদের পুত্রের উক্তি ;—কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক ব্যক্তির স্পর্শদোষ হইয়াছিল। সে হজরত মোহম্মদের নিকটে আসিয়া তাহা জ্ঞাপন করিল। তাহাতে তিনি এই প্রত্যাদেশ লাভ করেন, "দিবার দুই ভাগে, (পূর্ব্বাহ্নে ও মধ্যাহ্নে) এবং রজনীতে কিয়ৎক্ষণ নমাজ পড়িবে, নিশ্চয় পুণ্য পাপকে দূর করে।" তখন সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, শুদ্ধ আমার প্রতি কি এই বিধি ?" হজরত বলিলেন, "আমার মণ্ডলীস্থ সমগ্র লোকের প্রতি এই বিধি † ।"—উত্তর।

---

* অনুতাপ ভিন্ন গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

† এই দোষী ব্যক্তি আবুল্ ইয়সর। এ ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। খোর্মাফল বিক্রয় করিত। একদা এক যুবতী তাহার নিকটে খোর্মা ক্রয় করিতে আইসে। যুবতীকে দর্শন করিলে পর তাহার মনে কুভাবের উদয় হয়। গৃহের ভিতরে সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট খোর্মা আছে বলিয়া তথায় সেই নারীকে সে ডাকিয়া লইয়া যায়, এবং তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে। তাহাতে সেই যুবতী বলে, একি করিতেছ, ঈশ্বর বিদ্যমান, তাঁহা হইতে ভীত হও। তখন আবু অল্ ইয়সর অনুতপ্ত হইয়া হজরতের নিকটে চলিয়া যায়।

আনসের উক্তি ;—এক ব্যক্তি আসিয়া হজরতকে বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, আমি বেত্রাঘাত পাইবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছি, আঘাত করুন।" তখন এ বিষয়ে হজরত তাহাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না, নমাজের সময় হইয়াছিল, নমাজ পড়িতে লাগিলেন। সেই ব্যক্তিও হজরতের সঙ্গে নমাজে যোগ দান করিল। হজরত নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর সেই লোকটি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, আমি বেত্রাঘাত পাইবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছি, যথাবিধি প্রহার করুন।" তখন হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে নমাজ পড় নাই?" সে বলিল, "হাঁ পড়িয়াছি।" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর তোমার অপরাধ অথবা তোমার বেত্রাঘাত দণ্ড ক্ষমা করিয়াছেন *।"—উভয়।

এব্‌ন্‌ মস্‌উদের উক্তি :—প্রেরিত মহাপুরুষকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কোন্ কার্য্য ঈশ্বরের অধিকতর প্রিয়? তিনি বলিলেন, "যথাসময়ে নমাজ পড়া।" পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোন্ কার্য্য? বলিলেন, "পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার।" পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কি? বলিলেন, "ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা।" হজরত এ সকল আমাকে বলিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকটে অধিক জানিতে চাহিলে অবশ্য তিনি অধিক বলিতেন †।—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বরকিঙ্কর ও ঈশ্বরবিরোধী এই উভয়ের মধ্যে নমাজ ত্যাগই ব্যবধান হয়।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সামেতের পুত্র এবাদার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "পরমেশ্বর পাঁচ বার নমাজ পড়িবার বিধি দিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তম নমাজের অজু করে ও যথাসময়ে নমাজ

---

* হজরত মোহম্মদ যখন গুরুতর অপরাধীকে অনুতপ্ত হইয়াছে ও আপনা ইইতে অপরাধ স্বীকার করিতেছে দেখিতেন, তখন আর তাহাকে অন্য কোন দণ্ড বিধান করিতেন না। কেবল তাহাকে নিয়মিত উপাসনার বিধি দান করিতেন। কেন না শুদ্ধ তাহাতেই সে রক্ষা পাইবে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

† কার্য্যের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে বিভিন্ন হদিসে বিভিন্ন মত প্রকাশ পাইয়াছে। কোন কোন হদিসে অন্ন দান, এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার এবং নিশীথ সময়ে নমাজ পড়া শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত। কোন হদিসে হস্তে ও রসনায় কাহাকে পীড়া দান না করা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। কোন হদিসে নির্দ্দোষরূপে ধর্ম্মযুদ্ধ এবং শুদ্ধরূপে হজ্জ ক্রিয়া করা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। কোথাও নিরন্তর ঈশ্বরপ্রসঙ্গ সর্ব্বোচ্চ কার্য্য, এরূপ লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নানুসারে তাহাদের অবস্থা, প্রয়োজন ও বাসনানুরূপ এবং সময়োপযোগী উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

পড়ে, তাহার রকু পূর্ণ করে, * এবং তাহাতে দীনতা কাতরতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে পাপ ক্ষমার অঙ্গীকার আছে, এবং যে ইহা করে না, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে অঙ্গীকার নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার পাপ ক্ষমা করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দান করিতে পারেন।"—আহ, আবুদা, মালে, নেসা।

আবু এমামার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "তোমরা পাঁচ বার নমাজ পড়িতে থাক, এবং এক মাস রোজা পালন কর ও ধনসম্পত্তির জকাত দান কর, † দলপতি যখন আদেশ করেন তাহা মান্য কর, তাহা করিয়া ঈশ্বরের স্বর্গে প্রবেশ কর।"—আহ, তর।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে এবং পিতা পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, হজরত বলিয়াছিলেন, "সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তোমাদের সন্তানদিগকে নমাজ পড়িতে অনুমতি করিও, দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাহাদিগকে নমাজের জন্য (নমাজ না পড়িলে) শারীরিক দণ্ড বিধান করিও, এবং শয্যাতে তাহাদের মধ্যে (ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে) দূরতা বিধান করিও।"—শরেহসোন্নতে ইহা উল্লিখিত। সাবেদের পুত্র সব্‌রা হইতে মসাবিহেতে উল্লিখিত ‡।

বোরিদার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, আমাদের ও তাহাদের (কপটদের) সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার আছে তাহা নমাজ, যে ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে নিশ্চয় সে কাফের হইয়াছে §।"—আহ, তর, নেসা, এবনমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—এক ব্যক্তি হজরত মোহম্মদের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "হে প্রেরিতপুরুষ, আমি মদিনা নগরের দূরতর প্রদেশে একটি স্ত্রীলোকের প্রতি বলপ্রকাশ করিয়াছি, সম্পূর্ণ ব্যভিচার করি নাই। আমি তো এই আপনার নিকটে উপস্থিত। অতএব আমার প্রতি আপনি যেরূপ ইচ্ছা হয় আজ্ঞা করুন।" ইহা শুনিয়া হজরতের প্রচারবন্ধু ওমর বলিলেন, "সত্যসত্যই যদি

---

* নমাজের অঙ্গ বিশেষ শেষ হইলে যে মস্তক অবনত ও পৃষ্ঠদেশ কুব্জ করা হয় তাহাকে রকু বলে।

† নির্দ্দিষ্ট আয়ের চল্লিশ ভাগের ন্যূনকল্পে এক ভাগ ধর্ম্মার্থে দান করাকে জকাত বলে।

‡ সব্‌রা মদিনানিবাসী ছিলেন, তাঁহা কর্ত্তৃক উনিশটি হদিস বিবৃত হইয়াছে।

§ যেহেতু কপট লোকেরাও এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দান করে। যাহে এস্‌লাম ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত, তাহারা নমাজে যোগদান করিয়া থাকে

তুমি নিজের চরিত্রদোষ গুপ্ত রাখিতে ঈশ্বরও তোমার এ বিষয় গুপ্ত রাখিতেন।" সেই সময় মহাপুরুষ মোহম্মদ কিছুই বলিলেন না। পরে সেই লোকটি দাঁড়াইল ও চলিয়া গেল। তখন হজরত এক ব্যক্তিকে তাহার অনুসরণে পাঠাইলেন ও তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন, এবং তাহার নিকট এই প্রবচনটি পাঠ করিলেন, যথা ;—"দিবসের বিভিন্ন-ভাগে এবং রজনীর কিয়ৎক্ষণ নমাজকে প্রতিষ্ঠিত কর, নিশ্চয় পুণ্য অপুণ্যকে দূর করে। উপদেশপ্রার্থীর জন্য এই উপদেশ।" মণ্ডলীর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিত পুরুষ, এই বিধি কি বিশেষ ভাবে এই ব্যক্তির জন্য?" তিনি বলিলেন, "না, বরং সমুদায় মনুষ্যের জন্য।"—মো।

আবুজরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ শীতকালে বাহিরে গিয়াছিলেন। তখন বৃক্ষের পত্র সকল ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি একটি বৃক্ষের দুইটী শাখা হস্তে ধারণ করিলেন, তখন নাড়া পাইয়া উহা হইতে পত্র সকল ঝরিতে লাগিল। অনন্তর তিনি আবুজর বলিয়া ডাকিলেন। আবুজর বলেন, আমি বলিলাম, হে প্রেরিতপুরুষ, আমি আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত আছি। তাহাতে তিনি বলিলেন, "এক জন বিশ্বাসী দাস ঈশ্বরের আননকে লক্ষ্য করিয়া যদি নমাজ পড়েন, তবে এই শাখার পত্রের ন্যায় তাহা হইতে পাপ সকল ঝরিয়া পড়ে।"—আহ।

খালেদের পুত্র জয়দের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নমস্কার (সেজ্‌দা) দ্বয় পর্য্যন্ত নমাজ পড়ে, তাহাতে ভুল করে না, ঈশ্বর তাহার পূর্ব্বতন পাপ সকল ক্ষমা করেন।"—আহ।

ওমরের পুত্র আসের পৌত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ এক দিন নমাজের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহা আয়ত্ত করিয়াছে তাহার জন্য জ্যোতিঃ, স্বর্গীয় প্রমাণ, এবং বিচারের দিনে পরিত্রাণ আছে, এবং যে ব্যক্তি তাহা আয়ত্ত করে নাই, তাহার জন্য জ্যোতিঃ নই, স্বর্গের প্রমাণ নাই, এবং পরিত্রাণ নাই।" সে পুনরুত্থানের দিনে কারুণ, ফেরওণ ও হামান এবং এব্‌ন খলফের সঙ্গে থাকিবে *।—আহ, দারমী, শোয়োল্‌ ইমানে বয়।

---

* কারুণ মহাপুরুষ মুসার সম্পর্কিত, ঈশ্বরবিরোধী অতিশয় কৃপণ মহাধনী পুরুষ ছিল। ফেরউণ মেসরের ঈশ্বরবিরোধী রাজা ছিলেন, প্রেরিতপুরুষ মুসা কর্ত্তৃক তিনি পরাস্ত হন: হামান তাঁহার দুষ্ট মন্ত্রী ছিল। এবন্‌ খলফ হজরত মোহম্মদের বিরোধী কোরেশ বংশসম্ভূত একজন দুরাশয় লোক ছিল, সে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়। এই সকল লোক আপনাদের মহাপাপের জন্য নরক দণ্ড ভোগ করিতেছে।

আবু দর্দ্দা বলিয়াছেন;—আমার বন্ধু (হজরত মোহম্মদ) আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন, "যদি তুমি অস্ত্রে ছিন্ন ও অগ্নিতে দগ্ধ হও, তথাপি কোন বস্তুকে ঈশ্বরের অংশী করিও না; বিধিনির্দ্দিষ্ট নমাজ জ্ঞাতসারে পরিত্যাগ করিও না; যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে তাহা পরিত্যাগ করে নিশ্চয় তাহা হইতে (ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের প্রতি) ভারার্পণ ঘুচিয়া যায়। এবং তুমি সুরাপান করিও না, নিশ্চয় ইহা সমুদায় পাপের কুঞ্চিকা।"—এবনমা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নমাজের নির্দ্দিষ্ট কাল *।

প্রথম অধ্যায়।

ওমরের পুত্র খেতাবের পৌত্র অবদোল্লার উক্তি;—মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যখন সূর্য্যমণ্ডলের অবস্থান্তর হয়, এবং লোকের ছায়া তাহার দেহের অনুরূপ দীর্ঘ হয়, অসর (অপরাহ্ণ) উপস্থিত নহে, তখন জোহরের নমাজের সময়, † সূর্য্যের পীতাভাধারণের পূর্ব্বে অসরের নমাজের সময় ‡, যে পর্য্যন্ত আকাশের

---

* নমাজের জন্য বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। লোক সকল নিশাকালে নিদ্রিত হয়। নিদ্রার অবস্থা এক প্রকার মৃত্যুর অবস্থা, সেই সময়ে মানুষের শারীরিক মানসিক ক্রিয়া কিছুই থাকে না, সে দুর্ব্বল ও অচেতন হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় ঈশ্বরপ্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে কালযাপন ও নবদিবসে নূতন স্ফূর্ত্তি ও জীবন এবং কাজ করিবার নূতন বলরূপ সম্পদ্ লাভের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দিবামুখে নমাজ পড়া লোকের জন্য বিধেয় হইয়াছে। জীবনোপায় সামগ্রী প্রাপ্ত হইলে, ঈশ্বরকৃপায় অন্ন জলাদি লাভে কৃতার্থ হইলে কৃতজ্ঞতাসূচক দিবা মধ্যভাগে নমাজ পড়ার ব্যবস্থা। পরে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা ও বিশ্রামে যাপন করিয়া আলস্য, শৈথিল্য ও ত্রুটির নিবৃত্তির জন্য আপরাহ্নিক নমাজ পড়া কর্ত্তব্য। তৎপর বাজারে যাওয়া দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। সেই সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সায়ংকালীন নমাজ পড়া বিধেয়। সমুদায় দিন ব্যাপিয়া যে ঈশ্বরের কৃপা সম্ভোগ হইল তাহার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসূচক শয়নের পূর্ব্বে নৈশিক নমাজ পড়া বিধেয়। ঈশ্বরের প্রসাদ ও করুণা যখন অবিশ্রান্ত আসিতেছে, তখন অবিশ্রান্ত তাঁহার গুণানুবাদ করা দাসের পক্ষে কর্ত্তব্য। অন্ততঃ এই পাঁচটি নির্দ্দিষ্ট কালে ঈশ্বরকিঙ্কর ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন।

† এস্থানে জোহর অর্থে অবস্থান্তর হওয়া, অর্থাৎ সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক তেজের প্রখরতার লাঘব হওয়া। সূর্য্য ক্ষীণপ্রভা হইয়াছে এরূপ সময়ে জোহরের (মধ্যাহ্নের) নমাজের নির্দ্দিষ্ট কাল।

‡ অসর শব্দের অর্থ অপরাহ্ণ।

রক্তবর্ণ বিদূরিত না হয়, সে পর্য্যন্ত মগরবের নমাজের সময় * ; মধ্য রাত্রি ব্যতীত প্রথম অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত এশার নমাজের সময় † ; উষার উদয় হইতে সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ফজরের নমাজের সময় ‡ ; পরে যখন সূর্য্য প্রকাশিত হয় তখন নমাজ হইতে নিবৃত্ত হও। কেন না উহা শয়তানের দুই শৃঙ্গের ভিতর দিয়া উদিত হয়।" (অর্থাৎ তাহার উদয় কালে দুই দিকে শয়তান থাকে § ।)—মো।

বোরিদার উক্তি ;—এক ব্যক্তি নমাজের নির্দ্দিষ্ট সময়বিষয়ে হজরত মোহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহাতে তিনি তাহাকে বলেন যে, "তুমি দুই দিন আমার সঙ্গে নমাজ পড়।" যখন সূর্য্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি আজানদাতা বেলালকে আজান দিতে আদেশ করিলেন, তদনুসারে আজান দান হইল। তৎপর তিনি সেই ব্যক্তিকে নমাজ পড়িতে অনুমতি করিলেন, তখন জোহরের নমাজ হইল। তদনন্তর তাহাকে নমাজ পড়িতে বলিলেন, পরে অসরের নমাজ পড়া হইল ; সেই সময় সূর্য্যমণ্ডল পরিষ্কৃত অণ্ডবৎ ও উন্নমিত ছিল। তৎপর তাহাকে নমাজ পড়িতে আদেশ করিলেন, তখন মগরবের নমাজ পড়া হইল। সেই সময় সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিম প্রান্তে একান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তৎপর তিনি তাহাকে নমাজের জন্য আজ্ঞা করিলেন। যখন আরক্তিম আভা বিলুপ্ত হইয়া রজনীর অন্ধকার হইল, তখন সে এশার নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইল। তৎপর তাহাকে নমাজ পড়িতে বলিলেন, সে উষার উদয়কালে নমাজ পড়িতে লাগিল। অনন্তর যখন দ্বিতীয় দিবস হইল, তখন তিনি তাহাকে মধ্যাহ্নের উষ্ণতা খর্ব্ব হইলে জোহরের নমাজ পড়িতে আদেশ করিলেন। অবশেষে (নমাজের আরম্ভে বিলম্ব হওয়াতে) উত্তম-

---

* মগরব শব্দের অর্থ পশ্চিম বা অস্তভূমি।

† এশা অর্থে রজনীর অন্ধকার, প্রথম রাত্রি এশার নমাজের নির্দ্দিষ্ট সময়।

‡ ফজর অর্থে উষা, উহা দিবালোকের আরম্ভ হইতে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত।

§ সূর্য্যোদয় হইলে এবং সূর্য্যের অস্তগমনের প্রাক্‌কালে সূর্য্য দর্শন করিয়া সূর্য্যোপাসকগণ তাহার পূজা বন্দনা ও তদুদ্দেশ্যে নমস্কারাদি করিয়া থাকে। তজ্জন্য সেই সময়ে নমাজ পড়া ও তদুপলক্ষে নমস্কারাদি করা হজরত মোহম্মদ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। মোসলমানগণ কাবাভিমুখে নমাজ পড়েন। সূর্য্যোদয়ের সময়ে সূর্য্যাভিমুখে প্রণামাদি করা ভারতবর্ষবাসী মোসলমানদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। যেহেতু কাবা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে স্থিত, তাঁহারা পশ্চিমাভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়েন, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে সমুদিত হয়। কিন্তু যে দেশের পূর্ব্বাংশে মক্কা তীর্থ ও কাবা মন্দির সেই দেশের মোসলমানদিগের নমাজ পড়িতে সূর্য্যাভিমুখেই নমাজ পড়িতে হয়। তাহাতে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক মোসলমানগণ জড়োপাসক ও পৌত্তলিক বলিয়া অপবাদগ্রস্ত হইতে পারেন। এই আশঙ্কাবশতঃ হজরত সাধারণ ভাবে সেই সময় নমাজ পড়িতে সকলকে নিষেধ করিয়াছেন।

রূপে উষ্ণতার হ্রাস হইল। সূর্য্যমণ্ডল উন্নমিত অবস্থায় থাকিতে অসরের নমাজ পড়া হইল। পূর্ব্বদিন অপেক্ষা তাহা আরম্ভ করিতে বিলম্ব করা হইয়াছিল। গগনের আরক্তিম আভা অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে মগরবের নমাজ পড়া হয়। রজনীর তিন ভাগের এক ভাগ অতীত হইলে এশার নমাজ হয়। উষার উদয়ে ফজরের নমাজ পড়া হইয়াছিল। অবশেষে হজরত ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নমাজের নির্দ্দিষ্ট সময়-বিষয়ে প্রশ্নকারী কোথায়?" সেই লোকটি বলিল, "হে প্রেরিতপুরুষ, এই তো আমি আছি।" তিনি বলিলেন, "যাহা তোমরা দর্শন করিলে তাহাতেই জানিও তোমাদের নমাজের সময়।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এবন অব্বাসের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "মন্দিরের নিকটে জেব্রিল দুইবার আমার এমাম হইয়াছিলেন*। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া সূর্য্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময়ে জোহরের নমাজ পড়েন, এবং যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তাহার অনুরূপ হয় তখন অসরের নমাজ আমার সঙ্গে পড়েন। রোজাব্রতে ব্রতীদিগের রোজা ভঙ্গ করিবার সময় আমাকে সঙ্গে করিয়া মগরবের নমাজ পড়েন, এবং আরক্তিম আভা বিলুপ্ত হইলে আমার সঙ্গে এশার নমাজ পড়েন। অপিচ যখন রোজাব্রতীদিগের সম্বন্ধে অন্ন জল অবৈধ, তখন আমাকে সঙ্গে করিয়া তিনি ফজরের নমাজ পড়েন। পরে অন্য দিবস হইলে যখন বস্তুর অনুরূপ ছায়া হইল তখন তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া জোহরের নমাজ পড়েন। যখন বস্তুর দ্বিগুণ ছায়া হইল তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া অসরের নমাজ পড়েন, রোজা ব্রতীদিগের রোজা ভঙ্গ করিবার সময় আমার সহিত মগরবের নমাজ পড়েন। পরে রজনীর তৃতীয় ভাগে আমার সহিত এশার নমাজ পড়েন, এবং যখন আলোকের সঞ্চার হইল তখন আমাকে সঙ্গে করিয়া ফজরের নমাজ পড়েন। তদনন্তর আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলেন, মোহম্মদ, তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগেরও এই সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং প্রথম ও শেষ এই দুই সময়ের মধ্যবর্ত্তী সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল†।"—আবুদা, তর।

---

* জেব্রিল প্রত্যাদেশবাহক স্বর্গীয় দূতবিশেষ। কোরাণের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শাহ অবদোল্-লাদেব জেব্রিলকে পবিত্রাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সাধকগণ জেব্রিলযোগে অন্তরে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন। "এমাম" অগ্রণী বা আচার্য্য, যাঁহার অনুসরণ করিয়া মোসলমানগণ নমাজ পড়েন, তাঁহাকে "এমাম" বলে।

† অর্থাৎ এই সকল নির্দ্দিষ্ট সময়ের কোন কোন সময় পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগেরও জন্য

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন শোহাবের উক্তি * ;—অবদোল্‌ আজিজের পুত্র ওমর † অসরের নমাজে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতেন, জোবয়ের পুত্র অরওয়া ‡ তাঁহাকে বলেন, "জানিও জেব্রিল অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং তিনি হজরতের অগ্রবর্ত্তী হইয়া নমাজ পড়িয়াছিলেন।" ওমর ইহা শুনিয়া তাঁহাকে বলেন, "অরওয়া, জানিও তুমি কি গুরুতর বিষয় বলিতেছ।" তখন তিনি বলিলেন, "আমি আবু মস্‌উদের পুত্র বশিরকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি স্বীয় পিতা আবু মস্‌উদকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, শুনিয়াছিলাম হজরত মোহম্মদ বলিতেছিলেন, জেব্রিল অবতীর্ণ হইয়া আমার এমাম হইয়াছিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছিলাম, তদনন্তর তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছিলাম, তদনন্তর তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছিলাম, তদনন্তর তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছিলাম।" তিনি স্বীয় অঙ্গুলিযোগে পাঁচ বারের নমাজ গণনা করিলেন।—উভয়।

খেত্তাবের পুত্র ওমর হইতে ;—তিনি স্বীয় কর্ম্মচারীদিগকে লিখিয়াছিলেন যে "তোমাদের কার্য্যাবলীর মধ্যে নমাজ পড়া আমার নিকটে প্রধানতম কার্য্য। যে ব্যক্তি তাহা আয়ত্ত করে ও তাহার রক্ষক হয় সে স্বীয় ধর্ম্মকে রক্ষা করে, এবং যে ব্যক্তি তাহা নষ্ট করে সে তদ্ব্যতীত অন্য সকল বিষয়কেও বিনাশ করিয়া থাকে।" তৎপর তিনি লিখিয়াছিলেন, "যখন তোমাদের কাহার ছায়া দ্বিগুণ পরিমাণ হইতে তাহার দেহানুরূপ পর্য্যন্ত হয়, সেই সময়ের মধ্যে তোমরা নমাজ পড়িবে, এবং যখন সূর্য্যমণ্ডল উন্নমিত পরিষ্কৃত শুভ্র থাকে, এবং সূর্য্যাস্ত গমনের পূর্ব্বে একজন অশ্বারোহী ছয় মাইল বা নয় মাইল ভ্রমণ করিতে পারে এরূপ সময়ের মধ্যে তোমরা আসরের নমাজ পড়িবে। অপিচ সূর্য্য যখন অস্তমিত হয় তখন মগরবের নমাজ পড়িতে হইবে, এবং যখন গগনপ্রান্তের আরক্তিম আভা অন্তর্হিত হয় তখন হইতে

উপাসনার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু পাঁচ বার নমাজ পড়ার নিয়ম এস্‌লাম মণ্ডলীর জন্যই বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত। প্রথম ও শেষ এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্য অন্য প্রেরিত পুরুষগণ উপাসনা করিতেন।

* ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী সুবিদ্বান্‌ ও মণ্ডলীর আচার্য্য ছিলেন। ইঁহার নাম মোহম্মদ, সম্পর্কগত নাম আবুবেকর (বেকরের পিতা) ইনি আবুবেকর নামেই পরিচিত ছিলেন।

† ইনি হজরতের একজন অনুগামী। ইনি মণ্ডলীর নেতা ও বিচারক হইয়াছিলেন, তাহাতে ইঁহার বিশেষ খ্যাতি হয়।

‡ ইনি হজরতের একজন শ্রেষ্ঠ অনুগামী, আয়াশার ভাগিনেয় আবুবেকরের কন্যা আসমার পুত্র ছিলেন।

রজনীর তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত তোমরা এশার নমাজে প্রবৃত্ত হইবে। অনন্তর যে ব্যক্তি শয়ন করে তাঁহার নয়ন যেন নিদ্রিত না হয়, যে ব্যক্তি শয়ন করে তাহার নয়ন যেন নিদ্রিত না হয়, যে ব্যক্তি শয়ন করে তাহার নয়ন যেন নিদ্রিত না হয় *।" অপিচ নক্ষত্রপুঞ্জ ঘন সন্নিবিষ্ট ও দীপ্তিমান এখনও আছে এমন সময়ে ফজরের নমাজ পড়িবে।"—মালেক।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—গ্রীষ্মকালে যখন ছায়া তিন পদ পরিমাণ হইতে পাঁচ পদ পরিমাণ পর্য্যন্ত এবং শীতকালে পাঁচ পদ পরিমাণ হইতে সপ্তপদ পর্য্যন্ত, সেই সময়ের মধ্যে হজরতের জোহরের নমাজের সময় ছিল।—আবুদ', নেসা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নমাজে সত্বরতা †।

প্রথম অধ্যায়।

সলামতের পুত্র সৈয়ারের উক্তি ‡ ;—একদা আমি স্বীয় পিতার সঙ্গে আবু বরজা অস্‌লমীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম § তখন তাঁহাকে, আমার পিতা জিজ্ঞাসা করেন, "প্রেরিত পুরুষ কি ভাবে নির্দ্ধারিত নমাজ পড়িতেন?" তাহাতে তিনি বলেন, "হজরত মধ্যাহ্নের নমাজ যাহাকে তোমরা পূর্ব্ববর্ত্তী নমাজ বল ‖। সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিমে ঝুঁকিয়া পড়িলে পড়িতেন, এবং পরে অসরের নমাজ পড়িতেন, তৎপর সূর্য্যমণ্ডল শুভ্র পরিষ্কৃত থাকিতে আমাদের কেহ মদিনার দূরতর স্থানে স্বীয় গৃহে চলিয়া যাইতেন।" তিনি মগরবের নমাজের বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। "হজরত এশার নমাজে যাহাকে তোমরা এতমা বল,

---

* অর্থাৎ নিজে নমাজ না পড়িয়া শয়ন করিয়া অবহেলা ও আলস্যের কুদৃষ্টান্ত দ্বারা যে ব্যক্তি অন্যের অপকার করে তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি অভিশাপস্বরূপ। ইহার মর্ম্ম এই, উৎকণ্ঠায় যেন তাহার নিদ্রা না হয়।

† নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে বিলম্ব না করিয়া নমাজ পড়ার ফলোপধায়িকতা বিষয় এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ও পণ্ডিতমণ্ডলীর এ বিষয়ে বিভিন্ন মত। স্থূলতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রথম ভাগেই নমাজ পড়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ বলিয়া পরিগণিত।

‡ ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী।

§ ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন।

‖ সর্ব্বপ্রথমে এই মধ্যাহ্নকালের নমাজে জেব্রিল এমামের কার্য্য করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী নমাজ বলে।

বিলম্ব করিতে ভাল বাসিতেন, তাহার পূর্ব্বে নিদ্রাগত হওয়া ও তাহার পরে কথোপকথন করা অসঙ্গত মনে করিতেন। এক জন লোক তাঁহার সন্নীপোপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনিতে পারে এমন সময় তিনি ফজরের নমাজ হইতে নিবৃত্ত হইতেন। উষার নমাজে হজরত ষাট অধিকন্তু এক শত কোরাণের আয়ত পড়িতেন। কেহ বলেন, তিনি এশার নমাজে রজনীর তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে অকুচিত হইতেন না, এবং তাহার পূর্ব্বে শয়ন করা ও তাহার পরে কথোপকথন করা উচিত বোধ করিতেন না "—উভয়।

ওমরের পুত্র সোলেমের পৌত্র ও আনির প্রপৌত্র মোহম্মদের উক্তি *;—আমি অবদোল্লার পুত্র আবেরকে হজরত মোহম্মদের নমাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন যে, "হজরত অত্যন্ত উত্তাপের সময় জোহরের নমাজ পড়িতেন। যখন সূর্য্যমণ্ডল জলন্ত ভাবে স্থিতি করে, তখন অসরের নমাজ পড়িতেন, এবং সূর্য্যাস্তগমন কালে মগরবের নমাজ পড়িতেন। অপিচ যখন অধিকাংশ লোক ব্যস্ত হইত ও বিলম্ব হইল বলিত, তখন এশার নমাজ পড়িতেন। শেষ রাত্রির অন্ধকারে ফজরের বা সবার নমাজ পড়িতেন।"—উভয়।

আনসের উক্তি;—যখন আমরা হজরতের অনুসরণক্রমে জোহরের নমাজ পড়িতাম তখন ভূমি অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়া স্বীয় বস্ত্রের উপর সেজ্‌দা (নমস্কার) করিতাম।—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি:—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "যখন উত্তাপ প্রবল হয় তখন নমাজে তোমরা অনুষ্ণতা আশ্রয় করিও (বিলম্ব করিও)" (আবু সয়িদ হইতে বোখারী নমাজ স্থলে জোহরের নমাজ অবগত হইয়াছেন।) যখন নরক লোকের উষ্ণতার উচ্ছ্বাসে প্রবল উত্তাপ হইল, এবং নরকাগ্নি স্বীয় প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া আত্ম অবস্থা নিবেদন করিল ও বলিল, 'হে আমার প্রভু, আমার অঙ্গীভূত (লোক সকল) পরস্পরকে ভক্ষণ করিল †।' তখন পরমেশ্বর তাহার জন্য দুইটি নিশ্বাসরূপ বায়ুপ্রবাহের আদেশ করিলেন। একটি নিশ্বাস গ্রীষ্মকালে ও একটি নিশ্বাস শীতকালে নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্রীষ্মকালে তোমরা যাহা অত্যধিক উষ্ণ প্রাপ্ত হও তাহা, এবং শীতকালে যাহা অত্যধিক শীতল উপলব্ধি কর তাহা।"—

---

* ইনি হজরতের একজন অনুগামী ছিলেন। ইঁহার সম্পর্কগত নাম আবুঅবদোল্লা (অবদোল্লার পিতা)। ইনি একজন বিশ্বস্ত পুরুষ ছিলেন। এব্‌ন অব্বাস, জাবের, বোখারী ও মোস্‌লেম ইঁহা হইতে হদিস শিক্ষা করিয়াছেন।

† অর্থাৎ নরকলোকনিবাসীর একান্ত ভিড় হওয়াতে স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ পরস্পরকে পীড়ন করিতেছিল।

উভয়। বোখারীর অন্য উক্তি এই যে, "অত্যন্ত উষ্ণ তোমরা যাহা প্রাপ্ত হও, তাহাকে 'সমুম' ও অতিশয় শীতল যাহা উপলব্ধি কর তাহাকে 'জম্‌হরির' বলে *।"

আনসের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ যখন অসরের নমাজ পড়িতেন তখন সূর্য্য উন্নমিত ও প্রদীপ্ত থাকিত। তখন কোন কোন ব্যক্তি ওয়ালি অঞ্চলে চলিয়া যাইত, এবং সেই স্থানের লোকদিগকে লইয়া আসিত, তখনও সূর্য্য উন্নমিত অবস্থায় থাকিত। ওয়ালি প্রদেশের কোন কোন অংশ মদিনা হইতে চারি মাইল দূরে †।—উভয়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "সূর্য্য পীতবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া প্রতীক্ষা করার পর যে নমাজ পড়া হয় উহা কপটলোকদিগের নমাজ। তখন শয়তানের দুই শৃঙ্গের মধ্যভাগে সূর্য্যমণ্ডল থাকে ‡। নমাজে সে দণ্ডায়মান হইয়া চঞ্চুপুটে পক্ষীর শস্য চয়নের ন্যায় চারিবার নমস্কার করে, সেই নমাজে সে অতি অল্প বৈ ঈশ্বর প্রসঙ্গ করে না।"—মো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যাহার অসরের নমাজ বিনষ্ট হইয়াছে তাহার পরিজন ও ধন সম্পত্তি যেন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"—উভয়।

বোরিদার উক্তি ;—মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি অসরের নমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যর্থ হইয়াছে।"—বো।

রাফেয়া বলিয়াছেন যে, আমরা হজরতের সঙ্গে মগরবের নমাজ পড়িতাম, পরে আমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ চলিয়া যাইত, সেই সময় শরের লক্ষ্যভূমি নিশামুখের অন্ধকারপ্রযুক্ত দৃষ্ট হইত না।—উভয়।

আয়শা বলিয়াছেন, হজরতের পারিষদগণ আকাশের আরক্তিম আভা বিলুপ্ত হইবার পর হইতে প্রথম রজনীর তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নমাজ পড়িয়াছেন।—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ ফজরের নমাজ পড়িতেন, পরে স্ত্রীলোকেরা আপন বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া চলিয়া যাইত। শেষ নিশার অন্ধকারপ্রযুক্ত তাহাদিগকে কেহ চিনিতে পারিত না।—উভয়।

আনস হইতে শ্রবণ করিয়া কেতাদা বলিয়াছেন §;—একদা হজরত মোহম্মদ

---

* নরকের এক প্রকোষ্ঠ অত্যন্ত শীতল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

† ওয়ালি প্রদেশ মদিনার উন্নতভূমি, যে দিকে কবা ও বনিকরিজার মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠিত সেই দিকে ওয়ালি প্রদেশ।

‡ শয়তানের শৃঙ্গ বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

§ কেতাদা একজন হজরতের প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন। তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যাতা মহাস্মৃতি-

ও সাবেতের পুত্র জয়দ নিশান্তভাগে ভোজন করেন। যখন নিশান্তভোজন হইতে তাঁহারা দুই জনে অবসর গ্রহণ ক'রলন তখন হজরত নমাজ পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, এবং নমাজ পড়িলেন। আমরা আনসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের উভয়ের নিশান্তভোজনের শেষ ও নমাজের আরম্ভ পর্য্যন্ত মধ্যে কত সময় ব্যবধান ছিল?—আনস বলিয়াছিলেন, "এক ব্যক্তির পঞ্চাশটি আয়ত পড়িতে যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ সময়।"—বো।

আবুজরের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যখন তোমার সম্বন্ধে আমীর লোকেরা নমাজের হানি করে অথবা সময়ে নমাজ পড়িতে বিলম্ব করে তখন তোমার কি প্রকার ভাব হয়?" আমি বলিয়াছিলাম, এ বিষয়ে আপনি আমাকে কি আদেশ করেন? তিনি বলিলেন. "তুমি যথাসময়ে নমাজ পড়িও, পরে যদি তাহাদের সঙ্গে নমাজ পড়িতে পার তবে পড়িও, উহা তোমার জন্য অতিরিক্ত হইবে *।—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নিশান্ত নমাজের এক অঙ্গও যিনি পড়িতে পারেন তিনি নিশান্তনমাজ পড়িলেন স্বীকার করিতে হইবে, এবং সূর্য্যাস্ত গমনের পূর্ব্বে যিনি অসরের নমাজের একাঙ্গও পড়িতে পারেন তিনি অসরের নমাজ পড়িলেন বলিতে হইবে।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যিনি সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বে অসরের নমাজের সেজ্‌দা (নমস্কার) করিয়াছেন তিনি যেন স্বীয় নমাজ সমাপ্ত করেন।"—বো।

আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নমাজ ভুলিয়া যায়, বা ঘুমাইয়া পড়ে, যখন স্মরণ হইবে তখন সে নমাজ পড়িবে। ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত," কোন উক্তিতে আছে, "ইহা ভিন্ন তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।"—উভয়।

শক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহাকে অদ্বিতীয় লোক বলা যায়। তিনি বলিয়াছেন, "আমার কর্ণ যাহা শুনিয়াছে আমার মন তাহা স্মরণে রাখিয়াছে।" ১১৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

* এতদ্দ্বারা এই উপলব্ধি হইতেছে যে, যদি নমাজ পড়িতে বিলম্ব করেন তবে অনুগামী যথাসময়ে নমাজ পড়িবেন। তাহা হইলে সময় ও মণ্ডলীর গৌরব রক্ষা পায়। এ স্থলে আমীরগণ ওস্মিয়া পরিবারের আমীরগণ হইবে। তাঁহারা নমাজের নীতি রক্ষা ও বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ এবং সময় পালন করিতেন না। আবুজর ওস্মানের নেতৃত্ব সময়ে হেজরি ৩২ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ওস্মানের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা আবুসুফিয়ানের পুত্র মাবিয়ার কর্তৃত্বাধীনে তিনি শ্যাম দেশে ছিলেন। পরে তিনি মাবিয়ার সঙ্গে বিবাদ করেন। অনন্তর ওস্মান তাঁহাকে মদিনায় ডাকিয়া আনেন। তিনি মদিনাতে স্থিতি না করিয়া নগরের বাহিরে বুরিদা নামক স্থানে বাস করেন, এবং তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

কেতাদার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিদ্রা হইলে অপরাধ নাই, জাগরিত অবস্থায় (নমাজ ভুলিলে) অপরাধ, এতদ্ভিন্ন নহে। যখন তোমাদের কেহ নমাজ বিস্মৃত হয়, এবং নমাজ না পড়িয়া নিদ্রিত হয়, পরে যখন তাহার স্মরণ হইবে, তখন যেন নমাজ পড়া হয়। যেহেতু ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, আমার স্মরণবশতঃ নমাজ পড়।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আলির উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "হে আলি, তিনটি বিষয়ে তুমি বিলম্ব করিবে না। নমাজ যখন উপস্থিত হয়, এবং শবের সৎকার যখন সমুপস্থিত ও যখন স্বামিহীনা (বিবাহার্থিনী) নারী পাইবে তাহার জন্য সমতুল্য (বর অন্বেষণে)—তর।

এব্‌নঅবদোল্লার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "প্রথম সময়ে নমাজে (সাধকের প্রতি) ঈশ্বরের প্রশংসা, অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের ক্ষমা হয়।—তর।

ওম্মফরওয়ার উক্তি * ;—হজরতকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "কার্য্যের মধ্যে কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ?" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, "যথাসময়ে নমাজ পড়া।"—আহ, তর, আবুদা। তরমোজি বলিয়াছেন, ওমরোল্ ওমরীর পুত্র অবদোল্লার হদিস অবলম্বন ব্যতীত ইহা বিবৃত হয় নাই। অব্‌দোল্লা ১৭১ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি হদিস বেত্তাদিগের নিকটে সুদক্ষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন না।

আয়শার উক্তি ;—হজরত মৃত্যু পর্য্যন্ত দুই বার সময়ান্তে নমাজ পড়েন নাই †।—তর।

আবুআয়ুব আন্‌সারীর উক্তি ‡ ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "আমার মণ্ডলী সর্ব্বদা কল্যাণযুক্ত।" অথবা বলিয়াছেন, "স্থির বিধিতে স্থিত, তাহারা মগরবের নমাজ

---

* এই নারী আন্‌সার মণ্ডলীভুক্তা হজরতের একজন সঙ্গিনী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি আবুবেকরের ভগিনী অবু কহাফার কন্যা ছিলেন।

† অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবসানে হজরত জীবনে একবার মাত্র নমাজ পড়িয়াছিলেন। দুইবার এরূপ নমাজ পড়া হয় নাই। একবার এরূপ ঘটনা হয় যে, নমাজের নির্দ্দিষ্ট সময় বিষয়ে একজন লোক প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাকে শিক্ষা দানের জন্য তিনি দ্বিতীয় দিবস নমাজের সময়ান্তে প্রত্যেক নমাজ পড়িয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যেত্রিন্ন তাঁহাকে শিক্ষা দানের জন্য অন্য সময়ে নমাজে এমামের কার্য্য করিয়াছিলেন।

‡ ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ প্রধান সহচর। হজরত মদিনায় উপস্থিত হইয়া কিছুকাল ইঁহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন।

পড়িতে তারকামালা প্রকাশ পাওয়া পর্য্যন্ত বিলম্ব করে না।"—আবুদা, দারমী।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "যদি আমার মণ্ডলীসম্বন্ধে দুঃসাধ্য না হইত তবে আমি রজনীর তৃতীয় ভাগ অথবা অর্দ্ধ নিশা পর্য্যন্ত এশার নমাজে বিলম্ব করিতে তাহাদিগকে আদেশ করিতাম।"—আহ, তর, এব্‌নমা।

জবলের পুত্র মোওয়াজের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "তোমরা অন্ধকার হইলে এই নমাজ (এশার নমাজ) পড়, নিশ্চয় ইহা দ্বারা তোমরা সমুদায় মণ্ডলীর উপর গৌরবান্বিত হইয়াছে। তোমাদের পূর্ব্বে কোন মণ্ডলী এই এশার নমাজ পড়েন নাই।"—আবুদা।

বশিরের পুত্র নেমানের উক্তি ;—আমি এই নমাজের সময় জ্ঞাত আছি। এশার নমাজই শেষ নমাজ। চন্দ্রমা তৃতীয় নিশায় লুক্কায়িত হইলে হজরত এই নমাজ পড়িতেন * ।—আবুদা, দারমী।

রাফেয়ার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা ফজরের নমাজ পড়িয়া উষার আলোকে প্রবেশ কর, যেহেতু ইহা পুরস্কারলাভসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ।"—তর, আবুদা, দারমী। নেসায়ীও এই হাদিস বলিয়াছেন, কিন্তু "পুরস্কার লাভ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ" এই কথা বলেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

খদিজের পুত্র রাফেয়ার উক্তি ;—আমরা হজরতের সঙ্গে অসরের নমাজ পড়িতাম, তৎপর উষ্ট্র জব করা হইত, এবং তাহা দশ ভাগে বিভক্ত হইত, তৎপর রন্ধন করা যাইত, পরে সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বে আমরা সেই রান্ধা মাংস ভক্ষণ করিতাম।—উভয়।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—এক রাত্রিতে আমরা এশার নমাজে হজরতের প্রতীক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতেছিলাম, তিনি রজনীর তৃতীয় ভাগ গত হইলে বা তাহারও পরে আমাদের নিকটে আগমন করেন। আমরা জানি নাই তাঁহার পারিবারিক কোন্ বিষয় বা এতদ্ভিন্ন অন্য কি আগমনে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। তিনি যখন বাহির হইলেন তখন বলিলেন, "নিশ্চয় তোমরা নমাজের প্রতীক্ষা করিতেছ। তোমরা ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী ইহার প্রতীক্ষা করে নাই। যদি আমার মণ্ডলীসম্বন্ধে

* চান্দ্র মাসের তৃতীয় রাত্রিতে গগনপ্রান্তের আরক্তিম আভার বিলোপ হওয়ার প্রাক্‌কালে চন্দ্র অস্তমিত হয়।

কষ্টকর না হইত তবে অবশ্য আমি তাহাদের সঙ্গে এই সময়েই নমাজ পড়িতাম।" তৎপর তিনি আজানদাতাকে আজান দিতে আদেশ করিলেন। পরে নমাজে দণ্ডায়মান হইলেন ও নমাজ পড়া হইল * ।—মো।

সোমরার পুত্র জাবেরের উক্তি †,—হজরত মোহম্মদ তোমাদের নমাজ পড়ার সময়েই প্রায় পড়িতেন. কিন্তু নৈশিক (এশার) নমাজে তোমাদের নমাজের সময়ের পর কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতেন, এবং তিনি (অশক্ত লোকদিগের সুবিধার জন্য) নমাজ সঙ্ক্ষেপে পড়িতেন।—মো।

আবুসয়িদের উক্তি;—আমরা হজরতের সঙ্গে এশার নমাজ পড়িয়াছিলাম, প্রায় অর্দ্ধরাত্রি গত না হইলে তিনি বাহির হন নাই। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা নিজ নিজ স্থান গ্রহণ কর।" তখন আমরা স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিলাম। অবশেষে তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় লোক সকল নমাজ পড়িয়াছে, এবং আপন আপন শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, এ দিকে তোমরা অবিশ্রান্ত নমাজে রত আছ, এবং নমাজ প্রতীক্ষা করিতেছিলে। বাস্তবিক যদি বৃদ্ধকে দুর্ব্বল ও রোগীকে কাতর না করিত তবে আমি এই নমাজে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতাম।"—আবুদা, নেসা।

হজরতের সহধর্ম্মিণী ওম্মসোলমার উক্তি;—তোমাদের অপেক্ষা হজরত জোহরের নমাজে অধিকতর সত্বর ছিলেন, এবং তোমরা আছরের নমাজে তাঁহা অপেক্ষা সমধিক সত্বর।—আহ, তর।

আনসের উক্তি;—যখন উত্তাপ প্রবল হইত তখন হজরত মোহম্মদ উত্তাপের হ্রাস হইলে (জোহরের) নমাজ পড়িতেন, এবং যখন শীত প্রবল হইত তখন শীঘ্র পড়িতেন।—নেসা।

সামেতের পুত্র এবাদার উক্তি ‡;—আমাকে হজরত বলিয়াছিলেন, "আমার অন্তে তোমাদের নিকটে অনেক আমীর লোকের স্থিতি হইবে, যথাসময়ে নমাজ পড়িতে অনেক বিষয় তাহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিবে। এতদূর পর্য্যন্ত হইবে যে, তাহার সময় অতীত হইয়া যাইবে। তোমরা উপযুক্ত সময়ে নমাজ পড়িও।" তখন এক ব্যক্তি বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, তাহাদের সঙ্গেও কি আমরা নমাজ পড়িব?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"।—আবুদা।

---

* এই হদিস দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এশার নমাজ পড়া রজনীর তৃতীয় ভাগেই শ্রেয়ঃ।

† জাবের হজরতের একজন সহচর ছিলেন। তাঁহার পিতা আবু ওকাসের পুত্র সাদের ভাগিনেয়, তিনিও হজরতের সহচর ছিলেন। জাবের কুফাতে যাইয়া বাস করেন। তথায় ৬৪ সালে পরলোক প্রাপ্ত হন। কেহ বলেন ৬৬ সালে তাঁহার পরলোক হইয়াছিল।

‡ ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর। ইনি আন্‌সার দলস্থ প্রধান পুরুষ ছিলেন। বদরের রণক্ষেত্রে এবং অন্য সমুদায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কবিজার উক্তি *;—হজরত বলিয়াছেন যে, "আমার অন্তে তোমাদের উপর এমন আমীর সকল নিযুক্ত হইবে যে, তাহারা নমাজ পড়িতে বিলম্ব করিবে, কিন্তু তাহা (তাহার ফল) তোমাদের ও তাহাদের জন্য। অতএব কাবাভিমুখীন হইয়া তাহারা যে নমাজ পড়িবে তাহাদের সঙ্গে সেই নমাজে তোমরাও যোগ দান করিও।"—আবুদা।

অদির পুত্র খৈয়ারের পৌত্র ওবয়দোল্লা হইতে †;—হজরতের (সহচর প্রচারক) ওস্‌মান যখন বন্দীর অবস্থায় ছিলেন তখন (ওবয়দোল্লা) তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, "নিশ্চয় আপনি সাধারণ এমাম, আপনার প্রতি যাহা ঘটিয়াছে, আপনি দেখিতেছেন। এখন অযোগ্য এমাম আমাদের জন্য নমাজ পড়েন, ‡ এবং আমরা (তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িতে) নিবৃত্ত আছি।" তখন তিনি বলিলেন, লোকে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করে তন্মধ্যে নমাজ শ্রেষ্ঠ। অতএব লোকের মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, যাঁহাদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। যখন তাঁহারা পাপ করে তোমরা তাঁহাদের পাপ হইতে দূরে থাকিও।"—বো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নমাজের মাহাত্ম্য।

প্রথম অধ্যায়।

ইওয়বার পুত্র ওমরার উক্তি §;—হজরত মোহম্মদকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "কেহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং তাহার অস্তগমনের পূর্ব্বে নমাজ পড়িলে অর্থাৎ ফজর ও অসরের নমাজ পড়িলে সে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করিবে না।"—মো।

আবুমুসার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ফজর ও এশার নমাজ পড়ে সে স্বর্গলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, "দিবাভাগে দেবতাগণ ও নিশাকালে দেবতাগণ তোমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হন, এবং ফজর ও অসরের নমাজের

---

* ইনি ওকাসের পুত্র হজরতের সহচর ছিলেন। বসোরায় ইঁহার নিবাস ছিল।

† ইনি কোরেশ বংশ সম্ভূত হজরতের এক জন প্রধান অনুগামী ছিলেন। হজরতের জীবদ্দশায় ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

‡ এই এমামের নাম বশিরের পুত্র কনানা।

§ ইনি হজরতের এক জন সহচর ছিলেন।

সময়ে সমবেত হইয়া থাকেন, তৎপর যাঁহারা তোমাদের সঙ্গে রজনী যাপন করিয়াছেন তাঁহারা ঊর্দ্ধে গমন করেন। পরে তাঁহাদের প্রভু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসত্ত্বেও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন 'তোমরা আমার দাসদিগকে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ?' তখন তাঁহারা বলেন, "তাহারা নমাজ পড়িতেছে সেই অবস্থায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, এবং তাহারা নমাজ পড়িতেছে অবস্থায় তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম।"—উভয়।

জন্দর কসিরির উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নমাজ পড়ে সে ঈশ্বরের অভয় আশ্রয়ে স্থিতি করিয়া থাকে, অতএব যেন পরমেশ্বর স্বীয় অভয় আশ্রয় দানে তোমাদের কোনরূপ ত্রুটির জন্য প্রশ্ন না করেন, তাঁহার অভয় আশ্রয়ে যাহার ত্রুটির জন্য প্রশ্ন হয় তাহা ধরা পড়িবে, তৎপর তাহাকে অধোবদনে তিনি নরকাগ্নিতে বিসর্জ্জন করিবেন।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি,—হজরত বলিয়াছেন, "আজান দানের ও নমাজে প্রথম শ্রেণীতে দণ্ডায়মানের ফল যদি লোকে জানিত, তদ্বিষয়ে পরস্পর স্পর্দ্ধিখেলা না করিয়া কেহ তাহা লাভ করিবে না বুঝিত, তবে অবশ্য তাহারা স্পর্দ্ধি খেলিত। যদি মাধ্যাহ্নিক নমাজ পড়ার ফল জানিত, তবে তদ্বিষয়ে অগ্রগামী হইত, এবং যদি নৈশিক নমাজ ও নিশান্ত নমাজে কি ফল জানিত, তবে বুকে হাঁটিয়া তাহাতে উপস্থিত হইত।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "কপট লোকদিগের সম্বন্ধে ফজর ও এশার নমাজ অপেক্ষা কষ্টকর নমাজ নাই। এই উভয় নমাজের কি ফল যদি তাহারা জানিত, বুকে হাঁটিয়া যাইতে হইলে কিছু মনে করিত না।"—উভয়।

ওস্‌মানের উক্তি,—হজরত বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি মণ্ডলীর সহিত এশার নমাজ পড়িয়াছে সে যেন অর্দ্ধ নিশা নমাজে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি মণ্ডলীর সঙ্গে ফজরের নমাজ পড়িয়াছে, সে যেন সমগ্র রজনী নমাজ পড়িয়াছে *।"—মো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "আরব্য উদ্ধত যাযাবর লোকেরা তোমাদের মগরবের নমাজের নামসম্বন্ধে তোমাদিগকে যেন পরাস্ত না করে। উক্ত যাযাবর লোকেরা ইহাকে এশার নমাজ বলিয়া থাকে, এবং উদ্ধত যাযাবর লোকেরা তোমাদের এশার নমাজের নাম সম্বন্ধে তোমাদিগকে যেন পরাস্ত না করে; যেহেতু ইহা

---

* নিশামুখের নমাজ অপেক্ষা নিশান্তকালীন নমাজের ফল অধিক। নিশান্তকালে নমাজ পড়িলে সমগ্র নিশার নমাজ পড়ার তুল্য ফল, এশার নমাজ অর্দ্ধ নিশায় নমাজ পড়িলে যে ফল হয় তাহার তুল্য।

ঐশ্বরিক গ্রন্থে এশা বলিয়াই উক্ত। সেই সময়ে উষ্ট্র দোহন হয় বলিয়া ইহাকে এতমা বলে *।"—মো।

আলির উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "খন্দকের যুদ্ধের দিন (কাফের-গণ) মধ্যম নমাজ—অসরের নমাজ হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল †। ঈশ্বর শত্রুদিগের গৃহ ও কবর অনলে পূর্ণ করিয়াছিলেন।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন-মস্‌উদ ও সোমরার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ অসরের নমাজকে মধ্যম নমাজ বলিয়াছেন।—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি;—ঈশ্বরের উক্তিস্থলে হজরত এইরূপ বলিয়াছেন যে, "নিশান্ত ভাগের নমাজের অঙ্গীভূত কোরাণপাঠ যেন ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে হইয়া থাকে।" অপিচ বলিয়াছেন যে, "নৈশিক ও দৈনিক দেবতাগণ তাহাতে উপস্থিত থাকেন।"—তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাবেতের পুত্র জয়দ ও আয়াশা বলিয়াছেন যে, "মধ্যম নমাজ জোহরের নমাজ।"—সাবেতের পুত্র জয়দ হইতে মালেক এবং এই উভয় হইতে তরমোজি।

সাবেতের পুত্র জয়দেব উক্তি;—হজরত অত্যন্ত উত্তাপের সময় জোহরের নমাজ পড়িতেন। হজরতের সহচরদিগের পক্ষে এই নমাজ পড়া অপেক্ষা সুকঠিন আর কিছু ছিল না। পরে প্রত্যাদেশ হয় যে, "তোমরা নমাজকে বিশেষতঃ মধ্যম নমাজকে পালন

---

* অর্থাৎ উক্ত যাযাবর লোকেরা যে নামে উক্ত দুই নমাজকে অভিহিত করে, তোমরা সেই-রূপ করিও না। ধর্ম্ম গ্রন্থে যে নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তোমরা সেই নামে নির্দ্দেশ করিও। সূর্য্যের অস্তগমনের নমাজকে এশা বলিও না, এবং এশাকে অন্য নাম প্রদান করিও না। গগন-প্রান্তের আরক্তিম আভা বিলুপ্তি ও ঘোর অন্ধকার হইলে পর আরব্য লোকেরা উষ্ট্র দোহন করিয়া থাকে। এতমা অন্ধকারকে বলে।

† খন্দকের যুদ্ধকে আহজাবের যুদ্ধও বলে। সেই যুদ্ধের ব্যস্ততায় চারি বারের নমাজ ভঙ্গ হয়। এই নমাজের মধ্যে অসরের নমাজও ছিল। অসরের নমাজকে মধ্যম নমাজ বলা হইয়াছে। ইহা শ্রেষ্ঠ নমাজ। এই নমাজ ভঙ্গ হওয়াতে দুঃখের সহিত হজরত কাফেরদিগকে অভিসম্পাত করেন।

কর।" অপিচ তিনি বলিয়াছেন, "সেই নমাজের পূর্ব্বে দুই নমাজ ও তাহার পরে দুই নমাজ।"—আহ, আবুদা।

মালেকের উক্তি ;—তিনি অবগত হইয়াছেন যে, আলি ও আব্বাসের পুত্র অবদোল্লা বলিতেন, "ফজরের নমাজ মধ্যম নমাজ।"—মুতাতে এবং এব্‌ন আব্বাস ও এব্‌ন ওমর হইতে তরমোজি।

সলমানের উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি ফজরের নমাজের উদ্দেশ্যে রাত্রি প্রভাত করিয়াছে সে বিশ্বাসের জয়পতাকাসহ নিশার অবসান করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি বাজারের উদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে উঠিয়াছে সে শয়তানের পতাকাসহ রাত্রি প্রভাত করিয়াছে।"—এব্‌নমা।

নমাজের জন্য (আহ্বান) * ।

প্রথম অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—(নমাজের সময়জ্ঞাপনের জন্য) অগ্নি উদ্দীপন ও শঙ্খধ্বনি করার প্রস্তাব হয়। তখন ইহুদি ও ঈসায়ীদিগের প্রসঙ্গ হইয়াছিল। † অব-

---

* আজান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিজ্ঞাপন, বিশেষ ভাবে নমাজের সময় বিজ্ঞাপন, এরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জয়দ আন্‌সারীর পুত্র অবদোল্লা প্রথমতঃ আজানদান স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপর হজরতের প্রচারবন্ধু ওমর উহা স্বপ্নে দেখেন। কেহ কেহ বলেন, আবুবেকর সদ্দিকও স্বপ্নে আজান দান করা দেখিয়াছিলেন। কেহ বলেন, হজরতের দশ জন সহচর, কেহ বলেন, চৌদ্দজন সহচর এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। সহচরদিগের স্বপ্ন দর্শনের পর প্রত্যাদেশও হইয়াছিল। অনেকে বলেন, হজরতের বিশেষ চেষ্টা উদ্যোগে আজানদান স্থিরীকৃত হয়। বিশ্বাসিমণ্ডলীর নেতা আলি প্রকাশ করিয়াছেন, মেরাজের (স্বর্গারোহণের) রাত্রিতে আজানের বচন সকল পরমেশ্বরের প্রমুখাৎ হজরত শ্রবণ করিয়াছিলেন। তখন এরূপ আদেশ হয় নাই যে, নমাজে মণ্ডলীকে আহ্বানের জন্য এই সকল বচন প্রয়োগ করিতে হইবে। সেই সময় মক্কাতে আজান ব্যতিরেকে নমাজ পড়া হইত। মদিনায় আগমনের পর হজরত এ বিষয়ে ধর্ম্মবন্ধুদিগের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ স্বপ্নে আজানের ধ্বনি শুনিয়াছেন, এরূপ বলেন। তৎপর হজরত এরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করেন, "স্বর্গে যে বচন শ্রবণ করিয়াছ, তাহা পৃথিবীতে নমাজের আজানের জন্য প্রয়োগ কর।"

† মোসলমানগণ মদিনাতে আগমন করিয়া নমাজের সময় নির্দ্ধারণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যেন সকলে জ্ঞাত হইয়া সেই সময়ে নমাজের জন্য উপস্থিত হন। কেহ কেহ বলিলেন, উন্নত ভূমিতে অগ্নি উদ্দীপিত করা হউক, তাহা দেখিয়া সকলে আসিয়া সমবেত হইবে, অথবা শঙ্খধ্বনি হউক। পরে এইরূপ কথা হয় যে, উপাসনার সময় জ্ঞাপনের জন্য অগ্নি উদ্দীপন

শেষে বেলালের প্রতি আদেশ হয় যে যেন দুইবার আজানের বচন ও একবার নমাজ-প্রতিষ্ঠা বাক্য ঘোষণা করে *।—উভয়।

আবু মহজুরার উক্তি †;—"হজরত মোহম্মদ স্বয়ং আমাকে আজান শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, "বল আল্লাহো আক্‌বর" ৪ বার। আশ্‌হদো আন্ লা এলাহ এল্লেলাহ' ২ বার। আশ্‌হদো আন্ মোহম্মদ রসুলাল্লাহে ২ বার। তৎপর পুনরুক্তি কর, বল, আশ্‌হদো আন্ লা এলাহে, এল্লেল্লাহে ২ বার। আশ্‌হদো আন্ মোহম্মদ রসুলাল্লাহে ২ বার। হিয়া আলাস্‌সলাত ২ বার। হিয়া আলোল্‌ফলাহ ২ বার। আল্লাহো আক্‌বর ২ বার। লা এলাহ এল্লেলাহ ‡।"—মো।

করা ইহুদিদিগের রীতি, শঙ্খধ্বনি খ্রীষ্টবাদীদিগের পদ্ধতি, তাহাদের রীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নয়। তখন ইহুদিদিগের কোন কোন সম্প্রদায় উপাসনার সময়জ্ঞাপনের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করিত, কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় শাঁখ বাজাইত। আজানের বচন দুই দুই বার করিয়া উচ্চারণ, নমাজ প্রতিষ্ঠার বচন এক এক বার উচ্চারণ করার বিধি। ইহার মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে।

* আজানদাতা বেলাল কাফ্রি ছিলেন। ইনি হজরতের পরমবিশ্বাসী অনুগামী বলিয়া পরিচিত। ইঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গভীর ও উচ্চ ছিল।

† আবু মহজুরা (মহজুরার পিতা) সম্পর্কগত নাম। ইঁহার প্রকৃত নাম সোমরা, কেহ বলেন, অওস, কেহ সোলমান, কেহ সোলমা বলেন। সোমরা নামই অধিকতর প্রামাণ্য মক্কাতে ইনি হজরতের মোওয়েজন (আজানাদাতা) ছিলেন। ইনি আজানের পুনরাবৃত্তির বক্তা।

‡ আজানের বচনাবলীর ক্রমান্বয়ে অর্থ;—ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, চারি বার। আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, এক ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, দুইবার। আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, দুই বার। (তৎপর সাক্ষ্যদান দুই বার করিয়া প্রথম হইতে পুনরুক্তি।) নমাজে উপস্থিত হও, দুই বার। পরিত্রাণের ব্যাপারে উপস্থিত হও, দুই বার। ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দুই বার। এই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, একবার। আজানের বচন আল্লাহো আক্‌বর হইতে মোহম্মদ রসুলাল্লাহ পর্য্যন্ত বলিয়া সেই বচনের পুনরাবৃত্তি উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা এমাম শাফি ও এমাম মালেক কর্ত্তৃক বিধি বলিয়া পরিগণিত। এমাম আহমদের মতে পুনরাবৃত্তি হইতে পারে, নাও হইতে পারে। পুনরাবৃত্তিস্থলে আজানের অন্তর্গত সাক্ষ্যদানের বচন প্রথম নিম্নস্বরে দুই বার উচ্চারণ করিয়া পরে দুইবার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হয়। এমাম আবু হনিফার অনুবর্ত্তী পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই পুনরাবৃত্তি আবু মহজুরাকে শিক্ষা দানের জন্য হইয়াছিল, ইহা বিধির মধ্যে গণ্য নহে। আবু মহজুরা প্রথমবারে সাক্ষ্য দানের বচন নিম্নস্বরে বলিয়াছিল, পরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হজরত অনুমতি করেন। আজানবিষয়ে আবু মহজুরা কর্ত্তৃক বিবৃত অন্য হদিসও আছে, তাহাতে পুনরাবৃত্তির উল্লেখ নাই। আজানের অধ্যায়ে জয়দের পুত্র অবদোল্লা কর্ত্তৃক বিবৃত মূল হদিসেও পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গ নাই। মোওয়ে-

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদের সময়ে দুই দুই বার করিয়া আজানের বাক্য উচ্চারিত হইত, নমাজের প্রতিষ্ঠা বাক্য এক এক বার করিয়া হইত। এতদ্ভিন্ন মোওয়েজন বলিত "কদ্ কামতিস্সলাৎ, কদ্ কামতস্সলাৎ *।"—আবুদা, নেসা, দারমী।

আবু মহজুরা হইতে ;—আবুমহজুরাকে হজরত মোহম্মদ (পুনরুক্তিতে) আজানের উনিশটি শব্দ শিক্ষা দিয়াছিলেন, একামতের অর্থাৎ নমাজ প্রতিষ্ঠার সতেরটি শব্দ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।—আবুদা, নেসা দারমি, এব্নমা।

আবু মহজুরার উক্তি ;—আমি হজরতকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি আমাকে আজানের নিয়ম শিক্ষা দিন, তাহাতে তিনি স্বীয় ললাট আমর্শন করিয়া বলিলেন, "বল, আল্লাহো আক্‌বর ৪ বার। তৎসহ স্বীয় কণ্ঠস্বর উচ্চ কর। তৎপর বল, "আশ্‌হদো আন্‌লা এলাহ্ এল্লেল্লাহ ২ বার। আশ্‌হদো আন্ মোহম্মদ রসুলাল্লাহ ২ বার। তৎসহ স্বীয় কণ্ঠস্বরকে খর্ব্ব কর, তৎপর সাক্ষ্যদানে স্বীয় ধ্বনি উচ্চ কর। এবং বল অশ্‌হদো আন্ লা এলাহ এল্লেল্লাহ ২ বার। অশ্‌হদো আন্ মোহম্মদ রসুলাল্লাহ ২ বার। হিয়া আস্‌সলাৎ ২ বার। হিয়াল্‌ফলাহ ২ বার। যদি নিশান্তভাগের নমাজ হয় তবে বলিও, "অস্‌সলাতো খয়রোন্ মেন্নুমে" † ২ বার। আল্লাহো আক্‌বর ২ বার লা এলাহ এল্লেল্লাহ।—আবুদা।

বেলালের উক্তি ;—আমাকে হজরত বলিয়াছিলেন, "নিশান্তভাগের নমাজ ব্যতীত অন্য নমাজে অতিরিক্ত জ্ঞাপন করিও না ‡।"—তর, এব্নমা।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিসের বক্তা আবু এস্রারিল। তিনি হদিসবিদ্ পণ্ডিতদিগের নিকটে তাদৃশ বিশ্বাসভাজন ছিলেন না।]

আবেরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বেলালকে বলিয়াছিলেন, "যখন তুমি আজান দান করিবে তখন ধীরে ধীরে বলিও, এবং যখন একামতের বাক্য বলিবে তখন

জনের অগ্রণী বেলালের আজানেও পুনরাবৃত্তি হয় নাই। হজরতের মস্‌জেদে এব্ন ওম্ম মক্‌তুম এবং সাদ, কবা মস্‌জেদে কয়জা মোওয়েজন ছিলেন, তাঁহারাও পুনরাবৃত্তি করেন নাই। অতএব তদ্রূপ পুনরাবৃত্তি বিধির অন্তর্গত নহে। উহা আবু মহজুরার শিক্ষার জন্য হইয়াছিল।

* এই বাক্যের অর্থ, নিশ্চয় নমাজের প্রতিষ্ঠা, নিশ্চয় নমাজের প্রতিষ্ঠা।

† "অস্‌সলাতো খয়রোন্‌মেন্নুমে" এই বাক্যের অর্থ নিদ্রা অপেক্ষা নমাজ উত্তম।

‡ অতিরিক্ত জ্ঞাপন কয়েক প্রকার হয়, "সলাত খয়রোন্ মেনন্নুমে" এই এক প্রকার। ইহা প্রেরিত পুরুষের বিদ্যমানতার সময়ে ছিল। পরে কুফা নগরের পণ্ডিতগণ "হয়াআলল্ ফলাহ হয়া

ক্রত বলিও। একজন ভোক্তার স্বীয় অন্নগ্রাস ভক্ষণ করিতে ও একজন পানকারীর জল পান করিতে এবং শৌচাগারে গিয়া এক জন শৌচক্রিয়াকারীর শৌচ ক্রিয়া করিতে যত সময় লাগে তোমার আজান ও তোমার একামতের মধ্যে এতদূর বিরাম থাকিবে, এবং যে পর্য্যন্ত আমাকে উপস্থিত না দেখ আজানদানে দণ্ডায়মান হইও না।"—তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন যে, অবদোর্ মনাফের এদিস ভিন্ন এই হদিসকে অন্য হদিস বলিয়া জানি না। এই হদিসবেত্তা অনিপুণ।]

সোদ্দাবংশীয় জয়দের উক্তি ;—হজরত নিশান্ত নমাজের জন্য আজান দান করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। যখন আমি আজান দান করিয়াছিলাম, পরে বেলাল একামতের বাক্য বলিতে উদ্যত হইলেন, তখন প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "সোদ্দায়ী ভ্রাতা আজান দিয়াছেন, যে ব্যক্তি আজান দান করে, একামতের বাক্য বলা তাহারই কর্ত্তব্য।"—তর, আবুদা, এব্‌নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—মোসলমানগণ যখন মদিনা নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং দলবদ্ধ হইতে লাগিলেন, তখন নমাজের স্থানে সকলে একত্র হইতেন, তজ্জন্য ডাকিবার কেহই ছিল না। এক দিন এ বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন হয়, কেহ বলেন, "ঈসায়ীদিগের ন্যায় শঙ্খ ব্যবহার হউক।" কেহ বলেন, "ইহুদিদিগের ন্যায় করণানামক শিঙ্গার ধ্বনি করা হউক।" পরে প্রথমতঃ ওমর বলেন, "তোমরা নমাজের জন্য আহ্বান করিতে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর।" তখন হজরত মোহম্মদ ডাকিয়া বলিলেন, "বেলাল, তুমি উত্থান কর, এবং নমাজের জন্য ধ্বনি করিতে থাক *।"—উভয়।

অলল্ ফলাহ" এই বাক্য আজান ও একামতের মধ্যে যোগ করেন। অবশেষে সকল লোক ফজরের অর্থাৎ নিশান্ত নমাজের আজানে এই বাক্যের প্রয়োগ করিতে থাকেন। এই নমাজের সময়ে লোকের নিদ্রা ও আলস্য বিচ্ছুতির জন্য বিশেষ ভাবে এই কথার যোগ করা হয়। পরিশেষে সকল প্রকার নমাজের আজানের সঙ্গে এই নূতন বাক্যের সংযোগ সকলে আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করেন। বিশ্বাসীমণ্ডলীর নেতা আলি এই নূতন কথার যোজনার প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, এরূপ বিবৃত হইয়াছে। এব্‌ন ওমর এক মস্‌জেদে আসিয়া মোওয়েজনকে ফজরের নমাজে নূতন কথার যোগ করিতে শুনিয়া বাহিরে চলিয়া আইসেন, এবং মণ্ডলীকে বলেন, "তোমরা সকলে এই নূতনবিধি সংস্থাপকের নিকট হইতে দূর হও।"

* সর্ব্বপ্রথমে নমাজের জন্য শুদ্ধ একটি আহ্বানধ্বনি মাত্র হইত, তখন ইহা বিধি বলিয়া

জয়দের পুত্র অবদোল্লার উক্তি * ;—যখন হজরত মোহম্মদ নমাজে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য শঙ্খধ্বনি করিতে ইচ্ছু হইয়াছিলেন, সেই সময় আমি নিদ্রিত ছিলাম। আমার অনুভব হইল যে, এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে দেখা দিলেন। তাঁহার হস্তে শঙ্খ ছিল, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে ঈশ্বরকিঙ্কর, তুমি কি এই শঙ্খ বিক্রয় করিবে? তিনি বলিলেন, "তুমি ইহা দ্বারা কি করিবে? আমি বলিলাম যে, ইহা দ্বারা নমাজে আহ্বান করিব। তখন তিনি বলিলেন, "যাহা ভাবিয়াছ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিষয় আমি কি তোমাকে প্রদর্শন করিব না?" আমি তাঁহাকে বলিলাম, অবশ্য। তাহাতে তিনি বলিলেন, "বল, আল্লাহো আকবর"—তাহার শেষ বচন পর্য্যন্ত। তদ্রূপ একামতের বচন। নিশার অবসান হইলে আমি হজরতের নিকটে যাইয়া যাহা দেখিয়াছিলাম তাঁহাকে তাহা জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় নিশ্চয় এই স্বপ্ন সত্য। অতএব বেলালের সহিত তুমি দণ্ডায়মান হও, তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা তাহাকে বল। তাহা হইলে সে তদনুসারে আজান দান করিবে। যেহেতু তোমা অপেক্ষা তাহার স্বর উচ্চ †।" অনন্তর আমি বেলালের সঙ্গে দণ্ডায়মান হইলাম এবং তাঁহাকে তাহা বলিলাম, তিনি তদনুসারে আজান দিতে লাগিলেন। (উক্ত অবদোল্লা ইহাও) বলিয়াছেন, ওমর এব্‌নোল্‌ খেতাব স্বগৃহে থাকিয়া এ কথা শ্রবণ করেন, পরে চাদর টানিয়া লইয়া বাহির হন, এবং বলিতে থাকেন, "প্রেরিতপুরুষ, যিনি তোমাকে সত্যভাবে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, সত্য সত্য যাহা দৃষ্ট হইয়াছে আমিও তাহা দেখিয়াছি ‡।" তখন হজরত বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"—আবুদা, দারমী, এব্‌নমাজ্‌। কিন্তু এব্‌নমাজ্‌ একামতের উল্লেখ করেন নাই। তরমোজি বলিয়াছেন যে, এই হদিস সহিহ। কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক শঙ্খের বৃত্তান্ত উল্লিখিত হয় নাই।

আবুবকরার উক্তি §;—আমি হজরত মোহম্মদের সঙ্গে নিশান্ত নমাজের জন্য বাহির হইয়াছিলাম। এমন কোন লোকের নিকটে উপস্থিত হই নাই

পরিগণিত হয় নাই। পরে এ বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন হয় ও ক্রমশঃ এই ব্যাপারে প্রত্যাদেশ হইতে থাকে, অবশেষে ইহা বিধিরূপে নির্দ্ধারিত হয়। কোন কোন হদিসে উক্ত হইয়াছে, "সলাতুজ্জমাত" (সামাজিক উপাসনা) এই শব্দটি মাত্র মোওয়েজন প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন।

* ইনি একজন হজরতের প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন। ইঁহাকে আজানস্বামী বলা হইত।

† তখন হজরত এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

‡ কোন কোন হদিসবেত্তা বলেন, ওমর জাগরিত অবস্থায় এ বিষয়ে দৈববাণী শুনিয়াছিলেন।

§ ইনি সক্‌ফি দলস্থ হারেসের পুত্র, ইঁহার নাম নফি।

যে, তাহাকে তিনি নমাজের জন্য ডাকেন নাই, অথবা তাহার পা ধরিয়া তাহাকে নাড়েন নাই।—আবুদা।

মালেক হইতে;—তিনি অবগত হইয়াছেন যে, এক জন মোওয়েজন ওমরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিশান্ত নমাজের জন্য ডাকিতেছিল। সে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। তাহাতে সে বলে, "অস্‌সলাতো খয়রোন্ মেন্নুমে।" (নিদ্রা অপেক্ষা নমাজ শ্রেষ্ঠ।) তখন ওমর তাহাকে আদেশ করিলেন যে, "নিশান্ত নমাজের আজানে ইহা যেন যোগ করা হয়।"—মওতা।

সাদের পুত্র এম্মারের পৌত্র সাদের প্রপৌত্র হজরতের নিয়মিত আজানদাতা অবদোররহমাণের উক্তি;—আমার পিতা তাঁহার পিতা হইতে ক্রমান্বয়ে শুনিয়া আমাকে বলিয়াছেন, "হজরত মোহম্মদ বেলালকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেন আপন দুই কর্ণে দুই অঙ্গুলি স্থাপন করেন, এবং বলিয়াছিলেন, তোমার ধ্বনি সমুচ্চ করিও।"—এবনমা।

আজানের মাহাত্ম্য ও আজানদাতাকে স্বীকার।

প্রথম অধ্যায়।

মাবিয়ার উক্তি;—হজরত মোহম্মদকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "কেয়ামতের দিনে আজানদাতার গ্রীবাদেশ সকল লোক অপেক্ষা সমুন্নত হইবে *।"

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "যখন নমাজের জন্য আজান হয়, তখন পাপাসুর (শয়তান) সবেগে প্রস্থান করে, যেন সে সেই আজান-ধ্বনি শুনিতে না পায়, পরে যখন আজান সমাপ্ত হয় তখন সে উপস্থিত হইয়া থাকে। নমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই সে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। নমাজের প্রতিষ্ঠা রহিত হইবামাত্র সে আইসে ও লোকের অন্তর বাহিরের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত করে। সে বলে, 'এরূপ স্মরণ কর।' যাহা স্মরণ থাকা হয় নাই সে সেই সকল স্মরণ করাইয়া দেয়। তখন এ পর্য্যন্ত হয় যে, কতদূর নমাজ পড়িয়াছে লোকের এই জ্ঞান থাকে না †।"—উভয়।

আবুসয়িদ খোদ্‌রীর উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "মনুষ্য ও উপদেবতা এবং অন্য কোন বস্তু আজানদাতার এমন সমুচ্চধ্বনি শ্রবণ করে না যে কেয়ামতের দিনে তাহার সাক্ষ্য দান করিবে না।"—বো।

---

* অর্থাৎ আজানদাতার উন্নত পদ হইবে।

† যদি কেহ প্রশ্ন করে, আজানের ধ্বনিতে শয়তান পলায়ন করে কোরাণ পাঠ ও নমাজের সময় পলায়ন করে না, ইহার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, পরমেশ্বর আজানের বচনাবলীতে

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা যখন মেওয়েজনের আজান শ্রবণ কর, তখন সে যাহা বলে তদনুরূপ বলিও। তৎপর আমার সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিও, যেহেতু নিশ্চয় যে ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি তদ্‌যোগে দশগুণ অনুগ্রহ করেন। তদনন্তর ঈশ্বরের নিকটে আমার অবলম্বন প্রার্থনা করিও। সত্যই ইহা স্বর্গলোকে এক বিশেষ পদ। ঈশ্বরের দাসমণ্ডলীর কোন দাস ব্যতীত অন্যে তাহার উপযুক্ত নহে। আশা করি যে, সে আমি হইব। পরন্তু যে ব্যক্তি আমার অবলম্বন (উসিলা) প্রার্থনা করিবে তাহার সম্বন্ধে "শফায়েত" (পাপক্ষমার অনুরোধ) অবতীর্ণ হইবে।"—মো।

ওমরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যখন মোওয়েজন বলিবে, "আল্লাহো আক্‌বর, আল্লাহো আকবর" তখন তোমাদের যে কেহ বলে "আল্লাহো আকবর আল্লাহো আক্‌বর" তৎপর যখন মোওয়েজন বলিবে, আশ্‌হদোআন্‌লা এলাহা এল্লেল্লাহ", তোমাদের যে কেহ বলিবে, "আশ্‌হদোআন্‌লা এলাহা এল্লেল্লাহ, তৎপর আজানদাতা বলে, আশহদোআন্ মোহম্মদ রসুলাল্লাহ" তখন তোমাদের যে কেহ বলিবে "আশ্‌হদোআন্ মোহম্মদ রসুলাল্লাহ" তৎপর আজানদাতা যখন বলিবে, "হিয়া আল্‌সলাৎ" তখন তোমাদের যে কেহ বলিবে, "লাহওলা ও লা কুওতা এল্লাবেল্লাহে" অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন বল ও শক্তি নাই, তৎপর যখন আজানদাতা বলিবে, "হিয়া অলল্ ফলাহ" তখন তোমাদের যে কেহ বলিবে, "লাহওলা ও লাকুওতা এল্লা বেল্লাহে," তৎপর যখন মোওয়েজন বলে, "আল্লাহো আক্‌বর," তখন তোমাদের যে কেহ বলিবে, "আল্লাহো আক্‌বর" তৎপর যখন মোওয়েজন বলে, "লা এল্লাহ এল্লেল্লাহে" তখন তোমাদের যে কেহ স্বীয় অন্তরের সহিত বলিবে "লা এল্লাহ এল্লেল্লাহে," সে স্বর্গে প্রবেশ করিবে।"—মো।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "আজান শ্রবণের সময়ে যে ব্যক্তি বলে, হে ঈশ্বর আমার প্রতিপালক, এই পূর্ণ নিমন্ত্রণ ও নমাজের প্রতিষ্ঠা, তুমি মোহম্মদকে উসিলা (মুক্তিলাভের সহায়ের পদ) ও গৌরব দান কর, তুমি তাঁহার সম্বন্ধে যে বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়াছ সেই প্রশংসিত (শফায়েতের) পদে তাঁহাকে নিযুক্ত কর, কেয়ামতের দিনে আমার জন্য শফায়েত তাঁহার প্রতি অবতারণ কর *।"—বো।

এমন প্রতাপ ও বিভীষিকা স্থাপন করিয়াছেন যে, তাহাতে শয়তান ভীত ও ত্রস্ত হয়। অপিচ আজান যদিচ নমাজের মুখবন্ধ স্বরূপ, কিন্তু নমাজের অধিক মাহাত্ম্য ও গৌরববশতঃ তাহাতে লোকে কপটতা ও আত্মাভিমানে অভিভূত হয়, সুতরাং শয়তানের অনিষ্টকারিতা ও কুমন্ত্রণার সুযোগ হইয়া উঠে। কোরাণ অধ্যয়নসম্বন্ধেও এই কথা।

* আজানের অন্তে যে ব্যক্তি এরূপ প্রার্থনা করে, কেয়ামতের দিনে তাহার জন্য শফায়ত অবতীর্ণ হয়। সে শফায়তের যোগ্য হইয়া থাকে। যদিচ মণ্ডলীর সমুদায় পাপী পাপক্ষমার এবং

[প্রার্থনার পূর্ব্বাংশ "হে আমার ঈশ্বর, এই পূর্ণ প্রার্থনার সত্যানুরোধে" বয়হকি এরূপ বলিয়াছেন।]

আনসের উক্তি ;—যখন উষার অভ্যুদয় হইত তখন হজরত মোহম্মদ (শত্রুর শিবির) লুণ্ঠন করিতে যাইতেন, এবং তিনি আজানে কর্ণ স্থাপন করিতেন। যদি আজানের ধ্বনি শুনিতেন, স্থির হইতেন, নতুবা লুণ্ঠন করিতেন। একদা শুনিলেন যে এক ব্যক্তি বলিতেছে, "আল্লাহো আক্‌বর, আল্লাহো আক্‌বর" তখন হজরত বলিলেন, "তুমি ধর্ম্মেতে আছ।" তৎপর সে বলিল, "আশ্‌হদো আন্‌লা এলাহ এল্লেল্লাহ।" তখন প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "তুমি নরকাগ্নি হইতে মুক্ত হইয়াছ।" পরে লোকে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া জানিল যে, সে একজন ছাগপশুপালক।—মো।

আবু অক্কাসের পুত্র সাদের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "আজানদাতার আজান শ্রবণকালে যে ব্যক্তি বলে, 'আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, সেই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি অংশিবিহীন একমাত্র এবং মোহম্মদ তাঁহার দাস ও তাঁহার প্রেরিত, প্রতিপালক স্বরূপ ঈশ্বরেতে এবং প্রেরিতপুরুষস্বরূপ মোহম্মদের প্রতি ও এস্‌লাম ধর্ম্মেতে আমি সম্মত' তাহার অপরাধ ক্ষমা হয়।"—মো।

মোগফ্‌ফলের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক দুই আজানের মধ্যে নমাজ, প্রত্যেক দুই আজানের মধ্যে নমাজ" তৎপর তৃতীয় বারে বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহার জন্য *।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "এমাম নমাজের প্রতিভূ, এবং মোওয়েজন নমাজের সময়পরিরক্ষক, হে ঈশ্বর, এমামদিগকে সৎপথ প্রদর্শন কর, এবং

সমুদায় সাধু উন্নত পদের আশা রাখে, তথাপি কিন্তু এরূপ প্রার্থনাকারী বিশেষ শকায়তে ও বিশেষ অনুগ্রহে চিহ্নিত ও গৌরবান্বিত হইবে।

এস্থলে দুই আজান অর্থে আজান ও একামত। পরস্পর সাদৃশ্য ও যোগ বশতঃ একামতকেও আজান বলে। নমাজে উপস্থিতির জন্য আজান বিজ্ঞাপন, একামতও নমাজের কার্য্যে যোগদানের বিজ্ঞাপন। এই হদিসের মর্ম্ম এই যে আজানের পরই নমাজ পড়িতে হইবে, ইহাই নমাজের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময়েই প্রার্থনাদি সিদ্ধ হয়। মোওয়েজন যখন মগরবের নমাজের জন্য আজান দান করিতেন তখন হজরতের সহচরগণ গাত্রোত্থান করিয়া মস্‌জেদের স্তম্ভশ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইতেন, হজরতের গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া পর্য্যন্ত দুই রকাত নমাজ পড়িতেন, তিনি আসিয়া তাঁহাদিগকে নমাজে প্রবৃত্ত দেখিতেন, নিষেধ করিতেন না।

আজানদাতাদিগের ত্রুটি ক্ষমা কর।"—আহ, আবুদা, তর। [মসাবিহের "ঈশ্বর এমামদিগের" ইত্যাদি এই শেষ উক্তির অনুরূপ শাফি বলিয়াছেন।]

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি সাত বৎসর কাল পুণ্যার্থী হইয়া আজান দান করিয়াছে তাহার জন্য 'নরকানল হইতে উদ্ধার' এই কথা অঙ্কিত হইয়াছে।"—তর, এব্‌নমা।

অকুবার উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "সেই ছাগপালকের বিষয়ে ঈশ্বর আশ্চর্য্যান্বিত, যে গিরিশৃঙ্গে নমাজের জন্য আজান দান করে, এবং নমাজ পড়ে। পরে তিনি বলেন, 'আমার এই দাসের প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত কর, সে আজান দিতেছে, এবং নমাজ প্রতিষ্ঠা করিতেছে ও আমা হইতে ভয় পাইতেছে, নিশ্চয় আমি স্বীয় দাসের অপরাধ ক্ষমা করিলাম; এবং তাহাকে স্বর্গে গ্রহণ করিলাম।"—আবুদা, নেসা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তিন ব্যক্তি বিচারের দিনে আশ্রয়ের উচ্চভূমিতে থাকিবে ; যে দাস ঈশ্বরের স্বত্ব ও স্বীয় প্রভুর স্বত্ব পরিশোধ করিয়াছে ; যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের এমামের কার্য্য (আচার্য্যের কার্য্য) করিয়াছে, এবং সেই সকল লোক তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ; যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিবাভাগে বা রাত্রিতে পাঁচবার নমাজের আজান দান করিয়া থাকে।"—তর। [তিনি এই হদিসকে গরিব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।]

আবুহোয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আজানদাতার পাপ ক্ষমা হয়, এবং তাহার নিকটে প্রত্যেক শুষ্ক ও সরস ফল (নমাজের পুরস্কারস্বরূপ) উপস্থিত হয় ও নমাজের সাক্ষিরূপ দেবতা তাহার সম্বন্ধে পঞ্চবিংশতি নমাজ লিপি করেন, এবং নমাজ ও আজান উভয়ে তাহার ত্রুটি ক্ষমা করা হয়।"—আহ, আবুদা, এব্‌নমা। [নেসায়ী প্রত্যেক সরস ও শুষ্ক ফল অবধি বলিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নমাজ পড়িয়াছে তাহার পুরস্কারের তুল্য উহার পুরস্কার হয়।

ওস্‌মানের উক্তি ;—আমি বলিয়াছিলাম যে, প্রেরিতপুরুষ, আপনি আমাকে আমার দলের এমাম নিযুক্ত করুন। তাহাতে তিনি বলেন, "তুমিই তাহাদিগের এমাম। তাহাদিগের মধ্যে দুর্ব্বলদিগের অনুসরণ করিও, † স্বীয় আজানদানে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না এমন মোওয়েজন গ্রহণ করিও।"—আহ, আবুদা, নেসা।

---

* ইনি এক জন হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর। ইনি রাজ্যাধিপতি মাবিয়ার পক্ষ হইতে মেসরের শাসনকর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পরে কর্ম্মচ্যুত হন। ৮৫ সালে তাঁহার পরলোক হইয়াছিল।

† দুর্ব্বলদিগের অনুসরণ করার অর্থ দুর্ব্বলপ্রকৃতিলোকদিগের অবস্থানুযায়ী নমাজ সঙ্কেপ করা।

ওম্মসোলমার উক্তি,—হজরত আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যেন আমি মগরবের আজানের সময়ে বলি, "পরমেশ্বর, এই তোমার নিশার আগমন ও তোমার দিবার অন্তর্দ্ধান এবং এই তোমার আহ্বানের ধ্বনি সকল, পরিশেষে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"—আবুদা এবং দওয়াতোল্ কবির গ্রন্থে বয়হকি।

আবু এমামার * কিংবা অন্য কোন সহচরের উক্তি;—একদা বেলাল নমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হন, যখন তিনি বলেন, "কদ্দকামতঃসলাৎ" তখন হজরত বলেন, "ঈশ্বর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন ও তাহাকে স্থায়ী করুন।" এবং ওমর যেমন আজানের মধ্যে ("লাহওল ও লা কুওত") ইত্যাদি বলিয়াছেন, তিনিও সমুদায় একামতে (তাহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন) ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।—আবুদা।

আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, "আজান ও একামতের মধ্যে যে প্রার্থনা হয় তাহা বিফল হয় না।"—আবুদা, তর।

সাদের পুত্র সহলের উক্তি †;—হজরত বলিয়াছেন, "দুইটি প্রার্থনা বিফল হয় না, অথবা অল্প বিফল হয়;—এক আজানের সময়ে প্রার্থনা, দ্বিতীয় ধর্ম্মযুদ্ধে যখন উভয় দল পরস্পরকে ভয়ঙ্কররূপে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হয় সে সময়ে প্রার্থনা।" কোন উক্তিতে 'ধর্ম্মযুদ্ধের সময়' স্থলে 'বৃষ্টির নিম্নে' ব্যক্ত হইয়াছে। আবুদা, দারমি। কিন্তু দারমী বৃষ্টির উল্লেখ করেন নাই।

ওমরের পুত্র আবদোল্লার উক্তি;—এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, প্রকৃত পক্ষে মোওয়েজনগণ আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" হজরত বলেন, "তাহারা যেরূপ বলে তুমিও সেইরূপ বলিও, পরে যখন সমাপ্ত করিবে, তখন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিও, প্রদত্ত হইবে ‡।—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি;—আমি হজরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "শয়তান যখন নমাজের আজান শ্রবণ করে, তখন সে রুহাভূমি পর্য্যন্ত প্রস্থান করে §।"—মো।

---

* ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

† ইনি হজরতের আন্‌সার দলস্থ প্রসিদ্ধ সহচর। সকল সহচরের মৃত্যু হইলে পর মদিনাতে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

‡ আজানদাতার উত্তর দান করিয়া অর্থাৎ তাঁহার কথার অনুরূপ কথা বলিয়া পরে প্রার্থনা করিলে অধিক ফল লাভ হয়।

§ মদিনা নগর হইতে রুহা ৩৬ মাইল দূরে। কেহ কেহ ৪০ মাইল বলিয়াছেন।

ওক্কাসের পুত্র অল্‌কমার উক্তি *,—আমি মাবিয়ার নিকটে উপস্থিত ছিলাম, যখন তাঁহার আজানদাতা আজান দান করিলেন, তখন তিনিও স্বীয় আজানদাতার অনুরূপ উক্তি করিলেন। যখন মোওয়েজন বলিলেন "হেয়া অলঃসলাৎ" তখন তিনি "লাহওল" ইত্যাদি বলিলেন, এবং যখন "হেয়া আলল্‌ ফলাহ" উক্ত হইল, তখনও তিনি "লাহওল" ইত্যাদি, বলিলেন, এবং ইহার পরে মোওয়েজন যাহা উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা উচ্চারণ করিলেন। তৎপর বলিলেন. আমি প্রেরিত পুরুষকেও এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি।—আহ।

আবুগোরয়রার উক্তি ;—আমরা হজরত মোহম্মদের সঙ্গে ছিলাম, বেলাল আজানদানে প্রবৃত্ত হন। পরে তিনি যখন নিবৃত্ত হইলেন, তখন হজরত বলিলেন, "যে ব্যক্তি এই উক্তির অনুরূপ উক্তি বিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করে সে স্বর্গে প্রবেশ করিয়া থাকে।"—নেসা।

আয়শার উক্তি ;—হজরত যখন মোওয়েজনকে সাক্ষ্যদানের বচন বলিতে শ্রবণ করিতেন তখনই তিনি "আমি ও আমি" (আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি) এই কথা দুইবার বলিতেন।—আবু।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি দ্বাদশবৎসর আজানদান করে, স্বর্গ তাহার উপযুক্ত হয় ; তাহার আজানের জন্য প্রত্যেক দিন তাহার নিমিত্ত ষাটটি শুভফল এবং প্রত্যেক একামতের জন্য ত্রিশটি শুভফল অঙ্কিত হয়।"—এব্‌নমা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি :—মগরবে আজানের সময়ে প্রার্থনা করিতে আমরা আদিষ্ট হইয়াছি।—দওয়াতোল্‌ কবিরে বয়হ'কি।

আজানের বিষয়ে নিম্নোক্ত কয়েকটী কথা।

প্রথম অধ্যায়।

(ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় নাই।)

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "বেলাল রাত্রিতে আজান দান করে। ওম্মমক্‌তুমের পুত্র যে পর্য্যন্ত আজান দান না করে সে পর্য্যন্ত তোমরা ভোজন পান করিতে থাক।" কথিত আছে যে, ওম্মমক্‌তুমের পুত্র অন্ধ পুরুষ

---

* অল্‌কমা হজরতের এক জন প্রধান অনুগামী ছিলেন।

ছিলেন। "প্রভাত হইয়াছে, প্রভাত হইয়াছে" এরূপ যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলা না হইত, সে পর্য্যন্ত তিনি আজান দান করিতেন *।—উভয়।

জন্দবের পুত্র সোমরার উক্তি;—হজরত বলিয়াছিলেন যে, "বেলালের আজান তোমাদের নিশান্ত-ভোজনে তোমাদের প্রতিবন্ধক যেন না হয়, এবং উষার শুভ্ররেখাও যেন প্রতিবন্ধক না হয়, কিন্তু গগনপ্রান্তে উষার বিশেষ প্রকাশ প্রতিবন্ধক হয়।"—মো।

হবিরসের পুত্র মালেকের উক্তি †;—আমি স্বীয় পিতৃব্য পুত্র সহ হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাদের দুইজনকে বলিলেন, "যখন তোমরা দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত থাকিবে, তখন আজান দান করিও ও একামত বলিও, তোমাদের দুইয়ের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি যেন এমামের কার্য্য করেন ‡।"—বো।

মালেকের উক্তি;—হজরত আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "যেমন তোমরা আমাকে নমাজ পড়িতে দেখিলে সেইরূপ নমাজ পড়িও, এবং যখন নমাজের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের একজন যেন তোমাদের জন্য আজান দান করে, তৎপর তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেন তোমাদের এমামের কার্য্য করে।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ খয়বরের ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে (মদিনায়) প্রত্যাগমনকালে এক দিন রাত্রিতে চলিয়াছিলেন। তিনি নিদ্রায় আক্রান্ত হইলে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করিলেন, তখন বেলালকে বলিলেন যে, "রাত্রিতে তুমি আমাদের জন্য প্রহরীর কার্য্য কর।" পরিশেষে বেলাল আপনার উপযুক্তানুরূপ নমাজ পড়িলেন, এবং হজরত ও তাঁহার পারিষদমণ্ডলী নিদ্রাগত হইলেন। যখন উষা নিকটবর্ত্তী হইল তখন বেলাল স্বীয় উষ্ট্রের দিকে পৃষ্ঠ স্থাপন করিলেন। এদিকে উষার অভ্যুদয় এবং বেলালের চক্ষু নিদ্রাভিভূত, তিনি বাহনের দিকে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া আছেন। যে পর্য্যন্ত না সূর্য্য তাঁহাদিগকে উত্তাপ দান করিল, সে পর্য্যন্ত হজরত মোহম্মদ জাগরিত হইলেন না, বেলাল এবং পারিষদমণ্ডলীর এক জনও জাগিলেন না। পরে সর্ব্বপ্রথমেই হজরত নিদ্রাচ্যুত হইলেন। তখন তিনি ত্রস্ত

---

* ওম্ম মকতুমের পুত্র হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, তিনিও মোওয়েজন ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ছিল না। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, হজরত কর্ত্তৃক নিয়োজিত দুই জন মোওয়েজন ছিলেন। এক জন উষার পূর্ব্বে, অন্য জন অন্য সময়ে আজান দান করিতেন। ইহা সচরাচর রমজান মাসে রোজার সময়ে হইত।

† ইঁহার সম্পর্কগত নাম আবু সোলয়মান। ইনি হজরতের এক জন সহচর ছিলেন। মালেক হজরতের সঙ্গে বিংশতি রজনী স্থিতি করিয়াছিলেন, পরে ইনি বসোরায় যাইয়া বাস করেন, অবদোল্ মোলকের আধিপত্য কালে ৭৪ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

‡ এতদ্দ্বারা বুঝা যায় আজানের কার্য্য অপেক্ষা এমামের কার্য্যই শ্রেষ্ঠ কার্য্য। মোওয়েজনের ধার্ম্মিকতা, সাধুতা ও আজানে জ্ঞান ও উচ্চ মধুর ধ্বনি থাকা আবশ্যক।

হইয়া উঠিলেন, এবং বেলাল বলিয়া ডাকিলেন। বেলাল বলিলেন, "যে আল্লাহ্‌কে আবদ্ধ রাখিয়াছিল সে আমাকেও আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।" তখন হজরত বলিলেন, "তোমরা বাহনদিগকে আকর্ষণ কর।" তখন বাহনদিগকে আকর্ষণ করা হইল*। তৎপর হজরত অজু করিলেন ও একামত বলিতে বেলালকে বলিলেন। পরে নমাজের একামত বলা হইল, তখন তিনি তাহাদের সঙ্গে নিশান্ত নমাজ পড়িলেন। অবশেষে যখন নমাজ সমাপ্ত হইল, বলিলেন "যে ব্যক্তি নমাজ ভুলিয়া যায়, যখন স্মরণ হইবে তখনই সে যেন তাহা সম্পাদন করে।" যেহেতু "ঈশ্বর বলিয়াছেন আমার স্মরণে তোমরা নমাজ স্থাপন কর"—মা।

আবুকেতাদার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন নমাজ প্রতিষ্ঠা বলা হইবে যে পর্য্যন্ত আমাকে হজরতোল্ অস্‌ওদের (সম্মানিত কৃষ্ণপ্রস্তর বিশেষের) নিকট হইতে চলিয়া আসিতে না দেখ, নমাজে দণ্ডায়মান হইও না"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন নমাজের একামত বলা হয় তখন তোমরা তৎপ্রতি দৌড়িয়া আসিও না স্বাভাবিক গতিতে আসিও, গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিও, পরে তোমরা যেটুকু নমাজ প্রাপ্ত হও সেটুকু পড়িও, এবং যাহা তোমরা হারাইয়াছ পরিশেষে তাহা পূর্ণ করিও।"—উভয়।

["নিশ্চয় তোমাদের কেহ যখন নমাজ পড়িতে উদ্যোগী হয়, তখনই সে নমাজে প্রবৃত্ত।" মোস্‌লেম এই কথা বলিয়াছেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আস্‌লমের পুত্র জয়দর উক্তি †;—একদা হজরত মোহম্মদ নিশান্তভাগে মক্কার পথে অবতরণ করিয়াছিলেন। নমাজের জন্য সকলকে জাগাইতে বেলালের প্রতি ভারার্পিত হয়। পরে সকলে শয়ন করিলেন, এবং বেলালও শয়ন করিলেন, সকলে স্বতঃ নিদ্রাভঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত তিনি শয়ান রহিলেন। এদিকে তাঁহাদের সম্বন্ধে সূর্য্য প্রকাশিত হইল, তখন মণ্ডলী জাগরিত হইলেন। (নিশান্ত নমাজ বিচ্যুত হইল বলিয়া) তাঁহারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন হজরত মোহম্মদ বাহনে আরোহণ করিয়া সেই অরণ্যভূমি হইতে বাহির হইবার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন,

---

* বিস্মৃতি বশতঃ নমাজ ভঙ্গ হইলে আজান না বলিয়া একামত বলিতে হয়, এই হদিসে এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। কেহ কেহ বলেন, আজান ও একামত উভয়ই বলা হইয়াছিল, একামতের উল্লেখ মাত্র আছে, আজানের উল্লেখ হয় নাই।

† ইনি হজরতের এক জন প্রধান অনুগামী ছিলেন।

এবং বলিলেন, "এই কানন শয়তানাশ্রিত।" পরে তাহারা স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া সেই কানন হইতে বহির্গত হইলেন *। তৎপর তিনি তাঁহাদিগকে অবতরণ ও অজু করিতে আদেশ করিলেন, এবং নমাজের জন্য আজান দান করিতে অথবা একামতের বচন বলিতে বেলালকে অনুমতি করিলেন। পরে প্রেরিত পুরুষ মণ্ডলীকে লইয়া নমাজ পড়িলেন। তৎপর তিনি ফিরিয়া তাহাদের মধ্যে কিছু ভয়ের চিহ্ন দেখিলেন; তখন বলিলেন, "হে লোক সকল, পরমেশ্বর আমাদের প্রাণকে (নিদ্রাবস্থায়) হস্তায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে এতৎ পূর্ব্বে আমাদের প্রতি তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন। অনন্তর যখন তোমাদের কেহ নমাজ ছাড়িয়া নিদ্রিত হয়, অথবা তাহা ভুলিয়া যায়, তৎপর তৎসম্বন্ধে ভীত হয় সে যেন যথাসময়ে যেরূপ নমাজ পড়িয়া থাকে, তখন সেইরূপ নমাজ পড়ে।" তৎপর আবুবেকরের প্রতি হজরত লক্ষ্য করিলেন ও বলিলেন, "নিশ্চয় শয়তান বেলালকে অশ্রয় করিয়াছিল, সে নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, শয়তান তাহা হইতে তাহাকে শয্যাগত করিয়াছিল। তৎপর যে পর্য্যন্ত সে নিদ্রাবিহ্বল না হইল শিশু সন্তানকে যেমন ঘুম পাড়ায় তদ্রূপ তাহাকে অবিশ্রান্ত ঘুম পাড়াইয়াছিল।" পরে বেলালকে হজরত ডাকিয়া আবুবেকরকে যেরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। তখন আবুবেকর বলিলেন, "আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি, নিশ্চয় তুমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত।"—মালে পরম্পরা শ্রবণে।

এবন ওমরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "মোসলমানদিগের দুইটি বিষয় মোওয়েজনের স্কন্ধে অর্পিত, তাহাদের রোজা জ্ঞাপন ও তাহাদের নমাজ জ্ঞাপন।" —এবনমা।

মস্‌জেদ ও নমাজের স্থান।

প্রথম অধ্যায়।

এবন অব্বাসের উক্তি;—(মক্কাবিজয়ের দিন) হজরত যখন কাবা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি তাহার সমুদায় বিভাগে প্রার্থনা করিলেন, তাহা হইতে বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত নমাজ পড়িলেন না। পরে যখন বাহির হইলেন তখন কাবার সম্মুখ ভাগে দুই রকাত নমাজ পড়িলেন, এবং বলিলেন, "ইহাই কেব্‌লা †।"—বো। [তাঁহা হইতে ও আসামা এবন জয়দ হইতে মো।]

---

* সেই স্থানে শয়তানের প্রভাব ছিল, এই বিশ্বাসে হজরত সকলকে প্রস্থান করিতে বলেন।

† যাহার অভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়া হয় তাহাকে কেব্‌লা বলে। "ইহাই কেব্‌লা"

অবদোল্লা এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ ও জয়দের পুত্র ওসামা এবং তল্‌হার পুত্র ওস্‌মান (ইনি মন্দিরের দ্বার রক্ষক ছিলেন।) ও রবাহের পুত্র বেলাল। কাবা মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (ওস্‌মান বা বেলাল) তাঁহার (হজরতের) অভিমুখে দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিনি বিলম্ব করিয়াছিলেন। পরে বাহির হইয়া আসিবার সময় আমি বেলালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ কি কার্য্য করিয়াছেন ? তখন তিনি বলিলেন, "তিনি একটি স্তম্ভ তাহার (কাবার) বাম পার্শ্বে ও দুইটি স্তম্ভ তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তিনটি স্তম্ভ তাহার পশ্চাদ্ভাগে স্থাপন করিয়াছেন।" সেইদিন মন্দির ছয়টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত হয়। তৎপর হজরত নমাজ পড়েন * ।—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "আমার এই মস্‌জেদে একবার নমাজ পড়া, এতদ্ভিন্ন অন্য মস্‌জেদে সহস্রবার নমাজ পড়া অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। কিন্তু মস্‌জেদোল্‌ হরাম ইহার অন্তর্গত নহে † ।"—উভয়।

আবুসয়িদ খোদরীর উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "এই তিন মস্‌জেদের দিকে ব্যতীত যাত্রার উদ্যোগ করা হয় না, মস্‌জেদোল্‌ হরাম ও মস্‌জেদোল্‌ আক্‌সা, এবং আমার এই মস্‌জেদ ‡ ।"—উভয়।

এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, এই কাবাই একমাত্র কেব্‌লা, ইহার কেব্‌লাত্ব কখন খণ্ডিত হইবে না, কাবাভিমুখীন হইয়া সর্ব্বদা নমাজ পড়িতে হইবে।

* পূর্ব্বতন হদিসে ওসামা হইতে এব্‌ন ওমর কর্ত্তৃক এরূপ বিবৃত যে হজরত মন্দিরের অভ্যন্তরে নমাজ পড়েন নাই, কিন্তু এই হদিসে তাহার বিপরীত কথা প্রকাশ পায়। যথা মন্দিরের অভ্যন্তরে হজরত নমাজ পড়িয়াছিলেন। এইরূপ ভিন্নতা হওয়ার কারণ এই যে, মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ওসামা হজরতের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন না, তিনি মন্দিরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। হজরত প্রার্থনান্তে নমাজ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ওসামা তাঁহার প্রার্থনা সমাপ্ত হইবা-মাত্রই অপর দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নমাজ পড়া দর্শন করেন নাই। কিন্তু বেলাল অনু-ক্ষণ হজরতের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন।

† হজরতের প্রতিষ্ঠিত মদিনাস্থ মস্‌জেদে ঈশ্বরের আবির্ভাব অধিক, সুতরাং তাহার মাহাত্ম্য অধিক। এজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, অন্য মস্‌জেদে নমাজ পড়াতে যে ফল হয়, আমার এই মস্‌জেদে নমাজ পড়ায় তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক ফল হয়। কিন্তু মক্কাতে কাবা মস্‌জেদে নমাজ পড়ায় তাহা অপেক্ষাও অধিক ফল।

‡ মস্‌জেদোল্‌ হরাম, কাবা মস্‌জেদকে বলে। হরাম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ। এখানে যুদ্ধ ও জীবহত্যাদি নিষিদ্ধ। মস্‌জেদোল্‌ আক্‌সা, জেরুজিলেমস্থ মন্দিরকে বলে। আক্‌সা শব্দের অর্থ দূরতর। মক্কা হইতে সেই মস্‌জেদ বহুদূরে, এজন্য তাহাকে মস্‌জেদোল্‌ আক্‌সা বলে। ইহার অপর নাম বয়মতোল্‌ মোকদ্দস্‌ (পবিত্র মন্দির)।

আবুহোরয়রার উক্তি ;— প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "আমার গৃহ ও আমার মেম্বরের (উপদেশবেদীর) মধ্যস্থলে স্বর্গের উদ্যানশ্রেণীর উদ্যানবিশেষ, এবং আমার হওজের (ক্ষুদ্র সরোবরের) উপর আমার মেম্বর স্থাপিত *।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত প্রতি শনিবার পদব্রজে ও বাহনযোগে কাবা মস্‌জেদে আসিতেন, † এবং তদভ্যন্তরে দুই রকাত নমাজ পড়িতেন।—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের নিকটে নগরের মস্‌জেদ সকল সমধিক প্রিয় এবং ঈশ্বরের নিকটে নগরের বাজার সকল সমধিক অপ্রিয়।"—মো।

ওস্‌মানের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গোদ্যানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে মস্‌জেদে গমন করে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গের আতিথ্যোপহার প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে প্রস্তুত রাখেন।"—উভয়।

আবুমুসার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "লোকে তাহাদের অধিকতর দূরত্বানুসারে নমাজে পুরস্কারানুসারে শ্রেষ্ঠ হয়, এবং তাহাদের গতি অনুসারে অধিকতর দূরত্ব হইয়া থাকে। অপিচ যে ব্যক্তি এমামের সঙ্গে নমাজ পড়িবার জন্য নমাজের প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তাহার পুরস্কার যে ব্যক্তি নমাজ পড়ে তৎপর নিদ্রিত হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক।" — উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—হজরতের মস্‌জেদের পার্শ্বে স্থান শূন্য হইয়াছিল। সেলমা পরিবারের লোকেরা ইচ্ছা করিয়াছিল যে, সেই স্থানে আসিয়া বাস করে। হজরতের নিকটে এই সংবাদ উপস্থিত হয়, তিনি তাহাদিগকে বলেন, "আমি জানিতে পারিয়াছি তোমরা নাকি মস্‌জেদের নিকটে আসিয়া বসতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?" তাহারা বলে, "হাঁ প্রেরিতপুরুষ, সত্যই এরূপ ইচ্ছা করিয়াছি।" তখন হজরত বলিলেন,

---

* কেহ কেহ বলেন, কেয়ামতের সময়ে পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে হজরতে গৃহ অবধি তাঁহার মস্‌জেদ পর্য্যন্ত সমুদায় ভূমি স্বর্গে স্থাপিত হইবে, এ জন্য তাহাকে স্বর্গের উদ্যান বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উপরি উক্ত স্থান পুণ্যক্ষেত্র, তাহাতে বিশেষভাবে ঈশ্বরাবির্ভাব, সেই স্থানে সাধন ভজনে অধিক ফললাভ হয়, এজন্য তাহাকে স্বর্গোদ্যান বলা হইয়াছে। আমার মেম্বর আমার হওজের উপর স্থাপিত, এই কথার কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, কেয়ামতের দিন হজরতের মস্‌জেদের মেম্বর স্বর্গলোকস্থ কওসর সরোবরের তীরে স্থাপিত হইবে।

† কবা মস্‌জেদ মদিনার তিন ক্রোশ দূরে স্থাপিত। হজরত শত্রুর আক্রমণে মক্কা হইতে প্রস্থান করিয়া মদিনানগরে প্রবেশের প্রাক্‌কালে এই মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

"হে সেলমাবংশীয় লোকেরা, লিখিত হইতেছে, তোমাদিগের বাসস্থান তোমাদের ধর্ম্মের নিদর্শন; লিখিত হইতেছে, তোমাদের বাসস্থান তোমাদের ধর্ম্মের নিদর্শন।" —মো।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, "নীতিপরায়ণ নেতা (নরপাল); জন্মসাধক নবযুবক; মন্দির হইতে বহির্গত হওয়ার পর পুনর্ব্বার মন্দিরে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত যে ব্যক্তির মন তাহাতে সম্বদ্ধ থাকে; যে দুই ব্যক্তি পরস্পর ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে, এবং তাহারা তদুদ্দেশ্যেই মিলিত ও তদুদ্দেশ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়; যে ব্যক্তি নির্জ্জনে ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তন করিয়া নয়নাম্বু বর্ষণ করে; কোন উচ্চবংশীয় ধনশালিনী যুবতী কোন যুবককে (দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য) আহ্বান করিলে আমি ঈশ্বরকে ভয় করি, যদি সে এরূপ বলে, এমন ব্যক্তি; যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ দান করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত তাহা গুপ্ত রাখে যে, তাহার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করে তাহার বামহস্ত জানিতে পায় না, পরলোকে যখন অন্য কোন আশ্রয় থাকিবে না, ইহারা ঈশ্বরের দয়ার আশ্রয় পাইবে।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি,—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এক ব্যক্তির মণ্ডলীর সঙ্গে নমাজ পড়া তাহার গৃহে একাকী নমাজ পড়া অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং তাহার বিপণীতে নমাজ পড়া অপেক্ষা পাঁচগুণ ফলোপধায়ক হয়। যখন কেহ উত্তমরূপে অজু করিয়া মস্‌জেদের অভিমুখে শুদ্ধ নমাজকে লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করে, তখন সে এমন একটি পদও অগ্রে স্থাপন করে না যে, তজ্জন্য তাহার পদোন্নতি হয় না, এবং তন্নিমিত্ত তাহা হইতে পাপ স্খলিত হয় না। অবশেষে সে যখন নমাজ পড়ে, যে পর্য্যন্ত সে স্বীয় নমাজের আসনে থাকে দেবগণ অবিশ্রান্ত এই প্রার্থনা করিতে থাকেন, "হে ঈশ্বর, ইহার প্রতি তুমি আশীর্ব্বাদ কর, ইহাকে তুমি দয়া কর।" এবং (হজরত বলিয়াছেন,) "তোমাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত নমাজের প্রতীক্ষা করে সে পর্য্যন্ত সে নিরন্তর নমাজে রত (জানিবে)।" অপিচ এরূপও উক্ত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, "যখন কেহ যেস্থানে নমাজ পড়া হয় এমন মস্‌জেদে প্রবেশ করে, তখন (বাহির যাইতে) তাহাকে বারণ করা হইয়া থাকে।" এই উক্তিতে দেবগণের প্রার্থনা অতিরিক্ত আছে, যথা, "হে ঈশ্বর যে পর্য্যন্ত ইহার ভিতরে (এই মস্‌জেদে) এ কোন উৎপীড়ন না করে, এবং ইহার ভিতরে (সাংসারিক) কোন কথা না কহে, সে পর্য্যন্ত তুমি ইহাকে ক্ষমা কর, হে ঈশ্বর ইহার প্রতি প্রত্যাগমন কর।"—উভয়।

আবুওসয়দের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, "যখন তোমাদের কেহ মস্‌জেদে উপস্থিত হয় তখন সে যেন বলে, পরমেশ্বর, আমার জন্য তোমার দয়ার দ্বার উন্মুক্ত কর, এবং যখন বহির্গত হয় তখন যেন বলে, পরমেশ্বর, আমি তোমার অত্যধিক কৃপার জন্য তোমার নিকটে (বৈধ উপজীবিকা) প্রার্থনা করিতেছি।"—মো।

আবুকেতাদার উক্তি *;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ মস্‌জেদে প্রবেশ করে তখন সে যেন উপবেশন করিবার পূর্ব্বে দুই রকাত নমাজ পড়ে।"—উভয়।

কাবের উক্তি †;—হজরত মোহম্মদ দেশান্তর হইতে দিবা দ্বিতীয় প্রহর ব্যতীত নগরে ফিরিয়া আসিতেন না, তথায় উপস্থিত হইয়াই মস্‌জেদে প্রবেশ করিতেন, এবং দুইবার নমাজ পড়িতেন, তৎপর তথায় বসিতেন।—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, "মস্‌জেদে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কবিতা পাঠ করিতেছে এরূপ কেহ শুনিলে তাহার বলা উচিত যে, ঈশ্বর অবশ্য তোমাকে ইহার প্রতিফল দান করিবেন, নিশ্চয় ধর্ম্মমন্দির ইহার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই।"—মো।

জাবেরের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধ বৃক্ষের (পলাণ্ডুবৃক্ষের) কিছু ভক্ষণ করে সে যেন কখন আমাদের মস্‌জেদের নিকটবর্ত্তী না হয়, যেহেতু মনুষ্য যাহাতে (যাহার গন্ধে) কষ্ট বোধ করে দেবতারাও তাহাতে কষ্ট বোধ করিয়া থাকেন ‡।"—উভয়।

আনসের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "ধর্ম্মমন্দিরে থুথু ফেলা অপরাধ, তাহা প্রোথিত করিয়া ফেলাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত।"—উভয়।

আবুজরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, "আমার নিকটে আমার মণ্ডলীর শুভ-কর্ম্ম ও অপকর্ম্ম উপস্থাপিত হইয়াছে। শুভকর্ম্মের মধ্যে আমি এই পাইয়াছি যে, গম্য পথ হইতে ক্লেশের কারণ (প্রস্তর কণ্টকাদি) অপসারিত করা, অপকর্ম্মের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি যে, মন্দিরে থুথু রহিয়াছে তাহা প্রোথিত না করা।"—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হয় তখন সে যেন আপনার সম্মুখভাগে থুথু না ফেলে, যেহেতু যে পর্য্যন্ত সে নমাজের আসনে থাকে, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর সম্মুখীন ভাবে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। দক্ষিণ পার্শ্বেও যেন থুথু না ফেলে, যেহেতু তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দেবগণ থাকেন। স্বীয় বাম পার্শ্বে বা পদতলে নিষ্ঠীব নিক্ষেপ করিতে পারে, পরে তাহা প্রোথিত করিয়া ফেলিবে।" আবুসয়িদের উক্তিতে বাম পদের নিম্নে তাহা স্থাপন করিবে, হজরতের এরূপ বিধি।—উভয়।

---

* আবুকেতাদা আন্‌সারদলভুক্ত হজরতের একজন সহচর ছিলেন।

† কাব হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর। ইনি হজরতের অনুসরণে তবুকের সংগ্রামে যাত্রা করিয়া পরে দুঃখক্লেশের ভয়ে পথ হইতে ফিরিয়া আইলেন, অবশেষে ইনি তজ্জন্য অনুতাপ করেন।

‡ শুদ্ধ পলাণ্ডুর দুর্গন্ধসম্বন্ধে এই উক্তি নহে। কাহার মুখে অন্যরূপ দুর্গন্ধ বা কক্ষতলে দুর্গন্ধ থাকিলে তাহার সম্বন্ধেও উপাসনাস্থলে যাওয়া নিষেধ।

আয়শার উক্তি ;—যে রোগ হইতে হজরত আর আরোগ্য লাভ করেন নাই, সেই রোগের সময় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "ইহুদি ও ঈসায়ীদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেন, যেহেতু তাহারা তাহাদের প্রেরিত পুরুষদিগের সমাধিস্থানকে উপাসনালয় করিয়াছে *।"—উভয়।

জন্দবের উক্তি † ;—আমি হজরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, জানিও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা আপনাদের প্রেরিতপুরুষদিগের ও সাধুলোকদিগের সমাধিস্থানকে উপাসনালয় করিয়াছে সাবধান! তোমরা কবরকে মস্‌জেদ করিও না, আমি এ বিষয়ে তোমাদিগকে নিষেধ করিলাম।"—মো।

এব্‌নওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "তোমাদের আলয়ে তোমরা কিছু কিছু নমাজ পড়িতে পার, কিন্তু তাহাকে কবর করিও না ‡।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কেব্‌লা বিদ্যমান §।"—তর।

---

* হজরত যখন নিজের মৃত্যু উপস্থিত জানিলেন, তখন ভয় পাইলেন যে, ইহুদি ও ঈসায়ী লোকেরা যেমন আপনাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সমাধিস্থানকে উপাসনা ক্ষেত্র করিয়াছে, তাঁহার মণ্ডলী বা তদ্রূপ তাঁহার মক্‌বরাকে ভজনালয় করিয়া তোলে, তজ্জন্য সাবধানতাসূচক এই কথা বলিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সাধুগণের মক্‌বরাকে দ্বিবিধভাবে উপাসনাস্থান করা হইয়া থাকে। এক প্রকার পৌত্তলিকদিগের পুত্তলিকাকে নমস্কার করার ন্যায় সমাধিবেদিকাকে নমস্কার করা, অন্য প্রকার তথায় ঈশ্বর সমধিক নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া ঈশ্বরোপাসনা করা, এ দুই নিষিদ্ধ। এই দুইয়ের মধ্যে স্থূলতঃ ও সূক্ষ্মতঃ পৌত্তলিকতা বা অংশিত্ব রহিয়াছে। যদি তাহাদের সমাধির অদূরে কেহ ভজনালয় নির্ম্মাণ করেন, এবং সমাধির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সেই ভজনালয়ে ঈশ্বরোপাসনা করেন, তাহাতে কোন দোষ নাই।

† আবুজর গফ্‌ফারীও জন্দবনামে অভিহিত ছিলেন। হজরতের অন্য কোন কোন সহচরের নামও জন্দব ছিল, যথা অবদোল্লা বজলীর পুত্র জন্দব এবং জন্দবকসরী। এ স্থলে কোন্ জন্দব, স্থির করিয়া উঠা যায় না।

‡ গৃহকে কবর করিও না, অর্থাৎ কবরসদৃশ করিও না, তথায় নিদ্রাবিহ্বল হইয়া শবের ন্যায় পড়িয়া থাকিও না, ক্রিয়াহীন নিরুদ্যম অলস হইয়া স্থিতি করিও না। নিদ্রা মৃত্যুর ভগিনী, গৃহে সর্ব্বদা নিদ্রাগত হইয়া থাকিলে, গৃহ মক্‌বরা সদৃশ হয়।

§ ইহার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্ব পশ্চিমের মধ্যে এমন কোন দিক্ নাই যে, তন্মধ্যে কেব্‌লা নাই। মদিনার কেব্‌লা তাহার দক্ষিণ দিকস্থ মক্কা।

আলির পুত্র তলকের উক্তি * ;—আমরা দূতরূপে হজরত মোহম্মদের নিকটে গিয়াছিলাম। তাঁহা কর্ত্তৃক আমরা এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হই ও তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়ি, এবং তাঁহাকে জ্ঞাপন করি যে, আমাদের দেশে আমাদের এক গিরজা আছে। তখন আমরা সেই গিরজা সংশোধনের প্রসাদ তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি জল আনিয়া অজু ও কুল্‌কুচ করেন, এবং আমাদিগকে বলেন যে, "তোমরা যাত্রা কর। যখন স্বদেশে উপস্থিত হইবে তখন আপনাদের ধর্ম্মমন্দিরকে ভগ্ন করিও, এবং সেই স্থানে এই জল সিঞ্চন করিও ও তাহাকে মস্‌জেদে পরিণত করিও।" আমরা বলিলাম, আমাদের দেশ বহু দূরে এবং এক্ষণ অতিশয় উত্তাপ, এই জল শুষ্ক হইয়া যাইবে। তখন তিনি বলিলেন, "অন্য জল দ্বারা ইহাকে বর্দ্ধিত করিও, তাহাতে উহার শুদ্ধতার বৃদ্ধি ভিন্ন ক্ষয় হইবে না।"—নেসা।

আয়শার উক্তি ;—হজরত পল্লীতে মস্‌জেদ নির্ম্মাণে এবং তাহা সুগন্ধিযুক্ত ও শুদ্ধ রাখিতে আদেশ করিয়াছেন।—আবুদা, তর এব্‌নমা।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে "আমি মস্‌জেদকে সমুচ্চ ও ইহার প্রাচীরে রজত কাঞ্চনাদি যোগে কারুকার্য্য করিতে আদিষ্ট হই নাই।" এব্‌ন আব্বাস (হজরতের এই উক্তি) বলিয়াছেন, "ইহুদি ও ঈসায়ী লোকেরা যেরূপ মন্দিরকে সজ্জিত করে তোমরা সেইরূপ সজ্জিত করিতে থাক।"—আবুদা।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "মস্‌জেদে লোকের গর্ব্ব প্রকাশ প্রলয়ের নিদর্শন।"— আবুদা, নেসা, দারমী, এবং এব্‌নমা।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, আমার নিকটে আমার মণ্ডলীর পুরস্কার—মস্‌জেদ হইতে জঞ্জাল নির্গত করা কার্য্যের পুরস্কার পর্য্যন্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে, এবং আমার নিকটে আমার মণ্ডলীর পাপ সকল প্রদর্শন করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তিকে কোরাণের সুরা বা আয়ত প্রদত্ত হইলে তাহার তাহা ভুলিয়া যাওয়া অপেক্ষা গুরুতর পাপ আমি দর্শন করি নাই, ঈশ্বর আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করুন।" —তর, আবুদা।

বোরিদার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন "অন্ধকারে মস্‌জেদাভিমুখে গমনকারীদিগকে কেয়ামতের দিনে পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দান কর।"—তর, আবুদা, সহল এবং নমান ও আনস হইতে এব্‌নমা।

আবুসয়িদ খোদ্‌রীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন "যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে মস্‌জেদের পরিচর্য্যা করিতে দেখ তখন বিশ্বাসবিষয়ে তাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিও। যেহেতু ঈশ্বর বলিতেছেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে

---

* ইনি পূর্ব্বে খ্রীষ্টবাদী ছিলেন।

বিশ্বাস স্থাপন করে ঈশ্বরের মন্দিরের সে পরিচর্য্যা করিয়া থাকে।"—তির, এব্‌নমা, দারমী।

মজউনের পুত্র ওস্‌মানের উক্তি;—তিনি বলিয়াছিলেন আপনি আমাদিগকে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইতে অনুমতি করুন। তখন প্রেরিতপুরুষ বলেন, "আমাদের ধর্ম্মমতে কাহাকে ক্লীব করা ও কেহ আপনি ক্লীব হয় ইহা বিহিত নহে নিশ্চয় রোজাপালন করাই আমার মণ্ডলীর পক্ষে ক্লীব হওয়া।" পরে ওস্‌মান বলিলেন, আপনি আমাদিগকে পরিব্রজ্যার অনুমতি করুন। তিনি বলিলেন, "আমার মণ্ডলীর পরিব্রজ্যা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা।" পরে ওস্‌মান বলিলেন, আপনি আমাদিগকে সংসার ত্যাগে অনুমতি করুন। তিনি বলিলেন, "মস্‌জেদে স্থিতি করিয়া নমাজের প্রতীক্ষা করা আমার মণ্ডলীর পক্ষে সংসার ত্যাগ"—শরাহস্ সোন্নত।

আয়শের পুত্র অবদোর্‌রহমাণের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, "আমি আমার প্রভুকে অত্যুৎকৃষ্ট রূপশালিরূপে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেবগণ কোন্ বিষয়ে বিতণ্ডা করিয়া থাকে? আমি বলিয়াছিলাম, তুমিই বিশেষ জ্ঞাত। তিনি স্বীয় করতল আমার বক্ষে স্থাপন করিলেন, তখন আমি শীতলতা বক্ষঃস্থলে উপলব্ধি করিলাম, * সেই সময় ভূলোক ও স্বর্গলোকে যাহা আছে জানিতে পারিলাম, এবং তিনি এই আয়ত পাঠ করিলেন, 'কজালেকা নরা' ইত্যাদি (এইরূপ আমি এব্রাহিমকে ভূলোক ও স্বর্গলোক প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং যেন সে বিশ্বাসী হয়)।"—পরম্পরাগত দারমি এবং অবদোর্ রহমাণের সদৃশ তরমোজি। এব্‌ন অব্বাস ও মাজ এব্‌ন হয়গ এতন্মধ্যে অধিক এই বলিয়াছেন, হজরতের উক্তি;—তিনি (ঈশ্বর) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে মোহম্মদ, দেবগণ কোন্ বিষয়ে পরস্পর বিতণ্ডা করিয়া থাকে, তুমি কি জান? আমি বলিয়াছিলাম, হাঁ, পাপক্ষমা বিষয়ে। তিন প্রকারে পাপক্ষমা হয়, নমাজান্তে মস্‌জেদে বিলম্ব করা, ও পদব্রজে উপাসকমণ্ডলীর অভিমুখে গমন করা, এবং শৈত্যাদি জনিত ক্লেশেও পূর্ণ অজু করা। যে ব্যক্তি ইহা করে সে সুখে জীবন যাপন করে ও সুখে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, এবং মাতা তাহাকে যে দিন প্রসব করিয়াছিল সেই দিনের ন্যায় সে নিষ্পাপ হয়। বলিলেন, হে মোহম্মদ, তুমি নমাজ সমাপ্ত করিয়া বলিবে, হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার নিকটে অবৈধ কার্য্য পরিত্যাগ ও শুভ কার্য্য এবং দীনহীনের প্রতি প্রীতি প্রার্থনা করি। অনন্তর যখন তুমি স্বীয় দাসদিগের প্রতি সাংসারিক বিপদ্ পরীক্ষা ইচ্ছা করিবে তখন আমাকে বিপদ্ পরীক্ষাবিহীনরূপে নিজের নিকটে

* ঈশ্বর নিরাকার, এস্থলে ঈশ্বরের রূপ পুণ্য প্রেম ও জ্ঞানের রূপ, এবং তাঁহার হস্ত শক্তিরূপ হস্ত।

গ্রহণ করিও।" অপিচ তিনি বলিয়াছিলেন, "এই সকলে পদোন্নতি হয়, এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার, অন্নদান, লোকে যখন নিদ্রাভিভূত হয় এরূপ নিশাকালে নমাজ পড়া।"

[এই হদিসের শব্দ যেরূপ মসাবিহতে উল্লিখিত, শরেহ সোন্নত ব্যতীত অবদোর্ রহমাণ হইতে সেইরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।]

আবু এমামার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এই তিন জনের প্রত্যেকের সম্বন্ধে ঈশ্বর প্রতিভূ আছেন। কোন পুরুষ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সংগ্রামে বহির্গত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে পরমেশ্বর প্রতিভূ এতদূর পর্য্যন্ত যে, যদি তাহার মৃত্যু হয় তিনি তাহাকে স্বর্গলোকে লইয়া যান, অথবা যে পারিশ্রমিক ও লুণ্ঠন দ্রব্য সে লাভ করিয়াছে তৎসহ তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আইসেন, এবং যে ব্যক্তি মস্‌জেদে গমন করে ঈশ্বর তাহার প্রতিভূ, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে (স্থানান্তর হইতে) বিশুদ্ধ ভাব লইয়া প্রবেশ করে ঈশ্বর তাহার প্রতিভূ।"—আবুদা।

আবু এমামার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি স্বীয় আলয় হইতে বিশুদ্ধভাবে নিরূপিত নমাজের জন্য বহির্গত হয়, ব্রতধারী হাজীদিগের ন্যায় তাহার পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে ; যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নে অতিরিক্ত নমাজের জন্য বহির্গত হয় উত্তাপে তাহার কষ্ট বোধ হয় না, সে ওমরাব্রতের পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; নমাজের পরে অন্য নমাজ পর্য্যন্ত কোন অনর্থক কথা হইবে না, স্বর্গের গ্রন্থে ইহা লিখিত।"—আহ, আবুদা।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যখন তোমরা স্বর্গোদ্যানে উপস্থিত হইবে তখন বিচরণ করিতে থাকিবে।" বলা হইল, "প্রেরিতপুরুষ, স্বর্গোদ্যান কি ?" তিনি বলিলেন, "মস্‌জেদ।" প্রশ্ন করা হইল, "প্রেরিতপুরুষ বিচরণ করা কি ?" তিনি বলিলেন, "সোব্‌হান্ আল্লা, অল্‌হম্‌দোল্লা, লা এলাহ এল্লল্লাহ, আল্লাহু আক্‌বর বলা।"—তর।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মস্‌জেদে যে বিষয় লক্ষ্য করিয়া আইসে, পরে উহাই তাহার লভ্য হয়।"—আবুদা।

হোসেনের কন্যা ফাতেমা স্বীয় পিতামহী হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন ;—হজরত যখন মস্‌জেদে প্রবেশ করিতেন তখন বলিতেন, "আমার প্রতিপালক ঈশ্বর, তুমি আমার অপরাধ সকল ক্ষমা কর, আপন দয়ার দ্বার আমার জন্য উদ্ঘাটন কর।" যখন তিনি বহির্গত হইতেন তখন বলিতেন, "আমার প্রতিপালক, আমার পাপ সকল ক্ষমা কর, আমার জন্য তোমার প্রসন্নতার দ্বার উন্মুক্ত কর।"

সোয়রের পুত্র ওমরের উক্তি ;—মস্‌জেদে কবিতা পাঠ ও তন্মধ্যে ক্রয় বিক্রয়

হজরত নিষেধ করিয়াছেন, এবং শুক্রবাসরে নমাজের পূর্ব্বে মস্‌জেদের অভ্যন্তরে লোকের মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ * ।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমরা দেখ যে, কোন লোক মস্‌জেদের ভিতরে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তখন বলিও, পরমেশ্বর তোমার বাণিজ্যকে যেন লাভযুক্ত না করেন, এবং যখন তোমরা দেখ তথায় ধর্ম্মবিরুদ্ধ কবিতা পাঠ হইতেছে, তখন বলিও, ঈশ্বর যেন তোমার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত না হন।"—তর, দার।

জেজামের পুত্র হকিমের উক্তি † ;—হজরত মস্‌জেদে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড ও তন্মধ্যে কবিতা পাঠ এবং বেত্রাঘাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—সোয়তে আবুদা।

[হকিম হইতে জামউল্‌ অসুল গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে, এবং মসাবিহে জাবের হইতে]

মাবিয়ার উক্তি ‡ ;—হজরত মোহম্মদ এই দুই বৃক্ষের কিছু ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্যাঁজ ও রসুন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে, "যাহারা এই দুই বস্তুকে ভক্ষণ করে তাহারা যেন কখন আমাদের মস্‌জেদের নিকটবর্ত্তী না হয়।" অপিচ বলিয়াছেন, "যদি তোমরা একান্তই তাহা ভক্ষণ কর, তবে পাক করিয়া এই দুইকে (এই দুয়ের দুর্গন্ধ) নষ্ট করিবে।"—আবুদা।

আবুসয়িদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "মক্‌বরা ও হম্মাম (শবসমাধিস্থান ও সাধারণ স্নানাগার) ব্যতীত সমুদায় পৃথিবী মস্‌জেদস্বরূপ §।"—আবুদা।

---

* যাহাতে অসত্য বর্ণনা আছে, এমন কবিতা মস্‌জেদে পাঠ করা নিষিদ্ধ। শুক্রবাসরীয় নমাজ একটী গুরুতর কার্য্য, সেই নমাজের পূর্ব্বে মস্‌জেদে দলবদ্ধভাবে বসিয়া বাগ্বিতণ্ডা বা কথোপকথনাদি করা নিষিদ্ধ।

† তিনি হজরতের প্রথমা পত্নী খদিজাদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। যে বৎসর আব্‌রহা নামক প্রবল শত্রু হস্তিবৃন্দসহ আসিয়া মক্কানগর আক্রমণ করে তাহার ১৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স ১২০ বৎসর হইয়াছিল। হকিম প্রথম ষাট বৎসর পৌত্তলিকতায় শেষ ষাট বৎসর এস্‌লাম ধর্ম্মে যাপন করিয়াছিলেন। তিনি কোরেশ জাতির মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন।

‡ মাবিয়া কোর্‌য়তের পুত্র। তিনি হজরতের একজন অনুগামী সৎক্রিয়াশীল সুবিবান্‌ লোক ছিলেন। হজরতের সহচরমণ্ডলীর সত্তোর জনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি স্বীয় জনক হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহা হইতে কেতাতা, শোওয়বা ও আমশ প্রভৃতি হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

§ মক্‌বরাতে নমাজ পড়া এ জন্য নিষিদ্ধ যে, শবের গলিত দেহ মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—এই কয় স্থানে হজরত মোহম্মদ নমাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন ;—মলমূত্রপ্রক্ষেপস্থলে, পশুবলিদানস্থলে, সমাধিস্থলে, লোক গমনাগমনের পথে, সাধারণ স্নানাগারে, উষ্ট্রবন্ধনস্থলে, ঈশ্বরের মন্দিরের (কাবামন্দিরের) ছাদের উপর।—তর, এব্‌নমা।

আবুহোরয়রার উক্তি ;— হজরত বলিয়াছেন যে, "তোমরা ছাগ পশুর বিশ্রাম স্থানে নমাজ পড়িও, এবং উষ্ট্রের বিশ্রামস্থানে নমাজ পড়িও না *।—তর।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ কবরদর্শনকারী ও তাহার উপর মস্‌জেদ ও দীপস্থাপনকারীদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন †।—আবুদা, তর, নেসা।

আবু এমামার উক্তি ‡ ;—এক জন ইহুদি পণ্ডিত হজরত মোহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "পৃথিবীতে কোন্ স্থান উৎকৃষ্ট ?" তাহাতে হজরত নীরব থাকেন। তিনি বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত জেব্রিল (আমার অন্তরে) আবির্ভূত না হইল সে পর্য্যন্ত আমি চুপ করিয়াছিলাম।" হজরত নিঃশব্দে আছেন, এমন সময় জেব্রিলের আবির্ভাব হইল, তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন। জেব্রিল বলিলেন, "যাহা জিজ্ঞাসিত, তোমা অপেক্ষা আমি তাহা অধিক জ্ঞাত নহি। কিন্তু আমি পরমেশ্বরকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।" তৎপর জেব্রিল বলিলেন, "মোহম্মদ, আমি ঈশ্বরের এরূপ নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম যে, তুমি কখন তাঁহার সেরূপ নিকটবর্ত্তী হও নাই।" হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে জেব্রিল, তাহা কিরূপ ছিল ?" জেব্রিল বলিলেন, "তাঁহার ও আমার মধ্যে সত্তোর সহস্র

তাহাকে দুর্গন্ধযুক্ত ও অপবিত্র করিতে পারে। তাহা না হইলে নিষেধ নাই। স্নানাগারে অনেকে বিবস্ত্র হইয়া থাকেন, তাহাতে শয়তানের প্ররোচনা হয়। এজন্য স্নানাগারে নমাজ পড়া নিষিদ্ধ।

* উষ্ট্রের গমনাগমনে মন বিচলিত হইতে পারে, ছাগের গমনাগমন মৃদুভাবে হয়। তাহাতে চিত্তের স্থিরতার ব্যাঘাত না হওয়াই সম্ভব।

† হজরত মোহম্মদ প্রথম অবস্থায় কবরদর্শনে নরনারীদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন, অবশেষে দর্শন করিতে বিধি দিয়াছিলেন। সমাধির উপর মস্‌জেদ স্থাপন করিতে তাঁহার নিষেধ মস্‌জেদ শব্দের অর্থ সেজ্‌দার (নমস্কারের) স্থান। ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া নমস্কার এস্‌লাম ধর্ম্মমতে একমাত্র ঈশ্বরোদ্দেশ্যে হইতে পারে, অন্যকে এইরূপে নমস্কার করা পাপ। কবরকে—মৃতদেহকে সম্মান করিবার জন্য তাহাকে মস্‌জেদ অর্থাৎ প্রণামভূমি করা পাপ। কবরের সম্মানের জন্য তথায় আলোক দান করাও নিষেধ। তবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা সাধারণের গম্য পথে কবর থাকিলে লোকের গমনাগমনের সুবিধার জন্য দীপ স্থাপন করা যাইতে পারে।

‡ আবু এমামা দুই জন, এক জন হজরতের সহচর ও এক জন পরোক্ষ অনুগামী ছিলেন। ইনি সহচর বলিয়াই বিখ্যাত।

জ্যোতির আবরণ ছিল।” অনন্তর বলিলেন, “স্থানের মধ্যে বাজার নিকৃষ্ট এবং মস্‌জেদ উৎকৃষ্ট।”— এব্‌ন ওমর হইতে সহিহেতে এব্‌ন হবান।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি।—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, “যে ব্যক্তি আমার এই মস্‌জেদে উপস্থিত হইবে সে যেন নিজের শিক্ষা লাভ ও শিক্ষাদানের কল্যাণ উদ্দেশ্য ব্যতীত না আইসে, তাহা হইলে সে ঈশ্বরের পথে সংগ্রামকারীর স্থলবর্ত্তী হইবে, এবং যে ব্যক্তি এতদুদ্দেশ্য ব্যতীত উপস্থিত হয়, অপরের ধনের প্রতি যে জন দৃষ্টি করিয়া থাকে তৎসদৃশ সেই ব্যক্তি (বিফলমনোরথ হয়)”।—এব্‌নমা, শোওবোল্‌ ইমান গ্রন্থে বয়হকী।

হসন বসোরীর পরম্পরাগত উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, “লোকের নিকটে এমন কাল আসিতেছে যে, তাহাদের মস্‌জেদ সকলেও তাহাদের সাংসারিক বিষয়ের কথোপকথন হইবে, ঈশ্বরে তাহাদের প্রয়োজন হইবে না। তোমরা তাহাদের সঙ্গে উপবিষ্ট হইও না।”—শেওবোল্‌ ইমান বয়হকী।

এজিদের পুত্র সায়েবের উক্তি *;—একদা আমি মস্‌জেদে নিদ্রিত ছিলাম। এক ব্যক্তি আমাকে ঢেলা মারেন। আমি উঠিয়া দৃষ্টি করিয়া দেখি যে, তিনি খেতাবের পুত্র ওমর। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, “যাও, এই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকটে লইয়া আইস।” অনন্তর আমি (তাঁহার প্রদর্শিত) দুই জনকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই। ওমর তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, “তোমরা দুই জন কোন্‌ মণ্ডলীর অথবা তোমরা কোথাকার লোক?” তাহারা বলিল, “আমরা তায়েফনিবাসী।” তিনি বলিলেন, “যদি তোমরা মদিনানিবাসী হইতে তবে হজরতের মস্‌জেদে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিয়া আমাকে ব্যথিত করিতে না।”—বো।

মালেকের উক্তি;—ওমর মস্‌জেদের এক পার্শ্বে এক রোওয়াক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম বোতয়হা রাখিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, “যে ব্যক্তি কথোপকথন বা কাব্য পাঠ করিতে কিংবা উচ্চধ্বনি করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন বাহির হইয়া এই রোওয়াকে চলিয়া আইসে।”—মুতা গ্রন্থে মালে।

আনসের উক্তি;—একদা হজরত দেখিয়াছিলেন যে, মস্‌জেদের প্রাচীরে শ্লেষ্মা

---

* ইনি হজরতের বালক সহচর ছিলেন, হোজতোল্‌ওয়দা নামক স্বীয় পিতার সঙ্গে হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ইঁহার সাত বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। ইনি স্বীয় জনকের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া অনেক হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন।

সংলগ্ন রহিয়াছে, ইহাতে তিনি বড় কষ্ট বোধ করেন, তাঁহার মুখ মলিন হয়। পরে তিনি দাঁড়াইয়া স্বহস্তে ঘর্ষণ করিয়া তাহা বিলুপ্ত করেন। অবশেষে বলেন, "যখন তোমাদের কেহ নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন সে স্বীয় প্রভুর সঙ্গে ভিন্ন কথা কহে না, নিশ্চয় তাহার প্রভু তাহার ও কেব্‌লার মধ্যে স্থিতি করেন। অনন্তর তোমাদের কেহ যেন কখন সম্মুখভাগে থুথু না ফেলে, কিন্তু তাহার বামভাগে বা তাহার পদনিম্নে ফেলিতে পারে।" তৎপর তিনি চাদরের এক প্রান্ত ধারণ করিয়া তাহাতে থুথু ফেলিলেন, তদনন্তর চাদরের অন্য অংশ সেই অংশের উপর মর্দ্দন করিলেন, এবং বলিলেন, "অথবা যেন এইরূপ করে।"—বো।

খল্লাদের পুত্র হজরতের সহচর সায়েবের উক্তি *;—একদা এক ব্যক্তি মণ্ডলীর এমামের কার্য্য করে, তখন সে কেব্‌লাভিমুখে থুথু ফেলে, হজরত তাহা দেখিতে পান। নমাজ সমাপ্ত হইলে পর প্রেরিতপুরুষ মণ্ডলীকে বলিলেন, "এ ব্যক্তি যেন তোমাদের সঙ্গে নমাজ না পড়ে।" ইহার পরে সে যখন তাহাদের সঙ্গে নমাজ পড়িতে (এমামের কার্য্য করিতে) চাহিল তখন তাঁহারা তাহাকে নিষেধ করিলেন। হজরতের নিকটে সে এই বিষয় উত্থাপন করে। তিনি বলেন, "হাঁ এরূপই"। অপিচ মনে হইতেছে তিনি বলিয়াছেন, "তুমি ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে কষ্ট দিয়াছ।"—আবুদা।

জবলের পুত্র মাজের উক্তি;—হজরত এক দিন নিশান্ত নমাজ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করেন। এমন কি যখন আমরা সূর্য্যোদয়ের উপক্রম দেখিলাম, তখন তিনি দ্রুতগতি চলিয়া আসিলেন ও নমাজে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং দ্রুত নমাজ পড়িলেন। নমাজ অন্তে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "যেমন তোমরা আছ, তদ্রূপ তোমাদের শ্রেণীতে স্থিতি কর।" তৎপর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নিশান্তনমাজে তোমাদিগ হইতে আমাকে যে বিষয় নিবৃত্ত করিয়াছে তদ্বিবরণ তোমাদের নিকটে বলিতেছি। রাত্রিতে আমি গাত্রোত্থান করিয়া অজু করি ও যথোপযুক্ত নমাজ পড়িতে যাই, তাহাতে তন্দ্রা হয়, পরে নিদ্রার অভিভূত হইয়া পড়ি, তখন অকস্মাৎ আমি প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পাই। তিনি মনোহররূপে আমাকে দর্শন দেন, এবং ডাকেন, 'হে মোহম্মদ,' আমি বলি হে আমার প্রতিপালক, দাস তোমার নিকটে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উন্নত দেবগণ কোন্ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে?' বলিলাম, আমি তাহা জানি না। তিনি বলিলেন, 'তিনটি বিষয়ে।' পরে তিনি স্বীয় করতল আমার উভয় স্কন্ধের অভ্যন্তরে স্থাপন করিলেন। তাহাতে আমি স্বীয় অন্তরে

* ইঁহার সম্পর্কগত নাম আবুসহল, ইনি মদিনা নগরে স্থিতি করিতেন। খলিফা ওমর য়মনপ্রদেশে ইঁহাকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রচুর শান্তি লাভ করিলাম। তখন সমুদায় ব্যাপার আমার নিকটে প্রকাশিত হইল, এবং আমি জ্ঞানলাভ করিলাম। সেই সময় তিনি ডাকিলেন, 'হে মোহম্মদ,' আমি বলিলাম, হে আমার প্রভো, দাস নিকটে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উন্নত দেবগণ কোন্ কোন্ বিষয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে?' আমি বলিলাম, সাধুতা বিষয়ে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহা কি?' বলিলাম, পদব্রজে মণ্ডলীর নিকটে নমাজের জন্য চলিয়া যাওয়া, নমাজের পর মস্‌জেদে স্থিতি করা, শৈত্যাদি কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে পূর্ণরূপে অজু করা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তৎপর কোন্ কোন্ বিষয়ে?' আমি বলিলাম, উন্নতি বিষয়ে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহা কি?' আমি বলিলাম অন্নদান করা, কোমল কথা বলা, রজনীতে যখন লোকে নিদ্রায় অভিভূত, তখন নমাজ পড়া। তখন তিনি বলিলেন, 'প্রার্থনা কর।' আমি বলিলাম, 'পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে সদনুষ্ঠান করিতে ও অসদনুষ্ঠান ত্যাগ করিতে এবং দীন দুঃখীকে প্রেম করিতে প্রার্থনা করি, এবং তুমি যেন আমাকে ক্ষমা কর ও আমাকে যেন দয়া কর। যখন তুমি মণ্ডলীর মধ্যে পরীক্ষা প্রেরণ করিতে ইচ্ছা কর তখন আমাকে অপরীক্ষিতরূপে পরলোকে গ্রহণ করিও এবং আমি তোমার নিকটে তোমার প্রেম ও যে ব্যক্তি তোমাকে প্রেম করেন তাঁহার প্রেম এবং যে কার্য্য তোমার প্রেমের সন্নিহিত তৎপ্রতি প্রেম প্রার্থনা করিতেছি।" পরে হজরত আমাদিগকে বলিলেন, 'ইহা সত্য, ইহা তোমরা স্মরণ করিয়া রাখিও, তৎপর ইহা শিক্ষাদান করিও।'—আহ, তর।

[এবং তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস হসন সহিহ, অপিচ এই হদিস বিষয়ে আমি মোহম্মদ এব্‌ন এস্‌মা'য়লকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন এই হদিস সহিহ।]

জবলের পুত্র মাজের উক্তি —হজরত উদ্যানে নমাজ পড়িতে ভাল বাসিতেন। —আহ, তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন যে, এই হদিস গরিব। আবু জাফেরের পুত্র হসনের বিবৃত হদিস ভিন্ন ইহাকে জানি না। সয়িদের পুত্র ইয়হা প্রভৃতি তাঁহাকে অনুপযুক্ত বলিয়াছেন।]

মালেকের পুত্র আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তির আপন গৃহে নমাজ পড়ায় তাহার সদৃশ ফললাভ হয়, পল্লীর মস্‌জেদে তাহার একবার নমাজ পড়ায় পঁচিশ বার নমাজ পড়ার ফল, যে মস্‌জেদে শুক্রবাসরীয় নমাজ হয় সেই মস্‌জেদে এক বার নমাজ পড়ায় পাঁচশত বার নমাজ পড়ার ফল, এবং জেরুজিলামের মন্দিরে একবার নমাজ পড়ায় পঞ্চাশ সহস্র বার নমাজ পড়ার ফল, এবং আমার

মস্‌জেদে একবার নমাজ পড়ায় পঞ্চাশ সহস্র বার নমাজ পড়ার ফল, কাবা মস্‌জেদে একবার নমাজ পড়ায় লক্ষ বার নমাজ পড়ার ফল।"—এব্‌নমা।

আবুজরের উক্তি ;—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, ভূতলে প্রথমতঃ কোন্ মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? তিনি বলেন, "মস্‌জেদোল্ হরাম।" আমি জিজ্ঞাসা করি, তৎপর কোন্‌টি? তিনি বলেন, "তদনন্তর মস্‌জেদোল্ আকসা (জেরুজেলমের মন্দির)।" আমি প্রশ্ন করি, এই দুইয়ের নির্ম্মাণ কালের মধ্যে কত ব্যবধান? তিনি বলেন, "চল্লিশ বৎসর। তদনন্তর সমুদায় ভূমি তোমার জন্য মস্‌জেদ, যেখানে তোমার নমাজের সময় হয় তথায় তুমি নমাজ পড়িও *।"—উভয়।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত মস্‌জেদে প্রবেশ করিবার সময় বলিতেন, "আউজো বেল্লাহি অল্ অজিমে ও বেওজ্হিহিল্ করিমে, ও সোলতানেহিল্ কদিমে মেনশ্ শয়তানের রজিমে †।" তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা বলিলে শয়তান বলে, "আমা হইতে সমুদায় দিন সে রক্ষিত হইল।"—আবুদা।

ইয়সারের পুত্র আতার উক্তি ‡ ;—হজরত বলিয়াছেন, "হে ঈশ্বর তুমি আমার কবরকে প্রতিমাস্বরূপ করিও না যে পূজিত হইবে। সেই দলের উপর ঈশ্বরের মহাক্রোধ হউক, যাহারা আপনাদের প্রেরিত পুরুষদিগের কবরকে মস্‌জেদ করিয়া তুলিয়াছে।"—পরম্পরাগত মালে।

প্রথম অধ্যায়।

আচ্ছাদন।

আবু সোলমার পুত্র ওমরের উক্তি $;—প্রাপ্ত সকল পরম্পর সংলগ্ন এরূপ এক

---

* এস্থলে একটি সন্দেহের ব্যাপার এই যে, কাবা মন্দিরের নির্ম্মাতা মহাপুরুষ এব্রাহিম এবং জেরুজেলমের মন্দিরের নির্ম্মাতা সোলয়মান। সোলয়মানের সহস্রাধিকবৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক এব্রাহিম ছিলেন। চল্লিশ বৎসর সময়ের ব্যবধান কেমন করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তর এব্‌ম অওনি এইরূপ প্রদান করিয়াছেন যে, সেই দুই মস্‌জেদের প্রথম নির্ম্মাতা এব্রাহিম ও সোলয়মান নহে; প্রথমতঃ কাবা মন্দির আদম নির্ম্মাণ করেন, তাহা ভগ্ন হইয়া গেলে পর আদমের বংশসম্ভূত কোন লোক তাহা পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপর জেরুজেলমের মন্দির আদমের কোন সন্তান কর্ত্তৃক প্রথম নির্ম্মিত হয়।

† এই উক্তি সকলের ভাব এই;—শয়তান হইতে মহান্ ঈশ্বরের ও তাঁহার সমুন্নত স্বরূপের এবং তাঁহার শাশ্বত প্রতাপের আশ্রয় অন্বেষণ করি।

‡ ইনি হজরতের অনুগামী প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও সম্মানিত লোক ও বহু বিশ্বস্ত হদিসের বক্তা, এবং হজরতের সহধর্ম্মিণী মরমুনার দাস ছিলেন। ৯৪ সালে, অনেকে বলেন ৮৪ সালে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

$ ইনি ওম্মসোলমার গর্ভজাত ও হজরতের পালিত পুত্র ছিলেন। এই ওমর হজরতের

বস্ত্র আচ্ছাদনে হজরতকে আমি ওম্মসোলমার গৃহে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছি, তিনি তাহার দুই প্রান্ত আপনার দুই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছিলেন *।—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "তোমাদের কেহ এরূপ এক বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া যেন নমাজ না পড়েন যাহার কোন অংশ উভয় স্কন্ধদেশে সংলগ্ন নয় †।—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি এক বস্ত্র আচ্ছাদনে নমাজ পড়িবে সে যেন তাহার উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিপরীতভাবে যোগ রাখে ‡।"—বো।

আয়শার উক্তি ;—একদা হজরত খমিসা § আচ্ছাদনে নমাজ পড়িতেছিলেন, তাহাতে উত্তম কারুকার্য্য ছিল। তখন তিনি সেই কারুকার্য্যের প্রতি একবার দৃষ্টি করেন। পরে যখন নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন বলিলেন, "আমার এই খসিমা আবুজহমের নিকটে লইয়া যাও, এবং আবুজহমের এম্বজানিয়া ‖ আমার নিকটে লইয়া আইস। যেহেতু ইহা এক্ষণ আমাকে নমাজ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে।"—উভয়।

বালকসহচররূপে গণ্য। হেজরি দ্বিতীয় সালে ইনি আফ্রিকা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরতের পরলোকযাত্রার সময় ইঁহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর ছিল। হজরতের অনেক বৃত্তান্ত ইনি স্মরণ রাখিয়াছিলেন। অবদোল্‌মোল্‌কের আধিপত্যকালে ৮৩ সালে ইঁহার পরলোক হয়।

* এই বস্ত্রের দক্ষিণাংশ যে দক্ষিণ স্কন্ধের উপর স্থাপিত, তাহা দক্ষিণ হস্তের নিম্ন ভাগ দিয়া উঠাইয়া বাম স্কন্ধে স্থাপিত করা হইত, এইরূপে বস্ত্রের বাম ভাগ যে বাম স্কন্ধদেশে অর্পিত তাহা বাম হস্তের নিম্ন দিয়া উঠাইয়া দক্ষিণ স্কন্ধের উপর রাখা হইত। পরে উভয় প্রান্ত বক্ষের উপর বাঁধা যাইত। বস্ত্র সরিয়া পড়িলে লজ্জা পাইবার ভয়ে উভয় প্রান্ত বন্ধন করার প্রয়োজন হইয়াছিল। বস্ত্র দীর্ঘ হইলে বন্ধনের আবশ্যক হইত না।

† উভয় স্কন্ধদেশে তদ্রূপ বস্ত্রাঞ্চল স্থাপিত থাকিলে দেহ অনাবৃত ও নগ্ন হইবার আর আশঙ্কা থাকে না।

‡ বিপরীতভাবে যোগ রাখার অর্থ এই যে, উপরে যেরূপ উক্ত হইয়াছে বস্ত্রের দক্ষিণ ও বাম প্রান্তের পরস্পর যোগ।

§ খমিসা একরূপ কাল কম্বল, তাহার চারি কোণে কারুকার্য্য থাকে।

‖ এম্বজানিয়া এক প্রকার স্থূল নিকৃষ্ট কম্বল। তাহা এম্বজান নামক দেশে প্রস্তুত হয়, এজন্য তাহাকে এম্বজানিয়া বলে। হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর কোরেশ বংশীয় বৃদ্ধ পুরুষ আবুজহম খসিমা হজরতকে উপহার দিয়াছিলেন। খসিমা দর্শনে নমাজে বিঘ্ন হইয়াছিল বলিয়া হজরত তাহা আবুজহমের নিকটে ফেরত পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি মনঃক্ষুণ্ণ না হন এই উদ্দেশ্যে খসিমার পরিবর্ত্তে এম্বজানি চাহিয়া পাঠান।

[বোখারিতে ;—"আমি নমাজ পড়ার সময়ে এই বস্ত্রের চিত্র সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তখন ভয় হইয়াছিল যে আমি বা বিচলিত হই।"]

আনসের উক্তি ;—হজরতের পত্নী আয়শার একখানা কেরামনামক চিত্র বিচিত্র সূক্ষ্ম বস্ত্র ছিল, তাঁহার গৃহের একপার্শ্বে উহা যবনিকারূপে টাঙ্গান হইয়াছিল। এক দিন হজরত তাঁহাকে বলিলেন, "আমা হইতে তোমার এই কেরাম দূর কর, যেহেতু সর্ব্বদা তাহাতে অঙ্কিত ছবি সকল নমাজে আমাকে বাধা দেয়।"—বো।

আমেরের পুত্র ওকবের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ একটি রেশমের ফর্‌রওজ * উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা তিনি তাহা অঙ্গে ধারণ করিয়া নমাজ পড়েন। তৎপর তাহার প্রতি যেন তিনি বিরক্তিভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলেন, এবং বলেন, "বৈরাগ্যাশ্রিত লোকদিগের জন্য ইহা উপযুক্ত নয়।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আকুহয়ের পুত্র সোলমার উক্তি † ;—আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, আমি এক জন মৃগয়ানুরক্ত লোক, আমিও কি এক কামিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া নমাজ পড়িব ? তিনি বলিলেন, "হাঁ কণ্টক দ্বারা হইলেও তাহাকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া লইও।" —আবুদা।

[নেসায়ী অন্য শব্দ দ্বারা এই হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আবুহোরয়রার উক্তি ;—ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি নমাজ পড়িতেছিল, সে দীর্ঘ লম্বমান এজার পরিধান করিয়াছিল। হজরত তাহাকে বলিয়াছিলেন, "যাও, অজু করিয়া এস।" তখন সে যাইয়া অজু করিয়া আসিল। সেই সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিত পুরুষ, ইহাকে কেন অজু করিতে আদেশ করিলেন ?" তিনি বলিলে, "যেহেতু এ ব্যক্তি নমাজ পড়িতেছে, এ দিকে তাহার পরিধানে এজার সুদীর্ঘ। যে ব্যক্তি (বিলাসিতার ভাবে) সুদীর্ঘ এজার পরিয়া নমাজ পড়ে, ঈশ্বর তাহার নমাজ গ্রাহ্য করেন না ‡।"—আবুদা।

---

* ফর্‌রওজ এক প্রকার অঙ্গাচ্ছাদন, তাহার পশ্চাদ্ভাগে বুতাম সংলগ্ন থাকে।

† ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর। ইঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও পরাক্রম ছিল। ইনি পদাতিক হইয়া অশ্বারূঢ়কে আক্রমণ করিতেন।

‡ এজার লম্বমান ও গর্ব্ব রূপে পরিধান করিয়া যে ব্যক্তি নমাজ পড়িতেছিল তাহাকে হজরত অজু অর্থাৎ অঙ্গ শুদ্ধি করিতে এই জন্য আদেশ করেন যে, এই ব্যবস্থায় সে যে দোষ করিয়াছে তৎপ্রতি যেন তাহার দৃষ্টি পড়ে গর্ব্বভাবে এজার পরা বিলাসিতার লক্ষণ।

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যুবতী নারী মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া নমাজ না পড়িলে নমাজ গৃহীত হয় না *।"—আবুদা তর।

ওম্মসোলমা হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন নারী এজার না পরিয়া শুদ্ধ তমুচ্ছদ ও খেমার (মস্তকাচ্ছাদনবিশেষ) পরিধান করিয়া কি নমাজ পড়িতে পারে ?" তিনি বলিলেন, "যদি তমুচ্ছদ এরূপ দীর্ঘ হয় যে তদ্দ্বারা তাহার উভয় পাদপৃষ্ঠ আচ্ছাদিত হইতে পারে।"—আবুদা।

[কতকগুলি লোক বলেন যে, এই হদিসে হজরতের উক্তি নাই, ওম্মসোলমার উক্তি।]

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত সদোলে আচ্ছাদিত হইয়া নমাজ পড়িতে পুরুষকে নিষেধ করিয়াছেন †।—আবুদা তর।

ওসের পুত্র শেদাদের উক্তি ‡ ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা ইহুদিদিগের বিপরীতাচরণ করিও, যেহেতু তাহারা স্বীয় মুজা ও পাদুকা সহ নমাজ পড়ে না।" —আবুদা।

আবুসয়িদের উক্তি ;—একদা স্বীয় সহচরবৃন্দকে লইয়া হজরত নমাজ পড়িতেছিলেন। তখন হঠাৎ তিনি পাদুকাদ্বয় চরণযুগল হইতে উন্মোচন করিলেন, এবং তাহা বাম পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। মণ্ডলী যখন ইহা দর্শন করিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব পাদুকা দূরে রাখিয়া দিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইলে পর হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি কারণে আপন আপন পাদুকা খুলিয়া ফেলিলে ?" তাঁহারা বলিলেন, "আপনাকে পাদুকা উন্মোচিত করিয়া রাখিতে দেখিলাম, তজ্জন্য আমরাও আমাদের পাদুকা রাখিয়া দিলাম।" তখন হজরত বলিলেন, আমার নিকটে জেব্রিলের আবির্ভাব হইয়াছিল। তখন তিনি আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, এ দুইয়ের নিম্নে মালিন্য রহিয়াছে। যখন তোমাদের কেহ মস্‌জেদে উপস্থিত হয় তখন যেন সে দৃষ্টি করে, স্বীয় পাদুকাদ্বয়ের তলদেশে কোন মালিন্য দেখিলে তাহা যেন সংঘর্ষণ করিয়া পরিষ্কার করে, এবং পরে তৎসহ যেন নমাজ পড়ে।"—আবুদা দারমী।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, যখন তোমাদের কেহ নমাজ পড়ে তখন যেন সে স্বীয় পাদুকাদ্বয় আপন দক্ষিণ ভাগে না রাখে, এবং তাহার বাম ভাগে কেহ থাকিলে স্বীয় বামভাগেও না রাখে, তাহা হইলে আপনাকে ছাড়া অন্য

---

* "নমাজ গৃহীত হয় না" অর্থাৎ তদবস্থায় নমাজ পড়িলে পূর্ণ ফল লাভ হয় না।

† সদোল শিবিকা ইত্যাদির আচ্ছাদন বিশেষ।

‡ ইনি হেসানের ভ্রাতুষ্পুত্র হজরতের সহচর ছিলেন। ইনি জেরুজিলামে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন।

জানের দক্ষিণ ভাগে রাখা হইবে। তাহা যেন পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখে, অথবা তৎসংযুক্ত হইয়া যেন নমাজ পড়ে।"—আবুদা।

[এব্‌ন মাজ্‌—এই কথায় নয়, এই মর্ম্মে বলিয়াছেন।]

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—একদা আমি প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দরমার উপর নমাজ পড়িতে দেখিয়াছিলাম, এবং তিনি তদুপরি সেজ্‌দা করিতেছিলেন *। অন্য উক্তিতে ;—আমি দেখিয়াছিলাম যে, তিনি আলম্বিত ভাবে এক বস্ত্র পরিধানে নমাজ পড়িতেছেন।—মো।

শোওয়বের পুত্র ওমরের উক্তি † ;—আমি প্রেরিত পুরুষকে কখন শূন্যপদে, কখন পাদুকাপরিধানে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছি।—আবুদা।

মন্‌কন্দরের পুত্র মোহম্মদের উক্তি ‡ ;—আমাদের সঙ্গে জাবের § এক এজার পরিধানে নমাজ পড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বীয় গলদেশের দিকে বাঁধিয়াছিলেন, ‖ এবং তাঁহার বস্ত্র সকল তেপায়ার উপর স্থাপিত ছিল। তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলে, "আপনি কি এক এজার পরিয়া নমাজ পড়েন?" তখন তিনি বলেন, "তোমার ন্যায় আমাকে যেন লোকে নির্ব্বোধ দেখে এজন্য এরূপ করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন নহে। হজরতের বিদ্যমানতাকালে (নমাজের সময়) আমাদের মধ্যে কাহার দুই বস্ত্র ছিল? ¶।"—বো।

আবুকাবের উক্তি ** ;—এক বস্ত্র পরিধানে নমাজ পড়া বিধি আছে, আমরা হজরতের সঙ্গে সেইরূপ করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগকে দোষ দেওয়া হইত না। এব্‌ন মসউদ বলিয়াছেন, "বস্ত্রের অল্পতার সময়ে এরূপ হইত, এতদ্ভিন্ন নহে।"—আহ।

---

* এতদ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অনাবৃত ভূতলে নমাজ পড়া বিধি নয়।

† ওমর স্বীয় পিতা শোওয়ব হইতে, শোওয়ব আপন পিতা হইতে এই হদিস শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন।

‡ ইনি এক জন পরবর্ত্তী অনুগামী লোক ছিলেন।

§ জাবের অবদোল্লা আন্‌সারীর পুত্র হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

‖ এক প্রকার এজার আছে যে, তাহা কটিদেশ হইতে পরিধান করা হয়। এজার নামক অন্য বিধ বস্ত্র আছে যে, তদ্দ্বারা গলদেশ হইতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হয়। জাবের সেই বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া নমাজ পড়িতেন।

¶ হজরতের বিদ্যমানতাসময়ে তাঁহার সকল সহচর প্রায় এক বস্ত্র আচ্ছাদনেই নমাজ পড়িতেন। বস্ত্রের অল্পতা তাহার কারণ বলিতে হইবে। পরে ধনসম্পদ্‌ হইলে তাঁহারা দুই বস্ত্র পরিয়া নমাজ পড়িতেন। যুগ্ম বস্ত্র পরিয়া নমাজ পড়াতেই ভাল দেখায়।

** ইনি হজরতের প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত সহচর। ইনি প্রত্যাদেশলেখক ও কোরাণ আবৃত্তিকারী

ব্যবধান *।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌নওমরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ ইদোৎসবের ননাজক্ষেত্রে উষাকালে যাইতেন, তাঁহার অগ্রে লগুড়বিশেষ বাহিত হইত, এবং তাহা নমাজক্ষেত্রে হজরতের সম্মুখভাগে প্রোথিত করা যাইত, পরে তদভিমুখে তিনি নমাজ পড়িতেন।—বো।

আবুজহিফার উক্তি † ;—মক্কার অন্তর্গত আবতহা প্রান্তরে লোহিত চর্ম্মের তাঁবুর ভিতরে আমি হজরত মোহম্মদকে দর্শন করিয়াছিলাম, ‡ এবং বেলালকে দেখিয়াছিলাম যে, হজরতের অজুর অবশিষ্ট জল ধারণ করিয়া আছেন, এবং জনসমূহকে দেখিয়াছিলাম যে, সেই অজুর জলের জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে। পরে যে ব্যক্তি তাহার কিছু পাইয়াছে সে তাহা (কল্যাণজনক পুণ্যবারি বলিয়া) অঙ্গে ম্রক্ষণ করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি তাহা লাভে বঞ্চিত হইয়াছে সে সেই জলস্পৃষ্ট আপন সঙ্গীর আর্দ্র হস্ত স্পর্শ করিয়াছে। তৎপর বেলালকে দেখিয়াছিলাম যে তিনি লগুড় বিশেষ ধারণ করিলেন, পরে তাহা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন, এবং হজরত (রেখাযুক্ত) লোহিত পরিচ্ছদ পরিধানে বাহির হইলেন, এবং মণ্ডলীসহ সেই যষ্টির অভিমুখে দুই রক্‌অত নমাজ পড়িলেন. এবং দেখিয়াছিলাম যে লোক জন ও পশু সকল সেই যষ্টির অপর পার্শ্ব দিয়া গমনাগমন করিতেছে।—উভয়।

এব্‌নওমর হইতে নাফেয়ার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ আপন বাহন উষ্ট্রকে আবরণস্বরূপ করিয়া তদভিমুখে নমাজ পড়িতেন।—উভয়।

ছিলেন। ইঁহার বহু খ্যাতি। ওমর ইঁহাকে সৈয়দোল্‌ মোস্‌লমিন (মোসলমানদিগের দলপতি) বলিতেন।

* নমাজভূমিতে নমাজকারীর সম্মুখভাগে প্রাচীর বা স্তম্ভ কিংবা যষ্টি অথবা অন্য কিছু থাকে, তাহাকে ব্যবধান বলে। নমাজের সময় বিশেষতঃ সেজ্‌দার সময় অন্য লোক তাহা দেখিয়া সেই ব্যবধানের অপর পার্শ্ব দিয়া গমন করেন। এইরূপ ব্যবধান ন্যূন কল্পে এক হস্ত দীর্ঘ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ স্থূল হওয়া আবশ্যক।

† ইনি হজরতের এক জন বালক সহচর ছিলেন। হজরতের পরলোকযাত্রার সময়েও ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহার অনেক বিষয় ইহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, এবং অনেক ব্যাপার ইনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। পরে বিশ্বাসীদিগের নেতা আলি ইঁহাকে কুফানগরে কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

‡ মক্কা নগরের সন্নিহিত মেনা পর্ব্বতের পথে যে এক প্রান্তর বিদ্যমান, তাহাকে আবৎহা বলে। এই কারণে মক্কা নগরকে আবৎহা এবং হজরতকে আবৎহী বলিয়া থাকে। সেই প্রান্তর বৎহা ও মহসব নামেও উক্ত হয়।

[এস্থলে বোখারী এই কথা অতিরিক্ত বলিয়াছেন ;—আমি (নাফেয়া) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অনন্তর আপনি কি দেখিয়াছেন যে, উষ্ট্র বাহিরে চলিয়া গেলে (কি হইত ?) তিনি (ওমর) বলিয়াছিলেন, "তখন উষ্ট্রের গদি বিপরীতভাবে স্থাপন করিয়া সৎসংলগ্ন কাষ্ঠ খণ্ডের অভিমুখে তিনি নমাজ পড়িতেন।"]

ওবেদোল্লার পুত্র তল্‌হার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ আপনার সম্মুখভাগে যখন ব্যবধানরূপ রহল * স্থাপন করে, তখন সে যেন নমাজ পড়ে, তখন লোক যাইবার যেন আশঙ্কা না করে।"—মো।

আবুজোহয়মের উক্তি † ;—হজরত বলিয়াছেন, "যদি গমনকারী লোক জানিত তাহার সম্মুখে যে মোসল্লা (নমাজের স্থান) আছে তাহাতে কি বিদ্যমান, তবে সে সম্মুখে চলিয়া যাওয়া অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণের জন্য অবশ্য চল্লিশ বিলম্ব করিত।" তখন আবুনজর বলিলেন, "ইহা বুঝিতে পারিলাম না।" হজরত বলিলেন, "চল্লিশ অর্থে চল্লিশ দিন বা চল্লিশ মাস কিংবা চল্লিশ বৎসর।"—উভয়।

আবুসয়িদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ এমন কোন বস্তু সম্মুখে রাখিয়া নমাজ পড়ে যে লোকের পক্ষে অন্তরাল হয়, তখন কোন ব্যক্তি তোমাদের ও তাহার মধ্য স্থান দিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাহাকে অবশ্য নিবারণ করিবে। সে অগ্রাহ্য করিলে বলপূর্ব্বক তাহাকে দূর করিবে, সে শয়তান ভিন্ন নহে।"—মো, [এই মর্ম্মে বোখারি।]

আবুহোরয়রার উক্ত ;—হজরত বলিয়াছেন. "স্ত্রীলোক, গর্দ্দভ, কুকুর ‡ নমাজ ভঙ্গ করিয়া থাকে। রহলের অন্তরাল ইহার বাধা জন্মায়।"—মো।

আয়শার উক্তি ;—রাত্রিতে হজরত নমাজ পড়িতেন, আমি শয়নাবস্থায় শবের ব্যবধানের ন্যায় কেব্‌লা ও তাঁহার মধ্যে অন্তরাল হইতাম।—উভয়।

এব্‌নঅব্বাসের উক্তি ;—একদা আমি গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই সময়ে আমার যৌবনের প্রথম অবস্থা, হজরত মোহম্মদ মণ্ডলী সহ

---

* পুস্তক স্থাপন করিয়া পাঠ করিবার জন্য পরস্পর সংলগ্ন দুইটি কাষ্ঠফলকবিশেষকে রহল বলে।

† ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ও আবুকাবের ভাগিনেয় ছিলেন। মাবিয়ার কর্ত্তৃত্ব কাল পর্য্যন্ত ইনি জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

‡ নমাজ ভঙ্গ কারর অর্থ নমাজে নমঃসংযোগের ব্যাঘাত করা, মনঃসংযোগই নমাজের প্রাণ। এই তিন বস্তু নমাজে মনঃসংযোগে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত করে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের অত্যাসক্তি বশতঃ স্ত্রীলোক নমাজের বিঘ্নকর বলা হইয়াছে। কুকুর অপবিত্র এবং গর্দ্দভ শয়তানের সহচর বলিয়া প্রসিদ্ধ, গর্দ্দভের শব্দ শুনিলে শয়তান হইতে ঈশ্বরের আশ্রয় লইবার বিধি আছে। এজন্য এ দুইও নমাজের বিঘ্নজনক।

মেনাতে * অন্তরালবিহীন হইয়া নমাজ পড়িতেছিলেন, তখন আমি উপাসকমণ্ডলীর কোন শ্রেণীর সম্মুখ ভাগে গেলাম, গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, এবং উপাসকদিগের শ্রেণীভুক্ত হইলাম। কেহ আমার সম্বন্ধে ইহা অবৈধ মনে করে নাই।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ নমাজ পড়িবে তখন যেন নিজের সম্মুখভাগে কিছু স্থাপন করে, যদি কিছু না থাকে তবে স্বীয় যষ্টি স্থাপন করিবে, পরন্তু যদি সঙ্গে যষ্টি না থাকে তবে যেন একটি রেখাপাত করে। তৎপর তাহার সম্মুখ দিয়া কিছু চলিয়া গেলে ক্ষতি করিবে না।"—এব্‌নমা, আবুদা।

সহলের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোরাদেব কেহ ব্যবধানেব অভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়িবে তখন যেন সে সম্ভবতঃ তাহার নিকটবর্ত্তী থাকে, তাহা হইলে শয়তান তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহার নমাজকে (প্ররোচনাযোগে) ভঙ্গ করিবে না।"—আবুদা।

মেক্‌দাদের উক্তি ;—কাষ্ঠখণ্ডের দিকে ও স্তম্ভের দিকে ও বৃক্ষের দিকে সেই সমস্তকে দক্ষিণে বা বামে না রাখিয়া হজরতকে নমাজ পড়িতে আমি দেখি নাই। তিনি সেই সকলকে কোনরূপ লক্ষ্যস্থলে আনয়ন করেন নাই †।

অব্বাসের পুত্র ফজলের উক্তি ;—একদা আমরা আমাদের প্রান্তরে ছিলাম, হজরত অব্বাসকে সঙ্গে করিয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। পরে প্রান্তরেই নমাজ পড়িলেন। তাঁহার সম্মুখে কোন ব্যবধান ছিল না, এবং আমাদের গর্দ্দভ ও কুকুর তাঁহার সম্মুখভাগে ক্রীড়া কুর্দ্দন করিতেছিল, তিনি তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন নাই ‡।—আবুদা, নেসায়ী তদনুরূপ।

---

* এই স্থান মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে।

† বৃক্ষাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া নমাজ পড়িলে পৌত্তলিকতার আশঙ্কা হয়।

‡ আরব্য লোকদিগের এরূপ রীতি যে, নগর হইতে কোথাও যাত্রা করিলে প্রথমতঃ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া পটমণ্ডপ স্থাপন পূর্ব্বক কিছু দিন স্থিতি করে। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাসের জন্য এক এক প্রান্তরের এক এক স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তখন হজরত মোহম্মদ অব্বাসের পরিবারের নির্দ্দিষ্ট প্রান্তরে আসিয়াছিলেন। সেই প্রান্তরে ব্যবধান স্থাপন না করিয়া হজরত নমাজ পড়িয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গম্য পথেই ব্যবধান স্থাপন করিতে হয় ; প্রসারিত প্রান্তরে নয়।

আবুসয়িদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নমাজকারীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া কোন বস্তু নমাজ ভঙ্গ করে না, নমাজে মনঃসংযোগে বাধা দেয়, এজন্য এমন লোককে বাধা দাও, যেহেতু সে শয়তান ভিন্ন নহে।"—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—আমি প্রেরিত পুরুষের সম্মুখভাগে শয়ন করিতাম, আমার পদদ্বয় তাঁহার কেব্‌লার দিকে থাকিত। যখন তিনি নমস্কার করিতে উদ্যত হইতেন তখন আমাকে ইঙ্গিত করিতেন, আমি নিজের চরণ সঙ্কোচ করিয়া লইতাম, এবং যখন তিনি দণ্ডায়মান হইতেন তখন আমি তাহা প্রসারণ করিতাম। অপিচ বলিয়াছেন, তখন গৃহে আলোক থাকিত না।—উভয়।

আবু হারয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "সম্মুখ দিয়া গমন করিলে স্বীয় ভ্রাতার নমাজের প্রতিবন্ধক হওয়ায় যে অপরাধ হয়, হায়! যদি তোমাদের কেহ জানিত, ভাল ছিল। নিশ্চয় সেই পদস্থাপন অপেক্ষা তাহার শত বৎসর দণ্ডায়মান থাকা শ্রেয়ঃ"—এব্‌নমা।

কাব আহবারের উক্তি ;—মোসল্লার (নমাজের স্থানের) সম্মুখ দিয়া গমনকারী যদি জানিত যে, তাহাতে কি (অপরাধ) হয় ভাল ছিল, সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া সত্যই সে আপন কল্যাণ সহ ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। [অন্য উক্তিতে কল্যাণ সহ স্থলে তাহার পক্ষে (ভূগর্ভ) সহজ হয়।]

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ ব্যবধানহীন হইয়া নমাজ পড়ে, সত্যই তখন গর্দ্দভ, শূকর, ইহুদি, অগ্নির বা চন্দ্র সূর্য্যের উপাসক, ও স্ত্রীলোক সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া সেই নমাজ ভঙ্গ করে। যখন সম্মুখ দিয়া তাহারা গমন করে তখন প্রস্তর নিক্ষেপ করাতে তাহার প্রতীকার হয়।"—আবুদা।

নমাজের প্রণালী।

(বাহ্যিক প্রক্রিয়া)

প্রথম অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—এক ব্যক্তি মস্‌জেদে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং হজরত মোহম্মদ মস্‌জেদের এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তখন সে নমাজ পড়িল, তৎপর

হজরতের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সলাম করিল। হজরত "আলয়কাস্‌সলাম" বলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "যাও, নমাজ পড়, যেহেতু তুমি নমাজ পড় নাই।" তখন সে ফিরিয়া গিয়া নমাজ পড়িল। তৎপর আসিয়া সে হজরতকে সলাম করিল। হজরত সলাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় বলিলেন, "যাও নমাজ পড়, যেহেতু তুমি নমাজ পড় নাই।" এইরূপ তৃতীয়বার হইলে বা তাহার পর (চতুর্থ বার) হইলে সে বলে, "প্রেরিতপুরুষ, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।" তখন তিনি বলিলেন, "যখন তুমি নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইবে তখন সম্যক্‌রূপে অজু করিবে। তৎপর কেব্‌লার অভিমুখীন হইবে, অবশেষে তক্‌বির (আল্লাহো আক্‌বর) বলিবে, তৎপর কোরাণের যাহা তোমার সম্বন্ধে সহজ তাহা পাঠ করিবে *। তাহার পর রকু করিবে, † এতদূর পর্য্যন্ত যে রকুর ভাবে স্থির থাকিবে, তৎপর আপনাকে উন্নমিত করিবে, এতদূর যে সোজা দণ্ডায়মান থাকিবে। তদনন্তর নমস্কার করিবে, এতদূর যে নমস্কারে স্থিরতা অবলম্বন করিবে। তৎপর মস্তক উত্তোলন করিয়া বসিবে, এতদূর যে স্থিরভাবে বসিবে। তদনন্তর নমস্কার করিবে, এতদূর যে নমস্কারে স্থিরতা অবলম্বন করিবে। অনন্তর মস্তক উত্তোলন করিবে, এতদূর যে স্থিরভাবে বসিবে।" অপর উক্তিতে "তৎপর আপনাকে উন্নমিত করিবে, এতদূর যে দণ্ডায়মানে সোজা থাকিবে। তৎপর স্বীয় নমাজে তুমি এইরূপ সমুদায় আচরণ করিবে।"—উভয়।

আয়াশার উক্তি ;—হজরত তক্‌বির ও "অল্‌হম্‌দো রব্বোল্‌ আলমিন্‌" পাঠ সহকারে নমাজ আরম্ভ করিতেন, এবং যখন তিনি রকু করিতেন, তখন তাঁহার মস্তক উন্নত হইত না ও অবনতও হইত না, কিন্তু ইহার মধ্যমাবস্থায় থাকিত ; এবং যখন তিনি রকু হইতে স্বীয় মস্তক উন্নমিত করিতেন, সোজা দণ্ডায়মান না হওয়া পর্য্যন্ত নমস্কারে প্রবৃত্ত হইতেন না ; এবং যখন তিনি নমস্কার হইতে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিতেন, সরল ভাবে না বসা পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার নমস্কার করিতেন না। অপিচ তিনি প্রত্যেক দুই রকুর মধ্যে "অত্তহয়াত" পড়িতেন, এবং তিনি বামপদ পাতিত দক্ষিণ পদ স্থাপিত করিতেন। তিনি "ওক্‌বেশ্‌শয়তান" বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন, ‡ এবং পশুরা যেরূপ হস্ত প্রসারণ করে, সেইরূপ হস্ত প্রসারণ করিতে তিনি লোকদিগকে নিবারণ করিয়াছেন। তস্‌লিম সহকারে তিনি নমাজ সমাপ্ত করিতেন।—মো।

---

* ফাতেহার কলেমা সচরাচর নমাজের প্রথমে পঠিত হয়।

† নমাজের এক অঙ্গ সমাপ্ত হইলে যে মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ অবনমন করা হয় তাহাকে রকু বলে। নমাজের এক এক ভাগের নাম রকয়ত।

‡ উভয় নিতম্ব ভূতলে স্থাপন ও পদদ্বয় উন্নমন এবং হস্তদ্বয় ভূতলে স্থাপন করিয়া কুকুরের ন্যায় উপবেশন করাকে ওক্‌বেশ্‌ শয়তান বলে।

আবু হমিদোস্‌সায়িদীর উক্তি * ;—আমি হজরতের একদল সহচরকে বলিয়াছিলাম যে, হজরতের নমাজের প্রণালী আমি তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তাঁহাকে দেখিয়াছি যে, যখন তিনি তক্‌বির বলিতেন, তখন স্বীয় উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া উভয় স্কন্ধদেশের সম্মুখভাগে ধারণ করিতেন : যখন রকু করিতেন তখন আপন উভয় হস্ত উভয় জঙ্ঘাদেশে স্থাপিত রাখিতেন, তৎপর পৃষ্ঠদেশকে বক্র করিতেন। অনন্তর যখন মস্তক উত্তোলন করিতেন যে পর্য্যন্ত সমুদায় পৃষ্ঠাস্থি যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত না হইত সোজা থাকিতেন। অনন্তর যখন নমস্কার করিতেন তখন স্বীয় হস্তদ্বয় অপ্রসারিত ভাবে রাখিতেন ও তাহা পরস্পর জড়াইয়া রাখিতেন না, এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলীশ্রেণী কেব্‌লাভিমুখে স্থাপিত করিতেন। পরে যখন রকঅতদ্বয়ের মধ্যে উপবিষ্ট হইতেন তখন স্বীয় বামপদের উপর ভর করিয়া বসিতেন, দক্ষিণ পদ উন্নমিত রাখিতেন। পরিশেষে শেষ রকঅতে যখন বসিতেন তখন স্বীয় বামপদ সম্মুখভাগে রাখিতেন, এবং অপর পদ উন্নমিত করিতেন ও আপন আসনে বসিতেন।—বো।

এব্‌নওমরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ নমাজ আরম্ভ করিবার সময় স্বীয় উভয় হস্ত স্বীয় উভয় স্কন্ধদেশের সম্মুখ ভাগে উত্তোলন করিতেন, এবং যখন রকুর নিমিত্ত তক্‌বির বলিতেন, এবং রকু হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেন তখনও উভয় হস্তকে তদ্রূপ উঠাইতেন, এবং বলিতেন "সমেয়াল্লাহো লেমন্ হমদহো, রব্বণা লকাআল্‌-হম্‌দো †;" এবং নমস্কার সকলের মধ্যে এরূপ করিতেন না।—উভয়।

এব্‌নওমরের দাস নাফেয়ার উক্তি ;—এব্‌নওমর যখন নমাজে প্রবৃত্ত হইতেন তখন তক্‌বির বলিতেন ও স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন, এবং যখন "সমেয়াল্লাহো লেমন্ হম্‌দোহো" বলিতেন তখনও দুই হাত উঠাইতেন, এবং যখন রকুদ্বয় হইতে দণ্ডায়মান হইতেন তখনও দুই হাত তুলিতেন। এব্‌নওমর ইহাকে হজরতের সঙ্গে যোগ করিয়াছেন ‡।—বো।

হবিরসের পুত্র মালেকের উক্তি ;—হজরত যখন তক্‌বির বলিতেন তখন এতদূর হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন যে, স্বীয় কর্ণদ্বয়ের সম্মুখে লইয়া যাইতেন, এবং রকু হইতে যখন মস্তক উত্তোলন করিতেন তখন বলিতেন, "সমেয়াল্লাহো লেমন্, হম্‌দোহো,"

---

* ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর, আন্‌সার দলস্থ সায়েদকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সম্পর্কগত নাম ও প্রকৃত নামবিষয়ে মতভেদ আছে। হজরতের সহচরমণ্ডলীর মধ্যে ইনি অবদোর্ রহমাণ নামে পরিচিত। নমাজসম্বন্ধীয় ইঁহার হদিস অতিশয় প্রামাণ্য। ইনি বহু হদিসের বক্তা।

† অর্থাৎ ঈশ্বর শ্রবণ করিয়াছেন যে ব্যক্তি তাঁহার গুণানুবাদ করিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক, সম্যক্ প্রশংসা তোমারই।

‡ অর্থাৎ এব্‌ন ওমর বলিয়াছেন যে, হজরত এরূপ করিয়াছেন।

তিনি ঈদৃশ (উভয় হস্ত উত্তোলন) করিতেন। অন্য উক্তিতে;—তিনি উভয় হস্তকে উভয় কর্ণের উপর সম্মুখভাগে উত্তোলন করিতেন *।—উভয়।

উক্ত মালেকের উক্তি হইতে;—তিনি হজরতকে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন। যখন নমাজ হইতে প্রথম ও তৃতীয় রকঅতে বসিতেন, যে পর্য্যন্ত সরলভাবে বসা না হইত সে পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইতেন না † —উভয়।

হজরাণার পুত্র ওয়ায়েল হইতে ‡;—তিনি হজরতকে দেখিয়াছিলেন যে, নমাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া তকবির বলিয়াছেন. তৎপর স্বীয় বস্ত্র দ্বারা তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তদনন্তর স্বীয় দক্ষিণ কর বাম করের উপর স্থাপন করিয়াছেন। অবশেষে যখন রকু সম্পাদনে ইচ্ছু হইয়াছেন তখন বস্ত্রান্তর হইতে স্বীয় হস্তদ্বয় বাহির করিয়াছেন। তৎপর তাহা উঠাইয়াছেন, "এবং আল্লাহো আকবর" বলিয়াছেন, পরে রকু সম্পাদন করিয়াছেন। অনন্তর যখন "সমেয়াল্লাহো লেমন্ হমদাহো" বলিয়াছেন, তখন হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন, অনন্তব যখন সেজ্‌দা (নমস্কার) করিয়াছেন, তখন উভয় কবতবের মধ্যস্থলে প্রণত হইয়াছেন।—মো।

সাদের পুত্র সহলের উক্তি §;—লোকে নমাজের সময়ে আদিষ্ট হয় যেন সে তাহার দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের উপর স্থাপন করে।—বো।

আবুহোরয়রার উক্তি;—যখন হজরত নমাজে প্রবৃত্ত হইতেন, দণ্ডায়মান হইবার সময় "আল্লাহো আকবর" বলিতেন, তৎপর রকুর সময় "আল্লাহো আকবর" বলিতেন, তদনন্তর রকু হইতে স্বীয় কটীদেশ উন্নমিত করিবার সময় "সমেয়াল্লাহো লেমন্ হমদোহো" বলিতেন, তৎপর দণ্ডায়মানের অবস্থায় বলিতেন, "রব্বানা লকাআল্‌হমদো," তৎপর অবনত হইবার সময় তকবির বলিতেন, তদনন্তর স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিবার সময় তকবির বলিতেন, তৎপর নমস্কার করিবার সময় তকবির বলিতেন, তদনন্তর স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিবার সময় তকবির বলিতেন. তৎপর যে পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হয় সমগ্র নমাজে এই প্রকার আচরণ করিতেন, এবং দুই রকঅত নমাজান্তে উপবেশ-

---

* হস্ত উত্তোলনাদি প্রণালীবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন হদিসে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। হজরতের এক এক জন সহচর এক এক প্রকার বলিয়াছেন, এক এক জন এক এক প্রকার দর্শন করিয়াছেন। বোধ হয় পূর্ব্বে এক সহচর যেরূপ প্রণালী দেখিয়াছিলেন, পরে সেই প্রণালী খণ্ডিত হয়, অন্য সহচর অন্য প্রণালী দেখিয়াছিলেন। প্রথমে তদ্রূপ হস্ত উত্তোলন হইত, পরে তাহা রহিত হয়।

† এই উপবেশন নমাজান্তে বিশ্রামের জন্য। এইরূপ বসিয়া পরে মৃত্তিকার উপর দুই হস্তে ভর দিয়া হজরত দণ্ডায়মান হইতেন।

‡ ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর। এই ওয়ায়েল এয়মন প্রদেশের এক জন রাজা ছিলেন। হজরতের নিকট ইঁহার অত্যন্ত সম্মান ছিল।

§ ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

নের পর দণ্ডায়মান হইবার সময় "আল্লাহো আক্‌বর" বলিতেন।—উভয়।

আবেদের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন যে, "একান্ত আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ নমাজ।" —মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হমিদোস্‌সায়েদী হইতে;—তিনি হজরত মোহম্মদের দশ জন সহচরের সধ্যে বলিয়াছিলেন যে, "আমি হজরতের নমাজপ্রণালীবিষয়ে তোমাদের অপেক্ষা সমধিক জ্ঞাত।" তাহাতে তাঁহারা বলেন, "তবে ব্যক্ত কর।" তখন তিনি বলেন—"যখন হজরত নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইতেন তখন স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া তাহা উভয় স্কন্ধদেশের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত ধারণ করিতেন, তৎপর তক্‌বির (আল্লাহো আক্‌বর) বলিতেন, তদনন্তর পাঠ করিতেন *। তৎপর তক্‌বির বলিতেন, এবং আপন করদ্বয় স্বীয় স্কন্ধদেশের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিতেন। তদনন্তর রকু করিতেন, এবং উভয় করতল উভয় জানুদেশের উপর রাখিতেন। তৎপর সরলভাবে স্থিতি করিতেন, তখন স্বীয় মস্তক অবনমন ও উন্নমন করিতেন না। তৎপর মস্তক উত্তোলন করিতেন। তখন "সমেয়াল্লাহো লেমন্ হম্‌দোহো" বলিতেন। তদনন্তর হস্তদ্বয় স্কন্ধদেশের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত সরলভাবে উন্নমিত করিতেন। তৎপর "আল্লাহো আক্‌বর" বলিতেন। তদনন্তর ভূমির দিকে নমস্কারের ভাবে অবনত হইতেন তখন স্বীয় হস্তদ্বয় আপন পার্শ্বদেশ হইতে বিশ্লিষ্ট করিতেন, এবং স্বীয় পদদ্বয়ের অঙ্গুলি সকল উন্মুক্ত করিতেন। তদনন্তর স্বীয় মস্তক উত্তোলন এবং স্বীয় বাম পদ বক্রভাবে স্থাপন করিতেন, তখন তদুপরি ভর করিয়া উপবিষ্ট হইতেন। তৎপর সরলভাবে বসিতেন, এতদূর পর্য্যন্ত যে সমুদায় পৃষ্ঠাস্থি সরলভাবে স্ব স্ব স্থানে পুনর্যুক্ত হইত। তদনন্তর নমস্কার করিতেন। তৎপর "আল্লাহো আক্‌বর" বলিতেন ও আপন মস্তক উত্তোলন এবং স্বীয় বাম পদ বক্রভাবে স্থাপন করিতেন। তখন তদুপরি উপবিষ্ট হইতেন। তৎপর সরলভাবে এতদূর স্থিতি করিতেন যে, সমুদায় অস্থি স্ব স্ব স্থানে পুনর্যুক্ত হইত। তদনন্তর দণ্ডায়মান হইতেন। তৎপর দ্বিতীয় রকৃঅতে (নমাজের দ্বিতীয় অঙ্গে) এইরূপ আচরণ করিতেন। তদনন্তর যখন দুই রকৃঅত সমাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তক্‌বির বলিতেন, এবং আপন হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া উভয় স্কন্ধের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত ধারণ করিতেন। তদনন্তর স্বীয় অবশিষ্ট

---

* ফাতেহার স্তোত্র প্রার্থনাদি।

নমাজে এইরূপ কার্য্য করিতেন। যাহাতে "তস্‌লিম" (সলাম করা) হয়, যখন সেই নমস্কার হইত, তখন তিনি স্বীয় বাম পদ বাহির করিতেন, এবং নিতম্বের বাম ভাগে ভর করিয়া বসিতেন। তৎপর তস্‌লিম করিতেন।" তাঁহারা (হজরতের দশ পারিষদ) বলিলেন, "তুমি সত্য বলিয়াছ, হজরত এই প্রণালীতেই নমাজ পড়িতেন।"—আবুদা, দারমি।

[তরমোজি ও এব্‌নমাজ ইহার মর্ম্ম বলিয়াছেন, এবং তরমোজি বলিয়াছেন যে, এই হদিস হসন সহিহ। আবু দাউদের বর্ণনায় আবু সয়িদের হদিস এইরূপ বিবৃত হইয়াছে;—"তৎপর তিনি রকু করিতেন, পরে স্বীয় হস্তদ্বয় স্বীয় জানুদ্বয়ের উপর স্থাপন করিতেন যেন উহা ধরিয়া রাখা হইত, স্বীয় হস্তদ্বয়কে ধনুর্গুণের ন্যায় করিতেন, তখন আপনার উভয় পার্শ্বদেশ হইতে তাহা বিশ্লিষ্ট করিতেন।" এবং বলিয়াছেন, "তৎপর নমস্কার করিতেন, স্বীয় নাসিকা ও ললাটদেশ ভূমিতে সংলগ্ন করিতেন, * এবং আপনার পার্শ্বদেশ হইতে স্বীয় হস্তদ্বয় বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার উভয় করতল স্বীয় স্কন্ধদ্বয়ের সম্মুখভাগে রাখিতেন, এবং যে পর্য্যন্ত (নমস্কার দ্বয় হইতে) অবসর গ্রহণ না করিতেন সে পর্য্যন্ত স্বীয় জঙ্ঘাদ্বয়ের কিছুর উপরে ভর না করিয়া উদর বিশ্লিষ্ট রাখিতেন। তৎপর বসিতেন, তখন স্বীয় বাম পদ পাতিত করিয়া তাহার অগ্রভাগে দক্ষিণ পদের মধ্যভাগ রাখিতেন এবং আপনার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ জানুর উপর ও বাম হস্ত বাম জানুর উপর স্থাপন করিতেন। সাক্ষ্যদানের বচন পাঠের সময় স্বীয় অঙ্গুষ্ঠযোগে ইঙ্গিত করিতেন †।" আবু দাউদের অপর উক্তিতেও এইরূপ বর্ণিত। "এবং দুই রকুঅতের মধ্যে যখন বসিতেন তখন বাম পদের মধ্যভাগে

---

* এতদ্দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, ললাট ও নাসিকা যোগে নমস্কার করিতে হয়। হজরত মোহম্মদ এই প্রণালীতেই নমস্কার করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন হদিসে ইহার অনুকূল ও প্রতিকূল মত দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও নমস্কার কালে ললাট ও নাসিকা ভূতলে সংলগ্ন করার বিধি, কোথাও বা ললাটমাত্র ভূমিতে সংস্পৃষ্ট করার কথা। কোথাও সপ্ত অঙ্গ কোথাও সপ্ত অস্থিযোগে নমস্কারের উল্লেখ আছে। উভয় সহিহ হদিসে ললাটস্থলে মুখমণ্ডল উল্লিখিত নমস্কারের অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে; সপ্ত অঙ্গ এই;—মুখমণ্ডল, উভয় হস্ত ও উভয় জঙ্ঘা এবং উভয় পদ।

† "আশহদো আন্‌ লা এলাহ এল্লেলাহ" অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, এই ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই। ইহাকে সাক্ষ্যদানের বচন বলে। এই বচনপাঠের সময় অঙ্গুষ্ঠযোগে ইঙ্গিত করিতে হয়। আরব্য ভাষায় অঙ্গুষ্ঠকে অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলিকে "সব্‌বাবা" বলে। সব্‌ব শব্দের অর্থ গালি, পৌত্তলিকতার সময় আরব্য লোকেরা গালি দানের সময় এই বৃদ্ধাঙ্গুলি যোগে ইঙ্গিত করিত। কিন্তু আরবে এস্‌লাম ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর ইহার নাম "মস্‌বাহা" হয়। মস্‌বাহ শব্দের অর্থ গুণানুবাদকারী। তসবিহ অর্থাৎ স্তোত্রের সময় অঙ্গুষ্ঠ যোগে ইঙ্গিত হয়।

ভর দিয়া বসিতেন, এবং দক্ষিণ পদ উন্নমিত করিতেন। যখন তিনি নমাজের চতুর্থ অঙ্গে উপস্থিত হইতেন তখন বাম নিতম্বযোগে ভূমির দিকে ঝুঁকিয়া উভয় চরণকে এক পার্শ্ব হইতে বাহির করিতেন।"]

হোজ্‌রাণার পুত্র ওয়ায়েলের উক্তি ;—আমি দেখিয়াছি যে, হজরত মোহম্মদ নমাজে দণ্ডায়মান হইবার সময় আপন হস্তদ্বয় যেন স্কন্ধদেশের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়াছেন, এবং স্বীয় অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কর্ণদ্বয়ের সম্মুখীন করিয়াছেন, তৎপর "আল্লাহো আক্‌বর" বলিয়াছেন।—আবুদা।

[আবু দাউদের উক্তিতে এরূপও আছে যে, "অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কর্ণদ্বয়ের সম্মুখীন করিয়াছেন।"]

রাফেয়ার পুত্র রেফায়ার উক্তি * ;—এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া মস্‌জেদে নমাজ পড়েন, তৎপর আসিয়া হজরতকে সলাম করেন। তখন তিনি বলেন, "তুমি পুনর্ব্বার নমাজ পড়, যেহেতু তোমার নমাজ পড়া হয় নাই।" তখন সে বলে, "প্রেরিতপুরুষ, আমি কেমন করিয়া নমাজ পড়িব, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।" তাহাতে তিনি বলেন, "যখন তুমি কেব্‌লার অভিমুখীন হইবে, তখন 'তক্‌বির' বলিবে, তৎপর কোরাণের প্রথম সুরা এবং 'মাশায়া' পড়িবে। পরে যখন তুমি রকু করিবে তখন স্বীয় উভয় করতলকে স্বীয় জানুদ্বয়ের উপরে স্থাপন করিবে, এবং স্বীয় রকুকে স্থিরতর করিয়া স্বীয় পৃষ্ঠদেশকে প্রসারিত করিবে। পরিশেষে যখন তুমি সমুত্থিত হইবে তখন আপন পৃষ্ঠাস্থিকে দাঁড় করাইবে, এবং নিজের মস্তক এতদূর পর্য্যন্ত উন্নমিত করিবে যেন অস্থি সকল তাহাদের সংযোগস্থানে পুনঃ স্থাপিত হয়। পরে যখন নমস্কার করিবে তখন নমস্কারে স্থির রহিবে। অনন্তর যখন নমস্কার হইতে উঠিবে তখন স্বীয় বাম জঙ্ঘার উপর ভর দিয়া বসিবে। তৎপর যে পর্য্যন্ত না স্থিরতা অবলম্বন করিবে সে পর্য্যন্ত প্রত্যেক রকুঅতে ও নমস্কারে এইরূপ আচরণ করিবে।"

[মসাবিহের এই কথা, কিন্তু আবুদাউদ অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তরমোজি ও নেসায়ী এই মর্ম্মে অন্য কথায় ইহাই বলিয়াছেন। অধিচ তরমোজির উক্তিতে এরূপ আছে ;—"যখন তুমি নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতে উদ্যত হইবে তখন ঈশ্বর যেরূপ তোমাকে আদেশ করিয়াছেন তদনুরূপ অজু করিবে। তৎপর সাক্ষ্য দানের বচন পড়িবে, পরে দণ্ডায়মান হইবে। অবশেষে

---

* ইনি হজরতের সহচর, আন্‌সার দলের খজরজবংশসম্ভূত লোক ছিলেন। ইঁহার সম্পর্কগত নাম আবুমাজ (মাজের পিতা)। খজরজ কুল হইতে ইনি সর্ব্ব প্রথমে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি কোন কোন সমরক্ষেত্রে আলির সঙ্গে ছিলেন। ইঁহার এক ভ্রাতার নাম মালেক, অপরের নাম খল্লাদ।

যদি তোমার সঙ্গে কোরাণ গ্রন্থ থাকে পাঠ করিবে, পরে ঈশ্বরের প্রশংসা করিবে ও 'আল্লাহো আকবর ও লাএলাহ এল্লেলাহ' বলিবে, তৎপর রকু করিবে।"]

অব্ব সের পুত্র ফজলের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "দুই দুই বার করিয়া নমাজ হইবে, প্রত্যেক দুই রকআতে তশহোদ (সাক্ষ্য দানের বচন) পড়িবে, এবং বিনম্র হইবে ও কাতরোক্তি করিবে ও দীনতা প্রকাশ করিবে। তৎপর স্বীয় হস্তদ্বয়কে উত্তোলন করিবে। উভয় হস্তকে স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে আপন মুখমণ্ডলকে তাহার মধ্যস্থলে রাখিয়া সম্মুখভাগে উঠাইবে, এবং বলিবে, হে প্রভো, হে প্রভো। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে না, তাহার সেই নমাজ বা সেই ব্যক্তি এইরূপ ও এইরূপ।"—অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত।—তর।

[অন্য উক্তিতে "অনন্তর তাহা ক্ষতিগ্রস্ত।"]

তৃতীয় অধ্যায়।

হারেসের পুত্র সরিফের উক্তি * ;—আমাদিগকে লইয়া আবুদয়িদ খোদরী নমাজ পড়িয়াছিলেন। তিনি নমস্কার হইতে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিবার সময় ও নমস্কার করিবার সময় এবং রকআতদ্বয় হইতে উঠিবার সময় উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহো আকবর" বলিয়াছিলেন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি এইরূপে হজরত মোহম্মদকে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছি।"—বো।

আকরমার উক্তি † ;—আমি মক্কাতে এক জন বৃদ্ধের অনুগমনে নমাজ পড়িয়াছিলাম। তিনি দ্বাবিংশতি বার উচ্চৈঃস্বরে তকবির বলিয়াছিলেন। তখন আমি এব্‌ন অব্বাসকে বলিয়াছিলাম যে, এ ব্যক্তি নির্ব্বোধ। তাহাতে তিনি বলিলেন, "তোমার মাতা তোমা বিহীন হউক, ইহা হজরত মোহম্মদের প্রণালী ‡।"—বো।

হোসেনের পুত্র জয়নোল্‌ আবদিনআলীর পরম্পরাগত উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ নমাজের সময় যখন অবনত ও সমুত্থিত হইতে উদ্যত হইতেন তখন তকবির বলিতেন, যে পর্য্যন্ত তিনি পরলোক প্রাপ্ত না হন সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা এরূপ নমাজ পড়িয়াছেন।—মালে।

---

* ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ পরবর্ত্তী বিশ্বস্ত অনুগামী, ইনি মদিনানগরে কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

† ইনি এব্‌ন অব্বাসের দাস ও মক্কাস্থ এক জন জ্ঞানবান্ লোক ছিলেন।

‡ আরব্যলোকেরা কোন বক্তার উক্তি বিশেষে বিস্ময় প্রকাশ স্থলে "সকল্‌ তাকা ওম্মকা" (তোমার মাতা তোমা বিহীন হউক) বলিয়া থাকে, এবং কোন কার্য্যে তৎ'সনা ও নিবারণ করিতে উদ্যত হইয়া আশীর্ব্বাদের ভাবেও এইরূপ উক্তি করিয়া থাকে। যে বৃদ্ধ পুরুষ এমামের কার্য্য করিয়াছিলেন তিনি হজরতের কনিষ্ঠ সহচর আবুহোরয়রা ছিলেন।

অল্‌কমার উক্তি *;—আমাদিগকে এব্‌নমস্‌উদের পুত্র বলিয়াছিলেন, "তোমাদের সঙ্গে আমি কি হজরতের ন্যায় নমাজ পড়িব না?" পরে তিনি নমাজ পড়িলেন। তিনি উদ্বোধনের তক্‌বির সহ একবার ভিন্ন স্বীয় হস্ত উত্তোলন করেন নাই।—তর, আবুদা, নেসা।

[আবু দাউদ বলিয়াছেন যে, ইহার মর্ম্ম সহিহ নহে।]

আবুহামিদের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ যখন নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইতেন তখন কেব্‌লার দিকে অগ্রসর হইতেন ও স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন, এবং "অল্লাহো আক্‌বর" বলিতেন।—এব্‌নমা।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত আমাদের সঙ্গে মাধ্যাহ্নিক নমাজ পড়িয়াছিলেন। উপাসকদিগের শেষ শ্রেণীতে এক ব্যক্তি ছিল, সে নমাজে ভুল করিয়াছিল। পরে নমাজ সমাপ্ত করিলে হজরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে অমুক, তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় করিতেছ না? কিরূপ নমাজ পড়িয়াছ তুমি কি বুঝিতেছ না? তোমরা দেখিয়াছ যে, এ ব্যক্তি তোমরা যাহা করিয়াছ তাহার কোন বিষয় আমার নিকটে গোপন করিয়াছে, ঈশ্বরের শপথ, অবশ্য আমি আমার সম্মুখ যেরূপ দেখি ও আমার পশ্চাদ্ভাগে কি হয় সেরূপ দেখিয়া থাকি †।—আহ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নমাজে তক্‌বিরের পর যাহা পাঠ হয়।

প্রথম অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ তক্‌বির ও নির্দ্দিষ্ট পাঠের মধ্যে

---

* আল্‌কমা কয়সের পুত্র মালেকের পৌত্র এব্‌নমস্‌উদের বন্ধু মহা জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন। হজরতের অনেক পরোক্ষ অনুগামীর নাম অল্‌কমা ছিল। এই অল্‌কমা এব্‌নমস-উদের বন্ধু। ইনি এব্‌নমস্‌উদ, আবুবেকর, ওমর ও ওস্‌মান হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

† সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগের বিষয় জ্ঞাত হওয়া এই একটী অলৌকিকতা হজরতের ছিল। এরূপ কখন কখন জানিতে পারিতেন, সর্ব্বদা নয়। হজরতের উষ্ট্র যখন হারাইয়া যায়, অনুসন্ধানে তাহা পাওয়া যায় না, তখন কপট লোকেরা বলে, যে মোহম্মদ বলিয়া থাকে, আমি স্বর্গের সংবাদ বলিতেছি, তাহার উষ্ট্র কোথায়, সে কি তাহা জানিতে পায় না? হজরত বলেন, ঈশ্বর না জানাইলে আমি জানিতে পারি না, এখন জানিতেছি উষ্ট্র অমুক স্থানে আছে। কথিত আছে যে, গভীর যোগের অবস্থায় তিনি অনেক গুপ্ত ব্যাপার জানিতে পারিতেন, অন্য অবস্থায় নয়।

নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতেন। আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, আমার জনকজননী আপনার জীবনের জন্য উৎসর্গীকৃত হউক *। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি তক্‌বির ও পাঠের মধ্যে যখন আপনার নিস্তব্ধতা হয়, তখন আপনি মনে মনে কি বলেন? তিনি বলিলেন, "আমি বলিয়া থাকি, হে ঈশ্বর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে তুমি যেমন দূরতা স্থাপন করিয়াছ তদ্রূপ আমার মধ্যে ও আমার পাপপুঞ্জের মধ্যে দূরতা স্থাপন কর। হে ঈশ্বর, যেমন মলিনতা হইতে শুভ্র বস্ত্র মুক্ত, তদ্রূপ আমাকে পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত কর। হে ঈশ্বর, আমার পাপসকলকে তুমি জল ও তুষার এবং হিমশিলা দ্বারা ধৌত কর †।—উভয়।

আলির উক্তি;—হজরত যখন নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন, অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যখন হজরত নমাজের উদ্বোধন করিতেন, তখন তক্‌বির বলিতেন, তৎপর বলিতেন, "যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি সত্যভাবে স্বীয় মুখমণ্ডলকে উন্মুখ করিলাম, এবং আমি অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত নহি। আমার নমাজ ও আমার সাধন এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সেই বিশ্বপালক পরমেশ্বরের জন্য। তাঁহার অংশী নাই। আমি ইহাতে (একত্ববাদে) আদিষ্ট হইয়াছি, এবং আমি মোসলমানদিগের (ঈশ্বরানুগতদিগের) প্রথম। হে ঈশ্বর, তুমিই অধিপতি, তোমা ব্যতীত ঈশ্বর নাই, তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস। আমি আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, এবং স্বীয় পাপ বুঝিতে পারিয়াছি, অনন্তর সম্যক্‌রূপে আমার পাপ ক্ষমা কর, যেহেতু তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পাপ ক্ষমা করে না; অপিচ সাধু প্রকৃতির দিকে আমাকে লইয়া যাও, তোমা ব্যতীত তাহার কল্যাণের দিকে কেহ পথ প্রদর্শন করে না; আমা হইতে প্রকৃতির দোষ অপনয়ন কর, তুমি ভিন্ন তাহার দোষ কেহ নিরাকরণ করে না। তোমার অর্চ্চনাতে আমি দণ্ডায়মান, এবং আমি তোমার ধর্ম্মের আনুকূল্য করিতেছি, সমগ্র মঙ্গল তোমার হস্তে, অকল্যাণ তোমাতে নাই। আমি তোমার প্রতি নির্ভর করি, এবং তোমার নিকটে শরণাপন্ন হই। তুমি সমুন্নত ও গৌরবান্বিত, আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তোমার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তিত হই।" অপিচ যখন তিনি রকু করেন তখন বলেন "হে ঈশ্বর, তোমার জন্য আমি রকু করিয়াছি, এবং তোমার প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং তোমার আজ্ঞানুগত হইয়াছি। আমার চক্ষু, আমার কর্ণ ও আমার মস্তিষ্ক, এবং আমার অস্থি ও আমার বল তোমার উদ্দেশ্যে অবনত।" পরে যখন স্বীয় মস্তক উত্তোলন করেন তখন বলেন, "হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের প্রতিপালক, তোমারই

* আরব্য লোকদিগের ইহা বিনয়ব্যঞ্জক বাক্য।

† অর্থাৎ নানা প্রকার সংশোধন ও ক্ষমার উপায়ে আমাকে নির্ম্মল ও পাপমুক্ত কর।

সম্যক্ প্রশংসা, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এবং যাহা কিছু তন্মধ্যে আছে তৎসমুদায় পরিপূর্ণ এবং পরে তুমি যে কিছু সৃষ্টি করিবে তাহা পূর্ণ।" পরন্তু যখন তিনি নমস্কার করেন, তখন বলেন, "পরমেশ্বর, আমি তোমাকে নমস্কার করিলাম ও তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং তোমার আজ্ঞানুগত হইলাম। আমার মুখমণ্ডল তাঁহাকে নমস্কার করিল যিনি তাহা সৃজন করিয়াছেন ও তাহা গঠন করিয়াছেন ও তাহার কর্ণ ও তাহার নেত্র উদ্ভেদ করিয়াছেন। ঈশ্বর সমুন্নত, রচনাকারীদিগের মধ্যে তিনি অত্যুত্তম।" তৎপর তিনি সাক্ষ্যদানের বচন ও তস্‌লিমের মধ্যে শেষ এইরূপ বলিতেন, "হে ঈশ্বর, আমি পূর্ব্বে যে পাপ করিয়াছি ও যাহা পরে করিয়াছি ও যাহা গোপনে করিয়াছি, এবং যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি, যাহা আমি উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, এবং যাহা তুমি আমা অপেক্ষা উত্তম জ্ঞাত, (আমি জানি না,) তাহা আমার জন্য ক্ষমা কর। তুমিই পূর্ব্ববর্ত্তী তুমিই পশ্চাদ্বর্ত্তী, তুমি ভিন্ন কোন উপাস্য নাই।"—মো।

[শাফির উক্তিতে এইরূপ ;—"তোমাতে কোন অশুভ নাই, তুমি যাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছ সেই সৎপথপ্রাপ্ত, আমি তোমার প্রতি নির্ভর করিতেছি, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তোমা ব্যতীত পরিত্রাতা নাই, তোমার নিকট ব্যতীত আশ্রয়-স্থান নাই।"]

আনসের উক্তি ;—একদা এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া উপাসকদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। তাহার ঘন নিঃশ্বাস হইতেছিল। তখন সে বলে, "আল্লাহো আক্‌বর কবিরণ, অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে হম্‌দোন্ কসিরন্, তইয়বোল্ মবারকন্ ফিহে *।" যখন হজরত নমাজ সমাপ্ত করিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে সেই সকল কথার বক্তা হইয়াছিল?" তখন সকল লোক নিস্তব্ধ রহিলেন। পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন "তোমাদের মধ্যে কে সেই সকল কথার বক্তা হইয়াছিল?" তাহাতেও সকল লোক নিস্তব্ধ হয়। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে তাহার বক্তা ছিল?" পরন্তু সে কখন মন্দ বলে নাই। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, "আমি আসিয়াছি, এবং আমার ঘন নিঃশ্বাস হইয়াছিল, আমি তাহা বলিয়াছি।" তখন হজরত বলিলেন, "সত্য সত্যই আমি দেখিয়াছি দ্বাদশ দেবতা সেই শুভ কথার দিকে তাহা স্বর্গে লইয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়াছেন।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আয়াশার উক্তি ;—হজরত যখন নমাজ আরম্ভ করিতেন, তখন বলিতেন ;—

---

* এই আরব্য বচনের ভাব এই ;—পরমেশ্বর সুমহান্ ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা, তিনি মহাপবিত্র তাঁহাতে সমুন্নতি।

"হে ঈশ্বর, পবিত্র তুমি, এবং আমি তোমার প্রশংসায় স্তব করিতেছি, তোমার নাম কল্যাণপ্রদ ও তোমার প্রতাপ সমুন্নত এবং তুমি ভিন্ন ঈশ্বর নাই।"—তর, আবুদা।

[আবু সয়িদ হইতে এব্‌নমাজ ইহা বলিয়াছেন। তরমোজি বলিয়াছেন, এই এক হদিস যে আমি ইহাকে হারেসার বর্ণিত ভিন্ন জানি না। হারেসার স্মরণশক্তি বিষয়ে পূর্ব্বে কথা হইয়াছে; অর্থাৎ তাঁহার স্মৃতিশক্তির বিরুদ্ধে কথা হইয়াছে। সুতরাং এই হদিস তাদৃশ প্রামাণ্য নহে।]

জোবয়ের হইতে;—তিনি হজরত মোহম্মদকে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন, তিনি (হজরত) বলিয়াছিলেন, "আল্লাহো আকবর, কবিরন্‌ (৩ বার) ও "অল্‌হমদো লেল্লাহ কসিরন্‌" (৩ বার) এবং "সবহানাল্লাহো বেক্‌রতন্‌ ও আসিলন্‌" (৩ বার) আউজ বেল্লাহে মেনশ্‌শয়তানে মেন্‌নফ্‌খেহি ও নফ্‌সেহি ও হম্‌জেহি।"—আবুদা, এব্‌নমা।

[কিন্তু এব্‌নমাজ "অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে কসিরন্‌" এই উক্তির উল্লেখ করেন নাই। তিনি ইহার শেষ ভাগে "মেনশ্‌শয়তানের্‌ রজিমে" এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ওমর বলিতেন, "এন্‌নফ্‌খেহিল্‌ কবরে ও নফ্‌সেহিল্‌ শারে ও হম্‌জেহিল্‌ মওততে *।"]

জন্দবের পুত্র সমরা হজরতের নমাজপ্রণালী স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "হজরত দুই বার নিস্তব্ধ হইতেন। যখন তক্‌বির বলিতেন তখন একবার চুপ করিতেন, যখন "গয়রোল্‌ মগ্‌জুবে অলয়হিম্‌ ও লাজ্জালিন্‌" ফাতেহার এই শেষ বচনটি পড়িতেন, তখন একবার নিস্তব্ধ হইতেন।" আব্বি এব্‌নকাব এই কথা সত্য বলিয়া সক্ষ্যদান করিয়াছেন।—আবুদা।

[তরমোজি, এব্‌নমাজ ও দারমি এই মর্ম্মে বলিয়াছেন।]

আবু হোবয়রার উক্তি;—যখন হজরত দ্বিতীয় রকু হইতে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন "অল্‌হম্‌দোলেল্লাহে রব্বোল্‌ আলমিন" পাঠে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং চুপ করিতেন না।

[সহিহ মোস্‌লোম গ্রন্থে এইরূপ হদিস আছে। উভয় সহিহদিগের সংযোজক হমিদী আক্‌বাদ মোস্‌লেম গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।]

---

* আরব্য বচনগুলির অর্থ;—প্রধানতঃ পরমেশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (৩বার)। পরমেশ্বরেরই সমাক্‌ প্রশংসা, (৩বার)। প্রাতে সায়াহ্নে ঈশ্বরকে পবিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি, (৩বার)। ধর্ম্মলোক হইতে বহিষ্কৃত শয়তান হইতে, তাহার কুহক হইতে, তাহার কুমন্ত্রণা হইতে, তাহার প্ররোচনা হইতে আমি ঈশ্বরের শরণ লইতেছি। ওমরের বচনের অর্থ তাহার গর্হিত কুহক হইতে, তাহার ঘৃণিত কুমন্ত্রণা হইতে, তাহার ক্ষিপ্ততাজনক প্ররোচনা হইতে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—যখন প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ নমাজ আরম্ভ করিতেন তখন তক্‌বির বলিতেন, তৎপর বলিতেন, "আমার নমাজ, আমার সাধনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বপালক পরমেশ্বরের জন্য ; তাঁহার অংশী নাই, এবং আমি ইহাতে (একত্ববাদে) আদিষ্ট হইয়াছি ও আমি মোসলমানদিগের প্রথম। হে ঈশ্বর, আমাকে অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্যে ও অত্যুৎকৃষ্ট চরিত্রবিষয়ে উপদেশ দান কর, তুমি ব্যতীত তাহার অত্যুত্তমতাবিষয়ে কেহ শিক্ষা দান করে না। অসৎ কার্য্য ও অসৎ প্রকৃতি হইতে আমাকে নিবৃত্ত রাখ, তুমি ব্যতীত তাহার অপকারিতা হইতে কেহ রক্ষা করে না।"—নেসা।

মোস্‌লমার পুত্র মোহম্মদের উক্তি ;—হজরত যখন নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন, তখন ব্যাকুলতার সহিত নমাজ পড়িতেন, বলিতেন, "ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি সত্যভাবে স্বীয় আনন স্থাপন করিতেছি, এবং আমি অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত নহি।" জাবেরের ন্যায় তিনি এই হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, "এবং আমি মোসলমানদিগের অন্তর্গত।" (হজরতের উক্তি) জাবের বলিয়াছেন, "আমি মোসলমানদিগের প্রথম।" তৎপর বলিতেন, "হে ঈশ্বর, তুমি অধিপতি, তুমি ভিন্ন ঈশ্বর নাই, তোমারই পুণ্য, আমি তোমারই প্রশংসায় প্রবৃত্ত।" তৎপর তিনি পাঠ করিতেন।—নেসা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নমাজে পাঠ *।

প্রথম অধ্যায়।

সা'য়েতের পুত্র ওবাদার উক্তি † ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোরাণের ফা'তেহা অধ্যায় পাঠ করে না তাহার সম্বন্ধে নমাজে নয় ‡।—উভয়।

---

* নমাজে কোরাণের বিশেষ বিশেষ সুরা (অধ্যায়) ও বিশেষ বিশেষ আয়ত (প্রবচন) পাঠ করা সকল পণ্ডিত ও ধর্ম্মাচার্য্যের মতে বিধেয় বলিয়া পরিগণিত। এমাম শাফির মতে সমগ্র নমাজে এবং এমাম মালেকের মতে নমাজের তিন রকৃঅতে (ভাগে) পাঠ বিধেয়। সমুদায় পণ্ডিতের ও এমামের পাঠে ঐকমত্য আছে, কেবল নমাজের কোন্ অংশে কত দূর কি পড়িতে হইবে ইহাতে মতভেদ।

† ইনি আন্‌সার দলপতি ও হজরতের এক জন প্রধান সহচর ছিলেন। স্থলান্তরে ইঁহার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

‡ কোরাণের প্রথম সুরা বা প্রথমাধ্যায়কে ফাতেহা বলে, ইহাকে ওম্মোল্ কোরাণ (কোরাণের

[মোস্‌লেমের উক্তিতে—যে ব্যক্তি ওম্মোল্‌ কোরাণ পড়ে না, তাহার জন্য নমাজ নয়।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নমাজ পড়িয়াছে তাহাতে ওম্মোল্‌ কোরাণ পড়ে নাই, তবে উহা অসম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট বিনষ্ট বিনষ্ট।" আবুহোরয়রাকে বলা হইয়াছিল, "আমরা এমামের পশ্চাদ্ভাগে থাকি, সেখানে কি পড়িব?" তিনি বলিয়াছিলেন, স্বীয় অন্তরে তাহা পড়িও। যেহেতু আমি প্রেরিত পুরুষকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, "ঈশ্বর বলিয়াছেন, নমাজকে আমি আমার নিজের মধ্যে ও আমার দাসের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, যাহা প্রার্থনা করা হয় তাহা দাসের জন্য ও গুণানুবাদাদি আমার জন্য।" অবশেষে যখন দাস বলে, "অল্‌হম্‌দো লুল্লেল্‌ আলমিন।" তখন ঈশ্বর বলেন, "আমার দাস আমার গুণানুবাদ করিল।" এবং যখন সে বলে, "আর্‌ রহমাণ আর্‌ রহিম" তখন পরমেশ্বর বলেন, "আমার দাস আমার প্রশংসা করিল।" এবং যখন সে বলে, 'মালেকে ইয়োমোদ্দিন" তখন তিনি বলেন, "আমার দাস আমাকে গৌরবান্বিত করিল।" কবং যখন সে বলে, "এইয়াকা নবুবোদো, এইয়াকা নস্তয়িনো।" তখন তিনি বলেন, "ইহা আমার মধ্যে ও আমার দাসের মধ্যে, যাহা প্রার্থনা হইল তাহা আমার দাসের জন্য।" পরে সে যখন বলে, "এহদ্‌না অস্‌সেরাতল্‌ মোস্তকিম," সেরাত অল্লজিনা এনম্‌তা এলয়হিম, গয়রোল্‌ মগ্‌জুবে, অলয়হিম লাজ্জালিনা।" তিনি বলেন, "ইহা আমার দাসের জন্য, যাহা চাওয়া হইল তাহা দাসের জন্য।"—মো।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ ও আবুবেকর এবং ওমর "অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে রব্বেল্‌ আলমিন" যোগে নমাজ আরম্ভ করিতেন *।—মো।

প্রভৃতি)ও বলিয়া থাকে। এই কয়েকটি আয়ত ফাতেহার অন্তর্গত ;—(১) "অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে রব্বেল্‌ আলমিনা। (২) আর্‌ রহমাণে আর্‌ রহিমে। (৩) মালেকে ইয়ুমোদ্দিনে (৪) এইয়াকা নবুবোদো ও এইয়াকা নস্তয়িনো। (৫) এহদেনা অস্‌সেরাতল্‌ মোস্তকিম্‌। (৬) সেরাত অল্লজিনা আনাম্‌তা অলয়হিম্‌ গয়রোল্‌ মগজুবে অলয়হিম্‌ ও লা জ্জালিনা।" এই কয়েকটি আয়তের ক্রমান্বয়ে অর্থ ; (১)।—বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক্‌ প্রশংসা (২) তিনি দাতা (মৃত্যুর পর পুনর্জীবনদাতা) ও দয়ালু। (৩) বিচারদিবসের অধিপতি। (৪) আমরা তোমাকেই মাত্র অর্চ্চনা করিতেছি, এবং তোমার নিকটে মাত্র সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। (৫) তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। (৬) যাহাদিগের প্রতি আক্রোশ হইয়াছে, এবং যাহারা পথভ্রান্ত তাহাদিগের পথ নয়, যাহাদিগের প্রতি তুমি কৃপা করিয়াছ তাহাদিগের পথ প্রদর্শন কর।

* অর্থাৎ অল্‌হম্‌দো হইতে ফাতেহার শেষ পর্য্যন্ত। এস্থলে বেস্‌মাল্লার উল্লেখ হয় নাই। সমুদায় ব্যাপারে বেস্‌মাল্লাহ্‌ উচ্চারণ করিতে হয়, এ স্থানে উচ্চারিত হইবে না এরূপ নয়। অল্‌-হম্‌দের পূর্ব্বে আগেই বেস্‌মাল্লাহ্‌ উল্লিখিত আছে। কিন্তু নমাজ আরম্ভের সময় অস্ফুট স্বরে

আবুহোরয়রার উক্তি ,—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন এমাম আমিন বলেন তখন তোমরাও আমিন বলিও। যেহেতু যে ব্যক্তি তাহাতে যোগ দেয় তাহার আমিন বলায় দেবতাদিগের আমিন বল হয়, তাহাতে তাহার পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষমা করা হয় * "—উভয়।

[অন্যত্র উল্লিখিত, তিনি বলিয়াছেন, "যখন এমাম বলে, গয়রোল্ মগজুবে লাজ্জালিনা। তখন তোমরা আমিন বলিও, যেহেতু যে ব্যক্তি তাহাতে যোগদান করে তাহার উক্তি দেবতাদের উক্তি হয়। তাহার পূর্ব্বকৃত পাপ তাহার জন্য ক্ষমা করা হয়।" বোখারির এই বাক্য। মোস্‌লেমের ইহার সদৃশ বাক্য। বোখারীর অন্য উক্তি এই যে, তিনি (হজরত) বলিয়াছেন, "যখন পাঠক আমিন বলে তখন তোমরা আমিন বলিও, যেহেতু দেবগণও আমিন বলিয়া থাকেন। অনন্তর যে ব্যক্তি যোগদান করে তাহার আমিন বলায় দেবতাদের আমিন বলা হয়, তাহার পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষমা হইয়া থাকে।"]

আবুমুসা আশরির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমরা নমাজ পড়িতে উদ্যত হইবে তখন তোমাদের শ্রেণী সকলকে ঠিক করিয়া লইও। তৎপর তোমাদের এক জন যেন তোমাদের এমামের কার্য্য করে, এমাম যখন তক্‌বির বলিবে তোমরাও তক্‌বির বলিও, এবং যখন 'গয়রোল্ মগজুবে অলয়হিম ও লাজ্জালিন' বলিবে তখন তোমরা 'আমিন' বলিও। ঈশ্বর তোমাদিগকে উত্তর দান করিবেন। পরে যখন সে তক্‌বির বলিবে ও রকু করিবে, তোমরা তক্‌বির বলিও ও রকু করিও। যেহেতু এমাম তোমাদের পূর্ব্বে রকু করে ও তোমাদের পূর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করে।" পরে প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "পরন্তু তাহা সেই সঙ্গে সঙ্গে হইবে।" তিনি বলিলেন, "যখন সে 'সমেয়াল্লাহো লেমন্ হম্‌দোহো' উচ্চারণ করিবে তখন তোমরা বলিবে, 'রব্বানা লকাল্ হম্‌দো' "ঈশ্বর তোমাদের কথা শুনিবেন।"—মো।

[আবুহোরয়রা ও কেতাদা হইতে মোস্‌লেম যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে, "যখন সে (এমাম) পাঠ করিবে তখন তোমরা নিস্তব্ধ থাকিবে, উল্লিখিত।"]

আবুকেতাদার উক্তি ;—হজরত জহরের নমাজে প্রথম দুই রকআতে ফাতেহা ও দুই সুরা পড়িতেন, এবং শেষ দুই রকআতে ফাতেহামাত্র পড়িতেন, এবং তিনি কখন কখন কোন আয়ত আমাদিগকে শুনাইতেন। তিনি প্রথম রকআতে (পাঠ)

বেস্‌মাল্লাহ্ উচ্চারণ করা বিধি। উচ্চৈঃস্বরে নয়। অন্যকে শিক্ষা দানের জন্য কদাচিৎ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

* "আমিন" শান্তিবাচন সূচক বাক্য। ইহার অর্থ, ঈশ্বর এরূপ করুন। নমাজের অন্তে "আমিন" বলিলে, দেবতারা "আমিন" বলিয়া থাকেন।

দীর্ঘ করিতেন, দ্বিতীয় রক্‌অতে দীর্ঘ করিতেন না। এইরূপ অসরের নমাজে ও এইরূপ ফজরের নমাজে করিতেন।—উভয়।

আবুসঈদোল্‌ খোদ্‌রীর উক্তি;—জহর ও অসরের নমাজে হজরতের স্থিতি কাল আমরা অনুমান করিয়াছিলাম। জহরের নমাজে প্রথম দুই রক্‌অতে সুরে "আলম্মা তগ্নিল সেজ্‌দা" পড়িতে যে সময় ব্যয় হয় সেই পরিমাণ স্থিতি আমরা অনুমান করিয়াছি। অন্য উক্তিতে;—(প্রত্যেক রক্‌অতে ত্রিশটি আয়ত পাঠে যে সময় ব্যয় হয়, সেই পরিমাণ।) অপিচ আমরা শেষ দুই অক্‌অতে তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ অনুমান করিয়াছি। এবং জহরের নমাজের শেষ দুই রক্‌অতে তাহার যে পরিমাণ স্থিতি, অসরের নমাজের প্রথম দুই রক্‌অতে সেই পরিমাণ এবং অসরের শেষ দুই রক্‌অতে ইহার অর্দ্ধ আমরা অনুমান করিয়াছি।—মো।

সমোরার পুত্র জাবেরের উক্তি *;—হজরত জহরের নমাজে, "ও ল্লয়লো এজা ইয়গশা" ইহা পড়িতেন। কোন উক্তিতে উল্লিখিত;—"সব্‌হা এস্‌ম রব্বেকা আলা" এই সুরা পড়িতেন। এবং অসরের নমাজে ইহার অনুরূপ (হ্রস্ব বা দীর্ঘ সুরা) এবং ফজরের নমাজে ইহা অপেক্ষা দীর্ঘ পড়িতেন।—মো।

মোত্‌এমের পুত্র জোবয়রের উক্তি †;—হজরত মোহম্মদকে মগরবের নমাজে "তুর" সুরা পড়িতে শুনিয়াছি।—উভয়।

হারেসের কন্যা ফজলের মাতার উক্তি ‡;—হজরতকে মগরবের নমাজে "অল্‌ মোরসলাত" পড়িতে শুনিয়াছি §।—উভয়।

জাবেরের উক্তি;—জবলের পুত্র মাজ হজরতের সঙ্গে নমাজ পড়িতেন, তৎপর তিনি আসিয়া স্বীয় দলের এমামের কার্য্য করিতেন। অবশেষে তিনি রাত্রিতে হজরতের সঙ্গে এশার নমাজ পড়িতেন। তদনন্তর তিনি স্বীয় মণ্ডলীর নিকটে যাইয়া তাহাদের এমামের কার্য্য করিতেন। তখন বকর সুরাযোগে আরম্ভ করিতেন। একদা এক ব্যক্তি পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত হয় ও সলাম করে। তদনন্তর সে একাকী নমাজ পড়িয়া নিবৃত্ত হয়। তখন সকলে বলিল, "হে অমুক তুমি কি কপটাচারী হইয়াছ?" সে বলিল, না,

---

* ইনি এবং ইঁহার পিতা উভয়েই হজরতের সহচর ছিলেন। জাবের আবু অকাসের পুত্র সাদের ভাগিনেয় ছিলেন। ইনি হজরত মোহম্মদ ও ওমর এবং আলি হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

† ইনি কোরেশ বংশীয় সম্ভ্রান্ত সহচর ছিলেন।

‡ ইনি হজরতের পিতৃব্য অব্বাসের সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

§ এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, কোন নমাজে পড়িবার জন্য কোন বিশেষ সুরা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। হজরত যখন যে সুরা পড়িতে ইচ্ছা হইতেন তাহাই পড়িতেন।

ঈশ্বরের শপথ। সত্য সত্যই আমি হজরতের নিকটে যাইতেছি, পরে একান্তই আমি তাঁহাকে ইহা জ্ঞাপন করিতেছি।" অবশেষে সে হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলে, "প্রেরিত পুরুষ, আমরা জলবাহক (কূপ হইতে জলোত্তলনকারী) এবং মাজ আপনার সঙ্গে এশার নমাজ পড়েন, তৎপর স্বীয় মণ্ডলীর নিকটে আসিয়া বকর সুরা যোগে নমাজ আরম্ভ করেন।" তখন হজরত মাজের নিকটে আসিয়া বলেন, "মাজ, তুমি (লোকদিগকে) বিপদ্‌গ্রস্ত কর, তুমি ও শম্‌স ও জহহা এবং ল্লয়লো এজাইয়গশা ও সব্‌হা এস্‌ম রব্বকা আলা (এই সকল ক্ষুদ্র সুরা) পাঠ করিবে *।—উভয়।

বোরায়ের উক্তি †;—হজরতকে এশার নমাজে আমি "ওত্তিন" ও "জয়তুন" পড়িতে শুনিয়াছি, হজরতের অপেক্ষা অত্যুত্তম স্বর কাহারও শুনি নাই।—উভয়।

সমোরার পুত্র জাবেরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ ফজরের নমাজে "সুরা কাফ ও তাহার অনুরূপ সুরা পড়িতেন। তাঁহার নমাজ দীর্ঘ হইত ‡।—মো।

কোরয়সের পুত্র ওমর হইতে §;—তিনি হজরতকে ফজরের নমাজে ও "ল্লয়লো এজ গস্‌অসা" পড়িতে শুনিয়াছেন।—মো।

সায়েবের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ‖;—মক্কাতে (বিজয়ের পর) আমাদিগের জন্য হজরত মোহম্মদ ফজরের নমাজ পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি মোমনিন (কদ্‌-আফ্‌লাহল্‌ মোমেনুনা) অধ্যায় যোগে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি মুসা ও হারুণের

---

* বকর্‌ সুরা অতিশয় দীর্ঘ, তাহা পাঠে অধিক সময় ব্যয় হয়। তাহা শ্রবণে সাধারণে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। এ জন্য এশার (রজনীর) নমাজে হজরত মাজকে তৎপাঠে নিষেধ করিলেন। ক্ষুদ্র সুরা পড়িতে বলিলেন।

† ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর, খন্দকের যুদ্ধে প্রথম উপস্থিত হন, আলির সঙ্গে অনেক সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। কুফা নগরে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

‡ নিশান্ত নমাজে হজরতের পাঠ দীর্ঘ হইত। রজনীর শেষ ভাগে সাধকদিগের সাধনায় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা অবতীর্ণ হয়, তাহাতে বিশেষ ফল। এজন্য হজরত নিশান্ত নমাজে পাঠের বৃদ্ধি করিতেন।

§ ইঁহার সম্পর্কগত নাম আবু সরিদ (সরিদের পিতা), ইনি কোরেশ কুলের মখজুম পরিবারের অন্তর্গত ছিলেন। হজরত ইঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। ইঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হজরত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের সময় ইঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র ছিল। ইনি আবুবেকর ও এব্‌ন মসউদ হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

‖ ইঁনি মখ্‌জুম পরিবারসম্ভূত মক্কানিবাসী সহচর। ইঁহা হইতে মজাহেদ ও আতা হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। অপর এক জন সায়েবের পুত্র অব্‌দোল্লা পরোক্ষ অনুগামী আছেন।

প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত অথবা ঈশার প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত পাঠ করেন। (ক্রন্দন প্রযুক্ত) হজরতের কাসি হইয়াছিল। পরে তিনি রকু করিলেন। (পাঠ করিয়া উঠিতে পারিলেন না।) —মো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত শুক্রবার দিন ফজরের নমাজের প্রথম রকুঅতে, "আলম্ তনজিল" এবং দ্বিতীয় রকুঅতে "হল্ আতা অলাল্ এন্সানা" পাঠ করিতেন *। —উভয়।

আবু রাফেয়ার পুত্র ওবয়দোল্লার উক্তি † ;—মরওয়াণ, আবুহোরয়রাকে মদিনাতে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন ‡। পরে আবুহোরয়রা আমাদের জন্য জোমার নমাজ পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রথম রকুঅতে "জোম্আ" সুরা দ্বিতীয় রকুঅতে "এজা জায়কাআল্ মোনা ফেকোনা" পড়িয়াছিলেন। পরে বলিয়াছিলেন, "হজরতকে শুক্রবার দিনে এই উভয় পড়িতে শুনিয়াছি।—মো।

বশিরের পুত্র নেমানের উক্তি § ;—প্রেরিতপুরুষ উভয় ঈদোৎসবে ও শুক্রবারে "সব্হা এসম বেরব্বকাল্ আলা" ও "হল্ আতাকা হদিসোল্ গাশিয়া" পড়িতেন। তিনি (নেমান) বলিয়াছেন, একদিনে ঈদ ও শুক্রবার হইলে উভয় নমাজে উভয় পড়িতেন।—মো।

ওবেদল্লা হইতে ‖ ;—খেতাবের পুত্র ওমর আবুওয়াকেদোল্লয়সীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ ঈদ রমজানে ও ঈদ কোরবাণে কি পাঠ করিতেন?" তখন তিনি বলেন যে, উভয় ঈদে তিনি "বকোল্ কোরাণোল্ মজ্জিদে" ও "আকরবস্সায়েত" পড়িতেন ¶।—মো।

---

* শুক্রবারের ফজরের নমাজে প্রথম ও দ্বিতীয় রকুঅতে হজরত এই দুই সুরা সচরাচর পড়িতেন। এতদ্ভিন্ন অন্য সুরা কদাচিৎ পড়া হইত।

† ইনি হজরতের এক জন মদিনানিবাসী প্রসিদ্ধ অনুগামী ও বিশ্বাসী মণ্ডলীর নেতা আলির লিপিকর ছিলেন। ইনি আলি হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ইঁহার পিতা আবু রাফেয়া হজরতের দাস ছিলেন।

‡ মরওয়াণ এক সময়ে মদিনার শাসন সংরক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

§ ইনি এক জন সহচর। হজরতের মদিনাপ্রস্থানের পর আন্সার দলের মধ্যে ইঁহারই প্রথম জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকযাত্রার সময় ইঁহার বয়ঃক্রম ৮ বৎসর মাত্র ছিল। নেমানের বিশেষ বৃত্তান্ত স্থলান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে।

‖ ইনি অত্বার পুত্র মসউদের পৌত্র ছিলেন। ইনি আন্সার বলিয়া গণ্য, মদিনার মধ্যে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, এমামের কার্য্য করিয়াছিলেন। ওমর হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ইনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

¶ বিশ্বাসীদিগের নেতা ওমর সর্ব্বদা হজরতের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ঈদোৎসবের

আবুহোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ ফজরের নমাজের দুই রক্‌অতে "কোল্ আয়ুহাল্ কাফেরোণা" এবং "কোল্ হওয়া আল্লাহো আহদোন্" পড়িতেন।—মো।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ ফজরের দুই রক্‌অতে "কোলো আমন্না বেল্লাহে" এবং "মা অঞ্জলা এলয়না" এই দুই আয়ত পড়িতেন, এবং আলো এম্‌রাণ সুরাতে যাহা আছে, যথা "কোল্ইয়া আহলোল্ কেতাবা" ইত্যাদি।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ, "বেস্‌মাল্লা আর্‌রহমাণ আর্‌রহিম" যোগে স্বীয় নমাজ আরম্ভ করিতেন।—তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন যে. এই হদিসের মূল দৃঢ় নহে।]

হজরতের পুত্র ওয়ায়েলের উক্তি ,—আমি হজরত মোহম্মদকে "গয়রোল্ মগজুবে অলয়হিম" ও "লাজ্জালিন" পাঠ করিতে শুনিয়াছি। পরে তিনি "আমিন" বলেন, তাহাতে স্বীয় স্বর সুদীর্ঘ করিতেন।—তর, আবুদা, দারমি, এব্‌নমা।

আবুজোয়হরয়োময়নীর উক্তি * ;—হজরত মোহম্মদের সঙ্গে আমি এক রাত্রিতে বহির্গত হইয়াছিলাম। পরে প্রার্থনার পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তির নিকটে আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন হজরত বলিলেন, "প্রার্থনা সমাপ্ত হওয়া আবশ্যক।" দলস্থ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোন্ বিষয়ে শেষ করিবে ?" তিনি বলিলেন, "আমিন যোগে।"—আবুদা।

আয়াশার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এরাফ সুরা যোগে মগরবের নমাজ পড়িয়াছেন, দুইটি রক্‌অতে তাহা বিভক্ত করিয়াছেন।—নেশা।

আমেরের পুত্র ওক্‌বার উক্তি ;—আমি বিদেশযাত্রায় হজরত মোহম্মদের উষ্ট্র চালাইতেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "ওক্‌বা, জানিও আমি দুইটি পাঠ্য সুরার সারভাগ তোমাকে শিক্ষা দিতেছি †। পরে তিনি আমাকে এইরূপ

নমাজে হজরত কি পড়িতেন তাহা তিনি জানেন না এমন নহে। কেবল আবু ওয়াকোদোল্ লয়সীর জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর। কোন কোন সহচর হইতে যথা—জাবের ও এব্‌ন অব্বাস হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ইনি মাবিয়ার পক্ষ হইতে এক সময় মেসরের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

† ওক্‌বা উষ্ট্রচালক সামান্য লোক ছিলেন, তিনি সহজে আবৃত্তি করিয়া রাখিতে পারেন এজন্য তাঁহার পক্ষে সহজ ব্যবস্থা হইল।

শিক্ষা দিলেন, "বল, আউজ বেরব্বল্ ফলকে। বল, আউজ বেরব্বেন্নাসে।" আমি এই দুইটি বচনে সমধিক আনন্দিত তিনি আমাকে এরূপ দেখিলেন না। পরে যখন ফজরের নমাজ উপস্থিত হইল তখন তিনি সেই দুইটি বচনযোগে মওগীর জন্য ফজরের নমাজ পড়িলেন। অবশেষে তাহা হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "ওক্‌বা, তুমি কিরূপ দেখিলে * ?"—আহ, আবুদা, নেশা।

সমোরার পুত্র জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ শুক্রবার নিশায় মগরবের নমাজে পড়িতেন, "কোল্ ইয়া আয়ুহাল্ কাফেরোণা" ও "কোল্ হুওয়া আল্লাহু আহদোন্।" —শরাহ শোন্নাত।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমি কি শুনিয়াছি, আয়ত্ত করিয়া রাখি নাই। হজরত মগরব নমাজের শেষ দুই রক্‌অতে এবং ফজরের নমাজের পূর্ব্ব দুই রক্‌অতে পড়িতেন "কোল্ ইয়া আয়ুহাল্ কাফেরুণা ও কোল্ হুওয়া আল্লাহু আহদোন্।"—তর।

[এবন্ নমাজ আবুহোরয়রা হইতে এই হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি মগরবের নমাজের শেষ এরূপ উল্লেখ করেন নাই।]

ইয়সারের পুত্র সোলয়মানের উক্তি † ;—আমি অমুক লোক অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তির অনুসরণে হজরত মোহম্মদের নমাজের সদৃশ নমাজ পড়ি নাই ‡। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে আমি নমাজ পড়িয়াছি, তিনি জহরের নমাজের প্রথম দুই রক্‌অত দীর্ঘ ও শেষ রক্‌অতদ্বয় সঙ্ক্ষেপ করিতেন, অসরে সঙ্ক্ষেপ করিতেন, মগরবে অল্প বিস্তৃত পড়িতেন, এশায় মধ্যমরূপ বিস্তৃত পাঠ করিতেন, এবং ফজরে দীর্ঘ বিস্তৃত পড়িতেন।—নেসা।

সামেতের পুত্র ওবাদার উক্তি ;—আমরা ফজরের নমাজে প্রেরিত পুরুষের পশ্চাতে ছিলাম। তখন পাঠ করিতে তাঁহার সম্বন্ধে পাঠ কষ্টকর হইয়াছিল। পরে সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন, সম্ভবতঃ তোমরা আপনাদের এমামের পশ্চাতে পাঠ

---

* অর্থাৎ কিরূপে শ্রবণ করিলে ? এ স্থলে পাঠ শ্রবণ করাই এমামের অনুসরণ করা।

† ইনি এক জন শ্রেষ্ঠ অনুগামী এবং মদিনার সাত জন প্রধান পণ্ডিতের এক জন বলিয়া গণ্য। ইনি আবু হোরয়রা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

‡ কেহ বলেন সেই অমুক ব্যক্তি অবদোল্ আজিজের পুত্র ওমর, কিন্তু তাহা অসম্ভব। যেহেতু আবু হোরয়রার মৃত্যুর এক বৎসর কি দুই বৎসর পর তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ বলেন আবুতালেবের পুত্র আলি, কেহ বলেন সোলয়মানের পুত্র ওমর। কেহ বলেন অবদোল্ মোতকের পুত্র মরওয়াণের পক্ষ হইতে মদিনায় যে এক জন শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি। এবন্ মাজ্ব ইহার অনুরূপ বলিয়াছেন।

করিয়াছ। আমরা বলিলাম, হাঁ, প্রেরিত পুরুষ। তাহাতে তিনি বলিলেন, "তোমরা কোরাণ গ্রন্থের 'ফাতেহা' ভিন্ন পড়িও না, যেহেতু যে ব্যক্তি তাহা পাঠ করে না তাহার নমাজ হয় না।"—আবুদা, তর।

[নেসায়ী ইহার মর্ম্ম বলিয়াছেন। আবুদাউদের কিতে এই রূপ ;—আমি বলিয়াছিলাম যে, আমার সম্বন্ধে এ কি হইল যে, আমা হইতে কোরাণ স্খলিত হইল। তাহাতে তিনি বলেন, "যখন উচ্চৈঃস্বরে পাঠ হয় তখন 'ফাতেহা' ভিন্ন তোমরা কোরাণের অন্য কিছু পাঠ করিও না।"]

আবুহোরয়রার উক্তি ;—একদা হজরত মোহম্মদ নমাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহাতে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ হইয়াছিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে তোমাদের কেহ কি এক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়াছে ?" তাহাতে এক ব্যক্তি বলে, "হাঁ প্রেরিত পুরুষ।" তিনি বলিলেন, "আমি (মনে মনে) বলিতেছিলাম, আমার কি হইল যে, কোরাণ পাঠে কাঠিন্য বোধ হইতেছে।" পরে যখন লোকে প্রেরিত পুরুষ হইতে ইহা (এই নিষেধ) শ্রবণ করিল, তখন হইতে তিনি নমাজে উচ্চৈঃস্বরে যাহা পাঠ করিতেন তাঁহার সঙ্গে তাহা পাঠ করিতে নিবৃত্ত হইল।—মালে, আহ, আবুদা, তর, নেসা।

[এবন্ মাজ্ ইহার অনুরূপ বলিয়াছেন।]

এব্ন ওমর ওয়াজির উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "নমাজে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর সঙ্গে গোপনে কথা কহেন। উচিত যে সে কিরূপ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখে, এবং তোমাদের পরস্পর একজন অপর জনের উপর যেন পাঠে উচ্চধ্বনি না করেন।"—আহ।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "এজন্য এমাম করা হইয়াছে যে, তোমরা তাঁহার অনুসরণ করিবে, এতদ্ভিন্ন নহে। অনন্তর তিনি যখন তক্‌বির বলেন তোমরা তক্‌বির বলিও, এবং যখন পাঠ করেন তখন চুপ করিয়া থাকিও *।"—আবুদা, নেসা, এবং নামা।

আবুওফার পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—একদা এক ব্যক্তি হজরতের নিকটে আসিয়া বলে, "কোরাণের কিছু স্মরণ করিয়া রাখিতে পারি না। অতএব যাহা আমার উপকার হইবে আপনি তাহা আমাকে শিক্ষা দিন।" তখন হজরত বলিলেন, "তুমি বল, সব্‌হানাল্লাহো ও অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে ও লা এলাহ এল্লেল্লাহ ও আলাহো আক্‌বর লা হওল ও লা কুওয়তা এল্লাবেল্লাহে।" সে বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, ইহা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে হয়। (ঈশ্বরের গুণানুবাদসূচক এই বাক্য। আমার জন্য যাহা হয় তাহা কি ?"

* অর্থাৎ শ্রবণ করিও। এস্থলে পাঠ শ্রবণ করাই এমামের অনুসরণ করা।

তিনি বলিলেন, "বল, আল্লাহোম্মা আরহমনি ও আফনি, ও আহদনি ও আরজকনি।" অনন্তর সে স্বীয় উভয় হস্তের প্রতি ইঙ্গিত করিল, এবং উভয়কে মুষ্টিবদ্ধ করিল, (অর্থাৎ এই বচন গ্রহণ করিল)। তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "কিন্তু নিশ্চয় এই ব্যক্তি স্বীয় করতল মঙ্গলে পূর্ণ করিল *।"—আবুদা।

[নেসায়ীর উক্তি হজরতের লাহোল্ ও লাকুওয়তা এল্লা বেল্লাহ উক্তির নিকটে সমাপ্ত হইয়াছে।]

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—হজরত যখন "সব্বাহ এস্‌ম রব্বকা আলা" এই বচন পাঠ করিতেন, তখন "সবহান রব্বিল্ আলা" বলিতেন।—আহ, আবুদা।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 'তীন ও জয়তুন' পাঠ করিবে, সে যেন 'আ লয়সা আল্লাহো বা হোকমোল্ হাকমিন' পর্য্যন্ত সমাপ্ত করে। পরে বলা কর্ত্তব্য, হাঁ সত্য, 'আনা জালেকা মেনশ্ শাহদিনা' (আমরা এ বিষয়ে সাক্ষী আছি।) এবং যে ব্যক্তি 'ল আক্‌সমো বিইয়ুমোল্ কেয়ামতে' পাঠ করিবে সে যেন, 'আ লয়সা লকাদরেন্ আলা আন্ ইয়হয়াল্ মওতা।' এই বচন পর্য্যন্ত সমাপ্ত করে। পরে যেন বলে, হাঁ সত্য, এবং যে ব্যক্তি 'অল্‌মরসলাত অরফা' পাঠ করে সে যেন 'ফ বাইয়ু হদিস বাদহো ইয়মনুনা' আয়তে উপস্থিত হয়। পরে যেন বলে, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।"—আবুদা।

["আনা জালেকা মেনশ্ শাহদিনা" এই উক্তি পর্য্যন্ত তরমোজি বলিয়াছেন।]

জাবেরের উক্তি;—একদা প্রেরিত পুরুষ স্বীয় পারিষদবর্গের নিকটে উপস্থিত হইয়া সুরা রহমাণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন। পরে বলিয়াছিলেন যে, "সত্য সত্যই আমি রজনীতে উপস্থিত দৈত্যদিগের নিকটে ইহা পড়িয়াছিলাম। তাহারা গ্রহণে তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ছিল। যখন আমি 'বাইয়ু আলায় রব্বকোমা তকজবান, ঈশ্বরের এই উক্তি পর্য্যন্ত উপস্থিত হই, তখন তাহারা বলে, 'লা বেশযেন্ মেন্ নেমকা রব্বণা নকজবো, ফ লকাল হম্‌দো †।'"—তব।

[ইহাকে গরিব হদিস বলা হইয়াছে।]

---

* প্রথম বচনের অর্থ—পবিত্র পরমেশ্বর, ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা, ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই ও ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং ঈশ্বর ভিন্ন বল ও শক্তি নাই। দ্বিতীয় বচনের অর্থ।—হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমার প্রতি দয়া কর ও আমাকে ক্ষমা কর, এবং আমাকে জীবিকা দান কর।

† প্রথম বচনের অর্থ;—অনন্তর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের

তৃতীয় অধ্যায়।

অবদোল্লা জোহনীর পুত্র মাজের উক্তি * ;—জোহনিয়া কুলের এক ব্যক্তি তাঁহাকে এরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিল যে, সে হজরতকে ফজরের নমাজে প্রত্যেক দুই রকাতেই "এজাজালত" পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়াছে। সে বলিয়াছে, "বুঝিতে পারি নাই, ভুল করিয়া না ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি এরূপ পড়িতেছিলেন।"—আবুদা।

অবওয়ার উক্তি † ;—আবুবেকরসদ্দিক ফজরের নমাজ পড়িয়াছিলেন, তিনি তাহার প্রত্যেক দুই রকাতে বকর সুরা পড়িয়াছেন।—মালে।

ফরাফেসার উক্তি ‡ ;—আমি আফানের পুত্র ওসমানের পাঠ শুনিয়া ইয়ুসেফ সুরা শিক্ষা করিয়াছি, তদ্ভিন্ন নহে। ফজরের নমাজে তিনি তাহা পুনঃ পুনঃ পড়িতেন।—মালে।

বোবয়েব পুত্র আমেরের উক্তি § ;—আমি খেতাবের পুত্র ওমরেব অনুসরণক্রমে ফজরেব নমাজ পড়িয়াছিলাম। তিনি রকাতদ্বয়ে সুরা ইয়ুসোফ ও সুরা হজ্জ ধীরে ধীরে পড়িয়াছিলেন। তাহাকে (আমেরকে) জিজ্ঞাসা কবা হইয়াছিল, "সত্য সত্যই তিনি যখন নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন তখন কি উষার অভ্যুদয় হইত?" তিনি তদুত্তরে হাঁ বলেন।—মালে।

শোওয়বেব পুত্র ওমর পীয় পিতার নিকটে শুনিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার পিতামহেব নিকটে শুনিয়া বলিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সুরাব (হজরাত হইতে কোরাণেব শেষ পর্য্যন্ত) এমন বিস্তৃতি পাঠ ছিল না যে, বিহিত নামাজে এক দিবসও হজরতকে মণ্ডলীসহ তাহা পড়িতে শুনি নাই।—মালে।

প্রতি তোমরা অসত্যাচরণ করিবে? দ্বিতীয় বচনের অর্থ;—হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার কোন বিষয়ের প্রতি আমরা অসত্যাচরণ করি না।

* ইনি একজন মদিনানিবাসী বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। ইনি হজরতের মদিনাস্থ অনুগামিগণের তৃতীয় পুরুষের অন্তর্গত ছিলেন। ১১৮ হেজরি সালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

† ইনি জোবয়রের পুত্র আবুবেকরের কন্যা আসমার পৌত্র ছিলেন। অরওয়া একজন প্রধান অনুগামী ও বিশ্বস্তপুরুষ ও মদিনা নগরস্থ সাত জন প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মধ্যে একজন পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। হদিস শাস্ত্রে ইহাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি উপবাসব্রতধারী ছিলেন। হেজরি ২২ সালে ইহাঁর জন্ম, এবং ৯৪ সনে মৃত্যু হয়।

‡ ইনি হনিফাকুলস্থ আমিরের পুত্র ও হজরতের প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন।

§ ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন। ওমর ফারুকের নিকট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদরের যুদ্ধে ও অন্য সকল ধর্ম্মযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ৩২ সালে বা ৩৫ সালের মধ্যে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

অত্‌বার পুত্র অবদোল্লার উক্তি *;—হজরত মোহম্মদ মগরবের নমাজে "হামা-দ্দোখান" পড়িয়াছেন।—পরম্পরাক্রমে, নেসা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নমাজে রকু।

প্রমথ অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা রকু ও সেজ্‌দা † পূর্ণ করিও। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আমি স্বীয় পশ্চাদ্ভাগ হইতে তোমাদিগকে দেখিয়া থাকি।"—উভয়।

জরায়ের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ কৃত রকু ও তৎকৃত সেজ্‌দা সকলের কাল এবং দুই সেজ্‌দার মধ্য কাল ও যখন তিনি রকু হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেন, তখন দণ্ডায়মান হওয়া ও উপবেশনের স্থিতি কাল পরস্পর তুল্য হইত না, প্রায় তুল্য হইত ‡।—উভয়।

আনসের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ যখন, "সমেয়াল্লাহু লেমন্ হমদহু" বলিতেন, তখন দণ্ডায়মান হইতেন। যে পর্য্যন্ত আমরা তাহা বলিতেছি মনে করিতেন, সে পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিতেন, তৎপর সেজ্‌দা করিতেন। যে পর্য্যন্ত মনে করিতেন যে, আমাদের সেজ্‌দা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত তিনি উভয় সেজ্‌দার মধ্যে উপবিষ্ট থাকিতেন।—মো।

আয়শার উক্তি ;—হজরত স্বীয় রকুতে ও স্বীয় সেজ্‌দাতে এই বচন অধিক বলিতেন, যথা ;—"সবাহলকা আল্লাহোম্মা ও রব্বণা বেহমদ আল্লাহোম্মা আগফরণা।" এবং তিনি কোরাণের বিধি অনুরূপ ব্যবহার করিতেন।—উভয়।

---

* ইনি মদিনানিবাসী মস্‌উদের পুত্র আবদউল্লাব ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। কুফানগর ইহাঁর প্রকৃত বাসস্থান। প্রেরিত পুরুষের সময়ে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

† নমাজের সময় পৃষ্ঠ বক্র করিয়া মস্তক অবনমনকে "রকু" ভূপৃষ্ঠে মস্তক স্থাপনকে "সেজ্‌দা" (নমস্কার) বলে।

‡ এস্থলে সেজ্‌দা উদ্দেশে উপবেশনের কাল অপেক্ষা, রকু উদ্দেশে দণ্ডায়মান থাকার কাল কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইত। সেই সময়ে হজরত কিছু অধিক পাঠ করিতেন। অন্যান্য অবস্থায় দণ্ডায়মান ও উপবেশনকাল তুল্য হইত।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ স্বীয় রকু ও সেজ্‌দাতে "সোব্বোহ ও কোদ্দোস্‌ রব্বেল্‌ মলায়কা ও রুহ।" বলিতেন।—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "জানিও নিশ্চয় আমি রকু এবং সেজ্‌দার অবস্থায় কোরাণ পাঠ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু যখন রকু হয় তখন তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিও, এবং যখন সেজ্‌দা হয় তখন প্রার্থনাতে প্রয়াস পাইও। তোমাদের জন্য তাহা গৃহীত হওয়া সম্ভত।"—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছিলেন, "(রকুতে) যখন এমাম 'সমেয়া আল্লাহু লেমন্‌ হম্‌দো' বলেন তখন তোমার বলিও, "আল্লাহোম্মা রব্বণা লকাল্‌—হম্‌দো' যেহেতু এই উক্তি দেবতাদিগের উক্তিসদৃশ, তাহা যে ব্যক্তি উচ্চারণ করে পূর্ব্বকৃত পাপ তাহার জন্য ক্ষমা হয়।"—উভয়।

আবুআওফার পুত্র অবদোল্লার উক্তি * ;—হজরত যখন স্বীয় পৃষ্ঠদেশ রকু হইতে উন্নমিত করিতেন তখন, "সমেয়া আল্লাহো লেমন্‌ হম্‌দোহু আল্লাহেম্মা রব্বণা লকাল্‌ হম্‌দো মলায়স্‌ সমাত" ইত্যাদি বলিতেন।—মো।

আবু সয়িদোল্‌ খোদরির উক্তি ;—হজরত যখন রকু হইতে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিতেন তখন বলিতেন, "আল্লাহোম্মা রব্বণা লকাল্‌ হম্‌দো মলায়স্‌সমাতে মলায়ল্‌ আরজে" ইত্যাদি।—মো।

রাফেয়ার পুত্র রফায়ার উক্তি † ;—একদা আমরা প্রেরিত পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে তাঁহার অনুসরণে নমাজ পড়িতেছিলাম, যখন তিনি রকু হইতে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিলেন, তখন বলিলেন, "সমেয়াল্লাহু লেমন্‌ হম্‌দেহি।" তখন এক ব্যক্তি তাঁহার পশ্চাৎ হইতে বলিল, "রব্বণা ও লকাল্‌হম্‌দো, হম্‌দো কসিরণ্‌ তৈয়বন্‌ মোবারকন্‌ ফিহে।" হজরত যখন নমাজ হইতে নিবৃত্ত হইলেন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণ কে বক্তা হইয়াছিলেন?" সে বলিল, "আমি।" হজরত বলিলেন, "আমি দেখিলাম যে, ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেস্তা কে অগ্রে এই বচন লিখিয়া রাখিবে বলিয়া তৎপ্রতি অগ্রসর হইয়াছিলেন।"—বো।

---

* ইঁহার পিতা আবু আওফা হজরতের সহচর ছিলেন। তিনি হোদযবিয়া ও খযবরের সংগ্রামে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। কুফানগরে যে সকল সহচরের মৃত্যু হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ৮৬ বা ৮৭ হেজরি সালে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† ইনি হজরতের আন্‌সারদলস্থ সহচর ছিলেন। ইহাঁর পিতা আন্‌সার সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রধান লোক ছিলেন। হেজরি ৪১ সালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুমস্‌উদ আন্‌সারীর উক্তি * ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত লোকে রকু ও সেজ্‌দাতে স্বীয় পৃষ্ঠ দেশ নিরমিত না করে, সে পর্য্যন্ত নমাজের ফল তাহাকে প্রদত্ত হয় না।"—আবুদা, তর, নেসা, এব্‌নমা, দার।

[তরমোজি এই হদিসকে হোসন সহিহ বলিয়াছেন।]

আমেরের পুত্র আকবার উক্তি ;—যখন "ফসব্বহ বে এস্‌মে রব্বকা অল্‌-অজিমে" এই আয়ত অবতীর্ণ হইল তখন হজরত বলিলেন, তোমরা তোমাদের রকুতে ইহা প্রবর্ত্তিত কর। অনন্তর যখন "সবহ এস্‌ম রব্বকা আল্‌আলা" এই বচন অবতীর্ণ হইল তখন হজরত বলিলেন, "তোমরা তোমাদের সেজ্‌দাতে ইহা প্রবর্ত্তিত কর।" আবুদা, এব্‌নমা, দার।

অউনের উক্তি † ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছিলেন, "যখন তোমাদের কেহ রকু করে, পরে স্বীয় রকুতে তিন বার বলে, সবহান রব্বল্‌ আজিমে" তখন সত্যই তাহার রকু সমাপ্ত হয়, এবং ইহা তাহার রকু পূর্ণতার পক্ষে নিকটতর হইয়া থাকে, এবং যখন সেজ্‌দা করে ও স্বীয় সেজ্‌দাতে তিন বার বলে সব্‌হান রব্বেল্‌ আলা" তখন তাহার সেজ্‌দা সমাপ্ত হয়, এবং ইহা সেজ্‌দার পূর্ণতার পক্ষে নিকটতর।—তর, আবুদা, এব্‌নমা।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিসের মূল বক্তার সঙ্গে পরস্পর সংযোগ নাই। অবদোল্লার পুত্র অউন, মূল বক্তা এবন্‌ মসউদকে দর্শন করেন নাই। অতএব অবশ্য এব্‌ন মস্‌উদ ও অউনের মধ্যে কোন বক্তা ছিলেন। তাঁহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাকে "মন্‌কতা" (খণ্ডিত) হদিস বলা যায়।]

---

* আবু মস্‌উদ আন্‌সারীর প্রকৃত নাম, অকবা, ইঁহার পিতার নাম সালবা। এই আবু মস্‌উদকে বদরীও বলা হইয়া থাকে। বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া ইঁহার বদরী আখ্যা হইয়াছে, অনেকের এরূপ সংস্কার নয়, বদরে ইঁহার নিবাস ছিল। পরে ইনি কুফাতে যাইয়া বাস করেন। ৪১ বা ৪২ হেজরি সালে চতুর্থ খলিফা আলির নেতৃত্ব সময়ে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† ইঁহার পিতার নাম আবদোল্লা। ইনি এব্‌নমস্‌উদ হজলীর প্রপৌত্র অত্‌বার পৌত্র। অউন অনুগামী ছিলেন। এব্‌ন মস্‌উদ পরম্পরা হদিস শ্রবণ করিয়া ইনি হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন। অউন কুফানগরস্থ এক জন তত্ত্বজ্ঞ বিশ্বস্ত পুরুষ ছিলেন। আবু হোরয়রা ও আবু মূসার নিকটে হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইঁহা হইতে মস্‌উদ, মোশার, এবং কেতাদা ও আবু হনিফা হদিস সকল শুনিয়াছিলেন।

হোজয়ফা হইতে * ;—আমি প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছিলাম, তিনি স্বীয় রকুতে "সবহান রব্বি" ও স্বীয় সেজ্‌দার মধ্যে "সবহান রব্বিল্‌ আলা" বলিতেছিলেন। তিনি দয়াসম্বন্ধীয় এমন কোন আয়ত পড়েন নাই যে, দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করেন নাই, এবং তিনি শাস্তিসম্বন্ধীয় এমন কোন আয়ত পড়েন নাই যে, স্থির হইয়া আশ্রয় লন নাই।—তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

[নেসায়ী ও এব্‌ন মাজ্জ "প্রার্থনা করেন নাই" এপর্য্যন্ত বলিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী অংশের উল্লেখ করেন নাই। তরমোজি এই হদিসকে হোসন সহিহ্‌ বলিয়াছেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

মালেকের পুত্র অউফের উক্তি † ;—আমি হজরত মোহম্মদের সঙ্গে নৈশিক নমাজে দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম। যখন তিনি রকু করিলেন তখন সুরা বকরা পড়িতে যত বিলম্ব হয় তাহাতে তদনুরূপ বিলম্ব করিয়াছিলেন, এবং তিনি "সব্‌হান জিল্‌ জব্‌রুতে ও অল্‌কেব্‌রিয়ায়োল্‌ অজ্‌মতে" স্বীয় রকুতে বলিয়াছিলেন।—নেসা।

জোবয়রের পুত্র সয়িদের উক্তি ;—আমি মালেকের পুত্র আনসকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "প্রেরিত পুরুষের অভাব হইলে পর এই যুবকের অর্থাৎ অবদোল্‌ অজিজের পুত্র ওমরের অনুসরণে ব্যতীত এমন অন্য কাহারও অনুসরণে আমি নমাজ পড়ি নাই যে, প্রেরিত পুরুষের নমাজের অনুরূপ হয়। আমি তাঁহার রকু দশ তস্‌বিহের অনুরূপ ও সেজ্‌দাও দশ তস্‌বিহের অনুরূপ পরিমাণ করিয়াছি।"—আবুদা ও নেসা।

শকিকের উক্তি ‡ ;—হোজয়ফা এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন যে, সে স্বীয় রকু

---

* হোজয়ফা হজরতের একজন প্রধান সহচর ও তাঁহার গূঢ় তত্ত্বজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি কপট লোক দিগের কপটতা সহজে বুঝিতে পারিতেন।

† ইনি হজরতের আশজ্জা সহচর বলিয়া পরিচিত। "আশজ্জা" শব্দের অর্থ মহাবীর। শোজ্জা নামে খ্যাত এক বীরপুরুষ প্রথমতঃ খয়বরের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার হস্তে শোজ্জা (বীর), নামঘেষ পতাকা ছিল। অউফ সেই সম্পর্কে সম্পর্কিত বলিয়া আশজ্জা সহচররূপে খ্যাত। ইনি তুরস্ক দেশে যাইয়া অবস্থিতি করেন। তথায় ৭৩ হেজরি সালে পরলোক প্রাপ্ত হন।

‡ ইনি একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম সোলমা।

ও সেজ্‌দা সমাপ্ত করে নাই। সে স্বীয় নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি নমাজ পড় নাই।" তিনি (শকিক) বলিলেন, আমিও তাহা মনে করিতেছিলাম। তখন হোজয়ফা বলিলেন, "যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে যে ধর্ম্মেতে ঈশ্বর হজরত মোহম্মদকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ধর্ম্মের বহির্ভূতির অবস্থায় মরিবে।"—বো।

আবুকেতাদার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি নমাজে চুরি করে সে চুরি অনুসারে অত্যধম।" প্রশ্ন করা হইল, "প্রেরিত পুরুষ, নমাজে কেমন করিয়া চুরি করা হয়?" তিনি বলিলেন, "রকু ও সেজ্‌দা পূর্ণ না করিলেই চুরি হয়।"—আহ।

নোমানের উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন,"তোমরা সুরাপায়ী ও ব্যভিচারী এবং তস্কর প্রভৃতির সম্বন্ধে কি অভিপ্রায় কর?" তাহাদের সম্বন্ধে কোরাণের আয়ত অবতীর্ণ হইবারপূর্ব্বে এই প্রশ্ন হইয়াছিল। তাঁহারা (পারিষদগণ) বলিলেন, "ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষই বিশেষ জ্ঞাত।" তিনি বলিলেন, "সেই সকল দুষ্ক্রিয়া গুরুতর, সে সম্বন্ধে শাস্তি আছে, যে ব্যক্তি স্বীয় নমাজে চুরি করে তাহা অত্যধম চুরি।" তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, নমাজে চুরি কিরূপে হয়?" তিনি বলিলেন,"তাহার রকু ও তাহার সেজ্‌দা পূর্ণ না করাই চুরি।"—মালে।

[দারমী তদনুরূপ বলিয়াছেন।]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সেজ্‌দা †।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন যে, "আমি সপ্ত অঙ্গযোগে—ললাটদেশ, করতলদ্বয় ও জানুদ্বয়যোগে, এবং পদদ্বয়ের পার্শ্ব যোগে সেজ্‌দা করি, এবং বসন ওকেশগুচ্ছ গুটাইয়া না লইতে আদিষ্ট হই হইয়াছি ‡।উভয়।—

---

* ইহাঁর পিতার নাম মোর্‌রা। ইনি হজরতের অতি বিশ্বস্ত আন্‌সারী অনুগামী ছিলেন। কেহ কেহ ইহাঁকে সহচর বলিয়াছিলেন। উহা কল্পনামাত্র। বাস্তবিক ইনি অনুগামী ছিলেন। ইহাঁর হদিস পরমম্পরাগত।

† এই অধ্যায়ে সেজ্‌দাপ্রণালী ও তাহার ফলোপদায়িকতা বিষয় বিবৃত। ভূতলে মস্তক স্থাপন ও দীনতা প্রকাশ করা,এবং মুখমণ্ডলে ভূতল স্পর্শ করাকে সেজ্‌দা অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ প্রণাম বলে।

‡ কেহ কেহ ললাটদেশ স্থাপনের পরিবর্ত্তে মুখমণ্ডল স্থাপন উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বা ললাট

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা সেজ্‌দাতে সমতা রক্ষা করিও, তোমাদের কেহ যেন স্বীয় হস্তদ্বয় কুকুরের ন্যায় প্রসারণ না করে।"—উভয়।

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তুমি সেজ্‌দা করিবে তখন স্বীয় করতলদ্বয়কে স্থাপন করিও, স্বীয় কফোণিদ্বয় উন্নমিত রাখিও।"—মো।

হজরতের সহধর্ম্মিণী ময়মুনার উক্তি ;—হজরত যখন সেজ্‌দা করিতেন তখন স্বীয় বাহুদ্বয়কে (উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে) এতদূর অপসারিত করিয়া রাখিতেন যে, ছাগশাবক তাহার হস্তদ্বয়ের ভিতর দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে যাইতে পারিত।

[আবু দাউদের এই কথা, যাহা শরেহসোন্নাত পুস্তকে তাহার মূল বক্তার প্রসঙ্গসহ বিবৃত। মোস্‌লেম ইহার মর্ম্ম অন্য কথায় বলিয়াছেন।]

মালেকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি * ;—হজরত যখন নমস্কার করিতেন তখন তিনি স্বীয় হস্তদ্বয়কে এরূপ ব্যবধানে রাখিতেন যে, তাঁহার কক্ষতলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রকাশিত হইত †।—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত স্বীয় সেজ্‌দাতে এরূপ বলিতেন, "হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমার জন্য আমার আন্তরিক ও বাহ্যিক আদ্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় পাপ ক্ষমা কর।"—মো।

হজরতের সহধর্ম্মিণী আয়শার উক্তি ;—একদা রাত্রিতে শয্যা হইতে হজরতকে আমি হারাইয়া ছিলাম। তখন আমি (অন্ধকারে) অনুসন্ধান করি, পরে আমার হস্ত তাঁহার উভয় চরণতলে সংলগ্ন হয়, তিনি সেজ্‌দা করিতেছিলেন ও উহা (চরণতলদ্বয়) সমুত্থিত ছিল, এবং তিনি বলিতেছিলেন, "হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার অপ্রসন্নতা হইতে তোমার প্রসন্নতার ও তোমার শাস্তি হইতে তোমার শাস্তির আশ্রয় লইতেছি, এবং তোমা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ‡।

ও নাসিকা উভয় স্থাপন করিতে হইবে, এরূপ বলিয়াছেন। অধিকাংশ এমাম বলিয়াছেন, নাসা ও ললাটযোগে সেজ্‌দা করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন প্রকৃত সেজ্‌দা হয় না। এমাম আবু হনিফার মতে ললাট বা নাসিকা এই দুইয়ের একতর যোগে সেজ্‌দা করিলেই হয়।

* ইহাঁর জননীর নাম বোহয়না, ইনি এব্‌ন বোহয়না অর্থাৎ বোহয়নার পুত্র বলিয়াও প্রসিদ্ধ। এই অবদোল্লা হজরতের একজন সহচর ছিলেন। মাবিয়ার শাসন কালে ৫৮ ও ৫৪ সালের মধ্যে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† ইহা দ্বারা প্রতীতি হয় যে, নমাজ পড়িবার সময় হজরতের অঙ্গাচ্ছাদিত থাকিত না, এবং কক্ষতল মলিন ছিল না, শুভ্র ছিল।

‡ "তোমা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" ইহার মর্ম্ম এই যে, তোমার তেজ ও প্রতাপযুক্ত প্রকৃতি ও রুদ্র মূর্ত্তি হইতে আমি তোমার কোমল প্রকৃতি ও প্রেমস্বরূপের শরণাপন্ন হইতেছি।

তুমি যেমন আত্মসম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া থাক, তদ্রূপ আমি ত্বৎসম্বন্ধীয় প্রশংসা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সেজ্‌দায় প্রবৃত্ত দাসের স্বীয় প্রভুর সমধিক নিকটবর্ত্তী হওয়া ঘটিয়া থাকে, তখন তোমরা অধিক প্রার্থনা করিও।"—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন সেজ্‌দার আয়ত (প্রবচন) পাঠ হয় ও আদমসন্তান সেজ্‌দা করে, তখন শয়তান সরিয়া যায়, এবং রোদন করিয়া বলে, 'হায়! আমার প্রতি আক্ষেপ, আদমসন্তানের (মনুষ্যের) প্রতি নমস্কারের আদেশ হইল সে নমস্কার করিল, তাহার জন্য স্বর্গলোক নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং আমি নমস্কার করিতে আদিষ্ট হইলাম ও অস্বীকার করিলাম, পরে আমার জন্য নরকানল ঘটিল।'"—মো।

কাবের পুত্র রবিয়ের উক্তি *;—একদা আমি হজরতের সঙ্গে রজনী যাপন করিতেছিলাম ও তাঁহার অজুর জল যোগাইতেছিলাম, এবং তাঁহার সেবা করিতেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেন, "তুমি প্রার্থনা কর।" সেই সময় আমি বলিলাম, স্বর্গলোকে যেন আমি আপনার সাঙ্গী হই, আপনার নিকটে এই প্রার্থনা করি। তিনি বলিলেন, "এতদ্ব্যতীত অন্য প্রার্থনা কর।" আমি বলিলাম, তাহা কি? তিনি বলিলেন, আমি তোমার জীবনসম্বন্ধে প্রচুর সেজ্‌দায় যেন সহায়তা করি, এই প্রার্থনা †।—মো।

তল্‌হার পুত্র মাদানের উক্তি ‡;—আমি প্রেরিত পুরুষের দাস সোবানের সঙ্গে

---

* রবিয়া হজরতের মদিনানিবাসী সহচর ছিলেন। তিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন, স্বদেশে ও বিদেশে সঙ্গে থাকিতেন, অতি পুরাতন সহচর ও ভৃত্য ছিলেন।

† সাধুলোকের সেবা ও তাঁহাদের সন্তোষসাধন সৌভাগ্য সম্পদ্ লাভের কারণ হয়। রবিয়া হজরতের ন্যায় মহাসাধুর সেবা করিয়া মহাভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন। যথার্থ সাধক স্বর্গীয় নিত্য সম্পদের প্রার্থী হন, অনিত্য পার্থিব সুখের প্রতি তিনি দৃক্‌পাত করেন না। অবশ্য হজরতের সঙ্গে স্থিতি করা ও তাঁহার সহবাস লাভ করা মহা সম্পদ্‌বিশেষ, কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে তল্লাভে প্রযত্নপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। কেবল তদ্বাসনা কামনায় ফলোদয় হয় না। নিষ্ক্রীয় হইয়া আকাঙ্ক্ষা করা সুশীতল লৌহখণ্ডকে হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করার ন্যায় নিষ্ফল হয়। তাহাতে কোন বস্তু গঠিত হয় না। হজরতমোহম্মদ আপন সেবক রবিয়কে প্রার্থনা করিতে বলিলেন, সে তাঁহার নিত্য সহবাসের প্রার্থী হইল। যাহাতে তাঁহার সঙ্গে চিরাবস্থিতি হয়, হজরত তাহার প্রকৃষ্ট সাধন প্রণালী বলিয়া দিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকটে বিশেষরূপে প্রণত ও তাঁহার অনুগত হও, তাহা হইলে আমার সঙ্গে তোমার নিত্য যোগ স্থাপিত হইবে। তাঁহার উক্তির এই সার মর্ম্ম।

‡ ইনি একজন অনুগামী ছিলেন। হজরতের প্রচারবন্ধু ওমর এবং হজরতের সহচর

সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলাম, * আমাকে তুমি এমন কার্য্য জ্ঞাপন কর যাহা আমাকে স্বর্গলোকে লইয়া যাইবে। তখন তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তদনন্তর আমি তাঁহার নিকটে এই প্রশ্ন করিলাম, তখনও মৌন রহিলেন। তৎপর তৃতীয় বার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, "আমি প্রেরিত পুরুষকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন 'ঈশ্বরোদ্দেশে বহু নমস্কার করা তোমার পক্ষে উচিত।' বস্তুতঃ তুমি ঈশ্বরোদ্দেশে এমন কোন সেজ্‌দা করিবে না যাহাতে পরমেশ্বর তোমাকে পদোন্নত করিবেন না, এবং তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন না।' মাদান বলিয়াছেন, তৎপর আমি হজরতের প্রধান সহচর আবুদ্দরদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সোবান আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন তিনিও তদ্রূপ বলিলেন।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হোজরের পুত্র ওয়াইলের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষকে দেখিয়াছি যে, তিনি যখন সেজ্‌দা করিতেন, তখন স্বীয় হস্তদ্বয় স্থাপনের পূর্ব্বে স্বীয় জানুদ্বয় স্থাপন করিতেন, এবং যখন তিনি দণ্ডায়মান হইতেন তখন স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন।—আবুদা, তব, নেসা, এব্‌নমা, দার।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছিলেন যে, "যখন তোমাদের কেহ নমস্কার করে সে যেন উষ্ট্র যেরূপ বসে সেইরূপ উপবিষ্ট না হয়, তাহার হস্তদ্বয় যেন তাহার জানুদ্বয়ের পুরোভাগে স্থাপন করে †।—আবুদা, নেসা, দার।

[আবু সোলয়মান খেতাবী বলিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা ওয়াইলের হদিস সমধিক প্রমাণিত।]

অব্বাসের পুত্রের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ উভয় সেজ্‌দার মধ্যে "আল্লা-

---

আবুদ্দরদা ও সোবানের নিকটে অপিচ আবুতল্‌হার কোন কোন পুত্রের নিকটে হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন।

* সোবান পূর্ব্বে হজরতের দাস ছিলেন। পরে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

† এমাম আবু হনিফা, শাফি, আহমদ হম্বল এই তিন এমাম ওয়াইল কর্ত্তৃক বিবৃত, "হজরত সেজ্‌দার সময়ে হস্তদ্বয় স্থাপনের পূর্ব্বে জানুদ্বয় স্থাপন করিতেন" এই হদিসকে মান্য করিয়া চলিয়াছেন। ওয়াইল কর্ত্তৃক বিবৃত হদিসই বিশেষ প্রামাণ্য। এমাম মালেক আবুহোরয়রা কর্ত্তৃক বিবৃত হদিসকে সম্মান করিয়াছিলেন।

হোম্মা আগফেরনি ও আরহমনি ও আহদনি ও আফনি ও আরজকনি" বলিতেন *।—আবুদা, তর।

হোজয়ফার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ উভয় সেজ্‌দার মধ্যে "রব্বি আগফেরনি" বলিতেন।—নেসা, দার।

তৃতীয় অধ্যায়।

শেবলের পুত্র অবদোর্‌রহমাণের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ কাকের ন্যায় ঠোকরাইতে, শ্বাপদের ন্যায় পদ বিস্তার করিতে (সঙ্ক্ষেপে অধিক নমস্কার করিবার জন্য) এবং উষ্ট্রের ন্যায় মসজ্জেদে পুরুষকে স্থান গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন †।—আবুদা, নেসা, দার।

আলির উক্তি ;—হজরত আমাকে বলিয়াছিলেন, "হে আলি, আমি নিজের জন্য যাহা ভালবাসি তোমার জন্য তাহা ভালবাসিয়া থাকি, এবং নিজের জন্য যাহা কষ্টকর মনে করি তোমার জন্যও তাহা কষ্টকর মনে করিয়া থাকি। তুমি উভয় সেজ্‌দার মধ্যে নিম্নদেশ [illegible] স্থাপন ও জানুদ্বয় সমুত্থাপিত করিয়া রাখিবে না।"—তর।

ওমরের পুত্র নাফেয়ার [illegible]—যে ব্যক্তি ভূতলে ললাট স্থাপন করে, সে যাহার উপর ললাটদেশ স্থাপন করিয়াছে তদুপরি করতলদ্বয় স্থাপন করা তাহার উচিত ‡। তৎপর যখন সে মস্তক উত্তোলন করবে,তখন যেন হস্তদ্বয়ও উত্তোলন করে, যেমন মুখমণ্ডল নমস্কার করিবে, তদ্রূপ হস্তদ্বয়েরও নমস্কার করা কর্ত্তব্য।—মালে।

---

* ইহার অর্থ—হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও আমাকে দয়া কর, এবং আমাকে পথ প্রদর্শন কর, এবং আমাকে মার্জ্জনা কর ও আমাকে জীবিকা দান কর।

† উষ্ট্রের যেমন নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে, সে স্থানে উষ্ট্র ভিন্ন অন্য কোন পশু থাকে না, সেইরূপ মসজ্জেদে নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করা, অন্য লোককে সেই স্থান হইতে বিদূরিত করা, কাহার পক্ষে বিধেয় নয়, হজরত এরূপ বলিয়াছেন।

‡ অর্থাৎ সেজ্‌দা কালে যে স্থানে মস্তক স্থাপন করিবে করতলও তাহার নিকটে স্থাপিত রাখিবে, হস্ত দূরে প্রসারণ করিবে না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তশহোদ * ।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন সাক্ষ্যদানের বচন পড়িতে উপবিষ্ট হইতেন, তখন তিনি স্বীয় বাম হস্ত বাম জানুর উপর ও স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপর স্থাপন করিতেন, এবং কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলি সম্বদ্ধকরিয়া রাখিতেন, অপিচ তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া (ঈশ্বরের একত্বে) ইঙ্গিত করিতেন। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, যখন তিনি নমাজে আসীন হইতেন,তখন স্বীয় উভয় হস্ত স্বীয় উভয় জানুর উপর স্থাপন করিতেন, এবং দক্ষিণ হস্তের যে আঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে সংলগ্ন তাহা উঠাইতেন ও তদ্‌যোগে সাক্ষ্যদানের বচন পড়িতেন, এবং তাঁহার বাম হস্ত স্বাভাবিক অবস্থায় জানুর উপর প্রসারিত থাকিত।—মো।

জোবয়রের পুত্র অবদুল্লার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ যখন তশহোদে বসিতেন, তখন স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জঙ্ঘার উপর ও বামহস্ত বাম জঙ্ঘার উপর স্থাপন করিতেন, তর্জ্জনী যোগে ইঙ্গিত করিতেন, অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা অঙ্গুলিতে রাখিয়া দিতেন, এবং স্বীয় বাম করতলে স্বীয় জানু আমর্শন করিতেন।—মো।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—একদা আমরা যখন হজরতের সঙ্গে নমাজ পড়িতেছিলাম, তখন আমরা তাঁহার দাসগণকে সলাম, জেব্রিলের প্রতি সলাম, মেকায়িলের প্রতি সলাম, অমুকের প্রতি সলাম বলিবার পূর্ব্বে, ঈশ্বরের প্রতি সলাম এই কথা বলিয়াছিলাম। অনন্তর যখন প্রেরিতপুরুষ নমাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন আপন স্বাভাবিক প্রকৃতিতে আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা ঈশ্বরের প্রতি সলাম বলিও না, যেহেতু ঈশ্বর স্বয়ং সলাম। তোমাদের কেহ যখন নমাজে আসীন হয় তখন সে যেন বলে, 'অত্তৈয়হাতো লেল্লাহে ও অস্‌সলাত ও অত্তৈয়বাত অস্‌সলাম আলয়কা আয়ুহান্নবিয়ো ও রহমতাল্লাহো ও বরকাতোহু ও অস্‌সলম অলয়না ও আলা এবাদে আল্লাহে সালেহিন †।' পরে নিশ্চয়

---

* "লা এলাহ এল্লেল্লাহ ও মোহম্মদ রসুলাল্লাহ" এই সাক্ষ্যদানেব বচন উচ্চারণ করিয়া সাক্ষ্য দানকরাকে "তশহোদ" বলে।

† এস্থলে সলামের অর্থ নিরাপদ বা শান্তি হউক, ইহা আশীর্ব্বাদসূচক বচন। ঈশ্বরোদ্দেশে এই বচনের প্রয়োগ যুক্ত নয়। ঈশ্বরের অন্যতর নামই সলাম। "হইয়ত" শব্দের অর্থ জীবন দান ও ধন্যবাদ হয়। ইহা ঈশ্বরসম্বন্ধে প্রযোজিত হইতে পারে। "অত্তৈয়বাত" ইত্যাদি

যখন ইহা বলিবে তখন স্বর্গ মর্ত্ত্যস্থ ঈশ্বরের সমুদায় সাধু কিঙ্কর 'লা এলেহা এল্লেল্লাহ' ইত্যাদি সাক্ষ্যদানের বচনে যোগ দান করিবেন। তৎপর যেন লোকে প্রার্থনাযোগে কল্যাণ অন্বেষণ করে, প্রার্থনা তাঁহার নিকটে প্রিয়তর। পরে তাঁহাকে প্রার্থনা করিবে।"—উভয়।

আব্বাসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ যেমন আমাদিগকে কোরাণের সুরা শিক্ষা দিতেন, তদ্রূপ তশহোদও শিক্ষা দান করিতেন, তিনি "তৈইয়াত" ইত্যাদি ও "লা এলাহ এল্লেল্লাহ" ইত্যাদি বলিতেন।—তবমোজি হইতে সংগ্রহ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হজরের পুত্র ওয়াইল হজরতের বিষয় বলিয়াছেন,—তৎপর তিনি বসিলেন, পরে স্বীয় বামপদ প্রসারণ করিলেন, এবং স্বীয় বাম হস্ত বাম জঙ্ঘাতে রাখিলেন ও দক্ষিণ কফোণি দক্ষিণ জঙ্ঘার উপর স্থাপিত করিলেন দুই অঙ্গুলি (কনিষ্ঠা ও অনামিকা) মুট করিলেন ও (মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ) চক্রাকার করিলেন, তৎপর স্বীয় অঙ্গুলি (তর্জ্জনী) উঠাইলেন। পরে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম,তাহা স্পন্দন করিতেছেন ও প্রার্থনা করিতেছেন।—আবুদা, দার।

জোরয়রের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—যখন প্রেরিত পুরুষ (তশহোদে) প্রার্থনা করিতেন, তখন আপন অঙ্গুলি যোগে ইঙ্গিত করিতেন, তাহা স্পন্দন করিতেন না *। —আবুদা, নেসা।

আবুহোরয়রার উক্তি;—এক ব্যক্তি দুই অঙ্গুলিযোগে (উভয় তর্জ্জনীযোগে) প্রার্থনা করিতেছিল তাহাতে হজরত মোহম্মদ "এক এক" বলিয়াছিলেন।—তর, নেসা, বয়হকি দওয়াতোল্ কবিরে।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—কোন লোক নমাজে বসে ও স্বীয় উভয় হস্তের উপর ভর দান করে, এ বিষয়ে হজরত নিষেধ করিয়াছেন।—আহ, আবুদা।

বচনের অর্থ;—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আশীর্ব্বাদ ও শান্তি, এবং ঈশ্বরের দয়া ও তাঁহার সমুন্নতি বিধান, হে নবি, তোমার প্রতি সলাম হউক, আমাদের প্রতি ও ঈশ্বরের সাধু কিঙ্করগণের প্রতি সলাম হউক।

* পূর্ব্ব হদিসে উল্লিখিত হইয়াছে, অঙ্গুলীনাড়িতেন এই হদিসে উক্ত হইয়াছে যে অঙ্গুলি নাড়িতেন না। এ দুই পরস্পর বিপরীত কথা। পূর্ব্বোক্ত হদিসে অঙ্গুলি স্পন্দনে অঙ্গুলি উত্থাপন করিতেন, এই হদিসে অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া তাহা স্থির রাখিতেন, এই বুঝাইবে।

[আবু দাউদের অন্য উক্তিতে এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে, নমাজে স্বীয় হস্তদ্বয়ের উপর ভর দিয়া লোককে উঠিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন * ।]

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ (তশহোদে বসিয়া) প্রথম দুই রকাতে যেন উষ্ণ প্রস্তরের উপর বসিলেন, সত্বর উত্থান করিতেন।—তর, আবুদা নেসা।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত যেমন আমাদিগকে কোরাণের সুরা শিক্ষা দিতেন তদ্রূপ আমাদিগকে তশহোদও শিক্ষা দান করিতেন। "বেস্‌মাল্লা বেল্লাহে" হইতে "আল্লাহো আস্‌সলাত" ইত্যাদি বলিয়া "নরক লোক হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি" এরূপ বলিতেন।—নেসা।

নাফেয়ার উক্তি ;—ওমরের পুত্র অবদোল্লা যখন নমাজে বসিতেন তখন স্বীয় উভয় হস্তদ্বয় উভয় জানুর উপর স্থাপন ও স্বীয় অঙ্গুলিযোগে (তর্জ্জনী যোগে) ইঙ্গিত করিতেন, এবং স্বীয় দৃষ্টি তাহার অনুসরণে নিয়োগ করিতেন। তৎপর তিনি বলিয়াছেন, "প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, নিশ্চয় ইহা (এই অঙ্গুলি) শয়তানসম্বন্ধে লৌহাস্ত্র অপেক্ষা দৃঢ়তর।"—আহ।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—তিনি বলিতেন "অত্তেয়হাতো" ইত্যাদি তশহোদের বচন মৃদু উচ্চারণ করা বিধি।—উভয়।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস হসন গরিব।]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হজরত মোহম্মদসম্বন্ধে প্রার্থনা (সলাত) †।

প্রথম অধ্যায়।

আবুলয়লার পুত্র অবদোর রহমাণের উক্তি ‡ ;—ওজ্‌জার পুত্র কাব আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি প্রেরিত পুরুষের নিকটে যাহা শ্রবণ করি-

---

* এমাম আবুহনিফার মতানুযায়ী এই উক্তি, কিন্তু এমাম শাফীর মতে হস্তদ্বয়ের উপর ভর দিয়া উঠা ও বসা সঙ্গত, কেন না তাহাতে আরাম আছে।

† সলাত শব্দের অর্থ নমাজ, প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ। হজরত মোহম্মদের প্রতি সলাতের অর্থ এই, তাঁহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে অধিকতর দয়া প্রার্থনা করা। ইহা এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীর একটি নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত।

‡ ইনি আন্‌সার সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মদিনানিবাসী একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

য়াছি, তাহা তোমাকে কি উপহার দিব?" তখন আমি বলিলাম, হাঁ তাহা আমাকে উপহার দাও। তিনি বলিলেন, "আমরা প্রেরিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আপাদের প্রতি কিরূপ সলাম করিতে হইবে, ঈশ্বর আমাদিগকে তাহা-মাত্র শিক্ষা দিয়াছেন। ধর্ম্মনিকেতনসম্পর্কিত আপনাদের সম্বন্ধে কিরূপ প্রার্থনা হইবে? তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা বলিও, পরমেশ্বর, যেমন এব্রাহিমের প্রতি ও তাঁহার সন্তান সন্ততির প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়াছ, তদ্রূপ মোহম্মদকে ও তাঁহার সন্তানগণকে সৌভাগ্য (বরকত) দান কর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।"—উভয়।

[মোস্‌লেম কোন স্থানে এব্রাহিমের উল্লেখ করেন নাই।]

আবুহোময়দসায়েদীর উক্তি;—লোকে হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,"প্রেরিত পুরুষ, আমরা কিরূপে আপনার সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব?" তাহাতে তিনি বলেন, "তোমরা বলিও, হে ঈশ্বর, যেমন এব্রাহিমের সন্তানগণের প্রতি তুমি আশীর্ব্বাদ করিয়াছ, তদ্রূপ মোহম্মদ ও তাঁহার পত্নী ও তাঁহার সন্তানবর্গের প্রতি আশীর্ব্বচন বল। যেমন এব্রাহিমের সন্তানগণেব প্রতি সমুন্নতি (বরকত) বিধান করিয়াছ, তদ্রূপ মোহম্মদ ও তাঁহার পত্নী ও তাঁহার সন্তানসন্ততির প্রতি সমুন্নতি বিধান কর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।"—উভয়।

অবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে একবার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে, পরমেশ্বর তাহার প্রতি দশ বার আশীর্ব্বাদ করেন।"— মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে এক বার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে, পরমেশ্বর তাহার প্রতি দশ বার আশীর্ব্বাদ করেন ও তাহা হইতে দশটি অপরাধ উন্মোচন করিয়া থাকেন, এবং তাহার দশ গুণ পদোন্নতি বিধান করেন।"—নেসা।

হজরতের এক শত বিশ জন আনসার সহচরের সঙ্গে ইহাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হাবেলের পুত্র অবদোল্লা বলিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোক ইহাঁর সদৃশ সুসন্তান প্রসব করিয়াছে আমি এরূপ মনে করিতে পারিতেছি না। তৃতীয় খলিফা ওমরের নেতৃত্বকাল ছয় বৎসর অবশিষ্ট থাকিতে ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতা একজন সহচর ছিলেন, ওহুদের সংগ্রামে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যাহারা আমার সম্বন্ধে সমধিক প্রার্থনা করে কেয়ামতের দিন তাহারা লোকমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম হইবে *।"—তর।

এবন্‌ মস্‌উদের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বরের বহু ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) ভূতলে ভ্রমণ করিয়া আমার মণ্ডলীর সেলাম আমার নিকট পঁহুছাইয়া থাকেন।" নেসা, দার।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছে, "এমন কোন লোক নাই যে,আমাকে সলাম করিয়াছে, আমি তাহার প্রতি যে পর্য্যন্ত প্রতি সলাম করিয়াছি ঈশ্বর তাহাতে আমার প্রাণকে প্রতিপ্রেরণ করেন নাই †।"—আবুদা, দওয়াতোল্‌ কবিরে বয়হকি।

আবু হোরয়ারর উক্তি ;—হজরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "তোমরা আপন আপন গৃহকে শবসমাধানস্থান করিও না, এবং আমার সমাধিভূমিকে উৎসব(ঈদ) ক্ষেত্র করিও না, এবং আমার সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় তোমাদের প্রার্থনা তোমরা যে স্থানে থাকিয়া কর না কেন আমার নিকটে পঁহুছিবে ‡।"—নেসা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে প্রার্থনা করে না, সেই লোকের নাসিকা ধূলিধূসরিত হউক। যাহাব সম্বন্ধে রমজান মাস উপস্থিত হইয়াছে, তৎপর তাহার জন্য পাপ ক্ষমা হইবার পূর্ব্বে উহা

---

* অর্থাৎ যাহারা হজরতের জন্য সমধিক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনাকারী হইবে, তাহারা কেয়ামতে তাঁহার সমধিক নিকটবর্ত্তী হইবে। যেহেতু হজরত তাহাদের জন্য শফাযেত (পাপ ক্ষমার অনুরোধ) করিবেন। সুতরাং তাহারাই হজরতের অধিকতর কিটবর্ত্তী হইবে।

† হজরত মোহম্মদের প্রাণ ঈশ্বরের আবির্ভাবে এরূপ মগ্ন থাকিত যে, তিনি ইহলোক ছাড়িয়া স্বর্গলোকে যেন বিচরণ করিতেন। তথাপি কেহ সলাম করিলে তিনি তাহার প্রতিসলামে বিশেষ মনযোগ বিধান করিতেন। অর্থাৎ তাঁহার অন্তর্হিত প্রাণ যেন তখন দেহে আবির্ভূত হইত। তাঁহার পরলোকযাত্রার পর তাঁহার কবরে যে কোন লোক সলাম করিয়া থাকে তাহাতে তিনি জীবিত হইয়া প্রতিসলাম দান করেন। কেহ কেহ ইহার এরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া থাকে।

‡ গৃহকে মকবরা (শ্মশানক্ষেত্র) করার অর্থ, শবের ন্যায় অলস হইয়া গৃহে নিপতিত থাকা। তোমরা মস্‌জেদে যেরূপ সাধন ভজন করিবে,গৃহেও সেরূপ করিতে থাকিবে,তাহা হইলে তাহার ফল গৃহস্থিত পরিবারবর্গেও লাভ করিতে পারিবে। হজরত বলিয়াছেন, আমাব কবরকে "ঈদ্‌গা" অর্থাৎ উৎসবক্ষেত্র করিও না। উৎসবভূমিতে যেমন লোকে আমোদ প্রমোদ ক্রীড়া কৌতুক করিয়া থাকে আমার কবরস্থানে সেরূপ তোমরা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না। "নিশ্চয় তোমাদের প্রার্থনা তোমরা যে স্থানে থকিয়া কর না কেন আমার নিকট পঁহুছিবে।" অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রেমের পথে নৈকট্য ও দূরত্ব নাই। দূরদেশে থাকিয়া প্রার্থনা করিলেও তোমাদের প্রার্থনা পঁহুছিবে। হজরতের উক্তির এই ভাব।

অতীত হইয়াছে, সেই লোকের নাসিকা ধূলিধূসরিত হউক *। যাহার বর্ত্তমান পিতা মাতা অথবা তাহাদের একজন বৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা তাহাকে স্বর্গে প্রবেশিত করান নাই, সেই লোকের নাসিকা ধূলিধূসরিত হউক †।—তর।

আবুতল্‌হার উক্তি ‡;—প্রেরিত পুরুষ একদিন প্রফুল্লবদনে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমার নিকটে জেব্রিল সমাগত হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, 'তোমার প্রভু আদেশ করিয়াছেন যে, হে মোহম্মদ, তোমার সম্বন্ধে তোমার মণ্ডলীর এমন কেহ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে না যে, আমি তাহার প্রতি দশবার আশীর্ব্বাদ করি না, অথবা তোমার মণ্ডলীর এমন কেহ তোমার প্রতি সলাম করে না যে, তাহার প্রতি আমি দশবার সেলাম করি না। তোমাকে কি ইহা সন্তুষ্ট করিয়াছে?'"—নেসা, দার।

কাবের পুত্র আবির উক্তি;—আমি নিবেদন করিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, আমি আপনার সম্বন্ধে বহু আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে চাই, অতএব আমার নিয়মিত প্রার্থনার মধ্যে কি পরিমাণ প্রার্থনা আপনার জন্য করিব? তখন তিনি বলিলেন "তুমি যেরূপ চাও।" আমি বলিলাম, সময়ের চতুর্থাংশ? তিনি বলিলেন, "তুমি যাহা চাও, পরন্তু যদি বৃদ্ধি কর, তবে তোমার জন্য তাহা কল্যাণ" আমি বলিলাম, অর্দ্ধ? তিনি বলিলেন, "যাহা তোমার ইচ্ছা, পরন্তু যদি বৃদ্ধি কর তবে তোমার জন্য তাহা কল্যাণ হয়।" আমি বলিলাম, তিন ভাগ? তিনি বলেন, "যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, পরন্তু যদি বৃদ্ধি কর তবে তোমার জন্য কল্যাণ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার উদ্দেশে কি আমার সমগ্র প্রার্থনার সময় নিয়োজিত হইবে? তিনি বলিলেন, "যখন সকল সময় তুমি আমার জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে থাকিবে, তখন তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে ও তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে §।"—তর।

---

* পাপক্ষমার পূর্ব্বে রমজন মাস অতীত হওয়ার অর্থ, পাপক্ষমা হয় এরূপ সাধন ভজন হওয়ার পূর্ব্বে রমজান মাসগত হওয়া। নাসিকা ধূলিধূসরিত হওয়ার অর্থ লাঞ্ছিত হওয়া। আরব্য লোকেরা কাহাকে তিরস্কার করিতে সচরাচর এরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে।

† অর্থাৎ যথোপযুক্তরূপে সেবা করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রসন্নতাসাধন পূর্ব্বক পুত্র স্বর্গ লাভের উপযুক্ত হয় নাই।

‡ ইনি হজরতের আনসার দলস্থ সহচর এবং ওম্মআনসের স্বামী ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম জয়দ, পিতার নাম সহল। হজরত বলিয়াছেন, সেনাব্যূহে শত লোকের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা এক আবু তল্‌হার কণ্ঠস্বর শ্রেষ্ঠ।

§ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রসন্নতাজন্য নিজের প্রার্থয়িতব্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ অন্তরে আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনায় বিশেষ ফল ও প্রচুর ফল হইয়া থাকে।

ওবয়দার পুত্র ফজলার উক্তি * ;—ইতিমধ্যে প্রেরিতপুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন। অকস্মাৎ এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল, এবং নমাজ পড়িল, পরে বলিল, "হে পরমেশ্বর, আমাকে ক্ষমা কর ও আমার প্রতি দয়া কর।" তখন প্রেরিত পুরুষ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে উপাসক, তুমি সত্বরতা করিয়াছ, যখন তুমি নমাজ পড়িবে, তখন বসিবে, পরিশেষে ঈশ্বরের উপযুক্ত বন্দনা করিয়া আমর সম্বন্ধে তুমি দরুদ প্রেরণ করিবে, তৎপর তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে।" তদনন্তর অন্য এক ব্যক্তি ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিল, পরে হজরতের সম্বন্ধে দরুদ পঁহুছাইল। তখন হজরত তাহাকে বলিলেন, "হে নমাজী, এক্ষণ তোমার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।"—তর।

[আবু দাউদ ও নেসায়ী ইহার অনুরূপ বলিয়াছেন।]

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমি নমাজ পড়িতেছিলাম, তখন হজরত মোহম্মদ ও তাঁহার সঙ্গে আবুবেকর ও ওমর উপস্থিত ছিলেন। পরে যখন আমি উপবিষ্ট হইলাম, তখন ঈশ্বরের গুণানুবাদ আরম্ভ করিলাম, তৎপর প্রেরিতপুরুষের সম্বন্ধে দরুদ (আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা) করিলাম, তদনন্তর স্বীয় জীবনের জন্য প্রার্থনা করিলাম। তখন হজরত বলিলেন, "প্রার্থনা কর, তাহা দেওয়া যাইবে, প্রার্থনা কর তাহা দেওয়া যাইবে।"—তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, তাহার জন্য সৎকার্য্যের পুরস্কার পূর্ণরূপে পরিমাণযন্ত্রে পরিমাণ করা হয়, যখন প্রেরিতনিকেতনবাসী যে আমরা † আমাদিগের উদ্দেশে সে দরুদ বলে, তখন যেন বলে, 'হে পরমেশ্বর, ওম্মি (অশিক্ষিত) নবি মোহম্মদের প্রতি ও বিশ্বাসিকুলের মাতা মোহম্মদের ভার্য্যাবর্গ ও তাঁহার সন্তানবর্গ ও তাঁহার নিকেতনবাসীদিগের প্রতি তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেরূপ এব্রাহিমের প্রতি তুমি আশীর্ব্বাদ করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।"—আবুদা।

আলির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, "যাহার নিকটে আমার প্রসঙ্গ

---

* ইনি হজরতের আন্‌সার দলস্থ সহচর, ইহাঁর সম্পর্কগত নাম আবু মোহম্মদ, অর্থাৎ মোহম্মদের পিতা। ইনি সর্ব্বপ্রথমে ওহদের সংগ্রামে উপস্থিত হন, খয়বরের যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন। তুরস্ক দেশে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। ইনি দমস্কের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হেজরি ৫৩ সালে ইহাঁর পরলোক হইয়াছিল।

† হজরতের কন্যা ফাতেমা ও দৌহিত্র হোসেন, হোসন প্রভৃতি কয়েক জন প্রেরিতনিকেতনবাসী বলিয়া গণ্য।

হয়, পরে আমার উদ্দেশে সে দরুদ (আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা) করে না, সেই ব্যক্তি কৃপণ।"—তর, আলির পুত্র হোসেন হইতে আহ।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস হোসন সহিহ গরিব।]

আবুহোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশে আমার কবরের নিকটে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা—দরুদ করিবে আমি তাহা শ্রবণ করিব, এবং যে ব্যক্তি দূরে আমার উদ্দেশে প্রার্থনা করিবে তাহা আমার নিকটে পঁহুছিবে।"—শোআবোল্ ইমান গ্রন্থে বয়হকি।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—যে ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের উদ্দেশে একবার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে ঈশ্বর ও দেবগণ তাহার প্রতি সত্তোর বার আশীর্ব্বাদ করেন।—আহ।

রোয়রফার উক্তি * ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মোহম্মদের উদ্দেশে দরুদ প্রেরণ করে, এবং বলে, 'হে আমার ঈশ্বর, কেয়ামতের দিনে তোমার নিকটে সন্নিহিত বাসস্থানে তাঁহাকে অবতারণ কর।' আমি তাহার সম্বন্ধে আমার শফায়ত সমুচিত বলিয়া জানি।"—আহ।

আবুবেকরের পুত্র আবদোর্ রহমাণের উক্তি;—একদা হজরত মোহম্মদ বহির্গত হইয়া এক খোর্ম্মা উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক সেজ্‌দা (নমস্কার) করেন, তিনি অনেক ক্ষণ সেজ্‌দায় স্থিতি করিয়াছিলেন। আমার ভয় হইয়াছিল যে, ঈশ্বর বুঝি তাঁহার প্রাণ হস্তগত করিলেন। পরে আমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে তিনি স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিলেন, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হইয়াছে?" তখন আমি তাঁহার নিকটে ইহা উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, "জেব্রিল আমাকে বলিয়াছেন, 'আমিও তোমাকে সুসংবাদ দিতেছি যে, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমার সম্বন্ধে বলিতেছেন, যে ব্যক্তি তোমার উদ্দেশে প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, যে ব্যক্তি তোমাকে সলাল করিবে, আমি তাহাকে সলাম করিব।'"—আহ।

ওমরের উক্তি;—যে পর্য্যন্ত তুমি স্বীয় নবীর (সুসংবাদ বাহকের) উদ্দেশে অশীর্ব্বাদ প্রার্থনা না কর সে পর্য্যন্ত স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে (অন্য) প্রার্থনা স্থিতি করে, তাহা হইতে কিছুমাত্র উর্দ্ধে গমন করে না।—তর।

---

* ইনি হজরতের আনসারদলস্থ একজন সহচর ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম সাবেত। রাজ্যাধিপতি মাবিয়া ইহাঁকে তরাবলিসের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হেজরি ৪৭ সালে ইনি আফ্রিকায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। তুরস্ক দেশে ৫৬ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইনি মেসরের প্রকৃত অধিবাসী ছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

তশ্‌হোদে প্রার্থনা।

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ নমাজের সময়ে (তশ্‌হোদের পরে) প্রার্থনা করিতেন, বলিতেন, "হে ঈশ্বর, নিশ্চয় আমি কবরে শাস্তি হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ও মসিহ দজ্জালজনিত পরীক্ষা হইতে তোমার আশ্রয় লইতেছি, * এবং জীবনের ও মরণের পরীক্ষা হইতে তোমার আশ্রয় লইতেছি ; হে ঈশ্বর, নিশ্চয় আমি অপরাধের কারণ হইতে ও ঋণ হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ঋণ হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা, বড় আশ্চার্য্য !" তিনি বলিলেন, "মানুষ যখন ঋণী হয় তখন অনেক কথা বলে, তাহাতে অসত্য বলিয়া থাকে ও অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করে।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমরা শেষ তশহোদ (সাক্ষ্যদানের প্রার্থনা) হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে তখন নরকদণ্ড, কবরদণ্ড, জীবন মৃত্যুর সঙ্কট ও মসিহ দজ্জালের অপকারিতা, এই চারি বিষয়ের পরীক্ষা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করা তোমাদের কর্ত্তব্য।"—মো।

এব্‌নআব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যেমন তাঁহাদিগকে (সহচরদিগকে) কোরাণের সুরা শিক্ষা দান করিতেন তদ্রূপ তাঁহাদিগকে এই প্রার্থনা শিখাইতেন, বলিতেন, "বল, নিশ্চয় আমি নরকদণ্ড হইতে, হে ঈশ্বর, তোমার আশ্রয় লইতেছি, এবং কবরের দণ্ড হইতে তোমার আশ্রয় লইতেছি ও মসিহ দজ্জালের পরীক্ষা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং জীবন মৃত্যুর পরীক্ষা হইতে তোমার আশ্রয় লইতেছি।"—মো।

আবুবেকরের উক্তি ;—আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আপনি আমাকে প্রার্থনা শিক্ষা দিন, আমি তদনুসারে আমার নমাজের সময় (তশহোদের পর) প্রার্থনা করিব। তিনি বলেন, "বল হে ঈশ্বর, নিশ্চয় আমি স্বীয় জীবনসম্বন্ধে বহু অত্যাচার করিয়াছি, তুমি ভিন্ন পাপ ক্ষমা করিবার কেহ নাই। অতএব নিজের ক্ষমাগুণে আমাকে ক্ষমা কর, এবং আমাকে দয়া কর, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"—উভয়।

---

* কেয়ামতের পূর্ব্বে মসিহ দজ্জালনামক এক ব্যক্তি প্রকাশিত হইবে, সে ঈসা বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া লোকদিগকে বিপথগামী করিবে।

সাদের পুত্র আমের স্বীয় পিতা হইতে এই কথা শুনিয়া বলিয়াছেন *;—"আমি (সাদ) দর্শন করিতেছিলাম যে, হজরত আপন দক্ষিণ দিকে ও বাম দিকে সলাম করিতেছিলেন, এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি যে, তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।"—মো।

জেন্দোবের পুত্র সমরার উক্তি;—হজরত যখন নমাজ পড়িয়া উঠিতেন তখন আমাদের অভিমুখে প্রসন্ন বদনে লক্ষ্য করিতেন †।—বো।

হজরত মোহম্মদ (নমাজ সমাপ্ত হইলে) আপনার দক্ষিণ দিক্ দিয়া চলিয়া যাইতেন।—মো।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—নমাজের কোন অংশ শয়তানের জন্য নিরূপণ করা তোমাদের কাহারও পক্ষে বিধেয় নহে। মনে করিবে যে, তাহার পক্ষে ইহা ঠিক্ যে, (তখ্‌হোদের প্রার্থনান্তে) দক্ষিণ দিক্ ব্যতীত অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া না যায়, এবং সত্য সত্যই আমি দেখিয়াছি, হজরত আপনার বামদিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন ‡।—উভয়।

বরায়ের উক্তি;—আমরা যখন হজরতের অনুসরণে নমাজ পড়িতাম তখন তাঁহার দক্ষিণ দিকে থাকিতে উচিত বোধ করিতাম, তিনি আমাদের দিকে প্রফুল্ল বদনে অগ্রসর হইতেন। আমি তাঁহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "হে প্রতিপালক, যে সময়ে তোমার দাসগণ সমুত্থিত বা একত্রীকৃত হইবে, তখন তুমি আমাহইতে স্বীয় শাস্তি নিবারণ করিও §।—মো।

ওম্ম সলমার উক্তি;—হজরত মোহম্মদের সময়ে নারীগণ যখন বিহিত নমাজে সলাম করিতেন, তখন তাঁহারা দণ্ডায়মান হইতেন ও পুরুষ দিগের পূর্ব্বে চলিয়া

* ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। ইনি স্বীয় পিতা, ওস্মান এবং আয়শা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন।

† নমাজান্তে সলাম করিয়া হজরত দক্ষিণে ও বামে সহোপাসকদিগের প্রতি প্রসন্নন্ন দৃষ্টি করিতেন।

‡ অবদোল্লা বলিয়াছেন, হজরতকে বাম দিক্ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি। হজরত কখন দক্ষিণাভিমুখে কখন বা বাম দিকে সরিয়া সলাম ও প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রথমাবস্থায় এরূপ ছিল যে, বামদিকে উন্মুখীন হইয়া তিনি সলাম ও প্রার্থনা করিতেন, হজরতের গৃহ বামদিকে ছিল, তিনি সেই দিক্ দিয়া চলিয়া যাইতেন। কখন কখন ইহার বিপরীতও হইত, কখন দক্ষিণ দিকে বসিতেন। এ বিষয়ে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিধি নাই। যাহারা নমাজ পড়িবেন তাঁহাদের পক্ষে যেরূপ সুবিধা তাঁহারা সেরূপ আচরণ করিতে পারেন।

§ হজরতের এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরতের ন্যায় বিশেষ সন্নিহিত কিঙ্করও ঈশ্বরের শাস্তিভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার দয়ার প্রার্থী হইয়াছেন।

যাইতেন, এবং হজরত স্থিতি করিতেন, পুরুষদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ নমাজ পড়িতেন তিনি "আল্লাহোম্মা আন্তা সলামো মেন্‌কা সলাম" ইত্যাদি বলিতেন। পরে যখন হজরত দণ্ডায়মান হইতেন তাঁহারাও দণ্ডায়মান হইতেন।—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জবলের পুত্র মাজের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন "মাজ, সত্যই আমি তোমাকে একান্ত প্রেম করিয়া থাকি।" তখন আমি বলিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আমি আপনাকে ভাল বাসিয়া থাকি। তিনি বলিলেন, "প্রত্যেক নমাজের শেষভাগে 'হে প্রতিপালক, তোমার গুণানুবাদ করিতে ও তোমাকে কৃতজ্ঞতা দান করিতে এবং তোমার উৎকৃষ্ট সেবা করিতে তুমি আমাকে সাহায্য দান কর।' ইহা বলিতে তুমি নিবৃত্ত হইও না।"—আহ, আবুদা, নেসা।

[কিন্তু আবু দাউদ, হজরত "বলিয়াছিলেন মাজ, সত্যই আমি তোমাকে একান্ত প্রেম করিয়া থাকি।" এই কথায় উল্লেখ করেন নাই।]

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—নিশ্চয় হজরত (প্রার্থনান্তে) স্বীয় দক্ষিণ দিকে সলাম করিয়া বলিতেন "সলাম অলয়কোম্ রহমতাল্লাহ।" এতদূর ঘটিত যে, তাঁহার দক্ষিণ কপোলদেশ শুভ্র লক্ষিত হইত, এবং তিনি স্বীয় বাম পার্শ্বে সলাম করিয়া বলিতেন, "সলাম আলয়কোম্ রহমতাল্লাহ।" তাহাতে এত দূর ঘটিত যে, তাঁহার বাম কপোলদেশ শুভ্র লক্ষিত হইত।—আবুদা, তর, নেসা।

["এত দূর ঘটিত যে, তাঁহার কপোল দেশ শুভ্র লক্ষিত হইত।" তরমোজি এই হদিস শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি (মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লা) আবু দাউদ ও নেসায়ীর অনুরূপ কপোলদেশ শুভ্র হওয়ার কথা বলিয়াছেন কি না তাহা প্রকাশ নাই।]

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ অধিকাংশ সময় স্বীয় নমাজান্তে আপন বাম দিক্ দিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিয়া যাইতেন।—খরেহস্‌সোন্নত।

মগয়রা হইতে অতায়খোরাসানীর উক্তি *;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন,

---

* ইনি একজন হজরতের প্রসিদ্ধ অনুগামী লোক ছিলেন। ইহাঁর নিবাস খোরাসানের অন্তর্গত বল্‌খ নগরে ছিল। ইনি হেজরি ৫০ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৫ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"যে স্থলে এমাম নমাজ পড়িলেন যে পর্য্যন্ত সেস্থল ছাড়িয়া না যান সে পর্য্যন্ত যেন তিনি তথায় আর নমাজ না পড়েন *।—আবুদা।

[মগয়রার সঙ্গে অতায় খোরাসানীর সাক্ষাৎ হয় নাই। অতএব এই হদিস অতায় খোরসানী মূল বক্তার প্রমুখাৎ শ্রবণ করেন নাই। যেহেতু শোয়বার পূর্ব্ব মগয়রা হেজরি ৫০ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং অতায়খোরাসানীর জন্ম সেই বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং এই হদিস খণ্ডিত।]

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ তাঁহাদিগকে (সহচর দিগকে) নমাজ-সম্বন্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন, এবং নমাজ হইতে তাঁহার নিবৃত্তি হওয়ার পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইতে তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন †।—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওসের পুত্র সদ্দাদের উক্তি ‡ ;—প্রেরিত পুরুষ স্বীয় নমাজে (নমাজান্তে তশহোদে) এরূপ বলিতেন, "হে আমার ঈশ্বর, ধর্ম্মকার্য্যে দৃঢ়তা ও সত্যপথাশ্রয়ে আগ্রহ আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, এবং তোমার প্রদত্ত সম্পদের কৃতজ্ঞতা ও তোমাকে উত্তমরূপে সেবা করা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, অনন্তর আমি তোমার নিকটে প্রশান্ত হৃদয় ও সত্যাশ্রিত রসনা প্রার্থনা করিতেছি, এবং তুমি যাহা কল্যাণ জান তাহা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি ও যাহা তুমি অকল্যাণ জান তাহা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, এবং তুমি যে সমস্ত পাপ জান তাহার ক্ষমা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।"—নেসা।

[আহমদ ইহার অনুরূপ অন্য কথায় বলিয়াছেন।]

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ স্বীয় নমাজে তাশহোদের পর বলিতেন, "ঈশ্বরের বাণী অত্যুত্তম এবং মোহম্মদের পথপ্রদর্শন অত্যুত্তম পথপ্রদর্শন।"—নেসা।

আয়শার উক্তি—হজরত নমাজের সময় স্বীয় সম্মুখভাগে এক সলাম করিতেন,

* একস্থানে একবার নমাজ পড়িয়া সেই স্থান পরিত্যাগ না করিয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানে নমাজপড়া এই জন্য নিষেধ যে, তাহাতে লোকের এরূপ সংস্কার হইতে পারে যে, তিনি প্রথম প্রবৃত্ত নমাজ এক্ষণও পড়িতেছেন।

† অর্থাৎ হজরত নমাজের সময় তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতে অনুগামী দিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

‡ ইহাঁর সম্পর্কগত নাম আবু ইয়নি, অর্থাৎ ইয়নির পিতা। ইনি জের জিলমে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন।

তৎপর আপন দক্ষিণ পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ঝুঁকিয়া পড়িতেন *।—তর।

সম্‌রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, এমামকে যেন আমরা প্রতিসেলাম করি, এবং পরস্পরকে সলাম করিতে যেন ভালবাসি †।—আবুদা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নমাজে ঈশ্বরগুণানুবাদ ‡।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি।—তকবিরের (ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই বাক্যের) প্রয়োগে হজরতের নমাজ সমাপ্ত হইত, আমি ইহা জ্ঞাত আছি §।—উভয়।

---

* অর্থাৎ প্রথমতঃ তিনি কেব্‌লার অভিমুখে সলাম করিতেন, তৎপর দক্ষিণ দিকে সলামে প্রবৃত্ত হইতেন। তাহাতে তাঁহার কপোল দেশ শুভ্র হইতে, এইরূপ পূর্ব্ব হদিসে উক্ত হইয়াছে।

† অনুগামিগণ এমামকে সলাম করিবেন এই প্রচলিত বিধি। এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে এমাম অর্থাৎ নমাজের অগ্রণী পূর্ব্বে সলাম করিবেন, অনুগামিগণ তাঁহাকে প্রতি সলাম করিবেন।

‡ নমাজান্তে ঈশ্বরগুণানুবাদ উপবেশন করিয়া বা দণ্ডায়মান হইয়া যে ভাবে স্থিতি করিয়া হউক না কেন করা যাইতে পারে। যে স্থানে বিহিত নমাজ পড়া হইল, সেই স্থান হইতে সরিয়া গিয়া ঈশ্বরগুণানুবাদ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত। কেন না ইহা নমাজের সঙ্গে একাঙ্গীভূত নহে। এমাম যে স্থানে নমাজ পড়িলেন সেই স্থানে স্থিতি করিয়া ঈশ্বরগুণানুবাদ করিলে নবাগত অনুগামী লোকের এরূপ সংস্কার হইতে পারে যে, ইনি এক্ষণ প্রারব্ধ নমাজেই স্থিতি করিতেছেন। এই অযথা সংস্কার দূর করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অপসৃত হওয়া বিধি।

§ কেহ কেহ বলেন, নমাজান্তে যে তকবির হয়, তাহাই ঈশ্বরগুণানুবাদ। হজরত তকবির বলিয়া নমাজ সমাপ্ত করিতেন, তদ্ভিন্ন আর অন্য গুণানুবাদ হইত না। কেহ কেহ বলেন, হজরত মোহম্মদ নমাজান্তে তকবির বলিয়া কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া অন্যরূপ ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন করিতেন। কেহ কেহ বলেন, এ স্থলে তকবির অর্থে সাধারণ ঈশ্বরগুণানুবাদ, তাহাতে "আল্লাহো আকবর" (ঈশ্বর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ) এই তকবির বচনের প্রয়োগ আছে, এবং "অল্‌হমদো লেল্লাহে," (ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা) "সবহানাল্লাহ" (পবিত্র পরমেশ্বর) ইত্যাদি তমহিদ ও তসবিহেরও যোগ আছে। নমাজের পর ইহা দশ বার করিয়া বা তেত্রিশ বার করিয়া উচ্চারিত হইত। এব্‌ন অব্বাসের উক্তি অনেকে তত প্রমাণিত বলিয়া স্বীকার করেন না। কেন না হজরতের বিদ্যমানতা কালে তিনি বালক ছিলেন। নমাজ সংক্রান্ত সকল বিষয় তাদৃশ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। নমাজের সময় মস্‌জেদে উপস্থিত হইলেও তিনি শেষ শ্রেণীতে দূরে থাকিতেন।

অয়াশার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ যখন নমাজান্তে সলাম করিতেন তখন "আল্লাহোম্মা অন্‌তাস্‌সলামো ও মেন্‌কাস্‌সলামো" এই পরিমাণ যাহা বলা হয় তাহা না বলিয়া বসিতেন না *।—মো।

হজরতের দাস সোবানের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ যখন নমাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন, তখন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, অপিচ বলিতেন, "আল্লাহোম্মা আন্‌তাস্‌সলামো ও মেন্‌কাস্‌সলামা তবারকৃতা ইয়া জ্বাল্‌ জ্বলাল ও অল্‌ আক্‌রাম †।"—মো।

শোবার পুত্র মগয়রার উক্তি;—হজরত প্রত্যেক বিহিত নমাজের অন্তে বলিতেন, "ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, তিনি একমাত্র, তাঁহার অংশী নাই, তাঁহারই সম্যক্‌ রাজত্ব এবং তাঁহারই সম্যক্‌ প্রশংসা ও তিনি সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমতাশালী; হে ঈশ্বর, তুমি যাহা দান করিয়াছ, তাহার প্রতিরোধকারী কেহই নাই, তুমি যাহা প্রতিরোধ করিয়াছ তাহার প্রদাতা কেহই নাই। তোমা হইতে (তোমার দণ্ড হইতে রক্ষা পাইতে) সম্পদ্‌ সম্পন্ন লোকদিগের উপকার সাধন করে না ‡।"—উভয়।

জোবয়রের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—হজরত নমাজের পরে উচ্চধ্বনিতে বলিতেন, "ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, তিনি একমাত্র, তাঁহার অংশী নাই, তাঁহারই সম্পূর্ণ রাজত্ব ও তাঁহারই সম্পূর্ণ প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান্‌, এবং ঈশ্বর ব্যতীত বল নাই, সামর্থ্য নাই, আমরা তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও পূজা করি না, তাঁহারই সম্যক্‌ সমুন্নতি এবং তাঁহারই সুপ্রশংসা, ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, যদিচ কাফেরগণ তুচ্ছ করে, তথাপি আমরা তাঁহার জন্য ধর্ম্মের বিশোধনকারী হই §।—মো।

আবু ওক্কাসের পুত্র সাদ এই (নিম্নলিখিত) বাক্য স্বীয় পুত্রদিগকে শিক্ষা দান

---

* এই বচনের অর্থ, "হে পরমেশ্বর, তুমি নির্ব্বিকার, এবং তোমা হইতে নির্ব্বিকার।"

† এই প্রবচনের অর্থ;—হে পরমেশ্বর, তুমি নির্ব্বিকার, তোমা হইতে নির্ব্বিকার, হে মহামহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত সমুন্নতি বিধায়ক।"

‡ হজরত মোহম্মদ এই সকল কথা বলিতেন, এবং অন্যবিধ ঈশ্বরগুণানুবাদ যাহা হদিস সকলে বিবৃত হইয়াছে তাহাও করিতেন। কখন কখন কিছু না বলিয়া ও না পড়িয়া সলাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। কোন সময় উল্লিখিত সমগ্র গুণানুবাদ করিতেন, কখন বা তাহার কিয়দংশ। কেহ কেহ পাঠের ব্যবস্থা এরূপ বলিয়াছেন যে, প্রথমতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে, তদনন্তর "আল্লাহোম্মা আন্‌তাসলামো" অর্থাৎ হে আমার ঈশ্বর, তুমি নির্ব্বিকার বা শান্তিস্বরূপ, "তৎপর লা এলাহ এল্লেলাহ" ইত্যাদি পড়িবে, অবশেষে গুণানুবাদ ও প্রার্থনাদি করিবে।

§ লোকের শিক্ষার জন্য হজরত সচরাচর এই সকল উক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন।

করিতেন, এবং তিনি বলিতেন যে, "প্রেরিত পুরুষ নমাজের পরে এই বাক্যযোগে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন।" যথা;—"হে আমার পরমেশ্বর, আমি কাপুরুষতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, এবং কৃপণতা হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি, ও হীন জীবন (বার্দ্ধক্য) হইতে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, এবং সাংসারিক সঙ্কট ও কবরের শাস্তি হইতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।"—বো।

আবুহোরয়রার উক্তি;—মোহাজের সম্প্রদায়স্থ কতকগুলি দুঃখী দরিদ্র লোক হজরতের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন যে, "ধনী লোকেরা সম্পদ্ ও স্থায়িত্ব অনুসারে উচ্চপদ অধিকার করিয়াছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা কি?" তাঁহারা বলিলেন,—"আমরা যেরূপ নমাজ পড়ি, তাঁহারাও সেইরূপ নমাজ পড়িয়া থাকেন, এবং আমরা যেরূপ রোজা পালন করি তাঁহারাও সেইরূপ রোজা পালন করেন, এবং তাঁহারা ধর্ম্মার্থ দান করেন, আমরা ধর্ম্মার্থ দান করি না, এবং তাঁহারা দাসদিগকে মুক্তি দান করেন,আমরা দাসদিগকে মুক্ত করি না।" তখন হজরত মোহম্মদ বলিলেন, "অনন্তর তোমাদিগকে কি আমি এমন কিছু শিক্ষা দিব না যে, তোমরা আপনাদের অগ্রবর্ত্তী লোকদিগকে বুঝিতে পার, এবং তোমাদের পশ্চাতে যাহারা আছে তাহাদের অগ্রগামী থাক? তোমরা যেরূপ কার্য্য করিতেছ সেরূপ কার্য্য যে করিয়াছে সেই ব্যক্তি ভিন্ন তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি হইবে না।" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ প্রেরিত পুরুষ, আমাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করুন।" হজরত বলিলেন,"তোমরা প্রত্যেক নমাজের অন্তে তেত্রিশবার ঈশ্বরের স্তব করিও, গুণানুবাদ করিও, তাঁহাকে মহিমান্বিত করিও।" আবু সালেহ বলিয়াছেন, *;—অনন্তর মোহাজের দুঃখী দরিদ্রগণ হজরত মোহম্মদের নিকটে পুনরাগমন করিয়া নিবেদন করিলেন, "আমরা যাহা করিয়াছি আমাদের ধনী ভ্রাতৃগণ তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ করিয়াছেন।" তখন হজরত মোহম্মদ বলিলেন, "ইহা ঐশ্বরিক দান, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় প্রদান করিয়া থাকেন।"—উভয়।

[বোখারিতে তেত্রিশ বারের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক নমাজের অন্তে দশ বার "সোব্হানাল্লা" (ঈশ্বর পবিত্র), দশ বার "অল্হমদোলেল্লাহে" (ঈশ্বরেরই প্রশংসা), দশ বার "আল্লাহো আকবর" (ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বলিবে, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।]

ওজ্জার পুত্র কাবের উক্তি †;—হজরত মোহম্মদ আদেশ করিয়াছেন,

* ইনি এই হদিসের এক জন বক্তা, ইনি আবুহোরয়রা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন।

† ইনি হজরতের এক জন সহচর, ইঁহার এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের বৃত্তান্ত স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে।

"বিহিত নমাজের পরে তেত্রিশ বার 'সোব্হানাল্লা' ও তেত্রিশ বার 'অল্হম্দো লেল্লাহে' এবং চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আক্বর' একটির পর আর একটি এই সকল উক্তির বক্তা ও কর্ত্তা পাপক্ষমায় নিরাশ হয় না।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নমাজের পর তেত্রিশবার পবিত্র ঈশ্বর বলিয়া ঈশ্বরের স্তব করিয়াছে, তেত্রিশ বার ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা বলিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়াছে, তেত্রিশবার ঈশ্বর মহান্ বলিয়া ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন করিয়াছে, এই ৯৯ বার এবং "লা এলেহা এলেল্লাহ" ইত্যাদি বলিয়া এক শত পূর্ণ করিয়াছে, তাহার পাপরাশি সাগরের ফেণপুঞ্জের ন্যায় হইলেও ক্ষমা হয়।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু এমামার উক্তি *;—বলা হইয়াছিল, হে প্রেরিত পুরুষ, "কোন্ (সময়ে) প্রার্থনা অধিকতর শ্রবণ যোগ্য?" তিনি বলিয়াছিলেন, "রজনীর শেষ ভাগের ভিতরে ও বিহিত নমাজের অন্তে।"—তর।

আমেরের পুত্র ওক্বার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ প্রত্যেক নমাজের অন্তে মওয়েজাত" পড়িতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন †।—আবুদা, নেসা, আহ, এবং দওয়াতোল্ কবিরে বয়হকি।

আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় নিশান্ত নমাজের পর ঈশ্বর-গুণানুবাদে প্রবৃত্ত এমন দলের সঙ্গে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আমার উপবেশন করাকে চারি জন এস্মায়িল বংশীয় লোককে দাসত্ব হইতে মুক্ত করা অপেক্ষা আমার নিকটে অধিক প্রিয়তর, এবং নিশ্চয় অসরের নমাজের পর ঈশ্বরগুণানুবাদে প্রবৃত্ত

---

* ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। প্রথমতঃ ইহাঁর নিবাস মেসরে ছিল, পরে ইনি তথা হইতে হম্সে যাইয়া বসতি করেন,সেখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। ইনি হম্সে হজরতের এক জন শেষ সহচর ছিলেন। হজরত মোহম্মদ হইতে ও তাঁহার বহু সহচর হইতে ইনি হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। তুরস্ক দেশীয় লোকের নিকটে ইহাঁর অধিকাংশ হদিস রক্ষিত। হজরতের পরলোকযাত্রার সময় ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর, কেহ বলেন ৩০ বৎসর ছিল। ৯১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

† কোরাণের যে যে সুরার প্রথম ভাগে আশ্রয় প্রার্থনা উল্লেখ আছে, তাহাদিগকে মওয়েজাত বলে। তাহা দুই সুরাতে ভিন্ন নয়। এ বিষয়ে মতভেদ আছে, অন্য কোন কোন সুরাকেও মওয়েজাত বলে।

এমন দলের সঙ্গে সূর্য্যাস্তগমন পর্য্যন্ত আমার উপবেশন করাকে চারি জন লোককে দাসত্ব হইতে মুক্ত করা অপেক্ষা আমার নিকটে অধিক প্রিয়তর।"—আবুদা।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিশান্তে দলের সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছে, তৎপর ঈশ্বর গুণানুবাদ করিতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত উপবেশন করিয়াছে, তদনন্তর দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছে, তাহার জন্য হজ্জ ও ওমরা ব্রতের পুরস্কারের তুল্য পুরস্কার হয়।" (আনস) বলিয়াছেন, "প্রেরিত পুরুষ পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ বলিয়াছিলেন।"—তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

কয়সের পুত্র আরজকের উক্তি *;—আবুরমসা (রমসার পিতা) এই সম্পর্কগত নামে অভিহিত আমাদের এমাম আমাদিগের সমভিব্যাহারে নমাজ পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এই নমাজ অথবা ঈদৃশ নমাজ প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে পড়িয়াছিলাম।" তিনি বলিয়াছিলেন, "এবং আবুবেকর ও ওমর প্রথম পঙ্‌ক্তিতে তাঁহার দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং এক ব্যক্তি নমাজের প্রথম তক্‌বিরে উপস্থিত হইয়াছিল। পরে প্রেরিত পুরুষ নমাজ পড়িলেন, তদনন্তর তিনি আপন দক্ষিণে ও আপন বাম পার্শ্বে সলাম অর্পণ করিলেন, তাহাতে এতদূর হইল যে, আমরা তাঁহার মুখমণ্ডলের শুভ্রতা দর্শন করিলাম †। তৎপর আবুরমসার অর্থাৎ নিজের প্রতিনিবৃত্তির ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে যে ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে নামাজের প্রথম তক্‌বির প্রাপ্ত হইয়াছিল সে উঠিয়া উপসংহারে প্রবৃত্ত হইল, তখন ওমর উত্থান করিয়া তাহার স্কন্ধ ধারণ করিলেন, এবং তাহাকে ধাক্কা দিলেন, তৎপর বলিলেন, "বস, গ্রন্থাধিকারীকে তাহাদের নমাজে বিচ্ছেদ না হওয়া ভিন্ন বিনাশ করে না।' তখন প্রেরিত পুরুষ আপন চক্ষু উত্তোলন করিয়া বলিলেন 'হে এব্‌নোল্‌ খেতাব, (খেতাবের পুত্র,) পরেশ্বর তোমারে নিকটে সত্য উপস্থিত করুন।"—আবুদা।

---

* ইনি হজরতের এক জন অনুগামী। ইনি বসোরা নগরনিবাসী বলিয়া পরিগণিত, কুফা নিবাসীদের বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। ১২১ সালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

‡ অর্থাৎ প্রথমতঃ তিনি কেব্‌লার অভিমুখে সলাম করিতেন, তৎপর দক্ষিণ দিকে সলামে প্রবৃত্ত হইতেন। তাহাতে তাঁহার কপোলদেশ শুভ হইত, এইরূপ পূর্ব্ব হদিসে উক্ত হইয়াছে। অনুগামিগণ এমামকে সলাম করিবে, এমাম প্রতি সলাম দান করিবেন, এই প্রচলিত বিধি। এ স্থলে দৃষ্ট হইতেছে এমাম অর্থাৎ নমাজের অগ্রণী অনুগামীদিগকে পূর্ব্বে সলাম করিবেন। অনুগামিগণ তাঁহাকে প্রতি সলাম করিবে।

সাবেতের পুত্র জয়দেব উক্তি * ;—প্রত্যেকের নমাজের অন্তে তেত্রিশ বার "তস্‌বিহ" (সবহান আল্লা) ও তেত্রিশ বার "তমহিদ" (অল্‌হম্‌দোলেল্লাহে) বলিতে এবং চৌত্রিশ বার "তক্‌বির" (আল্লাহো আক্‌বর) বলিতে আমরা আদিষ্ট হইয়াছিলাম। পরে অন্‌সার কুলের এক ব্যক্তির স্বপ্ন যোগে এক পুরুষ (স্বর্গীয় দূত উপস্থিত হইয়া বলেন, "তোমাদিগকে প্রেরিত পুরুষ আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা প্রত্যেক নমাজের অন্তে এইরূপ এইরূপ গুনানুবাদ করিবে।" স্বপ্নে আন্‌সারী বলেন, "আচ্ছা হাঁ।" তিনি বলেন, "অবশেষে পঁচিশ বার বলিবে, এবং তন্মধ্যে 'তহলিল' (আল্লাহো আল্লাহো) বলিবে।" পরে যখন প্রাতঃকাল হইল আন্‌সারী প্রেরিতপুরুষের নিকটে আগমন করিয়া তাঁহাকে তাহা জ্ঞাপন করেন। তখন প্রেরি পুষষ বলিলেন, "তবে তাহা করিতে থাক।"—আহ, নেসা, দার।

আলির উক্তি ;—আমি এই মেম্‌বরের কাষ্ঠোপরি হইতে হজরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নমাজের অন্তে 'আয়তোল্‌ কোর্সি" পাঠ করে, মৃত্যু ব্যতীত তাহাকে স্বর্গলোকে প্রবেশ করিতে অন্য কিছু নিবারণ করে না, এবং যে ব্যক্তি শয়নাগারে যাইবার সময় তাহা পাঠ করে, তাহার গৃহে ও তাহার প্রতিবেশীর গৃহে এবং তৎসমস্তাদ্বর্ত্তী গৃহ সকলে পরমেশ্বর তাহাকে নিরাপদ করিয়া থাকেন।"—শোওয় বোল্‌ ইমানে বয় হকি।

[এই হদিসের মূলবক্তা জয়িফ (দুর্ব্বল) বলিয়া উক্ত হইয়াছে।]

গনমের পুত্র অবদোর্‌ রহমাণের উক্তি * ;—তিনি প্রেরিত পুরুষ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নমাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে সায়ংকালীন ও উষা কালীন নমাজে (তশহোদে বসিবার ন্যায়) পদদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া দশবার বলে, 'লা এলাহ এলেল্লাহ ও মোহম্মদ রসুলাল্লাহে ওহদোহো লা শরিকো লহো, লহো আল্‌ মোল্‌কো ও লহোল্‌ হম্‌দো বইয়দেহিল্‌ খয়রো ইয়হিয়াও ইয়মত্ততো ও হুয়াল্‌ আলা কোল্‌ শয়ন্‌ কদিরোন্‌।' তাহার নিমিত্ত প্রত্যেক বারের জন্য দশটি কল্যাণ লিখিত হয়, এবং তাহা হইতে দশটি পাপ বিলুপ্ত হইয়া থাকে, অপিচ তাহার নিমিত্ত দশগুণ পদ সমুন্নত হয়, পরন্তু সমুদায় দুষ্কৃতি হইতে তাহার রক্ষা ও নিস্তাড়িত শয়তান হইতে রক্ষা হইয়া থাকে, এবং অংশিত্ব ভিন্ন তাহাকে কোন পাপ যে আশ্রয়

---

* ইনি হজরতের প্রসিদ্ধ প্রত্যাদেশ সংগ্রহকারী, সহচর। ইনি সকল সহচরদিগের মধ্যে সম্মানিত সুপণ্ডিত ধর্ম্মবিধি পালনে দৃঢ়ব্রত ছিলেন। মদিনা প্রস্থানের সময় ইহাঁর একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। ইনি আবুবেকরের নেতৃত্ব কালে কোরাণের আয়ত ও সুরা ইত্যাদি সংগ্রহ ও ওস্‌মানের সময়ে পূর্ণ গ্রন্থে বদ্ধ করেন।

করিবে তদ্রূপ বিহিত নয় *। (এই প্রবচনের বক্তা) কার্য্যতঃ লোকমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু যাহা বলা হইল যিনি তদাপেক্ষা অধিক বলেন, তিনি আরও শ্রেষ্ঠ।"—আহ।

[আবু জর হইতে তরমোজি অংশিত্ব ব্যতীত এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তিনি সায়ংকালীন নমাজের ও "বইয়েদেহিল্ খয়রো" তাঁহার হস্তে কল্যাণ এই কথার উল্লেখ করেন নাই। তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস হোসন সহিহ গরিব।]

ওমর এব্নোল্ খেতাবের উক্তি;—একদা হজরত এক ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে নজদ প্রদেশের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরে তাহারা প্রচুর রূপে লুণ্ঠন করিয়া দ্রুতগতি ফিরিয়া আইসে। (তাহাদের সঙ্গে) বহির্গত হয় নাই, এমন এক ব্যক্তি আমাদের মধ্যে হইতে বলে, "এই দল অপেক্ষা প্রত্যাগমনে দ্রুত ও লুণ্ঠনবিষয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন সৈন্যদলকে আমরা দর্শন করি নাই।" তাহাতে প্রেরিত পুরুষ বলেন, "জানিও বিলুণ্ঠন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দলের ও প্রত্যাগমন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দলের দিকে আমি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছি। যাহারা নিশান্ত নমাজে উপস্থিত হয়, তৎপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুণানুবাদে উপবিষ্ট থাকে, তাহারা লুণ্ঠনবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও দ্রুত প্রতিগমনে শ্রেষ্ঠ।"—তর।

[বোখারী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব, এই হদিসের বক্তা অবু হমিদের পুত্র হেমাদ। তিনি হদিস বিষয়ে অনভিজ্ঞ।]

---

* দুষ্কৃতি হইতে রক্ষা ও শয়তান হইতে রক্ষা হওয়ার অর্থ সমুদায় দুঃখকর ব্যাপার হইতে নিরাপদ হওয়া। "অংশিত্ব ভিন্ন কোন পাপ যে তাহাকে আশ্রয় করিবে, এরূপ বিহিত নয়।" অর্থাৎ অংশিবাদিতা গুরুতর পাপ, ইহার ক্ষমা নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নমাজে যে সকল কার্য্য অনুচিত *।

প্রথম অধ্যায়।

হকমের পুত্র মাবিয়ার উক্তি †;—ইতিমধ্যে আমি হজরতের সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছিলাম, তখন মণ্ডলীর এক ব্যক্তির অকস্মাৎ হাঁচি হয়। তাহাতে আমি ঈশ্ব তোমার প্রতি দয়া করুন, এরূপ বলি। তখন মণ্ডলীর সকলে আমার প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ করে। তাহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলি, তোমাদের এ কিরূপ আচরণ, তোমরা আমার প্রতি তাকাইয়া আছ ? তাহাতে তাহারা স্ব স্ব হস্তে স্ব স্ব গণ্ড দেশে আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে আমি যখন দেখিলাম,তাহারা আমাকে চুপ করাইতেছে, তখন আমি নিস্তব্ধ হইলাম। পরে যখন হজরত নমাজ সমাপ্ত করিলেন, (বলিতে কি) আমার জনক জননী তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হউক, তাঁহা অপেক্ষা উত্তমরূপে শিক্ষা দান করেন, এরূপ শিক্ষক তৎপূর্ব্বে ও তৎপশ্চাতে আমি দর্শন কার নাই। ঈশ্বরের শপথ, তখন তিনি আমার প্রতি উত্যক্ত হন নাই, আমাকে প্রহার করেন নাই, গালি দেন নাই, বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় ইহা নমাজ, ইহাতে লোকের কোন কথা বলা যুক্ত নহে, এবং ইহা তস্‌বিহ ও তকবির এবং কোরাণের পাঠ ভিন্ন নহে।" অথবা হজরত (ঠিক ইহা না হউক) এইরূপ বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, প্রেরিত পুরুষ, নিশ্চয় আমি ধর্ম্মহীন কালের অদূরবর্ত্তী লোক, পরমেশ্বর আমাকে এস্‌লাম ধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছেন, সত্যই আমাদের মধ্যে অনেক লোক আছে যে, ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, "তুমি তাহাদের নিকটে যাইও না।" আমি বলিলাম, আমাদের মধ্যে অনেক লোক আছে যে,তাহারা বিহঙ্গোড্ডয়ন প্রক্রিয়া বিশেষে শুভাশুভ গণনা করিয়া থাকে। তিনি বলিলেন, "উহা তাহাদের অন্তরে এমন কিছু প্রকাশ করে যে, তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করে না।" আমি বলিলাম, আমাদের মধ্যে এমন কতগুলি লোক আছে

---

* নমাজের সময়ে কতকগুলি, আচরণ দূষ্য সয় কতকগুলি দূষ্য। যেমন নমাজের সময়ে কেহ পাদচারণ করিয়া মণ্ডলীর এক শ্রেণীর পরিমাণ পথ গমন করিলে দূষণীয় নহে, কিন্তু দুই শ্রেণীর পরিমাণ দীর্ঘ পথ চলিয়া গেল দূষণীয়। যদি কেহ এক শ্রেণীর পরিমাণ পথ চলিয়া গিয়া দণ্ডায়মান হয়, পরে অন্য শ্রেণী পর্য্যন্ত গমন করে তাহা হইলে দূষ্য নহে, ইত্যাদি।

† ইনি হজরতের একজন চিহ্নিত সহচর, মক্কা বা তায়েফ অঞ্চলে ইহাঁর নিবাস ছিল। পরে ইনি মদিনায় আসিয়া বাস করেন।

যে, তাহারা (শুভাশুভগণনার জন্য) রেখা পাত করিয়া থাকে। তিনি বলিলেন "অনন্তর যে ব্যক্তির রেখাতে যোগ সে তাহাই *।"—মো।

মসউদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—নমাজপড়িতেছেন এমন অবস্থায় প্রেরিত পুরুষকে আমরা সলাম করিতাম, তখন তিনি আমাদিগকে প্রতিসলাম করিতেন। যখন আমরা (আফ্রিকাধিপতি) নজ্জাশির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন (নমাজে স্থিতিকালে) সলাম করিলে তিনি আমাদের প্রতি প্রতিসলাম অর্পণ করিলেন না। তাহাতে আমরা বলিলাম, প্রেরিত পুরুষ, নমাজ পড়িতেছেন এই অবস্থায় আপনার প্রতি (পূর্ব্বে) আমরা সলাম করিয়াছি তখন আপনি আমাদিগকে প্রতিসলাম দান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন,"নিশ্চয় নমাজে মহা কার্য্যতৎপরতা হয় †।—উভয়।

একব্যক্তির সম্বন্ধে হজরত মোহম্মদ হইতে মোয়য়কোবের উক্তি ‡;—সে যে স্থানে সেজ্‌দা (নমস্কার) করিবে সেইস্থানে মৃত্তিকার অবন্ধুরত্ব বিধান করিতেছিল, তাহাকে তিনি বলেন, "যদি তুমি (ইহার) কর্ত্তা হও তবে একবার §।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ নমাজে সঙ্ক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ||।—উভয়।

---

* হজরত মোহম্মদ ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের নিকটে যাইতে মাবিয়াকে এজন্য নিষেধ করিলেন যে, ভবিষ্যদ্বক্তারা ভাক্ত জ্ঞানী, এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকটে শুভাশুভ গণনার জন্য যাওয়া উচিত নয়। পুরাকালে পক্ষী উড়াইয়া আরব্য লোকেরা কার্য্যের ফলাফল নির্ণয় করিত। পক্ষীটি দক্ষিণ দিকে উড্ডীন হইলে শুভ ফল, বাম দিকে উড্ডীন হইলে অশুভ ফল ভাবিত। রেখাপাত দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা, সামুদ্রিক বিদ্যার ন্যায় এক প্রকার বিদ্যা। পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রেখাপাতের অনুসরণ করিতেন। এ বিষয়ে হজরত নিষেধ বিধি স্পষ্টরূপে কিছু বলেন নাই।

† অর্থাৎ নমাজের সময় স্তবস্তুতি বন্দনায় মহাভিনিবেশ হইয়া থাকে, তাহাতে কথা বলা ও অন্য কার্য্য করা অনাবশ্যক। পূর্ব্বে প্রতিসলাম দান করা বৈধ ছিল, এক্ষণ তাহা রহিত হইয়াছে।

‡ ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন, মক্কা নগরে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোরেশদিগের উৎপীড়নে মেয়েয্‌কেব আফ্রিকায় যাইয়া স্থিতি করেন, পরে মদিনায় হজরতের নিকট উপস্থিত হন। হজরতের অঙ্গুরিয়ক ইহাঁর হস্তে গচ্ছিত ছিল। ইনি বদরী অর্থাৎ বদরনিবাসী বলিয়া পরিচিত। মেয়ের্‌কেব কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইনি ওস্‌মানের নেতৃত্বকালে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়েই ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়। কেহ কেহ বলেন আলির নেতৃত্বকালে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মোয়েযকেবনামক এক জন বিশ্বস্ত অনুগাক্ষীও ছিলেন, তিনি এব্‌নওমর হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

§ পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকার বন্ধুরতা দূর করিতে গেলে নমাজে বিঘ্ন হইবে ভাবিয়া হজরত এক বার মাত্র তাহার সমতাবিধানে বিধি দিয়াছিলেন।

| আরব্য "খসর" শব্দের অর্থ সংক্ষেপ লিখিত হইল। ভাষ্যকারগণ এই প্রবচনের নানা

আয়শার উক্তি ;—আমি প্রেরিত পুরুষকে (অন্যত্র) মনোযোগ করার বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলেন, "উহা চাঞ্চল্য। ঈশ্বরকিঙ্করকে শয়তান নমাজ হইতে চঞ্চল করিয়া থাকে *।"—উভয়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছিলেন, "লোকে নমাজের সময়ে প্রার্থনাকালে স্ব স্ব দৃষ্টি আকাশের দিকে সমুত্থাপিত করিতে যেন অবশ্য নিবৃত্ত হয়, তাহাতে (নিবৃত্ত না হইলে) তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তি অপসারিত হইবে †।"—মো।

আবু কেতাদা বলিয়াছেন ;—আমি হজরতকে দেখিয়াছি যে, তিনি মণ্ডলীতে এমামের কার্য্য করিতেছিলেন ও আবুল্ আসের শিশু কন্যা এমামাকে স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিলেন। যখন রকু করিতেন, তখন তাহাকে নামাইয়া রাখিতেন, এবং যখন সেজ্‌দা হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেন তখন তাহাকে পুনর্ব্বার তুলিয়া লইতেন ‡।—উভয়।

আবুসয়িদখোদ্‌রীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছিলেন, "যখন তোমাদের কাহারও নমাজে জৃম্ভন হয় তখন সে যথাসাধ্য তাহা যেন সংযত করে, যেহেতু শয়তান তাহার মুখে প্রবেশ করিয়া থাকে।"—মো।

[আবুহোরয়ার উক্তি বোখারী এরূপ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কাহার নমাজে জৃম্ভন হয় তখন যথাসাধ্য সে তাহা যেন সংযত করে, এবং হা! এরূপ ধ্বনি না করে, ইহা শয়তান হইতে হয় এতদ্ভিন্ন নহে, সে ইহাতে হাস্য করে।"]

অর্থ করিয়াছেন। কেহ বলেন, নমাজে পাঠ্য কোরাণের সুরা সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ণ পাঠ করা নিষিদ্ধ। কেহ বলেন, থসর শব্দে কটীর নিম্নভাগ, বহুক্ষণ দণ্ডায়মান হওয়ায় কষ্টবোধ করিয়া আরামের জন্য কটীর নিম্নভাগ ভূতলে স্থাপন করা অর্থাৎ বসিয়া পড়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। নরকগামীদিগকে এরূপ বসিতে শয়তান প্রবৃত্তি দান করে। কেহ কেহ অন্যরূপ অর্থ করেন।

* নমাজের সময়ে কেব্‌লার অভিমুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া, বা বক্ষঃস্থলকে বিচালিত করা, এই সকল চাঞ্চল্য প্রকাশ নিষিদ্ধ। কখন কখন কোন দিকে দৃষ্টিপাত করা দূষণীয় নহে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিসঞ্চার করিলে দূষ্য। হজরত মোহম্মদ নমাজে মণ্ডলীর অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য কখন কখন ইতস্তত দৃষ্টি প্রসারণ করিতেন।

† পূর্ব্বে হজরত ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া প্রার্থনা করিতেন, তাহাতে বিনয় ও নম্রতার ব্যাঘাত হইত বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হন। তদনুসারে তিনি উপাসকমণ্ডলীকেও এই বিধি প্রদান করেন।

‡ এমামা হজরতের দৌহিত্রী, শৈশবকালে হজরতের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। অনেক সময় এই বালিকা হজরতের ক্রোড়ে ও স্কন্ধে আরোহণ করিয়া থাকিতেন। কখন কখন মাঙ্গের সময়ও আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে চড়িয়া বসিতেন। নমস্কার করিবার সময় হজরত তাঁহাকে

আবু হোরয়রার উক্তি,—হজরত বলিয়াছিলেন যে, "গত রাত্রিতে এক দুষ্ট দৈত্য আমার নমাজ ভঙ্গ করিতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল *। তখন ঈশ্বর আমাকে তাহার উপর ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। সেই সময় আমি তাহাকে ধরিয়াছিলাম, ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, তাহাকে মস্‌জেদের এক স্তম্ভে তোমাদিগের সকলের তাহা দর্শনের জন্য বাঁধিয়া রাখি। পরে আমি প্রার্থনাতে স্বীয় ভ্রাতা সোলয়মানকে স্মরণ করি ও বলি, "হে ঈশ্বর, আমাকে এমন রাজত্ব (দৈত্যদিগের উপর কর্তৃত্ব) প্রদান কর যাহা আমার অন্তে কাহারও জন্য তাহা উপযুক্ত হইবে না। পরে আমি তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া তাড়াইয়া দেই।"—উভয়।

সাদের পুত্র সহলের উক্তি;—হজরত বলিয়াছিলেন, "স্বীয় নমাজে যে ব্যক্তি কিছু বাহিরের বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহার উচিত যে, তখন সোবহান আল্লা বলে। করতালি দেওয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিধি, এতদ্ভিন্ন নহে।" কেহ কেহ বলিয়াছেন, সেই তস্‌বি অর্থাৎ সোবহানাল্লা পুরুষদিগের জন্য, করতালি দান স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিধি †।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—আফ্রিকা দেশে যাইবার পূর্ব্বে নমাজে প্রবৃত্ত হজরতকে আমরা সলাম করিতাম, তখন তিনি আমাদের প্রতি প্রতিসলাম অর্পণ করিতেন। পরে যখন আমরা আফ্রিকা দেশ হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই; তাঁহাকে নমাজ পড়িতেছেন এই অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি সলাম করি, যে পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় নমাজ সমাপ্ত না করিলেন, সে পর্য্যন্ত আমাকে প্রতিসলাম দান করিলেন না। বলিলেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর স্বীয় কার্য্যসম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে নমাজে তোমাদের কথা না বলা।" পরে তিনি আমাকে প্রতিসলাম

ভূতলে স্থাপন করিতেন। হজরত নমাজে মনঃসংযোগের ব্যাঘাত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে স্কন্ধে ধারণ করিতেন না। নমাজে গাঢ় অভিনিবেশপ্রযুক্ত অনেক সময় তিনি ইহা জানিতেনও পারিতেন না।

* কথিত আছে যে, সোলয়মান দৈত্যদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, কতকগুলি দুষ্ট দৈত্যকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। একটি দৈত্য হজরতের নমাজ ভঙ্গ করিবার জন্য কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল।

† নমাজ পড়িবার সময় যদি কেহ গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আহ্বান করে, বা তাহাতে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রার্থী হয়, সেই অবস্থায় নমাজে প্রবৃত্ত পুরুষগণ "সবহান আল্লা" বলিবেন, স্ত্রীলোকেরা করতালি দিবেন, অন্য কথা বলিবেন না।

করিলেন, এবং বলিলেন, কোরাণপাঠ ও ঈশ্বরগুণানুবাদ ভিন্ন নমাজ নহে, অতএব যখন তুমি তাহাতে প্রবৃত্ত থাকিবে তখন তোমার ঈদৃশী অবস্থা যেন হয়।"—আবুদা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—আমি বেলালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, যখন তাঁহারা হজরতকে সলাম করিতেন ও তিনি নমাজে প্রবৃত্ত তখন তিনি কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিসলাম দান করিতেন ? (বেলাল) বলেন, "তিনি স্বীয় হস্তে ইঙ্গিত করিতেন *।"—তর।

[নেসায়ীর উক্তিতে এইরূপ, এবং বেলালের পরিবর্ত্তে সোহয়ব লিখিত।]

রাফেয়ার পুত্র রফাতের উক্তি ;—আমি হজরতের অনুসরণে নমাজ পড়িয়াছিলাম, তখন আমার হাঁচি হয়, তাহাতে আমি বলি "অল্‌হম্‌দোলেল্লাহে হম্‌দন্‌ কসিরন্‌ তৈয়বন্‌ মোবারকন্‌ ফিহে মোবারকন্‌ অলয়হে কমা ইয়ুহব্ব রব্বণা ও ইয়রজি।" পরে যখন প্রেরিত পুরুষ নমাজ পড়িয়া নিবৃত্ত হইলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্‌ ব্যক্তি নমাজে কথা কহিয়াছিল ?" তাহাতে কেহ কিছু বলিল না। তৎপর দ্বিতীয় বার তিনি তাহা বলিলেন, তাহাতেও কেহ কথা কহিল না। তদনন্তর তিনি তৃতীয় বার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বলিলাম, আমি হে প্রেরিতপুরুষ। তাহাতে হজরত বলিলেন, "যাঁহার হস্তে আমার জীবন, তাঁহার শপথ, সত্য সত্যই কতক গুলি ও ত্রিশ জন স্বর্গীয় দূত ইহার (এই কথার) দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে কে তাঁহাদের মধ্যে ইহা লইয়া দ্যুলোকে গমন করিবেন †।"—তর, আবুদা, দার।

আবুহোরয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নমাজে জৃম্ভন করা শয়তান হইতে হইয়া থাকে, পরন্তু যখন তোমাদের কেহ জৃম্ভনে উদ্যত হয় তখন যেন যত দূর সাধ্য সে তাহা সংযত করে ‡।—তর।

---

* হজরত স্বীয় হস্তে এই প্রকার ইঙ্গিত করিতেন, করতল উপরে প্রসারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখ ও পৃষ্ঠভাগ বুঝাইতেন। কখন অঙ্গুলিযোগে ইঙ্গিত করিতেন। কেহ বলেন কখন কখন হজরত মস্তক সঞ্চালন করিয়া কেহ বলেন, চক্ষু ও মস্তকযোগে প্রতিসলামে ইঙ্গিত করিতেন। কিন্তু হদিসে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

† এই হদিস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, নমাজের সময় হাঁচি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বর গুণানুবাদ করিলে নমাজ ভঙ্গ হয় না। কেহ বলিয়াছেন, অধরোষ্ঠ সঞ্চালন না করিয়া মনে মনে ঈশ্বরগুণানুবাদ করিলে নমাজ ভঙ্গ হয় না, কিন্তু অধরোষ্ঠ চালনা করিলে ভঙ্গ হয়। যখন নমাজের সময় কথা বলা বৈধ ছিল, এই হদিস সেই সময়ে বিবৃত হইয়াছিল।

‡ যেহেতু তন্দ্রা, জড়তা, আলস্য, অবসন্নতা, নিরুৎসাহ ইত্যাদির সঙ্গে শয়তানের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সকল নির্জীবিতা জড়তায় শয়তান সন্তুষ্ট।

[তরমোজির অপর উক্তিতে এবং এব্‌ন মাজের উক্তিতে "যত দূর সাধ্য যেন সংযত করে, এরূপ বিবৃত।"]

ওজয়জার পুত্র কাবের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ অজু করে তখন যেন সে উত্তমরূপে অজু করে, তৎপর সে স্তাবকরূপে মস্‌জেদের দিকে যাইবে, তখন সে যেন স্বীয় অঙ্গুলি সকলকে জালবৎ জড়াইয়া না রাখে, সে যেন ভাবে সে নমাজে আছে *।"—আহ, তর, আবুদা, নেসা, দার।

আবু জরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "দাস স্বীয় নমাজে প্রবৃত্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত অন্যত্র দৃষ্টি স্থাপন না করে সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পরমেশ্বর তাহার সম্মুখে থাকেন। পরে যখন সে অন্যত্র দৃষ্টি প্রসারণ করে, তখন তিনি তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লন।"—আহ, আবুদা, নেসা, দার।

আনসের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "হে আনস, যেস্থানে তুমি সেজ্‌দা কর সেই স্থানে তোমার দৃষ্টিকে স্থাপন করিও †।"—সনতোল্‌কবির গ্রন্থে বয়হকি, তরিকোল হোসেন হইতে।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, "হে শিশুসন্তান, নমাজের সময় অন্যত্র দৃষ্টি সকারণ হইতে আপনাকে দূরে রাখিও। যেহেতু নমাজে অন্যত্র দৃষ্টি সঞ্চারণে (আধ্যাত্মিক) মৃত্যু হয়। যদি দৃষ্টি প্রসারণ করা একান্ত আবশ্যক হয়, তবে অতিরিক্ত নমাজে করিও, নির্দ্ধারিত নমাজে নয়।"—তর।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষ নমাজে প্রবৃত্ত হইয়া দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করিতেন, স্বীয় স্কন্ধদেশকে পৃষ্ঠের দিকে ফিরাইতেন না।—তর। নেসা।

সাবেতের পুত্র অদি পিতৃপিতামহক্রমে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, হজরত

---

* অজুতে যেরূপ মনঃসংযোগ ও নিষ্ঠা হইয়া থাকে নমাজেও তদ্রূপ হয়। উত্তম অজু হইলে নমাজ উত্তম হইয়া থাকে, ইহা অবধারিত। মস্‌জেদে যখন প্রবেশ করা হয়, তখন সাধক নমাজের ভাবে প্রবেশ করেন। সেই সময় অঙ্গুলিসকলকে জালবৎ জড়াইয়া রাখা সঙ্গত নয়,তাহাতে মনঃসংযোগ ও বিনয়ের ব্যাঘাত হয়। নমাজের সময় যেরূপ প্রকার করা বিহিত নয়, তদ্রূপ নমাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময়ও কর্ত্তব্য নয়।

†. সেজ্‌দার স্থানে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকিলে চিত্তাভিনিবেশ ও বিনয় রক্ষা পায়।

‡ হজরত যখন মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় চলিয়া আইসেন তখন আনস তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হন, সেই সময় আনসের আট বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। এজন্য হজরত তাঁহাকে "শিশুসন্তান" এই সস্নেহ সম্বোধন করিয়াছেন।

বলিয়াছিলেন ;—(অত্যন্ত) "হাঁচি, তন্দ্রা, জৃম্ভণ নমাজে এবং স্ত্রীরজ ও উদ্গমন এবং নাসা হইতে শোণিতস্রাব শয়তান কর্ত্তৃক সাধিত হয় * ।—

অবদোল্লার পুত্র শেখ্ খিরের পৌত্র মেতের্ রেফ স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন † ।—তিনি (অবদোল্লা) বলিয়াছিলেন, "আমি প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম,তিনি নমাজে ছিলেন; এবং তাঁহার উদরে তাম্রময় পাকস্থালির উচ্ছ্বাসের ন্যায় উচ্ছ্বাস শব্দ হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি রোদন করিতেছিলেন ।" অন্য উক্তিতে ;—"আমি প্রেরিত পুরুষকে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার বক্ষঃস্থলে যাঁতা যন্ত্রের শব্দের ন্যায় ক্রন্দনের শব্দ ছিল ‡ ।—আহ ।"

[উভয় প্রবচন আহমদ ব্যক্ত করিয়াছেন । নেসায়ী প্রথম ও আবুদাউদ দ্বিতীয় প্রবচনের উল্লেখ করিয়াছেন ।]

আবুজরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হয়, তখন সে যেন (ভূতল অবক্ষুর করিবার জন্য) প্রস্তরকণা আমর্শন না করে,কেন না ঈশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হয় § ।—আবু, তর,আহ,নেসা,এবন্মা ।

ওমনসোল্ মার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ আমার আফ্লহা নামক দাসকে দেখিয়াছিলেন যে, সেজ্দা করিবার সময় ফুৎকার করিতেছে, তখন তিনি কহিলেন, "আফলহা, স্বীয় মুখমণ্ডলকে ধূলিলিপ্ত কর ।"—তর ।

এব্ন ওমরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন,"নমাজে সঙ্কোপ করায় নরকনিবাসীর পক্ষে আরাম হয় ।"—সরেহ সোন্নএত ।

আবু হোরয়ার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সর্প ও বৃশ্চিক এই দুই কৃষ্ণাঙ্গকে নমাজে বধ কর ॥ ।—তর, আহ, আবুদা ।

---

* নমাজে হাঁচি ইত্যাদি হইলে শয়তানের আহ্লাদ হয় ।

† ইনি কুফানিবাসী আন্সার সম্প্রদায়স্থ অনুগামী । কেহ কেহ ইহাঁকে ঘোর শিয়া কেহ রাফেজী বলিয়াছেন । ইনি শিয়ামণ্ডলীর মস্জেদের এমাম এবং পণ্ডিত কাজি ছিলেন । ১০০ সালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল ।

‡ এতদ্বারা জানা যায় যে, রোদনধ্বনি হইলে নমাজ ভঙ্গ হয় না, কিন্তু শারীরিক ক্লেশের ক্রন্দন দূষ্য ।

§ অর্থাৎ উপাসনা করিবার সময় ঈশ্বরের কৃপা উপাসকের উপর অবতীর্ণ হয় । তখন সুখে নমস্কার করিবার জন্য কঙ্কর সকল দূর করিয়া সম্মুখস্থ ভূমি পরিষ্কার করিতে গেলে দুর্নীতি প্রকাশ পায় ।

॥ নমাজের সময় সর্প ও বৃশ্চিককে এক বা দুই অথবা তিন আঘাতে বধ করিতে পারিলে দূষ্য নহে । পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে গেলে নমাজে ব্যাঘাত হয় ।

[নেসায়ী অন্য কথায় এই মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।]

আয়শার উক্তি ;—একদা প্রেরিতপুরুষ অতিরিক্ত নমাজ পড়িতেছিলেন। তাঁহার অভিমুখে দ্বার রুদ্ধ ছিল, তখন আমি উপস্থিত হই,এবং দ্বারোদ্ঘাটনের প্রার্থনা করি। সেই সময় তিনি চলিয়া আইসেন ও দ্বার উন্মোচন করেন, তদনন্তর স্বীয় নমাজের স্থানে ফিরিয়া যান। তিনি (আয়শা) বলিয়াছেন, দ্বারদেশ কেব্‌লার অভিমুখে ছিল।—আহ, আবুদা, তর।

[নেসায়ী ইহার অনুরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আলির পুত্র তলকের উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ নমাজের অবস্থায় বায়ু নিঃসারণ করে তবে সে যেন নিবৃত্ত হইয়া চলিয়া যায় ও যেন অজু করিয়া নমাজে পুনর্ব্বার উপস্থিত হয়।"—আবুদা।

[তরমোজি "ক্ষতিবৃদ্ধি" এই শব্দ সহ ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নমাজের সময় যখন তোমাদের কেহ অশুচি হয় তখন সে যেন স্বীয় নাসিকা ধারণ করে,তদনন্তর যেন চলিয়া যায় †।"—আবুদা।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ অশুচি হয়, এদিকে সে নমাজের শেষভাগে সমাপ্তিসূচক বচনের পূর্ব্বে আসিয়া বসিয়াছে, তবে তাহার পক্ষে নমাজ সমাপ্ত হইয়াছে।"—তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন যে, এই হদিসের মূল প্রামাণ্য নহে, কেন না ইহার বক্তা সকলের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে।]

---

* ইনি হজরতের এক জন সহচর ছিলেন। ইহাঁ হইতে শ্রবণ করিয়া ইহাঁর পুত্র কসম হদিস প্রচার করিয়াছেন।

† অর্থাৎ নাসিকা ধারণ করিয়া নমাজ হইতে নিবৃত্ত হইলে মণ্ডলীস্থলোকে বুঝিতে পারে যে, এ ব্যক্তি অশুচি হইয়াছে,ইহার নাসারন্ধ্র হইতে শোণিতস্রাব বা অন্য কিছু হইতেছে। তাহা হইলে দুর্নীতির কার্য্য করিয়াছে বলিয়া লোকে তাহাকে কোনরূপ দোষ দিতে পারিবে না। ওমারের নেতৃত্বকালে নমাজস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে এক ব্যক্তি অশুচি হইয়াছিল। সে লজ্জাবশতঃ অজু করে না, এবং অশুচি অবস্থায়ই নমাজ পড়িতে ইচ্ছু হয়। ওমর জানিতে পারিয়া বলিলেন, এস আমরা সকলে অজু করি। তাহাতে কোন দোষ নাই। অজুর পর অজু করিলে জ্যোতির পর জ্যোতির সঞ্চার হয়। সকলে মিলিয়া অজু করিলে এ ব্যক্তি দোষী বলিয়া গণ্য হইবে না, এবং অজু ভিন্ন নমাজ পড়িয়া পাপকূপে পতিত হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ?—প্রেরিত পুরুষ নমাজ পড়িবার উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছিলেন, "আল্লাহো আকবর" বলা হইলে পর নিবৃত্ত হন, এবং তাঁহাদিগের (মণ্ডলীর) প্রতি ইঙ্গিত করেন যে, তোমারা যেরূপ আছ সেইরূপ থাক।" তৎপর তিনি বাহির হইলেন, অবশেষে স্নান করিলেন, তদন্তর তাঁহার শিরোদেশ হইতে বারি-বিন্দু ক্ষরিত হইতেছে, এই অবস্থায় তিনি আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নমাজ পড়িলেন। পরে যখন নমাজ সমাপ্ত হইল তখন তিনি বলিলেন, "আমি অশুচি ছিলাম, স্নান করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"—আহ, আবুদা, তর।

[নেসায়ী ইহার মর্ম্ম বলিয়াছেন।]

জাবেরের উক্তি;—আমি হজরতের সঙ্গে জহরের নমাজ পড়িতেছিলাম, করতল শীতল হয় এই উদ্দেশ্যে এক এক মুষ্টি কঙ্কর উঠাইতেছিলাম, এবং তাহা (করতল) ললাটদেশের নিম্নে স্থাপন করিয়া তীব্র উষ্ণতা জন্য তদুপরি সেজ্‌দা করিতেছিলাম *।—আবুদা।

[নিসায়ী ইহার অনুরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন]।

আবুদ্দরদার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ নমাজ পড়িতে "আউজো বেল্লাহে মেন্‌কা (আমি তোমা হইতে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি) বলিলেন। তৎপর বলিলেন, "আল্‌আনতোকা বেলানতেল্লাহে" (আমি তোমাকে ঈশ্বরের অভিসম্পাতে অভিসম্পাৎ করিতেছি)। তিন বার বলিলেন। এবং স্বীয় হস্ত প্রসারণ করিলেন, যেন কিছু গ্রহণ করিতেছেন। পরে যখন তিনি নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন আমরা বলিলাম, প্রেরিত পুরুষ, নমাজের সময় আপনাকে এমন কিছু বলিতে শুনিয়াছি যে, ইহার পূর্ব্বে আপনাকে তাহা বলিতে শুনি নাই, এবং আপনাকে স্বীয় হস্ত প্রসারণ করিতে দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের শত্রু শয়তান (আব্‌লিস) আমার মুখমণ্ডলে স্থাপন করিতে অনলপিণ্ড সহ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে আমি 'আউজ-মেন্‌কা,' তিন বার বলিয়াছি। তৎপর আল্‌লানতোকা 'বেলানতে আল্লাহে তামত' বলিয়াছি। তিন বার বলিয়াছি। তখনও দূর হয় নাই। তৎপর তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ঈশ্বরের শপথ, যদি আমার ভ্রাতা সোলয়মানের (তাহাকে আয়ত্ত করিবার) প্রার্থনা না হইত, তবে অবশ্য সে বন্দী হইয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিত, এবং মদিনানিবাসী বালকগণ তৎসহ ক্রীড়া করিত ‡।—মো।

---

* এস্থলে প্রতীতি হইতেছে যে, নমাজে এত দূর করিলে ক্ষমার যোগ্য হয়। ইতোধিক কঙ্কর প্রসারণাদি করা বিধেয় নহে।

‡ প্রেরিত পুরুষ সোলয়মানের দৈত্যদিগের প্রতি বিশেষ কর্ত্তৃত্ব ছিল, তিনি তাহাদিগকে

নাফেয়ার উক্তি ;—ওমরের পুত্র অবদোল্লা নমাজ পড়িতেছে এমন এক ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সলাম করেন, তখন সেই ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণে প্রতিসলাম দান করে। পরে ওমরের পুত্র অবদোল্লা তাহার নিকটে যাইয়া বলেন, "তোমাদের কাহার নিকটে নমাজ পড়ার অবস্থায় যখন কেহ সলাম করে, তখন সে যেন কথা না বলে ও স্বীয় হস্ত দ্বারা যেন ইঙ্গিত করে।"—মালে-অ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নমাজে ভ্রান্তি *।

প্রথম অধ্যায়।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় যখন তোমাদের কেহ নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হয় তখন তাহার নিকটে শয়তান উপস্থিত হইয়া তাহার সম্বন্ধে (নমাজের) এতদূর গোপন করিয়া রাখে যে, সে বুঝিতে পারে না কয় রকাত নমাজ পড়িয়াছে, অনন্তর যখন তোমাদের কেহ তাহা উপলব্ধি করিবে তখন যেন সে (সন্দেহের জন্য) উপবেশনের অবস্থায় দুই বার সেজ্‌দা করে †।"—উভয়।

ইয়স্কারের পুত্র আতা আবুসয়িদ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন ‡ ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছিলেন, "যদি তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় নমাজে সন্দেহ করে, এবং

স্বীয় আজ্ঞাধীনে রাখিতে ঈশ্বরের কৃপায় ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতারক শয়তানের প্রতি তাঁহার প্রভুত্ব ছিল না। তাহার উত্তর এই যে, শয়তানও দৈত্যের আকৃতিতে সোলয়মানের নিকটে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং সোলয়মান তাহার উপর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

* চিত্তশৈথিল্য ও অন্যমনস্কতা অজ্ঞানতাদিপ্রযুক্ত নমাজ পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকের ভুল ভ্রান্তি হইয়া থাকে। হজরত মোহম্মদেরও সময়ে সময়ে ভুল হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভুল ভ্রান্তি নমাজের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে গাঢ় অভিনিবেশ প্রযুক্ত হইত, শৈথিল্যাদিপ্রযুক্ত নহে। কোন অংশে ভুল হইলে সেজ্‌দা (নমস্কার) করা বিধি। তাহাতে উহার প্রায়শ্চিত্ত হয়।

† ইহা সন্দেহের অবস্থা। সন্দেহ ও ভ্রান্তির মধ্যে প্রভেদ এই যে, সন্দেহ হইলে ইহা হইবে, না উহা হইবে, এরূপ অনুসন্ধান হয়। ভ্রান্তিতে তাহা হয় না। ভ্রান্তি হইলে মনের স্থিরতা রক্ষা পায়। শয়তানের চাতুর্য্যে সন্দেহ জন্মে, হজরতের কখন সন্দেহ হইত না। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যের বিশেষ বিশেষ ভাবে অভিনিবেশপ্রযুক্ত তাঁহার কখন কখন ভুল হইয়াছে। সন্দেহ বা ভ্রান্তি এই দুইয়ের একতর ঘটিলে দুই বার সেজ্‌দা করা বিধি।

‡ ইনি এক জন প্রসিদ্ধ বিশ্বস্ত অনুগামী। তিনি হজরতের সহধর্ম্মিণী ময়মুনার দাস ও মদিনাস্থ এক জন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

বুঝিতে পারে না তিন কিংবা চারি রকাত নমাজ পড়িয়াছে, তবে সে যেন সেই সন্দেহ পরিত্যাগ করে। যাহা (অপেক্ষাকৃত) নিশ্চয় অনুভব হয় তাহাতে যেন স্থির থাকে। তদনন্তর সলাম করিবার পূর্ব্বে দুই বার যেন সেজ্‌দা করে, পরন্তু যদি সে পাঁচ রকাত নমাজ পড়িয়া থাকে তবে তাহার জন্য তাহার নমাজ (দুই সেজ্‌দাতে) শফায়ত (পাপ ক্ষমার অনুরোধ) হয়, যদি চতুর্থ পূর্ণ করিবার জন্য আর এক রকাত পড়া হয়, তাহা হইলে যেন শয়তানের নাসিকা ধূলি ধূসরিত করা হয় *।—মো।"

[আতা হইতে পরম্পরাক্রমে মালেক শ্রবণ করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার বিবৃতিতে এই দুই সেজ্‌দায় তাহার শফায়ত হইয়াছে, এরূপ উল্লেখ আছে।]

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ জহরের নমাজ পাঁচ রকাত পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে বলা হয়, "আপনি নমাজ অতিরিক্ত পড়িলেন।" তখন তিনি বলেন, "তাহা কি?" তাঁহারা (মণ্ডলীস্থ লোকেরা) বলিলেন, "আপনি পাঁচ রকাত নমজ পরিয়াছেন।" তখন তিনি সলাম করিবার পর দুইবার সেজ্‌দা করেন। অন্য উক্তিতে;—"আমি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য, তোমরা যেমন ভুল কর, আমিও ভুল করিয়া থাকি। অনন্তর আমি যখন ভুল করিব তখন তোমরা আমাকে বলিও, এবং যখন তোমাদের কাহার স্বীয় নমাজে সন্দেহ হয় তখন সে যেন (প্রবল অনুমানে) সাধুতা অন্বেষণ করে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সমাপ্ত করে, তৎপর যেন সলাম দুইবার সেজ্‌দা করে।"—উভয়।

আবুহোরয়রা হইতে শ্রবণ করিয়া এবন্ সয়রিণের উক্তি †।—তিনি আবু-(হোরয়রা) বলিয়াছেন;—"প্রেরিত পুরুষ আমাদের সঙ্গে আপরাহ্নিক দুই নমাজের (জহর বা আসরের নমাজের) এক নমাজ পড়িয়াছিলেন।" এবং সয়রিণ বলিয়াছিলেন, আবুহোরয়রা নমাজের নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, "তখন তিনি আমাদের সঙ্গে দুই রকাত পড়িলেন, তৎপর (সমাপ্তিসূচক) সলাম করিলেন। পরে মস্‌জেদে পাশাপাশি স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ডের দিকে দণ্ডায়মান হইয়া তদুপরি ভর দিয়া রহিলেন, যেন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আছেন, এবং তিনি স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের উপর স্থাপন করিয়া আপন অঙ্গুলিসকলকে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন ও স্বীয় দক্ষিণ কপোল স্বীয় বাম করতলের পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছিলেন, এদিকে মণ্ডলী দ্রুতগতি মস্‌জেদের দ্বারদেশ দিয়া বহির্গত হইলেন, এবং

---

* দুই বার সেজ্‌দা করিলে এক এক রকাতের তুল্য হয়। চারি রকাতে নমাজ পূর্ণ হইয়া থাকে। শয়তানের নাসিকা ধূলিধূসরিত হওয়ার অর্থ শয়তান লাঞ্ছিত হওয়া।

† ইনি এক জন প্রসিদ্ধ অনুগামী আবোহোরয়রা হইতে ইনি হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাঁহারা বলিলেন, "নমাজ সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।" "দলের মধ্যে আবুবেকর ও ওমর ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। মণ্ডলীর মধ্যে হস্তদ্বয় দীর্ঘ এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাকে "জোল্ এয়দনে," (হস্তাধিকারী) বলা হইত *।—তিনি জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিত পুরুষ, আপনি ভুলিয়াছেন,না নমাজ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন?" তখন তিনি বলিলেন "না আমি ভুলি নাই, এবং সংক্ষেপও হয় নাই।" পরে তিনি (পারিষদদিগকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, "জোলএয়দেন যাহা বলিয়াছে তাহাই কি?,, তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ সত্য।" তখন তিনি অগ্রসর হইলেন, নমাজের যে অংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িলেন, তৎপর সলাম করিলেন। তদনন্তর তকবির বলিলেন, এবং আপন প্রচলিত সেজ্দার ন্যায় বা তদপেক্ষা দীর্ঘ সেজ্দা করিলেন। তদনন্তর স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া তকবির বলিলেন, তৎপর তকবির বলিলেন, এবং স্বীয় সেজ্দার ন্যায় বা তদপেক্ষা দীর্ঘ সেজ্দা করিলেন। তদনন্তর মস্তক উত্তোলন করিয়া তকবির বলিলেন। পরে এবন্সয়রিণকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, "আবুহোরয়রা কি বলিয়াছেন, তৎপর তিনি সলাম করিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন, "এম্রান এবন্হসিন (স্বীয় হদিসে) সংবাদ দিয়াছেন, তদনন্তর তিনি সলাম করিয়াছিলেন †।"—উভয়।

[ইহা বোখারীর কথা,এবং অপর উক্তিতে বোখারী ও মোস্লেম উভয়েরই কথা;—"তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, 'ভুলি নাই ও সংক্ষেপ হয় নাই' এই কথার পরিবর্ত্তে, ভুল ও সংক্ষেপ (ত্রুটির) কিছু হয় নাই বর্ণিত, হইয়াছে।" পরে তিনি (জোল্এয়দিন) "নিশ্চয় দুইয়ের একতর হইয়াছে," হে প্রেরিতপুরুষ, এরূপ বলিয়াছেন।]

বোহয়নার পুত্র অবদোল্লার উক্তি ‡।—একদা প্রেরিতপুরুষ তাঁহাদের (সহচর-

---

* জোলাএয়দনের প্রকৃত নাম অমির, ইনি অবদওমরের পুত্র। ইহাঁর সম্পর্কগত নাম আবু মোহম্মদ (মোহম্মদের পিতা)। কেহ বলেন, ইহাঁর নাম খেরবাক ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাঁর উভয় হস্ত তুলারূপে কর্ম্মক্ষম ছিল, কেহ বলেন,ইহার দুইটি পুত্র ছিল, তাহাতেই ইহাঁর জোল, এয়দেন উপাধি হইয়াছে। বস্তুতঃ হস্তদ্বয় অতিশয় দীর্ঘ ছিল বলিয়াই ইহাঁকে লোকে জোলাএয়দেন বলিয়া ডাকিত।

† অর্থাৎ এবন্সয়রিণ বলিয়াছিলেন, হজরত যে সলাম করিয়াছিলেন আবুহোরয়ার হদিসে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে, তবে এম্রানএবন্হোসিন সলাম করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

‡ অবদেল্লার মাতার নাম বোহয়না, বোহয়নার পুত্র বলিয়া অবদোল্লা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মালেক ছিল। এই অবদোল্লা একজন সহচর ছিলেন। মাবিয়ার আধিপত্য কালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

দিগের) সঙ্গে জহরের নমাজ পড়েন, তখন প্রথম দুই রকাত পড়িয়াই দণ্ডায়মান হন, উপবিষ্ট হন না। তাহাতে লোকসকলও তাঁহার সঙ্গে নমাজের সমাপ্তি কাল-পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকেন, এবং মণ্ডলী সলামের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি উপবেশনের অবস্থায় তকবির বলেন, পরে সলাম করিবার পূর্ব্বে দুই বার সেজ্‌দা করেন, তদনন্তর সলাম করেন।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এমরাণ এবনহসিনের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ তাঁহাদের (মণ্ডলীর) সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছিলেন, তাহাতে ভুল করেন, তখন দুই বার সেজ্‌দা করিয়াছিলেন, তদনন্তর তশহোদ পড়েন, তৎপর সলাম করেন *।—তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস হসন গরিব।]

শয়বার পুত্র মগয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন কোন এমাম্ দুই রকাতে দণ্ডায়মান থাকেন, এবং ঠিক সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্ব্বে (উপবিষ্ট হন নাই,) তাহা স্মরণ করেন তখন যেন উপবিষ্ট হন। (উপবিষ্ট হইয়া তশহোদ যেন পড়েন), এবং যদি সোজা দণ্ডায়মান হন তবে যেন উপবেশন না করেন। (ভ্রান্তির জন্য) দুইবার যেন সেজ্‌দা করেন।"—আবুদা, এবনমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

হসিনের পুত্র এমরাণের উক্তি ;—একদা প্রেরিত পুরুষ অসরের নমাজ পড়েন। তখন তৃতীয় রকাতে সেজ্‌দা করিয়াছিলেন, তদনন্তর স্বীয় আবাসে চলিয়া যান। তখন খেব্‌বাক নামক দীর্ঘ হস্তদ্বয়বিশিষ্ট এক ব্যক্তি (পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি) তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া "প্রেরিত পুরুষ," সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহার কার্য্য তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন। তাহাতে তিনি উত্তরীয় বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে নির্গত হন। মণ্ডলীর নিকটে পর্য্যন্ত চলিয়া যান, পরে বলেন, "এ কি যথার্থ বলিতেছে ?" তাঁহারা বলেন, "হাঁ সত্য।" তখন তিনি এক রকাত নমাজ পড়েন, তদনন্তর সলাম করেন, তৎপর দুই বার সেজ্‌দা করেন, তাহার পরে সলাম করিয়াছিলেন।—মো।

---

* এই হদিসে ভুল হওয়ার স্থান নির্ণীত হয় নাই, এস্থলে "তশোহোদ" পড়ার উল্লেখ আছে, কিন্তু অপর হদিস সকলে নমাজে ভুল হইলে তশহোদ পড়ার উল্লেখ নাই। এবিষয়ে এমাম আবু হনিফা প্রভৃতি চারি এমামের মণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ আছে।

অউজের পুত্র অবদোর্‌রহমাণের উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি নমাজ পড়ে ও অল্প হইল বলিয়া তাহার সন্দেহ হয়, তবে যেন অধিক হইল এই সন্দেহ হওয়া পর্য্যন্ত সে নমাজ পড়ে।"—আহ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কোরাণ পাঠে সেজ্‌দা †।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ নজ্‌ম সুরাতে সেজ্‌দা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে মোসলমানগণ ও অংশিবাদিগণ এবং দৈত্য ও মানব সেজ্‌দা করিয়াছিলেন ‡।—বো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—আমরা প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে "এজাস্‌সমা অনশকত" এবং "একরায় বে এস্‌মে রব্বকা অল্লজি" পাঠে সেজ্‌দা করিয়াছিলাম §।—মো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ সেজ্‌দার সুরা পড়িতেন ও আমরা তাঁহার নিকটে থাকিতাম, পরে তিনি সেজ্‌দা করিতেন, এবং আমরাও তাঁহার সঙ্গে

---

* অর্থাৎ অল্প নমাজ পড়া হইয়াছে এরূপ সন্দেহস্থলে অধিক নমাজ পড়িবে, অধিক হইয়াছে এই সন্দেহ হওয়া পর্য্যন্ত নমাজ পড়িতে থাকিবে।

† কোরাণ পাঠে সেজ্‌দা (নমস্কার) বিষয়ে এমাম মালেক ও এমাম শাফি এবং এমাম আহমদ এই তিন প্রসিদ্ধ এমামের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, সেজ্‌দা করা বিধি, অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য, কেহ বলেন উচিত। কোরাণের বিশেষ বিশেষ সুরা (অধ্যায়) সেজ্‌দার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সেজ্‌দা নমাজের অঙ্গবিশেষ। সেজ্‌দাযোগে নমাজের এক এক অংশ পরিসমাপ্ত হয়। হজরত মোহম্মদ কখন কোন সুরা পাঠে সেজ্‌দা করিয়াছেন, আবার সেই সুরা পাঠে সেজ্‌দা করেন নাই, এরূপ দৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেজ্‌দা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য নহে, করা উচিতমাত্র।

‡ হজরত মোহম্মদ যে সমস্ত স্বর্গীয় মহাদান লাভ করিয়াছেন তাহার কৃতজ্ঞতাসূচক সেজ্‌দা করেন, সেই সভাতে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সেজ্‌দা করিয়াছেন। অংশিবাদী ও দৈত্যদানবগণ হজরতের বিজয় প্রতাপ ও মহিমা দেখিয়া তাঁহার অনুসরণে সেজ্‌দা করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

§ এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এই দুই সুরা সেজ্‌দার জন্য নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু হজরত মদিনায় আগমন করিলে পর ইহা পাঠে সেজ্‌দা করেন নাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এব্‌নওমরের উক্তিতে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

সেজ্‌দা করিতাম। অবশেষে এতদূর লোকের ভিড় হইত যে, আমাদের কেহ ললাট-দেশের জন্য এরূপ স্থান পাইত না যে, তদুপরি সেজ্‌দা করে।—উভয়।

সাবেতের পুত্র জয়দের উক্তি;—আমি হজরতের নিকটে সুরা "অল্‌নজ্‌ম" পাঠ করিয়াছিলাম, তখন তিনি তাহাতে সেজ্‌দা করেন নাই *।—উভয়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—সুরা "স" তে সেজ্‌দা, সেজ্‌দার কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, এবং নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষকে দেখিয়াছি যে, তাহাতে সেজ্‌দা করিতেছেন। অপিচ অন্য উক্তিতে মজাহেদ বলিয়াছেন, † আমি এব্‌ন অব্বাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমি কি 'স' সুরাতে সেজ্‌দা করিব? তখন তিনি 'ওমন্‌ জ্বব যিতিহি দাউদ ও মোসলমান' এই আয়ত, "ফ বেহদয়হুম একৃতদাহো" (আয়তাংশ) পাঠ করিলেন। ‡ পরে তিনি বলিলেন, "যাঁহাকে আদেশ করা হইয়াছে তুমি তাঁহার অনুসরণ কর, তিনি তোমাদিগের নবি (স্বর্গীয় সংবাদ বাহক) §।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আসের পুত্র ওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ কোরাণ পাঠে সেজ্‌দার পনেরটি আয়ত আমাকে পড়াইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনটি মাফস্‌সল (বিভিন্ন) বিষয়ে ছিল, এবং হজ্জ সুরাতে দুইটি সেজ্‌দা ছিল ॥।—আবুদা, এব্‌নমা।

আমেরের পুত্র ওকৃবার উক্তি;—আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আপনি হজ্জ সুরাকে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন, যেহেতু তাহাতে দুইটি সেজ্‌দা নির্দ্দিষ্ট।

---

* মদিনায় আগমনের পর এরূপ হইয়াছিল।

† ইনি হজরতের এক জন অনুগামী মক্কানিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ১৪০ হেজরি সালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

‡ এই আয়তাংশের মর্ম্ম এই যে, পরমেশ্বর হজরতকে আদেশ করিয়াছেন, "অনন্তর তুমি সেজ্‌দাবিষয়ে সেই সকল প্রেরিতপুরুষের অনুসরণ কর।"

§ অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতপুরুষদিগের অনুসরণ করা বিষয়ে হজরত যেমন আদিষ্টহইয়াছেন, হজরত তোমাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সেইরূপ তোমাদের পক্ষে বিধি যে, তোমরা তাঁহার অনুসরণ কর।

॥ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রথম ওয়ন্নজ্‌ম সুরার শেষভাগে, দ্বিতীয়, এজাসুসমা আনশক্কতে, তৃতীয় একুরায়েতে, এই তিনটি সেজ্‌দা নির্দ্দিষ্ট। হজ্জ সুরার অন্তর্গত "আলম্‌ তরা এন্নাল্লাহা ইয়ফন্‌ সজ্‌দো লহো মনফিসুসমাতে ও মন্‌ ফিল্‌ আরজে" আয়তে একটি সেজ্‌দা এবং "ইয়া আয়ুহাল্লজিনা আমনো আরকো ও আসুজেদো" এই আয়তে আর একটি সেজ্‌দা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে এমাম আবুহনিফা ও এমাম শাফি প্রভৃতি চারি এমামের মতভেদ আছে। কেহ কেহ বিভিন্ন বিষয়ে সেজ্‌দার প্রতিপোষক নহেন। এমাম আবুহনিফা

তিনি বলিলেন, "হাঁ সত্য, এবং যে ব্যক্তি তাহাতে সেজ্‌দা করিবে না সে যেন সেই দুইটি পাঠ না করে।"—আবুদা, তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই এক হদিস যে ইহার মূল দৃঢ় নহে, এবং মসাবিহ গ্রন্থে শরেহসোন্নতের ন্যায় ইহার (দ্বিবচন স্থানে এক বচন) যেন পঠ না করে এরূপ লিখিত।]

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ জহরের নমাজে (মধ্য রকাতে) সেজ্‌দা করিয়াছিলেন, তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া রকু করেন। (সহচরগণ) বুঝিতে পারিলেন, তিনি সেজ্‌দা সম্বন্ধীয় "আ লম তঞ্জিল" আয়ত পাঠ করিয়াছেন *।—আবুদা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ আমাদিগের নিকটে কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন, পরে যখন সেজ্‌দার আয়তে উপস্থিত হইলেন, তখন তকবির বলিলেন ও সেজ্‌দা করিলেন।—আবুদা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি,—প্রেরিত পুরুষ বিজয়ের বৎসর সেজ্‌দার আয়ত পাঠ করিয়াছিলেন, তখন সমুদায় লোক সেজ্‌দা করে। তন্মধ্যে কতক সেজ্‌দাকারী সোওয়ার (অশ্বারূঢ় বা উষ্ট্রারূঢ়) ছিলেন,এবং কতকগুলি ভূতলে সেজ্‌দাকারী ছিলেন। এ পর্য্যন্ত হইল যে, সোওয়ারগণ স্বীয় করতলের উপর সেজ্‌দা করিতে থাকেন।—আবুদা।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ যদবধি মদিনাতে চলিয়া যান, তদবধি, বিভিন্ন কোন বিষয়ে সেজ্‌দা করেন নাই।—আবুদা।

আয়শার উক্তি;—হজরত রজনীতে কোরাণ পাঠ সম্বন্ধীয় সেজ্‌দাতে বলিতেন; "আমার মুখমণ্ডল তাঁহাকে সেজ্‌দা করে, যিনি স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তিতে তাহা সৃজন করিয়াছেন, এবং তাহার কর্ণ ও তাহার চক্ষু উদ্ভেদ করিয়াছেন।"—আবুদা,তর, নেসা।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস হোসন সহিহ]

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—এক ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, আমি অদ্য রাত্রিতে নিদ্রার অবস্থায় এরূপ দর্শন

"স"সুরাতে সেজ্‌দার কর্ত্তব্যতা স্বীকার করেন, নজ্‌ম সুরায় দ্বিতীয় সেজ্‌দার আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়া থাকেন। এমাম আহমদ পনেরটি সমগ্র সেজ্‌দা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আসের পুত্র ওমরের হদিস সুদৃঢ় নহে।

* ইহাতে নমস্কার সম্বন্ধীয় আয়ত আছে। এই বিশ্বাস কেবল নমস্কার ও দণ্ডায়মান হওয়া ও রকু করাতে জন্মিয়াছে তাহা নয়, বরং হজরত কোন আয়ত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে সহচরগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

করিয়াছি যেন আমি একটি বৃক্ষের পশ্চাদ্ভাগে নমাজ পড়িতেছি, পরে সেজ্‌দা করি। তখন আমার সেজ্‌দা অনুসারে বৃক্ষও সেজ্‌দা করে। পরে আমি তাহাকে এরূপ বলিতে শুনিলাম, 'হে আমার ঈশ্বর, তুমি এ জন্য আমার নিমিত্ত তোমার নিকটে পুরস্কার লিখিও, এবং ইহার নিমিত্ত আমা হইতে পাপের ভার রাখিয়া দিও ও ইহার জন্য তোমার নিকটে আমার নিমিত্ত ধনভাণ্ডার স্থাপন করিও, এবং আমা হইতে ইহা (সেজ্‌দা) তুমি গ্রহণ কর, যেমন তোমার ভৃত্য দাউদ হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলে।'" এব্‌ন আব্বাস বলিলেন, তখন প্রেরিত পুরুষ সেজ্‌দা সম্বন্ধীয় আয়ত পাঠ করিলেন, তৎপর সেজ্‌দা করিলেন, পরে তাঁহাকে সেইরূপ বলিতে শুনিলাম যেরূপ সেই ব্যক্তি সেই বৃক্ষের উক্তি বলিয়াছিল।—আবুদা, এব্‌নমা।

[কিন্তু এব্‌মাজ, "আমা হইতে ইহা তুমি গ্রহণ কর যেমন তোমার ভৃত্য দাউদ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলে" এই কথার উল্লেখ করেন নাই। তরমোজি বলিয়াছেন যে, এই হদিস গরিব।]

তৃতীয় অধ্যায়।

এবন্‌মসউদের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ নজম সুরা পাঠ করিয়া তাহাতে সেজ্‌দা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোরেশকুলের এক জন বৃদ্ধ ব্যতীত অন্য সকলে সেজ্‌দা করিয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধ প্রস্তর কঙ্কর বা মৃত্তিকা এক মুষ্টি গ্রহণ করিয়া তাহা স্বীয় ললাটের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, এবং (সেজ্‌দা অস্বীকার করিয়া) বলিয়াছিল, "আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট।" অবদোল্লা বলিয়াছেন, "অনন্তর সত্য সত্যই আমি ইহার পর তাহাকে ধর্ম্মবিদ্রোহিতার অবস্থায় নিহত হইতে দেখিয়াছি *।"—উভয়।

[বোখারি স্বীয় উক্তিতে এই কথা অধিক যোগ করিয়াছেন "সে খলফের পুত্র অম্মিয়া।"]

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষ "স" সুরা পাঠে সেজ্‌দা

---

* এ ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। ওহদের সংগ্রামে ইহার ভ্রাতা এবন্‌ খলফকে হজরত স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রবয়ের পুত্র আতবা ছিল, কেহ বলিয়াছেন মগয়ারর পুত্র অলিদ, কেহ প্রকাশ করিয়াছেন আসের পুত্র সয়িদ ছিল। এ ব্যক্তি খলফের পুত্র ওম্মিয়া ছিল, ইহাই প্রমাণিত। ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, এই ব্যাপার মক্কা বিজয়ের পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। কেননা মক্কা জয়ের সময়ে এই ধর্ম্মদ্রোহী জীবিত ছিল না।

করিয়াছেন, এবং তিনি বলিয়াছেন, "ইহাতে দাউদ, তওবা (জীবনপরিবর্ত্তন) বশতঃ সেজ্‌দা করিয়াছেন, এবং আমি কৃতজ্ঞতাবশতঃ সেজ্‌দা করিতেছি *।"—নেসা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

নমাজে নিষিদ্ধ সময় †।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যেন সূর্য্যোদয়ের সময়ে এবং সূর্য্যাস্ত গমনের সময়ে নমাজ পড়িতে উদ্যত না হয়।" এক উক্তিতে এইরূপ বিবৃত;"যখন সূর্য্যমণ্ডলের প্রান্তভাগ প্রকাশিত হয় তখন তোমরা পূর্ণ প্রকাশ পর্য্যন্ত নমাজ পরিত্যাগ করিও, অনন্তর যখন সূর্য্যের একাংশ লুক্কায়িত হয় তখন পূর্ণ অপ্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা নমাজ পরিত্যাগ করিও। তোমরা সূর্য্যোদয়ের ও তাহার অস্তগমনের সময়ে স্বীয় নমাজে প্রবৃত্ত হইও না, যেহেতু সে শয়তানের উভয় শৃঙ্গের (পার্শ্বের) ভিতর দিয়া প্রকাশিত ও অস্তমিত হয়।"—উভয়।

আমেরের পুত্র ওক্‌বার উক্তি;—তিনটি সময় আছে তাহাতে প্রেরিত পুরুষ নমাজ পড়িতে অথবা তাহাতে শব কবরে স্থাপন করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। উজ্জ্বলরূপে সূর্য্যের উদয় হইবার সময় হইতে এক যষ্টি পরিমাণ ঊর্দ্ধে উত্থান পর্য্যন্ত, এবং মধ্যাহ্নে (মধ্য আকাশে) স্থিতিকালে সূর্য্যমণ্ডলের (পশ্চিমে) হেলিয়া পড়া পর্য্যন্ত; অপিচ সূর্য্যের অস্তগমনের উদ্যোগের সময় হইতে অস্তমিত হওয়া পর্য্যন্ত।—মো।

আবুসয়িদ খোদরীর উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "উষাকালীন নমাজের পর সূর্য্যের ঊর্দ্ধগমন পর্য্যন্ত নমাজ পড়া হইবে না, এবং অসরের নমাজের পর সূর্য্যাস্ত গমন পর্য্যন্ত নমাজ পড়া হইবে না।"—উভয়।

---

* কোরাণের "স" সুরার বিশেষ বিশেষ আয়তে মহাপুরুষ দাউদের অনুতাপ উদ্দীপনের আখ্যায়িকা আছে। অনুতাপ উদ্দীপনের ব্যাপারে দাউদের জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া তাহাতে তিনি কৃতজ্ঞতাসূচক নমস্কার করিয়াছিলেন।

† তিনটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমাজ পড়া নিষিদ্ধ। সূর্য্যোদয়ের সময়, সূর্য্যাস্তগমনের সময় এবং মধ্যাহ্নকাল। ফজরের নমাজের পর ও অসরের নমাজের পরও নমাজ পড়া নিষিদ্ধ।

অবসার পুত্র ওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ মদিনায় আগমন করিলেন। আমিও মদিনায় উপস্থিত হইলাম,পরে তাঁহার নিকটে আগমন করিবার সময় বলিলাম, আপনি আমাকে নমাজের বিষয় জ্ঞাপন করুন। তখন তিনি বলিলেন, "তুমি নিশান্ত নমাজ পড়িও, তৎপর সূর্য্যোদয় হইতে তাহার ঊর্দ্ধে সমুত্থান পর্য্যন্ত নমাজ হইতে নিবৃত্ত হইও। যেহেতু সে যখন সমুদিত হয় তখন শয়তানের দুই শৃঙ্গের মধ্য দিয়া সমুদিত হইয়া থাকে, এবং সেই সময়ে কাফের লোকেরা তাহাকে নমস্কার করে। তদনন্তর নমাজ পড়িও, যেহেতু দেবতাদিগের উপস্থিতি ও সাক্ষ্যদানের নমাজ যে পর্য্যন্ত একটি দণ্ডের আকারে ছায়া খর্ব্ব হইয়া থাকে। তৎপর নমাজ হইতে নিবৃত্ত হইও,যেহেতু সেই সময় নরক প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। পরে যখন দিবাপরিণতির ছায়া উপস্থিত হয় তখন নমাজ পড়িও। নিশ্চয় দেবতাদের উপস্থিতি ও সাক্ষ্যদানের নমাজ অসরের নমাজ পড়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। তদনন্তর যে পর্য্যন্ত সূর্য্য অস্তমিত হয় সে পর্য্যন্ত নমাজ হইতে নিবৃত্ত থাকিও। যেহেতু সে সেই সময় শয়তানের দুই শৃঙ্গের মধ্যে অস্তমিত হয়, এবং সেই সময়ে কাফেরগণ তাহাকে নমস্কার করে।" তিনি (ওমর) বলিলেন, আমি বলিলাম,প্রেরিতপুরুষ, অবশেষে অজু,এ বিষয়ে আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, সে তাহার অজুতে প্রবৃত্ত হইয়া কুলকুচি করিল,এবং নাসারন্ধ্রে জলসিঞ্চন করিল,পরে নাসিকা মুক্ত করিল,তাহার মুখাভ্যন্তরের মুখমণ্ডলের ও নাসিকামূলের পাপপুঞ্জ ক্ষরিত হইল না; তৎপর যখন সে স্বীয় আননকে যেরূপ ঈশ্বরাদেশ করিয়াছেন সেইরূপ প্রক্ষালন করিল,তাহার মুখমণ্ডলের কলুষপুঞ্জ তাহার শ্মশ্রুর চতুষ্পার্শ্ব হইতে জলের সহিত ক্ষরিত হইল না; তদনন্তর কফোণি পর্য্যন্ত স্বীয় হস্ত ধৌত করিল, তাহার হস্তের পাপপুঞ্জ জলের সহিত তাহার অঙ্গুলিশ্রেণী হইতে পতিত হইল না; তৎপর স্বীয় মস্তক আমর্শন করিল, তাহার মস্তকের পাপপুঞ্জ জলের সহিত তাহার কেশের চতুষ্পার্শ্ব হইতে ক্ষরিত হইল না; তদনন্তর জানু পর্য্যন্ত স্বীয় চরণ ধৌত করিল, তাহার চরণদ্বয়ের পাপপুঞ্জ জলের সহিত তাহার অঙ্গুলিশ্রেণী হইতে নির্গত হইল না; পরে যখন সে দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়িল, পরিশেষে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিল ও তাঁহার স্তুতিবাদ করিল, এবং তিনি যাহার উপযুক্ত তাহাতে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিল ও ঈশ্বরের জন্য স্বীয় অন্তরকে প্রমুক্ত করিল, স্বীয় জন্মদিনের অবস্থার ন্যায় সে পাপ হইতে বিদূরিত হইল না।"—মো।

কোরয়বের হইতে;—এব্‌ন্ অব্বাস ও মখ্‌রমার পুত্র মেস্‌ওর এবং আজহরের পুত্র আবদোর্‌রহমাণ তাঁহাকে (কোরয়বকে) আয়শার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন,*

* কোরয়ব এব্‌ন্ আব্বাসের দাস ও হজরতের সহচর ছিলেন। মেসওর অওফের পুত্র

এবং তাঁহারা বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমাদের সলাম বলিও, এবং তাঁহাকে অসরের দুই রকাতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিও।" তিনি (কোরয়ব) বলিলেন, অনন্তর আমি আয়শা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা যাহার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করি। তখন তিনি বলিলেন, "ওম্মসোলমাকে জিজ্ঞাসা কর।" পরে আমি তাঁহাদের নিকটে ফিরিয়া যাই। অবশেষে তাঁহারা আমাকে ওম্মসোলমার নিকটে পাঠাইয়া দেন। তখন ওম্মসোলমা বলেন, "আমি প্রেরিত পুরুষকে এই দুইয়ের বিষয়ে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি, তৎপর তাঁহাকে এই দুই রকাত নমাজ পড়িতেও দেখিয়াছি, পরে তিনি চলিয়া আইসেন। অবশেষে আমি তাঁহার নিকটে এক দাসীকে প্রেরণ করি, এবং বলি তুমি যাইয়া তাঁহাকে বল, 'হে প্রেরিত পুরুষ, ওম্মসোলমা বলিতেছেন, আপনাকে এই দুই রকাতের বিষয় নিষেধ করিতে শুনিয়াছি, এবং আপনাকে এই দুই নমাজ পড়িতেও দেখিলাম।' তিনি বলিলেন, 'হে আবু ওম্মিয়ার পুত্রি, তুমি অসরের অন্তে দুই রকাতের বিষয় প্রশ্ন করিয়াছ, যেহেতু আবদোল্‌কয়স পরিবার হইতে (ধর্ম্মশিক্ষার জন্য) লোক আমার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাতে যাহা জহরের পর হয় সেই দুই রকাত হইতে আমাকে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, পরে উহা সেই দুই রকাত যাহা পড়া হইল *।" —উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওমরের পুত্র হজরতের সহচর কয়স হইতে শ্রবণ করিয়া এব্রাহিমের পুত্র হজরতের বালক অনুগামী মোহম্মদের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ নিশান্ত নমাজের পর এক ব্যক্তিকে দুই রকাত নমাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন। তখন হজরত "নিশান্ত নমাজের

অবদোর্‌ রহমাণের ভাগিনেয় হজরতের বালক সহচর ছিলেন। হজরতের মদিনায় প্রস্থানের পর মক্কাতে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। হেজরি ৮ সালে ইনি মদিনাতে সমাগত হন। হজরতের পরলোক যাত্রার সময় ইহাঁর বয়ঃক্রম ৮ বৎসর ছিল। ইনি হজরত হইতে কথা শ্রবণ করিয়া স্মরণে রাখিয়াছিলেন। খলিফা ওস্‌মানের নিধন হওয়া পর্য্যন্ত মক্কানগরে ইনি হজরতের কাহিনী বর্ণন করিয়াছিলেন। মেসওর মদিনা হইতে মক্কায় যাইয়া রাজ্যাধিপতি মাবিয়ার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিত ছিলেন। ইনি দমস্কাধিপতি দুরন্ত এজিদের ধর্ম্মদীক্ষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। এজিদ সৈন্য প্রেরণ করিয়া মক্কা নগর আবেষ্টন করে। ইনি নমাজপড়ার অবস্থায় এজিদের সৈন্যের প্রস্তরাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। এই অবদোর্‌ রহমাণ অওফের পুত্র অবদোর্‌ রহমাণের ভ্রাতুষ্পুত্রও এবন্‌ অব্বাসের একজন স্বগণ এবং হজরতের সহচর ছিলেন।

* এই হদিস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ধর্ম্মজ্ঞান ও বিধিব্যবস্থা বিধিপূর্ব্বক শিক্ষা করা লোকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। তাহা না হইলে অতিরিক্ত নমাজের ব্যবস্থাদির জ্ঞান হয় না।

দুই রকাত দুই রকাত" বলিয়াছিলেন। তাহাতে সেই ব্যক্তি বলিল, "সত্যই আমি, যাহা ইহার পূর্ব্বে হয়, সেই দুই রকাত নমাজ পড়ি নাই, অতএব এক্ষণ তাহা পড়িলাম।" তখন প্রেরিত পুরুষ নীরব হইলেন।—আবুদা।

[তরমোজি আবু দাউদের অনুরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে,এই হদিসের মূল বক্তা সকল আনুক্রমিক নহে। যেহেতু এব্রাহিমের পুত্র মোহম্মদ ওমরের পুত্র কয়স হইতে তাহা শ্রবণ করেন নাই। শরেহ সোন্নাত ও মসাবিহ পুস্তকে কহদের পুত্র কয়স হইতে এতদনরূপ বিবৃত।]

জবয়রের উক্তি *;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, "হে অব্‌দমনাফের সন্তানগণ, দিবাভাগের বা রজনীর যে কোন সময়ে ইচ্ছা হয় এই মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিতে ও ইহাতে নমাজ পড়িতে কাহাকে তোমরা নিবারণ করিও না †।"—তর, আবুদা, নেসা।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত মোহম্মদ শুক্রবার ব্যতীত যে পর্য্যন্ত সূর্য্যমণ্ডল হেলিয়া না পড়ে সে পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নে নমাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।—শাফি।

প্রসিদ্ধ সহচর আবুকেতাদা হইতে শ্রবণ করিয়া বিশ্বস্ত অনুগামী আবুল্‌ খলিলের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ শুক্রবার ভিন্ন মধ্যাহ্নকালে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য হেলিয়া না পড়ে সে পর্য্যন্ত নমাজ পড়িতে বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, "শুক্রবার ব্যতীত নরকলোক প্রজ্বলিত হয়।"—আবুদা।

[আবুদাউদ বলিয়াছেন, আবুকেতাদার সঙ্গে আবুল্‌খলিলের সাক্ষাৎ হয় নাই।]

তৃতীয় অধ্যায়।

অবদোল্লা সোনাবেহীর উক্তি ‡;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সত্যই সূর্য্য উদিত হয় ও তাহার সঙ্গে শয়তানের শৃঙ্গ থাকে, পরে যখন সে (সূর্য্য) উন্নত হইতে

---

* জবয়রের পিতার নাম মোত্যাম, পিতামহের নাম আদি, প্রপিতামহের নাম নওফল বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম আবদ মনাফ। ইনি নওফলী কোরেশী (কোরেশবংশীয়) বলিয়া প্রসিদ্ধ। খয়বর সংগ্রামের বৎসর মক্কাবিজয়ের পূর্ব্বে ইনি এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জবয়র কোরেশবংশে মান্য গণ্য লোক ছিলেন।

† কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করিতে ও তন্মধ্যে নমাজ পড়িতে সকল সময়েই বিধি।

‡ ইনি হজরতের এক জন সহচর ছিলেন। কেহ কেহ অবদোল্লা সোনাবহিস্থলে আবু অবদোল্লা সোনাবহি বলিয়াছেন। কিন্তু আবু অবদোল্লা সোনাবহি সহচর ছিলেন না, এক জন অনুগামী ছিলেন।

থাকে, তখন উহা (শয়তানের শৃঙ্গ) তাহা হইতে দূরে চলিয়া যায়। তদনন্তর যখন সমতা প্রাপ্ত হয় তখন উহা সন্নিহিত হইয়া থাকে। তৎপর যখন সে হেলিয়া পড়ে তখন সে দূরবর্ত্তী হয়। অবশেষে যখন অস্তমিত হয় তখন দূরে চলিয়া যায়।" এবং এই সকল সময়ে প্রেরিত পুরুষ নমাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।—মালে, আহ, নেসা।

আবু বস্‌র গেফারীর উক্তি *;—প্রেরিত পুরুষ আমাদের সঙ্গে মোখম্মসে অসরের নমাজ পড়িয়াছিলেন, পরে বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় এই নমাজ তোমাদের পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন তাঁদের নিকটে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাঁহারা ইহা নষ্ট করিয়াছেন। অনন্তর যে ব্যক্তি ইহার সংরক্ষক হইয়াছে, তাহার জন্য ইহার দ্বিগুণ পুরস্কার হয়; যে পর্য্যন্ত শাহেদ উদয় হয় সেপর্য্যন্ত ইহার পরে নমাজ নাই।" শাহেদ নক্ষত্র বিশেষ।—মো।

আবু সুফিয়ানের পুত্র মাবিয়ার উক্তি;—নিশ্চয় তোমারা (দুই রকাত) নমাজ পড়িয়া থাক। সত্য সত্যই আমরা হজরতের সঙ্গে বাস করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে সেই দুই নমাজ পড়িতে দেখি নাই, সত্য সত্যই তিনি সেই দুইয়ের বিষয়ে অর্থাৎ অসরের পরে সেই দুই রকাতের বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন।—বো।

কাবা মন্দিরের ধাপের উপর আরোহণ করিয়া আবুজরের উক্তি †;—যে ব্যক্তি আমাকে চিনিয়াছে প্রকৃত পক্ষে সে আমাকে চিনিয়াছে, এবং যে আমাকে চিনে নাই সে যেন আমাকে চিনে যে, আমি জোন্দব, প্রেরিত পুরুষকে আমি এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "নিশান্ত নমাজান্তে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এবং অসরের নমাজের পর সূর্য্যাস্ত গমন পর্য্যন্ত নমাজ নাই, কিন্তু মক্কাতে নয়,মক্কাতে নয়,মক্কাতে নয়।"—আহ, রজিন।

———

* ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন, ইঁহার প্রকৃত নাম হোময়ল।

† আবুজর সম্পর্কগত নাম, অর্থাৎ জরের পিতা। ইহাঁর প্রকৃত নাম জোন্দব। কাবা মন্দিরের সম্মুখে উপরে আরোহণের জন্য এক প্রকার সোপানশ্রেণী আছে, অধুনা তাহা মেম্বরের আকারে কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে ধাপসকল সংলগ্ন। উহা জম্‌ জম্‌ কূপের নিকটে রক্ষিত হয়। শকটের চাকার ন্যায় তাহার দুই দিকে চাকা আছে। ইচ্ছা হইলে লোকে তাহা টানিয়া কাবা মন্দিরে লইয়া যায়, এবং দ্বারের সঙ্গে সংলগ্ন করে ও তাহার উপরে আরোহণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে, কার্য্য সাধন হইলে পুনর্ব্বার যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। সম্ভবতঃ সেই সময়েও এইরূপ সোপান ছিল, অথবা অন্য প্রকার ছিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দলবদ্ধ নমাজ *।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, "দলবদ্ধভাবে নমাজ পড়া একাকী সাতাইস বার নমাজ পড়া অপেক্ষা পদানুসারে শ্রেষ্ঠ †।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"যাঁহার হস্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, সত্য সত্যই আমি কাষ্ঠসংগ্রহে আদেশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলাম, পরে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হয়, ‡ তৎপর নমাজের জন্য আজান দানে আদেশ করিতে উদ্যোগী হই, অবশেষে তজ্জন্য আজান দান করা হয়, তদনন্তর কোন ব্যক্তিকে এমাম করিতে আদেশদানে উদ্যোগী হই, পরিশেষে এমাম করা হয় ; তৎপর সেই সকল লোকের প্রতি (কোন) উক্তিতে যাহারা নমাজে উপস্থিত হয় না সেই সকল লোকের প্রতি গমন করিতে উদ্যোগী হই,পরে তাহাদিগকে

---

* মসজেদে দলবদ্ধভাবে নমাজ পড়া বিষয়ে এমাম শাফি ও এমাম আহমদ প্রভৃতি এমামদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন ইহা একটি বিধিপ্রণালী, কেহ উচিতের মধ্যে গণ্য করেন, কেহ একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, কেহ হিতজনক কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন পরিজন ও সন্তানসন্ততি একত্র করিয়া গৃহেতে নমাজ পড়িবে। অনেকে মসজেদে দলবদ্ধভাবে নমাজ পড়ারই শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি দুইটি জামা মসজেদ অর্থাৎ সামাজিক উপাসনার মন্দির নিকটে থাকে তবে যে মসজেদ অপেক্ষাকৃত পুরাতন, সেই মসজেদে যাইয়া নমাজ পড়িবে। উভয় মসজেদ তুল্য সময়ে স্থাপিত হইলে, তন্মধ্যে যিটি অপেক্ষাকৃত নিকটে সেই মসজেদে নমাজ পড়িবে। যদি সন্নিহিত মসজেদে যাইবার কালে দূরবর্ত্তী মসজেদে কেহ তকবির শ্রবণ করে, তবে সন্নিহিত মসজেদে প্রবেশ না করিয়া দূরস্থ মসজেদে তাহার যাওয়া কর্ত্তব্য। সন্নিহিত মসজেদে প্রবেশ করিয়া দূরস্থ মসজেদে "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি শ্রবণ করিলে যাইবে না। যাহারা নিতান্ত পীড়িত, যাহাদের হস্তপদ ছিন্ন, পক্ষাঘাত রোগে যাহাদের শরীর অচল, এবং যাহারা অন্য অন্য কারণে একান্ত দুর্ব্বল ও গতিশক্তিবিহীন, তাহাদের জামা মসজেদে যাওয়া বিধি ও কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে।

† অনেক উক্তিতে পঁচিশ বারের কথা উল্লেখ আছে। কেবল এব্‌ন ওমরের উক্তিতে সাতাইস বার বলিয়া ব্যক্ত। হয়তো প্রথমতঃ পঁচিশ গুণ শ্রেষ্ঠ এরূপ উক্ত হইয়াছিল, পরে তাহাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

‡ নমাজের সময় জ্ঞাপনের জন্য প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি উদ্দীপন করা যাইবে, লোকে তাহার ধূম দর্শন করিয়া নমাজ পড়িবার জন্য মসজেদে চলিয়া আসিবে।

(শাস্তি দানের জন্য) যেন তাহাদের গৃহ দগ্ধ করি। যাঁহার হস্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ. যদি তাঁহাদের কোন ব্যক্তি জানিত যে, সে মাংসাবৃত স্থূল অস্থি খণ্ড পাইবে, বা দ্বিখণ্ডিত ক্ষুর সুন্দর পশু (গো বা মেষ) প্রাপ্ত হইবে, তবে অবশ্য নৈশিক নমাজে উপস্থিত হইত।"—বো।

[মোস্‌লেম এতৎ সদৃশ বলিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি;—একদা একজন অন্ধ প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করে, "প্রেরিত পুরুষ, আমার এমন কোন পরিচালক নাই যে, আমাকে মস্‌জেদের দিকে চালিত করিবে।" তখন সে প্রেরিত পুরুষের নিকটে প্রার্থনা করিল, তাহাকে তাহার গৃহে নমাজ পড়িতে যেন তিনি অনুমতি দান করেন। পরে যখন সে প্রতিগমন করিল, তখন তিনি তাহাকে ডাকিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি নমাজের আজান শুনিতে পাও না?" সে বলিল, "হাঁ শুনিতে পাই।" তিনি বলিলেন, "তবে (যেরূপেই হউক দলবদ্ধ নমাজে) যোগ দিবে।"—মো।

এব্‌ন ওমর হইতে;—বায়ু সঞ্চারিত হইয়াছে এমন এক শীত রজনীতে মস্‌জেদে নমাজের জন্য আজান দান হইয়াছিল, তদনন্তর (মোয়েজন) বলিয়াছিল, "জানিও গৃহেতেই নমাজ হইবে।" "তৎপর বলিল," নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষ মোওয়েজনকে আদেশ করিয়াছেন যে, যখন শীত ও বৃষ্টির রাত্রি হয় হয় তখন যেন বলে, "জানিও গৃহেতেই নমাজ।"—উভয়।

এব্‌ন ও মরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যদি তোমাদের কাহার নিকটে নৈশিক ভোজ্য উপস্থিত করা হয়, এবং নৈশিক নমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে প্রথম নৈশিক ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত তাহা হইতে অবসর গ্রহণ না করিবে সেপর্য্যন্ত (ক্ষুধার সময়ে) নমাজে সত্বর হইও না।" এব্‌নওমর এরূপ ছিলেন যে, তাঁহার জন্য অন্ন উপস্থিত করা হইত, এ দিকে নমাজ প্রতিষ্ঠিত হইত, যে পর্য্যন্ত তিনি তাহা হইতে (ভোজন হইতে) অবসর গ্রহণ না করিতেন, সে পর্য্যন্ত নমাজে প্রবৃত্ত হইতেন না; এদিকে তিনি এমামের পাঠ শ্রবণ করিতে পাইতেন।—উভয়।

আয়শার উক্তি;—তিনি বলিয়াছেন, "আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "অন্ন উপস্থিত করা হইলে নমাজ হয় না, এবং যে অবস্থায় নমাজীকে মল মূত্র বলপ্রকাশ করে সে অবস্থায় হয় না।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন নমাজের প্রতিষ্ঠা হয় তখন বিহিত নমাজ ভিন্ন অন্য নমাজ হইবে না *।"—মো।

---

* অর্থাৎ যখন নমাজের জন্য আজান ধ্বনি ও নমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মস্‌জেদে যাইয়া এমামের সঙ্গে যোগ দান করিয়া নমাজ পড়িতে হইবে, নির্জ্জনে বা অন্যত্র নমাজ পড়া বিধেয়

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কাহার স্ত্রী মস্‌জেদে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তাহাকে বারণ করিও না।"—উভয়।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার স্ত্রী জয়নব বলিয়াছেন যে, প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "যখন তোমাদের কেহ মস্‌জেদে উপস্থিত হয়, তখন যেন কোন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার না করে।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে কোন নারী বখুরের (সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষের) ধূমে সুগন্ধীকৃতা, সে যেন আমাদের সঙ্গে নৈশিক নমাজে উপস্থিত না হয়।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন ওমর বলিয়াছেন ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে মস্‌জেদে যাইতে বারণ করিও না, এবং (নমাজ পড়িতে) তাহাদের জন্য তাহাদের গৃহ কল্যাণকর।"—আবুদা।

এব্‌ন্ মস্‌উদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকের তাহার গৃহের বহিঃপার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে নমাজ পড়া অপেক্ষা তাহার গৃহমধ্যভাগে নমাজ পড়া শ্রেষ্ঠ ; এবং তাহার গৃহমধ্যে নমাজ পড়া অপেক্ষা ভাণ্ডার গৃহে নমাজপড়া শ্রেষ্ঠ।"—আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—আমি আমার প্রেমাস্পদ আবুল্‌কাসেমকে (হজরত মোহম্মদকে) এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে নারী মস্‌জেদের জন্য সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে যে পর্য্যন্ত সে অশুচি অবস্থায় স্নানের ন্যায় স্নান না করে সে পর্য্যন্ত তাহার নমাজ গৃহীত হয় না * ।—আবুদা।

[আহমদ ও নেসায়ী এতৎসদৃশ ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আবু মুসার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নয়ন ব্যভিচারী, † এবং যখন স্ত্রীলোক সুগন্ধি গ্রহণ করে, পরে কোন সভায় চলিয়া যায়, তখন সে তদ্রূপ তদ্রূপ, অর্থাৎ ব্যভিচারিণী।'—তর। [আবুদাউদ ও নেসায়ী তৎসদৃশ।]

নহে। এমাম নমাজের কিয়দংশ সমাপ্ত করিলেও অবশিষ্ট অংশে যোগ দিবে, জনতাবশতঃ মস্‌জেদে প্রবেশ করিতে না পারিলেও দ্বারের বাহিরে থাকিয়া যোগ দান কর্ত্তব্য।

* নারীর অঙ্গ ও পরিচ্ছদাদি সুগন্ধীকৃত হইলে পুরুষদিগের মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং তাহাতে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইতে পারে। অতএব দলবদ্ধ নমাজের জন্য মস্‌জেদে যাইবার সময় কোন যুবতী আতর ও কস্তুরিকা ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য বস্ত্রাদিতে সংলেপিত করিবে না।

† অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি বা পুরুষের প্রতি কামভাবে দৃষ্টি করিলেই সেই নয়ন ব্যভিচারী হয়।

আবু এব্‌ন কাবের উক্তি ;—একদিন প্রেরিত পুরুষ নিশান্ত নমাজ আমাদের সঙ্গে পড়িয়াছিলেন, পরে যখন সলাম করিলেন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুকে কি উপস্থিত হইয়াছে ?" উপাসকগণ বলিলেন, না। তিনি পুনঃ প্রশ্ন করিলেন,"অমুকে কি উপস্থিত হইয়াছে ?" তাঁহারা বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় এই দুই নামাজ (নৈশিক নমাজ ও নিশান্ত নমাজ) কপট লোকদিগের সম্বন্ধে কঠিন নমাজ, এবং যদি তোমারা বুঝিতে এই দুয়ের মধ্যে কি (পুণ্য) আছে, তবে অবশ্য তোমরা হামাগুড়ি দিয়া হইলেও তাহাতে উপস্থিত হইতে। নিশ্চয় প্রথম শ্রেণী স্বর্গীয় দূত দিগের শ্রেণীর সদৃশ, যদি তাহাতে কি গৌরব তোমরা বুঝিতে, তবে অবশ্য তৎপ্রতি অগ্রসর হইতে। নিশ্চয় অন্য ব্যক্তির সঙ্গে এব ব্যক্তির নমাজ পড়া তাহার একাকী নমাজ পড়া অপেক্ষা বিশুদ্ধ, এবং এক ব্যক্তির সঙ্গে তাহার নমাজ পড়া অপেক্ষা দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাহার নামাজ পড়া অধিক বিশুদ্ধ। অপিচ যত অধিক হয় তাহা ঈশ্বরের নিকটে সমধিক প্রিয়।"—আবুদা, নেসা।

আবুদ্দরদার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে কোন গ্রামে ও প্রান্তরে তিন জন লোক আছে,এবং তাহাদের মধ্যে নমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় না, তদবস্থায় শয়তান তাহাদের উপর প্রবল হইয়া উঠে না এরূপ নহে। অতএব দলবদ্ধ নমাজ পড়া তোমার পক্ষে সমুচিত। পরন্তু নিশ্চয় নেকড়ে বাঘ বিচ্ছিন্ন ছাগ পশুকে আক্রমণ করে, এতদ্ভিন্ন নহে। "—আহ, আবুদা, নেসা।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আজানের ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছে, তদনুসরণে কোন (ওজর) তাহাকে নিবারণ করিবে না।" লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কিরূপ ওজর ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "ভয় বা রোগ। সে একাকী যে নমাজ পড়িবে, তাহার সেই নমাজ কখন গৃহীত হইবে না।"—আবুদা, দারকো।

আর্কমের পুত্র অবদোল্লার উক্তি* ;—প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "যখন নামাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তোমামাদের কাহার শৌচের উপক্রম, তখন অবশ্য শৌচে প্রবৃত্ত হইবে।"—তর।

[মালে, আবুদা ; নেসায়ী তদনুরূপ বলিয়াছেন।]

সোবানের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তিনটি বিষয় আছে, তাহা কাহার জন্য বৈধ নহে, ১ এরূপ ব্যক্তি কখনকোন মণ্ডলীর এমামের (আচার্য্যের)

---

* ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন। মক্কাবিজয়ের বৎসর এসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনি প্রত্যাদেশলেখক ছিলেন, এবং খলিফা আবুবেকর ও ওমরের লিপিকর হই-

কার্য্য করিবে না, যে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া বিশেষ ভাবে নিজের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, পরন্তু যদি তাহা করে তবে তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে। ২ অনুমতি প্রার্থনা করার পূর্ব্বে কাহার গৃহের ভিতরে দৃষ্টি সঞ্চার করিবে না। ৩ প্রস্রাব অবরোধ করা হইতেছে, এই অবস্থায় নমাজ পড়িবে না।"—আবুদা।

[তরমোজি এতৎসদৃশ ব্যক্ত করিয়াছেন।]

জাবেরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন "অন্নের জন্য এবং তদ্ভিন্ন অন্য কিছুর জন্য নমাজ পড়িতে বিলম্ব করিও না * ।"—সরেহসো।

তৃতীয় অধ্যায়।

অবদোল্লা এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—আমরা সত্য সত্যই দেখিয়াছি, নিশ্চয় যাহার কপটতা প্রকাশ পাইয়াছে সেই কপটলোক অথবা রোগী ভিন্ন দলবদ্ধ নমাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। যদি রোগী হয় তবে সে দুই ব্যক্তির উপর ভর করিয়া যেন যায়, নমাজের স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছে। অপিচ এস্‌ন মস্‌উদ বলিয়াছেন, প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে ধর্ম্মপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, এবং নিশ্চয় যাহাতে আজান দান হয় সেই মস্‌জেদে নমাজ পড়া ধর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে গণ্য। পরন্তু অন্য উক্তিতে আছে, (এব্‌ন মস্‌উদ) বলিয়াছেন, যাহাকে এমন সুখী করা হইয়াছে যে, কল্য (পরকালে) মোসলমানরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে,যাহাতে আজানদান হয় সেই পাঁচবার সমাজের প্রতি সে যেন যত্নবান্ থাকে, অনন্তর নিশ্চয় পরমেশ্বর তোমাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের জন্য ধর্ম্মপদ্ধতির বিধান করিয়াছেন, সত্যই ইহা (এই পাঁচবার নমাজ পড়া) ধর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্গত। যেমন এই পশ্চাৎপদ ব্যক্তি স্বীয় আলয়ে নমাজ পড়িয়া থাকে,যদি তোমারা আপন আপন গৃহে সেইরূপ নমাজ পড় তবে অবশ্য তোমরা স্বীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ধর্ম্ম-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিলে ; যদি তোমরা স্বীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের পদ্ধতি পরিত্যাগ কর, তাহাহইলে অবশ্য পথভ্রান্ত হইলে। এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, অঙ্গশুদ্ধি করে, পরন্তু উত্তমরূপে অঙ্গশুদ্ধি করে, তৎপর এই মস্‌জেদে যাইতে উদ্যত হয়, তাহার পদস্থাপন সকলের প্রত্যেক পদস্থাপনে পরমেশ্বর কল্যাণলিপি করেন না,এবং তাহাকে পদানুসারে

য়াছিলেন। অপিচ অবৈতনিকরূপে খলিফা ওস্‌মানের কোষাধ্যক্ষের কর্য্য করিয়াছিলেন, পরে সেই কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

* অর্থাৎ ভোজনার্থ অন্ন আনীত হইতেছে,বা শীঘ্র আনা হইবে,এই প্রতীক্ষায় দলবদ্ধ নমাজে উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিবে না। আজান ধ্বনি হইয়াছে, এ দিকে অন্ন সম্মুখে উপস্থিত, ক্ষুধার্ত্ত হইলে তখন ভোজন করিয়া পরে নমাজে যাইয়া যোগ দিবে।

উন্নত করেন না, এবং তাহাতে তাহার পাপমোচন করেন না। অপিচ সত্য সত্যই আমরা দেখিয়াছি যাহার কপটতা অতি ব্যক্ত এরূপ কপট লোক ব্যতীত ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। সত্য সত্য সত্যই এমন এক পুরুষ ছিল যে, সে আনীত হইত, দুই জনের উপর ভর করিয়া চলিয়া আসিত, (নমাজীদিগের) শ্রেণীতে পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইত।—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"যদি আলয়ে স্ত্রী বালকাদি কিছু না থাকিত তবে আমি নৈশিক দলবদ্ধ নমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতাম, স্বীয় মণ্ডলীকে আদেশ করিতাম যে, (নমাজে অনুপস্থিত লোকের গৃহে যাহা কিছু আছে অগ্নিতে যেন দগ্ধ করিয়া ফেলে * ।"—আহ।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, "যখন তোমরা মস্‌জেদে থাকিবে তখন নমাজে আজান দান করিয়া, পরে যে পর্য্যন্ত নমাজ পড়া হয় সেযাবৎ তোমাদের কেহ বহির্গত হইবে না।"—আহ।

আবু শয়শার উক্তি † ;—এক ব্যক্তি মস্‌জেদ হইতে তাহাতে আজান দান করার পর বহির্গত হইয়াছিল, তখন আবু হোরয়রা বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় এ কি আবুল্ কাসেমের (হজরত মোহম্মদের) অবাধ্যতা চরণ করিল না ‡ ?"—মো।

অকাশের পুত্র ওসমানের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মস্‌জেদে আজান ধ্বনি প্রাপ্ত হয়, তৎপর বাহির হইয়া যায়, কোন প্রয়োজনবশতঃ বহির্গত হয় না, এবং সে পুনর্গমনে ইচ্ছা করে না, সে কপট।"—এব্ নমা।"

এব্ন অব্বাস প্রেরিত পুরুষ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আজানধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোন বিশেষ কারণ ভিন্ন তাহা অস্বীকার করে, তাহার নমাজ হয় না।—দারকোত।

ওম্ম মকতুমের পুত্র অলদোল্লা হইতে ;—তিনি বলিয়াছিলেন,—প্রেরিত পুরুষ, নিশ্চয় মদিনায় বহু হিংস্র সরীসৃপ ও শ্বাপদ আছে, এবং আমি অন্ধ, অতএব আমার সম্বন্ধে কি আপনি নিষ্কৃতিদানের (অভিপ্রায়) প্রাপ্ত হন ? তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি কি 'হয়া অলাস্‌সলাতে হিয়া অলল্ ফলাহে' (আজানে ব্যবহৃত কথা) শুনিতে

---

* অর্থাৎ দলবদ্ধ নমাজে অনুপস্থিত লোকদিগের গৃহসম্পত্তি যেন দগ্ধ করিয়া ফেলে। ভয় প্রদর্শনের জন্য এই উক্তি হইয়াছে, এইরূপ প্রতীতি হয়। কখন এপ্রকার শাস্তি দান হয় নাই।

† ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

‡ আবুল্ কাসেমের অর্থ কাসেমের পিতা। কাসেম নামক হজরত মোহম্মদের একটি পুত্র ছিল। শৈশবে তাহার মৃত্যু হয়।

পাও না?" "তিনি বলেন, শুনিতে পাই।" হজরত বলিলেন, "তবে তুমি আসিও।" নিষ্কৃতি দান করিলেন না।—আবুদা, নেসা।

ওম্ম দরদার উক্তি;—আমার নিকটে (স্বামী) আবুদ্দরদা ক্রোধের অবস্থায় উপস্থিত হন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে কিসে ক্রোধান্বিত করিয়া তুলিয়াছে? তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, আমি মোহম্মদীয় মণ্ডলীর সম্বন্ধে দলবদ্ধভাবে তাহাদের নমাজ পড়া অপেক্ষা অন্য কোন কার্য্য জানি না, (তাহাও তাহারা পরিত্যাগ করিতেছে।")—বো।

সোলয়মানের পুত্র ও আবু হোস্‌মার পৌত্র বেকরের উক্তি;—ওমর এব্‌নোল্‌ খেতাব নিশান্ত নমাজে আবু হোস্‌মার পুত্র (আমার পিতা) সোলয়মানকে হারাইয়াছিলেন। প্রত্যুতঃ ওমর প্রত্যুষে বাজারের দিকে গিয়াছিলেন,এবং মস্‌জেদ ও বাজারের মধ্যে সোলয়মানের আবাস বিদ্যমান। পরে তিনি সোলয়মানের মাতা শেফার নিকটে উপস্থিত হন, * এবং তাঁহাকে বলেন, "আমি নিশান্ত নমাজে সোলয়মানকে দেখিতে পাই নাই।" তাহাতে তিনি বলেন, "রাত্রিতে সে নমাজ পড়িয়াছিল, পরে তাহার চক্ষু নিদ্রাক্রান্ত হইয়াছিল।" তখন ওমর বলিলেন, "নিশ্চয় রাত্রিতে নমাজ পড়া অপেক্ষা আমার নিশান্তে দলবদ্ধ নমাজে উপস্থিত হওয়া আমার নিকটে প্রিয়তর।"—মালে।

আবু মুসা অশরীর উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "দুই ব্যক্তিতে এবং দুইয়ের অধিকেই মণ্ডলী হয়†।"—এব্‌নমা।

অবদোল্লার পুত্র ওমরের পৌত্র বেলাল স্বীয় পিতা হইতে;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমারা স্ত্রীলোকদিগকে যখন তাহারা তোমাদের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন মস্‌জেদ সকল হইতে তাহাদের প্রাপ্য পাইতে নিবারণ করিও না।" তাহাতে বেলাল বলেন, "ঈশ্বরের শপথ, অবশ্য তাহাদিগকে আমরা নিবারণ করিব।" তখন আবদোল্লা তাঁহাকে বলেন, "আমি হজরতের উক্তি তোমাকে বলিললাম, এবং তুমি বলিতেছ আমি অবশ্য তাহাদিগকে নিবারণ করিব!" অন্য উক্তিতে সালেম স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া এরূপ বলিয়াছেন, "তখন অবদোল্লা তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে এরূপ গালি দিলেন যে, সেরূপ গালি আমি কখন শ্রবণ করি নাই, এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোকে

---

* শেফা আদিমোহাজেরদিগের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি নারীকুলের মধ্যে অতিশয় বুদ্ধিমতী ও উন্নত প্রকৃতি নারী বলিয়া গণ্য হইয়া ছিলেন।

† দুইজন বিশ্বাসী লোক হইলে একজন এমামের অর্থাৎ আচার্য্যের কার্য্য, অপর জন তাঁহার অনুসরণ করিবেন, তাহাতেই দলবদ্ধ নমাজ হইবে।

হজরতের কথা জ্ঞাপন করিলাম, এবং তুই বলিতেছিস, ঈশ্বরের শপথ আমরা তাহাদিগকে নিবারণ করিব।"—মো।

এব্‌ন ওমর হইতে শ্রবণ করিয়া মজাহেদ বলিয়াছেন* ;—নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, "কোন ব্যক্তি স্বীয় পরিজনকে মস্‌জেদে যাইতে যেন নিবারণ না করে।" তখন আবদোল্লার পুত্র ওমরের পৌত্র বলিয়াছিলেন, "আমরা তাহাদিগকে অবশ্য নিবারণ করিব।" তাহাতে অবদোল্লা বলিয়াছিলেন," "তুই কি হজরতের সম্বন্ধে কথা কহিতেছিস, এবং এইরূপ বলিতেছিস।" অনন্তর যে পর্য্যন্ত অবদোল্লা জীবিত ছিলেন, সে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার (স্বীয় পুত্র অবদোল্লার) সঙ্গে কথা কহেন নাই।"—আহ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নমাজীদিগের শ্রেণী সঙ্গঠন করা†।

প্রথম অধ্যায়।

বশিরের পুত্র নোমানের উক্তি‡ ;—প্রেরিত পুরুষ আমাদিগের শ্রেণী সকল ঠিক করিতেন, এতদূর হইত যে শরদণ্ড সকলের সদৃশ সেই সকলকে সরল করিয়া লইতেন, এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তৎপর একদিন তিনি (গৃহ হইতে) বাহিরে চলিয়া আইসেন। পরে দণ্ডায়মান হইয়া "আল্লা হো আক্‌বর" পর্য্যন্ত বলিতে উদ্যত হন। অবশেষে

---

* ইনি একজন জ্ঞানবান অনুগামী ছিলেন।

† এইরূপে শ্রেণী সঙ্গঠন করিতে হয়। উপাসকগণ এক শ্রেণীতে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন, মধ্যে কোন ব্যবধান রাখিবেন না, অগ্রপশ্চাতে দণ্ডায়মান হইবেন না, সমান ভাবে দণ্ডায়মান হইবেন। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইলে একটির পর একটি শ্রেণী সমন্তরাল রেখার ন্যায় স্থাপিত থাকিবে। শ্রেণী সঙ্গঠনে বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহা বাহ্যিক নীতির অন্তর্গত হইলেও ইহার ব্যতিক্রমে আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়। যথা কথিত হইয়াছে যে, বাহ্যিক অবস্থা আন্তরিক নিদর্শন। অতএব ঠিক ভাবে দণ্ডায়মান হইবে, তাহার অন্যথা করিবে না। শ্রেণীতে দণ্ডায়মান ঠিক হইলে অন্তর অপ্রকৃতস্থ হইবে না।

‡ ইনি এক জন বালক সহচর ছিলেন। হজরতের মদিনা প্রস্থানের চতুর্দ্দশ মাসের মধ্যে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। হজরতের মদিনায় উপস্থিতির পর আন্‌সার কুলের ইনিই প্রথম সন্তান, এবং মোহাজের কুলের মধ্যে জোবয়রের পুত্র অবদোল্লা প্রথম পুত্র সন্তান। হজরতের পরলোক যাত্রার সময়ে তাঁহার আট বৎসর সাত মাস বয়ঃক্রম ছিল।

দেখেন যে, এক ব্যক্তি স্বীয় বক্ষঃস্থল শ্রেণীর বাহিরে ঝুকাইয়া রাখিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, "হে ঈশ্বরকিঙ্করগণ, নিশ্চয় তোমাদের শ্রেণী সকল ঠিক করিয়া লওয়া বিধেয়, নতুবা তোমাদের প্রকৃতিতে ঈশ্বর বিরুদ্ধ ভাবের সঞ্চার করিবেন *।"—মো।

আনসের উক্তি ;—নমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের মধ্যে প্রেরিত পুরুষ স্বয়ং উপস্থিত হন, পরে বলেন, "তোমরা তোমাদের শ্রেণী সকলকে ঠিক করিয়া লও ও সম্বদ্ধ ভাবে স্থিতি কর, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আমার পশ্চাদ্ভাগ হইতে দর্শন করিয়া থাকি।"—বো।

[বোখারী ও মোস্‌লেম উভয়ের হদিস স্থলে এইরূপ ;—তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা তোমাদের শ্রেণী সকলের পূর্ণতা সাধন কর, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে স্বীয় পশ্চাদ্ভাগ হইতে দর্শন করিয়া থাকি।"]

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা আপনাদের শ্রেণী সকলকে ঠিক করিয়া লও, যেহেতু শ্রেণী ঠিক করিয়া লওয়া নমাজ প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত।"—উভয়।

[কিন্তু মোস্‌লেম নমাজ প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত" স্থানে "নমাজের পূর্ণতা সাধনের অন্তর্গত" এরূপ বিবৃত করিয়াছেন।]

আবু মস্‌উদ আন্‌সারীর উক্তি † ;—হজরত নমাজের সময়ে আমাদের স্কন্ধদেশ আমর্শন করিতেন, এবং বলিতেন, "তোমরা সোজা হও ও পরস্পর (দেহের) অমিল করিও না, তাহা করিলে তোমাদের অন্তঃকরণের পরস্পর অসম্মিলন হইবে। বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানপ্রাপ্ত লোকেরা (প্রথম শ্রেণীতে) আমার সঙ্গে যেন সংলগ্ন থাকে, তৎপর যাহারা প্রায় তাহাদের সদৃশ, (অর্থাৎ প্রায় বয়ঃপ্রাপ্ত) তাহারা থাকিবে, তদনন্তর প্রায় তাহাদের সদৃশ লোকেরা (অর্থাৎ নারীগণ) থাকিবে।" আবু মস্‌উদ বলিলেন, এক্ষণ তোমরা গুরুতর বিপরীতাচারী হইয়াছ ‡।—মো।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত ও বয়ঃপ্রাপ্ত, তাহারা যেন আমার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, তৎপর যাহারা প্রায় তাহাদের সদৃশ, তদনন্তর যাহারা প্রায় তাহাদের সদৃশ, তৎপর

---

* অর্থাৎ নমাজে দণ্ডায়মানের অবস্থায় যদি বাহিরে তোমাদের পরস্পর অমিল থাকে, তবে অন্তরেও অমিল ঘটিবে।

† ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

‡ গুরুতর বিপরীতাচারী হওয়া, অর্থাৎ শ্রেণী বিশৃঙ্খল করা, নমাজের সময় এক শ্রেণীতে বালক বৃদ্ধ যুবায় পরস্পর মিলিত হওয়া।

যাহারা প্রায় তাহাদের সদৃশ তাহারা যেন থাকে, এবং বাজারের গোলযোগের সদৃশ হওয়া বিষয়ে সতর্ক হইও *।"—মো।

আবুসয়িদ খোদরীর উক্তি;—হজরত স্বীয় সহচরদিগকে পশ্চাদ্বর্ত্তী দেখিয়াছিলেন, † তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা অগ্রবর্ত্তী হও ও আমার অনুসরণ কর, সর্ব্বদা যাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, এতদূর ঘটে যে, পরমেশ্বর তাহাদিগকে (পুরস্কার দানে) পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া থাকেন।"—মো।

সমরার পুত্র জাবেরের উক্তি;—হজরত আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি আমাদিগকে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট দর্শন করেন, তাহাতে বলেন, "আমার কি হইল যে, আমি তোমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দলে দর্শন করিতেছি, ‡" তৎপর তিনি আমাদিগের নিকটে আসিলেন, এবং বলিলেন, 'জানিও যেরূপ দেবগণ তাঁহাদের প্রভুর নিকটে শ্রেণীবদ্ধ হন, তোমরা সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইও।" তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রেরিত পুরুষ দেবতাদিগের শ্রেণী তাঁহাদের প্রতিপালকের নিকটে কিরূপ হয়?" তিনি বলিলেন, "তাঁহারা প্রথম শ্রেণীকে পূর্ণ করেন, এবং শ্রেণীতে পরস্পর সংলগ্ন থাকেন।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "পুরুষদিগের শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী শ্রেষ্ঠ, শেষ শ্রেণী নিকৃষ্ট; এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্রেণীর মধ্যে শেষ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ ও প্রথম শ্রেণী নিকৃষ্ট।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা আপনাদের শ্রেণী সকলকে দৃঢ় কর, এবং শ্রেণী সকলের অভ্যন্তর ভাগ সঙ্কীর্ণ কর, সমস্ত কণ্ঠদেশ সম-

---

* অর্থাৎ বাজারে যেমন উচ্চধ্বনি ও কোলাহল হয় মসজ্জেদে যেন সেরূপ না হয়, অথবা বাজারে যেমন স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা একত্র মিলিত হইয়া থাকে, সেরূপ যেন মসজ্জেদে না হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী হদিসে মসজ্জেদে দলবদ্ধ নমাজের সময় প্রথমতঃ বয়োবৃদ্ধদিগের শ্রেণী থাকিবে, তৎপশ্চাতে বয়ঃকনিষ্ঠদিগের শ্রেণী, সেই শ্রেণীর পশ্চাতে স্ত্রীলোকদিগের শ্রেণীস্থাপনের ইঙ্গিত হইয়াছে। এই হদিসে চারিটি শ্রেণীর উল্লেখ আছে। যথা নপুংসক লোক থাকিলে বয়ঃকনিষ্ঠ বালকদিগের শ্রেণীর পশ্চাতে তাহাদের শ্রেণী, তৎপর স্ত্রীলোকদিগের শ্রেণী থাকিবে।

† অর্থাৎ হজরত উপযুক্ত শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইতে সহচরদিগকে পশ্চাদ্বর্ত্তী দেখিয়াছিলেন।

‡ অর্থাৎ হজরতের সহচরগণ অন্তরঙ্গ লোকদিগের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দলে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময়ে হজরত আসিয়া তাহা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। যেহেতু এরূপ বিভিন্ন দল হওয়াতে তাঁহাদের অন্তরের ভিন্নতা ব্যক্ত হইতেছিল।

শ্রেণীতে রক্ষা কর, যাঁহার হস্তে আমার জীবন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আমি দেখিতেছি যে শয়তান ছাগ শিশুর ন্যায় শ্রেণীর ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে।"—আবু।

আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন "তোমরা অগ্রবর্ত্তী শ্রেণীকে পূর্ণ কর, তৎপর যাহা তাহাতে সংলগ্ন তাহাকে (পূর্ণ করিও।) অনন্তর যে কিছু অপূর্ণতা ঘটে তাহা যেন শেষ শ্রেণীতে হয়।"—আবুদা।

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিতেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর ও স্বর্গীয় দূতগণ যাহারা প্রথম শ্রেণী সকলের সন্নিহিত তাহাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, তৎসন্নিহিত শ্রেণীতে পদস্থাপন অপেক্ষা অন্য কোন পদস্থাপন ঈশ্বরের নিকটে প্রিয়তর নহে *।—আবুদা।

আয়শার উক্তি—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন নিশ্চয় পরমেশ্বর ও তাঁহার স্বর্গীয় দূতগণ যাহারা শ্রেণীর দক্ষিণ ভাগে থাকে তাহার উপর অশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন †।" —আবুদা।

বশিরের পুত্র নোয়মানের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ আমাদের শ্রেণীকে সুশৃঙ্খল করিয়া লইতেন,পরে যখন আমরা ঠিক হইতাম,তখন তিনি "তকবির" অর্থাৎ"আল্লাহো অকবর" বলিতেন।—আবুদা।

আনসের উক্তি;—হজরত মোহম্মদ শ্রেণীর দক্ষিণ দিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "তোমরা আপনাদের শ্রেণীকে ঠিক ও সুশৃঙ্খল কর, এবং বামদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, তোমারা আপনাদের শ্রেণীকে ঠিক ও সুশৃঙ্খল কর।"—আবুদা।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, নমাজে তাহাদের স্কন্ধদেশ কোমল হয় ‡।"—আবুদা।

---

*. প্রথমতঃ প্রথম শ্রেণীতে নমাজ পড়ার শ্রেষ্ঠতা ও উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণ প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও অন্যান্য শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়ার ফল বিবৃত হইতেছে।

† এমামের বাম ভাগে থাকিয়া নমাজ পড়া অপেক্ষা, দূর হইলেও দক্ষিণ ভাগে থাকিয়া নমাজ পড়া অধিক ফলদায়ক।

‡ স্কন্ধদেশ কোমল, অর্থাৎ শ্রেণীর সম্মুখে ও পশ্চাতে স্কন্ধ ঝুকিয়া পড়িলেও সহজে তাহা ঠিক করিয়া লওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, যদি কেহ শ্রেণীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চাহে, তাহাতে স্কন্ধ তাহাকে বাধা দেয় না, এই ইহার মর্ম্ম।

তৃতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিতেন, "সুশৃঙ্খল কর ও সুশৃঙ্খল কর, এবং সুশৃঙ্খল কর। অনন্তর যাঁহার হস্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে যেমন আমার সম্মুখ ভাগ হইতে দেখিতেছি, তদ্রূপ তোমাদিগকে আমার পশ্চাদ্ভাগ হইতে দর্শন করিয়া থাকি।"—আবুদা।

আবু ওমামার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর ও দেবগণ প্রথম শ্রেণীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।" লোকে বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধেও বলুন।" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর ও দেবগণ প্রথম শ্রেণীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।" তাহারা বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধেও বলুন।" তিনি বলিলেন "নিশ্চয় পরমেশ্বর ও দেবগণ প্রথম শ্রেণীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।" তাহারা বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধেও বলুন।" তিনি বলিলেন "দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিও।" অপিচ প্রেরিত পুরুষ বলিলেন,"তোমরা তোমাদের শ্রেণী সকলকে সুশৃঙ্খল কর ও তোমাদের স্কন্ধদেশ সকলকে পরস্পর সংলগ্ন কর, এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণের সম্মুখবর্ত্তী হইতে নম্রতা অবলম্বন কর ও শয়তানের ছিদ্রকে বন্ধ করিও, যেহেতু শয়তান তোমাদের মধ্যে ছাগশিশুর ন্যায় প্রবেশ করিয়া থাকে *।"—আহ।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা আপনাদের শ্রেণী সকলকে ঠিক করিয়া লও, স্কন্ধদেশ পরস্পর সংলগ্ন কর, স্বীয় ভ্রাতাদিগের সম্মুখ ভাগে বিনম্র হও,এবং শয়তানকে অবকাশ দিও না। অপিচ যে ব্যক্তি শ্রেণীকে সম্মিলিত ভাবে রাখে, ঈশ্বর তাহার সঙ্গে সম্মিলিত হন, এবং যে ব্যক্তি তাহা বিচ্ছিন্ন করে, ঈশ্বর তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হন।"—আবুদা।

["যে ব্যক্তি শ্রেণীকে সম্মিলিতভাবে রাখে" এই অংশ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আবু দাউদের বাক্য, আবু দাউদ হইতে নেসায়ী বলিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা এমামকে মধ্যস্থলে রাখিও, এবং ছিদ্র বন্ধ করিও।"—আবুদা।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সর্ব্বদা এক দল প্রথম শ্রেণীর পশ্চাতে থাকিত, এতদূর হইল যে, ঈশ্বর তাহাদিগকে নরকানলে দীর্ঘকাল রাখিলেন।"—আবুদা।

---

* অর্থাৎ ছাগপশু যেমন উদ্যানের বেড়ার ফাটাল দিয়া প্রবেশ করিয়া উদ্যানের অপচয় করে, তদ্রূপ শয়তান নমাজীদিগের শ্রেণীর মধ্যে বিচ্ছেদ পাইলে তদ্দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

মাবদের পুত্র ওবসার উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন যে, সে শ্রেণীর পশ্চাতে একাকী নমাজ পড়িতেছে। পরে তিনি আদেশ করিলেন যেন সে পুনর্ব্বার নমাজ পড়ে।—আহ, তর, আবুদা।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস হসন।]

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

নমাজে দণ্ডায়মানের স্থান †।

প্রথম অধ্যায়।

অব্বাসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমি স্বীয় মাতৃস্বসা (হজরতের সহধর্ম্মিণী) ময়মুনার গৃহে রজনী যাপন করিয়াছিলাম। পরিশেষে হজরত নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার বামভাগে দণ্ডায়মান হই, সেই সময় তিনি স্বীয় পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া আমার হস্ত ধারণ করিলেন, এবং আমাকে তদ্রূপ আপন পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া দক্ষিণ দিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন আমি উপস্থিত হইয়া তাঁহার বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান হই। সেই সময় তিনি আমার হস্ত ধারণ করিলেন, পরে আমকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত আনিয়া স্থাপন করিলেন। তৎপর সখরের পুত্র জব্বার উপস্থিত হইয়া হজরতের বামভাগে দণ্ডায়মান হন ‡। তখন তিনি একযোগে আমাদের হস্ত ধারণপূর্ব্বক আমাদিগকে দূরবর্ত্তী করিয়া আপন পশ্চাদ্ভাগে পর্য্যন্ত আনিয়া স্থাপন করেন §।—মো।

---

* ইনি হেজরি নবম মাসে মদিনায় আগমন করিয়াছিলেন। ইনি সাধু পুরুষ ছিলেন, কুফা নগরে গমন করিয়াছিলেন, তৎপর এক দ্বিপবাসী হন। বরকা নামক স্থানে ইহাঁর মৃত্যু হয়। তথায় ইহাঁর কবর বিদ্যমান।

† এমাম ও মামুম অর্থাৎ অগ্রণী ও অনুবর্ত্তী লোক নমাজ পড়িবার স্থানে কে কোন্ স্থলে—পুরোভাগে, কি পার্শ্বদেশে, না পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইবে, তদ্বিবরণ এই পরিচ্ছেদে বিবৃত।

‡ ইনি আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মক্কার সন্নিহিত অকবানামক গিরিসঙ্কটে রজনীতে মদিনানিবাসী সত্তোর জন মোসলমান যে ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া হজরত মোহম্মদকে শত্রুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের একজন।

§ এতদ্দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অনুবর্ত্তী একজন হইলে তিনি নমাজের সময় এমামের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবেন, অধিক হইলে এমামের পশ্চাতে স্থিতি করিবেন।

আনসের উক্তি ;—আমি এবং আমার গৃহবাসী এক নিরাশ্রয় প্রেরিত পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে নমাজ পড়িয়াছিলাম,এবং উম্মসলিম আমাদের পশ্চাতে ছিলেন *।—মো।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ তাঁহার সঙ্গে ও তাঁহার জননীর সঙ্গে অথবা তাঁহার মাতৃস্বসার সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছিলেন। আনস বলিয়াছেন, তিনি আমাকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং নারীকে আমাদের পশ্চাতে রাখিয়াছিলেন।—মো।

আবু বেকর হইতে ;—রকু করিতেছেন অবস্থায় প্রেরিত পুরুষের নিকটে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি (আবু বেকর) শ্রেণীতে নমাজ পড়িবার পূর্ব্বে রকু করিলেন, তদনন্তর শ্রেণী পর্য্যন্ত গেলেন, অবশেষে ইহা প্রেরিত পুরুষকে জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর (কল্যাণ লাভের জন্য) তোমার অনুরাগ বৃদ্ধি করুন (এরূপ আর করিও না †।)—কে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্দবের পুত্র সমরার উক্তি ,—প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, যখন আমরা তিন জন একত্র হই, তখন আমাদের একজন যেন আমাদিগের অগ্রণী (এমাম) হন।—তর।

ইয়াসারের পুত্র অম্মার হইতে ‡ ;—মদায়ন নগরে তিনি লোকের এমামের কর্য্য করিয়াছিলেন, এবং এক দোকানে নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ও লোক সকল তাহার নিম্নে ছিল। তখন হজিফা উপস্থিত হন, এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করেন। পরে অম্মার তাঁহার অনুসরণ করিলেন, হজিফা তাঁহাকে নিম্নে পর্য্যন্ত নামাইলেন। অবশেষে যখন অম্মার নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন হজিফা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,

---

* ওম্মসলিম, আনসের মাতা ছিলেন। আরব্য "এতিম" শব্দের অর্থ নিরাশ্রয়। কেহ-কেহ বলেন আনসের ভ্রাতার নাম "এতিম" ছিল। আনস স্বীয় ভ্রাতা এতিমের সঙ্গে স্বগৃহে হজরতের অনুসরণে নমাজ পড়িয়াছিলেন। নিরাশ্রয় হইলে অল্প বয়স্ক বালকই হইবে। এই হদিস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের সঙ্গে বালকও এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইতে পারিত।

† অর্থাৎ নমাজের সময় বিলম্বে আসিলে ব্যস্ত হইয়া শ্রেণীতে না যাইয়া পশ্চাতে দূরে থাকিয়াও নমাজ পড়া যাইতে পারে।

‡ ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, মহাত্মা আলির সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। পরে সংগ্রামে নিহত হন।

যখন কোন ব্যক্তি দলের এমামের কার্য্য করেন তখন যেন তিনি সেই দলের অবস্থিতি স্থান অপেক্ষা উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান না হন।' (অথবা (ঠিক ইহা না হইক) এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।" সেই সময় অম্মার বলিয়ালেন, "এজন্যই যখন তুমি আমার হস্ত ধারণ করিলে আমি তোমার অনুসরণ করিলাম *।"—আবুদা।

সাদ সায়েদীর পুত্র সহল হইতে †;—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন্ বস্তু দ্বারা মেম্বর (উপদেশবেদিকা) নির্ম্মিত হইয়াছে!" তিনি বলিয়াছিলেন, "উহা বন্য আসম নামক বৃক্ষ বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত। অমুক নারীর অমুক দাস হজরতের জন্য তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল ‡; এবং নির্ম্মিত ও স্থাপিত হওয়ার সময় তিনি তদুপরি আরোহণ করিয়াছিলেন, পরে কেব্‌লাভিমুখে সম্মুখীন হইয়া তকবির বলিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি পাঠ ও রকু করেন, এবং মণ্ডলী তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে রকু করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি স্বীয় মস্তক উত্তোলন করেন, তৎপর পশ্চাদভাগে ফিরিয়া আসিয়া ভূতলে সেজ্‌দা করেন, তদনন্তর মেম্বরের দিকে ফিরিয়া যান। তৎপর রকু করেন, তদনন্তর স্বীয় মস্তক উত্তোলন করেন, তৎপর পশ্চাদ্ভাগে ফিরিয়া আসিয়া ভূতলে নমস্কার করিয়াছিলেন।

[বোখারীর এই উক্তি, বোখারী ও মোস্‌লেম উভয়ের উক্তি স্থলে ঠিক্ এইরূপ উক্তি নয়, এতৎ সদৃশী উক্তি। শেষ ভাগে এরূপ কথিত হইয়াছে, "পরে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন তখন মণ্ডলীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "লোক সকল, আমি ইহা করিলাম যেন তোমরা আমার অনুসরণ কর ও যেন আমার নমাজ শিক্ষা কর, এতদ্ভিন্ন নহে।"]

আয়শার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ স্বীয় কুটীরে নমাজ পড়িয়াছিলেন, এবং মণ্ডলী তাঁহার কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন §।—আবুদা।

---

* অর্থাৎ মণ্ডলীকে নীচে রাখিয়া অগ্রণীর উন্নত স্থানে নমাজ পড়া নিষিদ্ধ। ইহা সম্ভবতঃ অম্মার জানিতেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হজিফা হস্ত ধারণ করিবা মাত্র তাঁহার স্মরণ হয়, তাহাতেই তিনি তৎক্ষণাৎ নামিয়া পড়েন।

† ইনি আন্‌সার দলস্থ লোক, এবং হজরতের সহচরদিগের মধ্যে সর্ব্বশেষে মদিনায় পরলোক প্রাপ্ত হন।

‡ সেই দাসের নাম বাকুম রোমী ছিল, কেহ কেহ বলেন অদাসা নাম ছিল। সে আন্‌সার দলস্থ আয়শ, নাম্নী নারীর ক্রীতদাস ছিল। কেহ কেহ বলেন, আয়শা মহাজের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সেই দাস ভাস্করের কার্য্য জানিত। মেম্বরের তিনটি ধাপ হয়, প্রত্যেক ধাপের উচ্চতা অর্দ্ধ হস্তপরিমিত এবং দৈর্ঘ্য হস্ত পরিমিত হয়।

§ এ স্থলে কুটীর অর্থে হজরত যে নির্জ্জন সাধনের উদ্দেশ্যে কিয়দ্দিনের জন্য মসজেদে

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু মালেক আল্ আশরীর উক্তি * ;—তোমাদিগকে আমি প্রেরিত পুরুষের নমাজের বিষয় কি বলিব না? তিনি বলিলেন, হজরত নমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে পুরুষদিগের শ্রেণী ও তাঁহাদের পশ্চাতে বালকদিগের শ্রেণী স্থাপন করিয়াছিলেন, তদনন্তর তাঁহাদের সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছেন। তৎপর (আবুমালেক) তাঁহার নমাজের প্রসঙ্গ করেন। তদনন্তর তিনি বলিলেন, "এই প্রকার নমাজ।" অবদোল্ অলা বলিয়াছেন, "আমি তাঁহাকে (আবু মালেককে) মনে করি না যে, তিনি আমার মণ্ডলী ব্যতীত বলিয়াছেন †।"—আবুদা।

ওবাদের পুত্র কয়সের উক্তি ‡ ;—ইতি মধ্যে আমি সস্‌জেদে প্রথম শ্রেণীতে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমার পশ্চাদ্ভাগ হইতে আমাকে আকর্ষণপূর্ব্বক আমাকে দূর করিয়া আমার স্থানে দণ্ডায়মান হন। ঈশ্বরের শপথ, আমার নমাজ (ক্রোধ ও বিরক্তিবশতঃ) আমি ভুলিয়া যাই। অনন্তর যখন তিনি ফিরিয়া যাইতে ছিলেন তখন অকস্মাৎ দেখি তিনি, অবু এব্‌ন কাব, (হজরতের প্রধান সহচর)। সেই সময় তিনি বলিলেন, "হে যুবক, আমি যাহা করিয়াছি তজ্জন্য ঈশ্বর তোমাকে দুঃখিত না করুন। নিশ্চয় ইহা আমাদের সম্বন্ধে প্রেরিতপুরুষের নির্দ্ধারণ যে, আমরা (বয়োবৃদ্ধ) পুরুষেরা তাঁহার সঙ্গে সংযুক্ত থাকিব §। তদনন্তর তিনি

দরমার আবরণ দ্বারা নিজের জন্য এক প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাকে বুঝায়। রমজান্ মাসের কয়েক রাত্রি তিনি সেই কুটীরে নমাজ পড়িয়াছিলেন, মণ্ডলী আবরণের বাহিরে থাকিয়া নমাজে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। যখন বহু লোকের ভিড় হইতে লাগিল তখন হজরত এইরূপ নমাজ পড়াকে বা লোকে বিধির মধ্যে গণ্য করে, ইহা ভাবিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। এ স্থলে কুটীর অর্থে আয়শাদেবীর গৃহ বা হজরতের অন্য কোন সহধর্ম্মিনীর গৃহ নহে।

* ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। আবুমালেক আশজীও তাঁহাকে বলা হইয়া থাকে।

† তিনি বলিলেন, "এই প্রকার আমার নমাজ" আবুল্ আলা নামক হদিসবক্তা বলিতেছেন ;—এ স্থলে হজরত বলিলেন, "এই প্রকার আমার মণ্ডলীর সমাজ" এই কথা ব্যতীত আবু মালেক যেবলিয়াছেন, এরূপ আমি মনে করিতে পারি না।

‡ ইনি বসোরানগরস্থ বিশ্বস্ত প্রথম অনুগামীদিগের অন্তর্গত, ইনি একজন সাধুপুরুষ ছিলেন।" আলি, ওমর, আবু এবনকাব এবং সলামের পুত্র আবদোল্লা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাঁ কর্ত্তৃক অল্প হদিসই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাঁ হইতে হোসেন বসোরী হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। নরপতি হেজ্জাজ ইহাঁকে বধ করেন।

§ অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষ বর্ত্তমানকালে আমরা বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ লোকেরা তাঁহার সঙ্গে এক শ্রেণীতে নমাজ পড়িতাম।

কেব্‌লার অভিমুখীন হইয়া তিন বার বলিলেন, "কাবার ঈশ্বরের শপথ, গ্রন্থি-ধারিগণ বিনাশ পাইল।" তৎপর বলিলেন, ঈশ্বরের শপথ, তাহাদের সম্বন্ধে দুঃখ করিতেছি না, কিন্তু যাহারা তাহাদিগকে বিপথগামী করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ইয়কুবের জনক, গ্রন্থিধারী শব্দে আপনি কি ব্যাখ্যা করেন? তিনি বলিলেন, আমির (ধনী ক্ষমতাশালী লোক *।)—নেসা।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এমামত †।

প্রথম অধ্যায়।

আবু মস্‌উদের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মণ্ডলীর এমাম (আচার্য্য বা অগ্রণী) তাঁহাদের মধ্যে যিনি ঐশ্বরিক গ্রন্থের সর্ব্বোত্তম অধ্যেতা তিনি হইবেন; যদি তাঁহারা পরস্পর পাঠে তুল্য হন, তবে তাঁহাদের মধ্যে যিনি ধর্ম্মবিধিসম্বন্ধীয় সমধিক জ্ঞানবান্ তিনি হইবেন, পরে যদি ধর্ম্ম বিধি সম্বন্ধে তাঁহারা পরস্পর তুল্য হন, তবে তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মার্থ দেশ ত্যাগী হইয়াছেন তিনি হইবেন, এবং যদি তাঁহারা দেশত্যাগসম্বন্ধে পরস্পর সমান হন, তবে তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি বয়ঃক্রমে সর্ব্ব প্রথম লোক তিনি হইবেন। কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির বিচারালয়ে এমামের কার্য্য করিবেন না, এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার গৃহে তাঁহার সম্মানিত আসনে বসিবেন না ‡।—মো।

[এবং তাঁহার বিবৃতিতে বিচারালয় স্থলে; পরিবারের মধ্যে উল্লিখিত।]

আবু সয়িদের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তিন জন লোক হইবে তখন

---

* অর্থাৎ আমিরদিগের হস্তে সাধারণ লোকের ধন ধর্ম্ম রক্ষার ও তাহাদের সমুদায় কার্য্যে সাহায্য দানের ভার অর্পিত, এতদূর যে নমাজে শ্রেণী রক্ষা করিবার ভারও তাহাদের হস্তে ন্যস্ত। তাহারা অন্যথাচরণ করে তজ্জন্য দুঃখ। অপিচ তাহাও নয়, পণ্ডিতদিগের সম্বন্ধে দুঃখ, তাহারা আমিরদিগকে পথভ্রান্ত করে। লোভমোহবশতঃ বিধি ব্যবস্থার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া আমিরদিগকে বুঝাইয়া থাকে।

† এস্থলে এমামত অর্থে নমাজে অগ্রণীর কার্য্য করা।

‡ অর্থাৎ গৃহস্বামী নিজের জন্য যে শয্যা ও উপধান স্থাপন এবং নমাজের আসনাদি প্রসারণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত উপবিষ্ট হইবে না।

তাঁহাদের মধ্যে একজন তাহাদিগের এমামের কার্য্য করিবে, এবং যিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পাঠক তিনিই এমামের কার্য্যে তাঁহাদের মধ্যে সমধিক উপযুক্ত।"—মো।

[দুই জন থাকিলে একজন এমামের কার্য্য করিবে ও একজন আজান দিবে। হোয়রসের পুত্র মালেকের এই হদিস আজানের মাহাত্ম্য বিষয়ক পরিচ্ছেদের পর উপযুক্ত জানিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি; প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"তোমাদিগের উত্তম লোকেরা তোমাদিগের মধ্যে যেন আজান দান করে, এবং তোমাদিগের অধ্যেতা যেন তোমাদের মধ্যে এমামের কার্য্য করে।"—আবুদা।

আবুঅতিয়া ওকয়লির উক্তি * ;—হোওয়রসের পুত্র মালেক আমাদের নমাজক্ষেত্রে আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কথোপকথন করিতেন †। পরে একদিন নমাজের সময় হয়। আবু অতিয়া বলিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহাকে বলিলাম, আপনি এমাম হউন, পরে নমাজ পড়ুন। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে তোমরা এমাম কর, তিনি তোমাদিগকে লইয়া নমাজ পড়িবেন। অবশ্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি কেন আমি তোমাদিগকে লইয়া নমাজ পড়িলাম না। হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "কোন ব্যক্তি কোন দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তখন সে যেন তাহাদেব এমামের কার্য্য না করে, এবং তাহাদের মধ্যে এক জন যেন তাহাদের এমাম হয়।"—আবুদা, তর, নেসা।

[কিন্তু নেসায়ী হজরতের উক্তি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। ওকয়লপরিবারের নমাজক্ষেত্রে মালেকের আগমন ইত্যাদি উল্লেখ করেন নাই।]

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ নিজের অনুপস্থিতি কালে ওম্মমকতুমের পুত্রকে তিনি অন্ধসত্তে মণ্ডলীর এমামের কার্য্য করিতে স্থলাভিষিক্ত করিতেন ‡।—আবুদা।

---

* ইনি তৃতীয় পুরুষ অনুগামীর অন্তর্গত। ওকয়ল গোষ্ঠীর নাম,আবুঅতিয়া সেইগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

† ইনি একজন হজরতের সহচর ছিলেন, হজরতের নিকটে আসিয়া বিশ দিন তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন।

‡ ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর, প্রথম এসলাম ধর্ম্মাবলম্বী ও প্রথম মহাত্মের দলভুক্ত ছিলেন। ইহাঁকে ত্রয়োদশ বার এমামের স্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করিতে হইয়াছিল। কেহ অন্ধ হইলেও যদি উপযুক্ত ও জ্ঞানী হন, তিনি মণ্ডলীর এমাম হইতে পারেন এরূপ বিধি।

আবু এমামার উক্তি ;—তিন ব্যক্তি আছে যে, তোমাদের নমাজ তাহাদের কর্ণকে অতিক্রম করিয়া যায় না *। ১ পলায়িত দাস, যেপর্য্যন্ত ফিরিয়া না আইসে ; (২) এমন নারী যে স্বামীর অসন্তোষ ভাজন হইয়া নিশা যাপন করিয়াছে ; (৩) লোকের যাহার প্রতি বিরক্তি এরূপ মণ্ডলীর আচার্য্য।—তর।

[এই হদিস গরিব]

এবন্ ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, তিন জন আছে যে, তাহাদের নমাজ তাহাদিগ হইতে পরিগৃহীত হয় না। (১) যে ব্যক্তি কোন মণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য করে ও তাহারা তাহার প্রতি বিরক্ত ; (২) এবং যে ব্যক্তি শেষভাগে নমাজ পড়িতে উপস্থিত হয় ; সময় অতীত হইলে নমাজে উপস্থিত হওয়া শেষভাগের উপস্থিত হওয়া ; (৩) যে জন দাসত্বমুক্ত ব্যক্তিকে দাসত্বে বদ্ধ করে।"—আবুদা, এবনমা।

হোবেরের কন্যা সলামার উক্তি † ;—হজরত বলিয়াছেন, "কেয়ামতের (প্রলয়ের) লক্ষণ সকলের অন্তর্গত এই যে, মসজেদসমূহে এমামের কার্য্য এক জন অন্য জনকে অর্পণ করিবে, তাহাদিগকে লইয়া নমাজ পড়ে এমন এমাম তাহারা পাইবে না‡।"—আহ, আবুদা, এবনমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সাধু হউক বা অসাধু হউক এবং যদি গুরুতর পাপও করে প্রত্যেক আমিরের সঙ্গী হইয়া জেহাদ (কাফেরের সঙ্গে সংগ্রাম) করা তোমাদের পক্ষে উচিত ; এবং সাধু হউক কিংবা অসাধু হউক, এবং গুরুতর পাপ করিলেও প্রত্যেক মোসলমানে অনুসরণে নমাজ পড়া তোমাদের পক্ষে উচিত ; এবং সাধু হউক ও অসাধু হউক ও গুরুতর পাপ করিলেও প্রত্যেক মোসলমানের প্রতি নমাজ পড়া কর্ত্তব্য §।—আবুদা।

---

* নমাজ কর্ণকে অতিক্রম করিয়া না যাওয়ার অর্থ নমাজ ঊর্দ্ধগামী হইয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হয় না।

† কেহ কেহ বলেন সলামা আসদিয়ার কন্যা ছিলেন। ইনি হজরতের একজন সচচরী ছিলেন। কুফা নিবাসীদিগের নিকটে ইহাঁ কর্ত্তৃক হদিস বিবৃত হয়।

‡ অর্থাৎ পরিণামে এমন কাল আসিবে যে,অজ্ঞানতা ও পাষণ্ডতা প্রযুক্ত কেহ আপনাকে এমামের কার্য্য করার উপযুক্ত মনে করিবে না। মসজেদে একজন অপর জনকে এমামতের ভার অর্পণ করিবে, কিন্তু কেহই উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে না, এমাম পাওয়া যাইবে না।

§ "প্রত্যেক মোসলমানের প্রতি নমাজ পড়া কর্ত্তব্য।" অর্থাৎ প্রত্যেক মোসলমানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নমাজপড়া কর্ত্তব্য। যেব্যক্তি ঋণ আছে অবস্থায় পরলোকগত হইয়াছে ; ঋণ পরিশোধের কোন সংস্থান রাখিয়া যায় নাই, এবং যে ব্যক্তি ব্যভিচারাদি গুরুতর পাপে লিপ্ত থাকার অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, হজরত তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নমাজ পড়েন নাই। ইহা অন্য লোককে শাসন ও

তৃতীয় অধ্যায়।

সলেমার পুত্র ওমরের উক্তি * ;—আমরা গম্য পথে জশাশয়ের কূলে স্থিতি করিতেছিলাম, আমাদের নিকট দিয়া আরোহিগণ যাইতেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিতাম, সেই লোকদিগের কি ঘটিয়াছে? এবং সেই ব্যক্তি (হজরত মোহম্মদ) কিরূপ? তখন তাঁহারা বলিতেন, "সে মনে করিতেছে, ঈশ্বর তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছেন তাহা এই প্রকারের †।" তখন আমি সেই কথা স্মরণ করিয়া রাখিতাম, যেন তাহা আমার হৃদয়ে সম্বদ্ধ হইয়া থাকিত। আরব্য লোকেরা আপনাদের এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে মক্কা বিজয় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অপিচ পরস্পর বলিতেছিলেন, "তাহাকে ও তাহার জ্ঞাতিবর্গকে ছাড়িয়া দাও, পরে যদি সে তাহাদের উপর জয় লাভ করে, তবে সে সত্য সংবাদবাহক।" পরিশেষে যখন (হেজরি ৮ম বর্ষে) মক্কা জয় হইল, তখন প্রত্যেক দল এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণে সত্বর হইলেন। যখন ঈশ্বরের আনুকূল্য উপস্থিত ও জয় হইল, তখন আমার জনক আমার জ্ঞাতিদিগকে তাঁহাদের এস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণে অতিক্রম করিলেন ‡। অবশেষে যখন তিনি প্রত্যাগত হইলেন,তখন বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, আমি সত্য নবির (স্বর্গীয় সংবাদবাহকের) নিকট হইতে সত্যই তোমাদের নিকটে আসিলাম। অনন্তর তিনি (হজরত) বলিয়াছেন, 'তোমরা এইরূপ সময়ে এইরূপ নমাজ পড়িও, তোমারা এইরূপ সময়ে এইরূপ নমাজ পড়িও। পরে যখন নমাজ উপস্থিত হইবে তখন যেন তোমাদের একজন আজান দান করেন, পরিশেষে তোমাদিগের মধ্যে যিনি সমধিক কোরাণ স্মরণে রাখেন তিনি যেন এমামের কর্য্য করেন।'" পরে তাঁহারা বিবেচনা করিলেন। তখন আমা অপেক্ষা কোরাণ অধিক স্মরণে আছে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না। যেহেতু আমি আরোহিগণ হইতে শিক্ষা

সাবধান করিবার জন্য বিহিত হইয়াছে। সকল পণ্ডিতের মত যে, এমন দুশ্চরিত্র লোকেরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নমাজ পড়িবে। এমাম আহমদ বলেন,খলিফা পড়িবেন না, অন্য লোক পড়িবে।

* ইনি হজরতের একজন বালক সহচর ছিলেন। ইহাঁর সাহচর্য্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন হজরতের সঙ্গে ইহাঁর সাক্ষাৎ হয় নাই।

† আরোহিগণ কোরাণের কোন কোন প্রবচন পাঠ করিতেন। সেই সকল প্রবচন প্রত্যাদেশ বলিয়া বিবৃত। আরব্য "অহি" শব্দের অর্থ প্রত্যাদেশ লিখিত হইল। অভিধানে ইঙ্গিত, সংবাদ এবং কোন বিষয় অন্তরে যে অর্পিত হয় তাহাকে অহি বলা হইয়াছে।

‡ এই ওমর স্বীয় পিতার সঙ্গে গিয়াছিলেন কি না, এ বিষয়ের কোন স্থিরতা নাই। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে হজরতের সাহচর্য্য বিষয়ে সন্দেহ। এস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণে জ্ঞাতিবর্গকে অতিক্রম করার অর্থ, তাহাদের পূর্ব্বে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করা।

করিতেছিলাম। অবশেষে তাঁহারা আমাকে আপনাদের সম্মুখে এমাম স্থাপন করিলেন। তখন আমি ষষ্ঠ বা সপ্তম বর্ষবয়স্ক। আমার গাত্রে একখানা উত্তরীয়মাত্র ছিল, যখন আমি নমস্কার করিতাম তখন উহা আমার (কোমরের উপর।) জড়াইয়া পড়িত। সেই সময় পল্লীর এক নারী বলিয়াছিলেন, "তোমরা তোমাদের অধ্যেতার পশ্চাদ্ভাগ আমাদিগ হইতে কি প্রচ্ছন্ন করিবে না?" তখন তাহারা বস্ত্র ক্রয় করিলেন, এবং আমাকে এক অঙ্গাচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আমি কোন বিষয়ে এরূপ আহ্লাদিত হই নাই যেরূপ এই অঙ্গাচ্ছাদনে হইয়াছি *।"—বো।

এবনওমরের উক্তি;—যখন প্রথম মোহাজেরগণ মদিনাতে উপস্থিত হন, তখন আবু হজিফার দাস সালেম তাঁহাদের এমামের কার্য্য করিতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে (হজরতের সম্ভ্রান্ত পারিষদ) ওমর ও আবু সোলমা ছিলেন †।—বো।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "তিন জন আছেন, তাহাদের নমাজ তাহাদের জন্য তাহাদিগের মস্তকের উপর অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ ও সমুত্থিত হয় না; (১) এমন ব্যক্তি যে মণ্ডলীর এমামের কার্য্য করে, এবং তাহারা তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট। (২) এমন স্ত্রী যে নিশা যাপন করিয়াছে, এবং স্বামী তাহার প্রতি অপ্রসন্ন। (৩) অপিচ সেই দুই ভ্রাতা যে পরস্পর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে ‡।—এব্‌নমা।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

এমামের সম্বন্ধে যাহা বিধেয় §।

প্রথম অধ্যায়।

আনসের উক্তি;—আমি এমন কোন এমামের অনুসরণে কখন নমাজ পড়ি নাই যে, প্রেরিত পুরুষের নমাজের অপেক্ষা তাহার নমাজ সঙ্ক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ হই-

* এমাম সাফীর মতাবলম্বী লোকেরা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত করিতে চাহেন যে, বালকেরও এমামের কার্য্য করা সমুচিত। কিন্তু বালক জ্ঞান ও অধ্যয়নাদিতে বিশেষত্ব লাভ করিলেও প্রাপ্তবয়স্ক লোকের এমাম হওয়া শ্রেয়ঃ বলিয়া অপর সকলে নির্দ্দেশ করেন। এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

† আবু হজিফার পারস্য দেশীয় ক্রীত দাস সালেম ছিলেন। তিনি হজরতের সাধু পারিষদ এবং কোরাণপাঠে চিহ্নিত ব্যক্তির মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। হজরত বলিয়াছিলেন, "তোমরা চারি ব্যক্তি হইতে কোরাণ শিক্ষা করিবে।" তন্মধ্যে সালেম একজন।

‡ অর্থাৎ সমবিশ্বাসী ভ্রাতা পরস্পর বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধভাববশতঃ কথোকথন ও সেলামের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে।

§ নমাজে অনুগামীদিগের সম্বন্ধে অগ্রণীর কি কি কর্ত্তব্য, এই পরিচ্ছেদে তদ্বিবরণ বিবৃত।

য়াছে। নিশ্চয় হজরত কোন বালকের ক্রন্দন শুনিলে পর মাতা বা কোন সঙ্কটে পতিত হয়, এই ভয়ে নমাজকে সংক্ষেপ করিতেন *।—উভয়।

আবু কেতাদার উক্তি †;—হজরত বলিয়াছেন, "আমি দীর্ঘ করিব এই ইচ্ছা করিয়া নমাজ পড়িতে উপস্থিত হই না। পরে বালকের ক্রন্দন শুনিলে নমাজ সংক্ষেপ করিয়া থাকি। যেহেতু আমি (শিশুর) রোদনে জননীর যে ক্লেশ উপস্থিত হয় তাহা বুঝিয়া থাকি।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কোন একজন মণ্ডলীর জন্য নমাজ পড়েন তখন তিনি যেন তাহা সংক্ষেপ করেন। যেহেতু তাহাদের মধ্যে দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ এবং রোগী থাকে। অপিচ যখন তোমাদের কেহ নিজের জন্য নমাজ পড়েন তখন যেরূপ ইচ্ছা হয় যেন দীর্ঘ করেন।"—উভয়।

আবু হাজেমের পুত্র কয়সের উক্তি ‡;—আমাকে এব্‌ন মস্‌উদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, "এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, ঈশ্বরের শপথ, হে প্রেরিত পুরুষ, নিশ্চয় আমি অমুকের নিমিত্ত প্রাভাতিক নমাজ হইতে পশ্চাদ্‌গামী হই §। এজন্য যে, তিনি আমাদের সঙ্গে নমাজ দীর্ঘ করিয়া থাকেন।" সেই দিন যেরূপ হইয়াছিল তদপেক্ষা উপদেশ দানে মহা উগ্র প্রেরিত পুরুষকে আমি দর্শন করি নাই। তদনন্তর তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের কেহ কেহ (লোক) তাড়াইয়া থাকে। পরে তোমা-

---

এমামের অর্থাৎ অগ্রণীর বিশেষ কর্ত্তব্য এই যে, তিনি বৃদ্ধ, রোগী, দুর্ব্বল ও কার্য্যে ব্যস্ত অনুগামীদিগের জন্য নমাজ সংক্ষেপ পড়িবেন। তাহা না করিলে দলবদ্ধ নমাজ হইতে তাহারা পলায়ন করিবে। ইহা জানা উচিত যে, নমাজ সংক্ষিপ্ত করার অর্থ প্রবচন পাঠে ও স্তোত্রাদি পাঠে যে, বিধি আছে তাহা পরিত্যাগ করা নয়, যাহা কর্ত্তব্যও বৈধ তাহাতে শৈথিল্য প্রকাশ নয়। ইহার অর্থ যতদূর সম্ভব অল্প করা, বিস্তারিত বর্ণন না করিয়া সারভাগ বিবৃত করা।

* হজরত নমাজ সংক্ষেপ পড়িতেন, অথচ তাহা পূর্ণ হইত। তিনি অল্প প্রবচন পাঠ করিতেন, কিন্তু রকু ও সেজ্‌দা পূর্ণ করিতেন। তিনি একাকী দীর্ঘ নমাজ পড়িতেন, তাহাতে গভীর আনন্দে নিমগ্ন হইতেন। কিন্তু দলবদ্ধ নমাজে অপর লোকের ক্লেশ বিরক্তি ও নমাজে বা বিরাগ হয়, এই ভাবিয়া নমাজ দীর্ঘ করিতেন না।

† ইনি হজরতের একজন প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। সমুদায় ধর্ম্মযুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ওহদের সংগ্রামে ইহাঁর নয়ন আহত হয়, এবং নয়ন তারা কোটরাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। হজরত তাহা যথাস্থানে স্থাপন করেন, তাহাতে প্রকৃতিস্থ হয়।

‡ কয়স হজরতের একজন শ্রেষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। ইনি পৌত্তলিকতা ও এসলাম ধর্ম্ম উভয়ই জীবনে ভোগ করিয়াছেন।

§ কেহ বলেন অমুক শব্দে আবু এব্‌ন কাবকে, কেহ বলেন জবলের পুত্র মাজকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তিই লক্ষ্য বলিয়া প্রতীতি হয়।

দিগের মধ্যে যে কেহ মণ্ডলীকে লইয়া নমাজ পড়িবে সে যেন সংক্ষেপে পড়ে। যেহেতু তাহাদের মধ্যে অশক্ত ও স্থবির এবং প্রয়োজনব্যস্ত লোক থাকে।"—উভয়।

অবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, (এমামগণ) তোমাদের জন্য নমাজ পড়েন, যদি ঠিক পড়েন তবে তোমাদের "(কল্যাণ) জন্ত তাহা হয়, এবং যদি ত্রুটি করেন তবে তোমাদের জন্য তাহা হইয়া থাকে ও তাহাদের সম্বন্ধে (অকল্যাণ) হয় *।"—বো।

[দ্বিতীয় অধ্যায়শূন্য এই পরিচ্ছেদ।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আবুল্ আসের পুত্র ওস্মানের উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ শেষভাগে আমার প্রতি যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা এই;—"যখন তুমি কোন মণ্ডলীর এমামের কার্য্য করিবে, তখন তাহাদের সঙ্গে নমাজ সংক্ষেপে পড়িও।"—মো।

মোস্লেম সম্বন্ধীয় অপর বিবৃতিতে এইরূপ উক্তি;—নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষ তাহাকে (ওস্মানকে) বলিয়াছিলেন, "তুমি স্বীয় মণ্ডলীর এমামের কার্য্য করিতে থাক।" তিনি বলিয়াছেন, আমি বলিলাম প্রেরিত পুরুষ, আমি স্বীয় অন্তরে কিছু বিরুদ্ধভাব উপলব্ধি করিতেছি। তিনি বলিলেন, "নিকটবর্ত্তী হও।" পরে তিনি আমাকে আপন সম্মুখে বসাইলেন, তৎপর আমার বক্ষঃস্থলে আমার উভয় বক্ষোরুহের মধ্যভাগে করতল স্থাপন করিলেন। তদনন্তর বলিলেন, "ফিরিয়া বস।" তখন তাহা আমার পৃষ্ঠদেশে উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে স্থাপন করিলেন। তৎপর বলিলেন, "তুমি স্বীয় মণ্ডলীর এমামের কার্য্য কর। অনন্তর যে ব্যক্তি মণ্ডলীর এমামের কার্য্য করে সে যেন সংক্ষেপে নমাজ পড়ে। যেহেতু তাহাদের মধ্যে রোগী আছে ও তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ আছে, এবং তাহাদের মধ্যে অশক্ত আছে, এবং তাহাদের মধ্যে প্রয়োজনব্যস্ত লোক আছে। পরন্তু যখন তোমাদের কেহ একাকী নমাজ পড়ে, তখন সে যেন যেরূপ ইচ্ছা নমাজ পড়িতে থাকে।"

এব্নওমরের উক্তি;—হজরত আমাদিগকে সংক্ষেপে পাঠ করিতে আদেশ করিতেন, এবং তিনি সুরা সাফ্ফাত যোগে আমাদের এমামের কার্য্য করিয়াছেন।—নেসা।

---

* নমাজে এমামের কার্য্যে দোষ ত্রুটি হইলে এমামের অপরাধ হয়, অনুগামীর তজ্জন্ত অপরাধ হয় না।

† ইনি হজরতের একজন সকফী সম্প্রদায়স্থ সহচর ছিলেন। হজরতের ও আবুবেকরের

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুসরণাদিসম্বন্ধে মামুমের কর্ত্তব্য *।

প্রথম অধ্যায়।

আজেবের পুত্র কাবের উক্তি †;—আমরা হজরতের পশ্চাতে নমাজ পড়িতাম, পরে যখন তিনি "সমেয়া আল্লাহো লেমন্ হমদো হো" বলিতেন, তখন যে পর্য্যন্ত হজরত স্বীয় ললাটদেশ ভূতলে স্থাপন না করিতেন, সে পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে কেহ পৃষ্ঠদেশ (রকুর জন্য) কুব্জ করিতেন না।—উভয়।

আনসের উক্তি;—এক দিন প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে লইয়া নমাজ পড়িয়াছিলেন। পরে যখন স্বীয় নমাজ সমাপ্ত করিলেন, তখন আমাদের নিকটে সম্মুখীন ভাবে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন, "লোক সকল, নিশ্চয় আমি তোমাদের এমাম, অতএব রকু, সেজ্‌দা, দণ্ডায়মান ও প্রতিনিবৃত্ত বিষয়ে তোমরা আমাকে অতিক্রম করিও না। পরন্তু নিশ্চয় আমি আপন সম্মুখ হইতে ও পশ্চাদ্ভাগ হইতে দর্শন করিয়া থাকি।"—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা এমামকে অতিক্রম করিও না, তিনি যখন 'আল্লাহো আকবর' বলেন তখন তোমরা 'আল্লাহো আকবর' বলিও, এবং যখন 'ও লা আজালিন' বলেন, তখন তোমরা 'আমিন' বলিও। অপিচ যখন রকু করেন তখন রকু করিও, এবং যখন 'সমেয়া আল্লাহো লেমন্ হমদোহো' বলেন, তখন তোমরা 'আল্লাহোম্মা রব্বণা লকাল্ হমদো' বলিও।"—উভয়।

[কিন্তু বোখারী যখন তিনি ও লাআজালিন বলেন, এ কথার উল্লেখ করেন নাই।]

আনসের উক্তি,—প্রেরিত পুরুষ এক অশ্বের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যমানতা কালে এবং ওমরের আধিপত্য সময়েও দুই বৎসর ইনি তায়েফে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হজরতের পরলোক প্রাপ্তির পর সকফি জাতি এসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কেবল ওস্‌মানের শাসনে বিপথগামী হইতে পারে নাই।

* এই পরিচ্ছেদে আচার্য্যের অর্থাৎ এমামের অনুসরণ করিয়া যাঁহারা দৃঢ়বদ্ধ ভাবে নমাজ পড়িবেন তাঁহারা নমাজে কিরূপ আচরণ করিবেন, কোন্ সময়ে উন্নত ও অবনত হইবেন ইত্যাদিবিবরণ বিবৃত। নমাজে এমামের অনুসরণকারীকে আরব্য ভাষায় মামুম বলে।

† ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। ইনি খন্দকের সংগ্রামে প্রথম উপস্থিত হন, এতৎপূর্ব্বে বদর ও ওহদ প্রভৃতি স্থানে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন বলিয়া তাহাতে উপস্থিত হন নাই। পরে আলির সঙ্গে বহু সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন।

পরে তাহা হইতে তিনি পতিত হন, তাহাতে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষত হয়। তখন তিনি নমাজ সকলের মধ্যে কোন নমাজ উপবিষ্ট হইয়া সম্পাদন করেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া নমাজ পড়ি। পরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "এমাম নিয়োজিত হইয়াছে এজন্য যে, তাঁহার অনুসরণ করা হইবে, এতদ্ভিন্ন নহে। অতএব যখন তিনি দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়েন তখন তোমরাও দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়িও, এবং যখন তিনি রুকু করেন তোমরাও রুকু করিও, এবং যখন তিনি 'সমেয়া আল্লাহো লেমন্ হমদোহো' বলেন, তখন তোমরা বলিও, 'রব্বণা লকা অল্ হমদো'। অপিচ যখন তিনি বসিয়া নমাজ পড়েন তখন তোমরা এক যোগে বসিয়া নমাজ পড়িও।" হমিদী নামক ব্যক্তি তাঁহার (প্রেরিত পুরুষের) কথা বলিয়াছেন, "যখন তিন বসিয়া নমাজ পড়েন তখন তোমরাও উপবিষ্ট ভাবে নমাজ পড়িও।" তাঁহার পূর্ব্বতন রোগের অবস্থায় এইরূপ কথা হইয়াছিল *। ইহার পর হজরত উপবিষ্ট ভাবে নমাজ পড়িয়াছেন, এবং মণ্ডলী তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহাদিগকে বসিতে আদেশ করেন নাই। শেষটি অর্থাৎ পরে প্রেরিত পুরুষ যে কার্য্য করিয়াছেন তাহাই গৃহীত হইবে, তদ্ভিন্ন নহে।"

[বোখারীর এই উক্তি;—এক যোগে বসিয়া নমাজ পড়িও পর্য্যন্ত উক্তিতে মোস্‌লেমের ঐক্য আছে, এবং তাঁহার বিবৃতিতে অতিরিক্ত এই যে, "পরে তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিও না, এবং যখন তিনি সেজ্‌দা করেন তোমরা সেজ্‌দা করিও।"]

আয়শার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ যখন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইলেন, তখন বেলাল তাঁহাকে নমাজের জন্য ডাকিতে আসিয়াছিলেন †। তাহাতে তিনি বলেন, "আবু বেকারের নিকটে যাও, তিনি যেন মণ্ডলীকে লইয়া নমাজ পড়েন।" পরিশেষে আবু বেকর সেই কয়েক দিন নমাজ পড়িয়াছিলেন। তৎপর হজরত স্বীয় জীবনে কিছু উপশম প্রাপ্ত হন। তখন দুই জনের উপর ভর করিয়া উঠিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার পদদ্বয় ভূতল স্পর্শ করিতেছিল, তিনি মস্‌জেদ পর্য্যন্ত যাইয়া পঁহুছিলেন। পরে যখন আবুবেকর তাঁহার আগমন উপলব্ধি করিলেন, তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার জন্য সরিয়া পড়িলেন। তাহাতে প্রেরিত পুরুষ তাঁহাকে ইঙ্গিত

---

* অশ্ব হইতে নিপতিত হইয়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল সেই রোগের অবস্থায় হজরত উপবিষ্ট ভাবে নমাজ পড়িয়াছিলেন।

† এইরূপ নিয়ম ছিল যে, আজান দানের পর হজরতের বাহিরে আসিতে বিলম্ব হইলে আজানদাতা বেলাল দ্বারে আসিয়া সংবাদ দিতেন। সেই গুরুতররোগের অবস্থায়ও বেলাল আসিয়া জ্ঞাপন করেন যে, নমাজের সময় হইয়াছে, লোক সকল মস্‌জেদে উপস্থিত আছেন।

করিলেন যেন পশ্চাদ্বর্ত্তী না হন। পরিশেষে তিনি আবুবেকরের বামপার্শ্বে পর্য্যন্ত যাইয়া বসিলেন, এবং আবুবেকর দণ্ডায়মান অবস্থায় নমাজ পড়িতেছিলেন ও প্রেরিত পুরুষ উপবিষ্ট ভাবে নমাজ পড়িতে লাগিলেন। আবুবেকর প্রেরিত পুরুষের নমাজের অনুসরণ এবং মণ্ডলী আবুবেকরের নমাজের অনুসরণ করিতেছিলেন।—উভয়।

[বোখারী ও মোস্‌লেম উভয়ের অন্যতর বিবৃতিতে আবুবেকর মণ্ডলীকে তকবির শুনাইতেছিলেন, এরূপ প্রকাশ।]

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এমামের পূর্ব্বে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করে সে কি ভয় পায় না যে, পরমেশ্বর তাহার মস্তককে গর্দ্দভের মস্তকে পরিণত করিবেন * ?"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আলি ও জবলের পুত্র মাজের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ নমাজ পড়িতে উপস্থিত হয় ও এমাম কোন অবস্থায় থাকে, তখন সে যেন এমাম যেরূপ (রকু সেজ্‌দা ইত্যাদি করে) সেরূপ করিতে থাকে।"—তর।

[এবং তরোমোজী বলিয়াছেন যে, এই হদিস গরিব।]

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমরা কেহ নমাজে উপস্থিত হও, এবং আমরা সেজ্‌দায় আছি, তখন তোমরা সেজ্‌দা করিবে ও এ বিষয়ে কিছু গণনা করিবে না; এবং যে ব্যক্তি এক রকাত নমাজ প্রাপ্ত হয়, পরে সত্যই সে নমাজ প্রাপ্ত হয় †।"—আবুদা।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দলবদ্ধ ভাবে প্রথম তকবির প্রাপ্ত হওতঃ চল্লিশ দিন নমাজ পড়িয়াছে, তাহার নিমিত্ত দুই বিষয়ে বিরতি লিপিবদ্ধ হয়—নরকানল হইতে বিরতি ও কপটতা হইতে বিরতি।"—তর।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অজু করিয়াছে, পরন্তু স্বীয় অজু উত্তমরূপে করিয়াছে, তদনন্তর (মস্‌জেদে) গিয়াছে, তখন নমাজ

---

* কোন কোন উক্তিতে তাহার আকৃতিকে গর্দ্দভের আকৃতির ন্যায় করা হইবে, এরূপ ব্যক্ত হইয়াছে।

† অর্থাৎ দলবদ্ধ নমাজে এমামের সঙ্গে এক রকাত নমাজ পড়িতে পারিলেও পূর্ণ নমাজ পড়ার ফল লাভ হয়।

পড়িয়াছে, মণ্ডলীকে এরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহারা সেই নমাজ পড়িয়াছিল, তাহাদের ফলের অনুরূপ ফল পরমেশ্বর তাহাকে প্রদান করেন, তাহাদের ফলের অপেক্ষা কিছুই তাহার পক্ষে খর্ব্ব হয় না।" আবুদা, সেসা।

আবু সয়িদোল্ খোদরীর উক্তি ;—এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তখন প্রেরিত পুরুষ নমাজ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি বলেন, "এমন কি কোন ব্যক্তি নাই যে, এই ব্যক্তির সম্বন্ধে উপকার করে ও ইহার সঙ্গে নমাজ পড়ে।" তখন একজন দণ্ডায়মান হইল ও তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িল।—তর, আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

অবদোল্লার পুত্র ওবয়দোল্লার উক্তি * ;—আমি আয়শার নিকটে গিয়া বলিয়াছিলাম, আপনি কি হজরতের রোগের বিষয় আমাকে বলিবেন না? তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ বলিব, হজরত রোগে গুরু ভারাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'মণ্ডলী কি নমাজ পড়িয়াছে?' তখন আমরা বলিলাম, প্রেরিত পুরুষ, না তাঁহারা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাহাতে তিনি বলেন, 'আমার জন্য জলপাত্রে জল স্থাপন কর।" তিনি (আয়শা) বলিয়াছেন, "তখন আমরা তাহা করিলাম। পরে তিনি স্নাত হইলেন। অনন্তর গাত্রোত্থান করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তাঁহাতে মূর্চ্ছার সঞ্চার হইল। তৎপর সচেতন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মণ্ডলী কি নমাজ পড়িয়াছে?' আমরা বলিলাম, না, প্রেরিত পুরুষ, তাঁহারা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'আমার জন্য জলপাত্রে জল স্থাপন কর' তিনি (আয়শা বলিলেন, "পরে তিনি বসিয়া স্নান করিলেন, তদনন্তর উঠিতে উদ্যোগী হইলেন। তখন তদুপরি মূর্চ্ছার সঞ্চার হয়। তৎপর সচেতন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মণ্ডলী কি নমাজ পড়িয়াছে?' আমি বলিলাম, না প্রেরিত পুরুষ, তাঁহারা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। সেই সময় তিনি বলিলেন, 'আমার জন্য জলপাত্রে জল স্থাপন কর।' সেই সময় তিনি বসিয়া স্নান করিলেন। তৎপর উঠিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন মূর্চ্ছাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর সচেতন

---

* ওবয়দোল্লা মসউদের প্রপৌত্র। ইনি হজরতের অনুগামী একজন অন্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মদিনার বিখ্যাত সপ্ত পণ্ডিতের অন্তর্গত এই ওবয়দোল্লা একজন। ইনি হজরতের বহু সহচরকে দর্শন করিয়াছেন। ওবয়দোল্লা বিশ্বস্ত এমাম, এবং অবদোল্ আজিজের পুত্র ওমরের অধ্যাপক ছিলেন। হেজরি ৯২ সালে কেহ কেহ বলেন ৯৮ সালে ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল। আৎবার পুত্র অবদোল্লাও একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন। এব্ন সাদ বলিয়াছেন, "তিনি বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন, বহু হদিস জানিতেন। ৭৪ সালে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মণ্ডলী কি নমাজ পড়িয়াছে?' আমরা বলিলাম, না প্রেরিত পুরুষ, তাঁহারা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, মস্‌জেদে প্রেরিত পুরুষের প্রতীক্ষায় নৈশিক নমাজের জন্য বসিয়া আছেন। তখন হজরত লোক পাঠাইয়া আবুবেকরকে জানাইলেন, তিনি যেন মণ্ডলীকে লইয়া নমাজ পড়েন। অবশেষে প্রেরিত ব্যক্তি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'প্রেরিতপুরুষ মণ্ডলী সহ নমাজ পড়িতে আপনাকে আদেশ করিতেছেন।' আবুবেকর কোমলপ্রকৃতি পুরুষ ছিলেন, তিনি ওমরকে বলিলেন, 'ওমর, তুমি লোক সকলকে লইয়া নমাজ পড়।' তাহাতে ওমর বলিলেন, 'আপনিই উহার উপযুক্ত।' পরে আবুবেকর সেই কয়েক দিন (সপ্তাহ কাল) নমাজ পড়িলেন। তৎপর হজরত নিজের সম্বন্ধে উপশম বোধ করিলেন, তিনি দুই জন পুরুষের উপর ভর করিয়া জহরের নমাজ পড়িবার জন্য বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের এক জন আব্বাস ছিলেন। সেই সময় আবুবেকর মণ্ডলীসহ নমাজ পড়িতেছিলেন। পরে যখন আবুবেকর তাঁহাকে দর্শন করিলেন তখন সরিয়া যাইতে সমুদ্যত হইলেন। সেই সময় প্রেরিতপুরুষ সরিয়া না যাইতে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 'আমাকে ইহার পার্শ্বে বসাও।' অনন্তর তাঁহারা তাঁহাকে আবুবেকরের পার্শ্বে বসাইলেন, এবং প্রেরিতপুরুষ তদবস্থায় উপবিষ্ট রহিলেন।" ওবয়দোল্লা বলিয়াছেন, পরে আমি অব্বাসের পুত্র অবদোল্লার নিকটে উপস্থিত হই, এবং তাঁহাকে বলি, হজরতের পীড়াসম্বন্ধে আয়শা দেবী আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি আমি তোমার নিকটে ব্যক্ত করিব না? তিনি বলিলেন, "উত্থাপন কর।" তখন আমি তাঁহার (আয়শার) কথা উপস্থিত করি। পরে তিনি তদ্বিষয়ে কিছুই অস্বীকার করিলেন না। তদ্ভিন্ন তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন. "আব্বাসের সঙ্গে যে ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কি তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন?" আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, "উনি আলি ছিলেন *।"—উভয়।

আবুবেকরের উক্তি,—তিনি বলিতেছিলেন, যে ব্যক্তি রকু (দীর্ঘ) প্রাপ্ত হইয়াছে, পরে সত্যই সে সেজ্‌দার (ফললাভের) অধিকারী হইয়াছে। যে ব্যক্তি ওম্মোল্ কোরাণ (সুরা ফাতেহা) হারাইয়াছে, সত্যই সে প্রভূত কল্যাণ বিনষ্ট করিয়াছে।—মালে।

আবুহোরয়রার উক্তি;—যে ব্যক্তি এমামের পূর্ব্বে স্বীয় মস্তক উন্নমন ও তাহা অবনমন করে তাহার মস্তকের পুরোভাগের কেশ শয়তানের হস্তে, এতদ্ভিন্ন নহে।—মালে।

---

* কোন কোন গূঢ় কারণে আয়শা জামাতা আলির নাম ব্যক্ত করেন নাই।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিগুণ নমাজ পড়া বিষয়ে।

প্রথম অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—জবলের পুত্র মাজ প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে নমাজ পড়িতেন, তৎপর আপন দলের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গেও নমাজ পড়িতেন।—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—মাজ হজরতের সঙ্গে নৈশিক নমাজ পড়িতেন, তদনন্তর স্বীয় দলের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া নৈশিক নমাজ সম্পাদন করিতেন। ইহা তাঁহার জন্য অতিরিক্ত ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অস্‌উদের পুত্র ইয়জিদের উক্তি * ;—আমি প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে তাঁহার হজ্জ-ব্রতানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম, পরে তাঁহার সঙ্গে খিক মস্‌জেদে প্রাত্যাতিক নমাজ সম্পাদন করিয়াছিলাম, † অবশেষে যখন তাঁহার নমাজ সমাপ্ত হইল ও তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন হঠাৎ তিনি মণ্ডলীর শেষভাগে এমন দুই ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইলেন যে, তাহারা তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়ে নাই। তিনি বলিলেন, "এই দুই জনকে আমার নিকটে উপস্থিত কর।" পরে তাহাদিগকে আনয়ন করা হইল। তাহাদের বাহুর মাংস পেশী সকল ভয়ে কাঁপিতেছিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে তোমাদের নমাজ পড়িতে কি অন্তরায় ছিল?" তাহাতে তাহারা বলে, "প্রেরিতপুরুষ, সত্যই আমরা আমাদের গৃহে নমাজ পড়িয়াছি।" তিনি বলিলেন, "পরে তোমরা এরূপ করিও না, যখন তোমরা দুই জন আপন আপন গৃহে নমাজ পড়িবে, তৎপর মণ্ডলীর মস্‌জেদে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের সঙ্গেও নমাজ পড়িও। পরিশেষে উহা নিশ্চয় তোমাদের দুই জনের জন্য অতিরিক্ত হইবে।"—তর, আবুদা, নেসা।

তৃতীয় অধ্যায়।

মোহজনের পুত্র বোস্‌রের উক্তি ‡ ;—তিনি স্বীয় পিতার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া

---

* তিনি হজরতের সঙ্গ করিয়াছিলেন। ইঁহার আদি নিবাস তায়েফে ছিল। কূফা নগরস্থ লোকদিগের নিকটে ইঁহার হদিস বিবৃত হয়। কেহ কেহ তাঁহাকে আবু অস্‌উদের পুত্র বলিয়াছেন।

† এই মস্‌জেদ মক্কা নগরস্থ মিনা বাজারের নিকটে পর্ব্বতমূলে প্রতিষ্ঠিত।

‡ ইনি একজন হজরতের অনুগামী ও ইঁহার পিতা মোহজন সহচর ছিলেন।

বলিয়াছেন, তিনি হজরতের সঙ্গে এক সভায় ছিলেন। পরে নমাজের আজানধ্বনি করা হয়। তখন প্রেরিতপুরুষ দণ্ডায়মান হন ও নমাজ পড়েন, এবং ফিরিয়া আইসেন। মোহজন তাঁহার সভাতেই ছিলেন। তখন হজরত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মণ্ডলীর সঙ্গে তোমার নমাজ পড়ায় তোমার কি প্রতিবন্ধকতা ছিল, তুমি কি মোসলমানপুরুষ নও?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "হাঁ প্রেরিতপুরুষ, (আমি মোসলমান,) কিন্তু আমি আমার পরিবারের মধ্যে নমাজ পড়িয়াছি।" তখন তাঁহাকে প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "তুমি নমাজ পড়িয়া যখন মস্‌জেদে উপস্থিত হও, তখন নমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে যদিচ নমাজ পড়িয়াছ তথাপি মণ্ডলীর সঙ্গে নমাজ পড়িও।"—মালে, নেসা।

আসদ পরিবারের এক ব্যক্তি আবু আয়ুবোল্ আন্‌সারীকে বলিয়াছিল * ;—আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি স্বীয় গৃহে নমাজ পড়িয়া মস্‌জেদে আসিয়াছিল, (নিজের সম্বন্ধে এই উক্তি) ও নমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাঁহাদের সঙ্গে নমাজ পড়িল, পরে স্বীয় অন্তরে তজ্জন্য (দুই বার নমাজ পড়া হইল বলিয়া) কিছু দ্বিধা বোধ করিয়াছিল। পরে আবু আয়ুব বলিয়াছিলেন, "এবিষয়ে আমি প্রেরিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন, 'তখন উহা তাহার পক্ষে দলবদ্ধ নমাজের অংশ হয়।'"—মালে, আবু।

আমেরের পুত্র এজিদের উক্তি † ;—আমি প্রেরিতপুরুষের নিকটে গিয়াছিলাম, এবং তিনি নমাজে প্রবৃত্ত ছিলেন। তখন আমি বসিয়া রহিলাম, তাঁহাদের সঙ্গে নমাজে প্রবৃত্ত হইলাম না। পরে যখন প্রেরিতপুরুষ ফিরিয়া আসিয়া আমাকে উপবিষ্ট দেখিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে এজিদ, তুমি কি এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর নাই?" আমি বলিলাম, হাঁ প্রেরিত পুরুষ, নিশ্চয় এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, "তবে মণ্ডলীর সঙ্গে তাহাদের নমাজে প্রবৃত্ত হইতে তোমার পক্ষে কি বাধা ছিল?" (এজিদ) বলিয়াছেন, "সত্যই স্বীয় গৃহে আমি নমাজ পড়িয়াছি, মনে করিয়াছিলাম আপনাদের নমাজ সমাপ্ত হইয়াছে।" তখন তিনি বলিলেন, "যখন তুমি দলবদ্ধ নমাজস্থলে উপস্থিত হইয়া মণ্ডলীকে প্রাপ্ত হও, নমাজ পড়িয়া থাকিলেও তখন তাহাদের সঙ্গে নমাজ পড়িও, ইহা তোমার জন্য নাফেলা (অতিরিক্ত) হইবে, এবং উহা ফরজ অর্থাৎ বিহিত হইবে।"—আবুদা।

---

* আসদ এক পরিবারের নাম, এই পরিবারের পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে উহার নাম হইয়াছে। আবু আয়ুবোল্ আন্‌সারী হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। হজরত মোহম্মদ মদিনায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

† এজিদ হজরতের এক জন সহচর ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া হজরতের বিরুদ্ধে হোনয়নের সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন, পরে এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বলিয়াছিল যে, "আমি নিজগৃহে নমাজ পড়িয়াছি, তৎপর মস্‌জেদে এমামের সঙ্গে নমাজ প্রাপ্ত হই, তখন কি আমি তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িব?" তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "হাঁ।" সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টিকে স্বীয় নমাজ (বিহিত নমাজ) বলিয়া গ্রহণ করিব?" এব্‌ন ওমর বলিলেন, "উহা তোমার উদ্দেশ্যে? ইহা ঈশ্বরোদ্দেশ্য, এতদ্ভিন্ন নহে। ঐ দুইয়ের মধ্যে যেটি ইচ্ছা (লোকে) করুক না।"—মালে।

ময়মুনার দাস সোলয়মানের উক্তি * ;—আমি এব্‌ন্ ওমরের সঙ্গে বলাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম †। তাঁহারা (লোকসকল) নমাজ পড়িতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি তাঁহাদের সঙ্গে নমাজ পড়িবেন না? তিনি বলিলেন, 'বাস্তবিক আমি নমাজ পড়িয়াছি। 'দিবসে দুই বার নমাজ পড়িও না।' প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি ‡।—আহ, আবুদা, নেসা।

নাফেয়ার উক্তি § ;—ওমরের পুত্র অবদোল্লা বলিতেন, "যে ব্যক্তি মগরবের (সায়ংকালীন) ও সবার (প্রাতঃকালীন) নমাজ পড়িয়াছে, তৎপর এমামের সঙ্গে এই দুই নমাজ যদি সে প্রাপ্ত হয় তবে সেই দুই নমাজ পুনর্ব্বার পড়িবে না।"—মালে।

---

* সোলয়মান হজরতের সহধর্ম্মিণী ময়মুনার দাস ছিলেন, পরে তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করা হয়। ইনি সুবিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মভীরু বিশ্বাসী সাধক পুরুষ ছিলেন। প্রসিদ্ধ সাত জন তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে ইনি এক জন পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইহাঁকে ইয়সারের পুত্র সোলয়মানও বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ময়মুনার দাস সোলয়মান ইয়সারের পুত্র সোলয়মান নহেন। এই সোলয়মান হজরতের এক জন প্রধান অনুগামী ছিলেন।

† যলাত মদিনার অন্তর্গত স্থানবিশেষের নাম। এসলাম মণ্ডলীর নেতা আলি মন্দিরের বহির্ভাগে এই স্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন। যে সকল লোক বিষয়প্রসঙ্গে রত হইতে ইচ্ছা করে তাহারা মন্দিরের ভিতরে কথোপকথন না করিয়া সেই স্থানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিবেন, উক্ত স্থাননির্দ্দেশের এই উদ্দেশ্য ছিল।

‡ এই হদিস পূর্ব্বোক্ত হদিস সকলের বিপরীত ভাব ব্যক্ত করিতেছে। এই হদিস যে ব্যক্তি প্রথমে দলবদ্ধভাবে নমাজ পড়িয়াছে তাহার সম্বন্ধে এবং পূর্ব্বোক্ত হদিস সকল যাহারা একাকী নমাজ পড়িয়াছে উহাদের সম্বন্ধে উক্ত। একবার দলবদ্ধভাবে নমাজ পড়িয়া পরে দলবদ্ধভাবে নমাজ পড়া নিষিদ্ধ, প্রথমতঃ একাকী নমাজ পড়িলে পরে দলবদ্ধভাবে নমাজ পড়িতে বিধি।

§ তিনি ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লার দাস, জ্ঞানী ও প্রধান অনুগামী ছিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিহিত সাধনা (সোন্নত) ও তাহার উপকারিতা *।

প্রথম অধ্যায়।

ওম্ম হবিবার উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন :—"যে ব্যক্তি দিবা রাত্রির মধ্যে বার রকাত নমাজ পড়ে তাহার জন্য স্বর্গালোকে গৃহ নির্ম্মিত হয়। পৌর্ব্বাহ্নিক (জহরের) নমাজের পূর্ব্বে চারি রকাত ও তৎপর দুই, সায়াহ্ন (মগরব) নমাজের অন্তে দুই, নৈশিক (এশার) নমাজান্তে দুই, এবং নিশান্তে (ফজরের) নমাজান্তে দুই রকাত।"—তর।

[মোস্‌লেমের উক্তি এইরূপ;—তিনি (ওম্ম হবিবা) বলিয়াছিলেন;—হজরতকে এপ্রকার বলিতে শুনিয়াছি যে, "এমন মোসলমান দাস নাই যে, প্রত্যহ আগ্রহ সহকারে নির্দ্দিষ্ট নমাজ ব্যতীত বার রকাত ঈশ্বরোদ্দেশে নমাজ পড়িয়াছে, স্বর্গলোকে পরমেশ্বর তাহার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন নাই; অথবা স্বর্গলোকে তাহার জন্য গৃহ প্রস্তুত করা হয় নাই।"]

এব্‌ন ওমরের (ওমরের পুত্র অবদোল্লার) উক্তি;—আমি হজরত মোহম্মদের সঙ্গে তাঁহার গৃহে জহরের নমাজের পূর্ব্বে দুই রকাত, তৎপর দুই রকাত, মগরবের নমাজান্তে দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছি, এবং তাঁহার গৃহে এশার নমাজের অন্তে দুই রকাত পড়িয়াছি। অপিচ তিনি বলিয়াছেন, হফ্‌সা ‡ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "প্রেরিতপুরুষ উষার অভ্যুদয়ের সময় দুই রকাত সঙ্ক্ষিপ্ত নমাজ পড়িতেন।"—উভয়।

এব্‌নওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ শুক্রবাসরীয় নমাজান্তে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত নমাজ পড়িতেন না, পরে স্বীয় গৃহে দুই রকাত নমাজ পড়িতেন।—উভয়।

শকিকের পুত্র অবদেল্লার উক্তি §;—হজরতের আগ্রহযুক্ত নমাজের বিষয়ে

---

* জহরের নমাজ, আসর, মগরব ও এশা এবং ফজরের নমাজ এই নির্দ্দিষ্ট প্রাত্যহিক পাঁচ বারের নমাজকে নমাজ ফরজ বলে। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত নমাজকে নমাজ সোন্নত বলে। নমাজ ফরজ বা নমাজ ফরিজা ঈশ্বরাদিষ্ট নির্দ্দিষ্ট নমাজ। নমাজ সোন্নত বিহিত অতিরিক্ত নমাজ। এই অধ্যায়ে বিহিত অতিরিক্ত নমাজের বিবরণ বিবৃত।

† ইনি হজরতের সহধর্ম্মিণী আবু সুফিয়ানের পুত্র মাবিয়ার ভগিনী ছিলেন।

‡ হফ্‌সা হজরতের অন্যতম সহধর্ম্মিণী, হজরত ওমরের কন্যা ও অবদোল্লার ভগিনী ছিলেন।

§ ইনি একজন প্রসিদ্ধ বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। ইনি আয়েশা ওমর, ওসমান ও আলি এবং আয়শা ও অপরাপর হজরতের সহচরদিগের নিকটে হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। হিজলি ১৮০ সনে ইহাঁর পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

আমি আয়শা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলেন, "জহরের পূর্ব্বে আমার গৃহে তিনি চারি রকাত নমাজ পড়িতেন, তদনন্তর বাহির হইয়া গিয়া মণ্ডলী সহ নমাজে প্রবৃত্ত হইতেন, তৎপর প্রবেশ করিয়া দুই রকাত নমাজ পড়িতেন, এবং মণ্ডলী সহ মগরবের নমাজ সম্পাদন করিতেন। তদনন্তর প্রবিষ্ট হইতেন, এবং দুই রকাত নমাজ পড়িতেন। তৎপর মণ্ডলী সহ এশার নমাজ পড়িয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিতেন। তখন দুই রকাত নমাজ পড়িতেন, এবং নিশার অন্তর্গত নয় রকাত নমাজ পড়িতেন। তন্মধ্যে অযুগ্ম (এতর) নমাজ (এক বা তিন রকাত থাকিত।) অপিচ তিনি নিশায় দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান ও দীর্ঘ রাত্রি উপবিষ্ট হইয়া নমাজ পড়িতেন, এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় যখন তিনি পাঠ করিতেন তখন সেজ্‌দা ও রকুও দণ্ডায়মান অবস্থায়ই করিতেন, এবং যখন উপবিষ্ট হইয়া (আয়ত বা সুরা) পাঠ করিতে, তখন রকু ও সেজ্‌দা উপবেশনের অবস্থায় করিতেন ও যখন উষার উদয় হইত তখন দুই রকাত পড়িতেন।—মো।

[তৎপর বাহির হইয়া মণ্ডলী সহ নিশান্ত (ফজরের) নমাজ পড়িতেন। আবু দাউদ এই অতিরিক্ত কথা বলিয়াছেন।]

আয়শার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ নিশান্ত অর্থাৎ ফজরের দুই রকাত অপেক্ষা অন্য অতিরিক্ত নমাজ অর্থাৎ নফল নমাজের মধ্যে অন্য কিছুরই প্রতিপালনে অধিকতর দৃঢ়তা রক্ষা করেন নাই *।—উভয়।

আয়শার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন;—"পৃথিবী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় অপেক্ষা নিশান্ত দুই রকাত নমাজ শ্রেষ্ঠ।"—মো।

মোগফ্‌ফলের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "মগরবের নমাজের পূর্ব্বে দুই রকাত নমাজ পড়িবে, যাহারা বিরক্তিজনক বোধ করে তাহাদের জন্য উহাকে লোকের বিহিত (সোন্নত) বলিয়া গণ্য করা গিয়াছে।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কেহ শুক্রবাসরীয় নমাজের অন্তে নমাজ পড়ে তখন সে যেন চারি রকাত নমাজে প্রবৃত্ত হয়।"—মো।

[মোস্‌লেমের অন্য উক্তিতে—যখন তোমাদের কেহ শুক্রবাসরীয় নমাজ পড়ে তখন সে যেন তাহার চারি রকাত নমাজে প্রবৃত্ত হয়।]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওম্মহবিবার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি

---

* নিশান্ত নমাজের পূর্ব্বে দুই রকাত নমাজ পড়া অধিকতর ফলদায়ক, তিনি এরূপ বিশ্বাস করিতেন। তজ্জন্য এই দুই রকাত নমাজে তিনি অধিকতর দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

জহরের পূর্ব্বে চারি রকাত এবং তৎপর চারি রকাত নমাজ পালন করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার সম্বন্ধে নরকানল অবৈধ করিয়াছেন।"—আহ, তর, আবুদা, নেসা, এবনমা।

আবু অয়ুবোল্ আনসারীর উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পূর্ব্ববর্ত্তী (জহরের) নমাজের পূর্ব্বে যাহাতে সেলাম (শান্তি বচন) নাই, এরূপ চারি রকাত নমাজ হইলে স্বর্গের দ্বার সকল উহাদের জন্য উন্মুক্ত হয়।"

সায়েবের পুত্র অবদোল্লার উক্তি *;—প্রেরিতপুরুষ সূর্য্যোদয়ান্তে ও জহরের পূর্ব্বে চারি বার নমাজ পড়িতেন, তিনি বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ইহা এমন এক সময় যাহাতে স্বর্গের দ্বার সকল উন্মুক্ত হয়। অতএব আমি ভালবাসি, উহাতে আমার জন্য যেন সৎক্রিয়া ঊর্দ্ধগামিনী হয়।"—তর।

এবন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর সেই পুরুষকে দয়া করেন, যিনি আসরের পূর্ব্বে চারি রকাত নমাজ পড়িয়া থাকেন।"—তর, আবুদা।

আলির উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ আসরের নমাজের পূর্ব্ব চারি রকাত নমাজ পড়িতেন, উহাদের মধ্যে ঈশ্বরসন্নিহিত দেবগণের উদ্দেশ্যে ও মোসলমান ও বিশ্বাসি-মণ্ডলীর মধ্যে যাহারা তাঁহাদের অনুসরণকারী তাহাদের উদ্দেশ্যে সলাম করিয়া ভিন্নতা সাধন করিতেন †।—তর।

আলির উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ অসারের নমাজের পূর্ব্বে দুই রকাত নমাজ পড়িতেন ‡।—আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মগরবের নমাজান্তে ছয় রকাত নমাজ পড়িয়াছে, তন্মধ্যে কুবাক্য বলে নাই, তাহার জন্য উহা বার বৎসরের সাধনার তুল্য করা হইয়াছে।

[তরমোজি বলিয়াছেন, "এই হদিস গরিব হদিস, আবু খসামের পুত্র ওমরের হদিসের অন্তর্গত ইহা, এতদ্ভিন্ন জানি না। আমি মোহম্মদ বোখারিকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে ইহা "মেন্‌কর (অপরিচিত)" হদিস। তিনি তাহাকে "জয়িফ" (দুর্ব্বল) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।]

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মগরবের নমাজের

---

* ইনি এক জন হজরতের সহচর ছিলেন। সায়েবের পুত্র অবদোল্লা অন্য এক জন অনুগামীও ছিলেন। এস্থলে সহচর।

† এস্থলে এরূপ বুঝা যাইতেছে যে, এই চারি রকাতের মধ্যে যাহা আসরের পূর্ব্বে সম্পাদিত হয় তাহাতে সেলাম করা সমুচিত এবং জহরের পূর্ব্বে অপর চারি রকাতের সম্বন্ধেও উচিত বলিয়া বোধ হয়।

‡ পূর্ব্বোক্ত উভয় উক্তিতে চারি ও দুই রকাতের উল্লেখ আছে। চারি ও দুই রকাতই অপেক্ষাকৃত উত্তম।

অন্তে বিংশতি রকাত নমাজ পড়ে, পরমেশ্বর স্বর্গলোকে তাহার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন।"—তর।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ কখন এমন এশার নমাজ পড়েন নাই যে, পরে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া চারি রকাত নমাজ না পড়িয়াছেন * ।"—আবুদা।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—হরজত বলিয়াছেন, "ফজরের পূর্ব্বে দুই রকাত "এদ্‌ বাবোন্নজ্‌ুম" "এবং মগবরের পূর্ব্বে দুই রকাত" এদবাবোসজ্‌ুদ বিহিত † ।—তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওমরের উক্তি ;—হজরতকে প্ররূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "নিশান্তের পর ও জহরের (পূর্ব্ববর্ত্তী) নমাজের পূর্ব্বে চারি রকাত নমাজ উষাকালীয় নমাজের সঙ্গে উহাদের তুলনা পরিগণিত হয়, এমন কোন পদার্থ নাই যে, সেই সময় পরমেশ্বরকে পবিত্রতা সহ স্মরণ করে না ‡ ।" তৎপর তিনি এই আয়ত পড়িলেন, "ইয়ৎফিয়া জেলালেহো," ইত্যাদি অর্থাৎ ছায়া সকল বিনীতভাবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও বাম পার্শ্বস্থ হইয়া পরমেশ্বরকে নমস্কার করে।—তর। শোয়বোল্‌ ইমান পুস্তকে বারহতি।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ আসরের নমাজ অন্তে আমার নিকটে কখন দুই রকাত পরিত্যাগ করেন নাই।—উভয়।

[বোখারী কর্ত্তৃক অন্যরূপে আয়শার উক্তি ব্যক্ত ;—যথা, যিনি তাঁহাকে (স্বর্গে) লইয়া গিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের শপথ, তিনি পরমেশ্বরের সম্মিলন পর্য্যন্ত (মৃত্যু পর্য্যন্ত)। সেই দুই রকাত পরিত্যাগ করেন নাই।]

ফোল্‌ফোলের পুত্র মোখ্‌তারের উক্তি § ;—আমি মালেকের পুত্র আনস্‌কে আসরের পর ততুওয়ের (অতিরিক্ত নমাজের) বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে

---

* বহু প্রসিদ্ধ উক্তি সকলে আসরের পরে দুই রকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়. কোন কোন উক্তিতে চারি রকাতের উল্লেখও আছে।

† কোরাণ শরিফের তুর সুরার অন্তভাগে এদ্‌বাবোন্নজ্‌ুম ইত্যাদি আয়ত এবং কা সুরার আয়ত এদবাবো সজ্‌ুদ ইত্যাদি উহার ব্যাখ্যাস্বরূপ পড়া হয়। তফসির বিশেষে উক্ত হইয়াছে, অতিরিক্ত সকল নমাজস্থলে, কেহ কেহ বলেন অমুগ্ন (এতর) নমাজস্থলে ব্যবহৃত হয়।

‡ কোন কোন তত্ত্বজ্ঞ ধার্ম্মিক লোক বলিয়াছেন যে, এই দুই সময় ঈশ্বরের করুণা অবতরণ ও তাঁহার সান্নিধ্যলাভের পক্ষে অনুকূল। যেহেতু মধ্যাহ্নে ও রজনীর শেষার্দ্ধের অন্তভাগে করুণা-প্রকাশ ও প্রার্থনাগ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

§ ইনি কুফা নগরস্থ মগজুম্‌ বংশীয় বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। আনসের নিকটে হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। সুফিয়ান সুরী প্রভৃতি সাধু মহাত্মগণ ইহাঁর নিকটে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

তিনি বলেন, "আসরের নমাজান্তে নমাজে ওমর হস্তে আঘাত করিতেন, * এবং আমরা প্রেরিতপুরুষের সময়ে সূর্য্যাস্তের পর মগরবের নমাজের পূর্ব্বে দুই রকাত নমাজ পড়িতাম। তখন আমি (মোথ্‌তার) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রেরিতপুরুষ কি সেই দুই রকাত নমাজ পড়িতেন? বলিলেন, "তিনি ঐ দুই রকাত নমাজ পড়িতে আমাদিগকে দেখিয়াছেন, তখন আমাদিগকে আদেশও করেন নাই, নিষেধও করেন নাই।"—মো।

আনসের উক্তি;—আমরা মদিনাতে ছিলাম, পরে হঠাৎ মোয়েজন মগরবের নমাজের আজান দান করিলেন, তখন লোক সকল মস্‌জেদের স্তম্ভশ্রেণীর দিকে দৌড়িয়া গেলেন, এবং দুই রকাত নমাজ পড়িলেন। এক জন পথিক মস্‌জেদে প্রবেশ করিতেছিলেন, এতাবৎ সমবেত বহু লোকে সেই দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি মনে করিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে সেই নমাজ সমাপ্ত হইয়াছে † ।—মো।

অবদোল্লার পুত্র মর্সদের উক্তি;—ওক্‌বা জোহন্নির নিকটে আমি উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলাম, আবু তমিম ‡ যে মগরবের নমাজের পূর্ব্বে দুই রকাত নমাজ পড়েন, ইহা বলিয়া তোমাকে কি আমি আশ্চর্য্যান্বিত করিব না? তখন ওক্‌বা বলিলেন, "হজরতের সময়ে আমরা তাহা পড়িতাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এক্ষণ তোমাকে কিসে তাহা নিবারণ করিয়াছে? তিনি বলিলেন, "বিষয়-ব্যাপৃতি।"—বো।

ওজ্জার পুত্র কাবের উক্তি §;—প্রেরিত পুরুষ বনি অবদোস্‌সহলের ¶ মস্‌জেদে আগমন করিয়াছিলেন। তখন তিনি তথায় মগরবের নমাজ পড়েন, পরে তাহাদের সঙ্গে নমাজ সমাপ্ত করিয়া দেখিলেন যে, তাহারা তাহার পর তস্‌বিহ (অতিরিক্ত নমাজ) পড়িতেছে, তখন তিনি বলিলেন, "এই নমাজ গৃহসম্বন্ধীয়।"—আবুদা।

[তরমোজী ও নেসায়ীর বিবৃত হদিসে "লোক সকল অতিরিক্ত নমাজ পড়িবার

---

* অর্থাৎ সেই নমাজের জন্য তকবির বলিবার সময় হস্ত উত্তোলন করিতে ওমর বারণ করিতেন। ওমরের নিষেধ করার কারণ এইরূপ বোধ হইতেছে যে, আসরের পর সূর্য্যাস্তের সময়ে যা নমাজ হয়, এই ভয় তিনি করিতেন। তদ্ভিন্ন উহা নিষিদ্ধ নহে।

† পথিক মনে করিলেন নির্দ্ধারিত সময়ের নমাজ হইয়া গিয়াছে। তিনি মগরবের নমাজের পর বিহিত নমাজ পড়িলেন।

‡ ইনি একজন মেসরনিবাসী ব্যবহাপক ও অনুগামী ছিলেন। মরওয়াণের পুত্র অবদোল মোলকের ভ্রাতা অবদোল্ আজিজ ব্যবহার জন্য ইহাঁকে নিজের নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বসাইতেন। ওক্‌বা হজরতের একজন সহচর ছিলেন। আবু তমিম একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন, হজরতের জীবদ্দশায় তিনি এসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

§ ইনি এক জন হজরতের সহচর ছিলেন।

¶ ইহা একটি পরিবারের নাম।

জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখন তিনি বলিলেন, "গৃহে এই নমাজ পড়া তোমাদের সম্বন্ধে বিধেয় *।"]

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ মগ্‌রবের নমাজের অন্তে মস্‌জেদের লোক সকল বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্য্যন্ত দুই রকাত নমাজে আয়ত পাঠ অধিক ক্ষণ করিতেন † ।—আবুদা।

মক্‌হুলের উক্তি ‡ ;—তিনি অবগত হইয়াছেন যে, হজরত বলিয়াছিলেন, "মগরবের নমাজান্তে কথা কহিবার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি দুই রকাত নমাজ পড়ে (তাহার অন্য বিকৃতিতে চারি রকাত) তাহার নমাজ সপ্তম স্বর্গে সমুত্থিত হয়।"—

[মক্‌হুল পরম্পরাগতরূপে এই হদিস বিবৃত করিয়াছিলেন। হজরতের সহচর হোজয়ফা এতদনুরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন ; তন্মধ্যে অধিক এই বলিয়াছেন, "অনন্তর হজরত বলিতেন, 'মগরবের পর দুই রকাত শাস্ত্র সম্পাদন করিও, যেহেতু এই দুই নমাজ, নমাজ ফরজের সহিত যুক্ত।" রজিন কর্ত্তৃক এই উক্তি বিবৃত। বয়হকি ইহার অনুরূপ অধিক শাবোল্‌ ইমান গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন।]

আতার পুত্র ওমরের উক্তি ‡ ;—তাঁহাকে নাফেয়ার পুত্র জোবয়র সায়েবের নিকটে এমন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহা সায়েব হইতে নমাজে মাবিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন §। তাহাতে তিনি বলিলেন, হাঁ আমি তাঁহার (মাবিয়ার) সঙ্গে শুক্রবাসরীয় নমাজ মক্‌সুরাতে পড়িয়াছিলাম ¶। যখন এমাম (নমাজান্তে) সেলাম করিলেন তখন আমি স্বস্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, পরে নমাজ পড়িলাম। অনন্তর তিনি (মাবিয়া) গৃহে ফিরিয়া গিয়া আমার নিকটে লোক পাঠাইয়া বলিলেন, "তুমি যাহা করিয়াছ তাহা আর করিও না। যখন তুমি শুক্রবাসরীয় নমাজ সম্পাদন করিবে যে পর্য্যন্ত কথা না বল, অথবা বাহির হইয়া না যাও সেপর্য্যন্ত অন্য নমাজ তাহার সঙ্গে যোগ করিও না।"—মো।

আতায়ের উক্তি ;—যখন এব্‌নওমর মক্কাতে শুক্রবাসরীয় নমাজ পড়িতেন,

---

* অর্থাৎ গৃহে এই নমাজ পড়িবে, সামাজিক উপাসনালয় মস্‌জেদে নয়।

† প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ সোয়তের নমাজে কোরাণের সুরা ও আয়ত অধিক ক্ষণ পড়িতেন। এই হদিস দ্বারা এরূপ বুঝা যায় যে, হজরত মস্‌জেদেই যে এই নমাজ পড়িতেন, তাহা নয়। কোন বিশেষ কারণ ও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তিনি ঈদৃশ নমাজ মস্‌জেদে পড়িতেন, অন্যথা সচরাচর গৃহেই পড়িতেন। সম্ভবতঃ তিনি গৃহেই নমাজ পড়িয়াছিলেন, এব্‌ন অব্বাস তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। হজরতের গৃহ মস্‌জেদের সংলগ্ন ছিল। উভয়ের মধ্যে একটি প্রাচীরমাত্র ব্যবধান ছিল। সেই প্রাচীরের দ্বার মস্‌জেদের অভিমুখে ছিল।

‡ ইনি এক জন তুরস্কদেশীয় প্রধান বিদ্বান ও সুপ্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন।

§ এই সায়েব হজরতের সহচর ছিলেন।

¶ মক্‌সুরা একটি সাধারণ আলয়, তকবির অর্থাৎ আল্লাহো আক্‌বর ধ্বনিকারীদিগের জন্য উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

তখন অগ্রসর হইয়া চারি রকাত নমাজ পড়িতেন। অপিচ যখন তিনি মদিনায় স্থিতি করিতেন তখন শুক্রবাসরীয় নমাজ পড়িয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে ফিরিয়া যাইতেন, পরে দুই রকাত নমাজ পড়িতেন, এবং উহা মস্‌জেদে পড়িতেন না। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল,তাহাতে তিনি বলেন,"প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ এইরূপ আচরণ করিতেন।"—আবুদা।

[তরমোজি কর্ত্তৃক এরূপ বিবৃত যে, তিনি (এব্‌ন ওমর) বলিয়াছেন, "প্রেরিতপুরুষকে দেখিয়াছি, শুক্রবাসরীয় নমাজের পর দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছেন, তদনন্তর ইহার পর চারি রকাত নমাজ পড়িয়াছেন।"]

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশাকালীয় নমাজ *।

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—এসার নমাজের অন্তে ফজরের নমাজ পর্য্যন্ত যে সময় তন্মধ্যে হজরত এগার রকাত নমাজ পড়িতেন, প্রত্যেক দুই রকাতে সেলাম করিতেন, এক রকাতে এতর (আযুগ্ম নমাজ) পড়িতেন, পরে সেই এতরে এই পরিমাণ সেজ্দা করিতেন যে, তিনি স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিবার পূর্ব্বে তোমাদের একজন পঞ্চাশটী আয়ত পড়িয়া উঠেন। পরে যখন ফজরের নমাজের আজান দান হইতে আজান দাতা নিবৃত্ত হইত, এবং তাঁহার (হজরতের) জন্য ফজর (নিশান্ত কাল) ব্যক্ত হইত, † তখন তিনি দণ্ডায়মান হইতেন, এবং সঙ্ক্ষেপে দুই রকাত নমাজ পড়িতেন, তৎপর দক্ষিণ পার্শ্বে সে পর্য্যন্ত শয়ন করিতেন যে পর্য্যন্ত আজানদাতা নমাজপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার নিকটে আসিতেন, তখন তিনি বহির্গত হইতেন।—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন ফজরের দুই রকাত পড়িয়া উঠিতেন তখন আমি জাগরিত থাকিলে আমার সঙ্গে কথা কহিতেন, নতুবা শয়ন করিতেন।—মো।

* হজরতের নিশাকালীন নমাজসোন্নতসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন হদিসে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব ব্যক্ত। প্রতি রজনীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে একবিধ প্রণালীতে যে তিনি নমাজ পড়িতেন তাহা বলা যায় না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যেরূপ উপযুক্ত বোধ করিয়াছেন সেইরূপ পড়িয়াছেন। হজরত সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশ বা একাদশ, কিংবা সপ্ত, অথবা পঞ্চ রকাত নমাজ পড়িয়াছেন। ত্রয়োদশের অধিক হইত না। কখন তিন রকাতে হইয়াছে, কখন পাঁচ বা সাত রকাতে হইয়াছে, কখন সমুদায় নিশাকালীন নমাজ এতরের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

† হজরত আজানের ধ্বনির উপর নির্ভর করিতেন না। ভ্রমবশতঃ আজানদাতা সময়ে আজান দান না করিতে পারে, তিনি লক্ষণ দেখিয়া নিশান্তকাল বুঝিয়া নমাজে দণ্ডায়মান হইতেন।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ ফজরের দুই রকাত নমাজ পড়িয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতেন *। উভয়।

আয়শার উক্তি ;—হজরত যে নিশা কালে তের রকাত নমাজ পড়িতেন তন্মধ্যে এতের থাকিত, এবং দুই রকাত ফজর সম্বন্ধীয় †।—মো।

মস্‌রুকের উক্তি ‡ ;—আমি আয়শাকে হজরতের নিশাকালীন নমাজের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলেন, "ফজরের দুই রকাত ব্যতীত তিনি সাত নয় কিংবা এগার রকাত নমাজ পড়িতেন।"—বো।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ রজনীতে নমাজ পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সংক্ষিপ্ত দুই রকাত যোগে স্বীয় নমাজ আরম্ভ করিতেন §।—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "যখন তোমাদের মধ্যে কেহ নিশাকালে দণ্ডায়মান হইবে তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত দুই রকাতযোগে নমাজ আরম্ভ করে।"—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—আমি আমার মাতৃস্বসা ময়মুনার নিকটে একরাত্রি যাপন করিয়াছিলাম, এবং প্রেরিতপুরুষও তাঁহার নিকটে ছিলেন। তখন হজরত স্বীয় ভার্য্যার (ময়মুনার) সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ প্রসঙ্গ করেন, তদনন্তর নিদ্রিত হন। যখন রজনীর শেষার্দ্ধ ভাগের এক তৃতীয়াংশ কিংবা অন্য কোন অংশ হইল তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া "এন্না ফি খলকেস্‌সমাতে" এই আয়ত পড়িলেন ও সুরা পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিলেন, তদনন্তর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া জলপূর্ণ মশকের নিকটে গেলেন, এবং তাহার মুখের আবরণ উন্মুক্ত করিলেন, তৎপর একটি বৃহৎ পাত্রে জল ঢালিলেন, তাহার পরে উত্তমরূপে অজু করিলেন। সেই অজুর

---

* দক্ষিণ পার্শ্বে হজরতের শয়ন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, হৃৎকোষ বক্ষের কিঞ্চিৎ বামপার্শ্বে স্থাপিত, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে পর উহা দক্ষিণ দিকে ঝুঁকিয়া লম্বমান অবস্থায় থাকে, তাহাতে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়। বামপার্শ্বে শয়নে হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তাহাতে বিশেষ আরাম বোধ হয়, তজ্জন্য গভীর নিদ্রা হইয়া থাকে। সত্বর গাত্রোত্থানের উদ্দেশ্যে হজরত দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতেন। তিনি সমুদায় কার্য্যেই শরীরের দক্ষিণ দিকের অঙ্গকে প্রথমতঃ প্রয়োগ করিতেন।

† অর্থাৎ তের রকাত নমাজের মধ্যে এক বা তিন এতর; দুই রকাত ফজরের নমাজের মধ্যে গণ্য. এগার রকাত সোন্নত।

‡ ইনি এক জন হজরতের প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন। মস্‌রুক শব্দের অর্থ চৌর্য্যীকৃত। বাল্যকালে ইহাঁকে কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য ইনি মস্‌রুকনামে অভিহিত হইয়াছেন।

§ হজরত সংক্ষিপ্ত দুই রকাতযোগে নমাজ আরম্ভ করিতেন। উহা সেই দুই রকাত যাহা অজু করার পর সম্পাদন করিতেন।

মধ্যে জল অধিক ব্যয় করিলেন না, অথচ তাঁহার আবশ্যকীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জলসিক্ত হইল। পরে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়িলেন, তখন আমিও দাঁড়াইলাম ও অজু করিলাম, অবশেষে তাঁহার বাম পার্শ্বে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলাম। তখন তিনি আমার দুই কাণ ধরিয়া আমাকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ঘুরাইয়া আনিলেন। পরে তাঁহার নমাজ তের রকাতে সমাপ্ত হইল। পরিশেষে তিনি নিদ্রিত হইলেন, এত দূর নিদ্রা হইল যে, নাসিকাধ্বনি হইতে ছিল। বস্তুতঃ হজরত যখন নিদ্রাগত হইতেন তখন নাসিকাধ্বনি হইত। অনন্তর বেলাল তাঁহাকে নমাজের জন্য সংবাদ দান করিলেন, তখন তিনি নমাজ পড়িলেন, অজু করিলেন না, এবং স্বীয় প্রার্থনাতে এরূপ বলিতেছিলেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি আমার অন্তরে জ্যোতি বিধান কর, এবং আমার নেত্রে জ্যোতি, আমার কর্ণে জ্যোতি, এবং আমার দক্ষিণে ও আমার বামে জ্যোতি ও আমার ঊর্দ্ধে জ্যোতি এবং আমার সম্মুখে জ্যোতি ও পশ্চাতে জ্যোতি বিধান কর, এবং আমার জন্য জ্যোতির সঞ্চার কর।" হদিসবক্তাদিগের কেহ কেহ অতিরিক্ত এইরূপ বলিয়াছেন, "এবং আমার রসনায় জ্যোতি, অপিচ আমার বসায় ও আমার মাংসে, আমার রক্তে, আমার কেশে, আমার মুখমণ্ডলে জ্যোতি বিধান কর।"—উভয়।

[বোখারী ও মোস্‌লেম উভয়ের বিবৃতিতে অতিরিক্ত ইহাও ব্যক্ত ;—"আমার নিঃশ্বাসে জ্যোতিঃ বিধান কর ও আমার জন্য জ্যোতিকে মহীয়ান্ কর।" মোস্‌লেমের অপর বিবৃতিতে—"হে পরমেশ্বর, আমাকে জ্যোতি দান কর।"]

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—তিনি হজরতের নিকটে শয়ন করিয়াছিলেন। পরে তিনি (হজরত) জাগরিত হইয়া দাঁতন ও অজু করেন, এবং তিনি বলেন, "এন্না ফি খল্‌কেস্ সমাতেল্ আরজে" ইত্যাদি সুরা সমাপ্ত পর্য্যন্ত। তদনন্তর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া দুই রকাত নমাজ পড়িলেন। তিনি উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হওয়ায় এবং রকু ও সেজ্‌দায় অধিকক্ষণ কাটাইলেন, তৎপর নিবৃত্ত হইলেন, পরে নিদ্রিত হইলেন, এত দূরে যে, নাসিকাধ্বনি হইল, তদনন্তর তিন বার সেইরূপ ছয় রকাত পড়িলেন। তিনি ইহার প্রত্যেকের মধ্যে দাঁতন ও অজু করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল আয়ত পড়িয়াছিলেন, তৎপর এতর করিয়াছিলেন।—মো।

খালেদ জোহনীর পুত্র জয়দের উক্তি * ;—সত্যই আমি অদ্য রজনীতে হজরতের নমাজের প্রতি অনুধাবন করিয়াছিলাম। প্রথমে তিনি সঙ্ক্ষিপ্ত দুই রকাত নমাজ-পড়িয়াছিলেন, তদনন্তর দুই রকাত দীর্ঘ অর্থাৎ অতিশয় দীর্ঘ নমাজ পড়েন, তৎপর দুই রকাত পড়েন। প্রকৃতপক্ষে উহা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে দুই রকাত ছিল তাহা হইতে ভিন্ন।

---

* ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন। ইনি আয়শা এবং আবু তল্‌হা প্রভৃতি হইতে অবগত হইয়া হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন। হিজরি ৭৮ সনে কুফা নগরে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

তদনন্তর তিনি দুই রকাত পড়েন, উহাও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যে দুই রকাত ছিল তাহা হইতে স্বতন্ত্র। তদনন্তর দুই রকাত নমাজ পড়েন, ইহাও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যে দুই রকাত ছিল তাহা হইতে স্বতন্ত্র। তৎপর এতর (অযুগ্ম নমাজ) পড়েন। পরে উহাতে তের রকাত হইল।—মো।

[তাঁহার উক্তি এই যে, তদনন্তর তিনি দুই রকাত পড়িয়াছিলেন, সেই দুই রকাত তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যে দুই রকাত ছিল তাহা হইতে স্বতন্ত্র। চারি বার সহিহমোস্‌লেমেতে এই উক্তি। ইহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হদিস হইতে গৃহীত ও মালেকের মুতা এবং আবু দাউদের সনন ও জামে অসুল হইতে গৃহীত *।]

আয়শার উক্তি ;—যখন প্রেরিতপুরুষ বয়োবৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলেন তখন হইতে তাঁহার অধিকাংশ (নিশাকালীন) নমাজ তিনি উপবিষ্টভাবে সম্পাদন করিয়াছেন।—উভয়।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমি সেই সকলের (সুরার) সাদৃশ্য যাহা প্রেরিতপুরুষ উহাদিগের মধ্যে পাঠ করিতেন জানিয়াছি। বিশটী সুরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে মস্‌উদের পুত্রের রচিত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, দুই দুই সুরায় এক এক রকাত হইয়াছে। তাহাদের শেষে "হম্মদোখানা, অম্‌ ইয়তসাম্নো" এই দুই সুরা ছিল।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হোজয়ফার উক্তি ;—তিনি হজরতকে নিশাকালে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন, এবং তিনি (হজরত) "আল্লাহো আক্‌বর" তিন বার বলিতেন, অপিচ বলিতেন "জোল্‌ মল্‌কুতে ও অল্‌জব্‌রুতে ও কেব্‌রিয়া ও অল্‌এজ্‌মত," † তৎপর ফাতেহার প্রার্থনা, পরে বকর সুরা পড়িয়া, রকু করিতেন। পরিশেষে তাঁহার রকু তাঁহার দণ্ডায়মান থাকার তুল্য (সময়ব্যাপী) হইত। তখন স্বীয় রকুতে তিনি বলিতেন, "সব্‌হানো রব্বোল্‌ অজিম" ‡ তদনন্তর রকু হইতে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিতেন, পরন্তু তাহার "কেয়াম" (দণ্ডায়মান হওয়া) তিন রকুর তুল্য হইত। পরে লেরব্বিল্‌ হম্‌দো § বলিতেন, তৎপর সেজদা করিতেন। অনন্তর তাঁহার সেজদা সকল তাঁহার

---

* প্রথমতঃ দুই রকাত করিয়া চারি বার আট রকাত নমাজ হয়। প্রথম দুই রকাতের যোগ করিলে দশ রকাত। সহিহ মোস্‌লেমে এরূপ বিবৃত। হাসিদী গ্রন্থ হইতে মোসলেমের হদিস গৃহীত। ইহাতে বোখারী ও মোসলেম উভয়ের হদিস বিবৃত। মুতা প্রভৃতি গ্রন্থেও এই প্রকার।

† অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি মহা রাজ্যেশ্বর, মহাক্রান্ত ও গৌরবান্বিত এবং মহিমান্বিত।

‡ অর্থাৎ আমার মহা প্রতিপালক পবিত্র!

§ অর্থাৎ আমার প্রতিপালকেরই অম্যক্‌ প্রশংসা।

দণ্ডায়মান হওয়ার সদৃশ হইত, এবং বলিতেন, "রব্বি অফগরলি" * দুই বার। পরে তিনি ছয় রকাত সমাজ পড়িতেন। সেই সকলে বকরা ও আলোএম্‌রাণ এবং নেসা ও মায়দা অথবা এনাম সুরা পড়িতেন। ৪র্থ রকুতে মায়দা কি এনাম সুরা পড়া হইত। এ বিষয়ে হদিস আখ্যায়কের সন্দেহ আছে।—অবুদা।

ওমরের পুত্র আসের পৌত্র অবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি দশ আয়ত যোগে নৈশিক নমাজে দণ্ডায়মান হয়,সে আলস্যপরতন্ত্রাদিগের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত হয় না, যে ব্যক্তি শত আয়ত যোগে দণ্ডায়মান হয়, তাহাকে আজ্ঞানুগত লোকদিগের অন্তর্গত বলিয়া লেখা হইয়া থাকে, এবং যে জন সহস্র আয়ত যোগে দণ্ডায়মান হয়, সে বহু ধনসঞ্চয়কারীর অন্তর্গত বলিয়া লিখিত হয়।—আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত রজনীতে উচ্চধ্বনিতে ও নিম্নস্বরে নমাজ পড়িতেন †।—আবুদা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—হজরত এই পরিমাণ উচ্চারণে পড়িতেন যে, যে ব্যক্তি গৃহপ্রাঙ্গণে থাকিত সে শুনিতে পাইত, এদিকে তিনি গৃহে থাকিতেন।—আবুদা।

আবু কেতাদার উক্তি;—কোন এক রজনীতে হজরত বাহির হইয়াছিলেন, পরে হঠাৎ আবুবেকরের নিকটে উপস্থিত হন, তিনি স্বীয় নিম্নস্বরে নমাজ পড়িতেছিলেন, এবং ওমরের নিকটে উপনীত হন, তিনি স্বীয় উচ্চৈঃস্বরে নমাজ পড়িতেছিলেন। পরে যখন উভয়ে হজরতের নিকটে সমবেত হইলেন, তখন তিনি আবুবেকরকে বলিলেন, "আবুবেকর, আমি তোমার নিকটে গিয়াছিলাম, তুমি তোমার নিম্নস্বরে নমাজ পড়িতেছিলে।" তিনি বলিলেন, "হে প্রেরিতপুরুষ, আমি তাঁহাকে শুনাইতেছিলাম যাঁহার সঙ্গে গোপনে কথা কহিয়া থাকি।" এবং তিনি (হজরত) ওমরকে বলিলেন, "আমি তোমার নিকটে গিয়াছিলাম, তুমি স্বীয় উচ্চধ্বনিতে নমাজ পড়িতেছিলে। তখন তিনি বলিলেন, "হে প্রেরিতপুরুষ, আমি নিদ্রিত লোকদিগকে জাগরিত করিয়া থাকি, এবং শয়তানকে তাড়াইয়া থাকি।" তখন হজরত বলিলেন, "আবুবেকর, তুমি স্বায় ধ্বনিকে কিঞ্চিৎ উচ্চ করিও।" এবং তিনি ওমরকে বলিলেন, "তুমি আপন স্বর কিঞ্চিৎ নিম্ন করিও।" আবুদা, তর—এইরূপ।

আবুজরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ উষাকাল পর্য্যন্ত এক আয়তযোগে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই আয়ত এই, "এন্ তাজরহোম্ ফএন্নাহোম্ এবাদকা, এন্ তগফর লেহোম্ ফএন্নকা আন্তা অজিজোল্ হকিম ‡।"—নেসা, এব্‌নমা।

---

* অর্থাৎ আমার প্রভু আমার সম্বন্ধে মহা ক্ষমাশীল।

† অর্থাৎ যখন লোক নিকটে থাকিত তখন হজরত তাঁহাদের শ্রুতিগোচর দুই বার উদ্দেশ্যে উচ্চ ধ্বনি আয়ত পড়িতেন, নতুবা নিম্ন স্বরে পড়িতেন।

‡ স্বীয় মণ্ডলী সম্বন্ধে ঈশার এই বচন, ইহার অর্থ এই, যদি তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দেও

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ ফজরের দুই রকাত নমাজ পড়িয়া উঠে, তখন যেন সে স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করে।—তর, আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

মস্‌রুকের উক্তি ;—আমি আয়শা দেবীকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, হজরতের নিকটে কোন্ কার্য্য অধিকতর প্রিয় ছিল? তিনি বলেন, "কার্য্যে নিত্য লিপ্তি।" আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি রজনীর কোন্ সময় গাত্রোত্থান করিতেন? বলিলেন, "তিনি নিশান্ত বিহঙ্গধ্বনি যখন শুনিতেন তখন উঠিতেন *।"—উভয়।

আনসের উক্তি ;—এমত হয় নাই যে আমরা রাত্রিকালে হজরতকে নমাজ পড়িতে দেখিতে চাহিয়াছি, আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই, এবং এমত হয় নাই যে, তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিতে চাহিয়াছি, এবং তাঁহাকে দেখি নাই †।—নেসা।

অওফের পৌত্র অবদোর্ রহমাণের পুত্র হোসিদের উক্তি ‡ ;—হজরতের সহচরদিগের এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "আমি প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে দেশ পর্য্যটনে ছিলাম, তখন বলিয়াছিলাম (সঙ্কল্প করিয়াছিলাম) যে হজরতের নমাজের প্রতি লক্ষ্য করিব, এতদূর পর্য্যন্ত যে,তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিব। পরে যখন তিনি এশার নমাজ পড়িলেন ইহা আতমা নামে পরিচিত, তখন তিনি রজনীর বহুক্ষণ শয়ন করিয়া রহিলেন, তদনন্তর জাগরিত হইলেন, তখন গগন প্রান্তে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া বলিলেন, "রব্বনা মা খলক্‌ত।—হাজা বাতেলন্ "হইতে এরকা লা তখলফাল্" মেয়াদা, পর্য্যন্ত কোরাণের অধ্যায় পড়িলেন। তৎপর প্রেরিতপুরুষ আপনার শয্যার দিকে মনোযোগী হইলেন, এবং তাহা হইতে দাঁতন বাহির করিলেন। তদনন্তর তিনি আপনার নিকটস্থ বৃহৎ জলপাত্র বিশেষ হইতে ক্ষুদ্র পাত্র বিশেষে জল ঢালিলেন, তখন দাঁতন করিলেন, তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া এতদূর পর্য্যন্ত নমাজ পড়িলেন যে, আমি বলিলাম বাস্তবিক তিনি নিদ্রার অনুরূপ নমাজ পড়িয়াছেন। তদনন্তর তিনি এত দূর পর্য্যন্ত শয়ন করিলেন, যে, আমি বলিলাম, বাস্তবিক তিনি নমাজের অনুরূপ ঘুমাইয়াছেন। তৎপর তিনি জাগরিত হইলেন, প্রথমবারে যেরূপ করিয়াছিলেন তখন সেরূপ করিলেন, এবং যেরূপ

তাহা হইলে ইহারা নিশ্চয় তোমারই দাস থাকিবে এবং যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তাহা হইলে এবিষয়ে তুমি পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।

* নিশীথ সময়ে কোন কোন পক্ষী ধ্বনি করিয়া থাকে। তাঁহাদিকে পারস্য ভাষায় মোরগে সহর বল (নিশান্ত বিহঙ্গ) বলে।

† অর্থাৎ হজরত নিদ্রিত হইতেন এবং নমাজ ও পড়িতেন সমুদায় রাত্রি নিদ্রাযাপন করিতেন না, এবং সমুদায় রাত্রি জাগরিত থাকিয়া নমাজও পড়িতেন।

‡ ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন।

বলিয়াছিলেন সেইরূপ বলিলেন। হজরত ফজরের পূর্ব্বে তিন বার সেই কার্য্য করিলেন।"—নেসা।

মমলকের পুত্র ইয়লার উক্তি * ;—তিনি প্রেরিতপুরুষের সহধর্ম্মিণী ওম্ম-সোলেমাকে প্রেরিতপুরুষের পাঠের ও তাঁহার নমাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন, "ওহে তাঁহার নমাজে তোমাদের কি প্রয়োজন? তিনি নমাজ পড়িতেন, তৎপর যে পরিমাণ নমাজ পড়িয়াছেন তদনুরূপ শয়ন করিতেন, তদনন্তর যে পরিমাণ ঘুমাইতেন সেই পরিমাণ নমাজ পড়িতেন। তাহার পর যে পরিমাণ নমাজ পড়িতেন সেই পরিমাণ নিশান্ত পর্য্যন্ত নিদ্রিত হইতেন।" তদনন্তর তিনি তাঁহার পাঠের বর্ণনা করিলেন। অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার পাঠের বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।—আবুদা, তর, নেসা।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নৈশিক নমাজে পাঠ্য বিষয়।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ কোন রজনীতে যখন তহজ্জোদের নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইতেন † তখন বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, তোমারই সম্যক্ প্রশংসা, তুমি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এবং উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা স্থাপন করিয়াছ ; এবং তোমারই সম্যক্ প্রশংসা, তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহাদের জ্যোতি সম্পাদন করিয়াছ ; এবং তোমারই সম্যক্ প্রশংসা, তুমি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এবং উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সেই সমুদায়ের অধিপতি ; এবং তোমারই সম্যক্ প্রশংসা, তুমি সত্য ও তোমার অঙ্গীকার সত্য, এবং তোমার সাক্ষাৎকার সত্য ও তোমার কথা সত্য, এবং স্বর্গ সত্য ও নরক সত্য এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সত্য ও মোহম্মদ সত্য এবং কেয়ামত সত্য। হে ঈশ্বর, আমি তোমার অনুগত হইতেছি, এবং তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি ও তোমার উপর নির্ভর করিতেছি, এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছি, তোমার যোগেই আমি সংগ্রাম করিতেছি, তোমার নিকটেই আমি অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি। অতএব আমার পূর্ব্বকৃত পাপ ও পরে যাহা করিব এবং যাহা গোপনে ও প্রকাশ্যে করিয়াছি, যে সকল তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জান, তুমি সেই

---

* ইনি তৃতীয় পুরুষের অন্তর্গত অনুগামী ছিলেন।

† অর্দ্ধনিশান্তে নিদ্রোত্থিত হইয়া ছয় রকাত নমাজ বা এতদ্‌ যোগে এগার কিংবা তদপেক্ষা অধিক যে নমাজ পড়া হয় তাহাকে নমাজ তহজ্জোদ বলে।

সমুদায় আমার সম্বন্ধে ক্ষমা কর। তুমিই প্রথম তুমিই শেষ, তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং তুমি ভিন্ন উপাস্য নাই *।"—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন রজনীতে দণ্ডায়মান হইতেন তখন স্বীয় নমাজ আরম্ভ করিয়া বলিতেন, "হে ঈশ্বর, জেব্রিল, মেকায়িল ও এস্রাফিলের প্রতিপালক, স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, অন্তর্বাহ্য জ্ঞাতা, তুমি স্বীয় দাসবর্গের মধ্যে তাহারা যে বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করে তাহার বিচারনিষ্পত্তিকারী, যে জন্য সত্যের বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছে স্বীয় আদেশে তুমি সে বিষয়ে আমাকে পথ প্রদর্শন কর। নিশ্চয় তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর সরলপথের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে।"—মো।

সামেতর পুত্র এবাদার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রাত্রিতে জাগরিত হইয়া বলে, 'ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি একমাত্র, তাঁহার অংশী নাই, তাঁহারই সম্যক্ রাজত্ব ও তাঁহারই সম্যক্ প্রশংসা, এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান্।" "পবিত্র পরমেশ্বর, এবং সম্যক্ প্রশংসা ঈশ্বরেরই, ও ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর ব্যতীত শক্তি সামর্থ্য নাই।" তৎপর বলে, কিংবা প্রার্থনা করে, "প্রভো, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" তাহার উহা গৃহীত হয়। পরে যদি অজু করে, এবং নমাজ পড়ে তাহার নমাজ গৃহীত হয়।—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ রজনীতে যখন জাগরিত হইতেন তখন বলিতেন, "তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই, পবিত্রতার সহিত তোমাকে হে ঈশ্বর, স্মরণ করিতেছি ও তোমাকে প্রশংসা করিতেছি, এবং তোমার নিকটে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও তোমার নিকটে তোমার দয়া প্রার্থনা করিতেছি। হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে জ্ঞানে সমুন্নত কর। যখন তুমি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছ তখন আমার অন্তঃকরণকে এস্‌লাম ধর্ম্ম হইতে বিমুখ করিও না, তোমার নিকট হইতে আমাকে দয়া বিতরণ কর, নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।"—আবুদা।

জবলের পুত্র মোএজের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এমন কোন মোসলমান নাই যে, পবিত্র ঈশ্বর স্মরণে নিদ্রাগত হইয়া রজনীর এক ভাগে জাগরিত হয়, ঈশ্বরের নিকটে কল্যাণ প্রার্থনা করে, ঈশ্বর তাহাকে তাহা প্রদান করেন না।"—আবুদা।

শরিকোল্ হওজনির উক্তি †;—আমি আয়শার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, প্রেরিতপুরুষ যখন রাত্রিতে জাগরিত হইতেন, তখন তিনি

---

* মূল বচন এখানে আর উদ্ধৃত করা গেল না।

† ইনি একজন হজরতের অনুগামী ছিলেন।

কোন্ কথা বলিয়া নমাজ আরম্ভ করিতেন। তাহাতে তিনি বলেন, "তুমি যে বিষয়ে' আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে এ বিষয়ে তোমার পূর্ব্বে অন্য কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। তিনি যখন রজনীর এক ভাগে জাগরিত হইতেন তখন 'আল্লাহো আক্‌বর' দশ বার বলিতেন, এবং 'অল্ হমদো লেল্লাহে' দশ বার বলিতেন ও 'সবহান আল্লাহো বে হম্ দেহি' দশ বার বলিতেন,এবং 'সবহানোল্ মোল্‌কোল কদ্দুস' দশ বার বলিতেন, ঈশ্বরের নিকটে দশ বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, এবং 'লা এলাহে এল্লেল্লাহ' দশ বার বলিতেন। তৎপর দশ বার বলিতেন, 'হে ঈশ্বর, নিশ্চয় আমি সাংসারিক সঙ্কট হইতে, কেয়ামতের সঙ্কট হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।' তৎপর নমাজ আরম্ভ করিতেন।"—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু সয়িদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন রজনীতে নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন তখন "আল্লাহো আক্‌বর," বলিতেন, তৎপর বলিতেন "সবহানকা আল্লাহোম্মা ও বেহম্‌দেকা ও তবারকা এস্‌মকা ও তালা জেদকা ও লা এলাহ গয়রকা।" তৎপর বলিতেন,"আল্লাহো আক্‌বর কবিরন্" তদনন্তর বলিতেন, "অউজো বেল্লাহে অস্‌সমিয়ো অল্ আলিমো মেনস্ শয়তানের্ রজিমে মন্ হম্‌জেহি ও মফখেহি ও নফসেহি * "।—তর, আবুদা, নেসা।

[আবু দাউদ, "তুমি ব্যতীত" তাঁহার এই উক্তির পরে এই কথা অতিরিক্ত যোগ করিয়াছেন ;—তদনন্তব তিন বার বলিতেন, "ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই।" অপিচ সেই হদিসের শেষভাগে, "তৎপর পাঠ করিতেন।"]

কাবোল্ আস্‌লমীর পুত্র রবিয়ার উক্তি † ; আমি হজরতের কুটীরের নিকটে রজনী যাপন করিতাম, তিনি রজনীতে যখন নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন তখন আমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিতাম, তিনি "সবহান রব্বোল্ আলমিন" এই বচন অনেক ক্ষণ উচ্চারণ করিতেন, তৎপর "সবহান আল্লাহো ও বেহম্‌দেহি" অনেক ক্ষণ বলিতেন।—মেসা।

[তরমোজির উক্তি ;—এতদনুরূপ এবং তিনি এই সদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

---

* আরব্য বচন সকলের বাঙ্গালা অর্থ এই, "হে পরমেশ্বর, পবিত্রতার সহিত, প্রশংসার সহিত তোমাকে স্মরণ করি, তোমার নাম মহান্, তোমার মহত্ত্ব সমুন্নত। "তুমি ভিন্ন উপাস্য নাই।" "তুমি মহত্তোমহীয়ান্। নিষ্কাশিত শয়তান হইতে, তাহার কুমন্ত্রণা হইতে এবং তাহার প্ররোচনা ও অহঙ্কার হইতে শ্রোতা ও জ্ঞাতা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছে।"

† ইনি এক জন হজরতের প্রকৃত সহচর ছিলেন, পূর্ব্ব হইতে স্বদেশে বিদেশে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি করিয়াছেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশাকালীন নমাজে প্রবৃত্তি দান * ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের এক এক জনের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে যখন সে নিদ্রিত হয় তখন শয়তান তিনটি গ্রন্থি বন্ধন করিয়া থাকে। সে প্রত্যেক গ্রন্থিতে এরূপ ব্যক্ত করে যে, 'তোমার সম্বন্ধে দীর্ঘ নিশা, অতএব শয়ন করিয়া থাক।' পরিশেষে যদি সে জাগরিত হইয়া ঈশ্বরগুণানুবাদ করে তবে একটি গ্রন্থি উন্মচিত হয়, অজু করিলে আর একটি গ্রন্থি উন্মোচিত হয়, অবশেষে নমাজ পড়িলে অপর গ্রন্থির উন্মোচন হইয়া থাকে। অনন্তর সে আনন্দে বিশুদ্ধ অন্তরে রজনী প্রভাত করিয়া থাকে। অন্যথা সে অবসন্ন ও অবিশুদ্ধ চিত্তে প্রভাতে জাগরিত হয় †।"—উভয়।

মগয়রার উক্তি ‡ ;—প্রেরিতপুরুষ যে পর্য্যন্ত না তাঁহার চরণদ্বয় স্ফীত হইত সে পর্য্যন্ত তিনি নমাজে দণ্ডায়মান থাকিতেন। পরে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, "আপনি কেন এরূপ করিয়া থাকেন, আপনার পাপ যাহা আগে নাকর্ত্তৃক পূর্ব্বে ও পরে কৃত হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহা আপনার সম্বন্ধে ক্ষমা হইয়াছে।" তিনি বলিলেন, "হে অমুক, আমি কি কৃতজ্ঞ দাস হইয়া থাকিব না ?"—উভয়।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—হজরতের নিকটে এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ হইয়াছিল, পরে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, "নিশান্ত পর্য্যন্ত সে নিদ্রিত রহিয়াছে, নমাজে দণ্ডায়মান হয়

---

* নিশাকলীন নমাজের উপকারিতা ও তাহা হইতে বিরত থাকার অপকারিতা বর্ণন করিয়া উক্ত নমাজের জন্য উত্তেজিত করা এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। নিশাকালীন নমাজের প্রচুর উপকারিতা। প্রধানতঃ সেই সময়ে সাধকদিগের উপর ঈশ্বরের বিশেষ করুণার অবতরণ হয়, তাঁহারা তাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি, প্রার্থনার পূর্ণতা ও পাপক্ষমার অধিকারী হইয়া থাকে। নিশাকালীন নমাজে পরমেশ্বর এই সকল কল্যাণবিধান করিবেন হজরতের সম্বন্ধে এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে বিধি হইয়াছে তাঁহার অনুগামিবর্গের সম্বন্ধেও সেই বিধি। কোন কোন সাধুপুরুষ বলিয়াছেন সংসারে যে স্বর্গীয় সুখের আস্বাদ, শান্তি ও আরাম হয় তাহা নিশান্তভাগে বিনম্র স্তবস্তুতিতে লাভ হইয়া থাকে।

† জাদুকরেরা যেমন জাদু করিবার সময় তিনটি গ্রন্থি বন্ধন করে। তদ্রূপ শয়তানও রাত্রিকালে নিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া পুণ্য কর্ম্ম উপাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য লোকের মস্তকে গ্রন্থি বন্ধন করে।

‡ ইনি শোরবার পুত্র ও হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর।

নাই।" তিনি বলিলেন, "এ সেই ব্যক্তি যে শয়তান তাহার কর্ণে প্রস্রাব করিয়াছে।" অথবা বলিয়াছিলেন, "তাহার কর্ণদ্বয়ে প্রস্রাব করিয়াছে *।"—উভয়।

ওম্ম সোলেমার উক্তি ;—হজরত এক রজনীতে ব্যস্ততার সহিত নিদ্রোত্থিত হইয়া বলিতেছিলেন, "সবাহনাল্লা, (পবিত্রতা ঈশ্বরের,) আজ রাত্রিতে সম্পদ্‌ভাণ্ডারের কি সকল বস্তু অবতারিত এবং বিপদ্ (শাস্তি) সম্বন্ধীয় কি সকল বস্তু অবতারিত! কে আছে যে অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে জাগরিত করে?" উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার সহ ধর্ম্মিণীগণ তাহা হইলে নমাজ পড়িতে থাকিবে। অনেক নারী আছেন যে, সংসারে বস্ত্র পুঞ্জদায়িকা, পরলোকে বসনবিবর্জ্জিতা।—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—"প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমাদের প্রভু পরমেশ্বর, প্রত্যেক নিশায় যখন নিশার শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হইয়া বলেন, 'কে আছে যে আমাকে ডাকে, আমি গ্রহণ করিব, কে আছে যে আমার নিকটে প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে দান করিব, কে আছে যে আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিব †।"—উভয়।"

[মোস্‌লেমের উক্তিতে অতিরিক্ত এই ; তৎপর তিনি উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া বলেন, "কে আছে যে, দারিদ্র্যবিহীন ও অনত্যাচারীকে প্রভাতের উদয় পর্য্যন্ত ঋণ দান করে ‡।"]

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, "নিশাকালে নিশ্চয় এমন মুহূর্ত্ত আছে যে, তাহাতে মোসলমান পুরুষের এমন ঘটে নাই যে, সে ঈশ্বরের নিকটে ঐহিক পারত্রিক শুভ কার্য্যের প্রার্থনা করিয়াছে উহা তাহাকে প্রদান করা হয় নাই. এবং ইহা প্রত্যেক রাত্রিতে হয়।"—মো।"

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন ;—ঈশ্বরের নিকটে প্রেরিত পুরুষ দাউদের নমাজ সমধিক প্রিয় এবং ঈশ্বরের নিকটে দাউদের উপবাসব্রত (রোজা) সমধিক প্রিয়। দাউদ অর্দ্ধ নিশা নিদ্রায় যাপন করিতেন, (অপরার্দ্ধের) তৃতীয়াংশ উপাসনায় ও ষষ্ঠাংশ নিদ্রায় থাকিতেন; এবং তিনি এক দিন উপবাসব্রত পালন ও এক দিন পারণা করিতেন।"—উভয়।"

---

* শয়তান কর্ণে প্রস্রাব করে ইহা উপমাসূচক বাক্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আলস্যবশতঃ তাহার কর্ণ যেন বধির হইয়া যায় সে যেন আজান ধ্বনি শুনিতে পায় না।

† অনন্ত পরমেশ্বরের অবতরণ ও উত্থান নাই, তিনি নিশান্তভাবে পৃথিবীর আকাশে অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটে অবতরণ করেন, উহা রূপক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার কৃপার অবতরণ হয়। নিরাকার ঈশ্বরসম্বন্ধে অনেক প্রকার রূপক কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা এই হদিসের শেষভাগেই তিনি উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া বলেন। বিশ্বাসী কথার অনুসরণ করেন না, ভাবগ্রহণ করিয়া থাকেন।

‡ এহলে দারিদ্র্যবিহীন অনত্যাচারী পরমেশ্বর।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ প্রথম নিশা নিদ্রায় যাপন করিতেন, এবং উহার শেষভাগে জাগরিত থাকিতেন, তদনন্তর পরিবারসম্বন্ধে তাঁহার প্রয়োজন হইলে স্বীয় প্রয়োজন সাধন করিতেন, তৎপর শয়ান হইতেন। পরন্তু যদি প্রথম আজানধ্বনির প্রাক্‌কালে অশুচি হইতেন তাহা হইলে সমুত্থিত হইয়া স্বীয় অঙ্গে জলসেক করিতেন, এবং অশুচি না হইলে নমাজের জন্য অজু করিতেন, তৎপর দুই রকাত নমাজ পড়িতেন।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু ওমামার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশাকালে নমাজের জন্য গাত্রোত্থান করা তোমাদের কর্ত্তব্য। যেহেতু উহা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুদিগের আচরণীয় ও উহা তোমাদের সম্বন্ধে তোমাদের প্রভুর সান্নিধ্যের এবং দুষ্ক্রিয়া সকলের প্রায়শ্চিত্তের কারণ ও উহা পাপের প্রতিরোধক।"—তর।

আবু সয়িদোল্ খোদরীর উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর সহাস্য হন ;—পুরুষ নিশাকালে নমাজ পড়িতে যখন দণ্ডায়মান হয় ও মণ্ডলী যখন নমাজের জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহাতে সমুৎসুক হইয়া থাকে, এবং মণ্ডলী যখন শত্রুর সহিত সংগ্রামে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহাতে সমুদ্যত হয়।"—শরাহসোন্নত।

অবসার পুত্র ওমরের উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন ;—"প্রতিপালক পরমেশ্বর শেষ রজনীর মধ্যে কিঙ্করের সমধিক নিকটবর্ত্তী হন, অবশেষে যাহারা সেই সময়ে ঈশ্বরগুণানুবাদ করে যদি তুমি সুক্ষম হও তাহাদের অন্তর্গত হইও।"—তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস হসন সহিহ, গরিব আস্‌নাদ্।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর সেই পুরুষের প্রতি অনুগ্রহ করেন, যে নিশাকালে গাত্রোত্থান করিয়া নমাজ পড়ে, এবং আপন পত্নীকে জাগরিত করে, পরে সেও নমাজ পড়ে, পরন্তু সে অবহেলা করিলে তাহার মুখে জলসিঞ্চন করিয়া থাকে। ঈশ্বর সেই নারীকে অনুগ্রহ করেন যে নিশাকালে উঠিয়া নমাজ পড়ে, এবং স্বীয় স্বামীকে জাগরিত করে, পরে সেও নমাজ পড়ে, পরন্তু সে অবহেলা করিলে তাহার মুখে জলসিঞ্চন করিয়া থাকে।"—আবুদা, নেসা।

---

* অবসার পুত্র ওমর ঈশ্বরের অনুগৃহীত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। হজরত প্রেরিতত্ব লাভের প্রারম্ভে যখন মক্কাতে ছিলেন, তখন ওমর স্বীয় জন্মভূমিতে স্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার অন্তরে অকস্মাৎ একত্ববাদের জ্যোতি ও পৌত্তলিকতার প্রতি বিরাগ সমুপস্থিত হয়। পরে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, মক্কা নগরে এমন এক ব্যক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে, যে তিনি এক-মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য লোকদিগকে আহ্বান ও পুত্তলপূজায় নিষেধ করিয়া থাকেন। এতৎ শ্রবণে তিনি মক্কাতে হজরতের নিকটে উপস্থিত হন।

আবু ওমামার উক্তি ;—হজরতকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, "কোন্ প্রার্থনা সমধিক শ্রবণযোগ্য হয় ? তিনি বলেন, "শেষ রজনীর মধ্যভাগে ও নির্দ্দিষ্ট নমাজের অন্তভাগের প্রার্থনা।"—তর।

আবু মালেকোল্ আশরীর উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "সত্যই স্বর্গোদ্যানে প্রাসাদসকল আছে, তাহার ভিতর হইতে তাহাদের বাহির এবং তাহাদের বাহির হইতে তাহাদের ভিতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা কোমল কথা বলে ও অন্নদান করে, এবং উপবাসব্রতের অনুসরণ করিয়া থাকে ও নিশাকালে লোকসকল নিদ্রিত এমন সময় নমাজ পড়ে তাহাদের জন্য পরমেশ্বর সে সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন।"

[শাবোল্ ইমানগ্রন্থে বয়হকি এবং ইহার অনুরূপ তরমোজি বলিয়াছেন। তাঁহার "উক্তিতে "যাহারা বিশুদ্ধ কথা বলে তাহাদের জন্য।"]

তৃতীয় অধ্যায়।

আসের পৌত্র ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ আমাকে বলিয়াছিলেন, "হে অবদোল্লা, তুমি অমুকের সদৃশ হইও না, সে রজনীতে নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইত, পরে নিশায় দণ্ডায়মান হওয়া হইতে নিবৃত্ত থাকিত *।—উভয়।

আবুল্ আসের পুত্র ওস্মানের উক্তি ;—আমি প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "দাউদের জন্য এমন এক সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, তিনি তন্মধ্যে স্বীয় পরিবারবর্গকে জাগাইতেন, এবং বলিতেন, হে দাউদের বংশীয়গণ, তোমরা গাত্রোত্থান করিয়া নমাজ পড়, যেহেতু এই এক সময় যাহাতে পরমেশ্বর ঐন্দ্রজালিক ও করগ্রাহী লোকের প্রার্থনা ব্যতীত অপরের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন †।"—আহ।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "নমাজ মফ্রুজের পর শ্রেষ্ঠ নমাজ নিশীথ কালীন নমাজ।"—আহ।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—এক ব্যক্তি হজরত মোহম্মদের নিকটে আসিয়া বলিয়া-

---

* হজরত মোহম্মদ সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া অবদোল্লাকে এরূপ বলিয়াছিলেন। সেই লোকটি এক এক দিন রাত্রিতে দীর্ঘকাল নমাজের জন্য দণ্ডায়মান থাকিত, পরে ক্লান্ত হইয়া নিশাকালীন নমাজ হইতে বিরত হইত। এই কথা বলিয়া অবদোল্লাকে তিনি সাবধান করিয়াছিলেন, যেন এই প্রকার অনিয়মিত নমাজ পড়া না হয়। অবদোল্লা অধিক রাত্রি নমাজে দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। এরূপ অস্বাভাবিক নমাজ পড়িতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বারণ করেন, পরে তাঁহাকে হজরতের নিকটে লইয়া যান। তখন হজরত এরূপ উপদেশ দান করেন।

† এস্থলে আরব্য "অশ্শার" শব্দের অর্থ করগ্রাহী লিখিত হইয়াছে। অশ্শার শব্দে লভ্যের দশমাংশ গ্রহণকারী বুঝায়। এইরূপ করগ্রাহী দ্বারা অতিশয় অত্যাচার হইত। তজ্জন্য তাহাদের প্রার্থনা গৃহীত হইত না।

ছিল যে, "অমুকে রজনীতে নমাজ পড়ে, পরে প্রাতঃকাল হইলে চুরি করিয়া থাকে।" তখন তিনি বলিলেন, "ইহা সত্য, তুমি ('নমাজ পড়ে') যাহা বলিতেছ, সম্ভবতঃ উহাই তাহাকে তাহা হইতে (চুরি হইতে) প্রতিনিবৃত্ত করিবে।"—আহ্, বয়, শোবোল্ ইমান।

আবু সয়িদ ও আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন;—"যখন রজনীতে এক ব্যক্তি আপন পত্নীকে জাগাইয়া একযোগে দুই রকাত অথবা (সন্দেহসূচক) এক রকাত নমাজ পড়ে তাহাদিগকে নিত্য ঈশ্বরস্মরণকারী ও স্মরণকারিণী বলিয়া লেখা হইয়া থাকে।"—আবুদা, এব্নমা।

এব্ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন; "নিশাজাগরুক ও কোরাণ-বাহক লোক মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ *।"—বয়, (শোবোল্ ইমান)

এব্ন ওমরের উক্তি;—সত্যই তাঁহার পিতা খেত্তাবের পুত্র ওমর ঈশ্বর যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন সেইরূপ রজনীতে নমাজ পড়িতেন, যখন নিশার শেষভাগ উপস্থিত হইত তখন নমাজের জন্য স্বীয় পরিবারবর্গকে জাগাইতেন, তাঁহাদিগকে বলিতেন, "নমাজ উপস্থিত হইয়াছে।" তৎপর এই আয়ত পড়িতেন;—"আমোর্ আহলকা বেস্-সলাতে ও আস্তবর অলয়হা লা নসালোকা রেজ্কন্ নহনো নরজ্কোকা ও অল্ আকবতোল্ লেত্তক্ওয়া †।"—মালে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কার্য্যে সমুদ্যোগ।

প্রথম অধ্যায়।

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ কোন মাসের মধ্যে এত দূর পর্য্যন্ত পারণা (ভোজন) করিতেন, তাহাতে অনুমিত হইতেন যে, তিনি তাহার মধ্যে কিছুই রোজা পালন করেন না, এবং এত দূর উপবাসব্রত পালন করিতেন যে, তিনি অনুমিত হইতেন তাহার মধ্যে কিছুই পারণা করেন না। তুমি তাহার (সেই মাসের) রাত্রিতে নমাজ

---

* অর্থাৎ নমাজ পড়িবার জন্য যাঁহারা নিশা জাগরণ করেন, এবং নিষ্ঠাপূর্ব্বক কোরাণ পাঠ করেন ও তাঁহার বিধি অনুসারে চলেন, তাঁহারাই মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক।

† ইহার অর্থ এই যে, পরিবারকে নমাজ পড়িতে আদেশ কর, এবং নমাজে ধৈর্য্যধারণ করিতে বাধ্য কর, আমি (পরমেশ্বর) তোমার নিকটে জীবিকার প্রার্থনা করি না, আমি তোমাকে উপজীবিকা দান করি, ধর্ম্মভীরু লোকদিগেরই পরিণাম কল্যাণজনক।

পড়ার অবস্থায় দেখিতে না চাহিলে তাঁহাকে দেখিবে বৈ নহে, এবং তুমি নিদ্রিত দেখিতে না চাহিলে তাঁহাকে দেখিবে ভিন্ন নহে * ।—বো।

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বরের নিকটে ক্ষুদ্র হইলেও যাহা স্থায়ী সেই কার্য্য প্রিয়তর।"—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা সেই কার্য্য অন্বেষণ কর যাহা করিতে সমর্থ, যেহেতু যেপর্য্যন্ত তোমরা অবসন্ন না হও সেপর্য্যন্ত ঈশ্বর (পুরস্কারদানে) অবসন্ন হন না।"—উভয়।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যেন দণ্ডায়মান থাকা পর্য্যন্ত নমাজ পড়ে, যখন অবসাদ হইবে তখন যেন বসিয়া তাহা পড়ে।"—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ তন্দ্রাযুক্ত হয় অথচ সে নমাজ পড়িতেছে, এমন অবস্থায় সে যেন যে পর্য্যন্ত তাহা হইতে নিদ্রা অপসারিত না হয় সে পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকে। অপিচ তোমাদের কেহ যখন নমাজ পড়ে ও তন্দ্রাযুক্ত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, তখন সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাইয়া আত্মনিন্দা করে।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ধর্ম্ম সহজ, কোন ব্যক্তি, ধর্ম্ম তাহাকে আক্রমণ না করিলে ধর্ম্মকে কঠিন মনে করে না, অতএব তোমরা সহজ পথে চল ও ঈশ্বরের সান্নিধ্যবর্ত্তী হইতে থাক, এবং সুসংবাদ লাভ কর ও প্রাতঃসন্ধ্যা এবং রজনীর কিয়ৎকাল সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাক †।—বো।

ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিয়মিত সাধনায় অথবা তাহার অন্তর্গত কিছুতে নিদ্রিত হইয়াছে, পরে ফজর ও জহরের নমাজের মধ্যে সে তাহা পাঠ করিয়াছে, তাহার জন্য উহা সে যেন রাত্রিতেই পড়িয়াছে, এরূপ লিখিত (পরিগণিত) হয়।"—মো।

হোসয়নের পুত্র এম্‌রাণের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়, পরে সমর্থ না হইলে বসিয়া নমাজ পড়, অবশেষে যদি অশক্ত হও তবে পার্শ্বশায়ী হইয়া নমাজ পড়।"—বো।

হোসয়নের পুত্র এমরাণের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষকে এক ব্যক্তি বসিয়া নমাজ পড়ার বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাতে তিনি বলেন, "দাঁড়াইয়া নমাজ পড়া

---

* অর্থাৎ হজরত রোজাও করিতেন এবং ভোজনও করিতেন ; রজনীতে নমাজও পড়িতেন, নিদ্রিতও হইতেন।

† ধর্ম্ম আক্রমণ না করিলে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মকে কঠিন মনে করে না। অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দুঃসাধ্য কার্য্য সকলে প্রবৃত্ত হইলেই ধর্ম্ম কঠিন বলিয়া বোধ হয়। অতএব তোমরা যে বিষয়ের সাধনে সমর্থ হইবে না তাহা না করিয়া সহজ সরল ও সঙ্ক্ষীপ্ত পথ আশ্রয় কর। তাহাতে ঈশ্বরের সান্নিধ্যবর্ত্তী হইবে, আনন্দ লাভ করিবে।

সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, যে ব্যক্তি বসিয়া নমাজ পড়িয়াছে, তাহার জন্য দাঁড়াইয়া নমাজ পড়ার অর্দ্ধ ফল, যে ব্যক্তি শয়ন করিয়া নমাজ পড়িয়াছে, তাহার জন্য বসিয়া নমাজ পড়ার অর্দ্ধ ফল।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু ওমামার উক্তি ;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি বিশুদ্ধাবস্থায় শয্যাকে আশ্রয় করে, এবং নিদ্রার উদ্রেক পর্য্যন্ত ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন করিতে থাকে, রজনীর এমন ক্ষণকালও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে না যাহাতে সে ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ প্রার্থনা করে ও তাহা তাহাকে প্রদত্ত হয় না।"

[কেতাবোল্ আজকারেতে এব্ন সোন্নির উক্তি অনুসারে নুবী ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।]

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর দুই ব্যক্তির সম্বন্ধে আশ্চর্য্যান্বিত। এক ব্যক্তি এই যে, স্বীয় শয্যা ও স্বীয় শীতাবরণ (লেহাফ) হইতে—প্রিয়জন ও পরিজনের মধ্য হইতে নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়। তখন ঈশ্বর দেবতাদিগকে বলেন, "তোমরা আমার কিঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সে স্বীয় শয্যা ও স্বীয় শীতাবরণ হইতে—প্রিয়জন ও পরিজনের মধ্য হইতে আমার নিকটে যাহা (যে পুরস্কার) আছে তৎপ্রতি আকাঙ্ক্ষাবশতঃ ও আমার নিকটে যাহা (যে দণ্ড আছে) তাহা হইতে ভয়প্রযুক্ত স্বীয় নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান, এবং এক ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া সহচরগণ সহ পরাস্ত হইয়াছে, পরে সে জানে যে তাহার সম্বন্ধে কি ফল ও (সংগ্রামে) পুনঃ প্রবর্ত্তনে তাহার সম্বন্ধে কি ফল ইহা জানিয়া আপন শোণিতপাত পর্য্যন্ত তাহাতে পুনঃ প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তখন ঈশ্বর দেবতা-দিগকে বলেন, "আমার কিঙ্করের প্রতি দৃষ্টি কর, আমার নিকটে যাহা আছে তৎপ্রতি অনুরাগবশতঃ ও আমার নিকটে যাহা আছে তাহা হইতে ভীতিবশত আপন শোণিত পাত পর্য্যন্ত তাহাতে সে পুনঃ প্রবৃত্ত রহিয়াছে।"—শরাহসোন্নত।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমি এরূপ উক্ত হইয়াছি, হজরত বলিয়াছেন, "পুরুষের বসিয়া নমাজ পড়া অর্দ্ধ নমাজ পড়া।" পরে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বসিয়া নমাজ পড়ার অবস্থায় প্রাপ্ত হই, তখন আমার হস্ত তাঁহার মস্তকোপরি স্থাপন করি। সেই সময় তিনি বলেন "হে ওমরের পুত্র অবদোল্লা, তোমার কি হইয়াছে ?" আমি বলিলাম, প্রেরিতপুরুষ, আমি কথিত

হইয়াছি, আপনি বলিয়াছেন, পুরুষের বসিয়া নমাজ পড়া অর্দ্ধ নমাজ পড়া, অথচ আপনি বসিয়া নমাজ পড়িতেছেন। তিনি বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু আমি তোমাদের অন্তর্গত কাহারও সদৃশ নহি *।"—মো

অবুজ্জাদের পুত্র সালেমের উক্তি †;—গোজায়া বংশীয় এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "নমাজ পড়িয়া যদি শান্তিলাভ করিতাম ভাল ছিল।" তখন তাহারা (অপর সহচরগণ) যেন তাহার সম্বন্ধে উহা দোষ মনে করিল। তখন সে বলিল, "হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, 'হে বেলাল, নমাজ প্রতিষ্ঠা কর ও তদ্দ্বারা আমাকে শান্তি দান কর।"' অবুদা।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এতর ‡।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশাকালীন নমাজ দুই রকাত দুই রকাত করিয়া হয়, পরে যদি তোমাদের কেহ প্রাতঃকাল উপস্থিত বলিয়া আশঙ্কা করে, তবে সে যেন এক রকাত নমাজ পড়ে, বস্তুতঃ রজনীতে যে নমাজ পড়া হইয়া থাকে এক রকাত এতর তাহার অন্তর্গত হইবে §।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি,—হজরত বলিয়াছেন, "রজনীর শেষভাগে এক রকাত নমাজ এতর বলিয়া পরিগণিত ¶।"—মো।

* অর্থাৎ আমি তোমাদের ন্যায় সাধারণ লোক নহি। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও সাধন ভজনের জন্য আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ বিদ্যমান। তিনি আমায় বসিয়া নমাজ পড়াকে দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়ার তুল্য গণনা করেন। বিস্ময়ের অবস্থায় এরূপ মস্তকে হস্ত স্থাপন আরব্য লোকদিগের রীতি।

† ইনি একজন প্রসিদ্ধ বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। অব্‌দোল্‌আজিজের পুত্র ওমরের আধিপত্যকালে ইহাঁর পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

‡ দুই রকাত নমাজ পড়াকে আরব্য ভাষায় "মসনা" পারস্য ভাষায় "দোগানা" বলে। এক তিন পাঁচ ইত্যাদি অযুগ্ম রকাতকে "এতর" বলিয়া থাকে। কেহ বলেন এতর সোন্নত, কেহ বলেন ফরজ। এবিষয়ে এমামদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। শরেহ কেতাব ও সরেহ সফিয়োল্‌ সাদত প্রভৃতি গ্রন্থে এতর সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত।

§ নিশাকালে নমাজে যুগ্ম রকাত হইলে একটি অযুগ্ম রকাত অর্থাৎ এতর তাহার অন্তর্গত হওয়া সমুচিত। কখন কখন নিশাকালীন সমুদায় নমাজকেও এতর বলা হয়। এই হদিসে এরূপ বুঝা যায় যে, যখন নিশান্তভাগে দীর্ঘ নমাজ পড়িতে যাইয়া প্রাতঃকাল উপস্থিত বলিয়া কেহ শঙ্কিত হন, তখন তিনি এক রকাত নমাজ পড়িবেন, প্রাতঃকালে এতর দূষ্য নহে।

¶ রজনীর শেষভাগে এতর হওয়া সমুচিত। নিশান্তভাগে যুগ্ম রকাত প্রথমে সম্পাদন

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ রজনীর অন্তর্ভুক্ত তের রকাত নমাজ পড়িতেন। ইহার মধ্যে পাঁচ রকাত এতর (স্বতন্ত্র) হইত, তিনি উহার শেষভাগে ব্যতীত অন্য কিছুতেই উপবিষ্ট হইতেন না *।—উভয়।

হশামের পুত্র সাদের উক্তি †;—আমি আয়শা দেবীর নিকটে গেলাম,পরে তাঁহাকে বলিলাম, হে বিশ্বাসিমণ্ডলীর জননি, আমাকে আপনি প্রেরিতপুরুষের চরিত্রসম্বন্ধীয় তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন। আয়শা বলিলেন, "তুমি কি কোরাণ পড় না ?" আমি বলিলাম, হাঁ পড়িয়া থাকি। তিনি বলিলেন, "কোরাণই হজরতের চরিত্রস্বরূপ।" আমি বলিলাম, অয়ি বিশ্বাসীদিগের জননী, আমাকে হজরতের এতরসম্বন্ধীয় তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমরা তাঁহার জন্য অজুর জল ও দাঁতন প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। পরমেশ্বর রজনীর যতটুক জাগরিত রাখিতে চাহিতেন তাঁহাকে জাগরিত করিয়া রাখিতেন, অবশেষে তিনি দাঁতন ও অজু করিতেন, এবং নয় রকাত নমাজ পড়িতেন, তাহাতে অষ্টম রকাতে ভিন্ন বসিতেন না। পরে তিনি ঈশ্বরস্মরণ ও তাঁহার গুণানুবাদ করিতেন, এবং তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেন, তৎপর অপসৃত হইতেন, সেলাম করিতেন না। পরে তিনি নবম রকাত নমাজ পড়িতেন, শীতাবর উপর বসিতেন, পরিশেষে ঈশ্বরস্মরণ ও তাঁহার গুণানুবাদ এবং তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেন ; তদনন্তর আমাদিগকে শুনাইয়া সেলাম দান করিতেন, তদনন্তর সেলামদানের পর বসিয়াই দুই রকাত নমাজ পড়িতেন। হে আমার সন্তান, পরে এই এগার রকাত নমাজ হয়। পরিশেষে যখন হজরত বয়োবৃদ্ধ ও স্থূলাঙ্গ হইলেন, তখন তিনি সাত রকাতে এতর করিতেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের ন্যায় দুই রকাতে তিনি কার্য্য করিতেন। হে আমার পুত্র, পরে এই নয় রকাত নমাজ হয়। অপিচ প্রেরিতপুরুষ যখন নমাজ পড়িতেন তখন তাহাতে নিরন্তর প্রীতি স্থাপন করিতেন, এবং যখন তাঁহাকে নিদ্রায় অথবা কোন পীড়া আক্রমণ করিত তখন তিনি নিশাকালীন নমাজে সমুত্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া দিবার কোন ভাগে বার রকাত নমাজ পড়িতেন। আমি এরূপ জানি না যে, প্রেরিতপুরুষ এক রাত্রিতে সমগ্র কোরাণ

পূর্ব্বক সেলাম করিয়া পরে এতর সম্পাদন করিবে। এই হদিসে প্রমাণিত হইতেছে যে, এতর এক রকাতে;কিন্তু অন্যান্য হদিসে তিন রকাতে প্রমাণিত। পরে তাহা বিবৃত হইবে।

* হজরত নিশাকালে দুই দুই রকাত করিয়া যুগ্মভাবে চারি বার সেলামদানে নমাজ পড়িয়া পরে একেবারে পাঁচ রকাত নমাজ পড়িতেন। পাঁচ রকাতের শেষে সমাপ্তিসূচক সেলাম দান করিতেন।

† ইনি আবুসারসম্প্রদায়ভুক্ত সম্ভ্রান্ত অনুগামী ছিলেন। হোসনবসোরী ইহাঁ হইতে হদিস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাঁর হদিস বসোরানিবাসী লোকদিগের নিকটে অতিশয় সমাদৃত। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এবং কেশরাণে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ইনি মালেকের পুত্র আনসের পিতৃব্যপুত্র ছিলেন।

পড়িয়াছেন ও প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাত্রিতে নমাজ পড়িয়াছেন, এবং রমজান মাস ব্যতীত সমগ্র মাস রোজা পালন করিয়াছেন।"—মো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা তোমাদের রজনীর শেষ নমাজকে এতরে পরিণত করিও।—মো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা এতরযোগে প্রভাতে উপস্থিত হইও।"—মো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রজনীর শেষভাগে নমাজে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না, এরূপ আশঙ্কা করে, সে যেন তাহার প্রথমভাগেই এতর সম্পাদন করে, এবং যে ব্যক্তি তাহার শেষভাগে দণ্ডায়মান হইবে আশা করিয়া থাকে সে যেন এতর রজনীর শেষভাগেই সম্পাদন করে। যেহেতু যামিনীর শেষাংশের নমাজ দেবসাক্ষাৎকারজনক, এবং উহাই শ্রেষ্ঠ।"—মো।

আয়শার উক্তি ;—সমগ্র রজনী প্রেরিতপুরুষ এতর নমাজ পড়িয়াছেন, তাহার প্রথমভাগে, তাহার মধ্যভাগে ও তাহার শেষভাগে উষাকাল পর্য্যন্ত এতরের সীমা হইয়াছে।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রেরিতপুরুষ আমাকে এই তিনটি বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন, (১) প্রত্যেক মাসে তিন দিন উপবাসব্রত পালন, (২) মধ্যাহ্নে দুই রকাত নমাজ, (৩) নিদ্রার পূর্ব্বে এতর সম্পাদন *।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হারেসের পুত্র গোজয়ফের উক্তি †;—আমি আয়শাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কি দেখিয়াছেন হজরত অশুচি হইলে প্রথম রাত্রিতে স্নান করিতেন, না উহার শেষভাগে ? তিনি বলিয়াছিলেন, "অনেক সময় প্রথম রাত্রিতে স্নান করিতেন;

* আবু হোরয়রা বিদ্যানুশীলনে রত ছিলেন। প্রথম রাত্রিতে তিনি হদিস আবৃত্তি ও শিক্ষিত বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তিনি হজরতের সহচরদিগের মধ্যে সকলের অপেক্ষা অধিক বিদ্যালোচনা করিয়াছিলেন। আবুহোরয়রা রজনীর অধিকাংশ সময় শাস্ত্রালোচনায় যাপন করিতেন। তিনি এজন্য নিশার শেষভাগে নমাজ পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইতে অক্ষম ছিলেন। ইহা জানিয়া হজরত তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ সঙ্ক্ষিপ্ত নমাজের বিধি দিয়াছিলেন, এই জন্য বিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের প্রতিও এরূপ বিধি। কোন কোন তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের মত এই যে, বিদ্যার্থী লোকেরা প্রথম রাত্রিতে এতর সম্পাদন করিয়া দুই রকাত নমাজমাত্র পড়িবেন। ইহা দ্বারা বিদ্যাকে শ্রেষ্ঠতা দান করা হইয়াছে।

† ইনি হজরতের বিদ্যমানতার সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহবাসে স্থিতি করিয়াছিলেন কি না এবিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি বলিয়াছেন, "আমি হজরতের জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিলাম, তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছি, তিনি আমার করস্পর্শ করিয়াছেন।"

অনেক সময় উহার শেষভাগে স্নান করিয়াছেন।" আমি (গোজয়ফ) বলিলাম, "আল্লা হো আক্‌বর অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে অল্লজি জালা ফিল্‌ আমরে সেঅতন্‌ * ।" পরে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তিনি এতর সম্পাদন প্রথম রাত্রিতে করিতেন, না উহার শেষভাগে? তিনি বলিলেন, "অনেক সময় প্রথম রজনীতে এতর সম্পাদন করিতেন, অনেক সময় তাহার শেষভাগে এতরের নমাজ পড়িতেন।" আমি "আল্লাহো আক্‌বর" ইত্যাদি বলিলাম। আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, তিনি (রাত্রিতে) কোরাণ উচ্চস্বরে পড়িতেন, না মৃদুস্বরে? তিনি বলিয়াছিলেন, "অনেক সময় উহা উচ্চস্বরে পড়িতেন, অনেক সময় মৃদুস্বরে।" আমি "আল্লাহো আক্‌বর" ইত্যাদি বলিলাম।—আবুদা।

[এব্‌নমাজ শেষাংশ (কোরাণসম্বন্ধীয় অংশ) ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আবু কয়সের পুত্র অবদোল্লার উক্তি † ;—আমি আয়শা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হজরত কত এতরের নমাজ পড়িতেন? তিনি বলেন, "হজরত চারি এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন, দশ এবং তিন রকাত যোগে এতর সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি সাত অপেক্ষা ন্যূন ও তের অপেক্ষা অধিক এতর সম্পাদন করেন নাই ‡।"—আবুদা।

আবু আয়ুবের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষে এতর নির্দ্ধারিত। পরে যিনি পাঁচ বার এতরের নমাজ পড়িতে ভালবাসেন, তিনি যেন তাহা করেন ও যিনি তিন বার পড়িতে ভালবাসেন তিনি যেন তাহা করেন, এবং যিনি একবার এতরের নমাজ পড়িতে ভালবাসেন, তিনি যেন তাহা করেন।"—আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

আলির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর এতর, (অযুগ্ম,) তিনি এতরকে (অযুগ্ম নমাজকে) প্রীতি করেন, অতএব হে কোরাণাধিকারিগণ, তোমরা এতর সম্পাদন কর।—তর, আবুদা, নেসা।

হোজাফার পুত্র খারেজার উক্তি § ;—আমাদিগের নিকটে প্রেরিতপুরুষ উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "সত্যই পরমেশ্বর নমাজযোগে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিয়া-

---

* এই বচনের অর্থ এই ,—ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই ঈশ্বরেরই সম্যক্‌ প্রশংসা, যিনি ধর্ম্মকার্য্যে প্রশস্ততা বিধান করিয়াছেন।

† ইনি "আবুমুসা আশরী" এই সম্পর্কগত নামে বিশেষ পরিচিত।

‡ অর্থাৎ চারি রকাত নমাজ, তৎসঙ্গে তিন রকাত এতর ইত্যাদি।

§ খারেজা হজরতের একজন কোরেশ বংশীয় সহচর ছিলেন। তাঁহার বীর্য্য পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি অশ্বারোহী সেনাশ্রেণীর মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন, সহস্র অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে উপমিত হইতেন। একদা ওমর আস আসুকুল্যার্থ খলিফা ওমরের নিকটে তিন সহস্র সৈন্যের প্রার্থী হইয়াছিলেন। ওমর তিন সহস্র সেনাস্থলে খারেজা, জোবয়র, মেকদাদ এই তিন বীর পুরুষকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ছেন, ইহা তোমাদের পক্ষে লোহিতবর্ণ চতুষ্পদ (উষ্ট্র) অপেক্ষা উপকারী *। এশা (নৈশিক নমাজ) অবধি ফজর (নিশান্ত নমাজ) পর্য্যন্ত এই দুয়ের মধ্যে পরমেশ্বর তোমাদের জন্য তাহা (অযুগ্ম) বিহিত করিয়াছেন।"—তর, আবুদা।

আস্‌লমের পুত্র জয়দের উক্তি † ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অযুগ্ম নমাজ না পড়িয়া নিদ্রাগত হয়, তাহার উচিত যে, প্রাতঃকালে সেই নমাজ পড়ে।"—পরম্পরাগত তর্।

জোরিহের পুত্র অবদোল্ আজিজের উক্তি ;—আমরা আয়শা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, প্রেরিতপুরুষ অযুগ্ম নমাজে কোন্ বিষয় ভাল বাসিতেন ? তিনি বলেন, "প্রথম রকাতে তিনি "সব্বহ এস্‌ম রব্বকাল্ আলা" দ্বিতীয়ে "কোল্ আয়ুহা কাফেরোণা" তৃতীয়ে কোল্ হুওয়া আল্লাহো আহদোল্ ও মওয়েজতিন" (কোরাণের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়)। তর, আবুদা, আব্বজির পুত্র অবদোর্ রহমাণ হইতে নেসা, কাবের পুত্র ওব্ব হইতে আহমদ, আবু অব্বাস হইতে দার। কিন্তু ইহারা "মওয়েজতিন" উল্লেখ করেন নাই।

আলির পুত্র হসনের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ অযুগ্ম নমাজের প্রার্থনার অন্তর্গত কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য আমাকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, যথা ;—"আল্লাহোম্মা আহদনি ফি মন্ হদয়তা।" (পরমেশ্বর যাহাদিগকে তুমি সত্যপথ প্রদর্শন করিয়াছ তাহাদের মধ্যে আমাকে সত্যপথ প্রদর্শন কর।) "ও আফ্‌ফনি ফিমন্ আফ্‌ফয়তা।" (যাহাদিগকে তুমি নিরাপদ করিয়াছ তাহাদের মধ্যে তুমি আমাকেও নিরাপদ কর।) "তওলুনি ফি মন্ তওলুয়তা।" (যাহাদিগকে তুমি প্রেম করিয়াছ তাহাদের মধ্যে আমাকেও প্রেম কর। "বারকা নি ফি মা আতয়তা" (যাহা তুমি দান করিয়াছ তাহাতে আমাকে গৌরবান্বিত কর।) "অক্ নি শর্‌র মা কজয়তা" (যেসকল অকল্যাণ নিরূপিত তাহা হইতে আমাকে রক্ষা কর।) "ফএন্নকা তক্‌জিও লা তোক্‌জা।" (তুমিই আদেশ কর, আদিষ্ট হও না।) লা ইয়জাল্লা মন্ ও য়ালয়তা" (তুমি যাহাকে প্রেম করিয়াছ সে পতিত হয় না।) "তবারকতা রব্বণা ও তালয়তা" (হে আমাদের প্রতিপালক তোমারই গৌরব, তোমারই সমুন্নতি।—তর্, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা, দার।

কাবের পুত্র ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এতর নমাজে সেলাম করিবার সময় বলিতেন, "সহবানোল্ মালকোল্ কদ্দুস।"—আবুদা ও নেসা।

---

* আরব্য লোকদিগের নিকটে লোহিত উষ্ট্র অতিশয় মূল্যবান্ ও আদরণীয়।

† ইনি একজন প্রধান অনুগামী ও খলিফা ওমরের কিঙ্কর ছিলেন। তাঁহার নিকটে চল্লিশ জনেরও অধিক তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ও বিশ্বাসী লোক উপস্থিত হইতেন। এমাম মালেক, সুফিয়ান সুরী ও এব্‌ন আয়নিয়া প্রভৃতি তাঁহা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

[নেসায়ীর উক্তিতে অধিকন্তু এই সকল শব্দ তিন বার উচ্চারণ। তৃতীয় বারে সমুচ্চ ধ্বনি হইত। অপিচ নেসায়ী ওঅব্জীর পুত্র অবদোর্ রহমাণ হইতে অবদোর্ রহমাণ স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া এরূপ বলিয়াছেন; যে, তিনি সেলাম করিবার সময় "সহবানোল্ মলেকোল্ কদ্দুস" তিন বার বলিতেন, তৃতীয় বারে সমুচ্চ ধ্বনি করিতেন।]

আলির উক্তি;—হজরত এতর নমাজের শেষভাগে নমস্কারের সময় বলিতেন; "আল্লাহোম্মা এন্নি অউজো বিরেজাকা মেন্ সখতেকা ও বিমাফাতেকা মেন্ আকুবতেকা অউজবেকা মেন্কা লা আহসা সনায় অলয়কা আন্তা কোমা অস্নয়তা আলা নফসেকা।"—আবুদা, তর, নেসা, এব্নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্ন অব্বাসের উক্তি, তাহাকে বলা হইয়াছিল, "আমিরোল্ মুমেনিন মাবিয়ার প্রতি কি তোমার অনুরাগ আছে? তিনি এক রকাতে ভিন্ন অযুগ্ম নমাজ পড়িতেন না।" (এব্ন অব্বাস) বলিয়াছিলেন, "উহাই সমুচিত, যেহেতু তিনি জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন।" তাঁহার অন্য উক্তিতে—আবু মলায়কার পুত্র বলিয়াছেন, মাবিয়া এশার নমাজের অন্তে এক রকাতে মাত্র অযুগ্ম নমাজ পড়িতেন, এব্ন অব্বাসের এক দাস তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছিল। তাহাতে তিনি বলেন, "তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও, যেহেতু তিনি প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে স্থিতি করিয়াছেন, (তিনি বিশেষ জানেন)।"—বো।

বোরিদার উক্তি;—আমি প্রেরিতপুরুষকে এইরূপ তিন বার বলিতে শুনিয়াছি, "অযুগ্ম নমাজ (এতর) সত্য, পরন্তু যে ব্যক্তি অযুগ্ম নমাজ পড়ে না সে আমার অনুগামীদিগের অন্তর্গত নহে।"—আবুদা।

আবু সয়িদের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অযুগ্ম নমাজ না পড়িয়া নিদ্রিত হয় ও তাহা ভুলিয়া যায়, পরে যখন স্মরণ হইবে, এবং জাগরিত হইবে তখন সে যেন সেই নমাজ পড়ে।"—তর, আবুদা এব্নমা।

মালেকের উক্তি;—তিনি অবগত ছিলেন যে, এক ব্যক্তি ওমরের পুত্র (অবদোল্লাকে) অযুগ্ম নমাজের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাহা কি বিধেয়? তখন অবদোল্লা বলিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ অযুগ্ম নমাজ পড়িয়াছেন ও মোসলমানগণ (হজরতের সহচরগণ) অযুগ্ম নমাজ পড়িয়াছেন। সেই সময়ে সেই ব্যক্তি এই বিষয়ে প্রতিবাদ করিতেছিল, এবং অবদোল্লাও বলিতেছিলেন, "(প্রেরিতপুরুষ ও মোসলমানগণ অযুগ্ম নমাজ পড়িয়াছিলেন।"—ইহা মওতাতে বিবৃত।

আলির উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ তিন রকাতে অযুগ্ম নমাজ পড়িতেন, তাহাতে

নয়টি সুরা আদ্যোপান্ত তাঁহা কর্ত্তৃক পড়া হইত। তিনি প্রত্যেক রকাতে তিনটি সুরা পড়িতেন, সেই সকলের শেষভাগে "হুয়া আল্লাহো ওয়াহেদোন্" (বল ঈশ্বর একমাত্র) বলিতেন।"—আবুদা।

নাফেয়ার উক্তি ;—আমি এব্ন ওমরের (ওমরের পুত্রের) সঙ্গে মক্কাতে ছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তিনি উষাগমসম্বন্ধে আশঙ্কা (সন্দেহ) করিয়াছিলেন। তখন তিনি এক রকাতে অযুগ্ম নমাজ পড়িলেন। পরে আকাশ মেঘমুক্ত হইল, তখন তিনি দেখিলেন রজনী বিদ্যমান, সেই সময় এক রকাতের সঙ্গে (এক রকাত) যোগ করিলেন, তদনন্তর দুই রকাত দুই রকাত করিয়া নমাজ পড়িলেন। অবশেষে তিনি যখন উষাগম আশঙ্কা করিলেন তখন এক রকাতে অযুগ্ম নমাজ পড়িলেন।—মালে।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ উপবিষ্টভাবে নমাজ পড়িতেন, পরে উপবেশনের অবস্থাতেই পাঠ করিতেন, অবশেষে যখন ত্রিশ বা চল্লিশ আয়ত তৎপাঠ অবশিষ্ট তখন দণ্ডায়মান হইতেন, এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় পাঠ করিতেন তদনন্তর রকু করিতেন, তৎপর সেজ্দা করিতেন, তদনন্তর রকু করিতেন, তৎপর সেজ্দা করিতেন, তদনন্তর দ্বিতীয় রকাতে এইরূপ আচরণ করিতেন।—মো।

ওম্মসোলমার উক্তি ;—হজরত অযুগ্ম নমাজ পড়ার পর দুই রকাত নমাজ পড়িতেন।—তর।

[এব্ন মাজ অতিরিক্ত এই বলিয়াছে যে, তিনি উপবেশনের অবস্থায় দুই রকাত সঙ্ক্ষিপ্ত নমাজ পড়িতেন।]

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এক রকাতে অযুগ্ম নমাজ পড়িতেন, তদনন্তর দুই রকাত পড়িতেন, উপবিষ্টভাবে উভয়ের মধ্যে পাঠ করিতেন, পরে যখন রকু করিতে ইচ্ছু হইতেন, তখন দণ্ডায়মান হইতেন, এবং রকু করিতেন। এব্নমা।

সোবানের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এই অনিদ্রা ভারবহ ও কষ্টজনক হয়, অতএব যখন তোমাদের কেহ অযুগ্ম নমাজ পড়িবে তখন যেন এই দুই রকাত পড়ে ; পরে কেহ নমাজের জন্য রাত্রিতে সমুত্থান করিলে তাহার নিমিত্ত প্রচুর হয়। (না উঠিলে দুই রকাতেই যথেষ্ট)।"—দার।

আবু ওমামার উক্তি ;—হজরত এতরের (অযুগ্ম নমাজের) অন্তে উপবিষ্ট হইয়া এই দুই রকাত নমাজ পড়িতেন, এবং উভয়ের মধ্যে ইহা পাঠ করিতেন, "এজা জল্-জলৎ ও কোল্ ইয়া আয়ুহল্ কাফেরুণা।"—আহ।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কোনুত *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন কাহার প্রতি শাস্তি প্রেরণের জন্য বা কাহারও মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে ইচ্ছু হইতেন, তখন রকুর পরে প্রার্থনা করিতেন, পরে বলিবার সময় সচরাচর বলিতেন, "পরমেশ্বর যে ব্যক্তি তাঁহার গুণানুবাদ করিল তাহার কথা শ্রবণ করিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, তোমারই সম্যক্ প্রশংসা ; হে ঈশ্বর, তুমি অলিদ মখ্‌জুমীর পুত্র অলিদকে ও হেশামের পুত্র সোল্‌মাকে এবং আবু রবিয়ের পুত্র অয়াশকে মুক্তি দান কর। হে ঈশ্বর, মজরের উপর তোমার শাস্তিকে কঠিন কর, এবং ইয়ুসেফের সময়ের ন্যায় তাহা অনেক বৎসরব্যাপী কর।" তিনি ইহা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, এবং কোন কোন নমাজে বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, অমুক অমুক বংশকে অভিসম্পাত কর।" আরব্য পরিবারদিগের জন্য ইহা বলা হইত। তাহাতে "লয়সা লকা মেনল্‌ আমরি শয়ন্" ইত্যাদি এই আয়তের অবতরণ হয় †।—উভয়।

আসেম আহওলের উক্তি ;—আমি মালেকের পুত্র আনসকে নমাজে রকুর পূর্ব্বে না তাহার পরে কোনুত হয়, এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহার

---

* কোনুত শব্দে নমাজের সময় বিশেষ আনুগত্য মৌনভাব ও প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝায়। এস্থানে প্রার্থনাই বিশেষভাবে লক্ষ্য।

† অলিদ মখ্‌জুমীর পুত্র অলিদ হজরতের সহচর ছিলেন, বদরের যুদ্ধে তাঁহাকে বিরোধী হজ্জশের পুত্র অবদোল্লা বন্দী করিয়াছিল। দুরাত্মা আবুজহলের ভ্রাতা ও হেশামের পুত্র সোলমা পূর্ব্বতন বিশ্বাসী লোক ছিলেন, তাঁহাকে শত্রুগণ মক্কাতে বন্দী করিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল। রবিয়ের পুত্র অয়াশও আবুজহলের ভ্রাতা ছিলেন, তিনি অতি প্রথমে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মক্কাতে আবু জহল তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল। তাঁহাদের মুক্তির জন্য হজরত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মজর পরিবারের লোকেরা ধর্ম্মদ্রোহী শত্রু ছিল, হজরত তাহাদের উপর ইয়ুসোফের সময়ে মেসরের লোকের প্রতি যেরূপ দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া শাস্তি ঘটিয়াছিল সেইরূপ শাস্তি ঘটে, এই প্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইয়ুসোফের রাজত্ব কালে মেসরে সপ্তবর্ষ ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই প্রকার প্রার্থনা করিলে পর হজরতের প্রতি 'লয়সা লকা' ইত্যাদি এই আয়ত অবতীর্ণ হয় ;অর্থাৎ হে মোহম্মদ, ঈশ্বরের কার্য্যে তোমার কোন অধিকার নাই, সমুদায় কর্ত্তৃত্ব ও অধিকার তাঁহার শক্তি পূর্ণ হস্তে। তিনি যাহাদিগকে ইচ্ছা হয় শাস্তিদান করিবেন, এবং যাহাদের প্রতি ইচ্ছা হয় প্রসন্ন হইবেন।

(রকুর) পূর্ব্বে কোনুত হয়। প্রেরিতপুরুষ রকুর পরে এক মাস কোনুত করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন নহে। বস্তুতঃ তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে এক স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে "কোর্‌রায়" (কোরাণের পাঠক) বলা হইত, তাঁহারা সত্তোর জন ছিলেন। পরে তাঁহারা বিপদ্‌গ্রস্ত (নিহত) হইয়াছিলেন। তখন হজরত রকুর অন্তে এক মাস কোনুত করিয়াছিলেন,—তাহাদের সম্বন্ধে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ একমাসকাল ক্রমান্বয়ে জহর, অসর, মগরব ও এশা, এবং সবার নমাজে কোনুত করিয়াছেন। যখন শেষ রকাতে তিনি "সমেয়া আল্লাহো লেমন্ হমেদোহো" বলিতেছেন, তখন বনু সলিম পরিবারের অন্তর্গত রেঅল, জক্‌ওয়ান, ও সইয়া গোষ্ঠীর উপর শাস্তির জন্য প্রর্থেনা করিতেন, এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী লোকেরা আমিন (শান্তিবচন) বলিতেন।—আবুদা।

আনসের উক্তি ;—হজরত একমাস কাল কোনুত পড়িয়াছিলেন, পরে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।—আবুদা, নেসা।

আবু মালেকোল্‌ আশজির উক্তি ;—আমি স্বীয় পিতাকে বলিয়াছিলাম, পিতঃ, সত্যই তুমি প্রেরিত মহাপুরুষের, মহাত্মা আবুবেকর ওমর ও ওম্‌মানের অনুসরণে এবং এই কুফাতে আলির অনুসরণে প্রায় পাঁচ বৎসর নমাজ পড়িয়াছ, তাঁহারা কি কোনুত করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, "হে আমার বৎস, ইহা নূতন হইয়াছে *।—তর, নেসা, এব্‌নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

হসন বসোরীর উক্তি ;—খেত্তাবের পুত্র ওমর, কাবের পুত্র ওব্বির নিকটে বহু লোক একত্রিত করিয়াছিলেন †। তিনি (ওব্ব) বিংশতি রজনী তাহাদিগকে লইয়া নমাজ পড়িয়াছিলেন, অর্দ্ধাবশিষ্ট রজনীতে ব্যতীত কোনুত করেন নাই। অবশেষে যখন শেষ

---

* অর্থাৎ হজরত মোহম্মদ ও আবুবেকর প্রভৃতি কি নিশান্ত নমাজে ও অন্য অন্য নমাজে কোনুত করিয়াছিলেন? আবু মালেক এইরূপ প্রশ্ন করাতে তাঁহার পিতা তদুত্তরে বলেন, এক্ষণ প্রতি নমাজে যে কোনুত করা হয় ইহা নূতন। হজরত মোহম্মদ এক মাসমাত্র নমাজে কোনুত পড়িয়াছিলেন। পরে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

† হজরত মোহম্মদের সমকালীন ওব্ব সমস্ত কোরাণ মুখস্থ করিয়াছিলেন। তিনি হজরতের সহচরদিগের মধ্যে একজন প্রধান অধ্যেতা ছিলেন। তিনি সৈয়দোল্‌ কর্‌রা (প্রধান পাঠক) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ওব্ব এমাম ছিলেন, রমজান মাসে লোকে তাঁহার অনুসরণে নমাজ পড়িত।

দশম রাত্রি উপস্থিত হইল তখন (মস্‌জেদে) আসিতে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে নমাজ পড়িলেন। তাহাতে তাহারা বলিয়াছিল, "ওব্ব অন্তর্হিত হইলেন।"—আবুদা।

মালেকের পুত্র আনসকে কোনুতের বিষয় প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ রকুর পরে কোনুত করিয়াছেন।" অন্য উক্তিতে—রকুর পূর্ব্বে ও তাহার পরে কোনুত করিয়াছেন।—এব্‌নমা।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রমজান মাসে নমাজের জন্য নিশা যাপন *।

প্রথম অধ্যায়।

সায়েতের পুত্র জয়দের উক্তি †;—প্রেরিতপুরুষ মস্‌জেদে খোর্ম্মাতরুর শাখা দ্বারা এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে (রমজান মাসের) কয়েক রজনী (নির্জ্জনে) নমাজ পড়িয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার নিকটে লোকসকল সমবেত হইত। তৎপর এক রাত্রি তাঁহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তিনি নিদ্রিত হইয়াছেন। তখন তাহাদের কেহ কেহ তাহাদিগের নিকটে যেন তিনি উপস্থিত হন, এই উদ্দেশ্যে কণ্ঠধ্বনি করিয়াছিল। তখন তিনি তাহাদিগকে বলেন, "আমি তোমাদের যে কাজ দেখিলাম তাহা তোমাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদা ঘটিয়াছে, এতদূর পর্য্যন্ত আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, তোমাদের নিমিত্ত বা লিপি (প্রত্যাদেশ) হয়, যদি তোমাদের জন্য লিখিত হয় তোমরা তাহাতে স্থির থাকিতে পারিবে না ‡। অতএব হে লোকসকল, তোমরা স্ব স্ব আলয়ে নমাজ পড়। যেহেতু পুরুষের পক্ষে স্বীয় গৃহে এই নমাজ পড়া শ্রেষ্ঠ নমাজ হয়।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত মহাপুরুষ মণ্ডলীকে রমজান মাসের নিশাকালে নমাজ পড়িতে প্রবৃত্তি দান করিতেন, অপিচ তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত আদেশ

---

* এই সাধনাকে "অরাওহি" (বিশ্রাম লাভ) বলে। অর্থাৎ তাহাতে লোকে দণ্ডায়মান হইয়া দলবদ্ধ নমাজপড়িতেন ও বসিয়াও নমাজ পড়িতেন, উভয় নমাজের পর বিশ্রাম লাভ করিতেন।

† হজরতের সুপণ্ডিত সহচরদিগের মধ্যে জয়দ এক জন ছিলেন। তিনি প্রত্যাদেশ লিখিতেন, এবং বিধিপালনে নিয়ত রত থাকিতেন।

‡ কোন কোন সাধনায় স্থিরতা ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে পরমেশ্বর সেই সাধনায় নিয়ত স্থির থাকিতে হজরতকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। এজন্য হজরত মোহম্মদ অনুগামী উপাসকদিগকে বলিয়াছেন যে, তোমরা রমজান মাসে মস্‌জেদে সাধনায় রজনী যাপনবিষয়ে দৃঢ়তা ও আগ্রহ প্রকাশ করিলে তোমাদের সম্বন্ধে এই কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতে প্রত্যাদেশ হইবে, পরে তোমরা তাহা পালনে অসমর্থ হইবে।

করিতেন, এবং বলিতেন, "যে ব্যক্তি রমজানে বিশ্বাস ও সত্য নিষ্ঠানুসারে নমাজ পড়ে তাহার পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষমা হয়।" প্রেরিতপুরুষের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে পর, এই ব্যাপার এইরূপ ছিল, পরে মহাত্মা আবুবেকরের নেতৃত্বকালে এইরূপ ব্যাপার ছিল, ওমর ফারুকের নেতৃত্বের প্রথমভাগে ঈদৃশ ছিল *।—মো।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ স্বীয় মস্‌জেদে নমাজ পড়িলে পর উচিত যে, সে নমাজের অংশভাগী গৃহকেও করে †।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুজরের উক্তি ;—আমরা প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে উপবাসব্রত (রোজা) পালন করিয়াছিলাম, পরে তিনি আমাদের সঙ্গে সেই রমজান মাসে সপ্তনিশা অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত কিছুই অতিরিক্ত নমাজ পড়িলেন না। অনন্তর তিনি আমাদের সহিত নমাজ পড়েন,তাহাতে তৃতীয়াংশ রজনী গত হয়। পরিশেষে যখন ছয় রাত্রি অবশিষ্ট তখন তিনি আমাদের সহিত নমাজ পড়েন নাই, পরে যখন পাঁচ রাত্রি অবশিষ্ট তখন রজনীর অর্দ্ধাংশ অতীত হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে নমাজে স্থিতি করিয়াছিলেন। তখন আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, যদি আমাদের সঙ্গে এই নিশায় নমাজ অধিক পড়িতেন (ভাল ছিল)। তাহাতে তিনি বলিলেন, "কোন লোক (নিশার কোন অংশে) এমামের সঙ্গে নমাজ পড়িয়া চলিয়া গেলে তাহার জন্য নমাজে সমুদায় নিশা যাপন গণনা করা হয়।" পরে চতুর্থ রজনী উপস্থিত হইলে তিনি আমাদের সঙ্গে নমাজ পড়িলেন না। তদবধি তিন রাত্রি অবশিষ্ট, পরে যখন তৃতীয় রজনী সমাগত, তখন নিতি পরিবারবর্গকে ও নরনারীদিগকে সমবেত করিয়া আমাদের সঙ্গে নমাজ পড়িলেন। এতদূর হইল যে আমরা আমাদের "ফলাহ" বিনষ্ট হইল বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলাম।" আমি (হদিস আখ্যায়ক) আবুজরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ফলাহ" কি ? তিনি বলিলেন, "ফলাহ" নিশান্ত ভোজন ‡। তদনন্তর উক্ত মাসের অবশিষ্ট দিবস তিনি আমাদের সঙ্গে নমাজ পড়েন নাই।—আবুদা, তর্, নেসা।

[তরমুজীর অনুরূপ এব্‌ন মাজ বলিয়াছেন, কিন্তু তরমুজি শেষাংশ "অবশিষ্ট দিবস তিনি আমাদের সঙ্গে নমাজ পড়েন নাই" বসেন নাই।]

---

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি রমজান মাসের সাধনায় পুণ্যসঞ্চয়ে সমুৎসুক হইত, সে আপন প্রণালী অনুসারে সাধনা করিত। তখন দলবদ্ধভাবে সাধনা রমজানের রজনীতে নির্দ্ধারিত ছিল না। মহাত্মা আবুবেকরের নেতৃত্বকালে এবং ওমর ফারুকের নেতৃত্বের প্রথমে এরূপ চলিয়াছিল, পরে লোকে দলবদ্ধভাবে নমাজ পড়িতে থাকে।

† অর্থাৎ গৃহে নমাজ পড়িলেও পরমেশ্বর মস্‌জেদে নমাজ পড়ার ফল বিধান করেন। রমজান মাসের সাধনবিষয়ে এই উক্তি।

‡ এস্থলে উপবাসের পর পারণা "ফলাহ"।

আয়শা দেবীর উক্তি ;—আমি এক রাত্রি প্রেরিত মহাপুরুষকে হারাইয়াছিলাম, পরে তাঁহাকে হঠাৎ বকিয়ে (মদিনার গোরস্থান বিশেষে) পাওয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, "তুমি কি ভয় পাইয়াছিলে যে, তোমার প্রতি পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ নিষ্ঠুরাচরণ করিবেন?" আমি বলিলাম, প্রেরিতপুরুষ আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি আপনার অন্য কোন ভার্য্যার নিকটে গিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, "পরমেশ্বর শাবান মাসের অর্দ্ধরজনীতে ভূলোকের আকাশের দিকে অবতরণ করিয়া কল্‌ব গোষ্ঠীর মেষযূথের রোমাবলী অপেক্ষা অধিকতর পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন *।"—তর, এব্‌নমা।

[রজয়ন অতিরিক্ত এইরূপ বলিয়াছেন ; "যাহারা নরকানলের উপযুক্ত হইয়াছে তাহাদের পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন।" তরমোজী বলিয়াছেন, "এই হদিস 'জয়িফ' (দুর্ব্বল) আমি মোহম্মদ বোখারীকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি।"]

সাবেতের পুত্র জয়দের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "আমার এই মস্‌জেদে নির্দ্ধারিত নমাজ পড়া ব্যতীত লোকের স্বীয় গৃহে নমাজ পড়া শ্রেষ্ঠ †।"—আবুদা, তর্‌।

তৃতীয় অধ্যায়।

অবদোল্‌ কারীর পুত্র অবদোর্‌ রহমাণের উক্তি ‡ ;—এক রজনীতে (রম্‌জান মাসের রজনীতে) আমি ওমর ফারুকের সঙ্গে মস্‌জেদের দিকে গিয়াছিলাম। লোক সকল স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে ছিল, কেহ নিজের জন্য নমাজ পড়িতেছিল, এবং কেহ ক্ষুদ্র দলে নমাজে প্রবৃত্ত ছিল, তখন ওমর বলিলেন, "যদি আমি ইহাদিগকে এক জন এমামের সঙ্গে মিলিত করি তাহা হইলে ভাল হয়।" তৎপর তিনি চেষ্টা করিয়া তাহা-

---

* চান্দ্রমাসের অষ্টম মাস শাবান, নবম মাস রমজান। সমগ্র রম্‌জান মাসে রোজাপালন ও বিশেষ সাধন অবলম্বন বিধি। রম্‌জান মাসেই প্রত্যাদেশ (কোরাণের আয়তাবলীর) অবতরণ আরম্ভ হয়। রম্‌জান মাসের সঙ্গেও শাবান ম'সের সম্বন্ধ আছে। শাবান মাসে সাধনায় নিশাযাপনেও রম্‌জান মাসের উক্তরূপ সাধনার ফললাভ হয়। কল্‌ব পরিবারের এত অধিক মেষ ছিল যে, আরবের কোন পরিবারের সেরূপ ছিল না।

† সাধারণ উপাসনালয় মস্‌জেদে নির্দ্ধারিত পাঁচ বার নমাজ পড়া শ্রেয়ঃ। হজরত কয়েক রাত্রি মণ্ডলী সহ মস্‌জেদে নমাজ পড়িয়া পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। লোকদিগকে স্ব স্ব গৃহে একাকী নমাজ পড়িতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

‡ এই অবদোর্‌ রহমাণ হজরতের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গ লাভ করেন নাই। ওয়াকদী তাঁহাকে হজরতের সহচর বলিয়াছেন, তাহা ভুল। তিনি সহচর ছিলেন না, একজন পরোক্ষ অনুগামী ছিলেন। তিনি ওমর ফারুকের কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছিলেন।

দিগকে কাবের পুত্র ওব্বের নিকটে একত্রিত করিলেন। আমি তদনন্তর অপর রজনীতে গিয়াছিলাম, লোক সকল তাহাদের এমামের নমাজের অনুসরণে নমাজ পড়িতেছিল। ওমর বলিলেন, "ইহা এক ভাল নূতন ব্যাপার *, যে নমাজ পড়িতে তোমরা (প্রথম রাত্রি) যাপন কর, তাহা অপেক্ষা (শেষ রাত্রিতে) যে নমাজে তোমাদের শৈথিল্য ও তন্দ্রা হয় তাহা শ্রেষ্ঠ।" ওমর ফারুক ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, শেষ রাত্রিতে নমাজ পড়া হয়, কিন্তু মণ্ডলী প্রথম রাত্রি নমাজে যাপন করিত।—বো।

এজিদের পুত্র সায়েবের উক্তি;—ওমর ফারুক কাবের পুত্র ওব্ব এবং তমিমাদ্দারীকে † আদেশ করিয়াছিলেন যে, "তোমরা রমজান মাসে মণ্ডলীর জন্য এগার রকাতযোগে নমাজ পড়িবে।" এমাম শতাধিক আয়ত পড়িতেন, এতদূর হইত যে, দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকা বশতঃ আমরা যষ্টির উপর ভর করিতে বাধ্য হইতাম। আমরা উষার প্রাক্কালে ব্যতীত ফিরিতে পারিতাম না।—মালে।

আরজের উক্তি ‡;—কাফেরদিগকে রমজান মাসে অভিসম্পাত না করিয়াছে আমি (মণ্ডলী স্থ) লোকদিগকে এরূপ প্রাপ্ত হই নাই। পাঠক (এমাম) বকর সুরায় আট রকাত পড়িতেছিলেন, লোকে মনে করিত যে তিনি পাঠে সঙ্ক্ষেপ করেন।—মালে।

আবুবেকরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—আমি পিতাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "আমরা রমজান মাসে নিশাকালীন নমাজ পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া "সহুদ" (উপবাস ব্রতান্তভোজন) বিনষ্ট হইবে ভয়ে ভৃত্যদিগকে সত্বর খাদ্য উপস্থিত করিতে বলিতাম।"—মালে।

[অন্য উক্তিতে "উপবাস ব্রতান্তভোজন বিনষ্ট হইবে ভয়ে" স্থলে, "উষার সমাগম হইবে ভয়ে" বিবৃত হইয়াছে।]

আয়শা দেবীর উক্তি;—হজরত বলিয়াছিলেন, "তুমি কি জান এই রজনীতে অর্থাৎ সাবান মাসের অর্দ্ধ রজনীতে কি ফল? তিনি (আয়শা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, ইহার মধ্যে কি আছে?" হজরত বলিলেন, "এই সম্বৎসরে আদমের যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের বিষয় এই রজনীতে লিখিত হয়, এবং এই সম্বৎসরে আদমের সন্তাদিগের যাহাদের মৃত্যু হইবে তাহাদের প্রত্যেকের বিষয় লিপি হইয়া থাকে, এবং এই রাত্রিতে তাহাদের ক্রিয়া সকল উর্দ্ধগামিনী হয় ও এই রাত্রিতে তাহাদের উপজীবিকার অবতরণ হইয়া থাকে।" তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, "প্রেরিত

---

* ওমর ফারুক ইহাকে নূতন ব্যাপার বলিতেন, কিন্তু হজরতমোহম্মদ মণ্ডলী সহ কয়েক বার এইরূপ নমাজ পড়িয়াছেন।

† শেষোক্ত ব্যক্তিও হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। তিনি প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মী ছিলেন, পরে মোসলমান হইয়াছিলেন।

‡ ইনি এক জন প্রসিদ্ধ বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

পুরুষ, পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত স্বর্গলোকে প্রবেশ করে এমন কেহ কি নাই?" হজরত বলিলেন, "পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত স্বর্গলোকে প্রবেশ করে এমন কেহই নাই।" ইহা তিন বার বলিলেন। আমি বলিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আপনিও কি নহেন? তখন তিনি স্বীয় মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "না, আমাকে তিনি স্বীয় দয়ায় আবৃত না করিলে, (আমিও প্রবেশ করিতে পারিব না)।" "ইহা তিনবার বলিলেন।—বয়হকি দওয়াতোল্ কবিরে বিবৃত।

আবুমুসা আশরীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "শাবানের অর্দ্ধ রজনীতে নিশ্চয় ঈশ্বর (লোকের অবস্থা) জ্ঞাত হন, এবং অংশিবাদী ও ঈর্ষ্যান্বিত লোক ব্যতীত অন্য লোককে তিনি ক্ষমা করিয়া থাকেন।"—এব্নমা।

[ওমর ফারুকের পুত্র ও আসের পুত্র অবদোল্লার নিকট শ্রবণ করিয়া আহমদ কর্ত্তৃক বিবৃত। আহমদের বিবৃতিতে ঈর্ষ্যান্বিত ও হত্যাকারী এই দুই জন ব্যতীত অন্যে ক্ষমা পাইবে, এরূপ উল্লেখ আছে।]

আলির উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "শাবানের অর্দ্ধ নিশা উপস্থিত হইলে তোমরা সেই রাত্রিতে নমাজ পড়িও, এবং সেই দিন রোজা পালন করিও। যেহেতু সেই রাত্রিতে পরমেশ্বর সূর্য্যাস্তগমন কাল হইতে ভূলোকস্থ গগনে অবতরণ করেন, এবং বলেন, 'কেহ কি প্রার্থনাকারী নাই? তাহাকে ক্ষমা করা যাইবে। কেহ কি জীবিকার প্রার্থী নাই, তাহাকে জীবিকা দেওয়া যাইবে। কেহ কি বিপদ্গ্রস্ত নাই? তাহার বিপন্মুক্তি করা হইবে।'" উষার সমাগম পর্য্যন্ত এইরূপ আরও বলা হয়।—এব্নমা।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সলাত জোহা অর্থাৎ পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজ *।

প্রথম অধ্যায়।

ওম্মহানির উক্তি † ;—প্রেরিতপুরুষ মক্কাবিজয়ের দিন তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া স্নান করিয়াছিলেন, এবং আট রকাত নমাজ পড়িয়াছিলেন। তিনি (ওম্মহানি)

---

* পূর্ব্বাহ্নকে জোহা বলে। দিবাভাগের যাম পরিমাণ অন্ত হইলেই জোহা, এবং সূর্য্যের প্রকাশকেও জোহা বলে। প্রথমতঃ সূর্য্য সমুদিত হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর যে নমাজ পড়া হয় তাহাকে সলাত এশরাক বলে। দ্বিতীয়তঃ দিবাকর গগনমণ্ডলের চতুর্থাংশে উপস্থিত হওয়ার পর মধ্যাহ্নের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত নমাজ পড়াকে সলাত জোহা। অনেক হদিসে উক্ত দুই সময়ের নমাজকেই সলাত জোহার অর্থাৎ পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে।

† ইনি আবুতালেবের কন্যা ও আলি মোর্তজার সহোদরা ছিলেন, ইহার প্রকৃত নাম ফাখ্তা ছিল।

বলিয়াছেন,"তাহা অপেক্ষা সঙ্ক্ষিপ্ত নমাজ আমি কখনও দর্শন করি নাই। তিনি কেবল রকু ও সেজ্‌দা পূর্ণ করিয়াছিলেন।" অপর উক্তিতে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাই জোহা।—উভয়।

মোওয়াজার উক্তি * ;—আমি আয়শাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, প্রেরিত পুরুষ পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজ কত রকাতে সম্পাদন করিতেন? তিনি বলিয়াছিলেন, "চারি রকাত ও ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা অতিরিক্ত পড়িতেন।"--মো।

আবুজরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "তোমাদের প্রত্যেক অস্থিগ্রন্থিসম্বন্ধে সদকা নির্দ্ধারিত † প্রত্যেক তস্‌বিহ (সবহান আল্লা বলা) সদকা ও প্রত্যেক তহ্‌মিদ্‌ (অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে বলা) সদকা, এবং প্রত্যেক তহ্‌লিল (আল্লাহো আল্লাহো বলা) সদকা, ও পিচ প্রত্যেক তক্‌বির (আল্লাহো আক্‌বর বলা) সদকা, এবং বৈধকার্য্যে কাহাকে আদেশ করা সদকা ও অবৈধকার্য্যে নিষেধ করা সদকা ; এবং দুই রকাত নমাজও এই ফল বিধান করে ; সেই পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজের দুই রকাত।"—মো।

আর্‌কমের পুত্র এজিদের উক্তি ‡ ;—তিনি কতকগুলি লোককে জোহার নমাজ পড়িতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় ইহারা জানে এই সময় ব্যতীত অন্য সময়ে নমাজ পড়া অত্যুত্তম (অধিকতর ফলদায়ক), সত্যই প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন উষ্ট্রশাবক আতপতাপে তাপিত হয় তখন তওবার (পাপীর ঈশ্বরাভিমুখীন হওয়ার) নমাজ হইয়া থাকে।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুদ্দরদা ও আবুজরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর আদেশ করিয়াছেন, হে আদমের সন্তান, পূর্ব্বাহ্নে আমার উদ্দেশ্যে চারি রকাত নমাজ পড়িও, আমি অপরাহ্নে তোমাকে কৃতার্থ করিব।"—তর।

[আবু দাউদ ও দারামী এই হদিস হম্মারগৎফানির পুত্র নয়িম হইতে শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং আহমদ তাঁহাদিগ হইতে শুনিয়া প্রচার করিয়াছেন।]

---

* ইনি বসোরানিবাসিনী একজন বিশ্বস্তা অনুগামিনী ছিলেন।

† ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দীনদুঃখীদিগকে যাহা দেওয়া হয় তাহাকে সদকা বলা হইয়া থাকে। মনুষ্যের প্রত্যেক অস্থিগ্রন্থিতে ঈশ্বরের করুণা প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার সেই কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সদকাদানের প্রয়োজন। পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ ও গুণানুবাদাদি করিলেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ বা সদকা দান হয়।

‡ ইনি একজন হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, হজরতের সঙ্গে সতেরটি ধর্ম্মযুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আলি মোর্ত্তজার একজন প্রধান পারিষদ ছিলেন।

বোরয়দার উক্তি * ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে,"মানবদেহে তিন শত সত্তোরটি অস্থিগ্রন্থি আছে, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য সদকা নির্দ্দিষ্ট।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিত পুরুষ, কে ইহাতে সমর্থ হইবে?" তিনি বলিলেন, "মস্‌জেদে থুথু ও নাসানিঃসৃত শ্লেষ্মা থাকিলে তাহা বিলুপ্ত করিবে, গম্য পথ হইতে কণ্টক প্রস্তরাদি অপসারিত করিবে, তাহার অভাব হইলে, দুই রকাত পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজ পড়িবে। ইহাই তোমার (তিন শত সত্তোরটি অস্থিগ্রন্থি সম্বন্ধীয় কৃতজ্ঞতার) ফল বিধান করিবে।"—আবুদা।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বার রকাত পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজ পড়ে পরমেশ্বর তাহার জন্য স্বর্গলোকে স্বর্ণময় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজি এই হদিসকে গরিব হদিস বলিয়াছেন।]

আনস জোহনীর পুত্র মোওয়াজের উক্তি † ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিশান্ত নমাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার সময় নমাজের স্থানে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে যে, দুই রকাত জোহার নমাজ পর্য্যন্ত পড়ে, সৎকথা ভিন্ন বলে না, তাহার পাপ-পুঞ্জ সমুদ্রের ফেণপুঞ্জের ন্যায় হইলেও তাহার জন্য ক্ষমা হয় ‡।"—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পৌর্ব্বাহ্নিক দুই রকাতের সংরক্ষক সাগরের ফেণপুঞ্জের ন্যায় তাহার পাপপুঞ্জ হইলেও তাহার জন্য ক্ষমা হয়।"—আহ, তর, এব্‌নমা।

আয়শা হইতে ;—তিনি আট রকাত জোহার নমাজ পড়িতেন, তৎপর বলিতেন, "আমার পিতামাতাকে জীবিত করা হইলেও আমি ইহা পরিত্যাগ করিব না §।"

আবু সয়িদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজ এতদূর পড়িতেন যে,

---

* ইনি একজন হজরতের সহচর ছিলেন, হজরতের মদিনাপ্রস্থানের সময়ে পথে তাঁহার নিকটে এসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মার্ব্ব নগরে ইহাঁর কবর বিদ্যমান, ইনি ধর্ম্মযুদ্ধোপলক্ষে তথায় গিয়াছিলেন।

† ইনি জোহনিপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, হজরতের আনসার মণ্ডলীর অন্তর্গত বগোয়ানিবাসী সহচর ছিলেন।

‡ এস্থলে পৌর্ব্বাহ্নিক নমাজ আশরাক নমাজ। অন্য অন্য হদিসে আশ্‌রাক ও চাশ্‌ত এই দুই নমাজ (পৌর্ব্বাহ্নিক প্রহরান্তের) নমাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

§ অর্থাৎ পরলোকগত জনক জননীকে পৃথিবীতে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলে যেরূপ আনন্দ হইতে পারে তাহা অপেক্ষা সেই জোহার নমাজে অধিক আনন্দ হইয়া থাকে।

আমরা বলিতাম তিনি ইহা কখনও পরিত্যাগ করিবেন না, কিন্তু তিনি পরিত্যাগ করিতেন, তখন বলিতাম সেই নমাজ আর পড়িবেন না * ।—তর।

মোঅর্‌রেফ এজ্‌লীর উক্তি † ;—আমি এব্‌ন ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কি জোহার নমাজ পড়িয়া থাকেন? তিনি বলিলেন, না। আমি প্রশ্ন করিলাম, তবে ওমর পড়িতেন? বলিলেন, না। আমি প্রশ্ন করিলাম, তবে আবুবেকর? তিনি বলিলেন, না; জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে প্রেরিতপুরুষ? বলিলেন "আমি মনে করি না যে তিনি পড়িতেন।"—বো।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

তত্তুওয় (আনুগত্য ‡ ।)

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ নিশান্ত নমাজের প্রাক্কালে বেলালকে বলিয়াছিলেন, "বেলাল, তুমি সেই ক্রিয়ার কথা আমাকে বল, এস্‌লামধর্ম্মে যে ক্রিয়া সাধন করিয়া তুমি পুরস্কারের আশা করিয়াছ। যেহেতু আমি স্বর্গলোকে তোমার পাদুকাদ্বয়ের শব্দ আমার সম্মুখভাগে শুনিতে পাইয়াছি §।" তিনি (বেলাল) বলিলেন, "আমি এমন কোন কার্য্য করি নাই যে, আপনি আমার নিকটে সে আশা রাখিতে পারেন। তবে আমি রজনীর বা দিবার কোন মুহূর্ত্তে এমন অশুদ্ধি (অজু বা স্নান) করি নাই যে, তাহাতে নমাজ পড়ি নাই।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে যেরূপ কোরাণের সুরা শিক্ষা দিতেন তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা শিক্ষা দান করিতেন, বলিতেন, "যখন তোমাদের কেহ কোন কার্য্য করিতে সমুদ্যত হয় তখন সে যেন অনিরূপিত দুই রকাত নমাজ পড়ে, তৎপর যেন বলে, হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি ও তোমার শক্তির সাহায্যে তোমার নিকটে শক্তির প্রার্থী হইতেছি, এবং তোমার মহাপ্রসন্নতার প্রার্থনা তোমার নিকটে করিতেছি।

---

* যে নমাজ অতিরিক্ত হজরত সর্ব্বদা সেই নমাজ পড়িতেন। মণ্ডলীর প্রতি দয়া করিয়া সময়ে সময়ে তাহা হইতে তিনি নিবৃত্ত থাকিতেন। সাধারণের পক্ষে তাহা সহজসাধ্য নয়।

† ইনি একজন বসোরানিবাসী এজ্‌ল বংশীয় অনুগামী ও বিশ্বাসী সাধক ছিলেন।

‡ তত্তুঅ শব্দে অতিরিক্ত সাধনা বা আনুগত্য ও বাধ্যতা বুঝায়।

§ ইহা তিনি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন বা মেরাজের দিন (স্বর্গারোহণের দিন) দেখিতে পাইয়াছিলেন।

নিশ্চয় তুমি শক্তিপূর্ণ আমি শক্তিহীন ও তুমি জ্ঞানময় আমি অজ্ঞান, অপিচ তুমি নিগূঢ় বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ। হে পরমেশ্বর, যদি তুমি জান, আমার জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধে ও জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে এবং ক্রিয়ার পরিণামসম্বন্ধে অথবা (হদিস প্রবক্তার সন্দেহ) ইহলোক ও পরলোকসম্বন্ধে এই কার্য্য কল্যাণকর তাহা হইলে আমার নিমিত্ত ইহা নির্দ্ধারিত কর ও আমার জন্য ইহা সহজ কর, তদনন্তর আমার নিমিত্ত এবিষয়ে কুশল বিধান কর। যদি তুমি জান আমার ধর্ম্মবিষয়ে, আমার জীবনযাত্রাবিষয়ে ও আমার কার্য্যের পরিণাম বিষয়ে, অথবা ইহলোক ও পরলোকবিষয়ে এই কার্য্য আমার অকল্যাণজনক তাহা হইলে ইহা আমা হইতে দূর কর ও ইহা হইতে আমাকে নিবৃত্ত রাখ, এবং যাহাতে মঙ্গল হয় তদ্বিষয় আমায় জন্য নির্দ্ধারিত কর, তৎপর আমাকে প্রবৃত্তি দান কর।" উক্ত হইয়াছে (প্রার্থনার সময় প্রার্থিতব্য বিষয়ের) নাম করা হইত।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আলির উক্তি ;—আমাকে আবুবেকর বলিয়াছেন, এবং আবুবেকর সত্য বলিয়াছেন ;—তিনি বলিয়াছেন, "হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, 'এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, কোন পাপ করিয়াছে, তৎপর দাঁড়াইয়াছে, পরে অজু করিয়াছে, তদনন্তর নমাজ পড়িয়াছে, তৎপর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাকে ক্ষমা করেন নাই।' তদনন্তর তিনি "ও অল্লজিনা এজা কালু ফাহেশতন্" ইত্যাদি আয়ত পড়িলেন।—তর, এবনমাঁ।

[কিন্তু এবনমাজ আয়তের বিষয় উল্লেখ করেন নাই।]

হোজয়ফার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন কোন কার্য্যে সঙ্কটাপন্ন হইতেন, তখন নমাজ পড়িতেন।—আবুদা।

বোরয়দার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ প্রত্যুষে (আজানদাতা) বেলালকে ডাকিয়া বলিলেন, "কি হেতু তুমি স্বর্গলোকে আমার অগ্রগামী হইলে ? আমি এমন কখন স্বর্গে প্রবেশ করি নাই যে, আমার পুরোভাগে তোমার পদধ্বনি শ্রবণ করি নাই।" তিনি বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, দুই রকাত নমাজ না পড়িয়া আমি কখন আজান দান করি নাই, আমি কখনও এমন অশুচি হই নাই যাহার অব্যবহিত পরে অজু করি নাই, এবং আমি মনে করি যে, আমার সম্বন্ধে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দুই রকাত নমাজ বিধেয়।" তখন হজরত বলিলেন, "এই দুই কারণে (তুমি আমার অগ্রগামী)।"—তর।

আবু আওফার পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যদি কাহারও ঈশ্বরের নিকটে বা মনুষ্যের নিকটে বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় তবে সে যেন উত্তমরূপে অঙ্গশুদ্ধি (অজু) করে, তৎপর যেন দুই রকাত নমাজ পড়ে, তৎপর যেন ঈশ্বরের গুণানুবাদ ও প্রেরিতপুরুষের উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে, তদনন্তর যেন 'লা এলাহে

এল্লেল্লাহ অল্ হকিমোল্ করিমো সবহান আল্লাহো, রব্বোল্ আরশোল্ অজিমে ও অল্ হম্দো লেল্লাহে রব্বোল্ আল্মিন' বলিয়া এরূপ প্রার্থনা করে 'আমি তোমার নিকটে সেই কার্য্য প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার করুণার অবতরণ হয়, এবং সেই অবস্থা যাহাতে তোমার ক্ষমা লাভ হয়, অপিচ প্রত্যেক কল্যাণ ব্যাপারের সম্পত্তি যাহাতে হস্তগত হয়, যাহাতে পাপ হইতে মুক্তি হয়। তুমি আমার কোন পাপকে মার্জ্জনা না করিয়া ছাড়িও না, কোন দুঃখকে মোচন না করিয়া ছাড়িও না, যে অভিলাষ তোমার অনুমোদিত সেই অভিলাষ পূর্ণ না করিয়া ছাড়িও না, হে দয়াবান্দিগের অপেক্ষা অধিকতর দয়াবান্।"—তর, এব্নমা।

[এব্ন মাজ এই হদিসকে গরিব হদিস বলিয়াছেন।]

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সলাত তস্বিহ।

প্রথম অধ্যায়।

এব্ন অব্বাসের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ অবদোল্ মোত্তালেবের পুত্র অব্বাসকে বলিয়াছেন, "হে অব্বাস, হে আমার পিতৃব্য, আমি কি দিব না ? আমি কি তোমাকে দান করিব না ? আমি কি তোমাকে জ্ঞাপন করিব না ? আমি কি তোমাকে দশটি বিষয় শিক্ষা দিব না ? যখন তুমি তাহা করিবে তখন পরমেশ্বর তোমার পূর্ব্ব ও পশ্চাৎকৃত পাপ পুরাতন ও নূতনকৃত, অজ্ঞানকৃত ও ইচ্ছাকৃত, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গুপ্ত ও ব্যক্ত পাপসকল ক্ষমা করিবেন। তুমি চারি রকাত নমাজ পড়িবে, প্রত্যেক রকাতে কোরাণের ফাতেহা ও অন্য সুরা পাঠ করিবে। পরে প্রথম রকাত সম্বন্ধীয় পাঠ হইতে যখন নিবৃত্ত অথচ তুমি দণ্ডায়মান, তখন তুমি 'সব্হানাল্লাহ ও অল্ হম্দো লেল্লাহে ও লা এলাহ এল্লেল্লাহ ও আল্লাহো আক্বর' পনের বার বলিবে। তৎপর রকু করিবে, পরে রকু করিতেছ এমন অবস্থায় তাহা দশ বার বলিবে, তদনন্তর রকু হইতে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহা দশ বার বলিবে, তাহার পর নমস্কারের ভাবে অবনত হইবে, পরে তুমি নমস্কারের অবস্থায় তাহা দশ বার বলিবে, তদনন্তর স্বীয় মস্তক নমস্কার হইতে উঠাইয়া তাহা দশ বার বলিবে, তদনন্তর নমস্কার করিবে ও তাহা দশ বার বলিবে, তাহার পর মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহা দশবার বলিতে হইবে। অতএব প্রত্যেক রকাতে ইহা পঁচাত্তর বার হইল, তুমি চারি রকাতে ইহা করিতে থাক। যদি প্রতিদিন একবার এই নমাজ পড়িতে সমর্থ হও তবে তাহা পড়িবে, তাহা না করিলে প্রতি শুক্রবার একবার পড়িবে, পরে তাহা না করিলে প্রতি মাসে একবার করিবে। পরে

তাহা না করিলে প্রতি বৎসর এক বার করিবে, তাহা না করিলে তোমার জীবনে এক বার করিবে।"—আবুদা, এব্‌নমা। বয়হকি দওয়াতোল্‌ কবির গ্রন্থে।

[তরমোজি আবু রাফেয়া হইতে শ্রবণ করিয়া প্রায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "কেয়ামতের দিনে ঈশ্বরকিঙ্করসম্বন্ধে প্রথমে তাহার কার্য্যবিষয়ে যাহা পরিগণিত হইবে তাহা নমাজ, তাহা ঠিক হইলে সে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত ও মুক্ত, যদি তাহা ঠিক না হয় তবে সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, যদি তাহার নমাজ ফয়জ হইতে কিছু ন্যূনতা ঘটিয়াছে এমন হয় তবে পরমেশ্বর বলিবেন, "তোমরা লক্ষ্য কর আমার দাসের অতিরিক্ত সাধনা কিছু আছে কি না, থাকিলে তাহা দ্বারা তাহার নমাজ ফরিজার ন্যূনতা পূর্ণ করা হইতেছে।" তৎপর তাহার সমুদায় ক্রিয়া সম্বন্ধে এতদনুযায়ী হইবে। তাহার অন্য বিবৃতিতে তৎপর জকাতও ঈদৃশ, তদনন্তর সমগ্র ক্রিয়া এই হিসাবে গৃহীত হইবে।—আবুদা।

[আহমদ কোন ব্যক্তি হইতে শ্রবণ করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আবু ওমামার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "দাস যে দুই রকাত নমাজ পড়িয়া থাকে তদপেক্ষা তাহার অন্য কিছুর প্রতি পরমেশ্বর অধিকতর কর্ণপাত করেন না। নিশ্চয় নমাজে দাসের মস্তকের উপর সর্ব্বদা কল্যাণ বর্ষিত হয়, দাসদিগকে সেরূপ অন্য কিছুতে ঈশ্বরের সান্নিধ্যবর্ত্তী করে না, যেরূপ তাঁহা হইতে নির্গত বস্তু অর্থাৎ কোরাণ করিয়া থাকি।"—আহ, তর।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সলাত সফর (দেশান্তর ভ্রমণে নমাজ *।)

প্রথম অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ মদিনায় চারি রকাতে জহরের নমাজ পড়িয়াছিলেন, এবং জোল্‌ হোলয়ফাতে দুই রকাতে আসরের নমাজ পড়িয়াছিলেন †।—উভয়।

ওহব খোজায়ীর পুত্র হারেসার উক্তি ;—হজরত আমাদের সঙ্গে দুই রকাত নমাজ

---

* দেশান্তরভ্রমণ কালে প্রয়োজনবশতঃ সঙ্ক্ষেপে নমাজ পড়ার বিধি আছে।

† হজরত হজ্জব্রতপালনার্থ মদিনা হইতে মক্কায় যাত্রা করিয়া জোল্‌ হোলয়ফায় পঁহুছিয়া চারি রকাত স্থানে দুই রকাতে নমাজ পড়িয়াছিলেন। মদিনা হইতে পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যে জোল্‌ হোলয়ফা।

পড়িয়াছিলেন, এদিকে আমরা হোজ্জতোল্‌ওয়দাতে সঙ্খ্যায় এত অধিক ছিলাম যে এরূপ কখন ছিলাম না, এবং নিরাপদ ছিলাম *।—উভয়।

ওমরের পুত্র বালির উক্তি †;—আমি খেত্তাবের পুত্র ওমরফারুককে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "তোমরা কাফেরদিগের উৎপাত আশঙ্কা করিলে সঙ্ক্ষেপে নমাজ পড়িও।" পরমেশ্বর এতদ্ভিন্ন বলেন নাই, এক্ষণ প্রকৃত পক্ষে নিরাপদ অবস্থা, (তবে কেন এই দেশান্তরযাত্রায় আমরা সঙ্ক্ষেপে নমাজ পড়িব?) তিনি বলেন, "তুমি যাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ, আমিও তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। পরে আমি এ বিষয় প্রেরিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহা সদকাস্বরূপ, (দুঃখীদরিদ্রের প্রতি দানস্বরূপ,) পরমেশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে এই সদকা বিধান করিয়াছেন। অতএব তোমরা এই সদকা গ্রহণ কর ‡।"—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—হজরত নবি (স্বর্গীয় তত্ত্ববাহক) দেশান্তরে গিয়াছিলেন, এবং উনিশ দিন স্থিতি করিয়াছিলেন, দুই দুই রকাতে নমাজ পড়িয়াছিলেন। এব্‌ন আব্বাস বলিয়াছেন, অনন্তর আমরা আমাদের এই স্থান ও মক্কার মধ্যবর্ত্তী স্থানে উনিশ দিন অবস্থানেও দুই দুই রকাতে নমাজ পড়িয়া থাকি, কিন্তু তাহার অধিক স্থিতি করিলে চারি রকাতে নমাজ পড়ি §।—বো।

আসেমের পুত্র হফসের উক্তি ¶;—আমি মক্কার পথে এব্‌ন ওমরের সহচর ছিলাম। তিনি আমাদের জন্য দুই রকাত জহরের নমাজ পড়িয়াছিলেন, তৎপর তিনি স্বস্থানে আসিলেন ও উপবিষ্ট হইলেন। তখন দেখিলেন যে, লোক সকল দণ্ডায়মান, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কি করিতেছে?" আমি বলিলাম, ইহারা অতিরিক্ত নমাজ পড়িতেছে। তিনি বলিলেন, "আমি অতিরিক্ত নমাজ পড়িলে আমি আমার নির্দ্দিষ্ট

---

* শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হইলে সঙ্ক্ষেপে নমাজ পড়ার বিধি আছে। কিন্তু হোজ্জতোল্‌ওয়াদায়, বিঘ্ন বিপদের আশঙ্কা ছিল না, দল অতিশয় পুষ্ট ছিল, তথাপি হজরত সঙ্ক্ষেপে নমাজ পড়িয়াছিলেন।

† ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন, মক্কাবিজয়ের দিন এস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, হোনয়ন, তায়েফ ও তবুকের রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, দ্বিতীয় খলিফা ওমরের একজন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ইনি আলিমোর্ত্তজার সঙ্গে সফয়নের রণক্ষেত্রে যাইয়া নিহত হইয়াছিলেন।

‡ ঈশ্বর তোমাদের দুর্ব্বলতা দেখিয়া এরূপ সহজবিধান করিয়াছেন। ইহার অন্যথা যখন করিবে তখন তোমাদের অবাধ্যতা প্রকাশ পাইবে। দেশভ্রমণের অবস্থায় রোজাপালনে নিবৃত্ত থাকিবারও বিধি আছে।

§ কোনস্থানে যাইয়া কেহ দশদিন স্থিতি করিলে সেই ব্যক্তি সেই স্থাননিবাসী বলিয়া পরিগণিত হয় না।

¶ ইনি খলিফা ওমরের পৌত্র হজরতের একজন সম্ভ্রান্ত বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। ইহাঁ কর্ত্তৃক বহু হদিস বিবৃত হইয়াছে।

নমাজ পূর্ণভাবে সম্পাদন করিতাম। আমি প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে ছিলাম, তিনি দেশ পর্য্যটন কালে দুই রকাতের অধিক নমাজ পড়িতেন না। আবুবেকর, ওমর ও ওস্‌মান এইরূপ করিতেন।"—উভয়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ দেশান্তর ভ্রমণের সময়ে জহরের নমাজের সঙ্গে আসরের নমাজে ও মগরবের সঙ্গে এশার নমাজের যোগ করিতেন *।—বো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত দেশপর্য্যটনের সময়ে উষ্ট্রপৃষ্ঠোপরি নমাজ পড়িতেন। নমাজ ফরজ ব্যতীত নৈশিক নমাজ পড়িতে তাঁহার এরূপ ইঙ্গিত ছিল, তিনি উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থিতি করিয়াই এতর পড়িতেন †।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ এ সমুদায় করিতেন, নমাজ সংক্ষেপে পড়িতেন ও সমাপ্ত করিতেন।—শরাহ (সোন্নত)।

হোসয়নের পুত্র এম্‌রাণের উক্তি ;—আমি হজরতের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে গমন করিয়াছিলাম, এবং মক্কাবিজয়ের সময় তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। পরে তিনি মক্কাতে অষ্টাদশ যামিনী যাপন করিয়াছিলেন। তিনি দুই রকাতে ব্যতীত নমাজ পড়েন নাই, এবং বলিতেন, "হে নগরবাসিগণ, তোমরা চারি রকাত নমাজ পড়িও, কিন্তু আমরা দেশপর্য্যটক।"—আবুদা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—আমি প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে দেশভ্রমণে জহরের দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছি, এবং তাহার পর দুই রকাত পড়িয়াছি। তাহার অন্য উক্তিতে আমি হজরতের সঙ্গে স্বদেশে বিদেশে নমাজ পড়িয়াছি। স্বস্থানে তাঁহার সঙ্গে চারি রকাত জহরের নমাজ পড়িয়াছি, তদনন্তর দুই রকাত পড়িয়াছি, এবং দেশান্তর ভ্রমণে তাঁহার সঙ্গে দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছি, তৎপর দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছি ও আসরের নমাজ দুই রকাত পড়িয়াছি, এবং তাহার পর আর তিনি কিছুই নমাজ পড়েন নাই। এবং স্বদেশে বিদেশে মগ্‌রবের নমাজ তিন রকাতের তুল্য হইয়াছে ও স্বদেশে বিদেশে ন্যূনতা হয় নাই। ইহা দিবাভাগের অযুগ্ম নমাজ হয়। তদনন্তর দুই রকাত পড়া হইয়াছে।—তর।

---

* হজরত যখন অবিশ্রান্ত পথ অতিক্রম করিয়া বিশ্রামের জন্য কোন স্থানে উষ্ট্র পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেন, তখন জহরের নমাজের সঙ্গে আসরের নমাজ, এবং মগরবের নমাজের সঙ্গে এশার নমাজ যোগ করিয়া পড়িতেন, পূর্ব্ববর্ত্তী নমাজের সঙ্গে তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী নমাজের যোগ করিতেন, কিন্তু আসরের নমাজ পড়িবার সময় তাহার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী জহরের নমাজের যোগ করিয়া একত্র দুই নমাজও পড়িতেন।

† প্রান্তর পর্য্যটন কালে দস্যু ও হিংস্র পশু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ও কাফেলা হইতে দূরে পড়া ইত্যাদি ভয়ে হজরত উষ্ট্রপৃষ্ঠে এরূপ নমাজ পড়িতেন।

জবলের পুত্র মোয়াজের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ সংগ্রামোদ্দেশে তবুকে গিয়াছিলেন। যখন যাত্রার প্রাক্‌কালে সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িত তখন তিনি জহর ও আসরের নমাজের পরস্পর যোগ করিতেন,এবং সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিমাভিমুখে হেলিয়া পড়িবার পূর্ব্বে গমন করিলে আসরের নমাজের জন্য অবতরণ করা পর্য্যন্ত জহরের নমাজে বিলম্ব করিতেন। মগ্‌বরসম্বন্ধেও ঈদৃশ আচরণ হইত। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সূর্য্যাস্তগত হইলে তিনি এশা ও মগরবের নমাজ একযোগে পড়িতেন, এবং যদি সূর্য্যাস্তমিত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি যাত্রা করিতেন তাহা হইলে এশার নমাজের জন্য অবতরণ করা পর্য্যন্ত মগরবের নমাজে বিলম্ব করিতেন, তৎপর উভয় নমাজকে একযোগে পড়িতেন।—আবুদা, তর।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন দেশপর্য্যটনে থাকিতেন ও অতিরিক্ত নমাজ পড়িতে ইচ্ছু হইতেন, তখন তিনি উষ্ট্রযোগে কেব্‌লাভিমুখীন হইয়া তক্‌বির বলিতেন। তদনন্তর তাঁহাকে উষ্ট্র যে দিকে ফিরাইত তিনি সেই দিকে অভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়িতেন।—আবুদা।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ আমাকে তাঁহার কোন কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন তিনি স্বীয় উষ্ট্রোপরি পূর্ব্বাভিমুখে নমাজ পড়িতেছিলেন, রকু অপেক্ষা সেজ্‌দায় অধিক নত হইতেছিলেন।—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত মহাপুরুষ মিনাতে দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পরে আবুবেকর ও আবুবেকরের পরে ওমর, এবং ওস্‌মান খলিফাপদে অভিষিক্ত থাকার প্রথম ভাগে দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছেন, তদনন্তর ওস্‌মান চারি রকাত পড়িয়াছেন। কিন্তু এব্‌ন ওমর যখন এমামের (ওস্‌মানের) সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছেন তখন চারি রকাত পড়িয়াছেন, যখন একাকী নমাজ পড়িয়াছেন তখন দুই রকাত।—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—প্রথমে দুই রকাত নমাজের বিধি ছিল, তৎপর যখন প্রেরিত পুরুষ মদিনায় প্রস্থান করিলেন, তখন চারি রকাতের বিধি হয়, দেশান্তরযাত্রার নমাজে প্রথম বিধিই থাকিয়া যায়। জহরী বলিয়াছেন, "আমি আরওয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আয়শাদেবীর কি অবস্থা যে (দেশান্তরযাত্রায়) পূর্ণ নমাজ পড়িয়া থাকেন? তিনি বলিলেন, "ওস্‌মান যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আয়শাও তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন *।—উভয়।

---

* অর্থাৎ ওস্‌মান বলিতেন, বিদেশযাত্রায় দুই রকাতে নমাজ হইতে পারে, চারি রকাতেও হয়। আয়শাদেবীও তদ্রূপ বলিয়াছেন।

এব্‌ন আব্বাস বলিয়াছেন, পরমেশ্বর তোমাদের নবির রসনাযোগে স্বস্থানে চারি রকাত, দেশান্তরগমনে দুই রকাত ও ভীতির অবস্থায় এক রকাত নমাজ বিধি দিয়াছেন।—মো।

এব্‌ন আব্বাস ও এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ সফরে (দেশান্তরেগমনে) দুই রকাত নমাজের বিধি দিয়াছেন। এই দুই রকাত ত্রুটি শূন্য পূর্ণ, এবং (সফরে) এতর বিধি।—এব্‌নমা।

মালেকের উক্তি ;—তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, মক্কা ও তায়েফে যত দূর দূরতা, মক্কা ও ওস্‌ফানে যে পরিমাণ দূরতা এবং মক্কা ও জোদ্দায় যে পরিমাণ দূরতা সেই পরিমাণ দূরত্বস্থলে এব্‌ন অব্বাস সঙ্ক্ষেপে নমাজ পড়িতেন। মালেক বলিয়াছেন, "ইহা চারি বরিদ (আট চল্লিশ মাইল) *।—মোওতা।

বরায়ের উক্তি ;—আমি আঠার বার বিদেশযাত্রায় হজরতের সঙ্গে ছিলাম, জহরের প্রাক্‌কালে যখন সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিম দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত তখন তাঁহাকে দুই রকাত নমাজ হইতে বিরত থাকিতে দেখি নাই।—আবুদা, তর।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

নাফেয়ার উক্তি ;—ওমর ফারুকের পুত্র দেশান্তর গমনে স্বীয় পুত্র ওবয়দোল্লাকে অতিরিক্ত নমাজ পড়িতে দেখিয়াছেন, তখন তিনি তৎপ্রতি অবহেলা করেন নাই। - মালে।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শুক্রবাসরীয় নমাজ †।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "আমরা (সৃষ্টিকালানুসারে) পরবর্ত্তী, এবং পুনরুত্থানের দিনে স্বর্গগমনে অগ্রবর্ত্তী, ইহা ভিন্ন আমাদের পূর্ব্বে তাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপর তাহাদের এই দিন অর্থাৎ শুক্রবার যাহা

---

* ওস্‌ফাননামক স্থান মক্কা হইতে মদিনাগমনের পথে, জোদ্দা বা জেদ্দা মক্কার সমীপবর্ত্তী সাগরকূলস্থ নগর। এদেশের মক্কাতীর্থের যাত্রিকগণ অর্ণবপোত হইতে জোদ্দায় অবতরণ করিয়া পরে উষ্ট্রারোহণে মক্কায় গিয়া থাকেন।

† শুক্রবারকে আরব্য ভাষায় জোমা বলে। জোমা শব্দে যোজিত বা মিলিত বুঝায়। এই দিনে জগতের সৃষ্টি, মানবজাতির আদি পুরুষ আদমের উৎপত্তি ও তাঁহার স্বর্গলোক হইতে পতন ইত্যাদি অনেক মহাব্যাপার ঘটিয়াছে। অপিচ এই দিবসে সমুদায় লোক নমাজে সম্মিলিত হয়, এজন্য ইহার নাম জোমা হইয়াছে।

তাহাদের সম্বন্ধে বৈধ হইয়াছিল, পরে তাহারা তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। অনন্তর পরমেশ্বর তাঁহার দিকে আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবিষয়ে এ সকল লোক পশ্চাদ্গামী হইয়াছে। ইহুদিগণ পরদিন শনিবার খ্রীষ্টবাদিগণ তাহার পরবর্ত্তী দিন রবিবার আশ্রয় করিয়াছে *।—উভয়।

[মোসলমের বিবৃতিতে ;—তিনি বলিয়াছেন "আমরা পরবর্ত্তী কেয়ামতের দিনে অগ্রবর্ত্তী ও যাহারা স্বর্গলোকে প্রবেশ করিবে আমরা তাহাদের প্রথম।" ইহা ভিন্ন আমাদের পূর্ব্বে তাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত ইত্যাদি শেষ পর্য্যন্ত তদনুরূপ বিবৃত হইয়াছে। এবং মোসলেমের অপর বিবৃতিতে আবু হোরয়রা ও হোজয়ফা এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন ;—প্রেরিতপুরুষ হদিসে, শেষাংশে বলিয়াছেন, "আমরা পৃথিবীর লোকদিগের পরবর্ত্তী এবং কেয়ামতের দিনে অগ্রবর্ত্তী, আমরা সেই লোক যে, সকল লোকের পূর্ব্বে স্বর্গগমনে যাহারা আদিষ্ট হইয়াছে।"]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "শুভদিন শুক্রবার, তাহাতে সূর্য্যোদয় হইয়াছে, তাহাতে আদম সৃষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বর্গলোকে প্রবেশ করিয়াছেন ও তাহাতে তিনি তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন, এবং শুক্রবার ভিন্ন কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হইবে না।"—মো।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "শুক্রবারে এমন এক সময় আছে যে, তাহাতে মোসলমান কিঙ্কর কল্যাণ প্রার্থনা করে, এমন ঘটে না যে, উহা তাহাকে প্রদত্ত হয় না।"—উভয়।

[অপিচ মোস্‌লেম এবিষয়ে অতিরিক্ত এই বলিয়াছেন ; সেই সময় সঙ্কীর্ণ। মোস্‌লম ও বোখারীর উভয়ের বিবৃতিতে এরূপ উক্ত হইয়াছে, "নিশ্চয় শুক্রবারে এমন এক সময় আছে যে, তাহাতে মোসলমান নমাজে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের নিকটে কল্যাণ প্রার্থনা করিলে এমন সঙ্ঘটন হয় না যে তাহাকে তাহা প্রদত্ত হয় না।"]

আবু মুসার পুত্র অবু বোরয়দার উক্তি ;—আমি পিতাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "প্রেরিতপুরুষ শুক্রবারের সেই সময় সম্বন্ধে বলিতেন, "উহা এমামের (মেম্বরে) উপবেশন অবধি নমাজ সমাপ্ত পর্য্যন্ত।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—আমি তুর পর্ব্বতের দিকে গিয়াছিলাম, কাবোল্ আহবারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল †, তাঁহার নিকটে আমি উপবিষ্ট হইয়াছিলাম।

---

* ইহুদি জাতি শুক্রবারের পরবর্ত্তী শনিবারকে, খ্রীষ্টীয় লোকেরা তৎপরবর্ত্তী রবিবারকে পুণ্যাহ বলিয়া থাকেন। এই দুই জাতি তওরাত ও বাইবেল এই দুই ধর্ম্মগ্রন্থের অধিকারী।

† ইনি একজন ইহুদি জাতীয় পণ্ডিত ছিলেন, ওমর ফারুকের নিকটে এসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি খলিফা ওসমানের নেতৃত্বকালে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি তওরাত গ্রন্থের বিষয় আমার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলেন। আমি হজরতের বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে যে সকল কথা বলিতে ছিলাম, তন্মধ্যে বলিয়াছিলাম যে প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "দিবাকর সমুদিত হইয়াছে, এমন শুক্রবার শুভবার, সেই দিবস আদম সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই দিবস তাঁহার স্বর্গলোক হইতে পতন হইয়াছে ও সেই দিবস তিনি ঈশ্বরের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছেন, এবং সেই দিন কেয়ামতের প্রতিষ্ঠা হইবে, দানব মানব ব্যতীত এমন ভূচর নাই যে, উষাকাল হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কেয়ামতের ভয়প্রযুক্ত শুক্রবাসরের প্রভাত কালের প্রতীক্ষা করে না * এবং সেই দিনে এমন সময় আছে যে, মোসলমান কিঙ্করের পক্ষে এমন ঘটে না যে, সে নমাজ পড়ে, এবং ঈশ্বরের নিকটে কিছু প্রার্থনা করে, তাহা তাহাকে প্রদত্ত হয় না।" কাব বলিলেন,"ইহা প্রত্যেক বৎসর এক দিন (এক শুক্রবারে) ঘটে।" তখন আমি বলিলাম, বরং প্রত্যেক শুক্রবারে। তাহাতে তিনি তওরাত পাঠ করিয়া বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ সত্য কথা বলিয়াছেন।" আবু হোরয়রা বলিলেন, সেলামের পুত্র অবদোল্লার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, † শুক্রবারবিষয়ে কাবোল্ আহবারের সঙ্গে বসিয়া আমার যে কথা হইয়াছিল আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, কাব বলিয়াছেন প্রতি বৎসর সেই সময় এক দিন হয়, আমি প্রতিবাদ করিলাম। তৎপর কাব তওরাত পাঠ করিলেন, এবং বলিলেন, "হাঁ বরং প্রত্যেক শুক্রবারেই হয়।" সেলামের পুত্র অবদোল্লা বলিলেন, "কাব অসত্য বলিয়াছেন।" তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, তৎপর কাব তওরাত পড়িয়া বলিলেন, "বরং ইহা প্রতি শুক্রবারে ঘটিয়া থাকে।" তখন সেলামের পুত্র অবদোল্লা বলিলেন, "কাব সত্য বলিয়াছেন।" তৎপর অবদোল্লা বলিলেন, "নিশ্চয় আমি জ্ঞাত আছি, ইহা কোন্ সময়।" আবু হোরয়রা বলিলেম, তাহা আমাকে জ্ঞাপন কর, এবং আমার নিকটে গোপন করিও না। তখন অবদোল্লা বলিলেন, "ইহা শুক্রবারের শেষ মুহূর্ত্ত।" আবু হোরয়রা বলিলেন, তখন আমি বলিলাম, শুক্রবারে শেষকালে কেমন করিয়া হইবে? প্রকৃতপক্ষে হজরত বলিয়াছেন, "সেই দিবস এমন সময় আছে যে, মোসলমান কিঙ্করের পক্ষে এমন ঘটে না যে, সে নমাজ পড়ে ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে, তাহাকে তাহা প্রদত্ত হয় না।" তখন সেলামের পুত্র অবদোল্লা বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ কি বলেন নাই? কোন ব্যক্তি সভায় বসিয়া নমাজের প্রতীক্ষা করিতেছে, তখন যে পর্য্যন্ত নমাজ পড়া না হয় সে পর্য্যন্ত সে নমাজে আছে?" আবু হোরয়রা বলিলেন, তবে ইহা তাহাই।—মালে, আবুদা, তর; নেসা।

---

* অর্থাৎ তাহারা এরূপ মনে করে, অদ্যাই বা কেয়ামত উপস্থিত হয়, যেন পরমেশ্বর ইতর জন্তুদিগকে এবিষয়ে প্রত্যাদেশ করেন, কিন্তু দানব ও মানবদিগকে এবিষয়ে উদাসীন ও বিস্মৃত রাখিয়াছেন। তাহাদের নিকটে এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় না।

† ইনি একজন হজরতের সহচর ইহুদিজাতীয় পণ্ডিতছিলেন।

[আহমদ, কাব সত্য বলিয়াছেন এই উক্তি পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন।]

আনসের উক্তি ;— প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "শুক্রবার দিবসে যাহা আশা করা হয়, আসরের নমাজের পর সূর্য্যাস্তগমন পর্য্যন্ত তোমরা সেই সময় অন্বেষণ করিও।"—তর।

আওসের পুত্র আওসের উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ দিবস শুক্রবার দিবস। সেই দিবস আদম সৃষ্ট হইয়াছেন, এবং সেই দিবস তাঁহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে, এবং সেই দিবস সুরধ্বনি (প্রলয়ের সিঙ্গাধ্বনি) ও মৃত্যু হইবে †, সেই দিবস তোমরা আমার সম্বন্ধে অধিকতর দরুদ (আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা) করিবে, যেহেতু আমার সম্বন্ধে তোমাদের দরুদ পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত করা হয়।" পারিষদগণ বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, আপনি পচিয়া যাইবেন তদবস্থায় কেমন করিয়া আপনার সম্বন্ধে আমাদের দরুদ উপস্থিত করা হইবে?" (হদিস আখ্যায়ক) বলিয়াছেন, "তাঁহারা বলিয়াছিলেন, আপনি জীর্ণ হইয়া যাইবেন।" তিনি বলিলেন, নিশ্চয় পরমেশ্বর ধরাতলে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের দেহ অবৈধ ধরিয়াছেন ‡।"—অবুদা, নেসা, এব্‌নমা, দারা। দওয়াতোল্ কবিরে বয়হকি।

আবু হোরয়রার উক্তি ; প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেলন, "এই শুক্রবার ইয়ুম মউদ ইয়ুম কেয়ামত (অঙ্গীকৃত কেয়ামতের দিন।) ইয়ুম মশহুদ, ইয়ুম অরফাত ও শাহেদ বিশ্বাসমণ্ডলী ও দেবগণের সম্মিলনের দিন। ইহা অপেক্ষা কোন দিনে সূর্য্যের উত্তম উদয়াস্ত হয় না। এই দিনে এমন এক সময় হয় যে এমন ঘটে না বিশ্বাসী দাস কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন, পরমেশ্বর তাহা গ্রহণ করেন না, এমন কিছু হইতে আশ্রয় প্রার্থনা হয় না, যে তাহা হইতে আশ্রয় পায় না।—আহ, তর।

[তরমোজি এই হদিসকে গরিব হদিস বলিয়াছেন। ইহা ওবয়দার পুত্র মুসার হদিসে ভিন্ন লক্ষিত হয় না, এবং তিনি দুর্ব্বল হদিস বলিয়াছেন।]

---

* ইনি হজরতের এক জন পারিষদ ছিলেন, ইহাঁর নিবাস দমস্ক নগরে ছিল। সেই স্থানেই ইনি পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† কেয়ামত বা প্রলয়বিষয়ে মোহম্মদীয় শাস্ত্রে এরূপ মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত যে, কেয়ামতের প্রাক্‌কালে এস্রাফিলনামক ফেরেস্তা শিঙ্গা বাজাইবেন। একবার বা দুইবার শিঙ্গাধ্বনি হইলে দেবগণ ও মানবগণ ভীত হইবেন। তৎপর তাঁহারা মূর্চ্ছিত বা জীবনশূন্য হইয়া পড়িবেন। পরে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে জীবনদান করিবেন।

‡ শারীরিক জীবন সাংসারিক, তাহা প্রকৃত জীবন নহে, আধ্যাত্মিক জীবনই প্রকৃত জীবন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মার্থ নিহত লোকদিগের সম্বন্ধে পরমেশ্বর শরীর অবৈধ করিয়াছেন। তাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হইয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অবদোল্ মোত্তেবের পুত্র আবু লোবাবার উক্তি * ;—হজরত নবি বলিয়াছেন, "শুক্রবার সকল বারের শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের নিকটে উহা সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত, ইহা ঈদ কোর্‌বাণী ও ঈদ রমজান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই দিবসের পাঁচটি অবস্থা (১) এই দিবস পরমেশ্বর আদমকে সৃজন করিয়াছেন, (২) ও এই দিনে পরমেশ্বর আদমকে স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতারণ করিয়াছেন, (৩) এবং এই দিবসে পরমেশ্বর আদমের জীবন হরণ করিয়াছেন, (৪) অপিচ এই দিনে এমন সময় আছে যে, দাস এমন কিছু প্রার্থনা করে না যে তাহা তাহাকে প্রদত্ত হয় না, (৫) পরন্তু এই দিবসে কেয়ামত সঙ্ঘটিত হইবে। পরমেশ্বরের সান্নিধ্যবর্ত্তি দেবতা, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পবন ও পর্ব্বতশ্রেণী এবং সাগর এমন নাই যে, এই দিবসকে ভয় করে না †।"—এব্‌নমা।

[আবু লোবাবা হইতে এব্‌ন মাজ্ শ্রবণ করিয়া এই হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং মোয়াজের পুত্র সাদ হইতে শ্রবণ করিয়া আহমদ বলিয়াছেন, "আন্‌সার দলস্থ এক ব্যক্তি প্রেরিতপুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন, 'আপনি জোমা বারের বিষয় আমাকে জ্ঞাপন করুন, বলুন তাহাতে কল্যাণসম্বন্ধীয় কি আছে?"' তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহার পাঁচটী অবস্থা।" তিনি হদিসের শেষ পর্য্যন্ত কথা চালাইয়াছিলেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষের নিকটে প্রশ্ন হইয়াছিল যে, কি জন্য জোমা বার নাম হইয়াছে? তিনি বলিয়াছিলেন, "এই দিবসে তোমার পিতা আদমের দেহের মূল উপাদান প্রস্তুত হইয়াছে ও এই দিবসে জীবের মৃত্যু ও জীবন প্রাপ্তি হইবে, এই দিবসে আক্রমণ হইয়াছিল ‡, সেই দিনের শেষ তিন ভাগের মধ্যে এমন এক ভাগ আছে যে, তাহাতে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে তাহা গৃহীত হয় §।"—আহ।

আবু দ্দরদার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা জোমা বারে আমার সম্বন্ধে অধিকতর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিও, যেহেতু সেই দিন 'রোজ মশহুদ,' সেই দিবস দেবগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। নিশ্চয় কোন ব্যক্তি তাহার নমাজে যে পর্য্যন্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত না হয় আমার সম্বন্ধে এমন দরুদ প্রেরণ করে না, যাহা আমার

---

* ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন।

† ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কেয়ামতের বিষয়ে নির্জ্জীব পদার্থেরও জ্ঞান আছে। শুক্রবারে কেয়ামত সঙ্ঘটন হইবে ভাবিয়া ভৌতিক পদার্থসকল এই দিবসকে ভয় করিয়া থাকে।

‡ শুক্রবার দিন বদরনামক স্থানে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মক্কার কাফেরগণ বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল।

§ উপরি উক্ত মহাব্যাপার সকল শুক্রবারে সংঘোজিত, তজ্জন্য ইহাকে জোমা বার সংযোগের দিন বলা হয়।

নিকটে উপস্থিত করা হয় না।" আবু দ্দরদা বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ইহা কি মৃত্যুর পর হইবে? তিনি বলিলেন,"ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের দেহ ভূতলে ভক্ষিত হওয়া পরমেশ্বর হরাম (অবৈধ) করিয়াছেন। নবিকে জীবন প্রদত্ত হইয়াছে।"— এব্‌নমা।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "জোমা বারে দিনে বা রাত্রিতে এমন কোন মোসলমানের মৃত্যু হয় না যে, পরমেশ্বর তাহাকে কবরের শাস্তি হইতে রক্ষা করেন না *।—আহ, তর।

[এবং উক্ত হইয়াছে এই হদিস গরিব। ইহাতে পরম্পর সংলগ্ন ইহার মূল আখ্যায়ক নাই।]

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—তিনি শুক্রবারে, "আক্‌মল্‌তো লেকোম্ দিনকোম্" এই আয়ত পড়িয়াছিলেন †। এবং তাঁহার নিকটে এক ইহুদি ছিল সে বলিয়াছিল, "আমাদের প্রতি এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে আমরা এই দিবসে ঈদ, (উৎসব) করিতাম।" এব্‌ন অব্বাস বলিলেন, ইহা বাস্তবিক দুই ইদের দিনে শুক্রবারে ও হোজ্জতোল্‌ওয়দার দিনে অবতীর্ণ হইয়াছে।—তর।

[তরমোজি এই হদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ রজব মাস উপস্থিত হইলে বলিতেন, "পরমেশ্বর, রজব ও শাবান মাসে তুমি আমাদিগকে সৌভাগ্য দান কর, এবং আমাদিগকে রম্‌জান মাসে লইয়া যাও।" (আনস) বলিয়াছেন, এবং তিনি বলিতেন, "শুক্রবাসরীয় রজনী শুভ্র রজনী, শুক্রবাসরীয় দিবা সমুজ্জ্বল দিবা।"—দওয়াতোল্‌ কবিরে বয়হকি।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

তৎসমুচিত বিধান।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমর ও আবু হোরয়রার উক্তি ;—তাঁহারা বলিয়াছেন, মেম্বরের (উপদেশ বেদিকার) উপর হইতে হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "অবশ্য মণ্ডলীর লোক

---

* মোহম্মদীয় শাস্ত্রে এরূপ ব্যক্ত যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহকে আশ্রয় করিয়া কেয়ামতের (পুনরুত্থানের) দিন পর্য্যন্ত কবরের ভিতরে স্থিতি করিবে। পাপীরা কবরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, বিশ্বাসী সাধুলোকেরা স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু জোমা বারে যে সকল মোসলমানের মৃত্যু হয়, পাপী হইলেও তাহাদিগকে কবরের দণ্ডভোগ করিতে হয় না।

† এই আয়তের অর্থ এই, আমি অদ্য তোমাদের ধর্ম্মকে পূর্ণ করিলাম, আপন সম্পদ তোমাদের সম্বন্ধে পূর্ণ করিলাম, তোমাদের জন্য এস্‌লাম ধর্ম্মকে আমি মনোনীত করিলাম।

সকল তাহাদের জোমাবার সকলের সাধন পরিত্যাগ করিতে যেন নিবৃত্ত থাকে, ইহাতে বা পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরকে অবরুদ্ধ করিবেন, তদনন্তর নিশ্চয় তাহারা শিথিল প্রকৃতি হইয়া পড়িবে।"- মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুজ্বাদ জোমরীর উক্তি *;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তিন জোমা তৎপ্রতি অবহেলা করিয়া পরিত্যাগ করে, ঈশ্বর তাহার অন্তরে মোহর স্থাপন † করেন।"—আবুদা, তর, নেসা, এব্‌নমা, দাবা।

[সলিমের পুত্র সফ্‌ওয়ান হইতে মালেক, আবু কেতাদা হইতে আহমদ এই হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।]

জন্দবের পুত্র সোমোরার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বিনা কারণে জোমা পরিত্যাগ করে সে যেন একটি দিনার † তদভাবে অর্দ্ধ দিনার সদকাস্বরূপ উৎসর্গ করে ‡।"—আহ, আবুদা, এব্‌নমা।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আজানধ্বনি শুনিবে, তাহার সম্বন্ধেই জোমার নমাজ।"—আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "রজনী যাহাকে তাহার পরিবারে আশ্রয় দিয়াছে তাহার পক্ষে জোমা সমুচিত §।"—তর।

[তিনি বলিয়াছেন এই হদিসের মূল দুর্ব্বল।]

শেহাবের পুত্র তারেকের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "অস্বাধীন দাস, স্ত্রীলোক কিংবা বালক, অথবা রোগী এই চারি শ্রেণীর লোক ব্যতীত প্রত্যেক মোসলমানের সম্বন্ধে শুক্রবারে দলবদ্ধ হওয়া সমুচিত ও অধিকার।"—আবুদা।

[শরেহসোন্নত গ্রন্থে মসাবিহের বাক্যে বনুওয়ায়েল পরিবারস্থ এক ব্যক্তি হইতে।]

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন মসুউদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে সকল লোক শুক্রবাসরীয় নমাজে অনুপস্থিত হয়, সত্য সত্য আমি তাহাদিগকে লইয়া নমাজ পড়িবার জন্য এক

---

* অর্থাৎ জোমর পরিবারভুক্ত আবুজ্বাদ।

† অন্তরে মোহর স্থাপন করা অর্থাৎ অন্তরে স্বর্গীয় আলোকলাভের পথ অবরুদ্ধ করা।

‡ দিনার মুদ্রাবিশেষ, আড়াই সিক্কার এক দিনার হয়।

§ যাহারা গৃহবাসী হইয়া আছে, যাহাদের বাসস্থান হইতে মসজেদ অধিক দূরে নহে, নমাজ পড়িয়া মসজেদ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতে যাহাদের বিশেষ কষ্ট হয় না, তাহাদের সম্বন্ধে জোমার নমাজ সমুচিত। পরিব্রাজকগণ এই বিধি অনুসারে চলিতে বাধ্য নহেন।

ব্যক্তিকে আদেশ করিতে, তৎপর যে সকল লোক জোমার নমাজে যোগদান করে নাই তাহাদের উপর তাহাদের গৃহ দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলাম।"—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অকারণে জোমার নমাজ পরিত্যাগ করে তাহাকে 'মোনাফেক' (কপট,) বলিয়া পুস্তকে লেখা হয়, তাহা বিলুপ্ত হয় না ও পরিবর্ত্তিত হয় না।"

[কোন কোন বিবৃতিতে তিন বার জোমার নমাজ পরিত্যাগে এরূপ লিখিত হয়।]

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যাহারা পরমেশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস করে, রোগী, পরিব্রাজক, স্ত্রীলোক, ও বালক এবং দাস ব্যতীত তাহাদের সকলের সম্বন্ধে জোমাবারে জোমার নমাজ পড়া বিধি। যে ব্যক্তি আমোদ ও বাণিজ্যের অনুরোধে তৎপ্রতি বিরাগী হয়, ঈশ্বরও তাহার প্রতি বিরাগী হইয়া থাকেন।"—দারকোত্‌নি।

পঞ্চ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

তন্‌জিফ্ ও ত [illegible] মোওয়াজ্জেন সাধন ও জোমার নমাজে সত্বর উপস্থিত *।

লোকের

প্রথম অধ্যায়।

সোলয়মানের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি জোমাবারে [illegible] শুদ্ধতা বিষয়ে যতদূর সাধ্য শুদ্ধ হয় [illegible] পুনার তৈল হইতে তৈল মর্দ্দন করে, অথবা স্বীয় গৃহের সুগন্ধি ব্যবহার [illegible] উক্তি ;—[illegible] হয়, এবং দুই জন নমাজীর মধ্যে বিচ্ছেদ না জন্মায় †, তদনন্তর তা[illegible] [illegible] যে [illegible] রূপ নমাজ পড়ে, তৎ[illegible] বারের নমাজে যখন কথা কহেন, (উপদেশ [illegible] [illegible] ন সে যেন তা[illegible] থাকে স্থান হইতে উঠিয়া শুক্রবারের মধ্যে সে যে যে দুষ্ক[illegible] না।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন

জোমার নমাজে উপস্থিত হইয়াছে, পরে তাহার সম্বন্ধে হদিসজ্ঞাতা ছিলেন। হসন ও এব্‌ন পড়িয়াছে, তদনন্তর এমাম নিজের খোত্‌বা হইতেন। ইনি দমস্কাধিপতি মাবিয়ার একজন

৬০ সনে বসোরাতে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

* অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রক্ষালন, স্নান, পরিষ্কৃত [illegible] মোওয়াজ্জেনের পুত্র সহল স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া সুগন্ধি গ্রহণ শুদ্ধতা সাধনের মধ্যে গণ্য। মেওয়াজ হজরতের সহচর, সহল অনুগামী ছিলেন, সহল

† দুই জন ঘন সন্নিবিষ্টভাবে নমা[illegible] স্থলে উপবেশন করিলে তাহাদিগকে [illegible] বেশন, পৃষ্ঠ বক্র করিয়া জানুদ্বয় উর হস্তে জড়াইয়া উদরে ইহা অনুচিত।

মৌন ভাবে রহিয়াছে, তৎপর তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছে, তদবধি পরবর্ত্তী শুক্রবার ও অতিরিক্ত তিনদিনের মধ্যে তাহার জন্য পাপ ক্ষমা হইয়াছে।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, তৎপর জোমার নমাজে উপস্থিত হয়, পরে শ্রবণ করে ও মৌনভাবে থাকে, তদবধি পরবর্ত্তী শুক্রবার ও অতিরিক্ত তিন দিবসের মধ্যে তাহার জন্য পাপ ক্ষমা হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি প্রস্তরকণা সজ্ঘর্ষণ করে, প্রকৃতপক্ষে যে অনর্থ কথা বলে * ।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "জোমার দিন উপস্থিত হইলে দেবতারা মস্‌জেদের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম ব্যক্তিকে এরূপ লিখিয়া থাকেন, 'প্রথমাগত ব্যক্তি, মধ্যাহ্নে সূর্য্যোত্তাপে সমাগত ব্যক্তি বলিদানার্থ উষ্ট্র উপহার দিয়াছে তৎসদৃশ।' তদনন্তর যে ব্যক্তি গাভী উপহার দিয়াছে তত্তুল্য, তাহার পর ক্রমান্বয়ে যে ব্যক্তি শৃঙ্গধারী মেষ তদনন্তর কুক্কুট তৎপর অণ্ড উপহারদাতার তুল্য। পরে যখন এমাম চলিয়া যান, (মোস্‌লেমের উক্তিতে এমাম যখন খোতবা পড়িতে মেম্বরে উপবিষ্ট হন) তখন তাঁহারা (দেবতা) (নামের) পুস্তিকা জড়াইয়া রাখেন ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শ্রবণ করেন।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন "যদি তুমি জোমা বারে তোমার সঙ্গীকে বল, তুমি চুপ কর, এদিকে এমাম খোতবা দিতেছে † তখন তোমার অনর্থ বচন বলা হয়।—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "শুক্রবার [illegible] জর সময় তোমাদের কেহ যেন এরূপ না করে যে, তাহার ভ্রাতাকে দণ্ডায়মান করে তৎপর তাহার স্থানে বসিতে যত্নবান্ না হয়, পরে তথায় উপবেশনকারী লোক [illegible]র, কিন্তু যেন বলে স্থান মুক্ত কর।"—মো।

[illegible] ও অধিকার।"—

[শরেহসোন্নাহ্‌ [illegible] বিহের বাক্যে ‡ হইতে।]

—: অধ্যায়।

[illegible]রি উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জোমা

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—হজ[illegible]রধান করে, এবং সুগন্ধি দ্রব্য তাহার নিকটে থাকিলে অনুপস্থিত হয়, সত্য সত্য তাহার [illegible]মার নমাজে উপস্থিত হয়, তখন কাহারও কণ্ঠে

---

* অর্থাৎ জোমার পরিবারভুক্ত আবুল্লাদ। কিন্তু যাহা বিহিত করিয়াছেন সেই (নফল বা

† অন্তরে মোহর স্থাপন করা অর্থাৎ অন্তরে স্থান খোতবা পড়িতে চলিয়া আইসে' তখন

‡ দিনার মুদ্রাবিশেষ, আড়াই শিল্লায় এক দিনার হয়। [illegible]থা সকল অপসারণ করা আর বৃথা বাক্য

§ যাহারা গৃহবাসী হইয়া আছে, তাহাদের বাসস্থান হইতে

পাড়িয়া মস্‌জেদ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতে যাহাদের বিশেষ [illegible]দিগকে যে উপদেশ দান করা হয় জোমার নমাজ সমুচিত। পরিব্রাজকগণ এই বিধি অনুসারে চলিতে

তাহার নমাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মৌনভাবে থাকে, তদবধি ভাবী শুক্রবার পর্য্যন্ত ইহা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ হয়।"—আবুদা।

আওসের পুত্র আওসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শুক্রবারে অঙ্গ প্রক্ষালন ও স্নান করিয়াছে ও প্রথমে উপস্থিত হইয়াছে, এবং পদব্রজে গিয়াছে, যানারোহণে নয় ও এমামের নিকটবর্ত্তী হইয়া খোৎবা শ্রবণ করিয়াছে, এবং বৃথা বাক্য বলে নাই, তাহার জন্য প্রত্যেক পদস্থাপনে সম্বৎসরের সুকৃতি পুরস্কার—এক বৎসরের রোজা পালন ও নমাজের ফল নির্দ্ধারিত হয়।"—তর্, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

সেলামের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ব্যবহৃত যুগলবস্ত্র ব্যতীত জোমা বারের জন্য অন্য যুগল বস্ত্র পরিধান করিলে তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে দূষ্য নহে।"—এব্‌নমা।

[সরিদের পুত্র ইয়হিয়া হইতে শ্রবণ করিয়া মালেক বলিয়াছেন।]

জোন্দবের পুত্র সোমোরার উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা ঈশ্বর-প্রসঙ্গে (খোৎবায়) উপস্থিত হইও, এবং এমামের নিকটবর্ত্তী থাকিও, নিশ্চয় যে ব্যক্তি সর্ব্বদা দূরে থাকে এতদূর হয় যে, সে স্বর্গলোকে প্রবেশ করিলেও তথায় দূরে থাকে।"—আবুদা।

আনস জোহনির পুত্র মোওয়াজ স্বীয় পিতা হইতে † ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জোমার দিনে লোকের গলদেশ মাড়াইয়া চলে সে নরকলোকসম্বন্ধীয় সেতু আশ্রয় করে।"—তর।

[এবং তিনি বলিয়াছেন, এই হাদিস গরিব হদিস।]

আনসের পুত্র মোওয়াজের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ জোমার দিবসে এমাম খোৎবা পড়িতেছেন এমন অবস্থায় "হব্‌ওয়তা" নিষেধ করিয়াছেন ‡।—তর, আবুদা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন জোমাবারের নমাজে তোমাদের কাহারও নিদ্রাবেশ হয় তখন সে যেন তাহার স্থান হইতে উঠিয়া যায়।"—তর।

* ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ও প্রভূত হদিসজ্ঞাতা ছিলেন। হসন ও এব্‌ন সিরিণ ইহা হইতে হদিস জ্ঞাত হইয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ইনি দমস্কাধিপতি মাবিয়ার একজন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। হিজরি ৫৯ সনে, কেহ বলেন ৬০ সনে বসোরাতে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

† মেশ্‌কাত গ্রন্থে এরূপ লিখিত, কিন্তু মোওয়াজের পুত্র সহল স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, ইহাই সত্য। কেন না, মোওয়াজ হজরতের সহচর, সহল অনুগামী ছিলেন, সহল পিতা হইতে জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

‡ হব্‌ওয়ত এক প্রকার উপবেশন, পৃষ্ঠ বক্র করিয়া জানুদ্বয় উভয় হস্তে জড়াইয়া উদরে সংলগ্ন করিয়া বসা।

তৃতীয় অধ্যায়।

নাফেয়ার উক্তি ;—এব্‌ন ওমরকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, প্রেরিতপুরুষ এক জন অন্য জনকে তাহার স্থান হইতে উঠাইতে ও তাহার স্থানে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। নাফেয়াকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "ইহা কি জোমার নমাজে ?" তিনি বলিলেন, জোমার নমাজে ও তাহা ছাড়া অন্য নমাজেও।—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "জোমার নমাজে তিন শ্রেণীর লোক উপস্থিত হইয়া থাকে, এক ব্যক্তি তাহাতে বৃথা বাক্য বলিতে উপস্থিত হয়, পরে তাহা হইতে ফল তাহাই পায় ; অপর ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়া থাকে, পরে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে; তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা দান করেন, এবং ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। অন্য ব্যক্তি মৌনভাবে ও মনোযোগ সহ উপস্থিত হয়, সে কোন মোসলমানের স্কন্ধ মাড়াইয়া চলে না, এবং [illegible] পীড়া দান করে না। পরে উহা আগামী জোমা [illegible] তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়। যেহেতু পরমেশ্বর বলেন, "যে ব্যক্তি কল্যাণ আনয়ন করে, পরে তাহার জন্য তদনুরূপ দশগুণ প্রদত্ত হয়।"—আবুদা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত নবি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জোমার নমাজের সময় কথা কহে, এদিকে এমাম খোৎবা পড়িতেছেন, সেই ব্যক্তি গ্রন্থপুঞ্জবাহী গর্দ্দভ সদৃশ। পরে যে ব্যক্তি তাহাকে চুপ কর বলে, তাহার জন্যও জেমার নমাজ নয়।"—আহ।

সব্বাকের পুত্র আবিদের উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ এক জোমাবারে বলিয়াছেন, "হে মোসলমানমণ্ডলী, এই এক দিন যাহাকে পরমেশ্বর ঈদ, (উৎসব দিন) করিয়াছেন, অতএব তোমারা স্নান করিও ও যাহার নিকটে সুগন্ধি দ্রব্য আছে তাহা ব্যবহার করিতে তাহার দোষ নাই, এবং তোমাদের দাঁতন করা সমুচিত।"—মালে।

[এবন্‌ মাজ মালেক হইতে অবগত হইয়া বিবৃত করিয়াছেন, এবং মালেক এব্‌ন আব্বাস হইতে অবগত হইয়াছেন।]

বরায়ের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "শুক্রবারে মোসলমানমণ্ডলীর স্নান করা বিহিত, এবং তাহাদের এক এক ব্যক্তি যেন স্বীয় স্বীয় পত্নী হইতে সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করে, পরে তাহা না পাইলে তাহার সম্বন্ধে জলই সুগন্ধি দ্রব্য স্থানীয়।"—আহ, তর।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন বলিয়াছিলেন।]

---

* ইনি হজরতের একজন বেজোজ অকলের অনুগামী ছিলেন।

ষট্ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

খোৎবা ও নমাজ।

প্রথম অধ্যায়।

আনসের উক্তি ; প্রেরিতপুরুষ জোমাবারে সূর্য্য পশ্চিমাভিমুখে ঝুকিয়া পড়িবার সময় নমাজ পড়িতেন।—বো।

সাদের পুত্র সহলের উক্তি * ;—আমরা জোমার নমাজের পর ভিন্ন মাধ্যাহ্নিক ভোজন ও শয়ন করিতাম না।—উভয়।

আনসের উক্তি ;—যখন অধিক শীত হইত তখন প্রেরিতপুরুষ নমাজে সত্বর হইতেন, এবং যখন অধিক উষ্ণ হইত তখন বিলম্বে নমাজ পড়িতেন, অর্থাৎ জোমাবারে †।—বো।

এজিদের পুত্র সায়েবের উক্তি ‡ ;—প্রেরিতপুরুষের সময়ে ও আবুবেকরের এবং ওমরেরর সময়ে জোমাবারে মেম্বরে এমামের বসিবার প্রাক্‌কালে আজান দান হইত, পরে যখন ওস্‌মানের সময় উপস্থিত তখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, তখন জওরার [illegible]র তৃতীয় বার আজান বর্দ্ধিত হইল §।—বো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষের জন্য দ্বিবিধ খোৎবা ছিল, উভয় খোৎবা পড়ার মধ্যভাগে তিনি (বিশ্রাম জন্য) বসিতেন, (খোৎবায়) কোরাণ পাঠ করিতেন ও লোকদিগকে উপদেশ দিতেন, তাঁহার নমাজ নাতি দীর্ঘ ও নাতি হ্রস্ব ছিল।—মো।

---

* ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। কথিত আছে যে, হজরতের সহচরদিগের মধ্যে সর্ব্বশেষে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। ইনি হেজরি ৯১ সালে মদিনায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হজরতের দেহত্যাগের সময় ইহাঁর বয়ঃক্রম পনের বৎসর ছিল।

† অর্থাৎ তিনি তীব্র শীতের সময় উত্তাপের সঞ্চার না হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রথমভাগে নমাজে প্রবৃত্ত হইতেন, উত্তাপের বৃদ্ধি হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রথমভাগের পরে জোমার নমাজ পড়িতে যাইতেন।

‡ ইনি বালক সহচর ছিলেন, সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় স্বীয় পিতার সঙ্গে হোজতোল্ ওদায় হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খলিফা ওমর ইহাঁকে মদিনার বাজার সম্বন্ধে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৮০ সালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। মদিনানিবাসী সহচরদিগের সর্ব্বশেষে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

§ হজরতের মস্‌জেদের অদূরে মদিনার বাজারে জয়ওয়াবামক এক উচ্চভূমি আছে। খলিফা ওস্‌মানের সময়ে সেই উচ্চ ভূমির উপর হইতে তৃতীয় বার আজান দান হইত। ওস্‌মানের নেতৃত্বকালে উপাসকমণ্ডলীতে লোক বৃদ্ধি ছিল, এবং অনেকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। তজ্জন্য সকলের উপস্থিতির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আজান দান প্রয়োজন হইয়াছিল।

অম্মারের উক্তি * ;—আমি প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "লোকের দীর্ঘ নমাজ, খর্ব্ব খোৎবা তাহার বিচক্ষণতার নিদর্শন, অতএব তোমরা দীর্ঘ নমাজ পড়িও, খোৎবা হ্রস্ব করিও।" বিবৃতির মধ্যে মুগ্ধকারিতা আছে †।—মো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন খোৎবা (উপদেশ) দান করিতেন, তখন তাঁহার নেত্র দ্বয় আরক্তিম, তাঁহার কণ্ঠধ্বনি সমুচ্চ ও তাঁহার উত্তেজিত ভাব প্রবল এতদূর হইত তিনি যেন শত্রুসেনাগমনের ভয় প্রদর্শন করিতেন, এবং বলিতেন, "উহা "প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে তোমাদের নিকটে পঁহুছিতেছে," এবং বলিতেন, "এই মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর ন্যায় পরস্পর সন্নিহিত আমি আর কেয়ামত।"—মো।

ওমইয়ার পুত্র ইয়ালির উক্তি ;—আমি মেম্বরের উপর প্রেরিতপুরুষকে এই আয়ত পড়িতে শুনিয়াছি, "নাদো, ইয়া মালেকো লইয়কৃজি অলয়না রব্বোকা ‡।" - উভয়।

নেমানের পুত্র হারেসার কন্যা ওম্ম হেশামের উক্তি § ;—আমি প্রেরিতপুরুষের প্রমুখাৎ ভিন্ন কোরাণের "ক" সুরা আয়ত্ত করি নাই, প্রত্যেক শুক্রবারে মেম্বরের উপর হইতে যখন মণ্ডলীকে তিনি খোৎবা (উপদেশ) দান করিতেন তখন তাহা পড়িতেন।—মো।

হোয়য়সের পুত্র ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ শুক্রবারে কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ করিয়া খোৎবা দান করিতেন, এবং তাহার উভয় প্রান্ত উভয় স্কন্ধের উপর ঝুলিয়া পড়িত।—মো।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন ও উপদেশ দিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যখন জোমার নমাজে উপস্থিত হয় এদিকে এমাম খোতবা দান করিতেছে, পরে সে যেন দুই রকাত নমাজ পড়ে ও তদ্বিষয়ে যেন সংক্ষেপ করে।"—মো।

আবু হোয়য়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এমামের সঙ্গে নমাজের এক রকাতেও যোগদান করে, প্রকৃতপক্ষে সে পূর্ণ নমাজে যোগ দেয়।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ দুই বার খোত্‌বা পড়িতেন। যখন তিনি

---

* ইনি ইয়াসারের পুত্র ও এক জন প্রধান সহচর ছিলেন। পরে ইহার বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে।

† অর্থাৎ নমাজ মূল বিষয়, খোৎবা (উপদেশ) শাখা। অতএব নমাজে অধিক সময় ব্যয় করিবে, খোতবাতে নয়। খোৎবা দীর্ঘ হইলে অনেক অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য উক্তি হয়।

‡ অর্থাৎ নরকলোকস্থ পাপিগণ চিৎকার করিয়া বলে, হে মালেক, (নরকের অধ্যক্ষ) আমাদিগকে মারিয়া ফেলিতে তুমি তোমার প্রভুকে অনুরোধ কর।

§ ইনি এক জন আম্মার ধলভুক্ত সহচরী।

মেম্বরের উপর উঠিতেন (মনে হয়) যে পর্য্যন্ত আজানদাতা আজানদানে নিবৃত্ত হইত সে পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতেন, তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া খোত্‌বা পড়িতেন, তদনন্তর বসিতেন ও কথা কহিতেন না, তাহার পর দাঁড়াইয়া খোত্‌বা পড়িতেন।—আবুদা।

অবদোল্লা এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—হজরত যখন মেম্বরের উপর বসিতেন, তখন আমরা সম্মুখাসম্মুখিরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতাম।—তর।

[তিনি বলিয়াছেন, ফজলের পুত্র মোহম্মদের হদিসে ভিন্ন ইহা অন্যত্র পাওয়া যায় না, ইহা জয়িফ হদিস।]

তৃতীয় অধ্যায়।

সোমোরার পুত্র জাবেরের উক্তি ;—হজরত দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়িতেন, তৎপর বসিতেন, তদনন্তর দাঁড়াইতেন, এবং দণ্ডায়মানের অবস্থায় খোৎবা পড়িতেন। যে ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছে যে, তিনি বসিয়া খোৎবা পড়িতেন, বস্তুতঃ সে অসত্য বলিয়াছে। ঈশ্বরের শপথ প্রকৃতপক্ষে আমি তাঁহার সঙ্গে দ্বিসহস্রেরও অধিকবার নমাজ পড়িয়াছি *।—মো।

ওজ্‌জার পুত্র কাবের উক্তি † ;—একদা তিনি মস্‌জেদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন ওম্মোল্‌ হোক্‌মের পুত্র অবদোর্‌রহমাণ বসিয়া খোৎবা দান করিতেছিলেন। সেই সময় তিনি (কাব) বলিয়াছিলেন, এই দুরাত্মার প্রতি দৃষ্টি কর যে, "বসিয়া খোৎবা পড়িতেছে। বস্তুতঃ পরমেশ্বর বলিয়াছেন, যখন তাহারা কোন বাণিজ্যব্যবসায়ীকে দেখে, অথবা কোন আমোদ উপস্থিত দেখে, তখন হে মোহম্মদ, তোমাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হয় ‡।—মো।"

রোওয়ার পুত্র ওমরের উক্তি ;—তিনি মরওয়াণের পুত্র বশরকে মেম্বরের উপর হইতে উভয় হস্ত উত্তোলন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, পরমেশ্বর এই হস্ত দ্বয়কে

---

* মদিনায় হজরতের সঙ্গে দুই সহস্রেরও অধিক বার নমাজ পড়া হইতে পারে না। হজরতমোহম্মদ দশবৎসর মাত্র মদিনায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সপ্তাহান্তে প্রতি শুক্রবার খোৎবা দান হইলে পাঁচ শতও হয় না। তবে প্রাত্যহিক পাঁচ বারের নমাজ দুই সহস্রের অধিক হয়। এস্থলে দুই সহস্রেরও অধিক বলায় বহু বুঝাইবে।

† ওজ্‌জা একজন সহচর ছিলেন,পূর্ব্বে স্বীয় গৃহে এক পুত্তলিকা স্থাপন করিয়া তাহার পূজা করিয়াছেন। তাহার এক বন্ধু সেই পুত্তলিকা ভগ্ন করিয়া ফেলেন। প্রতিমা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না বলিয়া সেই প্রতিমা পূজাকে তাঁহার বিরাগ হয়, তখন তিনি এসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

‡ হজরত এক দিন দণ্ডায়মান হইয়া খোৎবা (উপদেশ) দান করিতেছিলেন, সেই সময় দুর্ভিক্ষ ছিল, এক দল বণিক্‌, নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য মস্‌জেদ হইতে সকল লোক বাহির হইয়া পড়ে, ১১। ১২ জন মাত্র মস্‌জেদে স্থিতি করে। তাহাতে এই ভাবের আয়ত অবতীর্ণ হয়।

অভিসম্পাত করুন, সত্যসত্যই আমি দেখিয়াছি প্রেরিতপুরুষ নিজের এই হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতমাত্র করিতেন, ইহার অধিক করেন নাই, এবং এ নিজের অঙ্গুলি ভঙ্গি করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে।—মো।

আবেরের উক্তি ;—যখন হজরত মোহম্মদ জোমাবারে মেম্বরের উপর বসিতেন, তখন "তোমরা বস" বলিতেন। সেই সময় এব্‌নমস্‌উদ ইহা শ্রবণ করিয়া মস্‌জেদের দ্বারে বসিয়াছিলেন, তখন প্রেরিতপুরুষ তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "হে মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লা, অগ্রসর হও।"—অবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত নবি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি (এমামের সঙ্গে) জোমার নমাজের এক রকাতে যোগ দিয়াছে পরে সে যেন অবশিষ্ট রকাত তাহার সঙ্গে যোগ করে, এবং যে ব্যক্তি দুই রকাত হারাইয়াছে, পরে সে যেন চারি রকাত নমাজ পড়ে ; অথবা বলিয়াছেন, তাহা জহরে পড়ে।"—দার কোৎনি।

সপ্ত চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভয়ের নমাজ।

প্রথম অধ্যায়।

ওমর ফারুকের পৌত্র অবদোল্লার পুত্র সালেম * স্বীয় পিতা হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—আমি (অবদোল্লা) হজরতের সঙ্গে নজ্‌দের অভিমুখে † ধর্ম্মযুদ্ধে গমন করিয়াছিলাম, পরে আমরা শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য শ্রেণীবদ্ধ হই। তখন প্রেরিতপুরুষ আমাদের জন্য নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হন, সেই সময় এক দল তাঁহার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, এবং এক দল শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হয়। হজরত সঙ্গের দল সহ এক বার রকু করিয়া দুই বার সেজ্‌দা করেন, তৎপর যাহারা নমাজ পড়ে নাই তাহাদের স্থানে তাহারা ফিরিয়া যায়, সেই সকল

---

* সালেম এক জন প্রধান অনুগামী এবং মদিনানগরের বিশ্বাসী ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। এমাম মালেক বলিয়াছেন, সালেমের সময়ে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বিজ্ঞতা, বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন বিষয়ে তাঁহার তুল্য কেহ ছিল না। একদা অবদোল্‌মোল্‌কের পুত্র সোলয়মান তাঁহাকে কাবা মন্দিরে দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার নিকটে যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর।' তিনি বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরের মন্দিরে আমি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু প্রার্থনা করিব না।"

† "নজ্‌দ" উচ্চভূমিকে বলে। এহজে এরাক ও শাম দেশ পর্য্যন্ত তহামা ও এয়মন প্রদেশের উচ্চ ও নিম্নভূমিস্থ কতকগুলি নগর নজ্‌দ নামে আখ্যাত।

লোক উপস্থিত হয়। তখন হজরত এক রকাত নমাজ পড়েন ও দুই বার সেজদা করেন, তদনন্তর সেলাম করেন। পরে তাহাদের প্রত্যেকে দণ্ডায়মান হইয়া নিজে নিজে এক রকাত নমাজ পড়ে ও দুই বার সেজদা করে। নাফেয়াও এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি অতিরিক্ত এই বলিয়াছেন, "এতদপেক্ষা গুরুতর ভয় হইলে পুরুষেরা দণ্ডায়মান হইয়া অথবা বাহনের উপর আরোহণপূর্ব্বক কেবলাভিমুখীন হইয়া বা অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া নমাজ পড়িয়াছে।" নাফেয়া বলিয়াছেন, "আমি মনে করি না যে, এব্‌ন ওমর হজরতের বিষয়ে ব্যতীত ইহা বলিয়াছেন।"—বো।

রুমাণের পুত্র এজিদ, খওয়াতের পুত্র সালেহ হইতে অবগত হইয়া ব্যক্ত করিয়াছেন;—যে ব্যক্তি রেকায় হজরতের সঙ্গে ভয়ের নমাজ পড়িয়াছিলেন সালেহ তাঁহার প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়াছিলেন *;—এক দল তাঁহার সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল ও এক দল শত্রুর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যাহারা তাঁহার সঙ্গে ছিল তাহাদিগকে লইয়া তিনি এক রকাত নমাজ পড়েন, তৎপর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, এবং তাহারা আপনাদের জন্য নমাজ পূর্ণ করে, তদনন্তর ফিরিয়া গিয়া শত্রুর সম্মুখীন হয়, তৎপর অন্য দল আগমন করে। তখন তিনি তাহাদের সঙ্গে তাঁহার নমাজে যে রকাত অবশিষ্ট ছিল, তাহা পড়েন, তৎপর উপবিষ্ট ভাবে স্থির থাকেন, এবং তাহারা আপনাদের নমাজ পূর্ণ করে। তৎপর তিনি তাহাদের সঙ্গে সেলাম করেন।—উভয়।

[বোখারি অন্য আস্‌নাদ হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন—আবুবেকরের পৌত্র মোহম্মদের পুত্র কাসেম হইতে—কাসেম খওয়াতের পুত্র সালেহ্ হইতে—সালেহ আব্‌ হস্‌সার পুত্র হসন হইতে—হসন প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ হইতে।]

জাবেরের উক্তি;—আমরা প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া রেকা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া এক ছায়াবান্ বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আমরা তাহা হজরতকে সমর্পণ করিয়াছিলাম। তখন এক জন অংশিবাদী (কাফের) উপস্থিত হয়, হজরতের করবাল তরুশাখায় ঝুলান ছিল। সে হজরতের অসি গ্রহণ করিয়া কোষমুক্ত করিল, তখন হজরতকে বলিল,"তুমি কি আমা হইতে ভীত হইতেছ না?" তিনি বলিলেন, না। সে বলিল, "তোমাকে আমা হইতে কে রক্ষা করিবে?" তিনি বলিলেন, "পরমেশ্বর তোমা হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।" তখন হজরতের সহচরগণ তাহাকে ধমক দিলেন। তাহাতে সে করবাল কোষবদ্ধ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিল। পরে নমাজের জন্য আজান দান হইল। তখন তিনি এক দলের সঙ্গে দুই রকাত নমাজ পড়িলেন, তৎপর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া অপর দলের সঙ্গে দুই রকাত নমাজ পড়িলেন, তাহাতে হজরতের জন্য চারি রকাত ও দলের জন্য দুই রকাত হইল।—উভয়।

---

* রুমাণ বহু হদিসবেত্তা বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। রেকা নামক স্থানে হেজরি ৫ম বৎসরে যুদ্ধ হইয়াছিল।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ আমাদের সঙ্গে ভয়ের নমাজ পড়েন, পরে আমরা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দুই শ্রেণীতে বদ্ধ হই,এবং শত্রু কেব্‌লা ও আমাদের মধ্যস্থলে ছিল। তখন প্রেরিতপুরুষ "আল্লাহো আক্‌বর" ধ্বনি করেন, আমরাও সকলে "আল্লাহো আক্‌বর" বলি। তৎপর তিনি রকু করেন, আমরাও একযোগে রকু করি। তদনন্তর তিনি রকু হইতে নিজের মস্তক উত্তোলন করেন, এবং আমরাও সকলে উত্তোলন করি। তৎপর তিনি সেজ্‌দা করিতে অবনত হন, এবং তাঁহার সংলগ্ন যে দল ছিল তাহারাও অবনত হয় অপর দল শত্রুর অভিমুখে দণ্ডায়মান থাকে। হজরত নবি যখন সেজ্‌দা সমাপ্ত করিলেন,তখন তাঁহার সংলগ্ন যে শ্রেণী ছিল তাহারা দণ্ডায়মান হইল। পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্রেণী সেজ্‌দা করিতে অবনত হইল। তৎপর তাহারা দাঁড়াইল। তদনন্তর পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্রেণী অগ্রসর হইল, অগ্রবর্ত্তী দল পশ্চাতে চলিয়া গেল। তদনন্তর প্রেরিত পুরুষ রকু করিলেন, এবং আমরাও সকলে রকু করিলাম। তৎপর তিনি স্বীয় মস্তক রকু হইতে উত্তোলন করিলেন, এবং আমরাও সকলে উত্তোলন করিলাম। তদনন্তর তিনি সেজ্‌দা করিতে অবনত হইলেন, যে শ্রেণী তাঁহার সংলগ্ন ছিল, যাহারা প্রথম রকাতে পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিল.তাহারাও সেজ্‌দা করিল, এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্রেণী শত্রুর অভিমুখে দণ্ডায়মান হইল। পরে যখন প্রেরিতপুরুষ ও তাঁহার সংলগ্নশ্রেণী সেজ্‌দা সমাপ্ত করিলেন, তখন পশ্চাদ্ভাগের শ্রেণী অবনত হইয়া সেজ্‌দা করিল, তৎপর হজরত সেলাম করিলেন, এবং আমরাও একযোগে সেলাম করিলাম।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বতননখলনামক স্থানে * মণ্ডলীসহ ভীতি-সম্বন্ধীয় জহরের নমাজ পড়িয়াছিলেন। তখন এক দলের সঙ্গে দুই রকাত নমাজ পড়েন, তৎপর সেলাম করেন, তদনন্তর অন্য এক দল উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের সঙ্গে দুই রকাত নমাজ পড়েন, তৎপর সেলাম করেন।—সারেহ সোন্নত।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ জজনান ও ওস্‌ফানের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, † তখন অংশিবাদিগণ পরস্পর বলিয়াছিল, ইহাদিগের এই নমাজ ইহা-দিগের নিকটে ইহাদের পিতা অপেক্ষা ও পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর, এবং ইহা এই আসরের নমাজ। অতএব তোমরা আপনাদের উদ্যোগ দৃঢ় কর, সমবেতভাবে ইহাদিগকে

---

* রবন নখল মক্কা ও তায়েফের মধ্যস্থলে।

† জজনান মক্কার নিকটবর্ত্তী এক স্থান বা পর্ব্বতের নাম, ওস্‌ফান এক প্রসিদ্ধ স্থান, মক্কা হইতে দুই দিনে সেখানে যাওয়া যায়।

আক্রমণ কর। এদিকে জেব্রিল দুই শ্রেণীতে সহচরদিগকে বিভক্ত করিয়া পরে তাহাদিগকে লইয়া নমাজ পড়িতে, এবং এক দল তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া অস্ত্রধারণ ও সাবধানতা অবলম্বন করিতে হজরতকে আদেশ করিলেন। তখন তাহাদের জন্য এক রকাত ও হজরতের জন্য দুই রকাত নমাজ বিহিত হইল।—তর, নেসা।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ঈদদ্বয়ের নমাজ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু সয়িদ খোদ্‌রীর উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ ঈদরমজান ও ঈদকোরবাণীর দিনে মোসল্লায় (নমাজ ক্ষেত্রে) যাইতেন, এবং প্রথমে তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করিতেন তাহা নমাজ, তৎপর নিবৃত্ত হইয়া মণ্ডলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেন। লোক সকল তাহাদের শ্রেণীতে উপবিষ্ট থাকিত। তখন তিনি তাহাদিগকে উপদেশদান, অনুরোধ ও অনুজ্ঞা করিতেন, এবং যদি এক দলকে কোথাও পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেন, পাঠাইতেন, অথবা যদি অন্য কার্য্যে আদেশ করিতে চাহিতেন, তদ্বিষয়ে আদেশ করিতেন, তৎপর ফিরিয়া আসিতেন।—উভয়।

সোমোরার পুত্র জাবেরের উক্তি;—আমি হজরতের সঙ্গে উভয় ঈদে এক বার নয় ও দুই বারনয়, আজান ও একামত ব্যতীত নমাজ পড়িয়াছি।—মো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ, আবুবেকর ও ওমর খোৎবার পূর্ব্বে উভয় ঈদে নমাজ পড়িয়াছেন।—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, "আপনি কি প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে ঈদে নমাজ পড়িয়াছিলেন?" তিনি বলিয়াছিলেন, হাঁ, প্রেরিতপুরুষ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া নমাজ পড়িলেন, তৎপর খোৎবা পড়িলেন, তখন আজান ও একামতের উল্লেখ হয় নাই। তদনন্তর তিনি মহিলাদিগের নিকটে গেলেন, এবং তাঁহাদিগকে উপদেশ দান করিলেন, (পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কারাদি) স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং সদকাদানে তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে দেখিলেন যে, কণ্ঠাভরণ ও কর্ণাভরণের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া (তাহা উন্মোচনপূর্ব্বক) বেলালের প্রতি অর্পণ করিতেছেন। তৎপর তিনি ও বেলাল স্বীয় গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ ঈদ রমজানের দিনে দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছিলেন, সেই দুই রকাতের পূর্ব্বে বা পরে নমাজ পড়েন নাই।—উভয়।

ওম্ম অতিয়ার উক্তি * ;—আমরা এরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলাম, যেন আমরা উভয় ঈদের দিনে ঋতুমতী ও অন্তঃপুররুদ্ধা রমণীদিগকে বাহিরে লইয়া আসি, তাহারা মোসলমান পুরুষমণ্ডলীতে তাহাদের প্রার্থনায় যেন উপস্থিত থাকে, এবং ঋতুমতী নারীগণ আপনাদের নমাজক্ষেত্রের একপ্রান্তে যেন স্থিতি করে। একটী নারী বলিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, আমাদের মধ্যে এমন একটী স্ত্রী আছেন যে, তাঁহার চাদর নাই।" তিনি বলিলেন, "তাহার একজন সহচরী যেন আপন চাদর তাহাকে পরিতে দেয়।"—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—আবুবেকর তাঁহার (আয়শাদেবীর) সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, মেনার দিনে (মেনাক্ষেত্রে ঈদের দিনে) তাঁহার নিকটে দুইটী কন্যা ঢোলক বাজাইতেছিল ও নাচিতেছিল। এরূপও বিবৃত যে রোওয়াসের দিনে আন্‌সার লোকেরা যে সকল বীরত্বের কথা বলিয়াছিল তাহারা সেই সকল উক্তি অবলম্বনে গান করিতেছিল। প্রেরিতপুরুষ স্বীয় বস্ত্র দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। তখন আবুবেকর তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিলেন। সেই সময় হজরত নবি স্বীয় মুখমণ্ডল হইতে বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "আবুবেকর, ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, যেহেতু এ ঈদের সময়।" এরূপও বিবৃত, "হে আবুবেকর, প্রত্যেক দলের জন্য ঈদ আছে, এই আমাদের ঈদ †।"—উভয়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ কয়েকটি খোর্ম্মাফল ভক্ষণ না করিয়া ঈদরমজানের দিনে উৎসবক্ষেত্রে যাইতেন না, উহা অযুগ্ম (তিন বা পাঁচ অথবা সাতটি) ভক্ষণ করিতেন।—বো।

জাবেরের উক্তি ;—ঈদের দিন উপস্থিত হইলে হজরত পথের অন্যথা করিতেন ‡।—বো।

বরায়ের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ কোরবাণীর দিনে আমাদের প্রতি এই খোৎবা পড়িয়াছিলেন, "আমাদের এই দিবসে প্রথমে যাহা আমরা আরম্ভ করিব তাহা এই নমাজ, তৎপর ফিরিয়া গিয়া কোরবাণী করিব। অনন্তর যে ব্যক্তি ইহা করিল সে আমাদের বিধি আশ্রয় করিল, আমাদের নমাজ পড়িবার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি জব

---

* ইনি হজরতের একজন অতি বুদ্ধিমতী সঙ্গিনী ছিলেন। ইনি হজরতের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া রোগীদিগের সেবা ও আহত সৈন্যদিগকে ঔষধ দান করিতেন।

† মেনা মক্কার সন্নিহিত এক বাজারের নাম। সেখানে কোরবাণী (বলিদান) হইয়া থাকে, এবং ঈদোৎসব উপলক্ষে মহা সমারোহ হয়। রোওয়াস এক স্থানের নাম, উহা মদিনা হইতে দুই দিনের পথ দূরে। পুরকালে আনসার দলস্থ আউস ও খরজ্রজ বংশীয় লোকেরা এক শত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত সে স্থানে পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল। যুদ্ধকালে তাহারা গর্ব্ব ও আপন আপন বীরত্বসূচক অনেক কথা বলিত।

‡ অর্থাৎ হজরত যে পথে ঈদোৎসবক্ষেত্রে যাইতেন, সেই পথে গৃহে ফিরিয়া না আসিয়া অন্য পথে ফিরিয়া আসিতেন।

করে, সেই ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের জন্য ছাগমাংস সত্বর পাঠাইয়া দেয়, এতদ্ভিন্ন নহে। উহা কোরবাণীক্রিয়া বিষয়ে কিছুই হয় না।"—উভয়।

অবদোল্লা বজলির পুত্র জোন্দবের উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নমাজের পূর্ব্বে জব করিয়া থাকে তাহার উচিত যে, তৎস্থলে অন্য ছাগ জব করে এবং যে ব্যক্তি আমাদের নমাজ পড়া নাহওয়া পর্য্যন্ত জব (বলিদান) করে না, পরে সে যেন বেস্‌মাল্লা বলিয়া বলি দান করে।"—উভয়।

বরায়ের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নমাজের পূর্ব্বে জব করিয়া থাকে সে নিশ্চয় নিজের জন্য জব করে, এবং যে ব্যক্তি নমাজের পরে জব করে সত্যই সে বলিদানধর্ম্ম পূর্ণ করিয়া থাকে, এবং মোসলমাদিগের বিধি আশ্রয় করে।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ ঈদোৎসব ক্ষেত্রে ছাগ পশু ও উষ্ট্র জব করিতেন।—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ মদিনায় আসিলেন, তখন মদিনানিবাসীদিগের জন্য দুই দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, তাহারা তাহাতে আমোদ করিত †। "এই দুই দিবস কিরূপ ?" প্রশ্ন হইলে তাহারা বলিল, "আমরা মূঢ়তায় স্থিতি কালে এই দুই দিবসে ক্রীড়ামোদ করিতাম।" তখন হজরত বলিলেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর তোমাদিগকে উত্তম বিনিময় দিয়াছেন, উহা ঈদরমজান ও ঈদকোরবাণী।"—আবুদা।

বোরয়দার উক্তি ;—হজরত নবি ঈদরমজানের দিন ভোজন না করিয়া বাহির হইতেন না, এবং ঈদকোরবাণীর দিনে যে পর্য্যন্ত নমাজ না পড়িতেন ভোজন করিতেন না।—তর, এব্‌নমা, দাবা।

অবদোল্লার পুত্র কসির স্বীয় পিতা হইতে এবং তাঁহার পিতা তাঁহার পিতামহ হইতে অবগত ;—নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ উভয় ঈদে পাঠের পূর্ব্বভাগে প্রথমে সাত বার "আল্লাহো আক্‌বর" বলিয়াছেন, এবং শেষভাগে কোরাণ পাঠের পূর্ব্বে পাঁচ বার "আল্লাহো আকবর" বলিয়াছেন।—তর, এব্‌না দাবা।

---

* ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন। ইনি আবু সুফিয়ানের পুত্র জন্দব বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন। ইহাঁ হইতে হসন বসোরী ও এব্‌ন সয়রিণ হদিস অবগত হইয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

† সেই দুই উৎসবের দিনের নাম "নয়রোজ" ও "মহরজ্জান।" পূর্ব্বে আরব্য লোকেরা যে এই দুই দিনে ক্রীড়ামোদ করিত এবিষয়ে সন্দেহ। কেননা নয়রোজ ও মহরজ্জান পারস্য লোকদিগেরই আমোদের দিন ছিল।

মোহম্মদের পুত্র জাফেরের পরম্পরাগত উক্তি * ;—প্রেরিত মহাপুরুষ, অবুবেকর ও ওমর উভয় ঈদ ও এস্তস্কায় (জল প্রার্থনায়) নমাজে সাত বার ও পাঁচ বার তকবির (আল্লাহো আকবর) বলিয়াছেন ও খোৎবা পড়িবার পূর্ব্বে নমাজ পড়িয়াছেন, এবং কোরাণ উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়াছেন।—শাফি।

আসের পুত্র সয়িদের উক্তি † ;—ঈদকোরবাণীতে ও ঈদরমজানে হজরত কিরূপ তকবির বলিতেন, আমি আবুমুসা ও হোজয়কাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে আবু মুসা বলিয়াছিলেন, "জনাজায় (শবদহনে) যেরূপ তকবির হইত, সেইরূপ তিনি চারি বার তকবির বলিতেন।" তখন হোজয়কা বলিলেন, "সত্য বলা হইয়াছে ‡।—আবুদা।

বরায়ের উক্তি ;—ঈদের দিনে হজরতের হস্তে এক কার্ম্মুক প্রদত্ত হইত, তিনি তাহার উপর ভর দিয়া খোৎবা পড়িতেন।—অবুদা।

পরম্পরাগত আতার উক্তি § ;—হজরত খোৎবা পড়িবার সময় স্বীয় ক্ষুদ্র যষ্টির উপর ভর দিতেন।—শাফী।

জাবেরের উক্তি ;—আমি ঈদের দিনে হজরতের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম, তিনি খোৎবার পূর্ব্বে একামত ও আজান ব্যতীত নমাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে যখন নমাজ সমাপ্ত হইল তখন বেলালের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের প্রসংসা ও তাঁহার গুণানুবাদ করিয়াছিলেন, এবং লোকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। অপিচ তাহাদিগকে (পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কারাদি) স্মরণ করাইয়াছিলেন ও পরমেশ্বরের সাধনায় উত্তেজিত করিয়াছিলেন, এবং বেলালকে সঙ্গে করিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকটে গিয়াছিলেন, ঈশ্বরভীরু হইতে তাঁহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং পারলৌকিক বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।—নেসা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ ঈদের দিনে যখন এক পথে বাহির হইতেন, অন্য পথে ফিরিয়া আসিতেন।—তর, আবুদা।

---

* ইনি এমাম মোহম্মদ বাকেরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ এমাম জাফের সাদেক।

† ইনি কোরেশ বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ ছিলেন। বদান্যতা ও বাগ্মিতার জন্য ইনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় খলিফা ওস্মানের আদেশে যাঁহারা কোরাণের আয়ত সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই সয়িদ তাঁহাদের অন্তর্গত একজন ছিলেন। যে বৎসর হজরত মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই বৎসর ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তাহার পরে ওহদরের যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল।

‡ কোন হদিসে সাত বার তকবির, কোন হদিসে পাঁচ বার ও কোন হদিসে চারি বার তকবিরের উল্লেখ আছে। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির কোন্ উক্তি সত্য স্থির করা দুষ্কর। অনেক এমামই তকবিরে যে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা হইবে এরূপ স্বীকার করেন না। হজরত কোন কোন সময়ে সাতবার কোন কোন ঈদে পাঁচ এবং কোন ঈদে চারি বার তকবির পড়িয়া থাকিবেন।

§ ইনি এক জন প্রধান অনুগামী ছিলেন।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—ঈদের দিনে মণ্ডলী বৃষ্টি দ্বারা আক্রান্ত হইলে প্রেরিত পুরুষ মস্‌জেদে ঈদের নমাজ পড়িতেন।—অবুদা, এব্‌নমা।

আবু হোওয়রণের উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বখ্‌রাণে হজামের পুত্র ওমরকে লিখিয়াছিলেন, "ঈদকোর্‌বাণীতে সত্বর হইও, ঈদরমজানের নমাজে বিলম্ব করিও, মণ্ডলীকে দণ্ড পুরস্কারাদি স্মরণ করাইয়া দিও।—শাফি।

আনসের পুত্র আবু ওমির হজরতের পারিষদ স্বীয় পিতৃব্যগণ হইতে অবগত হইয়া ব্যক্ত করিয়াছেন ;—কয়েক জন আরোহী হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছিল যে, তাহারা সন্ধ্যাকালে নবীন চন্দ্রমা দর্শন করিয়াছেন, তখন হজরত তাহাদিগকে এফ্‌তার (রোজান্ত পারণা) করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "প্রাতঃকালে তোমরা ঈদক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে।"—আবুদা, নেসা।

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন জোরয়হের উক্তি † ;—এব্‌ন আব্বাস ও অবদোল্লার পুত্র জাবের এই দুই জন সহচর হইতে অবগত হইয়া আতা আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ঈদরমজান ও ঈদকোরবাণীতে আজান দেওয়া হয় না, তৎপর আমি ইহার কিছুকাল পরে তাঁহাকে অর্থাৎ আতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, অবদোল্লার পুত্র জাবের আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন, "ঈদরমজানের দিনে নমাজের জন্য এমামের বহির্গত হইবার সময়, এবং পরে (খোৎবার) জন্য বাহির হইবার সময় আজান দান ও একামত হয় না, (সলাত সলাত) ধ্বনি এবং অন্য কিছু হয় না।" সেই দিন (উক্তির দৃঢ়তার জন্য) পুনর্ব্বার বলেন, "আজান হয় না, ও একামত হয় না।"—মো।

আবুসয়িদ খোদরীর উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ ঈদকোরবাণী ও ঈদোল্‌ ফেতরের দিনে বাহির হইয়া আসিয়া নমাজ আরম্ভ করিতেন, পরে নমাজ পড়িয়া দণ্ডায়মান হইতেন, অনন্তর মণ্ডলীর সম্মুখে আগমন করিতেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদের নমাজভূমিতে উপবিষ্ট থাকিতেন, যদি তাঁহার (কোথাও সেনা) পাঠাইবার প্রয়োজন

---

* ওমর এব্‌ন হজাম আনসার দলভুক্ত একজন সহচর ছিলেন। পনের বৎসর বয়সের সময় তিনি খন্দকের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বখরাণ এয়মণ দেশের অন্তর্গত এক নগরের নাম। হজরত কর্ত্তৃক ইনি সেই নগরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন ইহাঁর সতের বৎসর বয়ঃক্রম ছিল।

† ইহাঁর প্রকৃত নাম অবদোল্‌ মোল্‌ক। ইনি জোরয়হের পৌত্র আজিজের পুত্র। এব্‌ন জোরয়হ কোরেশদলের একজন পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নিবাস রোমে ছিল, তিনি এক সময় কোন কোরেশপুরুষের দাসত্বে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

হইত, মণ্ডলীর নিকটে তিনি তাহা উত্থাপন করিতেন। যদি তদ্ভিন্ন তাহার অন্য কোন প্রয়োজন হইত তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে আদেশ করিতেন, এবং বলিতেন, "তোমরা সদকা দান কর, সদকা দান কর, সদকা দান কর।" যাঁহারা সদকা দান করিতেন তাঁহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক ছিলেন। তৎপর তিনি ফিরিয়া আসিতেন। হোকোমের পুত্র মরওয়াণের শাসনকর্ত্তৃত্ব পর্য্যন্ত এরূপ চলিয়াছিল *। তখন আমি মরওয়াণের কর ধারণ করিয়া বাহির হইয়া ঈদভূমি পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। পরে অবিলম্বে সলতের পুত্র কসির কাদা ও কাচা ইটের যোগে মেম্বর নির্ম্মাণ করেন †। তখন হঠাৎ মরওয়াণ স্বীয় হস্তে আমাকে আকর্ষণ করিলেন, যেন তিনি খোৎবা পড়িবেন বলিয়া আমাকে মেম্বরের দিকে টানিতেছিলেন, কিন্তু এবং আমি তাঁহাকে নমাজের দিকে আকর্ষণ করিতেছিলাম। পরে যখন আমি তাঁহা হইতে তদ্রূপ ভাবিলাম। তখন বলিলাম, নমাজ আরম্ভ করা কোথায় গেল? তখন তিনি বলিলেন, "না হে আবু সয়িদ, সত্যই উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তুমি জান না।" আমি বলিলাম, এরূপ নয়, যাঁহার হস্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ, আমি যাহা ভাল জানি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিষয়ে তুমি আমাকে লইয়া যাইতেছ না। তিন বার বলিলাম। তৎপর তিনি ফিরিয়া গেলেন, মেম্বরের নিকট হইতে সমাজের স্থানে চলিয়া গেলেন।—মো।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোরবাণী।

প্রথম অধ্যায়।

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ শৃঙ্গবিশিষ্ট ধূসরবর্ণ দুইটি মেষকে জব করিয়াছিলেন, সেই দুইটিকে স্বহস্তে জব করেন, এবং ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন ও তক্‌বির বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে আপন চরণ সে দুইটির পার্শ্বদেশে স্থাপন করিতে এবং "বেস্‌মাল্লা ও আল্লাহো আক্‌বর" বলিতে দেখিয়াছি।—উভয়।

আয়শার উক্তি;—বক্ষঃস্থল ও উদর কৃষ্ণবর্ণ, এবং নয়নপ্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ, এরূপ

---

* প্রথম চারি খলিফার নেতৃত্বের অবসানে দমস্কাধিপতি মাবিয়া কর্ত্তৃক মদিনা অধিকৃত হয়। মাবিয়াকর্ত্তৃক মদিনার শাসনকর্ত্তৃপদে মরওয়াণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

† হজরতের বিদ্যমানতাকালে কসির জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে নাম "কলিব" (অল্প) ছিল, হজরত তাঁহাকে "কসির" (অধিক) নাম প্রদান করেন। কেহ কেহ বলেন ওমর ফারুক তাঁহাকে কসির আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কসির হজরতের একজন অনুগামী ছিলেন।

শৃঙ্গযুক্ত মেষ উপস্থিত করিতে প্রেরিতপুরুষ আদেশ করিয়াছিলেন। তখন জব করিতে তাহা আনয়ন করা হয়। তিনি বলিলেন, "আয়শা, তুমি আমাকে ছুরিকা প্রদান কর," তৎপর বলিলেন, "প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া ইহাকে তীক্ষ্ণ কর।" তখন আমি তাহা করিলাম। তদনন্তর তিনি উহা গ্রহণ করিলেন, এবং মেষটিকে গ্রহণপূর্ব্বক পার্শ্বশায়ী করিয়া তাহাকে জব করিলেন, তৎপর বলিলেন, "বেস্‌মাল্লা, হে পরমেশ্বর, মোহম্মদ হইতে ও মোহম্মদের সন্ততি হইতে এবং মোহম্মদের মণ্ডলী হইতে তুমি ইহা গ্রহণ কর।" তৎপর তিনি তদ্দ্বারা মাধ্যাহ্নিক ভোজন করাইলেন।—মো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "(গো মেষ উষ্ট্র) এই তিন জাতীয় আয়াসসাধ্য পশু ভিন্ন অন্য জীব তোমরা জব করিও না, দুই বৎসরের মেষ জব করিও *।"—মো।

আমেরের পুত্র ওক্‌বার উক্তি † ;—পারিষদবর্গকে বিভাগ করিয়া দিবার জন্য কোরবাণীসূত্রে হজরতকে কয়েকটি ছাগ পশু প্রদত্ত হইয়াছিল, পরে বিভাগের পর একটি এক বৎসর বয়সের ছাগ অবশিষ্ট রহিল। তখন ওক্‌বা প্রেরিতপুরুষকে তাহা জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি তাহা জব কর।" অন্য উক্তিতে—আমি বলিলাম, প্রেরিতপুষ, এক বৎসর বয়সের ছাগ আমি পাইলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি তাহা জব কর।"—উভয়।

এব্‌নওমরের উক্তি ;—হজরত ঈদক্ষেত্রে উষ্ট্র ও ছাগ মেষাদি জব করিতেন।—বো।

জাবেরের উক্তি ;—গরুর কোরবাণীতে সাত জন এবং উষ্ট্রেও সাত জন অংশী হয়।

ওম্ম সোলমার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "জেল্‌হজ্জা মাসের দশমদিবস যখন উপস্থিত হয়, এবং তোমাদের কেহ কোরবাণী করিতে ইচ্ছু হন, তখন সে যেন তাহার কেশ ও মুখমণ্ডলের কিছুতে হস্তক্ষেপ না করে।" অন্য বিবৃতিতে—"যে ব্যক্তি জেল্‌ হজ্জার নব চন্দ্র দর্শন করিয়া কোরবাণী করিতে অভিলাষী হয়, সে যেন কেশ ও নখ ছেদন না করে।" অপর বিবৃতিতে—"যে ব্যক্তি জেল্‌ হজ্জার নবচন্দ্র দর্শন করিয়া কোরবাণী করিতে ইচ্ছু হয় সে যেন আপনার চুল ও আপনার নখ ছেদন না করে।"—মো।

এব্‌নআব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এই দশদিবসাবলী অপেক্ষা সৎক্রিয়াসাধনসম্বন্ধীয় অন্য কোন দিবসশ্রেণী পরমেশ্বরের নিকটে প্রিয়তর নহে।"

---

* গো ও অশ্ব তৃতীয় বৎসরে, উষ্ট্র পঞ্চম বৎসরে, ছাগ ও মেষ দ্বিতীয় বৎসরে পূর্ণবয়স্ক হয়। এই বয়সেই সেই সকল কোরবাণীর উপযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ণ বয়স্ক পশুদিগকে আরব্য-ভাষায় "জজা" বলে।

† ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বরোদ্দেশে সংগ্রাম করার দিন কি নয়?" তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় জীবন ও স্বীয় সম্পত্তি সহ বাহির হইয়াছে, ইহার কিছু প্রদানে সে বিমুখ হয় নাই, সেই লোক ব্যতীত অন্যের দ্বারা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে জেহাদ হয় না।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;— হজরত নবি ঈদকোরবাণীর দিনে পুচ্ছবিশিষ্ট ধূসরবর্ণ দুইটি কৃতক্লীব মেষ জব করিয়াছিলেন, সেই দুইটীকে কেবলাভিমুখী করার পর বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আমি 'হনিফ' (অসত্য হইতে সত্যে অনুরাগী) এব্রাহিমের ধর্ম্মে স্থিতি করিয়া * যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইতেছি, আমি অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত নহি, নিশ্চয় আমার নমাজ ও আমার কোরবাণী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বপালক পরমেশ্বরের জন্য, তাঁহার অংশী নাই, আমি এ বিষয়ে (একত্ববাদে) আদিষ্ট হইয়াছি, আমি মোসলমানদিগের অন্তর্গত। হে পরমেশ্বর তোমা হইতে (এই কোরবাণী) ও ইহা তোমারই (দান), মোহম্মদ ও তাহার মণ্ডলী হইতে তুমি ইহা গ্রহণ কর। বেস্‌মাল্লা ও আল্লাহো আক্‌বর।" তৎপর জব করিয়াছিলেন।—আহ, আবুদা, এব্‌নমা, দারা।

[এবং আহমদ, আবুদাউদ ও তরমোজির বিবৃতিতে—তিনি স্বহস্তে জব করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "বেস্‌মাল্লা আল্লাহো আক্‌বর, হে পরমেশ্বর, আমার পক্ষ হইতে ও আমার মণ্ডলীর যে ব্যক্তি কোরবাণী করে নাই তাহার পক্ষ হইতে এই কোরবাণী।]

হনসের উক্তি ;—আমি আলিমোর্ত্তজাকে দুইটি মেষ জব করিতে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, এ কিরূপ? (দুইটি মেষ কেন?) তাহাতে তিনি বলেন, "প্রেরিতপুরুষ তাঁহার পক্ষ হইতে জব করিতে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, অতএব আমি তাঁহার পক্ষ হইতে (একটি) জব করিলাম।"—আবুদা।

[তরমোজি প্রায় এইরূপই বলিয়াছেন।]

আলির উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, কোরবাণীর পশুর চক্ষু ও কর্ণের প্রতি যেন লক্ষ্য করি, যাহার কর্ণের সম্মুখভাগ ছিন্ন তাহা যেন জব না করি, যাহার কর্ণের নিম্নভাগ ছিন্ন তাহাও জব করিতে আমাদের প্রতি নিষেধ, যাহার কর্ণ দীর্ঘাকারে ও যাহার গোলাকারে ছিদ্র হইয়াছে তাহাও যেন আমরা জব না করি।—তর, আবুদা, নেসা, দারা, এব্‌নমা।

---

* হজরত মোহম্মদ মহাপুরুষ এব্রাহিমের ধর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এব্রাহিম বলিদান করিতেন। তিনি স্বীয় পুত্রকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে ঈশ্বরাদেশে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া শৃঙ্গবিশিষ্ট বৃহৎ মেষ বলিদান করিয়াছিলেন।

[এব্‌নমাজের বিবৃতিতে তাহার কর্ণ বিষয়ে প্রথম উক্তি পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত নহে।]

আলির উক্তি ;—হজরত ভগ্ন শৃঙ্গ, ভগ্ন (ছিন্ন) কর্ণ বিশিষ্ট মেষ জব করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—এব্‌নমা।

আজবের পুত্র বরায়ের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, "কোরবাণীর কোন্ কোন্ বিষয় হইতে আমরা নিবৃত্ত থাকিব ?" তখন তিনি হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "চারি বিষয় হইতে—খঞ্জ, যাহার খঞ্জত্ব স্পষ্ট ; কাণা, যাহার নেত্রহীনতা স্পষ্ট ; পীড়িত, যাহার পীড়া ব্যক্ত ; দুর্ব্বল এরূপ পশুর কোরবাণী হইতে তোমরা নিবৃত্ত থাকিবে * ।"—মালে, আহ, তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা, দারা।

আবু সয়িদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ শৃঙ্গবিশিষ্ট বলিষ্ঠ নীলনেত্র নীলমুখ নীলপদ মেষ জব করিতেন।—তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

বনুসলিম পরিবারের অন্তর্গত মোজ্জেশির উক্তি † ;—প্রেরিতপুরুষ বলিতেন, "যাহা হইতে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় তাহার অন্তর্গত দ্বৌবার্ষিক" জজা (দুই বৎসরের মেষ)।"—আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "উত্তম কোরবাণীর পশু জজা (পূর্ণ বয়স্ক মেষ) হয়।"—তর।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—আমরা প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে দেশপর্য্যটনে ছিলাম। তখন ঈদ কোরবাণীর দিন উপস্থিত হয়। সেই সময় আমরা একটি গাভীতে সাত জন, একটি উষ্ট্রে দশ জন শরিক হইয়াছিলাম ‡ ।—তর, নেসা, এব্‌নমা।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস হসন গরিব।]

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "কোরবাণীর দিনে আদমের সন্তান কোরবাণীর রক্তপাত অপেক্ষা পরমেশ্বরের নিকটে প্রিয়তর এমন কোন কাজ করে না। নিশ্চয় কেয়ামতের দিনে সেই সকল পশু তাহাদের শৃঙ্গ সকল ও তাহাদের রোমাবলী এবং খুর সকল আনিয়া থাকে, এবং নিশ্চয় শোণিত ভূতলে নিপতিত হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইয়া থাকে, পরে ভূমিতে পতিত হয় § ।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বরের নিকটে জেল্‌হজ্জা

---

* একচক্ষু হীন অথবা উভয় নেত্রবিহীন পশুর, দুরারোগ্য পীড়াযুক্ত পশুর, যাহার অস্থির মজ্জা পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়াছে এরূপ ক্ষীণ দুর্ব্বল পশুর কোরবাণী হওয়া অবৈধ।

† ইনি হজরতের একজন মোহাজ্জের দলভুক্ত সহচর ছিলেন।

‡ বিদ্বিতস্তজ্ঞ বহু পণ্ডিতের এরূপ মত যে, উষ্ট্র ও গো সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধি নয়, এক প্রকার বিধি। গাভীতে সাত জন, উষ্ট্রে দশ জন অংশী হওয়ার বিধি পরিত্যক্ত।

§ কোরবাণীতে নিহত পশুদিগের শৃঙ্গ, খুর ও রোমাবলী কেয়ামতের দিনে সৎক্রিয়ার পাল্লাতে স্থাপিত করিয়া ক্রিয়াকর্ত্তার সৎকর্ম্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়।

মাসের প্রথম দশ দিবসে তাঁহার সাধন ভজন হইলে তাহা অন্য সকল দিন অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, এবং তাহার প্রত্যেক দিনের রোজা সম্বৎসরের রোজার তুল্য, এবং তাহার প্রত্যেক রাত্রিতে নমাজে স্থিতি করা লয়তোল্‌কদরের রাত্রিতে স্থিতি করার তুল্য।"—তর. এব্‌নমা।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিসের আস্‌নাদ দুর্ব্বল।]

তৃতীয় অধ্যায়।

অবদোল্লার পুত্র জোন্দবের উক্তি * ;—আমি ঈদ কোরবাণীর দিনে যাহা "ইয়ুম নহর" (উষ্ট্র বলিদানের দিন) হয়, হজরতের সঙ্গে ছিলাম, তখন তিনি নমাজ পড়েন ও তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্তি এবং সেলাম দান শেষ করেন নাই, এমন সময় কোরবাণীর মাংস দেখিতে পাইলেন, বাস্তবিক তাঁহার নমাজ সমাপ্তি হওয়ার পূর্ব্বেই উহা জব করা হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ব্যক্তি তাহার নমাজ পড়া বা আমাদের নমাজ পড়ার পূর্ব্বে জব করিয়াছে? পরে যেন অন্য কোরবাণীর পশু তাহার স্থানে জব করা হয়।" অন্য বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, হজরত কোরবাণীর দিনে নমাজ পড়িয়াছিলেন, তৎপর খোৎবা পড়েন, তদনন্তর জব করেন, এবং বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি তাহার নমাজ পড়িবার পূর্ব্বে জব করে পরে সে যেন তাহার স্থানে অন্য পশু জব করে, এবং যে ব্যক্তি জব করে নাই, সে যেন বেসমাল্লাযোগে জব করে।"—উভয়।

নাফেয়ার উক্তি ;—এব্‌ন ওমর বলিয়াছেন, কোরবাণীর ঈদের দিনের পরবর্ত্তী দুই দিনেও কোরবাণী হয়।—মালে।

[তিনি বলিয়াছেন, আবুতালেবের পুত্র আলি হইতে আমি এরূপ অবগত হইয়াছি।]

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ দশ বৎসর মদিনায় স্থিতি করিয়া ঈদ কোরবাণী করিয়াছিলেন।

আর্‌কমের পুত্র জয়দের উক্তি ;—হজরতের সহচরগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, এই সকল কোরবাণীর ব্যাপার কি?" তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহা তোমাদের পিতৃপুরুষ এব্রাহিমের ধর্ম্মপদ্ধতি।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, তাহাতে আমাদের জন্য কি ফল?" তিনি বলিলেন, "উহার প্রত্যেক রোমানু-

---

* ইনি এক জন সহচর ছিলেন। ইহাঁর সম্পর্কগত নাম আবু অবদোল্লা। কখন২ ইহাঁকে জোন্দব এব্‌ন সুফিয়ান বলা হইয়াছে। লোকে ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষদিগের নামানুসারে ইহাকে বজলি আলকমী' ও আসলমী বলিয়া থাকে। প্রথমে ইনি কুফাতে ছিলেন, পরে বসোরাতে যাইয়া স্থিতি করিয়াছিলেন।

সারে কল্যাণ আছে।" তাঁহারা বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, তবে উর্ণাতে মঙ্গল?" তিনি বলিলেন, "প্রত্যেক রোম যে উর্ণা হয় তাহার তুলনায় মঙ্গল।"—আবুদা, এবনমা।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

অবৈধ কোরবাণী (এতিরা) *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ফরা নয় ও এতিরা নয়।" (হদিস বক্তা) বলেন, উষ্ট্র ও ছাগের প্রথম শাবক ফরা, পূর্ব্বে পৌত্তলিকগণ স্ব স্ব প্রতিমার জন্য তাহা বলিদান করিত, এতিরা রজব মাসে প্রতিমা উদ্দেশ্যে বলি দান।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সোলয়মের পুত্র মেখ্‌নফের উক্তি † ;—আমরা প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে অরফাতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "হে লোক সকল, সত্যই প্রত্যেক গৃহস্থের সম্বন্ধে প্রতিবৎসরে কোরবাণী ও এতিরা নির্দ্দিষ্ট, যাহাকে তোমরা এই (এতিরা) নামে অভিহিত কর তাহা রজবমাসসম্বন্ধীয়।"—তর, আবুদা, নেসা, এবনমা।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব জয়িফ, এবং বাবু দাউদ বলিয়াছেন এতিরা রহিত হইয়াছে।]

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "কোরবাণীর দিনে ঈদ হয়,আমি এরূপ আদিষ্ট হইয়াছি। পরমেশ্বর এই মণ্ডলীর জন্য ইহা করিয়াছেন,।" এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল,"প্রেরিতপুরুষ, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি স্ত্রী মনিহ ব্যতীত অন্য পশু প্রাপ্ত না হই তাহা হইলে কি তাহা জব করিব ‡?" তিনি

* মূঢ়তার অবস্থায় রজব মাসে প্রতিমা উদ্দেশ্যে আরবের পৌত্তলিকগণ ছাগপশু বলিদান করিত। এসলামধর্ম্মের প্রারম্ভকালে, সেই দৃষ্টান্তে মোসলমাণগণও রজব মাসে জব করিতেন। পরে ইহা রহিত হয়। মূঢ়তার সময়ে প্রতিমা উদ্দেশ্যে এই বলিদান হইত বলিয়া জ্ঞানী মোসলমানগণ ইহাকে অবৈধ ও বৃত্তিতে মনে করেন, কেহ কেহ বৈধও মনে করিয়া থাকে। অবৈধরূপে কোরবাণী করিলে তাহাকে এতিরা বলে।

† ইনি এক জন সহচর ছিলেন। আলি মোর্ত্তজা ইহাঁকে এসফাহানের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

‡ সম্পন্ন আরব্য লোকদিগের এরূপ রীতি ছিল যে, তাঁহারা উষ্ট্র গাভী ইত্যাদি পশু দুঃখী

বলিলেন, "মা, কিন্তু তুমি নিজের কেশ ও নিজের নখ ছেদন এবং আপন ওষ্ঠরোম খর্ব্ব করিবে, এবং নাভির নিম্নভাগ কামাইবে, পরে ইহাতে পরমেশ্বরের নিকটে তোমার কোরবাণী পূর্ণ হইবে।"—অবুদা, নেসা।

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যচন্দ্রগ্রহণে নমাজ।

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষের সময়ে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তখন তিনি দলবদ্ধ নমাজের জন্য আজান দান করিতে আজানদাতাকে প্রেরণ করিলেন। পরে নিনে অগ্রসর হইলেন, এবং দুই রকাতে চারি রকু করিয়া নমাজ পড়িলেন ও চারি বার সেজ্‌দা করিলেন। আয়শা বলিয়াছেন, আমি তাহা অপেক্ষা কখনও দীর্ঘ রকু ও দীর্ঘ সেজ্‌দা দৃষ্টি করি নাই।—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—সূর্য্য গ্রহণের নমাজে প্রেরিতপুরুষ আপনার পাঠ উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়াছিলেন।—উভয়।

আব্বাসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষের সময়ে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তখন হজরত নমাজ পড়িয়াছিলেন, এবং মণ্ডলীও তাঁহার সঙ্গে ছিল। তাহাতে তিনি অধিক ক্ষণ দণ্ডায়মান থাকেন ; তদনন্তর তিনি দীর্ঘ রকু করিয়াছিলেন, তৎপর মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বকর সুরা পড়িতে যে সময় যায় তিনি তদ্রূপ সময় দণ্ডায়মান থাকেন। পরে তিনি দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান ছিলেন, উহা প্রায় প্রথম দণ্ডায়মান হওয়ার ন্যায় হইয়াছিল। তদনন্তর দীর্ঘ রকু করিয়াছিলেন, উহা প্রায় প্রথম রকুর ন্যায় হইয়াছিল। তৎপর তিনি মস্তক উত্তোলন করেন, তদনন্তর সেজ্‌দা করেন, পরে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান হন, উহা প্রায় প্রথম দণ্ডায়মানের ন্যায় হইয়াছিল, তৎপর দীর্ঘ রকু করেন ও প্রায় প্রথম রকুর তুল্য হইয়াছিল। তৎপর তিনি মস্তক উত্তোলন করেন,দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকেন,উহা প্রায় প্রথম দণ্ডায়মানের তুল্য হইয়াছিল। তদনন্তর তিনি রকু করেন, উহা প্রায় প্রথম রকুর তুল্য হইয়াছিল। তৎপর তিনি মস্তকোত্তলন করেন, তদনন্তর সেজ্‌দা করিয়াছিলেন, তাহার পরে প্রতিনিবৃত্ত হন। এ দিকে সূর্য্য প্রমুক্ত হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, "ঐশ্বরিক নিদর্শনাবলীর মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র দুইটি নিদর্শন। কাহারও মৃত্যু ও জীবনের জন্য এই দুইয়ের

দরিদ্রদিগকে তাহাদের সাহায্যার্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দান করিতেন। এরূপ পশুকে 'সায়িহ' বলে।

গ্রহণ হয় না। পরে যখন তোমরা ইহা দর্শন করিবে, তখন ঈশ্বরগুণানুবাদ করিও *। লোকে বলিল, "প্রেরিতপুরুষ, আমরা আপনার এই দণ্ডায়মানাবস্থায় আপনাকে দেখিলাম যেন আপনি কিছু গ্রহণ করিলেন, তৎপর দেখিলাম, পশ্চাৎপদ হইলেন।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় আমি স্বর্গোদ্যান দর্শন করিয়াছিলাম, তখন তাহা হইতে একটি দ্রাক্ষাফল গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলাম; আমি পাইলে তোমরাও সংসারের অবশিষ্ট কাল তাহা ভোগ করিতে, এবং আমি নরকানলও দর্শন করিয়াছি, আমি তাহার ন্যায় ক্লেশকর কোন স্থান কখনও দেখি নাই, এবং দেখিয়াছি যে, তাহার অধিবাসী অধিকাংশই স্ত্রীলোক।" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিতপুরুষ, এরূপ কেন?" তিনি বলিলেন, "তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য।" বলা হইল, "তাহারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে বলিয়া কি?" তিনি বলিলেন, "তাহারা প্রতিবেশীর প্রতি কৃতঘ্ন হয়, এবং উপকার অস্বীকার করে, যদি তুমি তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে সর্ব্বদা হিতসাধন কর, তৎপর সে যদি তোমা হইতে কিছু অহিত দেখে, বলিবে, 'আমি তোমা হইতে কখনও কোন কল্যাণ দর্শন করি নাই।"'—উভয়।

আয়শার উক্তি;—এব্‌ন আব্বাসের হদিসের অনুরূপ। তিনি বলিয়াছেন, তৎপর তিনি সেজ্‌দা করিলেন, তখন সেজ্‌দায় অধিক ক্ষণ ছিলেন, তদনন্তর নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে সূর্য্য গ্রহণমুক্ত হইল। তখন তিনি লোকদিগকে উপদেশ দান করিলেন। পরে "ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা" বলিলেন, ও তাঁহার গুণানুবাদ করিলেন, তৎপর বলিলেন, "ঐশ্বরিক নিদর্শনাবলীর মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র দুইটি নিদর্শন, কাহারও মৃত্যু ও জীবনের জন্য এই দুইয়ের গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা ইহা দেখিবে তখন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবে, তক্‌বির পড়িবে ও নমাজ পড়িবে, এবং সদকা দান করিবে।" তৎপর তিনি বলিলেন, "হে মোহম্মদের মণ্ডলী, ঈশ্বরের শপথ, পরমেশ্বরের নিকটে অধিক লজ্জার বিষয় আর কিছুই নহে যে, তাঁহার কিঙ্কর ব্যভিচার করে, এবং তাঁহার কিঙ্করী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। হে মোহম্মদের দল, ঈশ্বরের শপথ, আমি যেমন (আধ্যাত্মিক রহস্য) জানি, সেরূপ যদি তোমরা জানিতে তাহা হইলে অল্প হাসিতে ও অধিক কাঁদিতে।"—উভয়।

আবু মুসার উক্তি;—সূর্য্যের গ্রহণ হইল, তখন হজরত নবি সভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন, কেয়ামতে সংঘটন হয় বলিয়া যেন ভয় পাইলেন। পরে মস্‌জেদে গেলেন, তখন নমাজ পড়িলেন। দণ্ডায়মান, সেজ্‌দা ও রকুতে অধিক সময় ব্যয় করিলেন। আমি তাঁহাকে কখনও এরূপ করিতে দেখি নাই, এবং তিনি বলিয়াছিলেন যে, "এই সকল নিদর্শন যে পরমেশ্বর প্রেরণ করেন, ইহা কাহারও মৃত্যু ও জীবনের জন্য নহে।

* এই সূর্য্যগ্রহণের দিন এব্রাহিমনামক হজরতের শিশু পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। তজ্জন্য বা সূর্য্যমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া মণ্ডলী এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাতেই তিনি এরূপ উত্তর দান করিয়া থাকিবেন।

কিন্তু এতদ্বারা পরমেশ্বর স্বীয় দাসদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন। অতএব তোমরা যখন ইহার কিছু দর্শন করিবে তখন তোমরা ভীত হইবে ও তাঁহার গুণানুবাদের আশ্রয় লইবে ও তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে, এবং কৃপা প্রার্থী হইবে।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—হজরতের বিদ্যমানতা কালে তাঁহার পুত্র এব্রাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। তখন তিনি মণ্ডলী সহ চারি সেজ্‌দা সহকারে ছয় রকাত নমাজ পড়িয়াছিলেন *।—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—যখন সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল তখন প্রেরিতপুরুষ চারি সেজ্‌দাযুক্ত আট রকু নমাজ পড়িয়াছিলেন, (অর্থাৎ প্রত্যেক রকাতে চারি রকু ছিল) এতদনুরূপ আলি মোর্ত্তজা কর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে।—মো।

সোমোরার পুত্র অবদোর্ রহমাণের উক্তি ;—একদা আমি হজরতের জীবদ্দশায় মদিনা নগরে বাণ বর্ষণ করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ সূর্য্যগ্রহণ হইল। সেই সময় আমি মনে মনে বলিলাম, এই সূর্য্যগ্রহণে প্রেরিতপুরুষসম্বন্ধে নূতন ব্যাপার কি হইল নিশ্চয় আমি দেখিব। তখন আমি তাঁহার নিকটে গেলাম, তিনি নমাজে দণ্ডায়মান ছিলেন, উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহার গ্রহণমুক্তি পর্য্যন্ত ঈশ্বর পবিত্র (তস্‌বিহ) ঈশ্বর ঈশ্বর (তহলিল) ঈশ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (তক্‌বির) তাঁহারই সম্যক্ প্রশংসা (তহমিদ) বলিতেছিলেন ও প্রার্থনা করিতেছিলেন। পরে যখন গ্রহণমুক্ত হইল, তখন তিনি দুইটী সুরা (কোরাণের অধ্যায়) পাঠ করিলেন, এবং দুই রকাত নমাজ পড়িলেন।—বো।

[সোমোরার পুত্র অবদোর্ রহমাণ হইতে মোসল্লেম সহিহ গ্রন্থে, তাঁহা হইতে শরেহ সোন্নত পুস্তকে, এবং সোমোরার পুত্র জাবের হইতে মসাবিহ পুস্তকে বিবৃত।]

আবু বেকরের কন্যা আসমার উক্তি ;—সত্যই হজরত নবি সূর্য্যগ্রহণ হইলে ক্রীতদাসকে মুক্ত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জোন্দবের পুত্র সোমোরার উক্তি ;—সূর্য্যগ্রহণের সময় প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে লইয়া নমাজ পড়িয়াছিলেন, আমরা তাঁহার ধ্বনি শুনিতে পাই নাই ;—তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

একরেমার উক্তি † ;—এব্‌ন আব্বাসকে বলা হইয়াছিল যে, "হজরতের পত্নীগণের

---

* অর্থাৎ তিনি দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছিলেন, প্রত্যেক রকাতে তিন রকু ছিল।

† একরেমা এব্‌ন আব্বাসের ক্রীতদাস হজরতের অনুগামী ও মক্কা নগরস্থ এক জন মহাপণ্ডিত ছিলেন। শত্রুদলের এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "কোরাণ শাস্ত্রে একরেমার ন্যায় সুপণ্ডিত লোক আমি দর্শন করি নাই।" তিনি বর্ব্বরজাতীয় ছিলেন।

মধ্যে অমুকের মৃত্যু হইয়াছে। তাহাতে তিনি নমস্কার করিবার জন্য অবনত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল, "আপনি যে এই মুহূর্ত্তে সেজ্‌দা করিলেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন,'যখন তোমরা কোন ঐশ্বরিক নিদর্শন দেখিবে, তখন নমস্কার করিও।' হজরতের ভার্য্যাদিগের পরলোকে প্রস্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর কি আছে?"—আবুদা, তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

কাবের পুত্র ওব্বোর উক্তি;—হজরতের সময় সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তখন তিনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া নমাজ পড়িয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এক দীর্ঘ সুরা পড়িয়াছিলেন, পাঁচ বার রকু ও দুই বার সেজ্‌দা করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি কেব্‌লাভিমুখে বসিয়া যে পর্য্যন্ত গ্রহণমুক্তি না হয় সে পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন।—আবুদা।

বশিরের পুত্র নেমানের উক্তি;—হজরতের সময়ে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। তখন তিনি দুই রকাত দুই রকাত করিয়া নমাজ পড়িয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত গ্রহণমুক্তি হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তিনি সে বিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।—আবুদা।

[নেসায়ীর বিবৃতিতে—সূর্য্যমণ্ডল বিমুক্ত হইবার সময় আমাদের পড়ার ন্যায় প্রেরিতপুরুষ নমাজ পড়িয়াছিলেন, রকু ও সেজ্‌দা করিয়াছিলেন মন অবস্থায় অপর উক্তিতে প্রেরিতপুরুষ এক দিন দ্রুতপদে মস্‌জেদের দিকে চলিয়া [illegible] তিনি যেন এদিকে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। তখন যে পর্য্যন্ত গ্রহণমুক্তি না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি নমাজ পড়িয়াছিলেন। তদনন্তর বলিয়াছিলেন, "মূঢ় বিধর্ম্মী লোকেরা বলিত, ভূতলবাসী কোন মহাপুরুষের মৃত্যুভিন্ন সূর্য্য চন্দ্রমার গ্রহণ হয় না, নিশ্চয় সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ কাহারও জীবন ও মৃত্যুজন্য হয় না, বরং পরমেশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে এই দুই সৃষ্টবস্তু। পরমেশ্বর স্বীয় সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা করেন নূতন প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর এই উভয়ের যে একটির গ্রহণ হয়, যে পর্য্যন্ত তাহা মুক্ত না হয়, অথবা ঈশ্বর কোন নূতন ব্যাপার সঙ্ঘটন না করেন সে পর্য্যন্ত তোমরা নমাজ পড়িও।"]

দ্বাপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

কৃতজ্ঞতাসূচক নমস্কার।

দ্বিতীয় অধ্যায় *।

আবু বেকরার উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ কোন আনন্দের ব্যাপার উপস্থিত

* এই পরিচ্ছেদের অন্তর্গত প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায় নাই, একমাত্র দ্বিতীয় অধ্যায় বিদ্যমান।

† ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

হইলে অথবা তাঁহাকে কোন বিষয় আনন্দিত করিলে নমস্কারে অবনত হইয়া পড়িতেন।—আবুদা, তর।

[তরমোজি এই হাদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

আবু জাফেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ এক জন ক্ষুদ্রতমকায় দুর্ব্বল পুরুষকে দেখিয়া নমস্কারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিলেন *।—পরম্পরাগত দারকোত্‌নি।

[শরেহ সোন্নতে মসাবিহের বাক্য বিবৃত।]

আবু ওকাসের পুত্র সাদের উক্তি ;—আমরা প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে মক্কা হইতে বহির্গত হইয়া মদিনাভিমুখে যাইতেছিলাম। যখন আমরা অজ্‌ওরার নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি অবতরণ করিলেন, তৎপর উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে ক্ষণকাল প্রার্থনা করিলেন, তদনন্তর নমস্কারে অবনত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অনেকক্ষণ বিলম্ব করিলেন, তৎপর দণ্ডায়মান হইয়া হস্তোত্তলন করিয়া রহিলেন, তদনন্তর নমস্কারের ভাবে অবনত হইয়া পড়িলেন, তাহাতে অনেক ক্ষণ বিলম্ব করিলেন। তাহার পর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া কিয়ৎক্ষণ হস্তোত্তলনকরিয়া রহিলেন, তৎপর নমস্কারেরর ভাবে অবনত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি স্বীয় প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এবং আমার মণ্ডলীর জন্য পাপ ক্ষমার প্রার্থী হইয়া ছিলাম, তাহাতে আমাকে আমার মণ্ডলীর এক তৃতীয়াংশ প্রদান করিয়াছেন। সুরা [illegible] আমি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতাসূচক সেজ্‌দা করিয়াছি। তৎপর আমি মস্তক [illegible] করিয়া আমার প্রভুর নিকটে আমার মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার মণ্ডলীর অপর এক তৃতীয়াংশ আমাকে দান করিয়াছেন। তখন প্রভুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতাসূচক নমস্কার করিয়াছিলাম। তৎপর স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বীয় মণ্ডলীর জন্য আমার প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমার মণ্ডলীর অন্য তৃতীয়াংশ আমাকে দান করিয়াছেন। তখন স্বীয় প্রভুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতাসূচক নমস্কারে অবনত হইয়াছি।"—আহ, আবুদা।

---

* এই ব্যক্তি বিপন্ন বলিয়া তাহার কল্যাণের জন্য হজরত ঈশ্বরের নিকটে অবনত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

জল প্রার্থনা *।

প্রথম অধ্যায়।

জয়দের পুত্র অবদোল্লার উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ মণ্ডলী সহ জল প্রার্থনার জন্য নমাজভূমির দিকে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছিলেন, তাহাতে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং কেব্‌লাভিমুখীন হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন ও উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছিলেন, অপিচ কেবলার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় আপন উত্তরীয় বস্ত্র ঘূর্ণায়মাণ করিয়াছিলেন ‡।—উভয়।

আনসের উক্তি;—হজরত জল প্রার্থনা ব্যতীত আপনার অন্য কোন বিষয়ের জন্য স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন নাই, পরন্তু তিনি এত দূর হস্ত উঠাইতেন যে, তাঁহার কক্ষতলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হইত।—উভয়।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন স্বীয় করতল দ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ যোগে আমাদের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।—মো।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ যখন মেঘ দর্শন করিয়াছেন তখন বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর, উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।"—বো।

আনসের উক্তি;—আমরা সকলে প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে আছি, এমন অবস্থায় বৃষ্টি প্রাপ্ত হইলাম। তখন হজরত আপন বস্ত্র প্রসারণ এত দূর করিলেন যে তিনি যেন মেঘ হইতে কোন বস্তু প্রাপ্ত হইলেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রেরিত

---

* অনাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে হজরত মোহম্মদ মণ্ডলী সহ ঈদোৎসবের নমাজ-ক্ষেত্রে যাইয়া বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন। সকলের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, সেই প্রার্থনা হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক বারিবর্ষণ হইত।

† ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর আনসার সম্প্রদায়স্থ লোক ছিলেন। ইহার পিতা মাতা এবং ভ্রাতাও হজরতের সহচর ছিলেন।

‡ হজরত স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র যাহা অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার বাম প্রান্ত দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ প্রান্ত বাম দিকে এবং ভিতরের ভাগ উপরের দিকে ও উপরিভাগ ভিতরের দিকে ঘুরাইয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই যে, তিনি চাদরের বাম দিকের এক কোণ দক্ষিণ হস্তে ও দক্ষিণ দিকের এক কোণ বাম হস্তে ধারণ করিতেন, এবং আপনার পৃষ্ঠভাগে উভয় হস্তকে ঘুরাইতেন, তাহাতে বস্ত্রের যে অংশ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিতেন তাহা দক্ষিণ স্কন্ধের উপরিভাগে এবং বামহস্তে যে অংশ ধারণ করিতেন তাহা বামস্কন্ধের উপরিভাগে পড়িত। এইরূপ ঘূর্ণন ও পরিবর্ত্তন বারিবর্ষণের অভাবের জন্য যে ঘটিয়াছে তাহা এবং লোকের সঙ্কোচ প্রযুক্তি ও প্রশস্ততার অপহ্নব জ্ঞাপন করার জন্য। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এরূপ চাদর বিপর্য্যস্ত ও পরিবর্ত্তন করিতে হজরতের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ ছিল, সেই আজ্ঞা তিনি পালন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, হজরত নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ করিতেন।

পুরুষ আপনি কেন এরূপ করিলেন? তিনি বলিলেন, "যেহেতু বৃষ্টি স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে নবাগত সামগ্রী *।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয়দের পুত্র অবদেল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ নমাজক্ষেত্রে চলিয়া গিয়া জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি কেব্‌লাভিমুখীন হওয়ার সময় স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র ঘুরাইয়াছিলেন। তখন তাহার দক্ষিণ প্রান্ত বাম স্কন্ধের উপর এবং তাহার বামপ্রান্ত দক্ষিণ স্কন্ধের উপর আনয়ন করিয়াছিলেন, তদনন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।—আবুদাউদ।

জয়দের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। খমিসা নামক কৃষ্ণবর্ণ পশমী উত্তরীয় বস্ত্র তাঁহার ছিল, তখন তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তাহার নিম্নভাগ গ্রহণ করিয়া তাহার উপরিভাগে ঘূর্ণায়মান করেন, পরে যখন তাহা চক্কর হইল তখন তাহা আপনার উভয় স্কন্ধে ঘুরাইয়া লইলেন।—আহ, আবুদা।

তাবুল্‌লহমের দাস ওমররের উক্তি †;—তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জওরার অদূরে আহজার জয়তের নিকটে প্রেরিত পুরুষ জল প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া জলের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, আপন উভয় হস্ত আপন মুখমণ্ডলের সম্মুখভাগে উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা মস্তকের উপর উত্থাপিত করেন নাই।—আবুদা; তরমোজি, ওনেসাতদনুরূপ।

এব্‌নআব্বাসের উক্তি :—প্রেরিতপুরুষ জল প্রার্থনার্থ দীন বেশে সভয় ও বিনম্র-ভাবে আর্ত্তনাদসহকারে বহির্গত হইয়াছিলেন।—আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে [illegible] করিয়া বলিয়াছেন ;—প্রেরিতপুরুষ যখন জল প্রার্থনা করিতেন তখন বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, স্বীয় দাসদিগকে ও দাসী-দিগকে জল দান কর, এবং আপনার দয়া বিস্তার কর, আপনার মৃত জনপদকে জীবন দাও।" মালে, আবুদা।

---

* হজরত মোহম্মদ নূতন বস্তু কিছু প্রাপ্ত হইলে তাহা বিশুদ্ধ ও স্বর্গ হইতে আগত এবং পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ দান বলিয়া এরূপ কিছু আচরণ করিতেন।

† আবুল্‌ লহম হজরতের একজন প্রাচীন সহচর ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারহদের সংগ্রামে বিহত হইয়াছিলেন। তিনি মাংস ভক্ষণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে লোকে তাঁহাকে আবুলহম (মাংসের পিতা) বলিয়া ডাকিত। আবুয্য আবু শব্দের অর্থ পিতা, লহম শব্দের অর্থ মাংস। কেহ কেহ বলেন ধর্মবিমুচ্যুতার সময়ে তিনি প্রতিমা উদ্দেশে বলি প্রদত্ত পশুর মাংসভক্ষণে অসম্মত হইয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার আবু লহম নাম হয়। ওমর আবু লহমের কন্যা। উভয়েই হজরতের সহচর ছিলেন, এবং উভয়েই বদরের সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন।

আবেরের উক্তি ;—আমি প্রেরিত পুরুষকে হস্তোলন করিতে দেখিয়াছি। তিনি পরে বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর, দুঃখ মোচনকারী তৃপ্তিজনক ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদক অনিষ্ট নিবারক উপকারী অসত্বর নয় সত্বর এরূপ বৃষ্টি দ্বারা আমাদিগকে তৃপ্ত কর।" তখন মেঘ বারি বর্ষনে তাহাদিগকে পূর্ণ করিল।—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ,—লোক সকল প্রেরিত পুরুষের নিকটে অনাবৃষ্টিনিবন্ধ দুর্দশা জ্ঞাপন করিয়াছিল। তখন তিনি মেম্বর স্থাপনে আদেশ করেন। পরে তাঁহার জন্য নমাজভূমিতে উহা স্থাপিত হইল। এক দিন লোক সকল তথায় যাইবে তিনি এরূপ নির্দ্ধারণ করিলেন। আয়াশা বলিয়াছেন, "পরে প্রেরিত পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলের প্রান্ত প্রকাশিত হওয়ার সময় বহির্গত হইলেন, অবশেষে মেম্বরের উপর আরোহণ করিলেন, তখন "আল্লাহো আক্‌বর" বলিলেন এবং ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিলেন। তৎপর তিনি বলিলেন,"তোমরা দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছ যে, তোমাদের দেশ দুর্ভিক্ষাক্রান্ত হইয়াছে, তোমাদের সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টির নিবৃত্তি হইয়াছে। নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদের নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিবেন।" তদনন্তর বলিলেন, "অল্‌হম্‌দোলেল্লাহে রব্বেল্‌ আলমিন অররহমাণ অররহিম্‌ মালেক, ইয়ুমোদ্দিন লাএলাহ এল্লেল্লাহ' ইয়ফালো মা ইয়ুরিদো।" অপিচ "হে ঈ... এরূপ পরমেশ্বর যে, তোমাব্যতীত উপাস্য নাই, তুমি ধনী আমরা দরিদ্র, আমাদের প্রতি বৃষ্টি অবতারণ কর,যাহা আমাদের বল বিধানের কারণ হইবে ও অনেক ক্ষণ স্থিতি করিবে, সে বস্তু আমাদের সম্বন্ধে সম্পাদন কর।" তদনন্তর তিনি উভয় হস্ত উত্তোলন করেন, যে পর্য্যন্ত উভয় কক্ষতলের শুভ্রতা প্রকাশ না পায়, সে পর্য্যন্ত হস্তোত্তমন পরিত্যাগ করিলেন না। তৎপর তিনি মণ্ডলীর দিকে আপনার পৃষ্ঠ ফিরাইলেন, এবং হস্তোলনের অবস্থায় স্বীয় উত্তরীয় ঘুরাইলেন, বা পর্য্যুদস্ত করিলেন। তদনন্তর মণ্ডলীর অভিমুখীন হইলেন, অবতরণ করিলেন, তখন দুই রকাত নমাজ পড়িলেন। পরে ঈশ্বরেচ্ছায় মেঘ হইল এবং বিদ্যুৎ প্রকাশ ও গর্জ্জন হইল,তদনন্তর ঈশ্বরাদেশে বারিবর্ষণ হইয়াছিল। তখন হজরত স্বীয় মস্‌জেদে আগমন না করিতেই জলের স্রোত চলিল। পরে যখন তিনি তাহাদিগকে দেখিলেন আবাসের দিকে দৌড়িতেছে তখন এতদূর হাস্য করিলেন যে, তাঁহার দশনাবলী দীপ্তি পাইয়াছিল, পরে তিনি বলিলেন, "আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমতাশালী এবং নিশ্চয় আমি ঈশ্বরের দাস ও তাঁহার প্রেরিত।"—আবুদা।

আনসের উক্তি ;—যখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত খেত্তাবের পুত্র ওমর, লবদোল্লে

মোত্তালেবের পুত্র আব্বাসের সমভিব্যাহারে জল প্রার্থনা করিতেন, তখন বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমরা আমাদের নবির সঙ্গে তোমার নিকটে শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন তুমি আমাদিগকে জল দান করিয়াছ, এবং আমরা আমাদের নবির পিতৃব্যের সঙ্গে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তবে তুমি আমাদিগকে জল দান কর, তাহা হইলে তাহারা জলে তৃপ্ত হইবে।"—বো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—আমি প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "নবিদিগের মধ্যে এক নবি মণ্ডলীসহ জল প্রার্থনা করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন তখন হঠাৎ তিনি এমন এক পিপীলিকার নিকটে উপস্থিত হন যে, সে আপনার পদশ্রেণীর কোন পদ (হস্ত) আকাশের দিকে সমুত্থাপিত করিয়া আছে, তাহা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ফিরিয়া যাও, এই পিপীলিকার জন্য সত্যই তোমাদের প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছে।"—দারকোত্‌নী।

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

বায়ুসম্বন্ধীয়।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমি প্রাচ্যানিলের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করিয়াছি, প্রতীচ্যানিলযোগে আদ জাতি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল *।—উত্তর।

আয়শার উক্তি ;—আমি হজরতকে এতদূর হাস্য করিতে দেখি নাই যে, তাহাতে তাঁহার তালু দেখিতে পাইব, তিনি ঈষদ্‌হাস্য করিতেন এতদ্ভিন্ন নহে। পরন্তু তিনি যখন মেঘ ও বাত্যা দেখিতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে তাহার পরিচয় হইত †।—উত্তর।

আয়শার উক্তি ;—যখন বায়ু প্রবল হইত তখন প্রেরিত পুরুষ বলিতেন, "হে

---

* প্রাচ্যানিল অনুকূল বায়ু। হজরত যখন বদরের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন প্রাচ্যানিল অর্থাৎ পূর্বদিক্‌ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। সেই বদরের যুদ্ধকে "গজওয়ায় এহজার" বলে। প্রতীচ্যানিল অর্থাৎ পশ্চিম দিকের বায়ু প্রবল ঝটিকার আকারে আদজাতির উপর প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিল। আদজাতিকে হুদ সম্প্রদায়ও বলিয়া থাকে।

† অর্থাৎ হজরত বদরটা ও বাত্যা সকারিত দেখিলে আদজাতির ন্যায় আসন্ন বিপদ্‌ ভাবিয়া ভীত হইতেন, তাহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইত।

পরমেশ্বর, নিশ্চয় আমি তোমার নিকটে এতৎসম্বন্ধীয় মঙ্গল ও ইহার অন্তর্গত মঙ্গল এবং ইহার যোগে তুমি যে মঙ্গল প্রেরণ করিয়াছ তাহা প্রার্থনা করিতেছি; এবং এতৎসম্বন্ধীয় অকল্যাণ ও ইহার অন্তর্গত অকল্যাণ ও এতদ্‌যোগে তুমি যে অকল্যাণ প্রেরণ করিয়াছ তাহা হইতে মুক্তির জন্য আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" যখন আকাশে মেঘ প্রকাশ পাইত, তখন তাঁহার বর্ণের পরিবর্ত্তন হইত, তিনি বাহির হইতেন ও ভিতরে যাইতেন, অগ্রসর ও পশ্চাৎপদ হইতেন; পরে যখন বারিবর্ষণ হইত তখন তাঁহা হইতে ভয় চলিয়া যাইত। অবশেষে আয়াশা ইহা বুঝিতে পারিয়া এ বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন, 'আয়াশা, ইহা আদ জাতিসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে হয়তো সেরূপ হয়। যখন তাহারা গগণপ্রান্তে ঘনঘটা প্রকাশিত দেখিয়াছিল তখন বলিয়াছিল, ইহা এরূপ মেঘ যে, আমাদিগকে জল দান করিবে, (কিন্তু উহা বিপদ্‌জ্জনক ঝটিকারূপে প্রকাশিত হয়) অন্য ইত্যাদি নে অনুসরণ করা, যখন তিনি বৃষ্টি দর্শন করিতেন, তখন বলিতেন ইহা অনুগ্রহের বৃষ্টি। উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "পাঁচটি অদৃশ্য সম্বন্ধে মোসল- তিনি এই আয়ত পড়িলেন, "এল্লাল্লাহ এন্দহো এল্‌মোস্‌সায়তে ও তিনি বলিয়া- ইত্যাদি নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে কেয়ামতের ও বারিবর্ষণের জ্ঞান *।— করিবে, যখন

আবু হোরয়রার উক্তি;—তোমাদের জন্য জল বর্ষণ হয় না বা উপদেশ নয়, কিন্তু বারিবর্ষণ হয় অথচ ভূমি কিছুই উৎপাদন করে না, তাহাতে দুর্ভিক্ষ †।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "বায়ু ঈশ্বরের আত্মা হইতে অনুগ্রহের জন্য ও শাস্তির জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব তোমরা তাহার নিন্দা করিও না, তজ্জনিত কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিও, এবং তজ্জনিত অমঙ্গল নিমিত্ত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিও।"—শা, আবুদা এব্‌ন মা, এবং দওয়াতো- করিবে বয়হকি।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—এক ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের নিকটে বায়ুকে অভিস- ম্পাত করিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, "বায়ুকে তোমারা অভিসম্পাত করিও না, নিশ্চয়, উহা আদিষ্ট ভৃত্য, এবং নিশ্চয় যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে অভিসম্পাত করে,

---

* কখন কেয়ামত হইবে, কোন সময় বারিবর্ষণ হইবে, কোথায় কোন্ সময় মৃত্যু ঘটিবে ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান কেবল পরমেশ্বরের আছে।

† অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হওয়া না হওয়া ঈশ্বরেচ্ছাধীন। জলবৃষ্টির উপর তাহা নির্ভর করে না। অনাবৃষ্টির সময় বারিবর্ষণ হইলেও দুর্ভিক্ষ হয়।

উহা (সেই বস্তু) তাহার যোগ্য নহে, অতিসম্পতে তাহার প্রতিই অতিসম্পাত প্রত্যাবর্ত্তিত হয়।"—তর।

[এই হদিস গরিব বলিয়া উক্ত।]

কায়ের পুত্র ওরোয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা বায়ুর নিন্দা করিও না। যখন তোমরা বায়ু সম্পরিত দেখিতে পাইবে তখন বিরক্তি প্রকাশ করিও না, বরং বলিও, হে পরমেশ্বর, এই বায়ুসম্বন্ধীয় কল্যাণ ও উহার মধ্যে যে কল্যাণ আছে ও এতৎসম্বন্ধে তুমি যে কল্যাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছ নিশ্চয় অন্যারা তাহা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। এবং এই বায়ুসম্বন্ধীয় অকল্যাণ হইতেও ইহার অন্তর্গত যে সকল অকল্যাণ আছে ও এতৎসম্বন্ধে যে অকল্যাণ তুমি আদেশ করিয়াছ তাহা হইতে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"—তর।

এবন আব্বাসের উক্তি ;—কখনও এমন বায়ু প্রবাহিত হয় না যে, তাহাতে তোমাদের প্রীতি
য় উপবিষ্ট হইয়া এরূপ বলেন নাই, "হে পরমেশ্বর, ইহাকে তুমি
এবং ইহাকে শান্তিস্বরূপ করিও না ; হে পরমেশ্বর তুমি ইহাকে
কে ঝটিকা করিও না।" এবন অব্বাস বলিয়াছেন, ঐশ্বরিক গ্রন্থে
ছে যে, "নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি প্রবল বায়ু প্রেরণ করিয়াছি-
দের প্রতি নিষ্ফল বায়ু পাঠাইয়াছিলাম, এবং তাহাদের প্রতি ফলপ্রদ বায়ু
প্রেরণ করিয়াছিলাম। / (ঐশ্বরিক নিদর্শনের অন্তর্গত) তিনি (বৃষ্টির) সুসংবাদপ্রদ বায়ু প্রেরণ করেন।—শা, দওয়াত করিবে বয়হকী।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন আকাশ হইতে কিছু উৎপন্ন অর্থাৎ মেঘ দেখিতেন তখন স্বীয় কার্য্য করিত্যাগ পূর্ব্বক তদভিমুখী হইয়া বলিতেন, "পরমেশ্বর, ইহার মধ্যে যে অমঙ্গল আছে, তাহা হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, পরে তাহা তিরোহিত হইলে, তিনি পরমেশ্বরের গুণানুবাদ করিতেন, এবং বারিবর্ষণ হইলে বলিতেন, "পরমেশ্বর, ফলদায়ক জল প্রদান কর।—আবুদাউদেসা, এব্নমা, শা, ও তাহার বাকা।

এব্ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন মেঘগর্জ্জন ও বজ্রধ্বনি শ্রবণ করিতেন তখন বলিতেন পরমেশ্বর, আপন ক্রোধে আমাদিগকে বধ করিও না, এবং দণ্ডদানে আমাদিগকে বিনাশ করিও না, ইহার পূর্ব্বে আমাদিগকে ক্ষমা কর।—আহ, তর।

[এবং তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব।]

তৃতীয় অধ্যায়।

জোবয়রের পুত্র আবদুল্লা সম্বন্ধীয়—তিনি যখন, বজ্রধ্বনি শ্রবণ করিতেন তখন নীরব হইতেন, এবং বলিতেন, "তিনি পবিত্র যাঁহার প্রশংসা বজ্র ও তাঁহার ভয়ে দেবগণ স্তব করিয়া থাকে।"—মালে।

জনাজা (শববহন) প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রোগীর তত্ত্বাবধান ও রোগের ফল।

প্রথম অধ্যায়।

আবুমুসার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ক্ষুধিতকে অন্ন দান করিও ও রোগীর তত্ত্বাবধান করিও, এবং বন্দীকে মুক্ত করিও *।"—বো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "মোসলমানের সম্বন্ধে মোসলমানের পাঁচটি স্বত্ব, প্রতিসেলাম করা, রোগীর তত্ত্বাবধান করা, শববহনে অনুসরণ করা, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা, কেহ হাঁচি দিলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করা।"—উভয়।

আবু হোবয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "মোসলমানের সম্বন্ধে মোসলমানের ছয়টি স্বত্ব।" প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, তাহা কি ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন তুমি তাহাকে দেখিবে তখন তাহার উদ্দেশ্যে সেলাম করিবে, যখন সে তোমাকে নিমন্ত্রণ করিবে, তুমি গ্রহণ করিবে, যখন সে তোমার নিকটে উপদেশ প্রার্থনা করিবে, তুমি তাহাকে সদুপদেশ দান করিবে, এবং যখন সে হাঁচি দিবে, তখন তুমি ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিবে ও বলিবে ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া করুন, এবং সে রুগ্ন হইলে সেবা শুশ্রূষা করিবে, সে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার শবের অনুসরণ করিবে।"—মো।

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি ,—হজরত আমাদিগের প্রতি সাতটি বিধি দিয়াছেন, এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন ; রোগীর তত্ত্বাবধান করিতে, শববহনে অনুসরণ করিতে, হাঁচিদাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে ও প্রতিসেলাম দান করিতে, নিমন্ত্রণ কারীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে ও শপথকারীর শপথ পূর্ণ করিতে, † এবং উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য দান করিতে আমাদের প্রতি আদেশ করিয়াছেন; এবং সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ধারণে, পট্টবস্ত্র আস্তরবক ও দেবাজ্জা (এই দুই কৌশেয় বস্ত্র বিশেষ) পরিধানে ও লোহিতবর্ণ মেসিরা ও কেস্‌সী বস্ত্র এবং রজতপাত্র ব্যবহারে, ‡ অন্য উক্তিতে রৌপ্য

---

* অর্থাৎ অবিচারে ও অন্যায়রূপে যাহারা বন্দী হইয়াছে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিও।

† অর্থাৎ কেহ যদি শপথ দানে বলে তুমি এ কার্য্য সম্পাদন করিবে ও তাহার শপথদান যাহাতে অব্যর্থ হয় তজ্জন্য যত্ন করিবে।

‡ মেসিরা ক্ষুদ্র আসন বিশেষ, তাহা অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত হয়; কেস্‌সা মেসর দেশের অন্তর্গত এক গ্রামের নাম কেস্‌সী সেই গ্রামে প্রস্তুত পট্টবস্ত্র বিশেষ।

পাত্রে পানীয় পানে, আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা এই সংসারে তাহাতে পানীয় পান করে, তাহারা পরলোকে তাহাতে পান করিতে পায় না।—উভয়।

সোবানের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন মোসলমান তাঁহার রোগী ভ্রাতার সেবা করে, যে পর্য্যন্ত সে প্রত্যাবৃত্ত না হয় সে পর্য্যন্ত সে স্বর্গোদ্যানের ফল আহরণ করিতে থাকে।"—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর কেয়ামতের দিনে বলিতে থাকিবেন, 'হে আদমের সন্তান, আমি যখন পীড়িত হইয়াছিলাম, তখন তুমি আমার সেবা শুশ্রূষা কর নাই?' সে বলিবে প্রভো, 'আমি কিরূপে তোমার সেবা করিব তুমি বিশ্বপালক।' তিনি বলিবেন 'তুমি কি জ্ঞাত ছিলে না যে, আমার অমুক দাস পীড়িত ছিল, তুমি তাহার সেবা শুশ্রূষা কর নাই? তুমি কি জ্ঞাত নও যে, তুমি তাহার সেবা করিলে আমাকেও তাহার নিকটে পাইতে? হে আদমের সন্তান, আমি তোমার নিকটে অন্ন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে ভোজন করাও নাই।' বলিবে, 'হে প্রভো, আমি কেমন করিয়া তোমাকে ভোজন করাইব? প্রকৃতপক্ষে তুমি জগতের প্রভু।' তিনি বলিবেন, 'তুমি কি জান না যে, আমার অমুক দাস তোমার নিকটে অন্ন প্রার্থনা করিয়াছিল, তুমি তাহাকে ভোজ্য দান কর নাই? তুমি কি জ্ঞাত নও, যদি তুমি তাহাকে আহার দান করিতে তাহার নিকটে তুমি আমাকেও প্রাপ্ত হইতে? হে আদমের সন্তান, আমি তোমার নিকটে জল প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে জল দান কর নাই।' সে বলিবে, "হে প্রভো, কেমন করিয়া আমি তোমাকে জল দান করিব, তুমি যে জগতের প্রতিপালক।' তিনি বলিবেন, 'আমার অমুক দাস তোমার নিকটে জল প্রার্থনা করিয়াছিল, তুমি তাহাকে জল দান কর নাই। নিশ্চয় যদি তুমি তাহাকে জল দান করিতে তবে তাহার নিকটে আমাকে প্রাপ্ত হইতে।"'—মো।

এবন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত এক আরব্য যাযাবরের নিকটে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন রোগীর নিকটে তাহার তত্ত্বাবধান করিতে উপস্থিত হইতেন তখন বলিতেন, "দুঃখ করিও না, ঈশ্বরেচ্ছায় শুদ্ধ হইবে।" সেই সময় তাহাকেও বলিয়াছিলেন, "দুঃখ করিও না, ঈশ্বরেচ্ছায় শুদ্ধ হইবে।" সে বলিয়াছিল, "এরূপ নয়, বরং জ্বর এই অতিবৃদ্ধ পুরুষে উত্তপ্ত পাত্রস্থ জলের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহাকে কবরে লইয়া যাইবে।"* তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "হাঁ তাহাই হইবে *।"—বো।

---

* হজরত উক্ত যাযাবরের উক্তি শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইয়া "তাহাই হইবে" এরূপ বলিয়াছিলেন। তাহার কথায় তিনি তাহাকে অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী ও অসহিষ্ণু মনে করিয়াছিলেন।

আয়শার উক্তি ;—আমাদের কোন ব্যক্তি যখন পীড়িত হইত তখন প্রেরিত পুরুষ স্বীয় দক্ষিণ হস্তে তাহাকে আমর্শন করিয়া বলিতেন, "হে মানবমণ্ডলীর প্রতিপালক, এই যন্ত্রণা দূর কর, আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দাতা, তোমার আরোগ্যদান ব্যতীত আরোগ্য নাই, এমন আরোগ্যদান যে কোন রোগকে পরিত্যাগ করে না।"—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—যখন কোন ব্যক্তি অঙ্গবিশেষে রোগাক্রান্ত হইত, অথবা তাহার স্ফোটক বা ক্ষত হইত, হজরত তদুপরি স্বীয় অঙ্গুলি আমর্শন করিয়া বলিতেন, "ঈশ্বরের নামে আমাদের পৃথিবীর মৃত্তিকা আমি স্বীয় মুখরসবিশেষে মিলিত করিয়াছি, যেন তাহাতে আমাদের ঈশ্বরের আদেশে আমাদিগের রোগী রোগমুক্ত হয় * ।"—উভয়।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ যখন পীড়িত হইতেন তখন তিনি "মোওয়েজাত" যোগে আপন শরীরে ফুৎকার করিতেন, এবং আপন হস্তে সেই (রুগ্ন) স্থান হইতে (সর্ব্বাঙ্গে) আমর্শন করিতেন, † পরে যখন সেই বেদনা সঙ্ঘটিত হইল যাহাতে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, তখন আমি মোওয়েজাত যোগে তাঁহার উপরে ফুৎকার ও প্রেরিত পুরুষের হস্তযোগে আমর্শন করিয়াছিলাম—উভয়।

[মোসল্লমের বিবৃতিতে প্রকাশিত যে, আয়শা বলিয়াছেন, পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহাকে তিনি আদেশ করিয়াছেন সে তাঁহার উপর মোওয়েজাত যোগে ফুৎকার করিয়াছে।]

আবুল্ আসের পুত্র ওস্মান হইতে ;—তিনি প্রেরিতপুরুষের নিকটে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শরীরে তিনি এক বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন প্রেরিতপুরুষ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার শরীরের যেস্থান বেদনাযুক্ত হইয়াছে তদুপরি তোমার হস্ত স্থাপন করিয়া তিন বার বেস্মাল্লা বল, এবং সাত বার বল, যে অকল্যাণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে ও আমাকে ভীত করিয়াছে তাহা হইতে আমি ঈশ্বরের গৌরব ও শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" তিনি (ওস্মান) বলিয়াছেন, পরে আমি তাহা করিয়াছিলাম। আমাতে যে পীড়া ছিল পরিশেষে পরমেশ্বর তাহা দুর করিয়াছিলেন।—মো।

আবু সয়িদোল্ খোদরী ;—সত্যই জেব্রিল প্রেরিতপুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "হে মোহম্মদ, তুমি কি রোগগ্রস্ত হইয়াছ ?" তখন তিনি বলিলেন, "হাঁ

---

* হজরত ভূতলে থুথু ফেলিয়া সেই থুথুর সঙ্গে মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া তাহা অঙ্গুলির অগ্রভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সেই অঙ্গুলি বেদনাস্থানে বা ক্ষতস্থানে আমর্শন করিতেন।

† কোরাণ শরিফের অন্ত্যভাগে আশ্রয়প্রার্থনাসূচক দুইটী সুরা আছে, অথবা কোরাণে এরূপ কয়েকটি আয়ত আছে যাহাতে আশ্রয়প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত, সেই সুরা বা আয়ত সকলের নাম মোওয়েজাত।

সত্য।" জেব্রিল বলিলেন, "ঈশ্বরের নামে আমি তোমার প্রতি মন্ত্র পড়িতেছি যে, যে সকল বস্তু তোমাকে যাতনা দিতেছে সেই সমুদায় হইতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রত্যেক ঈর্ষ্যান্বিত দৃষ্টির অকল্যাণ হইতে পরমেশ্বর তোমাকে যেন মুক্তি দান করেন। ঈশ্বরের নামে আমি তোমার প্রতি মন্ত্র পড়িতেছি।"—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—আমরা যেমন ঐশ্বরিক পূর্ণবাক্য যোগে প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত জীব এবং কুদৃষ্টিকারী হইতে আশ্রয়ে গ্রহণ করিয়া থাকি, তদ্রূপ প্রেরিতপুরুষ হসন ও হোসয়নকে তদ্‌যোগে আশ্রয়ে গ্রহণ করিতেন, এবং তিনি বলিতেন, "নিশ্চয় তোমাদের পিতৃপুরুষ (এব্রাহিম) এতদ্‌যোগে এস্‌মায়িল ও এস্‌হাককে আশ্রয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন *।"—বো।

[মসাবিহের অধিকাংশ পুস্তকে উভয়ের আশ্রয় গ্রহণ দুইটি শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর যাহার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তাহা হইতে সুখ সম্পদাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন †।"—বো।

আবু সয়িদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "কোন মোসলমান পুরুষ এমন কোন দুঃখ এমন কোন সন্তাপ এমন কোন্ শোক এমন কোন যন্ত্রণা এমন কোন প্রপীড়ন দ্বারা আক্রান্ত হয় না, এত দূর পর্য্যন্ত যে এমন কোন কণ্টকে বিদ্ধ হয় না যে, ঈশ্বর তাহা দ্বারা তাহার দুষ্কৃতি সকল নিরসন করেন না।—উভয়।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—জ্বররোগাক্রান্ত হইলে প্রেরিতপুরুষের নিকটে আমি উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তে তাঁহার গাত্র আমর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছিলাম, প্রেরিত-পুরুষ, বাস্তবিক আপনি গুরুতর জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয় তোমাদের দুই জনে যেরূপ জ্বরাক্রান্ত হয় আমি সেইরূপ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া থাকি।" আমি বলিলাম, আপনার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার আছে, এজন্য ইহা। তখন তিনি বলিলেন, "হাঁ সত্য।" তৎপর বলিলেন, "এমন কোন মোসলমান নাই যে, সে রোগযাতনা প্রাপ্ত হইয়া পরে রোগমুক্ত হইয়াছে, বৃক্ষ যেমন স্বীয় পত্র বিসর্জ্জন করে, তদ্রূপ পরমেশ্বর তাহার পাপ বিসর্জ্জন করেন নাই।—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—হজরতের যেরূপ বেদনা হইয়াছিল তদপেক্ষা গুরুতর বেদনা কাহারও হইয়াছে আমি দেখি নাই।"—উভয়।

---

* ঐশ্বরিক পূর্ণ বাক্য এস্থলে পরমেশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনার বাক্য বা তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ।

† অর্থাৎ ধন সম্পদ মানগৌরব ও শারীরিক স্বাস্থ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া পরমেশ্বর নরনারীকে আপনার দিকে ও স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করেন। দুঃখ বিপদে পতিত না হইলে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা সহজে লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অতএব দুঃখ বিপৎ সম্পৎস্বরূপ উহা প্রেমময় ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান। বিশ্বাসী সাধু লোকেরা সুখসম্পদ হইতে বিচ্যুত দুঃখবিপদে পতিত হইলে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করেন।

আয়শার উক্তি ;—আমার বক্ষঃস্থলে প্রেরিতপুরুষ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার মৃত্যুর পর অন্য কাহারও কখনও তদপেক্ষা গুরুতর মৃত্যুযন্ত্রণা দর্শন করি নাই।—মো।

মালেকের পুত্র কাবের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ক্ষেত্রের সরস তৃণকে যেমন বায়ু এক এক বার দোলিত ও ভূপাতিত করে, কিন্তু পরে সে সাম্যাবস্থায় জীবনান্ত পর্য্যন্ত স্থিতি করিয়া থাকে, (বিশ্বাসীর অবস্থা সেইরূপ।) কপট চণ্ডীর অবস্থা সেই সুদৃঢ় চিড় বৃক্ষের ন্যায়, যাহাকে কিছুতে বিচালিত করে না, এত দূর হয় যে, একবারে তাহার পতন হইয়া থাকে *।"—উভয়।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ক্ষেত্রের তৃণকে যেমন বায়ু সর্ব্বদা দোলিত করে, বিশ্বাসীর অবস্থাও তদ্রূপ, সর্ব্বদা বিশ্বাসীকে বিপদে আক্রান্ত করিয়া থাকে, কপটাচারী চিড়বৃক্ষ সদৃশ, সমূলে ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত উহা নড়েও না।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ সায়েবের মাতার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কাঁপিতেছ কেন?" তিনি বলিলেন, "জ্বর হইয়াছে, পরমেশ্বর তাহাতে মঙ্গলবিধান করিতেছেন না।" হজরত বলিলেন, "জ্বরের নিন্দা করিও না, যেহেতু লৌহকার যেমন লৌহের মলিনতা (জঙ্কার) অপনয়ন করে, তদ্রূপ উহা মনুষ্যের পাপ বিদূরিত করিয়া থাকে।"—মো।

আবুমুসার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন কোন ঈশ্বরকিঙ্কর পীড়িত হয় বা দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার জন্য তাহার স্বস্থানে স্থিতির ক্রিয়ার অনুরূপ ক্রিয়া প্রকৃতরূপে লিখিত হয়।"—বো।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "মরকে মৃত্যু প্রত্যেক মোসলমানসম্বন্ধে ধর্ম্মার্থ প্রাণদানস্বরূপ।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "১ তাউনে (মরক বিশেষে) মৃত ২ অনাহারে মৃত †, ৩ জলে ডুবিয়া মৃত, ৪ ভগ্ন প্রাচীরাদির নিম্নে পতিত হইয়া মৃত, ৫ ঈশ্বরোদ্দেশে যুদ্ধ করিয়া মৃত, এই পঞ্চবিধ মৃত ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ নিহত লোকের মধ্যে গণ্য।"—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—আমি হজরতকে তাউনের (মরকের) বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলাম,

---

* অর্থাৎ কখন বিশ্বাসী লোক রোগ দুঃখ বিপদে আক্রান্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়েন, কখন বা স্বাস্থ্য সম্পদে স্থির ও সাম্যাবস্থায় থাকেন। তাঁহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঈদৃশ ব্যাপার হয়। আর অবিশ্বাসী কপটাচারী লোকেরা মৃত্যু পর্য্যন্ত সুস্থ সবল থাকে। বিশ্বাসী লোকেরা বিপৎ পরীক্ষায় পড়িয়া অনেক শিক্ষা উন্নতি লাভ করেন। দুঃখ বিপদ্ বিশ্বাসী সাধুদিগের পক্ষে বিশেষ দান।

† অর্থাৎ অন্যায়োপার্জ্জিত অবৈধ সামগ্রী ভোগ না করিয়া অনাহারে থাকে ও তজ্জন্য মৃত্যু হয়।

তখন তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, "উহা শাস্তিবিশেষ, পরমেশ্বর যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন তাহা প্রেরণ করিয়া থাকেন, এবং নিশ্চয় পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে তাহা অনুগ্রহস্বরূপ করিয়াছেন। এমন কোন মনুষ্য নাই যে, মরক উপস্থিত হইয়াছে, সে ধৈর্য্যাবলম্বনে ও আশান্বিত ভাবে স্বীয় নগরে স্থিতি করিয়াছে, এবং বুঝিয়াছে যে, সে এমন বিপদে আক্রান্ত হয় না যাহা তাহার জন্য পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে ধর্ম্মার্থ নিহত ব্যক্তির পুরস্কার সদৃশ হয় নাই, (এমন নহে)।"—বো।

জয়দের পুত্র ওমামার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তাউন শাস্তি বিশেষ, তিনি এস্রায়িল বংশীয় এক দলের অথবা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর অমুক স্থানে উহা উপস্থিত,ইহা জানিয়া তোমরা তাহার নিকটে যাইও না। অপিচ যখন এমন স্থানে উপস্থিত হয় ও তোমরা সেস্থানে আছ, তাহা হইলে তোমরা পলায়নপূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া যাইও না।"—উভয়।

আনসের উক্তি;—আমি প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি; "পরমেশ্বর বলিয়াছেন, যখন আমি স্বীয় দাসকে তাহার দুই নেত্র সম্বন্ধে বিপদ্‌গ্রস্ত করি তদবস্থায় সে ধৈর্য্যধারণ করে, আমি সেই দুইয়ের পরিবর্ত্তে তাহাকে সেই স্বর্গোদ্যান বিনিময়-স্বরূপ প্রদান করি, যাহা তাহার নেত্রদ্বয় ইচ্ছা করিয়া থাকে।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আলির উক্তি;—প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "এমন কোন মোসলমান নাই যে, কোন মোসলমান রোগীর সেবা করে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সপ্ততি সহস্র ফেরেস্তা তাহার সম্বন্ধে শুভাশীর্ব্বাদ করেন না, এবং রাত্রিতে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সপ্ততি সহস্র দেবতা তাহার সম্বন্ধে শুভাশীর্ব্বাদ করেন না, তাহার জন্য স্বর্গলোকে উদ্যান হয়।—আহ, আবুদা।

আরকমের পুত্র জয়দের উক্তি *;—আমার নেত্ররোগ হইলে প্রেরিত পুরুষ আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।—আহ, আবুদা।

আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া শুভ উদ্দেশ্যে স্বীয় রোগী ভ্রাতার সেবা করে সে নরকের সত্তোর বৎসরের গতি হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়।"—আবুদা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "এমন কোন মোসলমান

---

* আরকমের পুত্র জয়দ আন্‌সারি দলস্থ লোক ও হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। তিনি সত্তেরটি ধর্ম্মযুদ্ধে হজরতের সঙ্গে গিয়াছিলেন। জয়দ মহাত্মা আলির একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

নাই যে, কোন মোসলমান রোগীর সেবা করিয়াছে, পরে সাত বার বলিয়াছে যে, মহাস্বর্গের প্রভু মহেশ্বরের নিকটে আমি তোমার আরোগ্যলাভ প্রার্থনা করিতেছি, নিশ্চয় তাহার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া ব্যতীত সে আরোগ্যলাভ করে নাই এমন নহে।"—আবুদা, তর।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ জ্বর রোগে এবং সমুদায় পাড়াতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন যেন তাহারা বলে,"পরম মহেশ্বরের নামে আমি প্রত্যেক শোণিত পূর্ণ শিরায় অনিষ্টকারিতা হইতে, এবং অনলোত্তাপের অনিষ্টকারিতা হইতে গৌরবান্বিত ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব, এস্‌মাইলের পুত্র এব্রাহিমের হদিসে ভিন্ন ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি ইহাকে দুর্ব্বল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।]

আবুদ্দরদার উক্তি ;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "যদি তোমাদের মধ্যে কেহ (রোগের) কিছু নিন্দা করে, বা তাহার নিকটে তাহার ভ্রাতা নিন্দা করে, তখন সে যেন বলে, 'যিনি স্বর্গলোকে স্থিতি করেন সেই পরমেশ্বর আমাদের প্রভু, তোমার নাম পবিত্র, তোমার আজ্ঞা স্বর্গে ও পৃথিবীতে সম্পাদিত হয়। স্বর্গে যেমন তোমার দয়া, তদ্রূপ পৃথিবীতেও তোমার দয়া প্রকাশ কর, আমাদের জন্য আমাদের অপরাধ ও আমাদের ত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি পুণ্যবান্‌দিগের প্রভু, এই রোগে তোমার দয়া হইতে বিশেষ দয়া ও তোমার আরোগ্য হইতে আরোগ্য অবতারণ কর।' তাহাতে আরোগ্য লাভ হইবে।"—আবুদা।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন কোন লোক রোগীর তত্ত্বাবধান করিতে উপস্থিত হয় তখন সে যেন বলে, 'হে পরমেশ্বর, তোমার দাসকে তুমি আরোগ্য দান কর, তোমার জন্য সে শত্রুকে পরাস্ত করিবে, অথবা তোমার উদ্দেশ্যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় গমন করিবে।'"—আবুদা।

ওমইয়া হইতে শ্রবণ করিয়া জয়দের পুত্র আলির উক্তি * ;—তিনি (ওমইয়া) বলিয়াছেন, "আমি আয়শাসে পরমেশ্বরের এই বাণী বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম ;—'এন্ তয়লেনা মা ফি অন্‌ফেসেকোমা আও তখ্‌ফোহু ইয় হাসবকোম্ বিহি আল্লাহো।" এবং তাঁহার অপর উক্তি ;—মন্‌ইয় আমলো সোয়ো ইয়জ্জ বিহি †।" তখন আয়শা বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত আমি প্রেরিতপুরুষকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তদবধি কেহ এতদ্বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহাতে

---

* ইনি হজরতের একজন অনুগামী ছিলেন।

† ১ম আয়তাংশের অর্থ ; তোমাদের অন্তরে যাহা আছে যদি তাহা প্রকাশ কর বা গোপন কর, ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে বিচার করিবেন। ২য় ; যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করে সে তাহার বিনিময় প্রাপ্ত হইবে।

(এই দুই আয়তে) দাসের প্রতি ঈশ্বরের শাসন এরূপ যে, সে জ্বর ও যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়, এত দূর হইয়া থাকে যে, যে সম্পদের অংশ তাহার হস্তে স্থাপিত হয়, পরে সে তজ্জন্য (তাহা হারাইয়া যায় বলিয়া) ভাত হইয়া থাকে, পরে সে তাহা হারাইয়া থাকে, তখন এত দূর হয় যে, আরক্তিম সুবর্ণ যেমন বুতা (অগ্নি পাত্র) হইতে বহির্গত হয় তদ্রূপ সে স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।"—তর।

আবু মুসার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "উচ্চ বা নিম্ন বিপদ্ দাসের প্রতি তাহার অপরাধ ভিন্ন ঘটে না, এবং ঈশ্বর যাহা ক্ষমা করেন তাহা অধিকাংশ হয়।" এবং তিনি এই মর্ম্মের আয়ত পড়িলেন, "তোমাদের হস্ত যাহা করিয়াছে তদ্বিষয়েই তোমাদের প্রতি দুঃখ যাতনা যাহা কিছু উপস্থিত হয়, এবং তাহার অধিকাংশ তিনি ক্ষমা করেন।"—তর।

ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় দাস যখন সাধনার উত্তম পথে স্থিতি করে, তৎপর রোগাক্রান্ত হয়, তখন তাহার মৃত্যুর অধ্যক্ষকে বলা হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত ইহাকে রোগমুক্ত করিয়া আমার নিকটে লইয়া না আইস সে পর্য্যন্ত যখন সে রোগমুক্ত ছিল সেই সময়ের ক্রিয়ার সদৃশ ইহার ক্রিয়া লিপি কর।"—নারহে সোন্নত।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন কোন বিশ্বাসী স্বীয় দেহ সম্বন্ধে কোন এক বিপদ্ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন ফেরেস্তাকে বলা হইয়া থাকে, এ যাহা করিতেছিল তুমি ইহার জন্য সেই সৎকর্ম্ম লিখিয়া রাখ। পরে তাহাকে আরোগ্য দান করিলে, তিনি তাহাকে প্রক্ষালিত ও পবিত্র করেন, এবং যদি তাহাকে কালকবলিত করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করেন ও দয়া করিয়া থাকেন।"—সরাহ সোন্নত।

অতিফের পুত্র জাবেরের উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের পথে (ধর্ম্মযুদ্ধে) প্রাণদানের তুল্য, সাতটি ধর্ম্মার্থ প্রাণ দান, (শেহাদত) ; মরকে মৃত, ধর্ম্মার্থ নিহত (শহিদ) ; জলমগ্ন, ধর্ম্মার্থ নিহত ; কুক্ষিগত ক্ষতরোগে মৃত, ধর্ম্মার্থ নিহত ; † অনাহারে মৃত, ধর্ম্মার্থ নিহত ; অগ্নিদাহে মৃত ধর্ম্মার্থ মৃত ; যে ব্যক্তি গৃহ ও প্রাচীরাদির চাপে পড়িয়া মৃত, ধর্ম্মার্থ নিহত ; যে স্ত্রী প্রসবকালে মৃত, ধর্ম্মার্থ নিহত।"—মালে, আবুদা, নেসা।

---

* ইনি অজরতের একজন আনসারদলভুক্ত প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। মাবিয়া নামে ইঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষ ছিল।

† আরব্য ভাষায় এই রোগের নাম "জাতোল্ জল্ব"। ইহা এক প্রকার স্ফোটক, হৃৎকোষ ও বক্ষঃস্থলের নিকটে কুক্ষিতে উৎপন্ন হয়। এই স্ফোটক জন্মিলে জ্বর ও শ্বাসকৃচ্ছ হইয়া থাকে। ইহার আরও ভিন্ন ভিন্ন অনেক লক্ষণ আছে।

সোওয়াদের উক্তি ;—আমি প্রেরিতপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কোন্ ব্যক্তি অধিকতর সঙ্কটাপন্ন হয়। তিনি বলিলেন, "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ, তৎপর উচ্চ পদানুসারে হয়, লোকে স্বীয় ধর্ম্মের পরিমাণানুসারে সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে, পরন্তু সে যদি স্বীয় ধর্ম্মে গুরুতর হয় তাহা হইলে তাহার বিপদও গুরুতর হইয়া থাকে, এবং আপন ধর্ম্মে লঘুতর হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে (বিপদ্) সহজ হয়, যে পর্য্যন্ত সে ভূতলে বিচরণ করে সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা এইরূপ হইয়া থাকে। যেন তাঁহার জন্য কোন পাপ না থাকে।"—তর, এব্নমা, দাবা।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন সহিহ।]

আয়শার উক্তি ;—আমি হজরতের যে. গুরুতর মৃত্যু দর্শন করিয়াছি, তাহার পরে আর কাহারও সহজ মৃত্যুতে ঈর্ষ্যা করি না।—তর, নেমা।

আয়শার উক্তি ;—আমি প্রেরিতপুরুষকে আসন্ন কালে দর্শন করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকটে জলপূর্ণ জলপাত্র ছিল, এবং তিনি পাত্রের ভিতরে অস্ত অর্পণ করিতে-ছিলেন, তৎপর স্বীয় মুখমণ্ডলে হাত বুলাইতেছিলেন, তদনন্তর বলিতেছিলেন, "হে পরমেশ্বর, কঠিন মৃত্যুর অবস্থায়, অন্য উক্তিতে (বক্তার সন্দেহ) মৃত্যুর অচেতন অবস্থায় আমাকে সাহায্য দান কর।"—তর, এব্নমা।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন পরমেশ্বর স্বীয় দাসের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষা করেন, তখন সংসারে তাহার প্রতি সত্বর শাস্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন, পরমেশ্বর যখন স্বীয় কোন দাসের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শাস্তি নিবৃত্ত রাখিয়া তাহাকে পাপে লিপ্ত থাকিতে দেন, এ পর্য্যন্ত যে কেয়ামতের দিনে তাহাতে তাহাকে পূর্ণ (শাস্তি) দান করেন।"—তর।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় গুরুতর বিপদের সঙ্গে গুরুতর পুরস্কার আছে। নিশ্চয় পরমেশ্বর যখন কোন দাসকে প্রীতি করেন, তখন তাহাকে বিপদাক্রান্ত করিয়া থাকেন, পরে যে ব্যক্তি তাহাতে সন্তুষ্ট তাহার জন্য সন্তোষ এবং যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, তাহার জন্য ক্রোধ আছে।"—তর, এব্নমা।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "সর্ব্বদা বিশ্বাসী পুরুষ বা বিশ্বাসিনী নারীর সম্বন্ধে তাহার জীবনবিষয়ে, তাহার সম্পত্তি ও সন্তানবিষয়ে যে পর্য্যন্ত না সে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয় (মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়) ও তাহাতে কোন পাপ থাকে বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে।"—তর।

[মালেক তদনুরূপ বলিয়াছেন, এবং তরমোজি এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

খালেদ সোলমীর পুত্র মোহম্মদ * স্বীয় পিতা হইতে, পিতা তাহার পিতা হইতে

* ইঁহার পিতামহ হজরতের এক জন সহচর ছিলেন।

শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় এমন কোন দাস আছে যে, পরমেশ্বর তাহার জন্য উচ্চপদ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সে স্বীয় অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা পাইতে পারিতেছে না, পরমেশ্বর তাহাকে তাহার শরীরসম্বন্ধে বা তাহার সম্পত্তি-সম্বন্ধে অথবা তাহার সন্তানসম্বন্ধে বিপদাক্রান্ত করিয়া থাকেন, তৎপর সে বিষয়ে তাহাকে সহিষ্ণু করেন, এতদূর হয় যে, ঈশ্বর যাহা তাহার জন্য নিরূপণ করিয়াছেন সেই পদ তাহার লাভ হয়।"—আহ, আবুদা।

শখিরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "মনুষ্য যে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার পার্শ্বে বাস্তবিক ঊনশত মৃত্যু (বিপৎ) বিদ্যমান, মৃত্যু সকল (মৃত্যুর কারণ সকল) তাহাকে আশ্রয় না করিলে পরিণামে বার্দ্ধক্যে পতিত হইয়া সে মৃত্যুগ্রস্ত হয়।"—তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব।]

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন,"কেয়ামতের দিনে বিপদ্‌গ্রস্ত লোকদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তখন সুখী লোকেরা ইচ্ছা করে যে, যদি সংসারে তাহাদের চর্ম্ম কাঁচি দ্বারা কর্ত্তিত হইত (ভাল ছিল)।"—তর।

[তিনি বলিয়াছেন এই হদিস গরিব।]

বাণবর্ষী আমেরের উক্তি † ;—প্রেরিত পুরুষ রোগসকলের প্রসঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যখন বিশ্বাসী লোক কোন রোগে আক্রান্ত হয়, তৎপর পরমেশ্বর তাহাকে তাহা হইতে মুক্ত করেন, উহা তাহার গত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ও ভবিষ্যতে তাহার জন্য উপদেশস্বরূপ হইয়া থাকে, এবং নিশ্চয় অবিশ্বাসী লোক যখন রোগাক্রান্ত হয়, তৎপর সে আরোগ্য লাভ করে, সে সেইরূপ উষ্ট্রের সদৃশ হয় যে, তাহার স্বামী তাহাকে বন্ধন করিয়াছিল, তৎপর মুক্ত করিয়াছে, সে বোঝে না কেন তাহাকে বন্ধন করিয়াছিল, কেন বা মুক্ত করিল।" তখন এক ব্যক্তি বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, রোগ কি ? আমি কখনও রোগাক্রান্ত হই নাই।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তুমি আমাদের নিকট হইতে দূর হও, যেহেতু তুমি আমাদের অন্তর্গত নও ‡।"—আবুদা।

আবু সয়িদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমরা কোন রোগীর নিকটে উপস্থিত হইবে তখন সেই অবস্থায় তোমরা তাহাকে আশ্বাস দান করিবে, নিশ্চয় ইহা কিছুই অপনয়ন করে না কিন্তু তাহার অন্তরকে প্রফুল্ল করিয়া থাকে।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজি বলিয়াছেন এই হদিস গরিব]

---

* ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন, বসোরায় যাইয়া স্থিতি করিয়াছিলেন।

† ইনি হজরতের সহচর ছিলেন।

‡ এই ব্যক্তি কপট অবিশ্বাসী ছিল। এজন্য তাহার প্রতি এরূপ উক্তি হইয়াছিল।

সোয়দের পুত্র সোলয়মানের উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির উদরাময়-বিশেষে মৃত্যু হইয়াছে, সে কবরে শাস্তিগ্রস্ত হইবে না।"—আহ, তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—একজন ইহুদি বালক হজরতের সেবা করিত, সে পীড়িত হয়, তখন হজরত তাহার সেবা করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হন। তিনি তাহার মস্তকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলেন, "এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর।" তাহাতে সে স্বীয় পিতার প্রতি লক্ষ্য করে। সে তাহার নিকটে ছিল তখন সে বলিল, "আবুল্ কাসেমের অনুগত হও।" তাহাতে সে (বালক) এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে। তখন হজরত বহির্গত হইলেন, এবং তিনি বলিতে লাগিলেন, "সেই ঈশ্বরের সম্যক্ প্রশংসা যিনি ইহাকে নরকানল হইতে মুক্ত করিলেন।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করিলে, আকাশ হইতে ঘোষণাকারী দেবতা এরূপ ঘোষণা করেন, "তুমি ধন্য, তোমার গমন ধন্য, এবং তুমি স্বর্গনিকেতন প্রাপ্ত হইবে।"'—আবুদা।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—আলি প্রেরিতপুরুষের নিকট হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, যে রোগে প্রাণত্যাগ হইয়াছিল তিনি (হজরত) সেই রোগগ্রস্ত ছিলেন। তখন লোকে জিজ্ঞাসা করে, "আলি, প্রিরিতপুরুষ কি ভাবে রজনী প্রভাত করিলেন?" তিনি বলিলেন, "তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা সহকারে নিশা প্রভাত করিয়াছেন, রোগমুক্ত হইবেন †।"—বো।

আবু রবাহের পুত্র আতায়ের উক্তি ‡ ;—এব্‌ন আব্বাস আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি কি তোমাকে একজন স্বর্গীয় নারী প্রদর্শন করিব?" আমি বলিয়াছিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, "এই কৃষ্ণাঙ্গী নারী প্রেরিতপুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল § "প্রেরিতপুরুষ, আমি মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত, আমি বিবস্ত্র হইবার আশঙ্কা

---

* ইনি হজরতের একজন সুপণ্ডিত সাধু সহচর ছিলেন, দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, এমাম হোসয়নের হত্যাকারীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন।

† রোগীর তত্ত্বাবধায়ক ও সেবা শুশ্রূষাকারিসম্বন্ধে এরূপ নীতি যে, সেই রোগীর বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিলে উত্তরে কুশলের কথা বলিবে।

‡ ইনি হজরতের একজন মহাসাধু ও সুপণ্ডিত অনুগামী ছিলেন। এমাম আবু হনিফা বলিয়াছেন যে, আতায়ের ন্যায় সুবিজ্ঞ লোক আমি দেখি নাই। তিনি কৃষ্ণকায়, একচক্ষুহীন অবশাঙ্গ ও খঞ্জ ছিলেন, পরে অন্ধ হইয়াছিলেন।

§ এই স্ত্রীর প্রকৃত নাম অপরিজ্ঞাত, কেহ সবিরা বলেন, কেহ সফিরা বলিয়াছেন, কেহ কেহ মাখতা, কেহ বা খদিজা তাহার নাম ছিল, এরূপ বলিয়াছেন।

করি, অতএব আমার জন্য আপনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন।" তখন তিনি বলিলেন, "যদি তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমার জন্য স্বর্গোদ্যান হইবে, এবং যদি তুমি তোমাকে আরোগ্য দান করিবার জন্য ইচ্ছা কর আমি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি। তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করিবেন।" সে বলিল, "আমি ধৈর্য্যধারণ করিব।" সে পরে বলিল, "আমি বিবস্ত্র হওয়ার আশঙ্কা করি। অতএব আপনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন, আমি যেন বিবস্ত্র না হই।" তখন তিনি তাহার জন্য প্রার্থনা করিলেন।—উভয়।

সয়িদের পুত্র ইয়হার উক্তি * ;—হজরতের সময়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তখন একজন বলিয়াছিল, "তাহার পক্ষে সুখের ব্যাপার যে, সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথচ পীড়ায় নিপীড়িত হয় নাই।" তাহাতে হজরত বলেন, "তোমার প্রতি আক্ষেপ, তোমাকে ইহা কি সে জানাইল? যদি পরমেশ্বর তাহাকে রোগে অভিভূত করিতেন তাহা হইলে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত।"—পরম্পরাগত এব্নমা।

আওসের পুত্র শেদ্দাদ ও সোনাবহী †, এই দুয়ে সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য এক রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি প্রকারে রাত্রি প্রভাত করিলে?" সে বলিল, "সুখে নিশাযাপন করিয়াছি।" শেদ্দাদ বলিলেন, "পাপপুঞ্জমার্জ্জনা ও অপরাধের স্খলনবিষয়ে তুমি সুসংবাদ লাভ কর। যেহেতু নিশ্চয় আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, 'পররমেশ্বর বলিয়াছেন, যখন আমি আমার দাসমণ্ডলীর কোন বিশ্বাসীকে পীড়িত করি, যে বিষয়ে আমি তাহাকে পরীক্ষিত করি সে যদি তাহাতে আমাকে ধন্যবাদ করে, পরিশেষে নিশ্চয় জননী যেমন তাহাকে নিষ্পাপে প্রসব করিয়াছে তদ্রূপ সে এই রোগশয্যা হইতে সমুত্থিত হয়, এবং প্রভু পরমেশ্বর (দেবতাদিগকে) বলেন, আমি আমার দাসকে রোগে আবদ্ধ ও তাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলাম, অতএব সুস্থাবস্থায় তাহাকে যেরূপ কর্ম্মফল বিধান করিতে সেরূপ তাহার জন্য পুরস্কার দান কর।'"—আহ।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন দাসের পাপের বৃদ্ধি হয়, এবং তাহার এমন সৎকর্ম্ম নাই যাহাতে তাহার পাপের নিষ্কৃতি হয়, তখন পরমেশ্বর তাহাকে ব্যথিত করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহা হইতে উহার নিষ্কৃতি হয়।"—আহ।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রোগীর শুশ্রূষা করে যে পর্য্যন্ত

---

* ইনি আবুসার দলভুক্ত একজন অনুগামী ছিলেন, আনস ও অপর প্রাচীন পুরুষ এবং হজরতের পারিষদ্‌গণ হইতে শ্রবণ করিয়া হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন।

† শেদ্দাদ ও তাহার পিতা ওস্ এই দুই জনই হজরতের সহচর ছিলেন। সোনাবহীর প্রকৃত নাম অবদোল্লা। ইনি জাহেরের পুত্র সোনাবহের বংশসম্ভূত, তজ্জন্য সোনাবহী নামে পরিচিত। সোনাবহী সহচর না অনুগামী ছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই।

না সে বসে সে পর্য্যন্ত অনুক্ষণ সে দয়ার সাগরে সন্তরণ করে, পরে যখন সে উপবিষ্ট হয় তখন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া থাকে।"—মালে, আহ।

সোবানের উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় জ্বরযোগ অগ্নিখণ্ড, যখন তোমাদের কেহ জ্বররোগে আক্রান্ত হয় সে যেন জল দ্বারা তাহাকে নির্ব্বাপিত করে, পরে স্রোতস্বতী নদীতে যেন সে অবগাহন করে, এবং স্রোতের অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন যেন বলে বেস্‌মাল্লা, হে পরমেশ্বর, তোমার দাসকে আরোগ্য দান কর ও তোমার প্রেরিতপুরুষকে সত্যরূপে প্রমাণিত কর। ইহা নিশান্ত নমাজের পরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হইবে, এবং যেন তাহাতে সে তিন দিন তিন বার নিমগ্ন হয়, পরে যদি এই তিন বারে আরোগ্য না হয় তবে পাঁচ বার, পরন্তু পাঁচ বারে যদি স্বাস্থ্যলাভ না হয় তবে সাত বার, সাত বারে আরোগ্যলাভ না হইলে নয় বার, ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে তাহা প্রায় নয় দিন অতিক্রম করে না †।"—তর।

[তরমোজি বলিয়াছেন এই হদিস গরিব।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—আমি প্রেরিতপুরুষের নিকটে জ্বররোগের প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, তখন এক ব্যক্তি উহার নিন্দা করিয়াছিল। তাহাতে হজরত বলেন, "তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না, যেহেতু অগ্নি যেমন লৌহের মালিন্য বিদূরিত করে তদ্রূপ উহা পাপপুঞ্জ বিদূরিত করিয়া থাকে।"—এবনমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ একজন জ্বররোগীর তত্ত্বাবধান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, পরমেশ্বর বলিয়াছেন ইহা আমার অগ্নি, ইহলোকে আমার বিশ্বাসী ভৃত্যের উপর ইহাকে পরাক্রান্ত করিয়া থাকি, তাহাতে কেয়ামতের দিনে নরকানল পরিবর্ত্তিত হইবে।"—আহ, এবনমা, শোওবোল ইমানে বয়হকী।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় প্রভু পরমেশ্বর বলেন, 'আমার মহিমা ও গৌরবের শপথ, আমি কোন ব্যক্তিকে তাহার জন্য পাপক্ষমা ইচ্ছা করিয়া সংসার হইতে এরূপ বহির্গত করি না, যে পর্য্যন্ত না তাহার শারীরিক রোগ ও তাহার উপজীবিকা সম্বন্ধীয় সঙ্কীর্ণতাযোগে তাহার স্কন্ধস্থিত প্রত্যেক অপরাধের বিনিময় গ্রহণ না করি।'"—রজিন।

শকিকের উক্তি ‡ ;—মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লা পীড়িত হইয়াছিলেন, তখন আমরা

---

* ইনি হজরতের ভৃত্য ছিলেন, স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

† তুশাতোল্ল মাত ভাষ্যকার বলেন, সর্ব্ববিধ জ্বরের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা নহে। উত্তাপ-জনিত জ্বরের পক্ষেই এই ব্যবস্থা।

‡ ইনি হজরতের এক জন মহাপণ্ডিত প্রধান অনুগামী ছিলেন। হজরতের জীবদ্দশায় ইহার জন্ম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই। ইনি এবন মস্‌উদের এক জন প্রধান বন্ধু ছিলেন।

তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম, তিনি কাঁদিয়াছিলেন, তাহাতে অনুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি বলেন, "আমি রোগের জন্য ক্রন্দন করিতেছি না, যেহেতু প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, রোগ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। তাহা আমাকে দুর্ব্বল অবস্থায় আক্রমণ করিয়াছে, সবল অবস্থায় আমি আক্রান্ত হই নাই, কাঁদিতেছি এতদ্ভিন্ন নহে, কেন না যখন দাস পীড়িত তখন তাহার জন্য সৎকর্ম্মের পুরস্কার লিখা হইয়া থাকে, পাড়িত হওয়ার পূর্ব্বে লেখা হয় না। তখন তাহা হইতে রোগ তাহা নিবারণ করে *।—রজিন।

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ তিন রাত্রির পরে রোগীর সেবা করিতেন না।—এব্‌নমা, বয়হকি শবোল্ ইমানে।

ওমর ফারুকের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তুমি কোন রোগীর নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন তোমার জন্য প্রার্থনা করিতে তাহাকে বলিও, যেহেতু দেবতাদিগের প্রার্থনা সদৃশ তাহার প্রার্থনা হয়।"—এব্‌নামা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ এক ব্যক্তির (রোগীর) তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কোন্ বস্তু ইচ্ছা কর?" সে ব্যক্তি বলিল, "আমি গোধূমের প্রার্থী।" হজরত বলিয়াছেন, "যাহার নিকটে গোধূমের রুটি আছে, তাহার উচিত যে, স্বীয় ভ্রাতার নিকটে তাহা পাঠাইয়া দেয়।" তৎপর হজরত বলিলেন, "তোমাদের কোন এক জন রোগী যখন কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তখন উহা তাহাকে খাইতে দেওয়া উচিত †।—"

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—সেবা শুশ্রূষায় রোগীর নিকটে অল্প ক্ষণ বসা, অল্প কথা কহা বিধি। এবং প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তাহাদের (পারিষদ দিগের) কথা ও বাদানুবাদ অধিক হয়, তখন যেন তাহারা আমার নিকট হইতে চলিয়া যায় ‡।"—রজিন।

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "উষ্ট্রীর দুগ্ধ এক বার দোহনান্তে যে আবার কিয়ৎক্ষণ পরে দোহন করা হয়, সেই বিরামের সময়ের অনুরূপ রোগীর তত্ত্বাবধান হইবে।" মসিবের পুত্র সয়িদের পরম্পরাগত উক্তিতে, সত্বর চলিয়া যাওয়াই শ্রেষ্ঠ রোগীর তত্ত্বাবধান।—শোবোল্ ইমানে বয়হকী।

ওমরের পুত্র অবলোল্লার উক্তি;—মদিনাতে এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছিল

---

* অর্থাৎ যৌবন কালে যখন শক্তি সামর্থ্য ছিল, তখন অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইত, সেই সময়ে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইয়া থাকিলে পীড়ার অবস্থায় অকৃত সৎকর্ম্ম কৃত বলিয়া গণনা হইত। এক্ষণ জরা বার্দ্ধক্যের অবস্থায় পীড়া হওয়াতে কোন সৎকর্ম্ম গণনার মধ্যে আসিতেছে না। কেন না দুর্ব্বলতাবশতঃ অনেক দিন হইতে সেরূপ সদনুষ্ঠান হইতেছে না।

† যে সকল বস্তু রোগের বৃদ্ধিজনক নহে, তাহা রোগীকে তাহার ইচ্ছা হইলে দেওয়া বিধি।

‡ হজরত যে রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন সেই রুগ্নাবস্থায় তাঁহার এই উক্তি হইয়াছিল।

যে, তথায় তাহার জন্ম হইয়াছিল। প্রেরিতপুরুষ তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নমাজ পড়িয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "স্বীয় জন্মস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র ইহার মৃত্যু হইলে ভাল ছিল।" সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, ইহা কি জন্য ?" তিনি বলিলেন, "কোন ব্যক্তি যখন স্বীয় জন্মস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র প্রাণ ত্যাগ করে, তখন তাহার জন্মভূমি হইতে তাহার পদচিহ্ন নিঃশেষিত হওয়ার স্থানপরিমাণ পর্য্যন্ত তাহার জন্য স্বর্গলোকে স্থান পরিমিত হয়।"—নেসা, এব্‌নমা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "বিদেশে মৃত্যু শহিদ (ধর্ম্মার্থ নিহত) হওয়া সদৃশ।"—এব্‌নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রোগী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে সে শহিদ হয় *, সে কবরের শাস্তি হইতে রক্ষিত হইয়া থাকে, প্রাতঃসন্ধ্যা তাহার নিকটে স্বর্গ হইতে জীবিকা আইসে।"—এব্‌নমা শাবোল্ ইমানে বয়হকি।

সারিয়ার পুত্র এর্‌বাজে উক্তি † ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরের নিকটে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ও শয্যায় মৃত লোকের সম্বন্ধে পরস্পর বাদনুবাদ হইবে। (শয্যায় মৃতব্যক্তি) মরকে মৃত লোকদিগের সম্বন্ধে বলিবে,ইহারা আমাদের ভ্রাতা, আমরা যে প্রকার শয্যাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছি ইহারাও তদ্রূপ আপনাদের শয্যায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। তখন পরমেশ্বর বলিবেন, ইহাদের ক্ষতস্থান নিরীক্ষণ কর, যদি নিহত ব্যক্তিদিগের ক্ষতের ন্যায় ইহাদের ক্ষত হয়, তাহা হইলে ইহারা উহাদের (ধর্ম্মযুদ্ধে নিহতদের) অন্তর্গত।" তখন আশ্চর্য্য যে, তাহাদের ক্ষতের ন্যায় ইহাদের ক্ষত হইবে।—আহ, নেসা।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "মরক হইতে পলাতক ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পলাতক ব্যক্তি সদৃশ। তদ্বিষয়ে ধৈর্য্যশাল ব্যক্তির জন্য শহিদের পুরস্কার নির্দ্ধারিত।"—আহ।

---

* মূল পুস্তকে এরূপ বিবৃত, কিন্তু ইহা ভুল, এরূপ সন্দেহ হইতেছে। সাধারণ রোগে মৃত্যু বিষয়ে এ কথা হইবে না, তাউলে অর্থাৎ মহামারীতে মৃত্যুসম্বন্ধে এরূপ উক্ত হইয়াছে বিশ্বাস হয়।

† ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা ও তৎস্মরণ *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে, সে সাধু হইলে দীর্ঘজীবনে সম্ভবতঃ তাহার সাধুতা বৃদ্ধি হইবে, অথবা যদি পাপী হয় পরে সম্ভবতঃ অনুতাপ সহ ঈশ্বরের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিবে।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ,—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদিগের মধ্যে কেন যেন মৃত্যুকামনা না করে, এবং তাহার উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার প্রার্থী না হয়।" সে যখন মৃত্যুগ্রস্ত হয় তখন তাহার আশা ছিন্ন হইয়া থাকে, এবং বস্তুতঃ তাহাতে বিশ্বাসীর জীবনে কল্যাণের বৃদ্ধি ভিন্ন হয় না।"—মো।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যেন ক্লেশ পাইয়া মৃত্যু কামনা না করে, যদি একান্তই করিতে হয় তবে যেন বলে, পরমেশ্বর আমাকে সে পর্য্যন্ত জীবিত রাখ যে পর্য্যন্ত আমার পক্ষে জীবন কল্যাণকর হয়, এবং যখন আমার পক্ষে মৃত্যু কল্যাণজনক হয় তখন আমাকে মৃত্যুগ্রস্ত করিও।"—উভয়।

সামেতের পুত্র ওবাদার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার সমধিক ভালবাসে, পরমেশ্বরও তাহার সাক্ষাৎকার সমধিক ভালবাসেন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত বিরক্ত, ঈশ্বরও তাহার সাক্ষাৎকারে অতি বিরক্ত †।" তখন আয়শাদেবী অথবা তাঁহার সপত্নীবর্গের অপর কেহ বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আমরা মৃত্যুকে ভালবাসি না।" তিনি বলিলেন, তদ্রূপ নয়। কিন্তু যখন বিশ্বাসীর মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তিনি পরমেশ্বরের প্রসন্নতার ও তাঁহার গৌরবের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। অতএব তাঁহার নিকটে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী বিষয় (মৃত্যু) অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু অন্য কিছুই নহে। তাহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার তিনি অধিকতর ভাল বাসেন, ঈশ্বরও তাঁহার সাক্ষাৎকার সমধিক ভালবাসেন।

---

* সাংসারিক, রোগ ও দারিদ্র্যজন্য মৃত্যু কামনা বিগর্হিত, যেহেতু ইহা অধৈর্য্য ও ঈশ্বরের প্রতি অসন্তোষ ও তাহার বিধি অমান্য করার লক্ষণ, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও তাঁহার সাক্ষাৎকার এবং সঙ্কীর্ণ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পারলৌকিক সম্পদ্ লাভের জন্য মৃত্যু কামনা বিশ্বাস ও উন্নতির লক্ষণ।

† বিশ্বাসীর মৃত্যুযন্ত্রণা অধিক হয়, সেই যন্ত্রণায় তিনি পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সংশোধিত হন।

কাফেরের নিকটে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে ঈশ্বরের দণ্ড ও শাসনের সংবাদ প্রদান করা হয়। অতএব তাহার নিকটে তাহার সম্মুখবর্ত্তী বিষয় (মৃত্যু) অপেক্ষা অপ্রিয়তর বস্তু অন্য কিছুই নাই। তাহাতে সে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার অপ্রিয় মনে করে, এবং ঈশ্বরও তাহার সাক্ষাৎকার অপ্রিয় বোধ করেন।"—উভয়।

[আয়শার উক্তিতে, "এবং মৃত্যু ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে।"]

আবু কতাদার উক্তি * ;—তিনি বলিয়াছেন, প্রেরিতপুরুষের নিকটে শ্মশানক্ষেত্রে নীয়মান শব উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ আরাম প্রাপ্তির যোগ্য, না ইহা হইতে আরাম প্রাপ্ত?" তাঁহারা (পারিষদেরা) প্রশ্ন করিলেন, "প্রেরিত-পুরুষ, এ আরাম পাইবার যোগ্য, না ইহা হইতে আরাম প্রাপ্ত, এ কথার অর্থ কি?" তখন তিনি বলিলেন, "বিশ্বাসী কিঙ্কর মৃত্যু হইলে সাংসারিক ক্লেশ হইতে আরামলাভ করে, এবং ঈশ্বরের কৃপার দিকে সমুপস্থিত হয়। অপিচ পাষণ্ড ভৃত্যের মৃত্যু হইলে, ঈশ্বরকিঙ্করমণ্ডলী, নগর, তরুশ্রেণী, পশুযূথ আরাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"—উভয়।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ আমার স্কন্ধ ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যেন বিদেশী, বা পথিক এই ভাবে সংসারে স্থিতি কর।" ওমরের পুত্র বলিতেন, যখন তুমি সায়ংকালে পদার্পণ কর, তখন প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিও না, যখন তোমার পক্ষে প্রাতঃকাল হয় তখন সায়ংকালের প্রতীক্ষা করিও না, তুমি তোমার সুস্থতার সময়ে তোমার অসুস্থতার সম্বল করিও, এবং তোমার জীবিতকালে তোমার মৃত্যুর আয়োজন করিও।—বো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষকে তাঁহার মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "ঈশ্বরের প্রতি ভালভাব নাই এমন অবস্থায় তোমাদের কাহারও যেন মৃত্যু না হয়।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জবলের পুত্র মোওয়াজের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যদি তোমরা ইচ্ছা কর তোমাদিগকে জ্ঞাপন করি যে, প্রথম কি? কেয়ামতের দিনে ঈশ্বর বিশ্বাসী-দিগকে জ্ঞাপন করিবেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে প্রথম কি, প্রশ্ন করিবেন?" আমরা বলিলাম, "হাঁ প্রেরিতপুরুষ।" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগকে বলিবেন, 'তোমরা কি আমার সাক্ষাৎকারকে ভালবাস?' তাঁহারা বলিবেন, 'হাঁ আমাদের প্রভো,' তখন তিনি বলিবেন, "কেন?" তাহাতে তাঁহারা বলিবেন, "আমরা তোমা হইতে ক্ষমা ও মার্জ্জনা আশা করি।" তখন তিনি বলিবেন, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আমার ক্ষমা সমুচিত।"—শরাহ সোন্নতে, হালিয়াত আবুনয়িম।

---

* তিনি আনসারদলস্থ একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা অধিকতর, ঈশ্বর স্মরণ কর, তাহা মৃত্যুর (তিক্ত) আস্বাদনকে ধ্বংস করে।"—তর, নেসা, এব্‌নমা।

এব্‌ন মসউদের উক্তি ;—হজরত একদিন আপন সহচরবর্গকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রকৃত লজ্জায় লজ্জিত হও।" তাঁহারা বলিলেন, "হে ঐশীতত্ত্ব-বাহক, আমরা ঈশ্বর হইতে লজ্জিত হইয়া থাকি, ঈশ্বরকে সম্যক্ ধন্যবাদ।" তিনি বলিলেন, "তাহা নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য লজ্জায় ঈশ্বর হইতে লজ্জিত, সে যেন আপনার মস্তক ও ইন্দ্রিয় সকল (অন্যের নিকট অবনমন করা হইতে) রক্ষা করে, এবং উদরকে (অবৈধ ভক্ষণ হইতে) ও তদন্তর্গত যে সকল অবৈধভাব তাহা হইতে রক্ষা করে, এবং মৃত্যুকে ও দেহের পরিণামকে যেন স্মরণ করিতে থাকে, যে ব্যক্তি পরলোক কামনা করিয়াছে সে ঐহিক সম্পৎ ছাড়িয়াছে। অতএব যে ব্যক্তির এরূপ আচরণ সে বস্তুতঃ ঈশ্বর হইতে প্রকৃত লজ্জায় লজ্জিত হইয়াছে।"—আহ, তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব।]

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "মৃত্যু বিশ্বাসীর সম্বন্ধে উপহারস্বরূপ।"—শাবোল্ ইমানে বয়হকি।

বোরিদার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "বিশ্বাসী ঘর্ম্মাক্ত ললাটে প্রাণ ত্যাগ করে।"—তর, নেসা, এব্‌নমা।

খালেদের পুত্র ওবয়দোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "আকস্মিক মৃত্যু ক্রোধাগমের ন্যায় * ;"—আবুদা।

[বয়হকি শাবোল্ ইমানে এবং রজিন স্বীয় পুস্তকে এইরূপ অতিরিক্ত বিবৃত করিয়াছেন ;—ক্রোধাগম কালেও বিশ্বাসীর জন্য দয়া হয়।]

আনসের উক্তি ;—হজরত, একজন মরণাপন্ন যুবকের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি আপনাকে কিরূপ বোধ করিতেছ?" সে বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, পরমেশ্বরের নিকটে আশা করিতেছি, বস্তুতঃ আমি স্বীয় পাপের জন্য ভীত।" তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "এমন কোন দাসের অন্তরে ঈদৃশ দুইটি (আশা ও ভয়) এক যোগে উপস্থিত হয় না যে, সে যাহা আশা করে ঈশ্বর তাহাকে তাহা প্রদান করেন না,এবং সে যাহা হইতে ভীত তাহা হইতে তাহাকে রক্ষা করেন না।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজী বলিয়াছেন যে, এই হদিস গরিব।]

---

* অর্থাৎ আকস্মিক মৃত্যুতে লোকে পাপের জন্য অনুতাপ করিতে ও পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে অবকাশ প্রাপ্ত হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "মৃত্যু কামনা করিও না, যেহেতু তাহা ভয়ের গুরুতর প্রকাশভূমি, নিশ্চয় দাসের দীর্ঘ জীবন হওয়া সৌভাগ্যের হেতু এবং পরমেশ্বর তাহাকে আপনার দিকে উন্মুখ করিয়া থাকেন।"—আহ।

আবু ওমামার উক্তি ;—আমরা হজরতের নিকটে উপবেশন করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাদিগের নিকটে (পরলোকের) প্রসঙ্গ করিলেন, এবং আমাদের মন কোমল করিলেন। সেই সময় আবু অকাসের পুত্র সাদ কাঁদিতে লাগিলেন, পরে অত্যন্ত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বলিলেন, "যদি আমার মৃত্যু হইত ভাল ছিল।" তখন হজরত বলিলেন, "সাদ, আমার নিকটে মৃত্যুর কামনা ?" ইহা তিনি তিন বার বলিলেন, তৎপর বলিলেন, "হে সাদ, যদি তুমি স্বর্গলোকের জন্য সৃজিত হইয়া থাক তবে তোমার জীবন যত দীর্ঘ ও তোমার অনুষ্ঠান যত ভাল হয় তাহা তোমার পক্ষে কল্যাণ।"—আহ।

মোজয়েরের পুত্র হারেসার উক্তি * ;—আমি খব্বাবের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম † তাঁহাতে সাতটি ক্ষত চিহ্ন ছিল। তখন তিনি বলিলেন,"যদি হজরতকে এরূপ বলিতে না শুনিতাম যে কেহ যেন মৃত্যুকামনা না করে তবে নিশ্চয় তাহা কামনা করিতাম। বস্তুতঃ প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে আমি আপনাকে দেখিয়াছি যে, আমি একটী পয়সার অধিকারী ছিলাম না, এক্ষণ আমার গৃহপ্রান্তে চল্লিশ সহস্র দেরহম (তাম্রমুদ্রা বিশেষ) রহিয়াছে।" তৎপর তাঁহার জন্য (মূল্যবান্) কোফন (শবাচ্ছাদন) উপস্থিত করা হয়। তখন তিনি তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিলেন, এবং বলিলেন,"এক খণ্ড সামান্য চাদর ভিন্ন হাম্‌জার জন্য কোফন ঘটে নাই, তাঁহার মস্তকের উপর তাহা স্থাপন করা হইলে পদদ্বয় পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় নাই, পদদ্বয়ের উপর স্থাপন করিলে মস্তকে অকুলন হইয়াছিল। অগত্যা মস্তকের উপর তাহা আকর্ষণ করা হইয়াছিল, তাঁহার পদদ্বয়ে আজখরপুঞ্জ (তৃণবিশেষ) স্থাপিত করা গিয়াছিল।"—আহম, তর।

[কিন্তু তরমোজী "তৎপর তাঁহার জন্য কোফন উপস্থিত করা হইতে হদিসের শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্ত করেন নাই। শাবোল্ ইমানে বয়হকি।

---

* ইনি হজরতের একজন পরোক্ষ অনুগামী ছিলেন।

† ইনি হজরতের একজন এসলামধর্ম্মাবলম্বী মোহাজ্বের জলভুক্ত আদি সহচর ছিলেন,বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; পরে কুফাতে যাইয়া বাস করেন, হেজরী ৩৭ সালে তথায় ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আলি মোর্ত্তজা নমাজ পড়িয়াছিলেন।

Estd. 1902.
M.A.J.U. HOWRAH.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যাহার আসন্ন মৃত্যু তাহার নিকটে যাহা বলা হয়।

প্রথম অধ্যায়।

আবু সয়িদ ও আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, তোমরা "তোমাদের মরণাপন্ন লোকদিগের সহিত "লা এলাহ এল্লেল্লাহ" বচন সহ সাক্ষাৎ করিও।"—মো।

ওম্মসোলমার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমরা রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হও তখন 'কল্যাণ হউক' বলিও। যেহেতু তোমরা যাহা বলিবে তৎসম্বন্ধে দেবগণ 'আমেন' (শান্তিবাচন) বলিবেন।"—মো।

ওম্মসোলমার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন,"এমন কোন মোসলমান নাই যে, সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে ঈশ্বর তাহাকে যাহা বলিতে বলিয়াছেন তাহা বলিয়াছে, ঈশ্বর তাহা হইতে তাহার জন্য কল্যাণ বিধান করেন নাই। যথা "আমরা নিশ্চয় ঈশ্বরের জন্য হই, নিশ্চয় আমরা তাঁহাতে পুনর্ম্মিলিত হইব, হে ঈশ্বর, আমার সঙ্কটাবস্থায় আমাকে পুরস্কার দান কর, তাহা হইতে কল্যাণ আমার জন্য বিনিময় কর।" আবু সোলমার (ওম্মসোলমার স্বামী) মৃত্যু হইলে আমি বলিয়াছিলাম, আবুসোলমা অপেক্ষা মোসলমানদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? হজরতের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী পরিবারের মধ্যে প্রথম কে *? তৎপর আমি উপরি উক্ত কথা বলিয়াছিলাম। পরে পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষকে আমার বিনিময় দান করিয়াছেন।—মো।

ওম্ম মোসলমার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ আবু সোলয়মার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষু পলকশূন্য অবস্থায় ছিল। তখন তিনি তাহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তৎপর হজরত বলিলেন, "নিশ্চয় প্রাণ যখন কালের হস্তগত হয় তখন চক্ষু তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে।" তখন তিনি বলিলেন, তোমরা নিজের সম্বন্ধে কল্যাণ ভিন্ন প্রার্থনা করিও না, নিশ্চয় তোমরা যাহা বল তদ্বিষয়ে দেবগণ "আমেন" (শান্তি বচন) বলিয়া থাকেন।" তদনন্তর বলিলেন, "পরমেশ্বর" তুমি আবুসোলমাকে ক্ষমা কর, মরণপথাবলম্বীদিগের মধ্যে তাহার পদ সমুন্নত কর, এবং

---

* আবু সোলমার মৃত্যুর পরে তাঁহার পত্নী ওম্মসোলমাকে হজরত মোহম্মদ বিবাহ করেন। আবুসোলমা মদিনা হইতে আফ্রিকায় প্রস্থান করিয়াছিলেন। পরে তিনি আফ্রিকা হইতে মদিনা নগরে হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উভয় প্রস্থানে ওম্মসোলমা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আবুসোলমা হজরতের পিতৃস্বস্রীতনয় ছিলেন। আবুসোলমার জননী হজরতের পিতামহ অবদোল্ মোত্তালেবের কন্যা এবং আবুসোলমা হজরতের মহস্তন্যপায়ী ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তাহার পরে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দিগের মধ্যে তুমি তাহার স্থলবর্ত্তী হও। হে বিশ্বপ্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে ও তাহাকে ক্ষমা কর ও তাঁহার কবরে তাহার সম্বন্ধে প্রমুক্তি স্থান ও তাহার জন্য জ্যোতি বিধান কর।"—মো।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তিনি ইমান দেশীয় উত্তরীয় বিশেষ ধারণ করিয়াছিলেন।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জবলের পুত্র মাজের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যাহার অন্তিম উক্তি 'লা এলাহ এল্লেল্লাহ' সে স্বর্গ লোকে প্রবেশ করে।"—আবুদা।

ইয়সারের পুত্র মোয়কলের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে 'ইয়াস' সুরা পাঠ করিও।"—আহ, আবুদা, এব্‌নামা।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ মতউনের পুত্র ওসমানকে প্রাণত্যাগ করিলে পর চুম্বন করিয়াছিলেন এবং তিনি কাঁদিয়াছিলেন। প্রেরিত পুরুষের অশ্রু বিন্দু পর্য্যন্ত ওস্‌মানের মুখমণ্ডলে সঞ্চারিত হইয়াছিল।—তর, এব্‌নমা।

আয়শার উক্তি—আবুবেকর হজরতকে প্রাণত্যাগ করিলে পর চুম্বন করিয়াছিলেন।—তর এবনমা।

ওহওয়ের পুত্র হোসয়নের উক্তি * ;—বরায়ের পুত্র তল্‌হা † ;—প্রীড়িত হইয়াছিলেন, তখন প্রেরিত পুরুষ তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন, তিনি বলিয়াছেন, "তল্‌হার মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহা ব্যতীত নিশ্চয় আমি দেখিতেছি না। অতএব তদ্বিষয়ে তোমরা আমাকে সংবাদ দিও, এবং (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায়) সত্বর হইও, বস্তুতঃ কোন মোসলমানের বিকৃত মৃতদেহসম্বন্ধে উচিত নহে যে, তাহা পরিবারমধ্যে ফেলিয়া রাখা হয়।" হে পরমেশ্বর, তুমি সহাস্যভাবে তল্‌হাকে দেখা দাও।"—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাফেরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ‡;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা তোমা-

---

* ইনি হজরতের আনসার দলস্থ প্রথম শ্রেণীতে পরিগণিত সহচর ও মদিনানিবাসীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

† ইনি হজরতের আনসারদলস্থ সম্ভ্রান্ত সহচর হেজাজনিবাসীদিগের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

‡ এই অবদোল্লা হজরতের পিতৃব্য আবুতালেবের পৌত্র ছিলেন। ইনি শুদ্ধচরিত্র রচ

দের মুমূষু ব্যক্তিদিগের নিকটে পড়িও,"লা এলাহ এল্লেল্লা হকিমোল্ করিমে সবহানাল্লাহ রব্বোল্ আরশোল্ আজিমে অল্ হম্‌দো লেল্লাহ।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, জীবিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ইহা কেমন হয়?" তিনি বলিলেন, "অতি উত্তম, অতি উত্তম।"—এব্‌নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে দেবতা (ফেরেস্তা) সকল উপস্থিত হইয়া থাকেন, সে সাধুপুরুষ হইলে বলেন, "হে বিশুদ্ধ আত্মন্, তুমি নির্গত হও, পবিত্র দেহে স্থিতি করিয়াছ, প্রশংসিত ভাবে বাহির হও, শান্তি ও পুষ্পোদ্যান এবং প্রসন্ন পরমেশ্বর, এই সুসংবাদ গ্রহণ কর।" নির্গমণ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য ঈদৃশ বলা হইয়া থাকে। তৎপর তাঁহার সহিত তাঁহারা স্বর্গলোকে সমুত্থান করেন। তখন তাঁহারা বলেন, "প্রশংসিত রূপে প্রবেশ কর, শান্তি ও পুষ্পোদ্যান, প্রসন্ন পরমেশ্বর, এই সুসংবাদ গ্রহণ কর।" যেস্থানে পরমেশ্বর আছেন, সেই স্বর্গে পহুঁছান পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য ঈদৃশ বলা হইয়া থাকে। অনন্তর যখন অসাধু পুরুষ হয়, তখন তাঁহারা বলেন,"হে পাপী আত্মন্, বহির্গত হও, তুমি পাপ দেহে স্থিতি করিতেছ, তুমি নিন্দিতরূপে বহির্গত হও, পূত ও উষ্ণ জল ও তদ্রূপ অন্য শাস্তির সংবাদ গ্রহণ কর। নির্গত হওয়া পর্য্যন্ত অনুক্ষণ তাহাকে ইহা বলা হইয়া থাকে। তৎপর সে আকাশের দিকে সমুত্থান করে, তখন তাহার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হয়, এবং জিজ্ঞাসা করা হয়, এ কে? তখন বলা হয় অমুক। তাহাতে বলা হয়, "পাপাত্মার সম্বন্ধে নিরানন্দ, এ পাপদেহে স্থিতি করিয়াছিল, তুমি মলিন ভাবে ফিরিয়া যাও, যেহেতু তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার মুক্ত করা হইবে না। অতএব তুমি স্বর্গ হইতে প্রস্থান কর।" তৎপর সে কবরের দিকে গমণ করে।—এব্‌নমা।"

আবুহোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"বিশ্বাসীর আত্মা যখন বহির্গত হয়, তখন তাঁহার নিকটে দুই জন ফেরেস্তা তাঁহাকে উর্দ্ধে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন। হমাদ বলিয়াছেন যে, "তখন তাঁহার সুগন্ধির প্রসঙ্গ ও মৃগনাভির প্রসঙ্গ করা হইয়াছিল *। এবং তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বর্গবাসী বলিতে থাকেন,'বিশুদ্ধ আত্মা ধরাতল হইতে সমাগত, পরমেশ্বর তোমার প্রতি ও যাহাকে তুমি নির্দ্দোষ রাখিয়াছিলে সেই দেহের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।" পরে (দেব দূত) তৎসহ তাহার প্রতিপালকের নিকটে উপস্থিত হন। তৎপর তিনি বলেন, "এতৎসহ অন্তিম কাল উদ্দেশ্যে চলিয়া যাও।" এবং যখন কাফেরের আত্মা বহির্গত হয়, হমাদ বলিয়া-

---

পণ্ডিত ও বদান্য ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার ন্যায় বদান্য পুরুষ এস্‌লামমণ্ডলীর মধ্যে কেহ ছিল না। ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন।

* আবু হোরয়রার নিকটে হমাদ শ্রবণ করিয়া এই হদিস ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আবু হোরয়রাকে বা আবু হোরয়রা হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সেই আত্মা হইতে সুগন্ধি বা মৃগনাভির গন্ধ বাহির হইয়াছিল কি?

ছেন, (আবু হোরয়রা বা হজরত) সেই আত্মার দুর্গন্ধি ও তাহার প্রতি অভিসম্পাতের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। তখন স্বর্গবাসিগণ বলেন, "পৃথিবী হইতে অশুদ্ধ আত্মা আগমন করিয়াছে, এতৎসহ অন্তিমকাল উদ্দেশ্যে চলিয়া যাও।" আবুহোরয়রা বলিয়াছেন, "তখন প্রেরিত পুরুষ যে চাদর তাঁহার গাত্রে ছিল তাহা নাসিকার উপর স্থাপন করিলেন।"—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুষষ বলিয়াছেন, "যখন বিশ্বাসীর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন শুভ্র কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত অনুগ্রহেব দেবতাগণ আগমন করেন, এবং বলেন, "তোমার সম্বন্ধে ঈশ্বর প্রসন্ন, তুমি প্রসন্ন ভাবে ঐশ্বরিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক সম্পদ্ এবং প্রসন্ন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বহির্গত হও।" পরে মৃগনাভির উত্তম সৌরভের ন্যায় তিনি নির্গত হন, এত দূর হয় যে, স্বর্গের দ্বারে আগমন পর্য্যন্ত তাঁহাদের এক অন্যে পরস্পর হইতে গ্রহণ করেন। তখন স্বর্গের দ্বারবানগণ বলেন, "তোমরা ধরাতল হইতে যাহা লইয়া আসিয়াছ, ইহা কি সুগন্ধ!" পরে তাঁহাকে বিশ্বাসী আত্মাদিগের নিকটে উপস্থিত করা হয় ও তখন তাঁহার দর্শনজন্য তাঁহাদের অতিশয় আনন্দ হইয়া থাকে। তোমাদের কাহারও অনুপস্থিত স্বগণ (বিদেশ হইতে) তাহার নিকট ফিরিয়া আসিলে সে যেমন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে,"অমুকে কি করে?" তাঁহারাও প্রশ্ন করেন। তখন, তাঁহারা (দেবতারা) বলেন, "ইহাকে ছাড়িয়া দাওএ সাংসারিক শোকে আচ্ছন্ন।" পরে তিনি বলেন, "তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি কি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হন নাই?" তখন তাঁহারা (বিশ্বাসী আত্মা সকল) বলেন, তবে তাহাকে নিশ্চয় তাহার নরকলোকের জননীর (অগ্নির) দিকে লইয়া গিয়াছে।' যখন কাফেরের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাহার নিকটে স্থূল কদর্য্য বস্ত্র পরি হিত শাস্তির দেবতাগণ আসিয়া বলেন, "অপ্রসন্ন ভাবে নির্গত হও, তোমর প্রতি তিনি অপ্রসন্ন, ঐশ্বরিক শাস্তির দিকে উপস্থিত হও।" পরে সে পচা শবের দুর্গন্ধের ন্যায় নির্গত হয়। পৃথিবীর দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহাকে লইয়া আইসেন, পরে বলিতে থাকে, "ইহার কি দুর্গন্ধ!" অবশেষে কাফের আত্মাদিগের নিকটে পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহাকে লইয়া যান।—আহ, নেসা।

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি ;—আমরা প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে আন্‌সার দলস্থ এক মৃত ব্যক্তির শবের সঙ্গে বাহির হইয়া কবর পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। শবাধারে শব স্থাপিত হয় নাই, এমন সময় হজরত বসিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে আমাদের মস্তকের উপর যেন পক্ষী সকল উপবিষ্ট, একটু নড়িলে তাহা বা উড়িয়া যায়, সেরূপ স্থির ভাবে বসিয়াছিলাম, তাঁহার হস্তে একখণ্ড কাষ্ঠ ছিল, তিনি তাহাদ্বারা ভূতলে রেখাপাত করিতেছিলেন। পরে তিনি স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া দুই বার বা তিন বার বলিলেন, "তোমরা কবরের দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা কর।" তদনন্তর বলিলেন, "নিশ্চয় যখন বিশ্বাসী পুরুষ সংসারবন্ধন

ছিন্ন করিয়া পরলোকাভিমুখে উন্মুখে হন, তখন তাঁহার নিকটে স্বর্গ হইতে দেবগণ অবতরণ করেন। সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল, তাঁহাদের সঙ্গে স্বর্গীয় কোফন, (শবাচ্ছাদন) ও কোফনবন্ধনীথাকে, তাঁহারা দৃষ্টি যত দূর প্রসারিত হয়, তত দূর উপবিষ্ট হন। তৎপর মৃত্যুর দেবতা (এজরাইল) আগমন করিয়া তাঁহার মস্তকের সন্নিকটে উপবেশন করেন, এবং বলেন, "হে উত্তম জীবন, ঈশ্বরের ক্ষমা ও প্রসন্নতার দিকে বাহির হইয়া আইস।' পরে উহা মশক হইতে জলবিন্দু নির্গত হওয়ার ন্যায় বাহির হইয়া আইসে। তৎপর তিনি (মৃত্যুর দেবতা) যখন তাহাকে গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিমেষ কালও তাঁহার হস্তে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন না। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সেই কোফন ও সেই বন্ধনীর মধ্যে স্থাপন করেন, এবং তাঁহা হইতে ভূতলে প্রাপ্ত মৃগনাভির সুগন্ধির ন্যায় সুগন্ধি নির্গত হয়। অবশেষে তাঁহার সহিত তাঁহারা ঊর্দ্ধে গমন করেন। দেবতাদিগের সভাতে তাঁহার সহিত তাঁহারা এমন গমন করেন না যে, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন না, "এই বিশুদ্ধ আত্মা কে?" তখন তাঁহারা বলেন, "ইনি অমুকের পুত্র অমুক।" পৃথিবীতে তিনি যে নামে অভিহিত হইতেছিলেন সেই অত্যুত্তম নামে তাঁহারা পরিচয় দান করেন। এইরূপে তাঁহারা তৎসহ পৃথিবীর আকাশের সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া যান। পরে তাঁহার জন্য তাঁহারা দ্বারোন্মোচনের প্রার্থী হন, তখন তাঁহাদের নিমিত্ত দ্বার খোলা হয়। অনন্তর প্রত্যেক আকাশ হইতে তাঁহার সঙ্গে সংলগ্ন অন্য আকাশ পর্য্যন্ত তথাকার ঈশ্বরসন্নিহিত দেবগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। এতদূর হয় যে, সপ্তম আকাশ পর্য্যন্ত গতি শেষ হইয়া থাকে। তখন পরমেশ্বর বলেন, "অলয়নে (সর্ব্বোচ্চস্বর্গে) আমার দাসের স্থিতি হইবে, তোমরা ইহা লিপি কর, এবং ইহাকে ভূতলের দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাও, যেহেতু আমি তাহা হইতে (মৃত্তিকা হইতে) মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছি, তাহাতেই তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া থাকি, এবং তাহা হইতে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বাহির করি।" তৎপর তাঁহার আত্মাকে তাঁহার দেহের মধ্যে পুনঃস্থাপিত করা হয়। তখন তাঁহার নিকটে দুই ফেরেস্তা উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন?" "কে তোমার প্রতিপালক?" তখন তিনি বলেন, "আমার প্রতিপালক পরমেশ্বর।" তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়, তোমার ধর্ম্ম কি?" তখন তিনি বলেন, "এস্‌লাম আমার ধর্ম্ম।" পরে তাঁহারা তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "তোমাদের প্রতি যিনি প্রেরিত হইয়াছেন তাঁহার অবস্থা কিরূপ?" তখন তিনি বলেন, তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত। পরিশেষে তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার নিকটে তাহার প্রমাণ কি?" তিনি বলেন, ঐশ্বরিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি তাহাতে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ও সত্য জানিয়াছি।" তখন আকাশ হইতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, "আমার দাস সত্য বলিয়াছেন।" পরে স্বর্গীয় শয্যাতে তাঁহাকে স্থাপন ও স্বর্গীয় পরিচ্ছদ পরিধান করান

হয়, এবং তাঁহার জন্য স্বর্গের অভিমুখে দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন,"তখন উহার আরাম ও উহার সৌরভ তিনি প্রাপ্ত হন, তাঁহার জন্য যত দূর দৃষ্টির সীমা কবরে সেই পরিমাণ প্রশস্ত স্থান হইয়া থাকে।" অপিচ তিনি বলিয়াছেন, "পরম রূপবান্ সুগন্ধ ও সুন্দর পরিচ্ছদধারী একজন পুরুষ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলেন, 'এই আজকার দিনে আপনাকে যাহা আনন্দিত করিতেছে, যে বিষয়ে আপনি অঙ্গীকার লাভ করিয়াছিলেন তাহার সুসংবাদ হউক।' তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কে? আপনার আনন, মঙ্গলসংবাদ আনয়নেরই আনন।' তাহাতে তিনি বলেন, 'আমি আপনার (মূর্ত্তিমান্) সৎকর্ম্ম। পরে (মৃত আত্মা) বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত কর, তাহা হইলে আমি আপন পরিবার ও সম্পত্তির সঙ্গে পুনর্মিলিত হইব।'" তিনি (হজরত) বলিয়াছেন, "নিশ্চয় কাফেরকিঙ্কর ইহলোক পরিত্যাগ করার ও পরলোকের দিকে অগ্রসর হইবার সময়, স্বর্গ হইতে কৃষ্ণবর্ণ ফেরেস্তা সকল তাহার নিকট অবতরণ করেন, তাঁহাদের সঙ্গে স্থূল কর্কশ বস্ত্র থাকে,পরে তাঁহারা দৃষ্টির সীমা পরিমাণ স্থানে উপবিষ্ট হন। মৃত্যুর দেবতা আগমন করিয়া তাহার মস্তকের নিকটে উপবেশন করেন, পরে তাহাকে বলেন, 'হে অবিশুদ্ধ আত্মন্, তুমি ঈশ্বরের অপ্রসন্নতা উদ্দেশ্যে বহির্গত হও।'" তিনি (হজরত) বলিয়াছেন, "তখন সে আপন দেহমধ্যে অস্থির হইতে থাকে, পরে (মৃত্যুর দেবতা) আর্দ্র কম্বলের ভিতর হইতে উষ্ণ লৌহশলাকা বাহির করার ন্যায় তাহাকে বাহির করেন, অনন্তর তাহাকে ধারণ করিয়া থাকেন। যখন তাহাকে গ্রহণ করা হয়, তাঁহারা (অন্য ফেরেস্তাগণ) নিমেষ কালও তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন না। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সেই কর্কশ স্থূল বস্ত্রে পুরিয়া থাকেন। তাহা হইতে যেন ভূতলে প্রাপ্ত পচা শবের গন্ধ বাহির হইতে থাকে। অবশেষে তাহার সহিত তাঁহারা ঊর্দ্ধে গমন করেন, দেবতাদিগের সভাতে তাহার সহিত তাঁহারা এমন গমন করেন না যে, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন না, এই অবিশুদ্ধ আত্মা কে? তখন তাঁহারা বলেন, এ অমুকের পুত্র অমুক, পৃথিবীতে সে যে নামে অভিহিত হইত সেই কুৎসিত নামে তাঁহারা তাহার পরিচয় দান করেন। এই-রূপে তাঁহারা তৎসহ পৃথিবীর আকাশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া যান, পরে তাঁহারা দ্বারমোচনের প্রার্থী হন। তখন তাঁহাদের নিমিত্ত দ্বার উন্মুক্ত হয় না।" তৎপর প্রেরিতপুরুষ এই মর্ম্মের আয়ত পাঠ করিলেন, "তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার সকল উন্মোচন করা হয় না। যে পর্য্যন্ত উষ্ট্র সূচির ছিদ্রে প্রবেশ না করে সে পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে পায় না।" তখন পরমেশ্বর বলেন, 'পৃথিবীর নিম্নতমবর্ত্তী সেজ্জিননামক স্থান তাহার জন্য লিখ।' তখন তাহার আত্মাকে এরূপ নিক্ষেপ করা হয়, যেন সে আকাশ হইতে অধোমুখে পড়িয়া যায়। পরে পক্ষী তাহাকে কুড়াইয়া লয়, অথবা বায়ু তাহাকে দূরতর স্থানে নিক্ষেপ করে। তখন তাহার আত্মাকে তাহার

দেহে পুনঃস্থাপন করা হয়, এবং দুই ফেরেস্তা তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে বসাইয়া থাকেন। পরে তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তোমার প্রতিপালক?' সে বলে 'অহো অহো, আমি জানি না।' পরে তাহাকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার ধর্ম্ম কি?' সে বলে, 'অহো অহো জানি না।' পরিশেষে তাহাকে প্রশ্ন করা হয়, 'তোমাদের প্রতি যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি কে?' সে বলে, 'অহো অহো জানি না।' তখন স্বর্গীয় ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, 'মিথ্যা বলিয়াছে।' তখন অনলশয্যায় তাহাকে শয়ন করান হয়। নরকানলের দিকে তাহার দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়া থাকে। তাহা হইতে তাহার উষ্ণতা ও উষ্ণ বায়ু সে প্রাপ্ত হয়। তাহার কবর তাহার সম্বন্ধে এতদূর পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ করা হয় যে, তাহাতে তাহার অস্থি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এক বিকৃত বদন বিকৃত পরিচ্ছদ ও দুর্গন্ধ-যুক্ত পুরুষ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলে,'এই আজকার দিনে তোমাকে যাহা দুঃখিত করিতেছে, যে বিষয়ের অঙ্গীকার তুমি লাভ করিয়াছিলে, তাহার সংবাদ প্রাপ্তি হউক।' তখন সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কে? তোমার মুখ কুসংবাদ আনয়নেরই মুখ।' তখন সে বলে, 'আমি তোমার মূর্ত্তিমতী কুক্রিয়া।' সেই সময় সে বলে, 'হে প্রতিপালক, কেয়ামত যেন না হয়।'" অন্য বিবৃতিতেও ঈদৃশ, তাহাতে অতিরিক্ত এই যে, যখন তাহার (বিশ্বাসীর) আত্মা নির্গত হয় স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সমুদায় দেবতা ও স্বর্গস্থ প্রত্যেক দেবতা তাহার সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ করেন, এবং আকাশের দ্বার তাহার সম্বন্ধে উন্মুক্ত করা হয়, এমন কোন দ্বারবাসী নাই যে, তাহাকে তাহাদের নিকট হইতে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করে না। পরন্তু তাহাকে অর্থাৎ কাফেরকে শিরা শুদ্ধ আকর্ষণ করা হয়, তখন স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ প্রত্যেক ফেরেস্তা এবং স্বর্গস্থ সকল ফেরেস্তা তাহাকে অভিসম্পাত করে, এবং স্বর্গের দ্বার অবরুদ্ধ করা হয়, এমন দ্বারবাসী নাই যে, ঈশ্বরের নিকটে এরূপ প্রার্থনা করে না যে, তাহাদের সম্মুখ দিয়া যেন তাহার আত্মাকে উন্নমিত করা না হয়।—আহ।

কাবের পুত্র অবদোর্ রহমাণের উক্তি * ;—তিনি নিজের পিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যখন কাবের মৃত্যু উপস্থিত হইল, তখন বরায় এব্‌ন মারুরের কন্যা ওম্ম বশর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, † ; "হে অবদোর্ রহমাণের পিতা, অমুকের

---

* ইনি একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন, হজরতের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পিতা মালেকের পুত্র কাব হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ও এসলাম মণ্ডলীর মধ্যে কবি ছিলেন। ছলে করিয়া তবুকের সংগ্রামে গমনে বিরত লওয়াতে পরে যে ইনি অনুতপ্ত হইয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

† বারুর এক জন আদিম আনসার ছিলেন, ইনি লয়লতোল্ ওকবাতে হজরতের

সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আমার সেলাম জানাইও।" তখন তিনি বলিলেন, "অয়ি ওম্মবশর, ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন। আমরা ইহা হইতে নিবৃত্ত।" তাহাতে তিনি (ওম্মবশর) বলিলেন, "আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, বিশ্বাসীদিগের আত্মা স্বর্গতরু সমাশ্রিত হরিদ্বর্ণ বিহঙ্গমের অভ্যন্তরে স্থাপিত হইবে।" তখন কাব বলিলেন, "হাঁ সত্য।" ওম্মবশর বলিলেন, "ইহাই তাহা *।"—এব্‌নমা এবং বাস ও নওরগ্রন্থে বয়হকি।

উক্ত অবদোর্ রহমাণের আপন পিতৃসম্বন্ধে উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিতেছিলেন, যে, "বিশ্বাসী স্বর্গোদ্যানের তরু সমাশ্রিত হরিদ্বর্ণ বিহঙ্গ, ইহা ব্যতীত নহে। এতদূর হইবে যে, তাহার পুনরুত্থানের দিনে পরমেশ্বর তাহার দেহে তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবেন।"—মালে, নেসা, বয়হকি বাস ও নওর গ্রন্থে।

মোন্‌কদরের পুত্র মোহম্মদের উক্তি † ;—আমি অবদোল্লার পুত্র জাবেরের নিকটে তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলাম, "প্রেরিত পুরুষের প্রতি আমার সেলাম জানাইও।"—এব্‌নমা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শব প্রক্ষালন ও কোফনাবৃত করা।

প্রথম অধ্যায়।

ওম্ম আতিয়ার উক্তি ‡ ;—যখন আমরা হজরতের কন্যাকে স্নান করাইতেছিলাম, § তখন আমাদের নিকটে তিনি উপস্থিত হন। তিনি বলিলেন, "ইহাকে

নিকটে অনুসরণব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরতের মদিনায় আগমনের পূর্ব্বে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

* ইহাই তাহা অর্থাৎ ইহাই সেই গৌরব ও মাহাত্ম্য যাহা তোমাকে আশান্বিত করিয়াছে, তুমি একজন পূর্ণ বিশ্বাসী লোক। তুমি পরমানন্দে ও শান্তিতে থাকিবে।

† ইনি একজন অনুগামী ছিলেন।

‡ ইনি হজরতের আনসার দলস্থ একজন প্রধান সহচরী ছিলেন। হজরতের সঙ্গে সংগ্রাম ক্ষেত্রে গমন করিয়া, আহত সৈন্যদিগের সেবা করিয়াছিলেন।

§ ইনি আবুল্‌আসের পত্নী জয়নব, অথবা ওস্‌মানের পত্নী ওম্মকল্‌সুম ছিলেন। জয়নব বলিয়াই অধিকতর প্রসিদ্ধ।

তিন বার বা পাঁচ বার অথবা এতদপেক্ষা অধিকবার স্নান করাও, যদি তোমরা ভাল বুঝ তবে জলে ও কেনার তরুর পত্রে ধৌত কর *; পরে কর্পূর অথবা কর্পূরের অন্তর্গত কিছু ব্যবহার কর। তাহা নির্ব্বাহ করিলে পর, আমাকে ডাকিও।" অবশেষে যখন আমরা কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম, তখন তিনি আমাদের নিকটে আপন ইজার নিক্ষেপ করিলেন, এবং বলিলেন, "ইহাকে ইহার কামিজ রূপে পরিণত কর।" অন্য বিবৃতিতে—"ইহাকে তিন বার বা পাঁচ বার অথবা সাত বার ধৌত কর, এবং দক্ষিণ দিক্ হইতে ও অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে আরম্ভ কর।" তিনি (ওম্ম আতিয়া) বলিয়াছেন, "পরে আমরা তাঁহার কেশদামকে তিনটি কেশগুচ্ছে পরিণত করিয়া তাহা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আলম্বিত করিয়াছিলাম।—উভয়।

আয়শার উক্তি;—তিন খানা বস্ত্রে প্রেরিত পুরুষের কোফন হইয়াছিল। এয়মন দেশীয় বস্ত্র ও সহল নামক স্থানের শুভ্র কার্পাস বস্ত্র ছিল, তাহাতে কামিজ ও উষ্ণীষ ছিল না †।—উভয়।

জাবেরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ তাহার ভ্রাতাকে যেন উত্তম কোফন পরিধান করায় ‡।—মো।

আব্বাসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—এক ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে ছিল, পরে তাহাকে তাহার উষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে মক্কাতীর্থের যাত্রী হইয়াছিল, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। তখন প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "তোমরা ইহাকে জলে ও কেনার পত্রের জলে ধৌত কর, এবং দুই খানা বস্ত্রে তাহার কোফন কর, তাহাতে সুগন্ধির যোগ করিও না ও তাহার মস্তক আচ্ছাদিত করিও না। যেহেতু সে পুনরুত্থানের দিনে "লবয়ক" (নিকট উপস্থিত) বলিতে বলিতে (হজব্রতধারীরূপে) সমুত্থিত হইবে।—উভয়।

[গ্রন্থের অন্ত্যভাগে পারিষদবর্গের গুণবর্ণন অধ্যায়ে খোব্বাবের হদিসে অমিরের পুত্র মসাবের নিহত হওয়ার বিষয় বিবৃত হইবে। তাহাতে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে।

---

* কেনার শব্দের অর্থ বদরী ফল, কেনার পত্রে প্রক্ষালন অর্থে বদরী পত্রের জলে প্রক্ষালন। বদরী পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে যে বস্তু প্রক্ষালন করা হয়, বোধ করি তাহা অতিশয় পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

† কেহ কেহ বলেন, সেই তিন বস্ত্রের অন্তর্গত কামিজ ও উষ্ণীষ ছিল না। কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার কোফনের অন্তর্গত পাঁচ খানা বস্ত্র ছিল। কিন্তু এই কথা সত্য নহে, প্রথমোক্তই সত্য। তিন খান ছুন্নত ছিল।

‡ শুভ্র শুভ্র নূতন ব্যবহার্য্য শুভ্র ও ধৌত বস্ত্রই উত্তম কোফন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা আপনাদের শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিও, কেন না তাহা তোমাদিগের উৎকৃষ্ট বস্ত্রের অন্তর্গত ; তোমাদিগের মৃতদিগকে তাহাতে আচ্ছাদিত করিও। তোমাদের কজ্জলের মধ্যে আসমদ-কজ্জল উৎকৃষ্ট, যেহেতু তাহা রোমাবলী উৎপাদন করে, নেত্রেতে জ্যোতি দান করিয়া-থাকে।"—আবুদা, তর।

[এব্‌ন মাজ "তোমাদের মৃতদিগকে" এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। কজ্জল ও আস্‌মদের উল্লেখ করেন নাই।]

আলির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "কোফনে অধিক ব্যয় করিও না, যেহেতু কোফন সত্বর জীর্ণ হইয়া যায়।"—আবুদা।

আবু সয়িদ খোদ্‌রীর উক্তি ;—যখন তাঁহার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি নববস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাহা পরিধান করিয়াছিলেন, তৎপর বলিয়াছিলেন, প্রেরিত পুরুষকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "মৃত ব্যক্তিকে যে বস্ত্রে তাহার মৃত্যু হয় তৎসহ সমুত্থাপন করা হইবে।"—আবুদা।

সামেতের পুত্র ওবয়দার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন যে, "চাদর ও ইজার শ্রেষ্ঠ কোফন এবং শৃঙ্গযুক্ত মেষ শ্রেষ্ঠ বলির পশু হয়।"—আবুদা, তরমো, আবু ওমামা হইতে এব্‌ন মাজ।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—হজরত ওহদ সংগ্রামে নিহত পুরুষদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "তাহাদের হইতে অস্ত্র ও চর্ম্মময় পরিচ্ছদ যেন উন্মোচন করিয়া লওয়া হয়, এবং তাহাদের শোণিত ও বস্ত্র সহ তাহাদিগকে যেন সমাহিত করা হয়।"—আবুদা, এব্‌নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্রাহিমের পুত্র সাদ স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন,—অওফের পুত্র অবদোর্‌ রহমাণ রোজার সময়ে অন্ন গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "অমিরের পুত্র মসাব আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি নিহত হইয়াছিলেন, এক খানা চাদর তাঁহার কোফন করা হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক আচ্ছাদন করিলে তাঁহার পদদ্বয় অনাবৃত হয়, তাঁহার পদদ্বয় আবৃত করিলে তাঁহার মস্তক অনাবৃত হইয়া পড়ে, এবং তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হাম্‌জা নিহত হইয়াছিলেন, তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (তাঁহার কোফনও এরূপ হইয়াছিল) তৎপর আমাদের সম্বন্ধে সাংসারিক ব্যাপ্তি যত দূর হওয়ার হইয়াছে। অথবা তিনি বলিয়াছেন, আমাদিগকে

সাংসারিক দান যাহা দেওয়ার দেওয়া হইয়াছে, এবং নিশ্চয় শঙ্কিত আছি যে, আমার সম্বন্ধে সম্পদ বা অচিরস্থায়ী হয়।" তদনন্তর তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এতদূর হইল যে, অন্ন গ্রহণে বিরত হইলেন।—বো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ ওমর্ব্বুর পুত্র মৃত অবদোল্লার নিকটে তাহাকে গর্ত্তে স্থাপনের পর উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তাহাকে বাহির করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। পরে বাহির করিলে তিনি তাহাকে স্বীয় জঙ্ঘাদেশে স্থাপন করিয়া তাহাতে (তাহার কোফনে) থুৎকার করিয়াছিলেন, এবং নিজের কামিজ তাহাকে পরাইয়াছিলেন ও সে (অবদোল্লা) আব্বাসকে কামিজ পরাইয়াছিল *।—উভয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জনাজার অর্থাৎ শবের সঙ্গে গমন ও তৎসম্বন্ধে নমাজ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"জনাজার সহ গমনে সত্বর হও, পরন্তু যদি উহা সাধুর জনাজা হয়, তবে তাহার দিকে কল্যাণ অগ্রসর হইয়া থাকে, এবং যদি তদেতর হয় তবে অকল্যাণ, স্বীয় স্কন্ধ হইতে তাহা নিক্ষেপ কর।"—উভয়।

আবু সয়িদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন জানাজা রাখা হয়, পরে পুরুষেরা আপনাদের স্কন্ধে তাহা বহন করে, উহা সাধুর জনাজা হইলে সে বলিয়া থাকে, 'আমাকে অগ্রসর কর।' যদি তদেতর হয় তবে তাহার বাহকদিগকে বলা হইয়া থাকে, 'তোমাদিগকে ধিক্, এতৎসহ তোমরা কোথায় যাইতেছ ?" মনুষ্য ভিন্ন সকল

---

* উক্ত অবদোল্লা এক জন প্রধান কপট পুরুষ ছিল। কপট লোকদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানে বিশ্বাসীদিগের প্রতি নিষেধ আছে। বোধ হয় সেই নিষেধবাণী অবতরণ হওয়ার পূর্ব্বে অবদোল্লার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছিল। অথবা তাহার পুত্র বিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার অনুরোধে হজরত গিয়াছিলেন। হজরতের পিতৃব্য আব্বাসকে যখন বদরের রণক্ষেত্রে বন্দী করিয়া লইয়া আসা হয়, তখন তাঁহার শরীর অনাবৃত ছিল। উক্ত অবদোল্লা আপনার কামিজ তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। আব্বাস দীর্ঘকায় ছিলেন, অবদোল্লাও তদনুরূপ দীর্ঘ ছিলেন।

পদার্থ তাহার শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকে, এবং মনুষ্য তাহা শ্রবণ করিলে প্রাণত্যাগ করে।"—বো।

আবু সয়িদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমরা জনাজা দর্শন করিবে তখন দণ্ডায়মান হইবে, পরন্তু যে ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিবে সে যেন তাহা স্থাপন পর্য্যন্ত উপবিষ্ট না হয়"—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—এক শব যাইতেছিল, তখন তাহার জন্য প্রেরিতপুরুষ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবং আমরাও তাঁহার সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলাম। পরে আমরা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, নিশ্চয় ইহা এক ইহুদী নারীর শব। তখন তিনি বলিলেন, "মৃত্যু নিশ্চয় ভয়ের ব্যাপার। অতএব তোমরা শব লইয়া যাইতেছে যখন দেখিবে, তখন দণ্ডায়মান হইবে।"—উভয়।

আলির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া আমরাও দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম, তিনি বসিলে আমরাও বসিয়াছিলাম। অর্থাৎ জনাজা সম্বন্ধে।

আবুহোরয়রার উক্তি—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিশ্বাসবশতঃ এবং পুণ্য মনে করিয়া কোন মোসলমানের শবের অনুসরণ করে, এবং যে পর্য্যন্ত না তাহার সম্বন্ধে নমাজ পড়া হয় ও তাহাকে সমাহিত করা হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় সে পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে থাকে, পরে নিশ্চয় সে দুই কিরাত পুরস্কার সহ প্রত্যাবর্ত্তন করে, * প্রত্যেক কিরাত ওহদ গিরির তুল্য, এবং যে ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্যে নমাজ পড়ে, তৎপর সমাহিত করার পূর্ব্বে ফিরিয়া আইসে, তখন সে এক কিরাত সহ প্রত্যাবর্ত্তন করে।"—উভয়।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—যে দিবস নজ্জাশীর মৃত্যু হয়, সেই দিবস প্রেরিত পুরুষ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ লোকদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, † তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নমাজ ভূমির দিকে গিয়াছিলেন ও তাঁহাদের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং চারি বার তক্‌বির বলিয়াছিলেন।—উভয়।

আবু লয়লার পুত্র অবদোর্‌, রহমাণের উক্তি ;—আরকমের পুত্র জয়দ ‡ আমাদের জনাজা সকলে চারি বার তক্‌বির উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু এক জনাজায় তিনি পাঁচ

---

* কিরাত চারি যবোদরের তুল্য স্বর্ণ বা রজতখণ্ড। এস্থলে প্রত্যেক কিরাত মদিনার সন্নিহিত ওহদ গিরিতুল্য।

† নজ্জাশী হব্‌শী জাতির রাজা ও খ্রীষ্টধর্ম্মী ছিলেন। তিনি হজরতের প্রেরিতত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরতের মক্কাস্থিত বহু অনুগামী উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া আফ্রিকায় যাইয়া তাঁহার আশ্রয়ে ছিলেন।

‡ ইনি একজন সম্ভ্রান্ত অনুগামী ছিলেন। হজরতের একশত বিশজন সহচরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি হজরত মোহম্মদের প্রচারবন্ধু আলি ও ওসমান প্রভৃতি হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কুফানগরবাসী অনুগামীদিগের অন্তর্গত ছিলেন।

বার তক্‌বির উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পরে আমরা তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "প্রেরিত পুরুষ সেইরূপ তক্‌বির উচ্চারণ করিয়াছিলেন।"—মো।

অওফের পৌত্র অবদোল্লার পুত্র তল্‌হার উক্তি * ;—আমি এক জনাজাতে এব্‌ন আব্বাসের অনুসরণে নমাজ পড়িয়াছিলাম, তাহাতে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থের ফাতেহ পরিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা জানিও ইহা বিধি।"—বো।

মালেকে পুত্র অওফের উক্তি † ;—প্রেরিত পুরুষ এক শবের উপর নমাজ পড়িয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া রাখিয়াছিলাম, তিনি বলিতেছিলেন, "হে পরমেশ্বর, তাহাকে ক্ষমা কর ও তাহাকে দয়া কর, এবং তাহাকে শান্তি দান কর ও তাহার পাপ মার্জ্জনা কর, তাহার আতিথ্যকে সম্মান কর, এবং তাহার স্থানকে প্রশস্ত কর। অপিচ তাহাকে জল, হিমানী ও তুষার দ্বারা স্নান করাও, এবং মালিন্য হইতে শুভ্র বস্ত্র যেমন সংশোধিত হয় তদ্রূপ তাহাকে পাপ হইতে সংশোধিত কর। তাহার গৃহ অপেক্ষা উত্তম গৃহ তাহাকে বিনিময়স্বরূপ দান কর, তাহার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার তাহাকে দান কর, পত্নী অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাহাকে প্রদান কর, তাহাকে স্বর্গলোকে লইয়া যাও, এবং কবরের শান্তি হইতে তাহাকে আশ্রয় দান কর।" অন্য উক্তিতে "কবরের বিপদ্‌ ও অগ্নিদণ্ড হইতে তাহাকে উদ্ধার কর।" এতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছিল যে, আমি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, হায়! এই শব যদি আমি হইতাম।—মো।

অবদোর্‌ রহমাণের পুত্র আবু সোল্‌মার উক্তি ;—যখন আবু অকাসের পুত্র সাদের মৃত্যু হইল তখন আয়শা দেবী বলিয়াছিলেন, "ইহাকে মস্‌জেদের ভিতরে লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি তাহার প্রতি নমাজ পড়িতে সুক্ষম হইব।" তখন তাঁহার এই কথা অগ্রাহ্য হইল। তাহাতে তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, সত্যসত্যই প্রেরিত পুরুষ মস্‌জেদের ভিতরে বয়জা নাম্নী নারীর দুই পুত্রের প্রতি নমাজ পড়িয়াছিলেন, তাহারা সোহয়ল ও তাঁহার ভ্রাতা ছিল ‡।—মো।

জোন্দবের পুত্র সোম্‌রার উক্তি ;—প্রসবের সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছে এমন এক স্ত্রীর সম্বন্ধে আমি প্রেরিত পুরুষের অনুসরণে নমাজ পড়িয়াছিলাম, তখন তিনি তাহার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—রজনীতে শব সমাহিত করা হইয়াছে এমন এক কবরের নিকটে প্রেরিত পুরুষ উপস্থিত হইয়াছিলেন। লোকে বলিয়াছিল, "গত রজনীতে তিনি

---

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

† ইনি একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী এবং অওফের পুত্র অবদোর্‌ রহমানের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

‡ এক ভ্রাতার নাম সোহয়ল অপরের নাম সংল ছিল। উভয়ই হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কখন ইহাকে কবরস্থ করা হইয়াছে?" লোকে বলিয়াছিল, "গত রজনীতে।" তিনি বলিয়াছিলেন, "পরে তোমরা কি আমাকে জ্ঞাপন কর নাই?" তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা ইহাকে তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে সমাহিত করিয়াছি, তখন আপনাকে জানাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম।" পরিশেষে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আমরা তাঁহার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইলাম। অবশেষে তিনি তদুপরি নমাজ পড়িলেন।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—একটী কৃষ্ণাঙ্গী নারী অথবা যুবক মস্‌জেদে ধূলী আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিত। হজরত তাহাকে না পাইয়া তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছিল, "তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" তিনি বলিলেন "তোমরা, আমাকে কেন জ্ঞাপন কর নাই?" তখন (আবু হোরয়রা বা অন্য পারিষদ) বলিলেন, "হয়তো ইঁহারা তাহার কার্য্যকে সামান্য মনে করিয়াছেন।" তখন তিনি বলিলেন, "আমাকে তাহার কবরের পথ প্রদর্শন কর।" "তখন তাহারা তাঁহাকে লইয়া গেল। তিনি তদুপরি নমাজ পড়িলেন, তৎপর বলিলেন, "নিশ্চয় এই সকল কবর, তাহাদের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাহাদের প্রতি আমার নমাজের যোগে একান্তই পরমেশ্বর তাহাদের জন্য এ সকল আলোকিত করিবেন।"—উভয়।

আব্বাসের পুত্র অবদোল্লাসম্বন্ধে তাঁহার দাস কোরয়বের উক্তি;—তাঁহার (অবদোল্লার) পুত্র বোক্‌দয়দে অথবা ওস্‌কাসে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "হে কোরয়ব, দেখ তাহার জন্য কত লোক সমবেত হইয়াছে? সেই সময় আমি বাহির হইলাম, পরে হঠাৎ দেখিলাম যে, তজ্জন্য অনেক লোক একত্রিত হইয়াছে, এবং ইহা তাঁহাকে জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেন, তুমি বলিতেছ, তাহারা চল্লিশ জন। (কোরয়ব) বলিলেন "হাঁ সত্য।" "তিনি বলিলেন, "তাহাকে বাহির কর। নিশ্চয় আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, এমন মোসলমান পুরুষের মৃত্যু হয় না যে, ঈশ্বরের সঙ্গে কোনরূপ অংশী স্থাপন করে না এরূপ চল্লিশ জন পুরুষ তাহার জনাজাতে উপস্থিত হয়, পরমেশ্বর তাহাতে তাহাদের শকায়ত অগ্রাহ্য করেন।"—মো।

আয়শার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "এমত মৃত ব্যক্তি নাই যে, তাহার প্রতি মোসলমানমণ্ডলীর পূর্ণ এক শত লোক নমাজ পড়িয়া তাহার জন্য শকায়ত করে, আর সেই শকায়ত গ্রাহ্য হয় না।"—মো।

আনসের উক্তি;—কোন জনাজার সঙ্গে এক দল লোক গমন করিয়াছিল, (হজরতের সহচরগণ) সদ্‌গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "সমুচিত হইয়াছে।" তৎপর অন্য শবের সঙ্গে এক দল গমন করিলে তাহার কুৎসা রটনা হইয়াছিল। তাহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, "সমুচিত হইয়াছে।" তখন ওমর জিজ্ঞাসা

করিলেন, "উচিত কি হইল? তিনি বলিলেন, "তোমরা যে ব্যক্তির সদ্‌গুণ বর্ণনা করিলে সে স্বর্গলোকের উপযুক্ত, যাহার কুৎসা বর্ণন করিয়াছ সে নরক লোকের যোগ্য। তোমরা ইহলোকেই ঈশ্বরের সাক্ষী।"—উভয়।

[অন্য উক্তিতে বিশ্বাসিগণ এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সাক্ষী।]

ওমরের উক্তি ;—প্রেতিপুরুষ বলিয়ায়াছেন, "যে কোন মোসলমানসম্বন্ধে চারি জনে উত্তম সাক্ষ্য দান করে, পরমেশ্বর তাহাকে স্বর্গলোকে লইয়া যান।" আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এবং তিন জন? তিনি বলিলেন, "তিন জনেও।" আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং দুই জন? তিনি বলিলেন, "দুই জনেও।" তৎপর আমরা এক জনের বিষয় আর প্রশ্ন করি নাই।—বো।

আয়শার উক্তি, হজরত বলিয়াছেন, "মৃত ব্যক্তিদিগের কুৎসা করিও না। যেহেতু তাহারা যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে (যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছে) তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে।"—বো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ ওহদে নিহত দুই দুই জনকে এক বস্ত্রের ভিতরে যোগ করিতেছিলেন, তৎপর প্রশ্ন করিতেছিলেন, "এই দুইজনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোরাণ অধিক জানে?" তখন সেই দুইয়ের মধ্যে এক জনের প্রতি ইঙ্গিত করা হইলে, তিনি তাহাকে প্রথমতঃ কবরে স্থাপন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, "কেয়ামতের দিনে ইহাদের সম্বন্ধে আমি সাক্ষ্যদাতা।" অপিচ তিনি তাহাদিগকে তাহাদের শোণিত লিপ্তদেহ সহ কবরস্থ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি নমাজ পড়িলেন না ও তাহাদিগেকে প্রক্ষালন করিলেন না।—বো।

সমোরার পুত্র জাবেরের উক্তি ;—হজরতের নিকটে জিনশূন্য এক অশ্বটি উপস্থিত করা হইয়াছিল, দহ্‌দাহের পুত্রের জনাজা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি তাহার উপর অরোহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে চলিয়াছিলাম।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শাবার পুত্র মোগয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "যানারোহী জনাজার পশ্চাতে গমন করিবে, এবং পদগামী লোক তাহার পশ্চাতে ও তাহার অগ্রে এবং তাহার বামে ও তাহার দক্ষিণে নিকটস্থ হইয়া যাইবে, এবং গর্ভ হইতে পতিত মৃত শিশুর জন্য নমাজ পড়িবে ও তাহার পিতামাতার নিমিত্ত দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।"—আবুদা।

[আহমদ, তরমোজি ও নেসায়ী এবং এব্‌নমাজের উক্তিতে যানারোহী শরেব পশ্চাদ্ভাগে ও পদগামী তাহার যে দিকে ইচ্ছা হয় চলিবে, এবং শিশুর জন্য নমাজ পড়িবে, এরূপ বিবৃত। জয়াদের পুত্র মোগয়ার উক্তিতে, মসাবিহ গ্রন্থেও এইরূপ।]

জোহরা, সালেম হইতে সালেম তাঁহার পিতা হইতে শ্রবণ করিয়াছেন ;—"আমি প্রেরিতপুরুষকে ও আবুবেকর এবং ওমরকে জনাজার অগ্রে অগ্রে যাইতে দেখিয়াছি।"—আহ, আবুদা, তর, নেসা, এব্‌নমা।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস বক্তারা যেন পরম্পরাগত শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন।]

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "জনাজা অনুসৃত হইবে, অনুসরণ করিবে না, যে ব্যক্তি অগ্রে গমন করে তাহার (জানাজার) সাহচার্য্যে সেই ব্যক্তির কোন ফল হয় না।"—তর, আবুদা, এব্‌নমা।

[তরমোজী এই হাদিসকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন, ইহার প্রবক্তা আবুমাজেদ অপরিজ্ঞাত লোক।]

আবু হোরয়রার উক্তি ; হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জনাজার অনুসরণ করে ও তাহা তিন বার বহন করিয়া থাকে, সে উহার সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করে।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, "এই হদিস গরিব। শরেহ সোন্নত গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে যে, "প্রেরিতপুরুষ মোওয়াজের পুত্র সাদের জনাজা দুইটি স্তম্ভের মধ্যস্থলে বহন করিয়াছিলেন।"

সোবানের উক্তি * , আমরা প্রেরিতপুরুষের সমভিব্যাহারে এক জনাজাসহ গমন করিয়াছিলাম, তখন তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে যানারোহী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি লজ্জিত হও না; দেবগণ পদব্রজে চলিয়াছেন, এবং তোমরা পশুপৃষ্ঠে আরূঢ়।"—তর, এব্‌নমা।

[অবু দাউদ এতদনুরূপ বলিয়াছেন। তরমোজী বলিয়াছেন, "সত্যই সোবানের এই উক্তি।"]

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ; নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ জানাজাসম্পর্কে কোরাণ গ্রন্থের ফাতেহা পড়িয়াছিলেন।—তর, আবুদা, এব্‌নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন; "যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে নমাজ পড়, তখন তাহার জন্য প্রার্থনা বিশুদ্ধরূপে করিও।"—আবুদা, এব্‌নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন কোন জনাজা উদ্দেশে নমাজ পড়িতেন, তখন বলিতেন, "হে প্রভো, আমাদের মধ্যে জীবিতদিগকে ও আমাদের মধ্যে মৃতদিগকে এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিতদিগকে এবং আমাদের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধদিগকে তুমি ক্ষমা কর, হে প্রভো, আমাদের মধ্যে যাহাকে জীবিত রাখিবে, তাহাকে এসলামধর্ম্মে জীবিত রাখিও, এবং যাহাকে পরলোকগত করিবে তাহাকে

* সোবান হজরতের দাস ছিল, স্বদেশে বিদেশে তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

বিশ্বাসীর অবস্থায় পরলোকগত করিও। আমাদিগকে উহার পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিও না ও আমাদিগকে তাহার পরে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিও না।"—আহ, আবুদা, তর, এব্‌নমা।

[নেসায়ী, আবু এব্রাহিম আশহারী হইতে ও তিনি স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বিবৃত করিয়াছেন; এবং নেসায়ীর এই বিবৃতি তাঁহারই বাক্যের অনুরূপ হইয়াছে।]

আস্‌করের পুত্র ওয়াসেলার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ একজন মোসলমান পুরুষের শবের সম্বন্ধে নমাজ পড়িতেছিলেন। আমি তাঁহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছিলাম, "হে পরমেশ্বর, নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার রক্ষণাধীনে, এবং তোমার আশ্রয়াধীনে আছে, তাহাকে কবরের সঙ্কট হইতে ও নরকদণ্ড হইতে রক্ষা কর; তুমি সত্য ও অঙ্গীকার পূর্ণকারী, হে প্রভো, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর ও তাহাকে দয়া কর, তুমি মহা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"—আবুদা, এব্‌নমা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—তোমাদের মৃত লোকদিগের গুণ সকলের প্রসঙ্গ কর, এবং তাহাদের দোষের প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত থাক।—এব্‌নমা, তর।

আবুগালেবের পুত্র নাফেয়ার উক্তি *;—আমি আনসের পুত্র আবু হামজার সঙ্গে এক ব্যক্তির জনাজায় নমাজ পড়িয়াছিলাম। তখন তিনি তাহার মস্তকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। তৎপর কতক লোক এক কোরেশ রমণীর জনাজা আনয়ন করিয়া বলে, "হে আবু হাম্‌জা, আপনি ইহার সম্বন্ধে নমাজ পড়ুন। তখন তিনি আসনের মধ্যভাগে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহাতে জেয়াদের পুত্র আলা তাঁহাকে বলিল, "আপনি প্রেরিতপুরুষকে কি এরূপ দেখিয়াছেন যে,তিনি স্ত্রীলোকসম্বন্ধে আপনি যেস্থানে দণ্ডায়মান সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং পুরুষসম্বন্ধে আপনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া থাকেন সেই স্থানে দাড়াইয়াছেন?" তিনি বলিলেন, হাঁ সত্য।"—তর, এব্‌নমা।

[আবুদাউদের উক্তিতে—জেয়াদসহ তদনুরূপ, এবং তন্মধ্যে তখন তিনি স্ত্রীলোকটীর নিতম্বের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন,এরূপ বিবৃত।]

---

* আবু গালেব একজন অনুগামী ছিলেন, তাঁহার পুত্র নাফেয়া, ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লার দাস ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু লয়লার পুত্র অবদোর্ রহমাণের উক্তি * ;—হোনয়ফের পুত্র সহল এবং সাদের পুত্র কয়স কাদসিয়াতে উপবিষ্ট ছিলেন †। তাঁহাদের নিকটে জনাজাসহকারে লোক উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা দণ্ডায়মান হন। সেই সময় তাঁহাদিগকে বলা হয় যে, এক জন ভূম্যধিকারীর—বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই শব ‡।" তখন তাঁহারা বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষের নিকটে এক জনাজা উপস্থিত হইলে তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, ইহা একজন ইহুদীর শব।" তখন তিনি বলিলেন, 'সে কি এক জন প্রাণী নয় ?'"—উভয়।

সামেতের পুত্র ওবাদার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন কোন জনাজার অনুসরণ করিতেন যে পর্য্যন্ত তাহা কবরে স্থাপিত না হইত সে পর্য্যন্ত তিনি বসিতেন না। পরে একজন ইহুদি পণ্ডিত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মোহম্মদ, প্রকৃতপক্ষে আমরাও এরূপ করিয়া থাকি।" তখন প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, তোমরা ইহুদিজাতির বিপরীতাচরণ কর §।"—তর্, আবূদা, এব্নমা।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব, রাফেয়ার পুত্র বেশর এই হদিসের প্রবক্তা, তিনি দুর্ব্বল প্রকৃতি ছিলেন।]

আলির উক্তি ;—জনাজা উপস্থিতমতে হজরত আমাদিগকে দণ্ডায়মান হইতে বলিতেন, তদনন্তর বসিয়াছেন, এবং আমাদিগকে বসিতে বলিয়াছেন।—আহ।

সয়রিণের পুত্র মোহম্মদের উক্তি ;—আলির পুত্র হসনের ও এব্ন আব্বাসের নিকটে জনাজা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন হসন দণ্ডায়মান হন, এব্ন আব্বাস দণ্ডায়মান হন না। তাহাতে হসন বলেন, "নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ কি ইহুদির জনাজা উপস্থিত হইলে দণ্ডায়মান হইতেন না ?" তিনি বলিলেন, হাঁ। তৎপর বসিলেন।—নেসা।

---

* ইনি হজরতে একজন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত কুফানিবাসী প্রধান অনুগামী ছিলেন ; স্বীয় পিতা, আলি ও ওসমান এবং আবুল আয়ুব আনসারী হইতে শ্রবণ করিয়া হদিস বিবৃত করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন যে, হজরতের ১২০ জন সহচরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহারা সকলেই আনসার দলস্থ ছিলেন। ওমরের নেতৃত্ব কালে ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† কাদসিয়া পল্লী বিশেষ, কুফানগর হইতে ১৫ মাইল দূরে।

‡ ভূম্যধিকারী ও করগ্রাহী লোকেরা ঘোরতর সংসারী হয়, এজন্য তাঁহাদের শবের সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হওয়া অনেকে বৈধ মনে করেন না।

§ অর্থাৎ প্রকাশ্যে তোমরা ইহুদিদিগের বিপরীতাচরণ কর। পরে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে তোমরা বসিবে। হজরত তৎপর শব কবরে স্থাপন পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিতেন না। কোন বিষয়ে প্রত্যাদেশপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত হজরত গ্রন্থাধিকারী ইহুদি বা খ্রীষ্টবাদীদিগের রীতির অনুসরণ করিয়া চলিতে ভাল বাসিতেন। পরে পূর্ব্ব বিধির খণ্ডন হয়।

এমাম মোহম্মদের পুত্র এমাম জাফের স্বীয় পিতার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন ;—আলি মোর্ত্তজার পুত্র হসন উপবিষ্ট ছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার নিকটে জনাজা উপস্থিত হয়, তখন লোক সকল জনাজা চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল। তাহাতে হসন বলিয়াছিলেন, "ইহুদির জনাজা চলিয়া গিয়াছে ইহা ভিন্ন নহে। প্রেরিতপুরুষ জনাজা লইয়া যাওয়ার পথে উপবেশন করিয়াছিলেন, তিনি ইহুদির জনাজার জন্য আপন মস্তক উত্তোলন করিতে অনিচ্ছু ছিলেন। পরে তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।"—নেসা।

আবুমুসার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের নিকটে, ইহুদির বা খ্রীষ্টবাদীর বা মোসলমানের জনাজা উপস্থিত হইবে তখন তোমরা তাহার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইও। তোমরা তাহার জন্য দণ্ডায়মান হইবে না, তাহার সঙ্গে যে দেবতা আছেন তজ্জন্য দণ্ডায়মান হইবে, ইহা ভিন্ন নহে।"—আহ।

আনসের উক্তি ;—হজরতের নিকটে এক জনাজা উপস্থিত হইলে, তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন. তখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, "ইহা এক জন ইহুদির শব।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি দেবতাদিগের জন্য দত্তা সমান হইয়াছি ইহা ভিন্ন নহে।"—নেসা।

হোবয়রায় পুত্র মালেকের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষকে এইরূপ বলিতে শুলিয়াছি যে, "এমন কোন মোসলমান নাই যে,তাহার মৃত্যু হয়, এবং তাহার উদ্দেশ্য মোসলমান দিগের তিন শ্রেণী নামাজ পড়ে, অথচ তাহার জন্য বিহিত হয় না। (ঈশ্বর তাহার জন্য ক্ষমা ও স্বর্গ প্রাপ্তি বিহিত করেন না)।" পরে মালেক জনাজায় লোক অধিক বা অল্প দেখিলে, এই হদিসের জন্য তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন।—আবুদার।

[তরমোজীর বিবৃতিতে—হোবয়রার পুত্র মালেক যখন কোন জনাজার উদ্দেশ্যে নমাজ পড়িতেন তখন তৎসম্বন্ধে লোক অল্প উপস্থিত বোধ করিলে তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেন। পরে বলিতেন যে, "প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে তিন শ্রেণী নমাজ পড়ে তাহার স্বর্গ নিকটে বিহিত।"

জনাজাসম্পর্কীয় হজরতের নমাজ পড়া বিষয়ে আবু হোরয়রায় উক্তি ;—"হে প্রভো-তুমি ইহার প্রতিপালক ও তুমি ইহাকে সৃজন করিয়াছ, এবং তুমি এস্‌লাম ধর্ম্মের দিকে ইহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছ ও তুমি ইহার আত্মাকে হরণ করিয়াছ, এবং তুমি ইহার গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয় উত্তম জ্ঞাত, আমরা ইহার পাপ ক্ষমার জন্য আসিয়াছি, অতএব তাহাকে ক্ষমা কর।" আবুদা।

মোসয়বের পুত্র সয়িদের উক্তি ;—আমি আবুহোরয়রার অনুসরণে এক বালকের শব সম্পর্কে নমাজ পড়িয়াছিলাম, সে কখনও কোন পাপ করে নাই। তখন আমি

তাঁহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, "হে পরমেশ্বর, তুমি ইহাকে কবরের শাস্তি হইতে আশ্রয় দান কর।"—মালে।

[বোখারী এ বিষয়ে এরূপ বলিয়াছেন ; হসন বসোরী বালকের সম্পর্কে ফাতেহ সুরা পড়িতেন, এবং তিনি বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি ইহাকে আমাদের জন্য অগ্রণী ও অগ্রগামী কর, যেন (পরলোকে প্রয়োজনীয় বিষয়) সংগ্রহ ও রক্ষা করে।]

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মৃত ভূমিষ্ট শিশুসম্পর্কে নমাজ পড়া হয় না ও সে উত্তরাধিকারী হয় না, এবং যে পর্য্যন্ত সে শব্দ না করে তাহার উত্তরাধিকারী কাহাকেও করা যায় না।"—তর, এবনামা।

[তরমোজী "তাহার উত্তরাধিকারী কাহাকেও করা যায় না" এই কথার উল্লেখ করেন নাই।]

আবু মসউদ আন্‌সারীর উক্তি :—কোন বস্তুর উপর এমাম দণ্ডায়মান হন, এবং মণ্ডলী তাঁহার পশ্চাতে অর্থাৎ নিম্ন ভাগে স্থিতি করে, এবিষয়ে প্রেরিত পুরুষ নিষেধ করিয়াছেন, বিশেষতঃ জনানাতে।—দারোল্ কোতনি কেতাবোল্ জনায়েজ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শব সমাহিত (দফন) করা

প্রথম অধ্যায়।

আবু ওকাসের পৌত্র সাদের পুত্র আমেরের উক্তি * ; আবু ওকাসের পুত্র সাদ যে রোগে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই রোগাগাক্রান্তের অবস্থায় বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার জন্য লহদ প্রস্তুত করিবে, প্রেরিতপুরুষের জন্য যেরূপ করা হইয়াছিল তদ্রূপ আমার উপরে কাঁচা ইট স্থাপন করিবে †। মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষের কবরের ভিতরে লোহিত কম্বল স্থাপন করা হইয়াছিল।—মো।

সোফিয়ান লম্মারের ‡ ;—নিশ্চয় তিনি হজরতের কবরকে উষ্ট্র পৃষ্ঠস্থ কুব্জের ন্যায় দর্শন করিয়াছিলেন।—বো।

---

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন।

† কবরের ভিতরে কেব্‌লাভিমুখে এক প্রকার গর্ত্ত করা হয় তাহাকে লহদ বলে।

‡ ইনি একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, হজরতের জীবদ্দশায় জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হজরতের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

আবুল্ হৈয়াজোল্ আসদীর উক্তি * ;—আলি আমাকে বলিয়াছেন, "হজরত আমাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন তোমাকে কি আমি সেই কার্য্যে প্রেরণ করিব না? তুমি কোন প্রতিমূর্ত্তিকে বিলুপ্ত কোন উন্নত কবরকে সমভূমি না করিয়া ছাড়িবে না †।—মো।

জাবেরের উক্তি ;—কবরে চূণকাম করিতে ও তাহার উপর কিছু নির্ম্মাণ করিতে ‡ এবং তদুপরি উপবেশন করিতে প্রেরিত পুরুষ নিষেধ করিয়াছেন।—মো।

আবু মোর্সদ গনোয়ির উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "কবরের উপর বসিও না ও তাহার উপর নমাজ পড়িও না।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্নিকণার উপর উপবেশন করিবে তাহার বস্ত্র দগ্ধ হইবে, পরে তাহার গাত্রের চর্ম্মে অগ্নি সংলগ্ন হইবে। কবরের উপর বসা অপেক্ষা তাহার পক্ষে তাহা ভাল।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জোবয়রের পুত্র অরওয়ার উক্তি ;—মদিনানগরে দুই জন লোক ছিল, তাহাদের এক জন লহদ খনন করিত, অপর জন লহদ করিত না। পরে এই জিজ্ঞাসা হয় যে, "তাহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি প্রথমতঃ কার্য্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিল?" যে ব্যক্তি লহদ খনন করে তখন সেই আসিয়াছিল। প্রেরিত পুরুষের জন্য লহদ করা হইয়াছিল §।—শরাহসোন্নত।

এব্ন আব্বাসের উক্তি প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "আমাদের জন্য লহদ, অপরের শক্ হইবে ‖।—আবুদা', তর, নেসা, এব্নমা।

অবদোল্লার পুত্র জরির হইতে আহমদ ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমেরের পুত্র হেশামের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ ওহদ সমরের দিন বলিয়াছেন, "কবর সকল খনন কর, প্রশস্ত কর ও উত্তম করিয়া লও, এবং এক কবরের মধ্যে

---

* ইনি আনসর পরিবারের একজন সম্ভ্রান্ত অনুগামী লোক ছিলেন।

† অর্থাৎ কবরের উচ্চতা ভূতল হইতে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ হওয়া বিধি। তদপেক্ষা উচ্চতা অধিক হইলে ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ করিবে।

‡ কবরের উপর পটমণ্ডপাদি স্থাপন ও অন্য কিছু নির্ম্মাণ করা নিষেধ।

§ তখন মদিনায় 'লহদ, ও শক' এই দ্বিবিধ কবর খনন করা হইত। আবু তল্হা আনসারী লহদ এবং জরাহের পুত্র আবু ওবয়দা শকনামক কবর খনন করিতেন। উভয়েই হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

‖ এতদ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয়, মোসলমানদিগের জন্য লহদ ইহুদি ও খৃষ্টবাদীদিগের জন্য শকনামক কবর হওয়া হজরতের অভিপ্রেত।

দুই তিন জনকে স্থাপন কর। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরাণ অপেক্ষাকৃত অধিক জানে তাহাকে (কেব্‌লাভিমুখে) অগ্রবর্ত্তী কর।"—আহ, তর, আবুদা, নেসা।

[এব্‌ন মাজ্ব উত্তম করিয়া লও" তাঁহার এই উক্তি পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন।]

জাবেরের উক্তি ;—ওহদ সংগ্রামের দিনে আমার পিতৃব্যপত্নী আমার নিহত পিতার নিকটে তাঁহাকে আমাদের কবরস্থানে লইয়াগিয়া কবরস্থ করিবার জন্য উপস্থিত হন। তাহাতে হজরতের নিয়োজিত ঘোষণাকারী উচ্চৈঃস্বরে বলে, "নিহত লোকদিগকে তাঁহাদের শয়নভূমিতে রাখিয়া দাও।"—আহ, তর, আবুদা, নেসা, দারকো।

[তরমোজীর জন্য দারকোৎনীর বাক্য।]

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষকে প্রথমে মস্তকের দিক্ দিয়া কবরে আকর্ষণ করা হইয়াছিল।—শা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ রাত্রিকালে এক কবরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার জন্য দীপ প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল। সেই সময় তিনি কেব্‌লাভিমুখ হইতে শবকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া করুন, নিশ্চয় তুমি প্রচুররূপে কোরাণের পাঠক ছিলে *।—তর।

[শরাহসোন্নত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, এই হদিসের আখ্যায়ক সকল অপ্রমাণ্য।]

এব্‌ন্ ওমরের উক্তি ;—যখন শব কবরে আনয়ন করা হইত তখন প্রেরিতপুরুষ "বেস্‌মাল্লা ও বেল্লাহে ও আলা মেল্লতে রসুলাল্লাহে" বলিতেন, এবং অন্য বিবৃতিতে "আলা সোন্নতে রসুলেল্লাহে" †।—আহ, তর, এব্‌নমা। দ্বিতীয় বিবৃতিতে আবুদা।

স্বীয় পিতা হইতে পরম্পরাক্রমে মোহম্মদ বাকেরের পুত্র এমাম জাফেরের উক্তি ;—হজরত মোহম্মদ আপন উভয় হস্তে এক যোগে তিন বার শবের উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়াছেন, এবং তিনি স্বীয় পুত্র এব্রাহিমের কবরে জল সিঞ্চন করিয়াছিলেন ও তাহার উপর প্রস্তরকণাসকল রাখিয়াছিলেন।—শরাহ সোন্নতে।

শাফীর উক্তিতে জলসিঞ্চনাবধি শেষ পর্য্যন্ত।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ কবরে চূণকাম করিতে ও তদুপরি (ঈশ্বরের নাম ও কোরাণের প্রবচনাদি) লিখিতে এবং শূন্যপদে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।—তর।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষের কবরে জলসেক করা হইয়াছিল। যিনি

---

* অবদোল্লা জোল্‌জাওলির এই কবর ছিল। তিনি একজন হজরতের সহচর ছিলেন। উক্ত অবদোল্লা স্বীয় আত্মীয় স্বজন হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে তাঁহাকে কবরস্থ করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা বোধ হয় রাত্রিতে কবরস্থ করা নিষিদ্ধ নহে।

† অর্থাৎ পরমেশ্বরের নামে ও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে এবং প্রেরিত পুরুষের ধর্ম্মনীতি বা ধর্ম্মপদ্ধতিতে সমাহিত করিতেছি।

মশকযোগে তাঁহার কবরে জলসেক করিয়াছিলেন, তিনি রবাহের পুত্র বেলাল ছিলেন। তাঁহার শিরোভাগ হইতে আরম্ভ ও তাঁহার পদদ্বয় পর্য্যন্ত (জলসেক) হইয়াছিল।—দলায়েল নবুওয়তে বয়হকি।

আবু বদায়ার পুত্র মৎলেবের উক্তি * ;—মজউনের পুত্র ওস্মানের মৃত্যু হইলে † তাহার জনাজা বাহির করিয়া সমাহিত করা হয়। প্রেরিতপুরুষ এক খণ্ড প্রস্তর তাঁহার নিকটে লইয়া আসিতে এক ব্যক্তিকে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহা উঠাইতে পারে নাই। তখন হজরত তদভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আপনার উভয় হস্তের আস্তিন গুটাইলেন। মৎলব কহিয়াছেন, আমাকে যিনি সংবাদ দিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন, "যেন আমি প্রেরিতপুরুষের উভয় হস্তের শুভ্রতা তাহা উন্মুক্ত করিবার সময় দেখিতেছিলাম।" তৎপর তিনি তাহা উঠাইলেন, পরে তাহা তাঁহার মস্তকের নিকটে স্থাপন করিলেন, এবং বলিলেন, "আমি স্বীয় ভ্রাতার কবরকে ইহা দ্বারা চিহ্নিত করিতেছি, এবং আমার পরিবারস্থ যে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে, তাহাকে ইহার পার্শ্বে সমাহিত করিব ‡।"—আবুদা।

মোহম্মদের পুত্র কাসেমের উক্তি § ;—আমি আয়শা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলাম, মাতঃ, আমার জন্য হজরতের ও তাঁহার দুই পারিষদের (আবুবেকর ও ওমরের) কবরের আবরণ উন্মুক্ত কর। তখন তিনি আমার নিমিত্ত সমুচ্চ নয় ও ভূমির সঙ্গে সমতল নয় এমন তিন কবর অনাবৃত করিলেন, ‖ তাহাতে প্রান্তরের ও প্রশস্ত নদীর রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র উপলখণ্ডসকল বিকীর্ণ ছিল।—আবুদা।

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি ;—আমরা প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে আন্‌সারদলস্থ এক ব্যক্তির জনাজাসহ বাহির হইয়াছিলাম, এবং কবরপর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিলাম, তাহাকে কবরস্থ করা হয় নাই এমন সময়ে হজরত কেব্‌লাভিমুখে বসিয়াছিলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে বসিয়াছিলাম।—আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

---

* ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন, মক্কাবিজয়ের দিনে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজের অনুপস্থিতি বশতঃ এই হদিস তিনি অন্য সহচর হইতে শ্রবণ করিয়া বিবৃত করিয়াছেন।

† ইনি একজন মোহাজেরদলস্থ লোক ছিলেন। মোহাজেরদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম মদিনায় প্রাণত্যাগ করেন, এবং ইহার শব বাহির করিয়া সমাহিত করা হয়।

‡ প্রথমতঃ হজরতের পুত্র এব্রাহিমকে উক্ত ওস্মানের কবরের পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। হজরতের কন্যা জয়নবের মৃত্যু হইলে তাঁহাকেও সেই স্থানে নিহিত করিবার জন্য তিনি আদেশ করিয়াছিলেন। মদিনার শাসনকর্ত্তা মরওয়াণ উপরি উক্ত প্রস্তরকে উঠাইয়া তৃতীয় খলিফা ওস্মানের কবরের পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছেন।

§ ইনি আবুবেকর সদ্দিকের পৌত্র এবং একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন।

‖ অর্থাৎ কবর অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ উচ্চ ছিল।

[এব্‌নমাজ শেষভাগে অতিরিক্ত এই বলিয়াছেন, "যেন আমাদের মস্তকোপরি পক্ষী ছিল *।"]

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, শবের অস্থিভগ্ন করা তাহার জীবিত অবস্থায় অস্থিভগ্ন করা সদৃশ †।—মালে, আবুদা, এব্‌নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—যখন প্রেরিত পুরুষের কন্যাকে কবরস্থ করিতে আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম,হজরত কবরের উপরে যাইয়া বসিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার নেত্রদ্বয়কে অশ্রুপূর্ণ দর্শন করিয়াছিলাম। সেই সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন যে, গত রাত্রিতে স্ত্রীসঙ্গ করে নাই ?" আবু তল্‌হা বলিলেন, "আমি বটি।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তবে তুমি কবরের মধ্যে অবতরণ কর।" তখন তিনি অবতরণ করিলেন।—বো।

আসের পুত্র ওমরের উক্তি ‡ ;—তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় স্বীয় পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমার মৃত্যু হইলে কোন বিলাপকারিণী স্ত্রীলোক ও অগ্নি আমার শবের সঙ্গী যেন না হয় §। যখন তোমরা আমাকে কবরস্থ করিবে তখন আমার উপর ধীরে ধীরে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিও। তৎপর আমার কবরের চতুষ্পার্শ্বে, উষ্ট্রের কণ্ঠচ্ছেদন ও তাহার মাংসবিভাগ করিতে যে পরিমাণ সময় যাপিত হয় সেই পরিমাণ সময় দণ্ডায়মান হইও, তাহাতে আমি তোমদের সঙ্গে আরাম প্রাপ্ত হইব ; এবং আমার প্রভুর প্রেরিতদিগকে (কবরে সমাগত স্বর্গীয় দূতদিগকে) কি প্রত্যুত্তর করিব তাহা অবগত হইব।—মো।

ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমি প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু হয় তখন তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিও না, তৎসহ তাহার কবরের দিকে ধাবমান হইও, এবং তাহার মস্তকের নিকটে যেন বকর সুরার পূর্ব্বাংশ, পদদ্বয়ের নিকটে বকরের শেষাংশ পড়া হয় ॥।"—শোওবোল্ ইমানে বয়হকি।

---

* অর্থাৎ কিঞ্চিৎ স্পন্দন করিলেই মস্তকের উপরে উপবিষ্ট পক্ষী ভয়ে উড়িয়া যায়। সেজন্য যেমন অতিশয় স্থির থাকিতে হয় সেইরূপ আমরা স্থির ভাবে ছিলাম।

† অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তি যেমন এরূপ নির্দ্দয়াচরণে ব্যথিত হয়, তদ্রূপ মৃত ব্যক্তিও হইয়া থাকে।

‡ ইনি একজন প্রধান সহচর ছিলেন।

§ পৌত্তলিকতার সময়ে সুগন্ধদ্রব্য জ্বালাইবার জন্য শবের সঙ্গে অগ্নি নীত হইত।

॥ সুরাবকরের পূর্ব্বাংশ (ফাতেহা) "আলহা" হইতে "হোম মফলু হোনা" পর্য্যন্ত এবং চরমাংশ (খাতেমা) "আমনর রসুল" হইতে উক্ত সুরাসমাপ্তি পর্য্যন্ত।

[বস্তুতঃ ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লাসম্বন্ধে ও তাহার উক্তি সম্বন্ধে ইহা পর্য্যবসিত।]

আবু মোলয়কার পুত্রের উক্তি * ;—আবুবেকরের পুত্র অবদোর্ রহমাণ হোরস-নামক পল্লীতে পরলোক প্রাপ্ত হন †, তাঁহাকে মক্কায় বহন করিয়া আনা হইয়াছিল। পরে যখন আয়শা দেবী (মক্কায়) আগমন করিলেন, তখন অবদোর রহমাণের কবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, (এই ভাবের দুইটী কবিতা পড়িলেন,) "বহুবৎসর আমরা জজিমার সভাসদ ছিলাম, এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছিল যে, কখনও বিচ্ছেদ হইবে না, পরে যখন আমি ও মালেক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম, দীর্ঘ সম্মিলনের পর পরে এক রাত্রিও পরস্পর যোগ স্থাপন করি নাই।" তৎপর তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, যদি তোমার নিকটে আমি উপস্থিত থাকিতাম তবে যে স্থানে তোমার মৃত্যু হইয়াছে তথায় তোমাকে সমাহিত করিতাম। তোমার (মৃত্যুকালে) উপস্থিত থাকিলে আমি তোমার জেয়ারত (কবর দর্শন) করিতাম না ‡।"—তর।

আবু রাফেয়ার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ সাদকে (মাজের পুত্রকে) কবরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কবরের উপর জল সিঞ্চন করিয়াছিলেন।—এব্না।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত এক জনাজায় নমাজ পড়িয়াছিলেন, তৎপর কবরে উপস্থিত হন, এবং তাহার মস্তকের পুরোভাগে তিন বার মৃত্তিকা নিক্ষেপ করেন।—এব্নমা।

---

* ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন। জোবয়রের পুত্র অবদোল্লার শাসন-কর্ত্তৃত্ব কালে মক্কাতে কাজী হইয়াছিলেন।

† মক্কার অদূরস্থ নিম্নভূমিতে এই পল্লী ছিল।

‡ অবদোর্ রহমাণ হজরতের পারিষদ ও আয়শা দেবীর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে আয়শা দেবী মদিনা হইতে হজ্জব্রত পালনার্থ মক্কায় গিয়াছিলেন, তখন ভ্রাতা অবদোর রহমাণের কবর দর্শন করিতে গিয়া উপরি উক্ত কথা সকল বলিয়াছিলেন। আবুবেকর সদ্দিকের নেতৃত্বকালে অলিদের পুত্র খালেদ যখন নসিবার, পুত্র মালেককে বধ করিয়াছিলেন, তখন মালেকের ভ্রাতা তমিম উক্ত ভাবে "মর্সিয়া" (শোকসূচক কবিতা) পড়িয়াছিলেন। জজিমা এরাক প্রদেশের অধিপতি ছিলেন, আরবের সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মালেক ও অকিল এই দুই জন তাঁহার সভাসদ ছিলেন, চল্লিশ বৎসর তাঁহারা জজিমার নিকটে স্থিতি করিয়াছিলেন। যেস্থানে মৃত্যু হয় সেই স্থানেই শব সমাহিত করা সঙ্গত। স্থানান্তরে শব লইয়া গিয়া কবর দেওয়া বিধেয় নহে। এজন্য আয়শাদেবী বলিয়াছেন, আমি উপস্থিত থাকিলে তোমাকে সেখানেই কবরস্থ করিতাম। অন্তঃপুরিকাদিগের দূরে যাইয়া কবরদর্শন নিষিদ্ধ।

হজমের পুত্র ওমরের উক্তি * ;—হজরত আমাকে এক কবরে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া বসিয়াছি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি এই কবরের স্বামীকে নিপীড়িত করিও না।"—আহ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন †।

প্রথম অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—আমরা প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে লৌহকার আবু সয়ফের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি এব্রাহিমের ধাত্রীর স্বামী ছিলেন, ‡ তখন প্রেরিত-পুরুষ এব্রাহিমকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিয়াছিলেন ও তাঁহার আঘ্রাণ লইয়াছিলেন। তৎপর আমরা তাঁহার (এব্রাহিমের) নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। এদিকে এব্রাহিম প্রাণদানে উদ্যত ছিলেন। তখন হজরতের উভয় নেত্র অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। সেই সময় অওফের পুত্র অবদোর্ রহমাণ বলিয়াছিলেন, "হে প্রেরিত পুরুষ, আপনি ক্রন্দন করেন?" তাহাতে তিনি বলেন, "হে অওফের পুত্র, ইহা স্নেহের চিহ্ন।" তৎপর তিনি অন্য অশ্রু দ্বারা সেই অশ্রুকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, (বা অন্য কথা দ্বারা সেই কথাকে নিবৃত্ত করিলেন,) পরিশেষে বলিলেন, "সত্যই চক্ষু বাষ্পাকুল হয়, এবং হৃদয় শোকার্ত্ত হইয়া থাকে। নিশ্চয় আমার প্রতিপালকের যাহা ইচ্ছা তদ্ভিন্ন বলি না। হে এব্রাহিম,নিশ্চয় তোমার বিচ্ছেদে শোকার্ত্ত।"—উভয়।

---

* ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন, পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খন্দক সংগ্রামের বৎসরে ইহাঁর সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল।

† মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ ও চিৎকার না করিয়া কেবল রোদন করিলে দূষ্য নহে। বিলাপ ও আর্ত্তনাদ এবং মৃতব্যক্তির অতিরিক্ত গুণানুকীর্ত্তন করা এস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে লোকে যেরূপ করিত তাহা দূষ্য। কিন্তু প্রকৃত প্রশংসা ও সদ্‌গুণের প্রসঙ্গ করা অনুচিত নয়,বিলাপের ভাবে করিলে অনুচিত। মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করার পূর্ব্ব হইতে পরে তিন দিন পর্য্যন্ত শোক প্রকাশ (তাজিয়ত) করা বিধেয়। অজা শব্দের অর্থ ধৈর্য্য,তাজিয়ত শব্দে ধৈর্য্যসহ শোক প্রকাশ বুঝায়। গৃহদ্বারে বসিয়া ক্রন্দনাদি করা নিষিদ্ধ। কোন কোন পণ্ডিতের মতে নিষিদ্ধ নহে। তিন দিনের অতিরিক্ত হইলে নিষিদ্ধ।

‡ মঞ্জরের কন্যা খওলা হজরতের পুত্র এব্রাহিমের স্তন্যদায়িনী ধাত্রী ছিলেন। ইহাঁর স্বামীর নাম বরায়। তিনি আউশ নামক ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কগত নাম আবু সয়ফ অর্থাৎ সয়ফের পিতা।

জয়দের পুত্র ওসামার উক্তি ;—হজরতের কন্যা (জয়নব) * তাঁহার নিকটে লোক পাঠাইয়া এই সংবাদ দিয়াছিলেন যে, "আমার এক পুত্র মুমূর্ষু, অতএব আপনি আমাদের নিকটে আগমন করুন।" তখন তিনি লোক পাঠাইয়া সেলাম জানাইলেন, এবং বলিলেন, "ঈশ্বরেরই তাহা যাহা তিনি গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহারই, যাহা তিনি দান করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে সকলই নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়।" অনন্তর তিনি (জয়নব) লোক পাঠাইলেন, এবং শপথ দানে হজরতকে অবশ্য আসিতে বলিলেন। পরে তিনি পাত্রোত্থান করিলেন ও তাঁহার সঙ্গে ওবাদার পুত্র সাদ, জবলের পুত্র মোওয়াজ, কাবের পুত্র অব্বি ও সাবেতের পুত্র জয়দ এবং অন্য লোক ছিলেন। তখন হজরতের নিকটে বালককে তুলিয়া আনা হইল, তাঁহার প্রাণ কাঁপিতে ছিল, এবং তাঁহার দশনাবলীর শব্দ হইতেছিল। সেই সময়ে তাঁহার (হজরতের) নেত্রদ্বয় অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া সাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, একি অবস্থা ?" তখন তিনি বলিলেন, "ইহা স্নেহ, পরমেশ্বর ইহা স্বীয় প্রিয় দাসদিগের অন্তরে বিধান করিয়াছেন, পরমেশ্বর আপন প্রেমিকদাসদিগের প্রতি ভিন্ন প্রেম করেন না।"—উভয়।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—ওবাদার পুত্র সাদ পীড়িত হইয়াছিলেন, তখন প্রেরিতপুরুষ, অওফের পুত্র অবদোর্ রহমাণ, আবু অকাসের পুত্র অবদোল্লাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্কটরোগাক্রান্ত প্রাপ্ত হইলেন, তখন বলিলেন, "নিশ্চয় জীবনের অবসান হইয়াছে।" লোকে বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, তাহা নয় † তখন হজরত কাঁদিতে ছিলেন। উপস্থিত লোকেরাও কাঁদিলেন, পরে হজরত বলিলেন, "তোমরা কি শ্রবণ কর নাই যে, নেত্রবারি ও অন্তরিক দুঃখের জন্য পরমেশ্বর শাস্তিদান করেন না ? জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, কিন্তু তিনি ইহার জন্য শাস্তিদান করেন বা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ‡ এবং মৃত ব্যক্তি তাহার স্বগণের ক্রন্দনজন্য শাস্তিগ্রস্ত হইয়া থাকে §।"—

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মূঢ়তার শব্দে চিৎকার করে সে আমাদের দলের অন্তর্গত নহে।"—উভয়।

---

* জয়নব আবুল্ আসের পত্নী ছিলেন।

† হজরতের পরলোকযাত্রার পর দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুকের নেতৃত্বকালে সাদের মৃত্যু হইয়াছিল।

‡ অর্থাৎ বিলাপ ও আর্ত্তনাদে অনুচিত কথা বলিলে শাস্তি হয়, এবং ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিলে তাঁহার অনুগ্রহলাভ হইয়া থাকে।

§ আমরার উক্তিতে ইহার তাৎপর্য্য বিবৃত হইবে।

আবু বোরদার উক্তি * ;—(পিতা) আবুমুসা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী অবদোল্লার মাতা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন। তৎপর তিনি (অবুমুসা) চৈতন্য লাভ করিয়া বলেন, "তুমি কি জান না যে, প্রেরিত পুরুষ এরূপ বলিতেন, 'যে ব্যক্তি (বিপদাক্রান্ত হইয়া) মস্তক মুণ্ডল করে ও আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে, এবং বস্ত্র ছিন্ন করে তাহার প্রতি আমি অসন্তুষ্ট।"'—উভয়।—মোস্‌লমের বাক্য।

আবু মালেক আশরীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "আমার মণ্ডলীর লোকের মধ্যে চারিটী মূর্খতার কার্য্য আছে যে তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করিতেছেন না, (১) ধনৈশ্বর্য্যাদির জন্য আত্মগৌরব করা, (২) বংশমর্য্যাদার জন্য স্পর্দ্ধা করা, (৩) গ্রহসংক্রমণে বৃষ্টির প্রত্যাশা করা, (৪) শোকেতে বিলাপ করা। বিলাপকারিণী আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুতাপ না করিলে, সে কেয়ামতের দিনে দণ্ডায়মান থাকিবে, তাহার অঙ্গে কেৎরাণের পরিচ্ছদ ও জবরের বর্ম্ম হইবে †।—মো।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ কবরের নিকটে বসিয়া কাঁদিতেছে এমন একটি স্ত্রীলোকের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাহাকে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর ও ধৈর্য্যধারণ কর।" তখন সে বলিয়াছিল, "তুমি আমার নিকট হইতে অপসৃত হও, নিশ্চয় তুমি আমার বিপদে বিপদাক্রান্ত হও নাই।" সে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। পরে তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, তিনি স্বর্গীয়সংবাদবাহক। তখন সে হজরতের গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়, তাঁহার নিকট কোন দৌবারিক প্রাপ্ত হয় নাই। সেই সময় সে বলে, "আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই।" তিনি বলেন, "প্রথম শোকাঘাতের সময়ে ধৈর্য্যধারণ কর্ত্তব্য এতদ্ভিন্ন নহে।" (পরে সহজেই ধৈর্য্য হয়)।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "কোন মোসলমানের এমন তিন পুত্রের মৃত্যু হয় না যে, পরে সে শপথ পূর্ণ করা নিমিত্ত ভিন্ন নরকানলে উপস্থিত হয় ‡।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ আন্‌সারসম্প্রদায়স্থ এক দল নারীকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের কাহারও এমন তিন পুত্রের মৃত্যু হয় না যে, তখন তোমরা

---

* ইনি আবুমুসা আশরীর পুত্র একজন অনুগামী ছিলেন।

† কেৎরাণ কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ স্নেহদ্রব্য বিশেষ। ইহা অর্‌অর্‌নামক এক প্রকার পার্ব্বত্য তরু হইতে নিঃসারিত হয়। উষ্ট্রের চর্ম্মরোগ হইলে তাহাতে এই তৈল মর্দ্দন করা হইয়া থাকে। জবর এক প্রকার চর্ম্মরোগ।

‡ অর্থাৎ যে বিশ্বাসী ব্যক্তির তিন পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, শপথ পূর্ণ করিতে যে পরিমাণ সময় ব্যয় হয় সেই পরিমাণ সময় ব্যতীত তিনি আপন পাপের জন্য নরকানলে তথাকেন না।

তাহা (শোক) বহন করিয়াছ ও স্বর্গলোকে প্রবেশ কর নাই।" তখন তাহাদের মধ্যে একটী নারী জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিত পুরুষ, দুইটি সন্তানেও কি?" তিনি বলিলেন, "দুইটিতেও বা হয়।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বলেন, যখন আমি বিশ্বাসী কিঙ্করের পৃথিবীস্থ প্রিয়তম জনের প্রাণ হরণ করি, তৎপর সে তাহার (শোক) সংযত করে স্বর্গোদ্যান ভিন্ন আমার নিকটে তাহার অন্য পুরস্কার নাই।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু সয়িদ খোদ্‌রীর উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বিলাপকারিণী নারীদিগকে ও উহার শ্রোতাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন।—আবুদা।

আবু ওকাসের পুত্র সাদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "বিশ্বাসীর সম্বন্ধে বিচিত্র এই যে, তিনি সম্পদ্ লাভ করিলে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করেন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন, এবং বিপদে পতিত হইলেও পরমেশ্বরের গুণানুবাদ করেন ও ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকেন। বিশ্বাসী আপনার প্রত্যেক অবস্থায় এতদূর পর্য্যন্ত যে, তিনি আপন স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দেন এমন প্রত্যেক গ্রাসপিণ্ডেও পুরস্কার লাভ করেন।"—শোওবোল্ ইমান গ্রন্থে বয়হকী।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এমন বিশ্বাসী পুরুষ নাই যাহার জন্য দুইটি দ্বার নয়। তাহার সদনুষ্ঠান সকল এক দ্বারের পথে ঊর্দ্ধগামী হয়, অন্য দ্বার দিয়া উপজীবিকা অবতরণ করিয়া থাকে, অনন্তর যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন উভয় দ্বার তাহার সম্বন্ধে রোদন করে *। পরে তাহাদের (কাফেরদের) প্রতি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ক্রন্দন করে না।—তর।"

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে কোন ব্যক্তির আমার দলস্থ দুইটি অগ্রগামী লোক হয়, পরমেশ্বর সেই দুই জনের যোগে তাহাকে স্বর্গোদ্যানে প্রেরণ করিয়া থাকেন।" তখন আয়শা দেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তির আপনার মণ্ডলীস্থ এক জন অগ্রগামী তাহার কি অবস্থা হয়?" তিনি বলিলেন, "পরে যে ব্যক্তির একজন অগ্রগামী হয় অথবা (সৎকার্য্যে) সাহায্যকারী হয় তাহাকেও?" পরে আয়শা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনন্তর যে ব্যক্তির আপনার দলস্থ কোন অগ্রগামী না থাকে তাহার সম্বন্ধে কি হইবে?" তিনি বলিলেন, আমিই আমার মণ্ডলীর অগ্রগামী, আমার মৃত্যু জনিতে বিপদের ন্যায় তাঁহারা কখনও বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে না ৩।—তর।

---

২ অর্থাৎ উক্ত দ্বারদ্বয়নিবাসী ফেরেস্তারা রোদন করে।

† যে ব্যক্তি হওজ (ক্ষুদ্র সরোবর) পরিষ্কার ও সংস্কার করিবার জন্য জলপাত্রসহ অগ্রে

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব।]

আবুমুসা অশারীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন দাসের সন্তানের মৃত্যু হয় তখন পরমেশ্বর দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কি আমার দাসের সন্তানের আত্মাকে হস্তগত করিয়াছ?' তাঁহারা 'হাঁ করিয়াছি বলেন। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কি তাহার হৃদয়ের ফল (জীবনের সর্ব্বস্ব) হস্তগত করিয়াছ?' তখন তাঁহারা বলেন, 'হাঁ করিয়াছি।' অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার দাস কি বলিয়াছিল?' তাঁহারা বলেন, 'সে আপনার গুণানুবাদ করিয়াছে, এবং আমরা ঈশ্বরের জন্য সৃষ্ট ও তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিব, বলিয়াছে।" তখন পরমেশ্বর বলেন, "স্বর্গোদ্যানে আমার দাসের জন্য গৃহনির্ম্মাণ কর। তাহার গুণানুবাদনিকেতন নামকরণ কর।—আহ, তর।"

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ,—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান করে, তদনুরূপ (সান্ত্বনাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরূপ) তাহার পুরস্কার হয়।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজী বলিয়াছেন, "এই হদিস গরিব। হদিসপ্রবক্তা আসেমের পুত্র আলির হদিসে ভিন্ন ইহা সম্মানিত বলিয়া জানি না।" এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "কোন কোন হদিসবক্তা সোকার পুত্র মোহম্মদ হইতে শ্রবণ করিয়া উক্ত মূলবক্তা অবদোল্লার যোগে মাত্র ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আবুবরজার উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "অপত্য মরিয়াছে, এমন মাতাকে যে ব্যক্তি সান্ত্বনা দান করে, তাহাকে স্বর্গোদ্যানে বস্ত্র পরান হয়।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব।]

জাফেরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—জাফেরের মৃত্যু সংবাদ যখন উপস্থিত হইয়াছিল তখন হজরত বলিয়াছিলেন, "জাফেরের সন্তানবর্গের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর, পরে নিশ্চয় এরূপ ব্যাপার আসিয়াছে যে তাহা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবে।"—,তর আবুদা, এব্‌নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

শোঅবার পুত্র মোগয়রার উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "যাহার

গমন করে, অথবা যাত্রিকদলের জন্য স্থান ও জলের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি তাহাদের অগ্রগামী হয়, আরব্য ভাষায় তাহাকে 'ফর্ত্ত' বলে। এস্থলে পরলোকে অগ্রগামী পুত্রকে ফর্ত্ত বলা হইয়াছে। ফর্ত্ত শব্দের অর্থ "অগ্রগামী" লিখা হইয়াছে।

* ইনি আস্‌লম পরিবারভুক্ত লোক ও হজরতের সহচর ছিলেন। ধর্ম্মযুদ্ধে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

সম্বন্ধে বিলাপ করা হয়, যে বিষয়ে তাহার প্রতি বিলাপ করা হইয়া থাকে কেয়ামতের দিনে সে বিষয়ে শাস্তি দান হয় * ।—উভয়।

অবদোর্ রহমাণের কন্যা অমরার উক্তি † ;—তিনি বলিয়াছেন, আয়শা দেবী হইতে এরূপ শুনিয়াছি যে, ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লা তাঁহার নিকটে উল্লেখ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে, মৃত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি জীবিতের ক্রন্দনের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিনি বলেন "পরমেশ্বর অবদোল্লাকে মার্জ্জনা করুন, জানিও তিনি (ইচ্ছাপূর্ব্বক) মিথ্যা বলেন নাই, তিনি ভুলিয়াছেন, অথবা শুনিতে অন্যরূপ বুঝিয়াছেন, প্রেরিত পুরুষ একটি মৃত ইহুদি নারীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপ্রতি রোদন বিলাপ হইতেছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইহারা ইহার প্রতি ক্রন্দন করে, নিশ্চয় এ স্বীয় কবরের মধ্যে দণ্ডভোগ করিতেছে ‡।'"—উভয়।

আবু মোলয়কার পুত্র অবদোল্লার উক্তি § ;—মক্কাতে অফানের পুত্র ওস্মানের কন্যার মৃত্যু হইয়াছিল। আমরা তাঁহার জনাজায় উপস্থিত থাকিবার জন্য গিয়াছিলাম। এব্ন আব্বাস ও এব্ন ওমর তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে বসিয়াছিলাম। তখন ওমরের পুত্র অবদোল্লা ওস্মানের পুত্র ওমরকে যে তাঁহার অভিমুখে বসিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "তুমি কি বিলাপ নিবারণ করিবে না ? নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, মৃতব্যক্তি তাহার পরিজনের বিলাপে একান্তই নিপীড়িত হইয়া থাকে।" তখন এব্ন আব্বাস বলিলেন, "ওমর নিশ্চয় এ বিষয়ের কোন কোন কথা বলিতেন। তৎপর তিনি বিবরণ বর্ণন করিলেন, "আমি ওমর ফারুকের সঙ্গে মক্কা হইতে (মদিনায়) প্রত্যাগমন করিতেছিলাম। আমরা যখন বয়দানামক স্থানে ছিলাম, তখন সমোরা তরুর ছায়ায় হঠাৎ কতিপয় আরোহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, "যাও এবং দেখ এই সকল আরোহী কাহারা ?" তাহাতে আমি দৃষ্টি করিলাম, দেখিলাম যে, সোহয়র রোমী ও তৎসঙ্গে অন্য আরোহী। পরে তাঁহাকে এ বিষয় জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেন, "তাহাকে ডাক।" অনন্তর আমি সোহয়রের নিকটে যাইয়া বলিলাম, চল এবং আমিরের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হও। পরে

---

* অর্থাৎ বিলাপকারী যেসকল কথায় বিলাপ করে, কেয়ামতের দিনে সেই সকল কথায় তাহাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করা হইয়া থাকে।

† ইনি সাদের দৌহিত্রী জরারার প্রপৌত্রী ছিলেন, আয়শাদেবীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। আয়শাসম্বন্ধীয় হদিস ইহা কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে। ইনি হজরতের সহচরীর মধ্যে গণ্য ছিলেন।

‡ অর্থাৎ কবরস্থ মৃতব্যক্তি স্বগণদিগের বিলাপ আর্ত্তনাদে নিপীড়িত ও ক্লিষ্ট হয়।

§ ইনি একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন

যখন ওমর আহত হন, তখন সোহয়র কাঁদিতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন, "হে সখে, হে ভ্রাতঃ," তাহাতে ওমর বলিয়াছিলেন,"হে সোহয়র,তুমি কি আমার জন্য কাঁদিতেছ ? নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি তৎপ্রতি তাহার স্বগণের কোন কোন ক্রন্দন বিলাপে শাস্তিগ্রস্ত হইয়া থাকে * ।" তাহাতে এব্‌ন ওমর বলিয়াছেন, "আমির ওমর প্রাণত্যাগ করিলে পর, আমি আয়শাদেবীর নিকটে ইহার প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম ।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "পরমেশ্বর ওমরকে দয়া করুন। ঈশ্বরের শপথ, না প্রেরিত পুরুষ এরূপ বলেন নাই যে, নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি তৎপ্রতি তাহার স্বগণের ক্রন্দন বিলাপে শাস্তিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বলিয়াছেন, যে, নিশ্চয় ঈশ্বর কাফেরদিগের শাস্তি তৎপ্রতি তাহার স্বগণের ক্রন্দনে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন ।" অপিচ আয়শা বলিয়াছেন, "তোমাদের সম্বন্ধে কোরাণ যথেষ্ট ।" যথা "কোন ভারবাহক অন্যের ভার বহন করে না ।" এই কথানুসারে এব্‌ন আব্বাস বলিয়াছেন, "এবং ঈশ্বর হাসান ও কাদান † ।" আবু মোলয়কা বলিয়াছেন যে, "পরে এব্‌ন ওমর কিছুই বলেন নাই ।"—উভয় ।

আয়শার উক্তি ;—যখন এব্‌ন হারসা ও জাফের এবং এব্‌ন বওয়াহার নিহত হওয়ার সংবাদ প্রেরিত পুরুষের নিকটে পঁহুছিয়াছিল, তখন তিনি বসিয়াছিলেন, তাঁহাতে শোক প্রকাশ পাইয়াছিল, আমি দ্বারের আড়াল দিয়া অর্থাৎ কপাটের ফাটাল দিয়া দেখিতছিলাম। তৎকালে এক ব্যক্তি আসিয়া জাফেরের স্ত্রীলোকদিগের কথা বলিল ও তাঁহাদের ক্রন্দন বিলাপের প্রসঙ্গ করিল, তখন তিনি তাহা হইতে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। পরে সে চলিয়া গেল, তদনন্তর দ্বিতীয় বার তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল যে, তাহার কথা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই। তখন তিনি নিবারণ করিতে বলিলেন। পরে সে তৃতীয় বার তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল,"ঈশ্বরের শপথ, হে প্রেরিত পুরুষ,তাঁহারা আমার উপর জয় লাভ করিয়াছেন ।" পরে তিনি (আয়াশা) অনুমান করিলেন, যেন তিনি বলিলেন যে, "তাঁহাদের মুখে মৃত্তিকা নিক্ষেপ কর ।" তখন আমি (মনে মনে) বলিলাম, পরমেশ্বর তোমার নাসিকাকে মৃত্তিকার মর্দ্দিত করুন, প্রেরিত পুরুষ তোমাকে যাহা

* যে বৎসর মক্কা হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন কালে পথে সোহয়রের সঙ্গে আমির ওমরের সাক্ষাৎ হয় সেই বৎসরই তিনি মদিনা নগরে এক আততায়ী কর্ত্তৃক গুরুতর রূপে আহত হন ও তাহাতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মুমূর্ষুকালে সোহয়র আসিয়া ক্রন্দন বিলাপ করিয়াছিলেন।

† স্বগণের ক্রন্দন বিলাপে যে মৃত ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হয় বাস্তবিক তাহা নহে। শাস্তি পাপের জন্য হয়। এক জনের পাপে অন্য জনের শাস্তি হয় না। তবে স্বগণ কাঁদিলে সে কাঁদে, হাসিলে হাস্য করে। ইহা স্বাভাবিক, ঈশ্বরের বিধান, ঈশ্বরই হাসান ও কাঁদান। ক্রন্দন বিলাপে মায়ামুগ্ধ অবিশ্বাসী কাফের লোকদেরই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

আদেশ করিয়াছেন, তুমি তাহা সম্পাদন কর নাই, প্রেরিত পুরুষকে বিরক্ত করিতে তুমি নিবৃত্ত হও নাই।—উভয়।

ওম্মসোলমার উক্তি ;—যখন আবু সোলমার মৃত্যু হইল তখন আমি বলিলাম, তিনি দীন হীন প্রবাসী ছিলেন *। আমি অবশ্য তাঁহার জন্য এমন ক্রন্দন করিব যে, তাহার আলোচনা হয়। পরে আমি তৎসম্বন্ধীয় ক্রন্দন বিলাপে প্রস্তুত হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে একটী স্ত্রী লোক আসিয়া আমার সাহায্য করিতে ইচ্ছু হইল। তখন প্রেরিত পুরুষ তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "সেই শয়তানকে গৃহে লইয়া আসিতে তুমি কি ইচ্ছা করিতেছ ? যাহাকে পরমেশ্বর তাহা হইতে দুই বার দূর করিয়াছেন†।" তখন সে রোদন হইতে নিবৃত্ত হইল, পরে আমিও কখন ক্রন্দন বিলাপ করি নাই।—মো।

বশিরের পুত্র নেমানের উক্তি ‡ ;—বওয়াহার পুত্র অবদোল্লা রোগাক্রান্ত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভগিনী অমরা "ওয়াজবলাহে ওয়াকজা ওয়াকজা" (হে পর্ব্বত হে এরূপ হে এরূপ) বলিয়া ক্রন্দন বিলাপ পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধীয় গুণ গণনা করিতেছিল। পরে অবদোল্লা যে সময় চৈতন্য লাভ করিল, বলিল, "বিদ্রূপ ও শাস্তিরূপে বলা হয় নাই এমন কিছুই তুমি আমাকে বল নাই।" বিবৃতি বিশেষে এই কথা অধিক হইয়াছে। পরে অবদোল্লার মৃত্যু হইলে তিনি তাহার সম্বন্ধে বিলাপ করেন নাই §।—বো।

আবু মুসার উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "এমন কোন মৃত ব্যক্তি নাই যে, মরিতেছে লোক সকল কাঁদিতে দণ্ডায়মান হইয়া, 'ওয়া জবলাহে, ওয়াসৈয়দ হো'. (হায় ! পর্ব্বত তুল্য, হায় ! প্রভু) ইত্যাদি প্রকার বলে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক দুই স্বর্গীয় দূত তাহাকে ধাক্কা দিয়া (তাহার বক্ষে আঘাত করিয়া) "তুমি কি এরূপ ছিলে ?" বলিবার জন্য নিযুক্ত হয় না।"—তর ;

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন গরিব।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষের পরিবারের অন্তর্গত এক মরণশীল লোক মরিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে ক্রন্দন বিলাপ করিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা একত্রিত

---

* ওম্মসোলমা ও আবুসোলমা সম্পর্কগত নাম, অর্থাৎ সোলমার মাতা ও সোলমার পিতা। ওম্মসোলমা প্রথমতঃ আবুসোলমার পত্নী ছিলেন, পরে তিনি হজরতের সহধর্ম্মিণী হন। আবু সোলমা উৎপীড়িত হইয়া মক্কা হইতে আফ্রিকায় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন।

† অর্থাৎ একবার এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণে শয়তান তাড়িত হইয়াছিল, দ্বিতীয় দেশত্যাগে বহির্গত হইয়াছিল।

‡ ইনি এক জন সহচর ছিলেন। হজরতের পরলোকযাত্রার সময় ইহাঁর বয়ঃক্রম ৮ বৎসর ছিল।

§ উপরি উক্ত রোগে তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই, যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

হইয়াছিলেন, তখন ওমরফারুক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে বারণ করিতে ও তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, "হে ওমর, ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। যেহেতু নেত্র অশ্রুবর্ষী ও হৃদয় শোকাহত, শোকের সময় উপস্থিত।"—আহ, নেসা।"

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরতের কন্যা জয়নবের মৃত্যু হইলে নারীগণ ক্রন্দন বিলাপ করিতে থাকেন, তাহাতে ওমর তাঁহাদিগকে স্বীয় বেত্রদ্বারা আঘাত করেন। প্রেরিত পুরুষ স্বহস্তে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওমর, সংযত হও।" তৎপর যাইয়া বলিলেন, "তোমরা শয়তানের শব্দ হইতে নিবৃত্ত হও।" তদনন্তর বলিলেন, "যাহা নয়ন ও হৃদয়ের অন্তর্গত (অশ্রু ও শোক) তাহা ঈশ্বরের ও তাঁহার অনুগ্রহের অন্তর্গত এবং যাহা হস্ত ও জিহ্বার অন্তর্গত তাহা শয়তানের হয়।"—আহ।

পরম্পরা রূপে বোখারীর উক্তি ;—আলি মোর্ত্তজার পৌত্র এমাম হসনের পুত্র হসনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী তাঁহার কবরের উপর একবৎসর আলয় স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন, তদনন্তর তাহা উঠাইয়া ফেলিয়াছিলেন,। তখন তিনি একজন স্বর্গীয় প্রবক্তাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছিলেন, "জানিও তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহা কি পাইয়াছ?" পরে অপরে তাহার উত্তর দান করিয়াছিলেন, "বরং নিরাশ হইয়াছে ও ফিরিয়া গিয়াছে।"

আবু বরজা ও হসিনের পুত্র এম্‌রাণের উক্তি ;—আমরা প্রেরিত পুরুষের সমভিব্যাহারে এক জনাজায় গিয়াছিলাম। তখন তিনি দেখিলেন কতকগুলি লোক (মৃত ব্যক্তির স্বগণ) আপনাদের উত্তরীয় বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে, কামিজ পরিয়া চলিয়াছে। তাহাতে তিনি বলিলেন, তোমরা মূঢ়তার কার্য্য করিতেছ, অথবা (হদিসবক্তার সংশয়াত্মক বাক্য) মূঢ়তার কার্য্যের তুল্য আচরণ করিতেছ, * সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এরূপ অভিশাপ যে, তোমরা যাহাতে ভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তিত হও।" তাহারা আপনাদের চাদর গ্রহণ করিল, এ বিষয়ে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল না।—এব্‌নমা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—যাহার সঙ্গে বিলাপকারিণী থাকে সেইরূপ জনাজার অনুসরণ করিতে প্রেরিতপুরুষ নিষেধ করিয়াছেন।—আহ, এব্‌নমা।

অবু হোরয়রার উক্তি ;—স্বীয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে এমন এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "আমি তৎসম্বন্ধে শোকার্ত্ত হইয়াছি, তুমি তোমার বন্ধুর নিকটে এমন কিছু শুনিয়াছ যে, আমাদের মৃতদের (পুত্রদের) সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়কে প্রসন্ন রাখে?"

---

* এস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পৌত্তলিকগণ তদ্রূপ আচরণ করিত।

তিনি (আবু হোরয়রা (বলিলেন, হাঁ আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, তাহাদের (মোসলমানদের) বালকগণ (প্রাণত্যাগ করিয়া) স্বর্গলোকে বিচরণ করে, তাহাদের কেহ তাহাদিগের পিতার সঙ্গে মিলিত হয়, তাহার বসনাঞ্চল ধারণ করে, যে পর্য্যন্ত সে তাহাকে স্বর্গলোকে লইয়া না যায় তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না "।—মো, আহ, আহমদের বাক্য।

আবু সয়িদের উক্তি ;—একটী নারী হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, পুরুষগণ আপনার উপদেশ লইয়া গিয়া থাকে, অতএব আমাদের জন্য আপনা হইতে একটি দিন নির্দ্ধারণ করুন যে, আমরা সে দিন আপনার নিকটে উপস্থিত হইব। পরমেশ্বর আপনাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন অপনি আমাদিগকে সেই শিক্ষা দিবেন।" তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা অমুক অমুক দিনে সমবেত হইবে।" পরে তাহারা একত্রিত হইয়া প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে সেই শিক্ষা দান করিলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৎপর তিনি বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কোন স্ত্রীলোক নাই যে, আপনার মধ্য হইতে তিন পুত্রকে পূর্ব্বে পরলোকে পাঠাইয়াছে যে তাহার জন্য নরকানলে আবরণ হয় নাই।" তখন তাহাদের মধ্যে একটী নারী জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিতপুরুষ, দুইটি সন্তান সম্বন্ধেও কি ?" অবশেষে সে দুই বার ইহা উল্লেখ করিল। তৎপর তিনি বলিলেন, "এবং দুইয়েতে দুইয়েতেও হয়।"—বো।

জবলের পুত্র মোওয়াজের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এমন কোন মোসলমান দম্পতী নাই যে, তাহাদের তিনটি সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে ঈশ্বর স্বীয় দয়ার প্রভাবে সেই দুইজনকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করেন নাই। (কোন গ্রন্থে) স্বীয় প্রভাবে ও স্বীয় দয়াতে বিবৃত। তখন লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিত পুরুষ, দুইটি সন্তান হইলেও কি ?" তিনি বলিলেন, "দুইয়েতেও।" তাহারা প্রশ্ন করিল, "এক সন্তানে কি ?" তিনি বলিলেন, "একেও।" তৎপর বলিলেন, "যাঁহার হস্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ, নিশ্চয় ভূমিষ্ঠ অপূর্ণ সন্তান আপন মাতাকে তাহার সম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণ করিলে জবলে স্বর্গলোকের দিকে আকর্ষণ করে।"—আহ।

[এব্‌নমাজ, "যাঁহার হস্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ" তাঁহার এই উক্তি ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন।]

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—যে ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক তিন পুত্রকে পূর্ব্বে (পরলোকে) প্রেরণ করিয়াছে, তাহারা নরকানলসম্বন্ধে তাহার দৃঢ় আশ্রয়স্বরূপ হয়।" তখন আবুজর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুই জনকে যদি পূর্ব্বে প্রেরণ করা হয়"? তিনি বলিলেন, "দুই জনেও।" সেই সময় সৈয়দোল্ করা এব্‌নকাব আবু মঞ্জর

বলিলেন, * "আমি এক সন্তানকে পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "একজনেও †।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজি বলিয়াছেন এই হদিস গরিব।]

কোর্‌বতোল্‌ মোজনীর উক্তি ;—এক ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে করিয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত হইত। পরে প্রেরিত পুরুষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি ইহাকে ভাল বাস ?" তাহাতে সে বলিয়াছিল, "হে প্রেরিত পুরুষ, আমি যেমন ইহাকে ভালবাসি পরমেশ্বর আপনাকে তদ্রূপ ভালবাসুন।" পরে হজরত তাহাকে (বালককে) দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুকের পুত্রের কি ঘটিয়াছে ?" লোকে বলিল, "হে প্রেরিত পুরুষ, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" তখন হজরত প্রশ্ন করিলেন, "সে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে তাহাকে এরূপ প্রাপ্ত হওয়া ভিন্ন তুমি স্বর্গলোকের দ্বার সকলের এমন কোন দ্বারে উপস্থিত হও না, ইহা কি তুমি ভালবাস না ?" তাহাতে সে বলিল, "প্রেরিত পুরুষ, তাহার জন্য কি এই সুসংবাদ না আমাদের প্রত্যেকের জন্য ?" তিনি বলিলেন, "বরং তোমাদের সকলের জন্য।"—আহ।

আলির উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ভূমিষ্ঠ অপূর্ণ সন্তান যখন তাহার পিতা মাতাকে নরকানলে লইয়া যাওয়া হয় তখন আপন প্রতিপালকের সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া থাকে। সেই সময়ে বলা হয়, 'হে স্বীয় প্রভুর সঙ্গে বিতণ্ডাকারী অপূর্ণ ভূমিষ্ঠ সন্তান, আপন পিতামাতাকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাও।' তখন সে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আকর্ষণ করে, এবং উভয়কে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যায়।"—এব্‌নমা।

আবু এমামার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বলিয়াথাকেন, 'হে আদমের সন্তান, যদি তুমি প্রথম বিপদ্‌ উপস্থিতমতে ধৈর্য্য ধারণ কর তবে আমি তোমার সম্বন্ধে স্বর্গোদ্যান ব্যতীত অন্য পুরস্কারে সম্মত নহি।"'—এব্‌নমা।

আলির পুত্র হোসয়নের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এমন কোন মোসলমান পুরুষ ও মোসলমান নারী নাই যে, বিপদে আক্রান্ত হইয়া তাহা স্মরণ করিয়া থাকে, এবং উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও পরে উহা নবীভূত করা হয়, তখন সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া বলে "এন্না লেল্লাহে ও এন্না এলয়হে রাজেউন।" অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরের জন্যই হই, ঈশ্বরের দিকেই প্রত্যাবর্ত্তনকারী। এই ব্যাপার মাত্র পর-

---

* সৈয়দোল্‌ করার অর্থ কোরাণাধ্যেতাদিগের অগ্রণী, এব্‌ন কাব, আবু মঞ্জর এই দুইটি সম্বন্ধগত নাম, অর্থাৎ কাবের পুত্র মঞ্জরের পিতা। হজরত মোহম্মদ তাঁহাকে সৈয়দোল্‌ আন্সার অর্থাৎ আন্সার দলের দলপতি, ওমর ফারুক "সৈয়দোল্‌ মোস্‌লমিন" অর্থাৎ মোসলমানজাতির অগ্রণী বলিতেন।

† এক সন্তানেও হইতে পারে হজরত "হয়তো এরূপ প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন, অথবা এ বিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছিল।

মেশ্বর তাহার জন্য (পুরস্কার) নূতন করেন না। অনন্তর তাহাতে আক্রান্ত হওয়ায় দিনের ন্যায় তাহাকে পুরস্কার দিয়া থাকেন।—আহ, বয়হকী শোবোল্ ইমান গ্রন্থে।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কাহারও পাদুকার চর্ম্মডুরি ছিন্ন হয় তখন উচিত যে, "এস্তরজা" (ঈশ্বরের আভিমুখ্য প্রার্থনা) করে ; যেহেতু উহাও বিপদাবলীর অন্তর্গত।

ওম্মদরদার (দরদার মাতার) উক্তি ;—আমি শুনিয়াছি আবু দরদা (দরদার পতা) বলিয়াছেন, প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'হে ঈসা, আমি তোমার প্রস্থানের পরে এমন এক মণ্ডলী উৎপাদন করিব যে ; যখন তাহারা যাহা ভালবাসে এমন কিছু তাহাদের প্রতি উপস্থিত হয় তাহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। যে বিষয়ের প্রতি তাহারা অসন্তুষ্ট এমন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হইলে ধৈর্য্য ও জ্ঞানাভাব সত্ত্বেও ধৈর্য্যধারণ করিবে ও সংযত হইবে।' তখন তিনি (ঈসা) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আমার প্রভো, যাহাদের জ্ঞান ও গাম্ভীর্য্য নাই তাহাদের সম্বন্ধে ইহা কেমন করিয়া হইবে ?' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমি তাহাদিগকে স্বীয় ধৈর্য্য ও বুদ্ধির অংশী করিব।"

[উপরি উক্ত দুই হদিসকে বয়হকী শোবোল্ ইমানে বিবৃত করিয়াছেন।]

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কবর দর্শন *।

প্রথম অধ্যায়।

বোরয়দার উক্তি †;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে কবরদর্শনে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণ দর্শন কর ‡ ; এবং তোমাদিগকে কোরবাণীর মাংস

---

* আরব্য 'জেয়ারত' শব্দের অর্থ দর্শন লিখিত হইয়াছে, কোন সম্মানিত বস্তু বা সাধু মহাজনকে দর্শন করা জেয়ারত। হৃদয়ের কোমলতা, মৃত্যু ও দেহের বিনাশ এবং ঐহিক অনিত্যাদিস্মরণ জন্য কবরদর্শন গুরুতর ব্যাপার। মৃত ব্যক্তিদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাদিতে শুভ ফল আছে। হজরত মোহম্মদ যখন মদিনায় বকিয়নামক কবরস্থানে যাইতেন তখন মৃতব্যক্তিদিগের জন্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজন ব্যতীত অন্যান্যের পক্ষে মৃত ব্যক্তিদিগের জন্য সাহায্য প্রার্থনা ও ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ। বহু সাধু পণ্ডিত লোকের এরূপ মত যে, প্রার্থনা ও কোরাণ পাঠাদিযোগে মৃত ব্যক্তিদিগের হিতসাধন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

† ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

‡ এস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সমকালে কবর দর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। পৌত্তলিক লোকেরা

তিন দিবসের অধিক রাখিতে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণ যে পর্য্যন্ত তাহা তোমাদের ভাল বোধ হয় রক্ষা কর; অপিচ আমি মশক ব্যতীত অন্য পাত্রে নবিজ নিক্ষেপ করিতে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণ সমুদায় পাত্রে তোমরা তাহা পান করিতে থাক, মাদক দ্রব্য পান করিও না *।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ স্বীয় জননীর কবর দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন তাঁহাদিগকে কাঁদাইয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন,"তাঁহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে অনুমতি চাহিয়াছিলাম,তাহাতে আমার প্রতি অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই, এবং 'কবরদর্শনের অনুমতির প্রার্থী হইয়াছিলাম, তাহাতে আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে যে, কবরদর্শন কর, যেহেতু ইহা মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয় †।"'—মো।

বোরয়দার উক্তি;—হজরত যখন কবরস্থানের দিকে যাইতেন তখন তাঁহাদিগকে (সহচরদিগকে) শিক্ষাদানচ্ছলে বলিতেন, "হে বিশ্বাসী ও মোসলমানদিগের নিকেতননিবাসিগণ, তোমাদের প্রতি সলাম, ঈশ্বরেচ্ছায় আমরাও তোমাদের সঙ্গে অবশ্য মিলিত হইব, এবং আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য পরমেশ্বরের নিকটে আরাম প্রার্থনা করিব।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ মদিনার কবর সকলের নিকটে গিয়া তাহাদের অভিমুখীন হইয়া বলিয়াছিলেন, "হে কবরস্বামিগণ, ঈশ্বর আমাদিগকে ও তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছ, এবং আমরা তোমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন গরিব।]

দর্শন করিতে যাইয়া মৃত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক অনেক ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করিত। এক্ষণ এসলাম ধর্ম্মের নীতি ও নিয়ম লোকের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছে, এখন আর সে আশঙ্কা নাই। অতএব এক্ষণ হইতে কবর দর্শননিষেধ রহিত হইয়াছে।

* নবিজ অনুত্তেজক মদ্য বিশেষ। খোর্ম্মাফল ও যব শস্য প্রভৃতি হইতে তাহা প্রস্তুত করা হয়। মশকে রাখিলে শৈত্যসঞ্চার হয় বলিয়া তাহাতে কোনরূপ তীব্র মাদকতা জন্মিতে পারে না, অন্যরূপ পাত্রে উষ্ণতা প্রযুক্ত নবিজ উত্তেজক হইতে পারে। কিন্তু যখন সকল প্রকার মাদক দ্রব্যসেবনে প্রতিষেধ বাণী প্রচার হইয়াছে, তখন অন্য পাত্রে রাখিয়া নবিজ পান করা এক্ষণ আর নিষিদ্ধ নহে। মত্ততাজনক হইলেই তাহা পরিত্যাজ্য হইবে।

† কবর দর্শন না করা প্রাচীন পদ্ধতি, পরে উহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—যখন তাঁহার সম্বন্ধীয় রাত্রির প্রেরিত পুরুষের পালা হইত, তখন তিনি (প্রেরিত পুরুষ) নিশান্তভাগে বকিয় কবরস্থানের দিকে যাইয়া বলিতেন, "হে বিশ্বাসীদিগের নিকেতনবাসিগণ, তোমাদের প্রতি সেলাম হউক। তোমরা যে বিষয়ে অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা তোমাদের প্রতি ঘটিয়াছে ; ভাবী দিবসে (কেয়ামতে) অবকাশ দেওয়া হইয়াছে, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব। হে পরমেশ্বর, তুমি গরকদ বকিয়নিবাসীদিগকে ক্ষমা কর *।"—মো।

আয়শার উক্তি ;—হে প্রেরিতপুরুষ, আমি কিরূপে বলিব, অর্থাৎ কবর সকল দর্শনকালে কি বলিব ? † তিনি বলিলেন,"বলিও হে বিশ্বাসীদিগের ও মোসলমানদিগের নিকেতননিবাসিগণ, তোমাদের প্রতি সেলাম হউক ও পরমেশ্বর আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীদিগকে দয়া করুন, এবং আমি ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইব।"—মো।

নেমানের পুত্র মোহম্মদের উক্তি ‡ ;—তিনি হজরতের সম্বন্ধে হদিস ব্যক্ত করিতেছেন,"যে ব্যক্তি প্রত্যেক জোমাবারে (শুক্রবারে) আপন পিতামাতার অথবা তাহাদের একজনের কবর দর্শন করে, তাহার পাপ ক্ষমা হয় ও (পিতামাতার সম্বন্ধে) সৎকর্ম্মশীল বলিয়া (নাম) লিখিত হইয়া থাকে।"—শোবোল্ ইমানে পরম্পরাক্রমে বয়হকি।

এব্‌ন মসউদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমি তোমাদিগকে কবরদর্শনে নিষেধ করিতেছিলাম, এক্ষণ তোমরা কবরদর্শন কর, কেন না উহা সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদন করায়, পরলোককে স্মরণ করাইয়া দেয়।"—এব্‌নমা।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ কবরদর্শনকারিণীনারীদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন।—আহ, তর, এব্‌নমা।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন সহিহ। কোন কোন পণ্ডিত লোকের এরূপ মত যে,কবরদর্শনের বিধি হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী এই হদিস, পরে যখন বিধি হইয়াছে তখন পুরুষ ও স্ত্রীজাতি উভয়ের সম্বন্ধে হইয়াছে। তবে কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের ধৈর্য্যের অল্পতা, শোকাধিক্যবশতঃ তাহাদের সম্বন্ধে কবরদর্শন অনুচিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তাঁহার (তরমোজীর) বাক্য সমাপ্ত।

আয়শার উক্তি ;—আমার যে গৃহে প্রেরিতপুরুষ সমাহিত ছিলেন, আমি সেই

---

* মদিনা নগরের অন্তর্গত এক স্থানের নাম বকিয়, সেই স্থান তথাকার প্রধান গোরস্থান। প্রকৃত পক্ষে পাদপাচ্ছন্ন ভূমিকে বকিয় বলে। পুরাকালে উক্ত কবরস্থানে গরকদনামক তরুরাজি ছিল।

† স্ত্রীলোকেরও যে কবর দর্শনে অধিকার হইয়াছিল, এই হদিস তাহা প্রমাণ করিতেছে।

‡ ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিতাম, এবং স্বীয় গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া (মনে মনে) বলিতাম, ইনি আমার পতি এবং উনি আমার পিতা এতদ্ভিন্ন নহে *। পরে যখন ওমর ফারুককে সমাহিত করা হইল, ঈশ্বরের শপথ ওমরের সম্বন্ধে লজ্জাবশতঃ আমি স্বীয় বস্ত্রে আবৃত হওয়ার অবস্থায় ভিন্ন তথায় যাই নাই।—আহ।

---

* হজরত মোহম্মদের কবরের পার্শ্বে আয়শা দেবীর পিতা আবুবেকরের সদ্দিকের কবর বিদ্যমান।

জকাত প্রকরণ *।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ মোওয়াজকে এয়মন রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "নিশ্চয় তুমি এক দল গ্রন্থাধিকারীর নিকটে যাইতেছ, অতএব তুমি 'লা এলাহ এল্লেল্লাহ মোহম্মদ রসুলাল্লাহ' (সেই ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত) এই বাক্যে সাক্ষ্যদানে তাহাদিগকে আহ্বান করিও। তাহারা ইহার অনুসরণ করিলে তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিও যে, নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদের সম্বন্ধে প্রতিদিন দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ বার নমাজের বিধি দিয়াছেন। যদি তাহারা তাহার অনুসরণ করে তবে তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিও যে, নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদের সম্বন্ধে সদকাদানে বিধি দিয়াছেন, তাহাদের সম্পন্ন লোক হইতে তাহা গৃহীত হইবে, পরে তাহাদের দীন দরিদ্রদিগের প্রতি তাহা অর্পিত হইবে। পরিশেষে তাহারা ইহার অনুসরণ করিলে তুমি তাহাদের উত্তম সম্পত্তি সকল হইতে (কিছু কিছু গ্রহণ করাবিষয়ে) নিবৃত্ত থাকিবে †। অত্যাচরিত লোকের প্রার্থনা

---

* সাধারণতঃ বার্ষিক আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দেশ্য দীন দরিদ্রদিগের অভাব মোচননার্থ দান করাকে জকাত বলে। এইরূপ দানকে সদকাও বলিয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ সম্পত্তিসম্বন্ধে জকাতদানের প্রভেদ আছে। অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে জকাতযোগ্য সম্পত্তি সকলকে চারি অংশে বিভক্ত করা যায়। যথা ১ম, খোর্ম্মা ও দ্রাক্ষাফল ইত্যাদি, যাহা শাক তরকারির ন্যায় অচিরে বিকৃত হয় না। ২য়, যথা গো ঘোটক ছাগ মেষ উষ্ট্রাদি। ৩য়, রজত কাঞ্চন যাহা দ্বারা লোকের জীবিকা সম্বন্ধীয় বিষয়ের ব্যবস্থা হয়। ৪র্থ, কৃষিজাত বস্তু ও বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্য। শ্রমোপার্জ্জিত বস্তুর দশ ভাগের এক ভাগ জকাত দেয়। যে সকল ফল ও শস্য বৃষ্টির জলে উৎপন্ন হয় তাহার ২০ ভাগের এক ভাগ দেয়। যে সকল শস্যাদি উৎপাদনে সমধিক পরিশ্রম হইয়া থাকে, গো বা উষ্ট্রযোগে কূপোদক উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করা হয়, সে সমস্তের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জকাত দান নির্দ্ধারিত। অবস্থানুসারে ব্যবস্থার ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে। ভূগর্ভে প্রোথিত স্বর্ণরজতাদি প্রাপ্ত হইলে তাহার পঞ্চমাংশ দেয়।

† অর্থাৎ জন্তু পুষ্ট পশু সকল বাছিয়া বাছিয়া গ্রহণ করিবে না। সদকাস্বরূপ যে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণীয়।

সম্বন্ধে সাবধান হইও। নিশ্চয় উহার (সেই প্রার্থনার) ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন আবরণ নাই *।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় (রজত কাঞ্চণের) স্বত্ব প্রদান করে না, যখন কেয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে তখন তাহার জন্ত অনলের পাত সকল পিটাও করা যাইবে, নরকানলে তাহা উত্তপ্ত করা হইবে, তাহার পার্শ্ব তাহার ললাট ও তাহার পৃষ্ঠ তাহা দ্বারা দগ্ধ করা যাইবে। যখন তাহা বাহির করা হইবে, পুনর্ব্বার তাহার নিমিত্ত আনা যাইবে। এমন কোন রজতকাঞ্চনশালী লোক নাই যে, তাহার জন্য এরূপ ঘটিবে না। যে দিনে ইহা ঘটিবে তাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরকিঙ্করগণের মধ্যে আদেশ প্রচার হইবে, সে-পর্য্যন্ত সে হয় স্বর্গলোকের দিকে না হয় নরকের দিকে আপনার পথ দেখিবে।" বলা হইল, "হে প্রেরিত পুরুষ, তবে উষ্ট্রসম্বন্ধে কি?" তিনি বলিলেন, "এমন কোন উষ্ট্রাধিপতি নাই যে, তৎসম্বন্ধীয় জকাত প্রদান করে না, উষ্ট্রসকল হৃষ্টপুষ্ট সত্বে ও তাহাদের কোন একটি শাবক হারাইয়া না যাওয়া সত্বে দুগ্ধ দোহন এবং প্রত্যহ জল-পানার্থ জলে অবতারণ করার জন্য জকাত দেয় না, যখন কেয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে তজ্জন্য তখন সে (উষ্ট্রস্বামী) সমতল প্রান্তরে অধোমুখে পাতিত হইবে না, এরূপ নহে, সে তাহাদের (উষ্ট্র সকলের) ক্ষুর দ্বারা বিমর্দ্দিত হইবে, তাহাকে তাহারা স্বীয় দশনযোগে দংশন করিবে। যখন তাহার উপর দিয়া তাহাদের প্রথম দল চলিয়া যাইবে, আবার শেষ দল চলিয়া যাইবে। যে দিনে ইহা ঘটিবে তাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। যেপর্য্যন্ত না ঈশ্বরকিঙ্করগণের প্রতি আদেশ প্রচার হইবে, সেপর্য্যন্ত সে স্বর্গলোকের দিকে, না হয় নরকের দিকে আপনার পথ দেখিবে।" বলা হইল, "হে প্রেরিতপুরুষ, তবে গো ও ছাগপশুসম্বন্ধে কি?" তিনি বলিলেন, "এমন কোন গো এবং ছাগ পশুর স্বামী নাই যে, সেই সকল পশু হইতে কিছুই হারাইয়া যায় নাই, তাহাদের মধ্যে কুঞ্চিত শৃঙ্গ নয়, ও শৃঙ্গভাব নয়, এমন অবস্থায়, তাহাদের স্বত্ব পরিশোধ করে না, কেয়ামতের দিন উপস্থিত হইলে, তজ্জন্য সে (গো ও ছাগ পশুর স্বামী) সমতল প্রান্তরে অধোপ মুখে পতিত হইবে না, এরূপ নহে। সেই সকল পশু, শৃঙ্গ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিবে, ক্ষুর দ্বারা মর্দ্দন করিবে। তখন তাহার উপর দিয়া প্রথম পশু যুথ চলিয়া যাইবে, আবার শেষ যুথ চলিয়া যাইবে। যে দিন ইহা ঘটিবে তাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর, যেপর্য্যন্ত না ঈশ্বরকিঙ্করগণের প্রতি আদেশ প্রচার হইবে, সেপর্য্যন্ত সে হয় স্বর্গলোকের দিকে, না হয় নরকলোকের দিকে আপনার পথ দেখিবে।" বলা হইয়াছিল, "হে প্রেরিতপুরুষ, তবে ঘোটক-

* অর্থাৎ উৎপীড়িত লোকদিগের প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকটে গৃহীত হয়। কাহারও প্রতি অত্যাচার যেন না হয়।

সম্বন্ধে কি ?" তিনি বলিলেন, "অবশেষে অশ্ব ত্রিবিধ, ইহা লোকের জন্য পাপের ভার ও ইহা লোকের জন্য আবরণ এবং ইহা লোকের জন্য পুরস্কার হয়। কিন্তু যাহা তাহার জন্য ভার, সেই ব্যক্তি আত্মাভিমান,গৌরব ও এস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি শত্রুতার জন্য তাহা (অশ্বশালায়) আবদ্ধ করিয়া রাখে। অতএব উহা তাহার জন্য (পাপের) ভারস্বরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা তাহার জন্য অবস্থার আবরণস্বরূপ হয়, সেই ব্যক্তি তাহা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তদনন্তর সে তৎপৃষ্ঠে ও তদ্ গ্রীবাসম্বন্ধে ঐশ্বরিক স্বত্ব বিস্মৃত হয় না *। অতএব উহাই তাহার জন্য অবস্থার আবরণ। কিন্তু যাহা তাহার জন্য পুরস্কার হয়,সেই লোক তাহা এস্‌লামমণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তৃণক্ষেত্রে ও উদ্যানে আবদ্ধ করিয়া রাখে, অতঃপর সেই তৃণক্ষেত্র ও উদ্যানের এমন কিছু সেই অশ্ব ভক্ষণ করে না যে, সেই ভক্ষিত বস্তুর সঙ্খ্যানুরূপ পুরস্কার তাহার জন্য লিখিত হয় না, এবং তাহাদের মল মূত্রের সঙ্খ্যানুসারে পুরস্কার লিখিত হয় না। অপিচ তাহাকে এমন রজ্জু-মুক্ত করা হয় না যে,সে যে এক খণ্ড ভূমিতে বা দুই খণ্ড ভূমিতে বিচরণ করে সেইস্থানে পদস্থাপন ও মল ত্যাগের সঙ্খ্যানুরূপ পরমেশ্বর তাহার জন্য পুরস্কার লিপি করেন না এমন নহে। তাহার স্বামী তাহাকে পয়ঃপ্রণালীতে এরূপ লইয়া যায় না যে, সে তাহার জল পান করে, এবং তাহাকে জল পান করাইতে সে চেষ্টা করে,এই অবস্থায় পরমেশ্বর যে পরিমাণ জল পান করে তাহার সঙ্খ্যানুসারে তাহার জন্য পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন না, এরূপ নহে।" বলা হইল, "প্রেরিত পুরুষ, তবে গর্দ্দভসম্বন্ধে ?" তিনি বলিলেন, "আল্‌ফাজতোল্ জামেয়তা" অর্থাৎ সমুদায় বিধির সমবেত, সমগ্র কার্য্যের জন্য, এই আয়ত ব্যতীত গর্দ্দভসম্বন্ধে আমার প্রতি কিছু অবতরণ হয় নাই। অনন্তর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ সৎ কার্য্য করিবে সে তাহার ফল দর্শন করিবে, এবং যে ব্যক্তি বিন্দুপরিমাণ দুষ্কার্য্য করিবে সে তাহার ফল দর্শন করিতে থাকিবে।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর যাহাকে ধনসম্পত্তি দিয়াছেন, সে জকাত দান না করিলে কেয়ামতের দিনে তাহার ধন সম্পত্তিকে (দুই নেত্রে) (ভীষণ দৃশ্য) দুই কৃষ্ণবিন্দু এবং (বিষাধিক্যবশতঃ) মস্তকে টাকপড়া এরূপ ভুজঙ্গে গঠিত করিয়া তাহার গলদেশে বেষ্টন করা হইবে। তৎপর সেই সর্প দুই দিক হইতে অর্থাৎ উভয় মুখপ্রান্তের বিষদন্তযোগে তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে, তদনন্তর

---

* অর্থাৎ অবস্থার আবরণস্বরূপ অশ্ব, আপন স্বামীকে নিজের অভাবজ্ঞাপনে নিবৃত্ত রাখে, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র বলিয়া তাহাকে লোকে জানিতে পারে না। "তৎপৃষ্ঠ ও তদ্‌গ্রীবা সম্বন্ধে সে স্বত্ব বিস্মৃত হয় না।" অর্থাৎ অশ্বপতি উক্ত অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে ও তদুদ্দেশ্যে অন্যকে আরোহণ করিতে দেয়; অশ্বের গ্রীবা সম্বন্ধে স্বত্ব এই যে, তাহার প্রতি সহানুভূতি করা, তাহাকে তৃণশস্যাদি দান করা এবং তাহার দুঃখ ক্লেশ দূর করা। অশ্বশালায় ঈশ্বরোদ্দেশে অশ্বকে বাঁধিয়া রাখা, অর্থাৎ জেহাদ করিবার জন্য রাখা।

বলিবে, আমি তোমার অর্থসম্পত্তি, তোমার ধনভাণ্ডার। তাহার পরে "লা ইয়হসবন্না অল্লজিনা ইয়বখলুনা" (যাহারা কৃপণতা করে তাহারা যেন মনে না করে) এই আয়তের শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে থাকিবে।"—বো।

প্রেরিত পুরুষের সম্বন্ধে আবুজরের উক্তি :—হজরত বলিয়াছেন, "কোন লোকের গো উষ্ট্র ও ছাগ পশু আছে ও সে তাহার জকাত প্রদান করে না,এমন হইয়া থাকে না যে, কেয়ামতের দিনে সেই সকলকে হৃষ্ট পুষ্ট অবস্থায় উপস্থিত করা হইবে না। তাহারা তাহাকে পদদ্বারা দলন করিবে, এবং শৃঙ্গদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে থাকিবে। যখন তাহাদের শেষ দল চলিয়া যাইবে, তখন আবার প্রথম পশু যূথ তাহার উপর চালনা করা হইবে। যে পর্য্যন্ত না লোকের প্রতি বিচার নিষ্পত্তি হয় সেপর্য্যন্ত এরূপ হইবে।"—উভয়।

অবদোল্লা বজলির পুত্র জরিরের উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন ; "যখন তোমাদের নিকটে (এমামের পক্ষ হইতে) জকাতগ্রাহক উপস্থিত হয় তখন যেন সে তোমাদের নিকট হইতে প্রসন্নভাবে চলিয়া যায়।"—মো।

আবু আওকার পুত্র অবদোল্লার উক্তি † ;— যখন লোক সকল আপনাদের সদকা-সহ হজরতের নিকটে উপর স্থিত হইত, তখন তিনি বলিতেন, "হে প্রভো, তুমি অমুক সন্তানবর্গের প্রাত আশীর্ব্বাদ কর।" পরে আমার পিতা সদকা সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন হজরত বলিয়াছিলেন, "হে আমার ঈশ্বর, আবু আওফার সন্তানগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ কর।"—উভয়।

[অন্য বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যখন প্রেরিত পুরুষের নিকটে কোন ব্যক্তি সদকা সহ উপস্থিত হইত, তখন তিনি বলিতেন, "হে আমার ঈশ্বর, ইহার প্রতি আশীর্ব্বাদ কর।"

আবু হোরয়রার উক্তি ;—একদা প্রেরিতপুরুষ ওমর ফারুককে সদকা গ্রহণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, "এব্‌ন জমিল ‡ ও অলিদের পুত্র খালেদ এবং (হজরতের পিতৃব্য) আব্বাস সদকা প্রদান করেন নাই। তখন হজরত বলিলেন, "এব্‌ন জমিল বিরুদ্ধাচরণ করে না, বস্তুতঃ সে দরিদ্র। পরে পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ তাহাকে ধনী করিয়াছেন, কিন্তু খালেদ,তোমরা তাহার প্রতি

+ ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সহচরছিলেন, এবং মণ্ডলীর মধ্যে নানা বিষয়ে তাঁহারা শ্রেষ্ঠতা ছিলেন।

† পিতা পুত্র উভয়ই হজরতের সহচর ছিলেন, তিনি শেষ সহচর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। কুফা নগরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

‡ এব্‌ন জমিল সম্পর্কগত নাম, ইহার অর্থ জমিলের পুত্র, প্রকৃত নাম কি ঠিক জানা যায় না, কেহ কেহ বলেন, তাঁহার অবদোল্লা নাম ছিল।

উৎপীড়ন করিয়াছ বলিয়া (প্রদান করে নাই) সে ঈশ্বরের পথে নিজের বর্ম্ম ও নিজের সমরসজ্জা সমুদয় সমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু আব্বাস, তাহার দায়িত্ব আমাতে। ইহার সদৃশ ইহার সঙ্গে আছে, হে ওমর, তুমি বুঝিতেছ না যে, এক ব্যক্তির পিতৃব্য তাহার পিতা সদৃশ * ।—উত্তর।

আবু হমিদোস্ সাযদীর উক্তি † ,—প্রেরিত পুরুষ (এয়মন প্রদেশের অন্তর্গত) আজদ পল্লীনিবাসী এক ব্যক্তিকে সদকা আদায়ে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকে এব্ন লোৎবেয়তা (লোৎবেয়তার পুত্র) বলা হইত। পরে সে যখন উপস্থিত হইল, বলিল "এই পরিমাণ তোমাদের জন্য সদকা, এবং ইহা আমার জন্য উপহার।" তখন হজরত খোতবা পড়িয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রশংসা করিলেন, তৎপর বলিলেন, "সত্যই আমি তোমাদের মধ্য হইতে কয়েক জনকে কাজ কর্ম্মে কার্য্যকারক নিযুক্ত করিয়াছি। যে সকল লোকের মধ্যে ঈশ্বর আমাকে কর্ত্তৃত্ব দান করিয়াছেন তাহাদের এক জন আসিয়া বলিতেছে ইহা তোমাদের জন্য, এবং উহা উপঢৌকন,—আমার প্রতি উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এই ব্যক্তি কেন স্বীয় পিতৃগৃহে অথবা মাতৃগৃহে স্থিতি করে নাই? তাহা হইলে দেখিতে পাইত তাহাকে উপহার দেওয়া হইত কি না। যাঁহার হস্তে আমার জীবন তাঁহার শপথ, সেই সম্পত্তি হইতে এমন কোন বস্তু কেহ গ্রহণ করিবে না যে, কেয়ামতের দিনে উহা তাহার গ্রীবাদেশ জড়াইয়া ধরিবে না। উহা উষ্ট্র হইলে তাহার উষ্ট্রের শব্দ অথবা গো পশু হইলে তাহার গোর শব্দ, উহা ছাগপশু হইলে তাহার ছাগের শব্দ, হইবে। তৎপর তিনি স্বীয় হস্ত উত্তোলন করিলেন, এত দূর পর্য্যন্ত যে আমরা তাঁহার কক্ষতলের শুভ্রতা অবলোকন করিয়াছিলাম। তদনন্তর তিনি বলিলেন, "হে পরমেশ্বর, আমি কি (তোমার আদেশ) প্রচার করিলাম, আমি কি প্রচার করিলাম।"—উত্তর।

[খেত্তাবী তাঁহার (হজরতের) উক্তিবিষয়ে বলিয়াছেন, সে যদি আপনার মাতার বা আপনার পিতার গৃহে বসিয়া থাকিত তবে দেখিতে পাইত, তাহাকে উপঢৌকন দেওয়া হইত কি না। প্রত্যেক অবৈধসংশ্রুত ব্যাপারের অবৈধতা এই উক্তি সপ্রমাণ করে, ক্রয় বিক্রয় বিবাহাদি বিষয়েও ইহার প্রয়োগ হয়। যথা ক্রয় বিক্রয়াদিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেখিতে পাইত তাঁহার আদেশ কি না, অথবা তাঁহার আজ্ঞা কি না তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পাইত।]

অমিরার পুত্র অদির উক্তি ‡ ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে

---

* বর্ত্তমানের সদৃশ আগামী ইহার সঙ্গে আছে, অর্থাৎ দুই বৎসরের জকাত পূর্ব্বে গ্রহণ করা হইয়াছে।

† ইনি হজরতের আনসার দলস্থ বনুসায়েদ বংশীয় প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

‡ ইনি একজন সহচর ছিলেন।

যাহাকে আমরা কোন কর্ম্মে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করি, সে যদি আমাদের হইতে একটি সূচী বা তাহার উপরিস্থ কিছু গোপন করে, এই গোপন করা বিশ্বাসঘাতকতা হয়। সে তৎসহ কেয়ামতের দিনে উপস্থিত হইবে।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসে উক্তি ;—যখন এই আয়ত "ও অল্লজিনা ইয়কনজুনাজ্জহবা ও অল্‌-ফজ্জতা" (শেষ পর্য্যন্ত)অবতীর্ণ হইল *। তখন ইহা মোসলমানবর্গের সম্বন্ধে গুরুতর হয়। ওমর বলিলেন,"আমি তোমাদের সম্বন্ধে ইহা সহজ করিব।" পরে তিনি চলিয়া গেলেন, এবং হজরতকে বলিলেন, "হে ঐশ্বরিক সংবাদবাহক, নিশ্চয় এই আয়ত আপনার সহচরবর্গের সম্বন্ধে গুরুতর হইয়াছে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "বস্তুতঃ পরমেশ্বর তোমাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি বিশুদ্ধ না হইলে জকাতদানে বৈধ করিতেন না, এবং ইহা তোমাদের উত্তরাধিকারিত্বেও বৈধ, এতদ্ভিন্ন নহে।" তিনি এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন †। তখন ওমর আনন্দসূচক "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি করিলেন।" তৎপর হজরত বলিলেন,"পুরুষে যাহা অত্যুৎকৃষ্ট সঞ্চয় করে, আমি তোমাকে কি তাহা জ্ঞাপন করিব না? উহা সাধ্বী নারী। যখন সে তাহার প্রতি দৃষ্টি করে, আনন্দিত হইয়া থাকে, যখন তাহাকে আদেশ করে,সেই স্ত্রী তাহা মান্য করে,এবং যখন সে তাহা হইতে দূরে থাকে, সেই নারী জীবন ও সম্পত্তি সংরক্ষণ করে।"—আবুদা।

অতিকের পুত্র জাবেরের উক্তি ‡ ;—হজরত বলিয়াছেন,"সত্বর তোমাদের নিকটে কতিপয় বিরুদ্ধভাবাপন্ন আরোহী আগমন করিবে। যখন তাহারা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে তখন তোমরা তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিও, এবং তাহারা যাহা অভিলাষ করে তাহার ও তাহাদের মধ্যে বাধা বিঘ্ন রাখিও না। পরে যদি তাহারা ন্যায়াচরণ করে, তবে উহা তাহাদের জীবনের জন্য হইবে, এবং অত্যাচার করিলে তাহাও তাহাদের জীবনসম্বন্ধেই ঘটিবে। তোমরা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিও, যেন তাহারা তোমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করে,যেহেতু তাহাদের প্রসন্নতায় তোমাদের জকাত দান পূর্ণ হয়।"—আবুদা।

---

* এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, যাহারা রজত কাঞ্চন সঞ্চয় করিয়া তাহা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ব্যয় করে না, সেই রজত কাঞ্চন নরকানলে উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও ললাটদেশ চিহ্নিত করা হইবে।

† অর্থাৎ হজরত এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, হদিসপ্রবক্তার এই উক্তি। জকাতদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি বিশুদ্ধ হয়, এবং উত্তরাধিকারিগণসম্বন্ধে উহা বৈধ হইয়া থাকে। জকাত প্রদান না করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে পারলৌকিক দণ্ড হয়, জকাত দিলে হয় না।

‡ ইনি হজরতের একজন প্রধান সহচর ছিলেন।

অবদোল্লার পুত্র জাবেরের উক্তি * ;—কয়েক জন লোক অর্থাৎ আরব্য যাবাবর প্রেরিত পুরুষের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল যে, "কোন কোন সদকাগ্রাহক আমাদের নিকটে আসিয়া আমাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে।" তখন তিনি বলিলেন, "তোমাদের সদকাগ্রাহকদিগকে তোমরা সন্তুষ্ট রাখিও।" তাহারা বলিল, "হে প্রেরিত পুরুষ, তথাপি যদি আমাদের প্রতি অত্যাচার করে?" তিনি বলিলেন, "তাহারা অত্যাচার করিলেও তোমদিগের সদকাগ্রাহকদিগকে তোমরা সন্তুষ্ট রাখিও।"—আবুদা।

খস্‌সাসিয়ার পুত্র বশিরের উক্তি † ;—আমরা বলিয়াছিলাম যে, জকাতগ্রাহিগণ আমাদের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়া থাকে। অনন্তর আমরা কি তাহারা যেরূপ অন্যায়াচরণ করে তদনুরূপ আমাদের সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিব? তিনি (হজরত) বলিলেন, "না"।—আবুদা।

খদিহের পুত্র রাফেয়ার উক্তি ‡ ;—হজরত বলিয়াছেন, "সদকাগ্রহণসম্বন্ধীয় সত্যপরায়ণ কর্ম্মচারী স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের পথে গাজি (সমরবিজেতা) সদৃশ।"—আবুদা, তর।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে ও তাঁহার পিতা পিতামহ হইতে এবং পিতামহ হজরত হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, "জল্‌ব ও জনব" সমুচিত নহে § তাহাদের সদকা সকল যেন তাহাদের গৃহে ব্যতীত গৃহীত না হয়।"—আবুদা।

এব্‌নওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় সম্বৎসর অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে জকাত দান বিহিত নহে।"—

[তরমোজী এরূপ বলিয়াছেন যে, কতক গুলি লোক এই হদিস এব্‌নওমরের সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, হজরতের সম্বন্ধে নয়।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আলির উক্তি ;—আব্বাস সত্বর (বর্ষ পূর্ণ না হইতে) সদকাদানবিষয়ে প্রেরিত

---

* ইনি একজন রূপে গুণে প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

† বশিরের মাতার নাম খস্‌সাসিয়া। বশির হজরতের সহচর ও তাঁহার দাস ছিলেন।

‡ ইনি হজরতের আনসার দলস্থ সহচর ছিলেন।

§ সদকাগ্রাহক সদকাদাতার নিকটে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া তাহার নিকটে সদকা আনয়ন করিবার জন্য দূর হইতে যদি আদেশ করিয়া পাঠান তাহা হইলে তাহাকে জলব বলে। যিনি জকাত দিবেন তিনি দূরে চলিয়া গিয়াছেন, জকাতগ্রহীতাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য ক্লেশ দান করেন, ইহাকে জনব বলে। উভয়ই নিষিদ্ধ। সদকাগ্রহীতা সদকাপ্রদাতার গৃহে উপস্থিত হইয়া সদকা গ্রহণ করিবেন, এরূপ বিধি।

পুরুষকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি তখন তাঁহাকে তদ্বিষয়ে (সত্বর সদকাদানবিষয়ে) অবকাশ দিয়াছিলেন।—আবুদা, তর, এব্‌নমা, দার।

শোয়বের পুত্র ওমরের উক্তি, তিনি স্বীয় পিতা হইতে তাঁহার পিতা তাঁহার পিতামহ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, প্রেরিত পুরুষ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "জানিও যে ব্যক্তি, সম্পত্তি আছে এমন কোন নিরাশ্রয়ের রক্ষক হইয়াছে তাহার উচিত যে, তদ্‌যোগে বাণিজ্য করে, তাহা যেন রাখিয়া না দেয়। তাহা না হইলে সদকা উহাকে বিলুপ্ত করিবে।—তর।

[তরমোজী মূল বক্তার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সব্বাহের পুত্র মন্‌সা এই হদিসের একজন বক্তা, তাঁহার কথা তাদৃশ প্রামাণ্য নয়। ১৪৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—যখন হজরত পরলোকে গমন করিলেন ও তাঁহার অভাবে আবুবেকর স্থলাভিষিক্ত হইলেন, এবং আরবের যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইবার ধর্ম্মা-বিদ্রোহী হইল, তখন ওমরফারুক আবুবেকরকে বলিলেন, "আপনি কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছেন ? বস্তুতঃ প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, আমি আদিষ্ট হইয়াছি, যে পর্য্যন্ত না লোকে 'লা এলাহ এল্লেল্লাহ' (ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই) বলে সে পর্য্যন্ত সংগ্রাম ক'রব। পরে যে ব্যক্তি বলিল 'লা এলাহ এল্লেল্লাহ সে নিজের জন্য দেয় ও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেয় ব্যতীত আমা হইতে স্বীয় সম্পত্তি ও স্বীয় জীবন রক্ষা করিল।" তখন আবুবেকর বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, যে ব্যক্তি নমাজ ও জকাতের মধ্যে ভিন্নতা আনয়ন করে, তাহার সঙ্গে আমি অবশ্য সংগ্রাম করিব। ঈশ্বরের পথ, একটি ছাগ পশু যাহা প্রেরিত পুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইত যদি তাহা হইতে কেহ আমাকে বঞ্চিত করে, নিশ্চয় তাহা নিবারণ করা বশতঃ তাহার সঙ্গে আমি অবশ্য সংগ্রাম করিব।" ওমর বলিলেন, "অবশেষে ঈশ্বরের শপথ যে, পরমেশ্বর সমরের জন্য আবুবেকরের বক্ষঃস্থলকে প্রশস্ত করিয়াছেন, আমি ইহা ভিন্ন দেখি না। অনন্তর আমি বুঝিলাম ইহাই সত্য।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "কেয়ামতের দিনে তোমাদের কাহারও ধনপুঞ্জ টাকপড়াশীর্ষ এরূপ সর্পে পরিণত হইবে, তাহার স্বামী তাহা হইতে পলায়ন করিতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত আপন অঙ্গুলি সকল তাহাকে গ্রাস করিতে না দেয় সে পর্যন্ত সে (সর্প) তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে * ।"—আহ।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এমন কোন পুরুষ নাই যে, সে আপন সম্পত্তির জকাত পরিশোধ করে না, কেয়ামতের দিনে পরমেশ্বর তাহার গলদেশে উহাকে সর্পে পরিণত করেন না।" তৎপর তিনি আমাদের নিকটে ইহার

* ব্যাঘ্র ভল্লুক সর্পাদি হিংস্র জন্তু হইতে কেহ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে চাহিয়া পলায়ন করিতে না পারিলে সেই হিংস্র জন্তুর মুখে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া থাকে।

প্রমাণ ঐশ্বরিক গ্রন্থ হইতে পাঠ করিলেন ;—যথা "যাহারা কৃপণতা করিয়া থাকে তাহারা যেন মনে না করে যে, ঈশ্বর নিজগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন।" ইত্যাদি এই আয়তের শেষ পর্য্যন্ত।—তর, নেসা এব্‌নমা।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "জকাতের সঙ্গে এমন কোন সম্পত্তি যেন সংযুক্ত না হয় যে তাহাকে (জকাতকে) বিনষ্ট করে *।"

[শাফী ইহা বিবৃত করিয়াছেন, এবং বোখারী স্বীয় তারিখ গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। অপিচ হমিদী বিবৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু অতিরিক্ত এই বলিয়াছেন, তোমার সম্বন্ধে সদকা সমুচিত, তুমি তাহা বিনির্গত করিতেছ না। অবশেষে হরাম (অবৈধ বস্তু) সংমিশ্রণে হলালকে (বৈধ বস্তুকে) ধ্বংস করিবে (ইত্যাদি)]।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জকাতনির্দ্ধারণে কি কি সমুচিত ?

প্রথম অধ্যায়।

আবুসয়িদ খোদরীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "শুষ্ক খর্জ্জুর ফল সম্বন্ধে পাঁচ ওসকের নিম্নে সদকা নির্দ্ধারিত নয় †, এবং রৌপ্যসম্বন্ধে পাঁচ আওকিয়ার নিম্নে নয় ‡, উষ্ট্র সম্বন্ধে পাঁচ জোদের নিম্নে নয় §।"—উভয়

আবু হোরয়রায় উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মোসলমানের প্রতি তাহার-ক্রীত দাসসম্বন্ধে ও তাহার (আরোহণের) অশ্ব সম্বন্ধে সদকা নাই, "সদকতোলফতর" (রোজা উদ্‌যাপনের সদকা) ব্যতীত দাসের সম্বন্ধে সদকা নাই ॥।"—উভয়।

* অর্থাৎ জকাতের সঙ্গে হারাম সামগ্রী সংযুক্ত থাকিলে তদ্বারা জকাতের ফল বিনষ্ট হয়।

† ৬০ সায়ে এক ওসক পরিমাণ হয়, ৪ মোদদা এক সা হইয়া থাকে, ২ রেতলে, স্থান ভেদে এক বা তিন রেতলে এক মোদ্‌দা পরিমাণ হয়, অর্দ্ধ সের পরিমাণে এক রেতল হয়।

‡ ২ তোলা ৭ মাষায় এক এওকিয়া হয়। কিন্তু আবার স্থানভেদে এই পরিমাণের ন্যূনাধিক্য আছে। স্থান বিশেষে ৪০ দেরহামে এক আওকিয়া হয়, ৩॥ মাষায় এক দেরহম হইয়া থাকে।

§ ২ সংখ্যা হইতে ৯ পর্য্যন্ত অথবা ৩ হইতে ১০ সংখ্যা পর্য্যন্ত জোদ হয়।

॥ বিশেষ বিশেষ উপবাস ব্রত (রোজা) উদ্‌যাপনের সময় সদকাস্বরূপ ক্রীতদাসদিগকে উৎসর্গ করার বিধি আছে।

আনসের উক্তি ;—আবুবেকর সদ্দিক যখন বহরয়ণে যাত্রা করিতে সমুদ্যোগী হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে (আনসকে) এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন ;—"বেস্‌মাল্লা আর্‌রহমাণ আর্‌রহিম। সদকা সম্বন্ধীয় এই বিধি,যাহা প্রেরিতপুরুষ মোসলমানগণের প্রতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং যাহা পরমেশ্বর প্রেরিতপুরুষকে আদেশ করিয়াছেন। মোসলমানদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি তদ্বিষয়ে (সদকাবিষয়ে) তদ্বিধি অনুসারে প্রার্থিত হয়, সে যেন তাহা প্রদান করে, এবং যে ব্যক্তি তদতিরিক্ত প্রার্থিত হয় সে যেন প্রদান না করে। ২৪টি উষ্ট্রের মধ্যে পরন্তু তন্নিম্নে প্রত্যেক ৫টিতে একটি ছাগপশু দেয়। পরে যখন উহা ২৫ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত পঁহুছে তখন তাহার সম্বন্ধে গর্ভবতী উষ্ট্রীর এক বৎসর বয়ঃক্রমের স্ত্রীশাবক বিধেয় হয়। অবশেষে যখন ৩৬ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত হয়, তখন তাহাতে অন্য শাবককে দুগ্ধ পান করায় এমন উষ্ট্রীর একটি স্ত্রীশাবক বিধেয় হইয়া থাকে। পরিশেষে যখন ৪৬ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত পঁহুছে,তখন তাহাতে গর্ভধারণের উপযোগিনী (৪ বৎসর বয়সের) উষ্ট্রী বিধেয়। অনন্তর যখন ৬১ হইতে ৭৫ পর্য্যন্ত পঁহুছে, তখন পঞ্চমবর্ষীয়া উষ্ট্রী বিধেয়। অবশেষে যখন ৭৬ হইতে ৯০ পর্য্যন্ত পঁহুছে, তখন দুইটি দ্বিবৎসরবয়স্কা উষ্ট্রী দেয়। অবশেষে যখন ৯১ হইতে ১২০ পর্য্যন্ত হয়, তখন তাহাতে উষ্ট্রের সঙ্গে যোগ হয় এমন দুই ৪র্থ বৎসরবয়স্কা উষ্ট্রী দেয়। পরে ১২০ এর অধিক হইলে প্রত্যেক ৪০টিতে একটী দ্বিবার্ষিকী উষ্ট্রী বিধেয়। প্রত্যেক পঞ্চাশে ৩ বৎসরের উষ্ট্রী দেয়। চারিটী ব্যতীত উষ্ট্র যাহার সঙ্গে নাই, তাহাতে উষ্ট্রপতির তদ্বিষয়ে ইচ্ছা ভিন্ন সদকা দেয় হয় না। পরে যখন পাঁচটি পঁহুছে, তখন তাহাতে একটি ছাগ পশু দেয়। অপিচ যাহার উষ্ট্রসম্বন্ধীয় পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী সদকা দেয় হয়, এদিকে তাঁহার নিকটে পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী নাই, তাঁহার নিকটে ত্রিবার্ষিকী উষ্ট্রীমাত্র আছে, তাহা হইলে তাহাতে দুইটি ছাগপশু সহ একটী তৃতীয়বৎসরবয়স্কা উষ্ট্রী গৃহীত হইবে ; যদি তাহার সম্বন্ধে সেই দুই ছাগপশু হয়, অথবা বিংশতি দরহম মুদ্রা প্রদেয় হয়। অপিচ যে ব্যক্তির নিকটে তৃতীয়বর্ষীয় উষ্ট্রের সদকার দাবী হয়,এদিকে তাহার নিকটে তৃতীয় বর্ষীয় উষ্ট্র নাই, পঞ্চম বর্ষীয় উষ্ট্র আছে, তবে নিশ্চয় তাহা হইতে উহা গৃহীত হইবে, এবং সদকাগ্রাহী বিংশতি দরহম মুদ্রা অথবা দুইটি ছাগপশু তাহাকে প্রদান করিবে। অপিচ যাহার নিকটে দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী সদকাস্বরূপ দানে দাবী পঁহুছে, অথচ তাহার নিকটে উহা নাই, এবং তাহার নিকটে এক বৎসরবয়স্কা উষ্ট্রী আছে; তবে তাহা হইতে সেই এক বৎসরবয়স্কা উষ্ট্রী গৃহীত হইবে, সে তৎসঙ্গে বিংশতি দরহম মুদ্রা কিংবা দুইটি ছাগপশু দান করিবে। পরন্তু যাহার প্রতি এক বৎসরবয়স্কা উষ্ট্রী তাহার সদকাস্বরূপ দাবী হয়, এবং তাহার নিকটে তাহা নাই ; দুই বৎসর বয়স্কা উষ্ট্রী আছে, তবে তাহা হইতে উহা গৃহীত হইবে। সদকাগৃহীতা তাহাকে বিংশতি দরহম মুদ্রা অথবা দুইটি ছাগপশু দান করিবে। যদি তাহার

নিকটে যথাবিধি এক বৎসরবয়স্কা উষ্ট্রী না থাকে, এ দিকে তাহার নিকটে দ্বিতীয় বৎসরবয়স্ক উষ্ট্র আছে, তবে উহা তাহা হইতে গৃহীত হইবে ও তৎসঙ্গে অন্য কিছু নয়। বহির্দ্দেশে বিচরণকারী ছাগপশুসম্বন্ধে সদকা * যখন ৪০ হইতে ১২০ পর্য্যন্ত হয়, তখন একটী ছাগপশু, যখন ১২০এর উপর ২০০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তখন দুইটী ছাগ পশু, যদি ২০০এর উপর ৩০০ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় তখন তাহাতে তিনটি ছাগ নির্দ্ধারিত। পরে যখন বহির্দ্দেশে পশুচারণ করে এমন পুরুষের একোণ চত্বারিংশৎ ছাগ পশু হয়, তাহার তদ্বিষয়ে ইচ্ছা হওয়া ব্যতীত সদকা দেয় নাই। পরিণতবয়স্ক ও দোষযুক্ত পশু এবং পুংছাগ সদকাগ্রাহীর ইচ্ছা ব্যতীত সদকা দানে উপস্থিত করা হইবে না। সদকার আশঙ্কায় বিচ্ছিন্নকে একত্রিত ও একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে না †। এবং যাহা (যে সদকা) দুইজন অংশীয় হয় বস্তুতঃ তাহারা উভয়ে আপনাদের মধ্যে তুল্য ভাবে মিলিত ‡ তাহাদের চল্লিশ রজতমুদ্রায় এক মুদ্রা দেয় হইবে। পরন্তু যদি ১৯০ মুদ্রা ব্যতীত না থাকে, তবে তাহাতে তৎস্বামীর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই দেয় হয় না।—বো।

ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লা, প্রেরিতপুরুষ হইতে এরূপ বলিয়াছেন;—যাহাতে আকাশ ও প্রস্রবণ জল সঞ্চারণ করিয়াছে, অথবা ভূমি (শস্যক্ষেত্র ও উদ্যান) জল সিক্ত করা হইয়াছে, তদুপন্ন বস্তুর দশমাংশ দেয়, এবং যাহাতে আকর্ষণপূর্ব্বক জল সঞ্চারণ করা হইয়াছে, তাহার ২০ ভাগের এক ভাগ দেয়।"—বো।

আবুহোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "আহতকারী অপচয়কারী পশু, অপচয়কারীকূপ, অপচয়জনক খনি এ সকলে জকাত নির্দ্ধারিত নয়। স্বর্ণরজতের আকরে পঞ্চমাংশ হয় §।

---

* আরবা "গনম" শব্দের অর্থ ছাগ পশু লিখিত হইয়াছে। স্থলবিশেষে "গনম" মেষকেও বুঝায়। এই সদকাস্থলে স্ত্রী জাতীয় ছাগ।

† চল্লিশটি ছাগের অধিপতিকে বিধি অনুসারে সদকা দিতে হয় না, কিন্তু যদি কৌশল পূর্ব্বক সদকা গ্রাহী তৎসম্বন্ধে একটি ছাগ পশু যোগ করে, তবে অনায়াসে সদকা গ্রহণে সমর্থ হয়। এইরূপ সদকা দাতাও পশুদল হইতে একটি পশু দূর করিয়া সদকা দান হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। এরূপ কথা নিষিদ্ধ।

‡ যথা ২০০ ছাগ পশুতে দুই জন অংশী, একজনের ৪০টি অপরের ১৬০টি ছাগ আছে, তাহা হইলে প্রথম অংশীর প্রতি একটী ছাগ, দ্বিতীয় জনের প্রতিও একটি ছাগ জকাত নির্দ্ধারিত হইবে। প্রথম ব্যক্তি পাঁচ ভাগের এক ভাগ দিবে, অবশিষ্ট দ্বিতীয় ব্যক্তি দিবে এরূপ হইবে না।

§ যে সকলগবাদি পশু শৃঙ্গাদির আঘাতে কাহাকে আঘাত করিয়াছে, বা শস্য ক্ষেত্রে ও উদ্যানের অপচয় করিয়াছে; কূপোদকে লোকের উপকার ও শস্যের মহোপকার হয়, কিন্তু যে কূপ গর্ভে পতিত হইয়া লোক মারা গিয়াছে, এবং খনন করিতে যাইয়া প্রস্তর ও মৃত্তিকার চাপে পড়িয়া লোক মারা গিয়াছে এ সকলের সম্বন্ধে জকাত নির্দ্ধারিত নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আলির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আরোহণের জন্য নিযুক্ত অশ্ব ও পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত দাসসম্বন্ধে আমি সদকা ক্ষমা করিয়াছি। অনন্তর তোমার (২০০ দরহম হইলে) প্রত্যেক চল্লিশ মুদ্রায় (দরহমে) এক মুদ্রা আনয়ন করিও, কিন্তু ১৯০ মুদ্রায় কিছুই দেয় হয় না। পরে যখন দুই শত মুদ্রা পঁহুছে তখন তাহাতে পাঁচ মুদ্রা দেয়।"—তর, আবুদর।

আবু দাউদের বিবৃতিতে—হারেস আউর হইতে—উক্ত হারেস আউর আলি হইতে শুনিয়া বিবৃত করিয়াছেন *। জহিল বলিয়াছেন, আমি তাঁহাকে (আলিকে) মনে করিতেছি যে, প্রেরিত পুরুষ হইতে শুনিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, প্রত্যেক চল্লিশ মুদ্রায়—চতুর্গুণ দশ মুদ্রার মধ্যে এক মুদ্রা দিবে ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত ২০০ মুদ্রা পূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত তোমাদের সম্বন্ধে কিছুই দেয় নাই। পরে যখন ২০০, মুদ্রা সঞ্চয় হইবে তখন তাহাতে পাঁচ মুদ্রা দেয়। পরিশেষে যত অধিক হইবে এই হিসাবমতে চলিবে, এবং ছাগ পশু সম্বন্ধে—প্রত্যেক ৪০টি ছাগ পশুতে ১৪০টি ছাগপশু পর্য্যন্ত একটিমাত্র ছাগ পশু দেয়। পরে যদি তদপেক্ষা একটি অধিক হয় তবে দুইশত পর্য্যন্ত দুইটি ছাগ দিতে হইবে। পুনশ্চ যদি অধিক হয়, তবে ৩০০ পর্য্যন্ত তিনটি ছাগ দেয়। অবশেষে যখন তিন শতের অধিক হইয়া উঠে তখন প্রতি শতে একটি ছাগ দেয়। পরন্তু যদি ৩৯ সংখ্যা ভিন্ন না হয়, তবে তোমার সম্বন্ধে তাহাতে কিছু দেয় হইতে পারে না। অপিচ গোসম্বন্ধে—প্রতি ত্রিশটি গরুতে যাহা দ্বিতীয় বৎসরে উপনীত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরবয়স্কা ৪০টি গোতে এবং কার্য্যে নিযুক্ত গবাদিতে কিছুই নয়।

মোওয়াজ সম্বন্ধীয়—যখন তিনি এয়মানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন,তখন প্রেরিত পুরুষ ত্রিশটি গোর জন্য একটি পুং গোবৎস এবং চল্লিশটির জন্য একটি গোবৎস (বণিগ্‌বর্গ হইতে) গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন—তর, নেসা, দার।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "সদকাগ্রহণে অত্যাচারী সদকাগ্রহীতা সদকা দানে নিবৃত্ত লোকের তুল্য।"—আবুদা, তর।

আবুসয়িদ খোদরার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "পাঁচ ওসক না হওয়া পর্য্যন্ত শস্য ও খোর্ম্মাফলে সদকা নির্দ্ধারিত নয়।"—সেনা।

তল্‌হার পুত্র মুসার উক্তি ;—† আমাদের নিকটে হজরসম্বন্ধীয় জবলের পুত্র

---

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন ; আলি মোর্ত্তজার সঙ্গ করিয়াছিলেন।

† ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন, হজরতের জীবদ্দশায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত কর্ত্তৃক ইনি এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মোওয়াজের পত্র আছে। তিনি বলিয়াছেন, যে, "হজরত যব, গোধূম, মনক্কা ও খোর্ম্মা ফলের জন্য সদকা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

[ইহা শরেহ সোন্নতে পরম্পরারূপে বিবৃত।]

আসিদের পুত্র অত্তাবের উক্তি *;—দ্রাক্ষালতার জকাতবিষয়ে হজরত বলিয়াছেন, হা খোর্ম্মা তরুর অনুরূপ অনুমিত হইবে। তৎপর শুষ্ক খোর্ম্মা ফলের অনুরূপ শুষ্ক দ্রাক্ষার (মনক্কার) জকাত দেওয়া যাইবে।"—তর, আবুদা।

আবু হস্‌মার পুত্র সহলের উক্তি †;—হজরত বলিয়াছিলেন, "যখন তোমরা (খোর্ম্মা ও আঙ্গুর ফল) পরিমাণ কর তখন তিন ভাগের দুই ভাগ গ্রহণ করিয়া এক ভাগ রাখিয়া দিবে, এক তৃতীয়াংশ রাখিয়া না দিলে এক চতুর্থাংশ রাখিবে।—তর, আবুদা, নেসা।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ রওয়াহার পুত্র অবদোল্লাকে ইহুদিদিগের নিকটে প্রেরণ করিতেন, যেন খোর্ম্মা ফল সরস হইবার সময় তাহা হইতে ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে পরিমাণ করে ‡।—আবুদা।

এব্‌নওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মধুর প্রত্যেক দশ মশকে এক মশক সদকা দেয়।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিসের মূল আখ্যায়কবিষয়ে সংশয় আছে। অনেক আখ্যায়ক স্বীকার করেন না হজরত হইতে এই কথা হইয়াছে। এ বিষয়ে পণ্ডিত দিগের অনেক প্রকার মতভেদ আছে।]

অবদোল্লের পত্নী জয়নবের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,"হে নারীগণ, যদি তোমাদের আভরণ থাকে তোমরা সদকা দান করিও, যেহেতু কেয়ামতের দিনে তোমাদের অনেকে নরকবাসী হইবার যোগ্যা।"—তর।

শোয়বার পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে শুনিয়াছেন যে, দুইটী স্ত্রীলোক প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের উভয়ের হস্তে সুবর্ণ কঙ্কণ ছিল। তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তোমরা কি জকাত দান করিয়া থাক?" তাহারা না বলিয়াছিল। তাহাতে হজরত তাহাদিগকে

---

* মক্কাবিজয়ের দিন ইনি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত মোহম্মদ ইহাঁকে মক্কা নগরে আমিয়া বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আবু বেকর সদ্দিক স্বীয় নেতৃত্ব কালে ইহাঁকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। ইনি সদ্দিকের পরলোকযাত্রার দিন ২৫ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি একজন কোরেশদলের প্রধান পুরুষ ছিলেন।

† ইনি হজরতের বালক সহচর ছিলেন, হেজরী তৃতীয় বৎসরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

‡ ইহুদিদিগেরই অধিক পরিমাণে খোর্ম্মার উদ্যান ছিল। দেশে কি পরিমাণে খোর্ম্মা ফলিয়াছে, কি পরিমাণ জকাত পাওয়া যাইবে, তাহা অনুমান করিয়া জানিবার জন্য হজরত লোক পাঠাইতেন।

বলিলেন, "ঈশ্বর তোমাদিগকে অগ্নিময় কঙ্কণ পরিধান করাইলে তোমরা কি ভাল বাসিবে?" তাহারা না, বলিল। তিনি বলিলেন, "তবে জকাত দান করিও।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস নিশ্চয় সবাহের পুত্র মসনা, শোয়বের পুত্র ওমর হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন। হদিস প্রবক্তা সবাহের পুত্র মসনা ও এব্‌ন লহিয়া এই হদিসবিষয়ে প্রামাণ্য নহে। এ বিষয়ে হজরতসম্বন্ধীয় কথা সত্য নহে।

ওম্মসোলমার উক্তি;—অজহনামক স্বর্ণময় আভরণবিশেষ আমি পরিধান করিতাম, পরে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, "ইহা কি সেই ধন, যাহাতে দণ্ডাজ্ঞা নির্দ্ধারিত? তখন তিনি বলিলেন, "যে বস্তু জকাতদানের উপযুক্ত হয়, এবং তাহাতে তাহা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা দণ্ডাজ্ঞার বস্তু নয়।"—মালে, আবুদা।

অন্দোবের পুত্র সমোরার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে এরূপ আদেশ করিতেন যে, আমরা যে সকল বস্তু বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া থাকি তাহার যেন সদকা পরিশোধ করি।—আবুদা।

আবুঅবদোর্‌রহমাণের পুত্র রবিয়া * বহু সহচর হইতে শ্রবণ করিয়াছেন;—প্রেরিত পুরুষ হারেসোল্‌ মজনীর পুত্র বেলালকে † কবলিয়া খনি সকল বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। উহা কোব্‌য়া গ্রামের সন্নিহিত। আজ পর্য্যন্ত সেই খনি সকল হইতে (৪০ ভাগের এক ভাগ) জকাত ব্যতীত গৃহীত হয় না।—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আলির উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "শাক শবজীতে সদকা নাই, বৃক্ষস্থিত সরস খোর্ম্মাফলে সদকা নাই, পাঁচ ওসক পরিমাণের নিম্নে সদকা নাই, কার্য্যে নিযুক্ত চতুষ্পদ সকলে সদকা নাই, এবং অব্‌হাতে সদকা নাই।" সকর বলিয়াছেন, "অব্‌হা অর্থে অশ্ব, অশ্বতর ও ক্রীতদাস।"—দার কোতনী।

তাউসের উক্তি ‡;—অবলের পুত্র মোওয়াজের নিকটে জকাত নির্দ্ধারিত হয় না এমন গো উপস্থিত করা হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রেরিত পুরুষ এ বিষয়ে আমাকে কিছুই আদেশ করেন নাই।"—দার কোত্‌নী ও শা।

---

* ইনি একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন।

† ইনি এক জন সহচর ছিলেন, মজিনানামক স্থান হইতে ভূসম্পত্তির জকাত নির্দ্ধারণ করিবার জন্য হজরতের নিকটে দূতরূপে আসিয়াছিলেন।

‡ ইনি ইমন দেশীয় প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সদকতোল্ ফেত্‌র (উপবাস ব্রতান্ত পারণার দদকা)।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ মোসলমান দাস ও প্রভু, স্ত্রী পুরুষ, ছোট বড় সকলের সম্বন্ধে শুষ্ক খর্জ্জুর ফলের এক সা অথবা জব শষ্যের এক সা উপবাস-ব্রতান্ত পারণার জকাত বিহিত করিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছেন যেন লোক সকলের নমাজ পড়িতে যাইবার পূর্ব্বে তাহা প্রদান করা হয় *।—উভয়।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—আমরা খাদ্য দ্রব্যের এক সা বা যব শষ্যের এক সা অথবা শুষ্ক খর্জ্জুব ফলের এক সা কিংবা পনিরের এক সা বা শুদ্ধ দ্রাক্ষার এক সা উপবাসব্রতান্ত পারণার সদকা দান করিতাম।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—তিনি রম্‌জান মাসের শেষভাগে বলিয়াছেন, "তোমরা আপনাদের রোজার সদকা বাহির কর। প্রেরিত পুরুষ প্রত্যেক প্রভু ও দাস, স্ত্রী পুরুষ এবং ছোট ও বড় সকলের সম্বন্ধে শুষ্ক খর্জ্জুর ফলের এক সা, বা যবশষ্যের এক সা কিংবা গোধূমের অর্দ্ধ সা এই পরিমাণ সদকা বিহিত করিয়াছেন।—আবুদা নেসা।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "বৃথা বাক্য ও স্ত্রী পুরুষের পরস্পর কামালাপ হইতে রোজাকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য পারণার সদকা ও দরিদ্রদিগকে আহার দান হয়।—আবুদা!"

তৃতীয় অধ্যায়।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা পিতামহক্রমে শুনিয়া বলিয়াছেন যে,"প্রেরিত পুরুষ মক্কার প্রশস্ত পথে ঘোষণাকারীকে প্রেরণ করিয়া এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "জানিও স্ত্রী পুরুষ, প্রভু ভৃত্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল মোসলমানের পক্ষে দুই মোদ্দ গোধূম অথবা তদ্ভিন্ন (মনক্কা ইত্যাদি) কিংবা এক সা অন্ন রোজার পারণার সদকা চিহ্নিত †।—তয়।

সাল্‌বার পুত্র অবদোল্লার অথবা সোয়িবের পৌত্র অবদোল্লার পুত্র সালবা তাহার

---

* ২৩৪ তোলাতে এক সা পরিমাণ হয়।

† দুই রতলে এক মোদ্দ হয়, অর্দ্ধ সেরে এক রতল হইয়া থাকে।

পিতা হইতে * ;—হজরত বলিয়াছেন, "ছোট বা বড়, প্রভু বা দাস, পুরুষ বা স্ত্রী প্রত্যেক দুই ব্যক্তির সম্বন্ধে এক সা পরিমাণ গোধূম বিহিত। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধনী, তাহাকে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকেন, এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দীন যাহা তাহাকে দান করা হয়, পরে তিনি তাহা অধিকতর দিয়া থাকেন †।—আবুদা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যাহার সম্বন্ধে সদকা গ্রহণ বিধি নয়।

প্রথম অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ পথে পতিত একটি খোর্ম্মা ফলের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা সদকার অন্তর্গত এরূপ আশঙ্কা যদি আমার না হইত তবে আমি ইহা ভক্ষণ করিতাম ‡।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—আলির পুত্র হসন সদকার অন্তর্গত একটি খোর্ম্মা ফল গ্রহণ করিয়া মুখে অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন হজরত "ছি! ছি!" করিয়া উহা ফেলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তৎপর বলিয়াছিলেন, "তুমি কি জান না, আমরা সদকা ভোগ করি না?" §।—উভয়।

---

* মেশকাত গ্রন্থে সলবার পুত্র অবদোল্লা অথবা সবিবের পৌত্র অবদোল্লার পুত্র সল্‌বা দুই জনের নাম উল্লিখিত। সল্‌বা হজরতের একজন সহচর ছিলেন। সদকতোল্‌ ফেতর বিষয়ে হজরত সম্বন্ধে তাঁহার কর্তৃক একটি হদিস বিবৃত। কেহ বলেন, তিনি সবিবের পুত্র সল্‌বা কেহ বলেন আবুসবিবের পুত্র সল্‌বা ছিলেন। তিনি হজরতের সহবাস লাভ করিয়াছেন। তাঁহা হইতে তাহার পুত্র অবদোল্লা হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

† অর্থাৎ ধনী লোকেরা সদকা দান করিয়া তাহার ফলে অধিক ধনশালী হয় এবং দীন দরিদ্রগণ যাহা দান করে ও যাহা প্রাপ্ত হয় পরমেশ্বর তাহার প্রভাবে তাহাদিকে ধনবান্‌ করিয়া থাকেন।

‡ এস্থলে এই হদিস দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, সাধুতা ও অসাধারণতার জন্য হজরতের পক্ষে সদকার দ্রব্য ভোগ করা বিধি ছিল না। অন্য কোন কোন হদিস দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, হাশেম বংশীয় লোকের পক্ষে ও তাঁহাদের কিঙ্করগণ পক্ষেও তাহা অবৈধ ছিল। ভূতলে পতিত খাদ্য দ্রব্য সামান্য হইলেও গ্রহণ বৈধ, ভক্ষণ করাও অবৈধ নহে। ঈশ্বরপ্রদত্ত দ্রব্য বলিয়া উহাতে বিশেষ বিনয় ও তৎপ্রতি অতিশয় সম্মান প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থানে উহা বৈধ কি না এরূপ সন্দেহ হয়, সে স্থলে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

§ এমাম হসন তখন বালক ছিলেন। হজরতের পরলোক যাত্রার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৮ বৎসর ছিল। হেজরি দ্বিতীয় বৎসরে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হসন বালক ছিলেন বলিয়া কোন্‌ বস্তু বৈধ বা অবৈধ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

রবিয়ের পুত্র অবদোল্ মত্‌লবের উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় এই সকল সদকা লোকের মালিন্য, এতদ্ভিন্ন নহে, ইহা মোহম্মদ ও মোহম্মদের দৌহিত্রগণের পক্ষে বৈধ নহে †।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষের নিকটে কোন খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত হইলে, তিনি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেন, "ইহা সদকা না উপহার?" তখন সদকা বলা হইলে, তিনি আপন সহচরদিগকে বলিতেন, "তোমরা ভক্ষণ কর।" তিনি ভক্ষণ করিতেন না, এবং উপহার বলিলে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ভক্ষণ করিতেন।—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—বরয়রার প্রতি তিনটি বিধি হইয়াছিল, সেই বিধি সকলের মধ্যে একটি বিধি এই যে, সে বিমুক্ত ; স্বামীর সঙ্গে থাকা না থাকা তাহার ইচ্ছাধীন ‡। প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন "যাহাকে মুক্ত করা হইয়াছে উত্তরাধিকারিত্ব তাহারই। বোর্‌মাতে (পাষাণময়ী পাকস্থালী বিশেষ) মাংস উচ্ছলিত হইতেছে, এমন সময় প্রেরিত পুরুষ (আয়শার গৃহে) প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে রুটি ও রুটির উপকরণ উপস্থিত করা হয়। তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিছিলেন, "মাংস সমন্বিত বোর্‌মা যে দেখিতেছি না?" লোকে বলিয়াছিল, "হাঁ সত্য, বরয়রাকে যে মাংস সদকা দেওয়া হইয়া হইয়াছে উহা তৎসমন্বিত। কিন্তু আপনি সদকা ভক্ষণ করেন না।" তিনি বলিয়াছিলেন, "উহা তাহার সম্বন্ধে সদকা, আমার সম্বন্ধে উহপার §।"—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—হজরত উপহার গ্রহণ করিতেন ও তদ্বিষয়ে বিনিময় দিতেন।—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যদি আমি কোরাব জন্য (গো বা মেষের পশ্চাৎপদের জন্য) নিমন্ত্রিত হই, আমি অবশ্য তাহা স্বীকার করি, এবং যদি, আমাকে জরা (মেষের পূর্ব্বপাদ) উপহার দেয় আমি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি।"—বো।

---

* ইনি হাশেম বংশীয় ছিলেন, হজরতের বিদ্যমানতার সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† সদকা দান করিলে দাতা ও তাহার সম্পত্তি শুদ্ধ হয়। এজন্য সদকাকে মালিন্য বলা হইয়াছে।

‡ বরয়রা আয়শা দেবীর দাসী ছিল। তাহার স্বামীর নাম মগয়সা। সে মুক্ত হইলে স্বামীর সঙ্গে থাকা না থাকা তাহার ইচ্ছাধীন এরূপ বিধি হইয়াছিল। কোন ক্রীত দাসী দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে পর স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারে, নাও করিতে পারে, উহা তাহার ইচ্ছাধীন এইরূপ বিধি ছিল। মুক্ত হইয়া বরয়রা মগয়সার সঙ্গে মিলিত হইতে চায় নাই। মগয়সা তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল ছিল।

§ বরয়রা প্রথমতঃ একজন ইহুদির দাসী ছিল। তাহার সম্বন্ধে উক্ত ইহুদি এক নিয়ম

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি লোকের নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং তাহাকে এক গ্রাস অন্ন ও দুই গ্রাস অন্ন এবং একটি খোর্ম্মাফল দেওয়া হয়, সে দীন নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি এমন কোন ধনীকে প্রাপ্ত হয় না যে, তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করে ও গোপনে সদকা দানের জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হয়, এবং তিনি স্বীয় কুটীর হইতে লোকের নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিতে দণ্ডায়মান হন না, তিনিই দরিদ্র।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু রাফেয়ার (হজরতের দাস) উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ মখ্‌জুম পরিবারের এক ব্যক্তিকে সদকাগ্রহণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সে আবু রাফেয়াকে বলিয়াছিল, "তুমি আমার সঙ্গী হও, তাহা হইলে তাহার অংশ তোমাতে পঁহুছিবে। তাহাতে সে (আবু রাফেয়া) বলিল, "না, যে পর্য্যন্ত না আমি প্রেরিত পুরুষের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি।" তখন সে হজরতের নিকটে চলিয়া গেল, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় সদকা আমাদের (হাশেম কুলের) পক্ষে বৈধ নহে, নিশ্চয় এই দলেব দাসগণও ইহাদের অন্তর্গত।"—তর, আবুদা, নেসা।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ধনীর সম্বন্ধে ও ক্ষমতাশালী লোকের সম্বন্ধে সদকা বৈধ নহে।"—তর, আবুদা, দার।

[আবু হোরয়রা হইতে আহমদ, নেসায়ী ও এব্‌ন মাজ এই হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন।]

খিয়ায়ের পৌত্র অদির পুত্র অবদোল্লার উক্তি * ;—দুই ব্যক্তি আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল যে, তাহারা হজতোল্‌ওদাতে সদকা বিতরণ করিবার সময় হজরতের

পত্র লিখিয়া লইয়াছিল। মুক্ত হইলে সেই নিয়ম পত্রানুসারে সে উক্ত ইহুদিকে কিছু দান করিতে বাধ্য ছিল। বরয়রা তাহা দানে অক্ষম হইয়া আয়শা দেবীর নিকটে আসিয়া অর্থের প্রার্থিনী হয়। আয়শা বলেন,"তুমি স্বীয় প্রভুকে যাইয়া বল,আমার হস্তে তোমাকে বিক্রয় করুক,আমি ক্রয় করিব" বরয়রা আয়শা দেবীর কথা উক্ত ইহুদিকে জানাইলে সে বলিল, "এই স্বত্বে আমি তোমাকে বিক্রয় করিতে পারি যে, তোমার উত্তরাধিকারিত্ব আমার হইবে।" বরয়রা একথা আয়শাকে জানাইলে পর তিনি হজরতকে ইহা জ্ঞাপন করেন। হজরত বলিলেন, "ইহুদি অসত্য বলিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি মুক্তি দান করিবে তাহারই উত্তরাধিকারিত্ব। তুমি উহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত কর, উত্তরাধিকারিত্ব তোমার হইবে।" বরয়রাসম্বন্ধে এই দ্বিতীয় বিধি। ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া, দীন দুঃখীদিগকে যাহা দেওয়া যায় তাহা সদকা। বরয়রাকে মাংস উপহারস্বরূপ দেওয়াছিল সদকা নয়। এই তৃতীয় বিধি।

* ইনি এক জন প্রধান অনুগামী ছিলেন, হজরতের প্রেরিতত্ব সময়ে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল।

নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার নিকটে সে বিষয়ের প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, "তখন তিনি আমাদের দিকে উর্দ্ধে ও অধোতে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগকে সবল দেখিলেন, এবং বলিলেন, 'যদি তোমরা চাও, তোমাদিগকে দান করি, বস্তুতঃ ইহাতে বলবানের ও উপার্জ্জনশীল লোকদিগের অংশ নাই।"—আবুদর নেসা।

ইয়সারের পুত্র আতা হইতে পরম্পরাগত উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "পাঁচ শ্রেণীর লোক ব্যতীত ধনীদিগের সম্বন্ধে সদকা বৈধ নহে † ; ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যুদ্ধকর্ত্তা বা তদ্বিষয়ে (সদকাসংগ্রহে) নিযুক্ত কর্ম্মচারী ; অথবা যাহার অর্থে পরিশোধ হইতে পারে না, এরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ; কিংবা স্বীয় অর্থ দ্বারা উহা (সদকা) ক্রয় করিয়াছ ; বা যাহার দরিদ্র প্রতিবেশী আছে, সে সেই দরিদ্রকে উৎসর্গ করে, অবশেষে উক্ত দরিদ্র ধনবান্‌কে উপহার দেয়।—মালে, আবুদা।

হারেস সদায়ীর পুত্র জয়দের উক্তি ‡ ;—আমি প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহা কর্ত্তৃক এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। তখন তিনি অনেক কথা বলিয়াছিলেন। পরে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, "আমাকে কিছু সদকা দান করুন।" হজরত তাহাকে বলিলেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর সদকাসকলের সম্বন্ধে সংবাদবাহকের ও তাঁহা ব্যতীত অন্যের নির্দেশে কখনও সম্মত নহেন, এতদূর পর্য্যন্ত যে, তিনি কোরাণে তদ্বিষয়ে নির্দেশাদেশ করিয়াছেন, এবং তিনি তাহাকে আটটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। তুমি সেই বিভাগের অন্তর্গত হইলে তোমাকে দান করিব। § ;—আবুদা।

---

* ইনি হজরতের পত্নী ময়মুনার কিঙ্কর বহু হদিস বেত্তা অগ্রগামী পণ্ডিত ও প্রধান পুরুষদিগের অন্তর্গত ছিলেন।

† অর্থাৎ নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীর ধনীকে সদকা দানের বিধি। যে ধনী ধর্ম্মযুদ্ধ করে তাহার যুদ্ধের আয়োজনের জন্য দেওয়া যায়, দ্বিতীয় সদকাসংগ্রহের জন্য যে ব্যক্তি কর্ম্মচারী, সে ধনী হইলেও তাহা পাইতে পারে, তৃতীয় যে ধনী অতিশয় ঋণগ্রস্ত, নিজের ধনে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না, সেই ঋণ পরিশোধের উপযোগী সদকা তাহার প্রাপ্য হইতে পারে। চতুর্থ একজন দীন দুঃখী সদকা পাইয়াছে, যে ধনী তাহা হইতে উহা ক্রয় করিয়াছে, তাহা তাহার পক্ষে বিধি। পঞ্চম একজন ধনী কোন দরিদ্রকে সদকা দিল, পরে সেই দরিদ্র তাহাকে উপহার দিলে বৈধ।

‡ ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন, তাঁহার নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হজরতের নমাজের একজন আজান দাতা ছিলেন। সদা নামক ব্যক্তির সম্পর্কিত বলিয়া ইহার পিতাকে হারেস সদায়ী বলা হইয়াছে।

§ কোরাণ শরিফে আট প্রকার অবস্থাপন্ন লোক সদকা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য। ব্যবস্থা গ্রন্থে সাত শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধে বিধি।

তৃতীয় অধ্যায়।

আস্‌লমের পুত্র জয়দের উক্তি * ;—ওমর ফারুক এক প্রকার দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, উহা তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছিল। যে পান করাইয়াছিল, তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কোথা হইতে এই দুগ্ধ আনয়ন করিলে?" তখন সে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল যে, "আমি এক জলাশয়ে অবতরণ করিয়াছিলাম, তথায় (সেই জলাশয় বা স্থানের নাম বলিল।) সেই সময় হঠাৎ সদকার অন্তর্গত উষ্ট্র সকলের কতকগুলি উপস্থিত হয়, রক্ষকগণ সে সকলকে জল পান করাইল, পরে তাহাদের কিছু দুগ্ধ দোহন করিল, অনন্তর আমি তাহা আমার মশকে পুরিয়া লইয়াছিলাম। উহা তাহাই।" তখন ওমর নিজের হস্ত মুখের ভিতর প্রবেশ করাইলেন † ।—মালে ও শাবোল্‌ইমানে বয়হকি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যাচ্‌ঞা করা যাহার পক্ষে উচিত নয়, ও যাহার পক্ষে উচিত ‡।

প্রথম অধ্যায়।

মোখারকের পুত্র কবিসার উক্তি § ;—আমি কোন ঋণের প্রতিভূ হইয়াছিলাম, পরিশেষে হজরতের নিকট যাইয়া তদ্বিষয়ে (তন্মুক্তির জন্য) অর্থ যাচ্‌ঞা করিয়া-

* ইনি ওমর ফারুকের দাস মহাপণ্ডিত ছিলেন। চল্লিশ জনের অধিক পণ্ডিত তাঁহার নিকটে শিক্ষা পাইয়াছে।

† তিনি জকাতের অন্তর্গত দুগ্ধ পান করিয়াছেন বলিয়া বমন করিয়া তাহা উদর হইতে নিক্ষেপ করিবার জন্য মুখের ভিতরে অঙ্গুলি প্রবিষ্টকরিয়াছিলেন। যেহেতু জকাতের বস্তু ভোগ করা তাঁহার সম্বন্ধে অবিধি ছিল।

‡ যাচ্‌ঞা বা ভিক্ষাসম্বন্ধে এরূপ বিধি যে, যাহার নিকটে এক দিনের খাদ্য সঞ্চিত আছে তাহার পক্ষে খাদ্যের জন্য কাহারও নিকটে যাচ্‌ঞা করা বিধি নয়। কেন না প্রয়োজন ব্যতীত যাচ্‌ঞা অবৈধ। যদি এক দিন যাপন করিবার এরূপ খাদ্য কাহার না থাকে, অথবা পরিধানের বস্ত্রাভাব হয়, তাহা হইলে সে তাহার প্রার্থী হইতে পারে। যে ফকিরের একদিন আহার চলে এমন খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত নাই, এবং সে বৈধব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম, তাহার পক্ষে ভিক্ষা করা বিহিত হয়।

§ ইনি হজরতের বসোরানিবাসী একজন গণ্য মান্য সহচর ছিলেন।

ছিলাম *। তখন তিনি বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত না আমার নিকটে সদকা উপস্থিত হয়, "দণ্ডায়মান থাক, পরে তোমার সম্বন্ধে আমি এ বিষয়ে আদেশ করিব।" তৎপর বলিলেন, "কবিসা, ত্রিবিধ লোকের পক্ষে ব্যতীত অন্য কাহারও যাচ্ঞা করা বৈধ নহে। প্রথম যে ভার বহন করিতেছে, (ঋণের প্রতিভূ হইয়াছে) যে পর্য্যন্ত সে তদবস্থাপন্ন থাকে তাহার সম্বন্ধে যাচ্ঞা বৈধ হয়। তৎপর সে নিবৃত্ত থাকিবে। দ্বিতীয়, ব্যক্তির এমন বিপদ্ ঘটিয়াছে যে, তাহার সম্পত্তি সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত না সে জীবনের স্থিরতা প্রাপ্ত হয় সে পর্য্যন্ত তাহার জন্য যাচ্ঞা বৈধ হয়। তৃতীয়, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হইয়াছে, এবং যদি তাহার দলের তিন জন জ্ঞানবান্ লোক নির্দ্ধারণ করে যে, সত্য সত্য অমুকে অভাবগ্রস্ত, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত না তাহার জীবনের স্থিরতা হয়, অথবা জীবনসম্বন্ধে দৃঢ়তা হইয়াছে বলা হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে যাচ্ঞা বিহিত হইয়া থাকে। হে কবিসা, যাচ্ঞাসম্বন্ধে ইহা ব্যতীত নিষিদ্ধ। তাহার অধিকারী (যাচ্ঞা দ্বারা লব্ধ ধনের অধিকারী) অবৈধ ভোগ করিয়া থাকে।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি হউক এই উদ্দেশ্যে যাচ্ঞা করে, সে অল্প বা অধিক হউক অগ্নিকণা ভিক্ষা করিয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন নহে।"—মো।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "নিরন্তর লোকে যাচ্ঞা করিলে এত দূর হয় যে, তাহার মুখমণ্ডলে (লাঞ্ছনাপ্রযুক্ত) মাংসখণ্ডের অভাব হইয়া থাকে।"—উভয়।

মোওয়াবিয়ার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা যাচ্ঞায় কাকুতি মিনতি করিও না। অনন্তর ঈশ্বরের শপথ, তোমাদের মধ্যে কেহ এমন কোন বস্তু আমার নিকটে যাচ্ঞা করিতেছে না যে, তাহার যাচ্ঞা, তদ্বিষয়ে আমি বিরক্তসত্ত্বে আমা হইতে এমন বস্তু বাহির করে না যে, আমি যাহা দান করিলাম তাহাতে তাহার কল্যাণ হইয়া থাকে।"—মো।

অওয়ামের পুত্র জোবয়রের উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় তোমাদের এক জন যেন স্বীয় রজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক কাষ্ঠপুঞ্জ আপন পৃষ্ঠে বহন করে, এবং তাহা বিক্রয় করে। পরমেশ্বর তদ্দ্বারা তাহার সম্মান রক্ষা করিবেন। লোকের নিকটে যাচ্ঞা করা অপেক্ষা ইহা উত্তম। তাহারা তাহাকে দিতে পারে, নাও দিতে পারে।"—বো।

---

* দুই দলের সংগ্রামে পরস্পর হতাহত হইয়া থাকে। যদি কেহ সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য কোন পক্ষের হত্যা মূল্য প্রদানে প্রতিভূ হয়, তবে জকাতসম্বন্ধীয় সম্পত্তি হইতে সেই ঋণ পরিশোধ করিবার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারে। এস্থলে ঋণের প্রতিভূ, হত্যামূল্যসম্বন্ধীয় ঋণের প্রতিভূ বুঝাইবে।

† ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। হজরত মোহম্মদ ইহার পিতৃষ্বসাপুত্র ছিলেন।

হেজামের পুত্র হকিমের উক্তি *;—আমি হজরতের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে দান করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তাহাতেও তিনি আমাকে দান করেন, তৎপর বলেন, "হে হকিম, নিশ্চয় এই ধন প্রিয়দর্শন ও সুমিষ্ট, যে ব্যক্তি তাহা অলুব্ধ মনে গ্রহণ করে তাহাতে তাহার জন্য কল্যাণ বিধান হয়, এবং যে ব্যক্তি তাহা লোভযুক্ত হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাতে তাহার সম্বন্ধে কল্যাণ বিধান হয় না। সে এবং ঈদৃশ লোক ভোজন করে ও পরিতৃপ্ত হয় না। অপিচ নিম্ন হস্ত অপেক্ষা উন্নত হস্ত শ্রেষ্ঠ †।" তখন আমি বলিলাম, প্রেরিত পুরুষ, সত্যতঃ যিনি আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার নামে শপথ করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত না আমি সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিব সে পর্য্যন্ত আপনাকে ছাড়া অন্যের নিকটে প্রার্থনা করিব না।—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ মেম্বরে আছেন এমন অবস্থায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি সদকার বিষয় ও যাচ্‌ঞা নিবৃত্তির কথা এরূপ বলিয়াছিলেন "নিম্ন হস্ত অপেক্ষা উন্নত হস্ত শ্রেষ্ঠ, উন্নত হস্ত দাতার হস্ত, এবং নিম্ন হস্ত প্রার্থীর হস্ত।"—উভয়।

আবু সয়িদোল্‌খোদরীর উক্তি;—আন্‌সার সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক প্রেরিত পুরুষের নিকটে যাচ্ঞা করিয়া ছিল, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে দান করেন। তৎপর তাহারা প্রার্থনা করে, এবং তিনি তাহাদিগকে দান করেন। এতদূর হইল যে, তাঁহার নিকট যাহা ছিল তাহা ব্যয়িত হইয়া গেল। তখন তিনি বলেন, "আমার নিকটে যে ধন সম্পত্তি থাকে,পরে তাহা তোমাদিগকে না দিয়া আমি কখনও সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছি না। যে ব্যক্তি (যাচ্‌ঞা হইতে) নিবৃত্ত হয়, ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি বাসনাশূন্য হয়, পরমেশ্বর তাহাকে চরিতার্থ করিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি ধৈর্য্যধারণ করিতে যত্নবান্ হয়,পরমেশ্বর তাহাকে ধৈর্য্য দান করেন। কাহাকেও তিনি সহিষ্ণুতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত বস্তু দান করেন নাই।"—উভয়।

ওমর ফারুকের উক্তি;—হজরত আমাকে কোন দান দিতে ছিলেন, আমি বলিয়াছিলাম, আমা অপেক্ষা এ বিষয়ে অভাবগ্রস্তকে দান করুন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি ইহা গ্রহণ কর ও সম্পত্তি করিয়া লও, এবং সদকা দিতে থাক, লালায়িত ও প্রার্থী না হওয়া সত্ত্বে এই সম্পত্তি যাহা কিছু আছে তাহা তুমি গ্রহণ কর। এরূপ না হইলে আপনার চিত্তকে তাহার (যাচ্‌ঞার) অনুবর্ত্তী হইতে দিও না।"—উভয়।

---

* ইনি খদিজা দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র হজরতের সহচর ছিলেন। কাবা মন্দিরে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। ইনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে ৬০ বৎসর পৌত্তলিকতায় ৬০ বৎসর এস্‌লাম ধর্ম্মে যাপন করিয়াছেন।

† "নিম্ন হস্ত অপেক্ষা উন্নত হস্ত শ্রেষ্ঠ" অর্থাৎ দান গ্রহণ অপেক্ষা দান করা শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জোন্দবের পুত্র সমুরার উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যাচ্ঞা সকল ক্ষত রোগ স্বরূপ, তদ্বারা মানুষ স্বীয় মুখমণ্ডলকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির ইচ্ছা হয় সে যেন আপন মুখমণ্ডলকে রক্ষা করে, এবং যে ব্যক্তির ইচ্ছা হয় সে যেন সম্পন্ন লোকের নিকটে অথবা নিরুপায় অবস্থায় যাচ্ঞা কথা ব্যতীত অন্য অবস্থায় যাচ্ঞা পরিত্যাগ করে।"—তর, আবুদা নেসা।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "চরিতার্থ করে এমন কিছু সত্বে যে ব্যক্তি লোকের নিকটে যাচ্ঞা করিয়া থাকে, মুখমণ্ডলে যাচ্ঞা নখাঘাতে বা দশনাঘাতে কিংবা কাষ্ঠাঘাতে ক্ষতরূপে রহিয়াছে, এমন অবস্থায় সে কেয়ামতের দিনে উপস্থিত হয়।" জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, সে কি যাহা তাহাকে চরিতার্থ রাখে?" তিনি বলিয়াছিলেন, "পঞ্চাশ দরহম (মুদ্রা বিশেষ) অথবা তাহার তুল্য মূল্য সুবর্ণ।"—আবুদা, তর, নেসা, এব্‌নমা, দার।

হঞ্জলার পুত্র সহলের উক্তি † ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি যাচ্ঞা করে এদিকে তাহার নিকটে তাহাকে চরিতার্থ করিতে পারে এমন কিছু আছে, তাহাতে সে নরকাগ্নির বৃদ্ধির প্রয়াস পায় এতদ্ভিন্ন নহে।" নোফয়লী যিনি একজন এই হদিসের প্রবক্তা ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিযাছিলেন ‡,"যাহা সত্বে যাচ্ঞা করা বিহিত নয় তাহা কি?" বলা হইয়াছিল, "যাহাতে প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় সেই পরিমাণ কিছু থাকিলে।" অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে,যাহাতে এক দিন বা এক দিবা রাত্রি কাহারও ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া থাকে সেই পরিমাণ।—আবুদা।

ইয়সারের পুত্র আতা আসদপরিবারের এক ব্যক্তি হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন §, হজরত বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যাচ্ঞা করে এদিকে তাহার নিকট চল্লিশ দরহম মুদ্রা (এক ওকিয়া) অথবা তত্তুল্য আছে, প্রকৃত পক্ষে তাহার যাচ্ঞা কাকুতি মিনতিস্বরূপ ‖।"—মালে, আবুদা, নেসা।

* ইনি হজরতের প্রসিদ্ধ সহচর আন্‌সারদলের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ এবং বহু হদিসবেত্তা ছিলেন। হসন বসোরী এব্‌ন সিরিন ও শীবা ইহা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইনি উনষাট বা উনসত্তোর সালে বসোরা নগরে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

† হঞ্জলা সহলের মাতা ছিলেন।

‡ হদিস বক্তা শেখ আবু দাউদ সজ্‌তানী, নোফয়লী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, যেহেতু তিনি নোফয়ল নামক স্থানে বাস করিতেন।

§ ইনি একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন। আসদ পরিবারের অন্তর্গত হজরতের সহচর এমন এক ব্যক্তি হইতে হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন।

‖ যাচ ঞায় কাকুতি মিনতি করা নিষিদ্ধ, তাহাতে অতিশয় হীনতা প্রকাশ পায়। চল্লিশ দরহম পরিমাণ অর্থ সত্বে যাচ্ঞা করা তদ্রূপ নীচতার কার্য্য।

আনাদার পুত্র হোরশীর উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ধরাশায়ী হইয়াছে এমন দরিদ্রের ও লাঞ্ছিত হইয়াছে এমন ঋণগ্রস্তের সম্বন্ধে ভিন্ন ধনবান্ ও বলবানের সম্বন্ধে যাচ্ঞা করা বৈধ নহে। নিজের ধন বৃদ্ধি করিবার জন্য যে ব্যক্তি যাচ্ঞা করে, কেয়ামতের দিনে তাহার মুখমণ্ডলে ক্ষত সকল হইবে, এবং সে নরকের উত্তপ্ত প্রস্তর ভক্ষণ করিতে থাকিবে। পরে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহা ন্যূন করুক, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহা অধিক করুক।"—তর।

আনসের উক্তি ;—আন্‌সার কুলের এক ব্যক্তি হজরতের সমীপে আসিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গৃহে কি কোন বস্তু নাই?" তাহাতে সে বলিয়াছিল, "হাঁ একখানা ছিন্ন কম্বল আছে, তাহার একাংশে দেহাচ্ছাদন করি ও একাংশ (শয্যারূপে) প্রসারণ করিয়া থাকি, এবং দারুময় জলপাত্র আছে, তাহাতে জল পান করি।" তিনি বলিলেন, "আমার নিকটে এই দুই বস্তু আনয়ন কর।" পরে সে তাঁহার নিকটে তাহা আনয়ন করিল। তখন প্রেরিত পুরুষ সেই দুই বস্তুকে নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দুই জিনিষকে কে ক্রয় করিবে?" এক ব্যক্তি বলিল, "আমি এ দুইকে এক দরহম মুদ্রায় গ্রহণ করিব।" তিনি দুই বার অথবা তিন বার বলিলেন, "কে এক দরহম অপেক্ষা বৃদ্ধি করিবে?" এক ব্যক্তি বলিল, "আমি দুই দরহমে এই দুইটিকে ক্রয় করিব।" তখন তিনি তাহাকে সেই দুইটি বস্তু দান করিলেন। পরে তিনি সেই দুই দরহম গ্রহণপূর্ব্বক তাহা আন্‌সারীকে দিয়া বলিলেন, "ইহার একটী দ্বারা খাদ্য ক্রয় কর, এবং অপরটি দ্বারা কুঠার ক্রয় কর।" পরে আমার নিকটে উহা আনয়ন করিবে।" অবশেষে সে তাঁহার সান্নিধানে তাহা আনয়ন করিলে, তিনি কুঠারের দণ্ড স্বহস্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন, পরিশেষে বলিলেন, "যাও কাষ্ঠ ছেদন কর ও বিক্রয় কর। আমি যেন তোমাকে পনের দিন দেখিতে না পাই।" তখন সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল, কাষ্ঠ সংগ্রহ ও বিক্রয় করিতে লাগিল, পরে দশ দরহম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। অবশেষে সে তাহার কিয়দংশে বস্ত্র এবং কিয়দংশে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিল। তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "যাচ্ঞা করায় কেয়ামতের দিনে তাহা তোমার মুখমণ্ডলে কলঙ্করেখা হওয়া অপেক্ষা তোমার সম্বন্ধে ইহা কল্যাণজনক। ভূতলে বিলুণ্ঠিত (বিপন্ন) দরিদ্র, নিগৃহীত ঋণগ্রস্ত, হত্যাজন্য নিপীড়িত ঋণী এই তিন জনের সম্বন্ধে ব্যতীত অন্যের পক্ষে যাচ্ঞা করা বিহিত নহে।"—আবুদা।

[এব্‌নমাজ কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন।]

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিল, "যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হইয়া তাহা লোকের নিকটে উপস্থিত করে তাহাতে তাহা অবরুদ্ধ হয় না, এবং যে ব্যক্তি তাহা ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত করে সত্বরই ঈশ্বর তাহার জন্য সম্পত্তি বিধান

করেন, বা দ্রুতগতি মৃত্যু কিম্বা মন্দগতি স্বচ্ছলতা প্রেরণ করিয়া থাকেন।"—আবুদা তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

ফেরাসীর পুত্রের উক্তি ;—ফেরাসী বলিয়াছেন, আমি প্রেরিত পুরুষকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আমি কি যাচ্ঞা করিব? তখন হজরত বলিলেন, "যদি তোমার একান্ত আবশ্যক হয় তবে তুমি সাধু পুরুষদিগের নিকটে যাচ্ঞা করিও।"—আবুদা, নেসা।

এব্‌ন সয়িদের উক্তি * ;—ওমর ফারুক সদকা গ্রহণকার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন আমি তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তৎসহ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দানে আদেশ করিলেন। তাহাতে আমি বলিলাম, আমি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কাজ করিয়াছি এতদ্ভিন্ন নহে, ঈশ্বরের নিকটে আমার পারিশ্রমিক। তিনি বলিলেন,"তোমাকে যাহা প্রদত্ত হইতেছে তুমি তাহা গ্রহণ কর।" নিশ্চয় আমি হজরতের সময়ে এই কাজ করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন, তখন আমি তোমার উক্তির ন্যায় উক্তি করিয়াছিলাম। তাহাতে প্রেরিত পুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন,'যখন তোমাকে এমন কোন বস্তু দেওয়া হয় যাহা তুমি যাচ্ঞা কর নাই, তখন উহা ভোগ কর ও সদকা দান কর।"'—আবুদা।

আলির উক্তি ;—তিনি অরফার দিনে এক ব্যক্তিকে লোকের নিকটে যাচ্ঞা করিতে শুনিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি কি এই দিনে ও এই স্থানে ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নিকটে যাচ্ঞা করিতেছ †? পরে তিনি তাহাকে চাবুকের আঘাত করিয়াছিলেন।—রজিন।

ওমর ফারুকের উক্তি ;—জানিও মানবগণ, দৈন্যের কারণে ধনপ্রত্যাশা, ধনবত্তার জন্য অপ্রত্যাশা, এবং নিশ্চয় যখন কোন লোক কোন বিষয়ে নিরাশ হয়, তখন তদ্বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে।—রজিন।

সোবানের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"এমন কে আছে যে আমার সম্বন্ধে, প্রতিভূ হয় (আমার সঙ্গে নিয়মে বদ্ধ হয়) যে, লোকের নিকট কিছু চাহিবে না, অনন্তর আমি তাহার সম্বন্ধে স্বর্গলোকবিষয়ে প্রতিভূ হইবে।" তখন সোবান বলিয়াছিল যে, আমি। পরে সে কাহার নিকটে কিছুই যাচ্ঞা করিত না।—আবুদা, নেসা।

---

* ইনি এক জন হজরতের সহচর ছিলেন। হেজরি ৫৭ সালে শামদেশে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

† হজব্রত পালনের দিনকে অরফা বলে। সেই দিন হাজি লোকেরা মক্কার নয় ক্রোশ দূরে অরফাতনামক প্রশস্ত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

আবু জরের উক্তি ;—হজরত আমাকে ডাকিয়াছিলেন,এবং তিনি এই শর্ত্ত করিতে ছিলেন যে, "তুমি লোকের নিকট কিছু চাহিবে না।" আমি হাঁ বলিয়া সম্মত হইয়াছিলাম। হজরত বলিয়াছিলেন, "যখন তোমার চাবুক তোমা হইতে পড়িয়া যায়, যে পর্য্যন্ত না তুমি অবতরণ করিয়া তাহা গ্রহণ কর সে পর্য্যন্ত চাহিবে না।"—আদম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্যয় ও ব্যয়কুণ্ঠতা *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যদি আমার জন্য ওহুদ গিরির তুল্য সুবর্ণপুঞ্জ হয় অবশ্য তাহা আমাকে সন্তুষ্ট করিবে, কিন্তু নিশ্চয় ত্রিরাত্রি গত হইবে না যে, ঋণদানের জন্য যাহা রক্ষা করি সেই টুকু ব্যতীত আমার নিকটে তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বরকিঙ্করদিগের পক্ষে এমন কোন দিন উপস্থিত হয় না, যাহাতে দুই জন স্বর্গীয় দূত অবতরণ করেন না। তখন তাঁহাদের এক জন বলেন, 'হে পরমেশ্বর, অর্থব্যয়কারীকে তুমি (অর্থ) স্থানীয় কিছু দান কর।' অপর জনে বলেন, 'হে পরমেশ্বর, কৃপণকে (অর্থের) বিনাশক কিছু দাও।"'—উভয়।

আস্‌মায়ের উক্তি † ;—হজরত বলিয়াছেন, "তুমি দান করিও, গণনা করিও না, তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমার সম্বন্ধে গণনা করিবেন। তুমি ধন রক্ষা করিও না, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন ; যত দূর পার ব্যয় করিতে থাক।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বলিলেন, 'হে আদমের পুত্র, তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করিব।"'—উভয়।

আবু ওমামার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বলিলেন, 'হে আদমের তনয়, যদি তুমি অধিক ব্যয় কর, তবে তোমার পক্ষে ভালই, এবং তুমি কৃপণতা করিলে তোমার সম্বন্ধে অকল্যাণ। ভরণ পোষণোপযোগী অর্থরক্ষায় তুমি তিরস্কৃত হইবে না। ভরণ পোষণের ব্যয়াতিরিক্ত যাহা, তাহা তুমি দান কর।'"—মো।

---

* সাধারণতঃ এস্থানে ব্যয়শব্দে পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য অর্থ ব্যয়, স্থলবিশেষে সদকা দানও বুঝাইবে।

† ইনি আবুবেকরের কন্যা ও ওয়ামের পুত্র জোবয়রের পত্নী এবং হজরতের সহচরী দিগের অন্তর্গত ছিলেন। ইনি অতিশয় গুণবতী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মার্থ দাতা এবং কৃপণ এরূপ দুই ব্যক্তির তুল্য যাহারা লৌহ কবচে আচ্ছাদিত, প্রকৃত পক্ষে উভয়ের হস্ত উভয়ের বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠাস্থি পর্য্যন্ত চাপা, যখন সদকাদাতা সদকাদানে সমুদ্যত হয়, তখন উহা হইতে তাহা প্রসারিত হইয়া থাকে, এবং কৃপণ যখন সদকাদানে উদ্যত হয় তখন তাহা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ও প্রত্যেক আঙ্‌টী তাহাদের স্থানে জড়াইয়া রাকে *।"—উভয়।

আবেরের উক্ত ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হও,কেননা কেয়ামতের দিন অত্যাচার অন্ধকারপুঞ্জে পরিণত হয়,এবং কৃপণতা হইতে নিরস্ত হও, কেন না কৃপণতা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগকে বিনাশ করিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের শোণিতপাতে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করিয়াছে ও তাহাদের অবৈধ বস্তুকে বৈধ বুঝাইয়াছে।"—মো।

ওহবের পুত্র হারণার উক্তি † ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা সদকা দান কর, এমন সময় আসিবে যে, লোকে সদকা দিতে যাইবে, কিন্তু এমন লোক পাইবে না যে, তাহা গ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি বলিবে যদি তুমি এতৎসহ গত কল্য উপস্থিত হইতে তবে ইহা গ্রহণ করিতাম, কিন্তু অদ্য ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, কোন্ সদকা পুরস্কারানুসারে শ্রেষ্ঠ ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি তুমি সুস্থকায় কৃপণ হও, দরিদ্রতাকে ভয় কর, সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখ, কণ্ঠাগত প্রাণ হওয়া পর্য্যন্ত দানে বিলম্ব কর না, বল অমুক উত্তরাধিকারীর ইহা ও অমুকের ইহা এবং নিশ্চয় অমুকের ইহা (ইহাই শ্রেষ্ঠ সদকা)।—উভয়।"

আবুজরের উক্তি ;—আমি হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি কাবা মন্দিরের ছায়াতে উপবিষ্ট ছিলেন। পরে যখন তিনি আমাকে দেখিলেন, বলিলেন, "কাবার শপথ, ইহারাই অধিকতর ক্ষতিকারক।" তখন আমি বলিলাম, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীকৃত হউক, ইহরা কে ? তিনি বলিলেন, "যাহাদের অধিক ধন আছে, কিন্তু যাহারা এরূপ এরূপ করে, (অর্থাৎ ধন দান করে) ইহারা নয়। যাহারা ইহাদের দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে আছে ইহারা এরূপ (এরূপ দাতা) অল্প।"—উভয়।

---

* অর্থাৎ সদকাদানের সময় প্রকৃত দাতার বক্ষঃ ও হস্ত প্রশারিত হয়, কৃপণের হস্ত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

† ইনি ওমর কারেজের পুত্র অবদোল্লার বৈমাত্র ভ্রাতা হজরতের সহচর ছিলেন, হজরত ও হজরতের পত্নী হফ্‌সা হইতে হদিস কুফা নিবাসীদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "দাতা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী, স্বর্গোদ্যানের নিকটবর্ত্তী, লোকের অন্তরের নিকটবর্ত্তী, নরকানল হইতে দূরবর্ত্তী। কৃপণ ঈশ্বর হইতে দূরবর্ত্তী স্বর্গোদ্যান হইতে দূরবর্ত্তী, লোকের অন্তর হইতে দূরবর্ত্তী, নরকানলের নিকটবর্ত্তী। এবং নিশ্চয় বিমূঢ়দাতা কৃপণ তপস্বী অপেক্ষা ঈশ্বরের নিকটে প্রিয়তর।"—তর।

আবুসয়িদ খোদরীর উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় লোকের স্বীয় জীবদ্দশায় একটি দরহম সদকা দান করা তাহার মৃত্যুকালে একশত দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"—আবুদা।

আবুদর দার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন; "যে ব্যক্তি আপন মৃত্যুকালে সদকা দান করে, বা ক্রীত দাসকে মুক্ত করে সে, যে ব্যক্তি ভোজন তৃপ্তির সময়ে খাদ্য উপহার দেয় তাহার তুল্য।"—আহ, নেসা, দার, তর, সহ।

আবুবেকর সদ্দিকের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "প্রবঞ্চক ও কৃপণ এবং কৃতোপকারের বিনিময়প্রত্যাশী, এই তিন জন স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে না।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "উৎকণ্ঠাযুক্ত কৃপণতা, ভয়াকুল কাপুরুষতা, পুরুষে এই দুই স্বভাব নিকৃষ্ট *।—আবুদা।

[জেহাদ প্রকরণে ঈশ্বরেচ্ছায় আবু হোরয়রার হদিস উল্লিখিত হইবে, যাহার প্রথমে কৃপণতা ও বিশ্বাসে পরস্পর যোগ হয় না।]—।

তৃতীয় অধ্যায়।

আয়শার উক্তি;—হজরতের কোন পত্নী তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আমাদের মধ্যে কে সত্বর আপনার সঙ্গে মিলিত হইবে?" তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের হস্তের দীর্ঘতানুসারে হইবে।" তখন তাঁহারা তাহা পরিমাণ করিতে নলখণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সুদার হস্ত অধিকতর দীর্ঘ হইয়াছিল। পরে আমরা জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে, উহা সদকাসম্বন্ধীয় হস্তের প্রসার ভিন্ন নহে, এবং আমাদিগের মধ্যে জয়নব তাঁহার সঙ্গে সম্মিলনে সত্বর ছিলেন। যেহেতু তিনি সদকা দান ভাল বাসিতেন।—বো।

মোস্‌লেমের বিবৃতিতে—আয়শার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, "তোমা-

---

* উৎকণ্ঠাযুক্ত কৃপণতা, অর্থাৎ অর্থচ্যুতি হইল বলিয়া কৃপণের অস্থির হওয়া ও আর্ত্তনাদ করা, ভয়াকুল কাপুরুষতা, অর্থাৎ প্রাণ বা বহির্গত হয়, অর্থাভাবে বা মরিয়া যাই, এই ভয়ে চিৎকার করা।

দের হস্তের প্রসারানুসারে আমার সঙ্গে তোমাদের দ্রুততর সম্মিলন ঘটিবে।" অপিচ তাঁহাদের মধ্যে কাহার হস্ত অধিকতর দীর্ঘ এ বিষয়ে বাদানুবাদ হইতেছিল। তিনি (আয়শা) বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে জয়নবের হস্ত অধিকতর দীর্ঘ ছিল। যেতেতু তিনি স্বহস্তে কাজ করিতেন ও সদকা দান করিতেন।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "নিশ্চয় আমি সদকা দান করিব।" পরে সে সদকা উপস্থিত করিয়াছিল, এবং তাহা এক চোরের হস্তে দিয়াছিল। অনন্তর প্রাতঃকালে লোক সকল পরস্পর বলিতে লাগিল যে, এই রাত্রিতে এক চোরকে দান করা হইয়াছে। তখন সে বলিয়াছিল, "হে পরমেশ্বর, তস্করকে দানে তোমারই সম্যক্ প্রশংসা, নিশ্চয়ই আমি সদকাদান করিব।" পরে সে সদকা বাহির করিয়া তাহা এক জন ব্যভিচারিণীর হস্তে অর্পণ করিল। অবশেষে প্রাতঃকালে লোকে বলিতে লাগিল, "এই রাত্রিতে এক ব্যভিচারিণীকে সদকা দেওয়া হইয়াছে।" তখন সে বলিল, হে পরমেশ্বর ব্যভিচারিণীকে দানসম্বন্ধে তোমারই সম্যক্ প্রশংসা। একান্তই আমি সদকা দিব।" পরে সে সদকা বাহির করিয়া তাহা একজন ধনীর হস্তে সমর্পণ করিল। অবশেগে প্রাতঃকালে লোকে পরস্পর বলিতে লাগিল, "এই রাত্রিতে এক জন ধনীকে সদকা দেওয়া হইয়াছে।" তখন সে বলিয়াছিল,"হে পরমেশ্বর,তস্করকে, ব্যভিচারীকে ও ধনীকে দানসম্বন্ধে তোমারই সম্যক্ প্রশংসা।" পরে সে স্বপ্নে দেখিল যে, তখন তাহাকে এরূপ বলা হইতেছিল, "কিন্তু চোরের প্রতি তোমার সদকা, সম্ভবতঃ তাহাকে তাহার চৌর্য্য হইতে মুক্ত করিবে, কিন্তু ব্যভিচারিণী, সম্ভবতঃ তাহাকে তাহার ব্যভিচার হইতে নিবৃত্ত রাখিবে, অপিচ ধনী, সম্ভবতঃ সে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, পরে ঈশ্বর তাহাকে যাহা দান করিবেন সে তাহার সদ্ব্যয় করিবে।"—বো।

[বোখারীর কথা।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন; "ভূতলের এক বিস্তৃত কান্তারে আমাদের নিকটে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল,তখন সে বারিদমণ্ডলে এরূপ শব্দ শুনিয়াছিল যে, 'অমুকের উদ্যানে জল সিঞ্চন কর।' পরে সেই বারিবাহ স্থানান্তরিত হয়, এবং বারিধারা প্রস্তর ভূমিতে বর্ষণ করে। পরিশেষে অকস্মাৎ এক জলপ্রণালী সেই জলপ্রবাহের সমগ্র জল গ্রহণ করিয়া কোমল ক্ষেত্রে সঞ্চারণ করে। তখন সে সেই জলের অনুসরণ করিয়া চলিল। সেই সময় এক ব্যক্তি নিজের উদ্যানে দণ্ডায়মান ছিল, সে কোদালী যোগে জল ঘুরাইয়া তাহাতে সঞ্চারণ করিল। আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,'হে ঈশ্বরকিঙ্কর, তোমার নাম কি?' সে বলিল,'নাম অমুক।' সে, বারিদমণ্ডলে যাহা শ্রবণ করিয়াছিল উহা সেই নাম। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঈশ্বরের ভৃত্য, তুমি আমাকে কেন নাম জিজ্ঞাসা করিলে?' সে (আগন্তুক) বলিল,

যাহার এই জল সেই মেঘের মধ্যে আমি এক শব্দ শুনিয়াছিলাম যে, তোমার নাম করিয়া বলিতেছিল, 'অমুকের উদ্যানে জল সিঞ্চন কর।' পরে তুমি এস্থানে কি কাজ করিতেছ?" সে বলিল, 'যখন তুমি ইহা বলিলে, তখন আমি এমন বিষয়ে লক্ষ্য করিব যাহাতে উহা হইতে কিছু লাভ হয়। অনন্তর আমি ইহার এক তৃতীয়াংশ সদকা দিব, এবং এক তৃতীয়াংশ আমি আমার পরিবার সহ ভোগ করিব, এবং এক তৃতীয়াংশ ইহাতে (এই উদ্যানের কার্য্যে) ব্যয় করিব।"'—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, হজরত বলিতেছিলেন, "এস্রায়িল বংশে একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ও একজন কেশশূন্য (টাকপড়া মস্তক) এবং এক অন্ধ এই তিন জন ছিল। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাদের নিকটে এক ফেরেশ্‌তা (স্বর্গীয় দূত) প্রেরণ করিলেন। তখন তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্তের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নিকটে কি প্রিয়তর?' সে বলিল, 'উত্তম বর্ণ ও উত্তম চর্ম্ম এবং লোকের নিকটে যাহা আমাকে একান্ত ঘৃণিত করিয়াছে, আমা হইতে তাহা দূর হওয়া।' তখন তিনি তাহাকে স্পর্শ করিলেন, তাহাতে তাহা হইতে মালিন্য চলিয়া গেল, এবং তাহাকে উত্তম বর্ণ ও উত্তম চর্ম্ম প্রদত্ত হইল। পরে তিমি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ সামগ্রী তোমার নিকটে প্রিয়তর?' সে বলিল, 'উষ্ট্র।' অথবা গো বলিয়াছিল। এস্‌হাকের সন্দেহ ছিল * কিন্তু কুষ্ঠ রোগী ও টাক পড়া ব্যক্তি এই দুইয়ের একজন উষ্ট্র ও অপর জন গো প্রিয়তর বলিয়াছিল। তখন তাহাকে দশম মাস গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রদত্ত হইল। পরে তিনি বলিলেন, 'পরমেশ্বর ইহাতে তোমার কল্যাণ বিধান করুন।' অনন্তর তিনি টাক পড়া ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নিকটে কি প্রিয়তর?' সে বলিল, 'উৎকৃষ্ট কেশ, যাহা আমাকে লোকের নিকটে ঘৃণিত করিয়াছে তাহা আমা হইতে দূর হওয়া।' তখন তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, তাহাতে তাহা হইতে উহা দূর হইল; এবং তাহাকে উত্তম কেশপুঞ্জ প্রদত্ত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নিকটে কোন্ সামগ্রী প্রিয়তর?' সে বলিল, 'গোধন।' তখন গর্ভবতী গাভী প্রদত্ত হইল। তিনি বলিলেন, 'পরমেশ্বর ইহাতে তোমার কল্যাণ বিধান করুন।" অনন্তর তিনি অন্ধের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকটে কি প্রিয়তর?' সে বলিল, 'পরমেশ্বর যদি আমার প্রতি দৃষ্টিশক্তি প্রত্যর্পণ করেন, তবে আমি তাহাতে লোকজন দর্শন করিতে পারি।' তখন তিনি তাহাকে স্পর্শ করিলেন। তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শনশক্তি দিলেন। তিনি (স্বর্গীয় দূত) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নিকটে কোন্ সামগ্রী অধিকতর প্রিয়?' সে বলিল, 'ছাগপশু।' তখন তাহাকে বহু প্রসবকারিণী অজা দেওয়া হইল। পরে সেই দুই পশু এবং এই পশু

* এস্‌হাক এই হদিসের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন

প্রসব করিল। অবশেষে প্রথম ব্যক্তির প্রান্তরময় উষ্ট্র ও দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রান্তরময় গোপশু এবং ইহার প্রান্তরময় ছাগপশু হইয়া উঠিল। তৎপর যে কুষ্ঠরোগী স্বীয় রূপে ও স্বীয় আকৃতিতে উপনীত হইয়াছিল, তিনি (দেবতা) তাহাকে বলিলেন, 'আমি একজন দরিদ্র, আমার স্থানান্তর গমনের উপায় ছিন্ন হইয়াছে, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত আজ আমার গতি নাই, তদনন্তর তোমার সাহায্য। যিনি তোমাকে উত্তম বর্ণ ও উত্তম ত্বক্ এবং সম্পদ্ প্রদান করিয়াছেন তাঁহার নামে তোমার নিকটে একটি উষ্ট্র প্রার্থনা করিতেছি যাহা দ্বারা আমি দেশান্তর গমনে সমর্থ হইব।' তখন সে বলিল, 'বহু গ্রাহক আছে।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমি যেন তোমাকে চিনিতেছি, তুমি কি দরিদ্র কুষ্ঠরোগী ছিলে না যে, লোকে তোমাকে ঘৃণা করিত, পরে পরমেশ্বর তোমাকে সম্পদ্ প্রদান করিয়াছেন?' তাহাতে সে বলিল, 'আমি এই সম্পদ্ পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারিসূত্রে অধিকারী হইয়াছি, এতদ্ভিন্ন নহে।' তখন তিনি বলিলেন, 'যদি তুমি অসত্যবাদী হও, তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমাকে পূর্ব্বাবস্থায় উপস্থিত করুন।' অনন্তর তিনি নিজের সেই আকৃতিতে কেশহীন ব্যক্তির নিকটে যাইয়া তাহাকে সেইরূপ বলিলেন, সে তদ্রূপ তাঁহাকে উত্তর দান করিল। তখন তিনি বলিলেন, 'যদি তুমি অসত্যবাদী হও, তাহা হইলে তুমি যেরূপ ছিলে পরমেশ্বর তোমাকে সেইরূপে পরিণত করুন।' পরে তিনি সেই অন্ধের নিকটে নিজের সেই আকৃতিতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমি একজন দরিদ্র পুরুষ, এবং পথিক, আমার স্থানান্তর গমনের উপায় ছিন্ন হইয়াছে, অদ্য আমার জন্য ঈশ্বরের ও তৎপর তোমার সাহায্য ভিন্ন গতি নাই, যিনি তোমাকে তোমার দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছেন তাঁহার নামে আমি তোমার নিকটে একটি ছাগপশু ভিক্ষা করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার স্থানান্তরগমন হইবে।' তাহাতে সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি অন্ধ ছিলাম, পরমেশ্বর আমাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়াছেন, তুমি যাহা ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, যাহা ইচ্ছা, রাখিয়া দাও। অনন্তর ঈশ্বরের শপথ যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তুমি যাহা গ্রহণ করিবে এরূপ কোন বিষয়ে আমি তোমাকে বাধা দিব না।' তখন তিনি বলিলেন, 'তুমি তোমার সম্পত্তি রক্ষা কর। তোমরা পরীক্ষিত হইয়াছ এতদ্ভিন্ন নহে। নিশ্চয় তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন এবং তোমার সহযোগী দ্বয়ের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন।"'—উভয়।

ওম্ম বোজয়দার উক্তি *;—প্রেরিতপুরুষ, দরিদ্র ভিক্ষুক আমার দ্বারে উপস্থিত হয়, তাহার হস্তে অর্পণ করি এমন কিছুই আমার ঘরে নাই। হজরত বলিলেন, "ছাগাদি পশুর শুষ্ক স্তন থাকিলে তাহার হস্তে অর্পণ করিবে †।"—আহ, আবুদা'তর।

---

* ওম্ম বোজয়দা অর্থাৎ বোজদার মাতা, ইহার প্রকৃত নাম হবা। ইনি হজরতের আনসাবংশ সম্ভূতা সহচরী ছিলেন।

† অর্থাৎ কিছু অকিঞ্চিৎকর বস্তু থাকিলেও দিবে।

ওস্‌মানের দাসের উক্তি ;—একদা ওম্মসোলমাকে এক খণ্ড মাংস উপহার দান করা হইয়াছিল। প্রেরিত পুরুষ মাংস ভাল বাসিতেন তখন তিনি (ওম্মসোলমা) স্বীয় দাসীকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ইহা গৃহে রাখিয়া দাও, হয়তো হজরত ইহা ভক্ষণ করিবেন।" তাহাতে সে ঘরের ক্ষুদ্র তাকে উহা রাখিয়া দিল। পরে এক জন ভিক্ষুক আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "তোমরা কিছু সদকা দাও, ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে কল্যাণ বিধান করিবেন।" তখন গৃহের লোকেরা বলিল, "তোমার সম্বন্ধে ঈশ্বর কল্যাণ বিধান করুণ।" তাহাতে ভিক্ষুক চলিয়া গেল। পরে প্রেরিত পুরুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওম্মসোলমা, তোমার নিকটে কিছু খাদ্য আছে কি ?" তখন তিনি বলিলেন, "হাঁ আছে," দাসীকে আদেশ করিলেন, "যাও, সেই মাংস হজরতকে আনিয়া দাও।" তাহাতে সে গেল, তাকে এক খণ্ড শ্বেত প্রস্তর ভিন্ন অন্য কিছুই পাইল না। তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "নিশ্চয় সেই মাংস প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। যেহেতু তাহা ভিক্ষুককে দেওয়া হয় নাই।"—দলায়লনস্‌ওয়া গ্রন্থে বয়হকী।

আবুজরের উক্তি ;—তিনি ওস্‌মানের নিকটে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্য অনুমতি দান হয়, এবং তাঁহার হস্তে এক যষ্টি ছিল। তখন ওস্‌মান বলিলেন, "কাব, অবদোর্‌রহমাণের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সম্পত্তি রাখিয়াছেন, সে বিষয়ে তুমি কি ভাবিতেছ ?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "যদি তিনি (অবদোর্‌ রহমাণ) ঐশ্বরিক সত্বে যোগ দিতেন, (সদকা দিতেন) তাহা হইলে কোন শঙ্কা ছিল না।" তখন আবুজর যষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক কাবকে আঘাত করিয়া বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, 'যদি আমার জন্য এই পর্ব্বত স্বর্ণময় হয় পরে আমি তাহা সদকাতে দান করি, এবং আমা হইতে তাহা গৃহীত হয়, আমি উহা ভাল বাসি না যে, আমি তাহা হইতে ছয় এওকিয়া আমার পশ্চাতে রাখিয়া দিব।' হে ওস্‌মান, ঈশ্বরের নামে তোমাকে শপথ দান করিতেছি তুমি ইহা শুনিয়াছ কি ?" তিন বার বলা হইল। তিনি বলিলেন, "হাঁ শুনিয়াছি * ।—আবু।

হারেসের পুত্র ওক্‌বার উক্তি † ;—মদিনাতে আমি হজরত মোহম্মদের অনুসরণে নমাজ পরিয়াছিলাম। পরে তিনি সলাম করিয়া সত্বর দণ্ডায়মান হন,

---

* আবুজর হজরতের একজন পরম বৈরাগী দীনাত্মা সহচর ছিলেন, সফর না করা, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনতা আশ্রয় করা তাঁহার বিশেষ ধর্ম্মমত ছিল। প্রকৃত ব্যবস্থা এই যে, যে সম্পত্তির জকাত দেওয়া হয় সেই সম্পত্তিসম্বন্ধে দণ্ডভয় নাই। এই বিষয়ে বৈধাবৈধ লইয়া দমস্কাপতি মাবিয়ার সঙ্গে অনেক বিচার ও বাদানুবাদ হইয়াছিল।

† ইনি কোরেশ বংশীয় হজরতের সহচর ছিলেন, "মক্কাবিজয়ের দিন ওস্‌মান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এবং লোকের স্কন্ধদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার পত্নী দিগের কাহারও কুটীরের দিকে চলিয়া গেলেন। তখন মণ্ডলী তাঁহার ব্যস্ততাবশতঃ ভীত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদের দিকে চলিয়া আসিলেন, এবং দেখিলেন যে, তাঁহার সত্বরতার জন্য তাঁহারা বাস্তবিক বিস্মিত হইয়াছেন, বলিলেন, "আমার নিকটে বিশুদ্ধ সুবর্ণ ঘটিত কিছু ছিল, তাহা স্মরণ হইয়াছিল, তাহা আমাকে নমাজে বাধা দিয়াছে, ইহা আমি অসঙ্গত ভাবিয়াছিলাম, অতএব তাহা বিতরণ করিতে আদেশ করিয়া আসিয়াছি।"—বো।

[বোখারীর অন্যতর বিবৃতিতে এইরূপ আছে ; "আমি সদকা সম্বন্ধে বিশুদ্ধ স্বর্ণ গৃহে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। পরে তাহা এক রাত্রি থাকা আমি অসঙ্গত মনে করিয়াছি।"]

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষের ছয়টী বা সাতটী দিনার (মুদ্রাবিশেষ) তাঁহার রোগের সময়ে আমার নিকটে ছিল। তখন হজরত আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, "উহা বিতরণ করিয়া ফেল"। প্রেরিত পুরুষের বেদনা আমাকে ব্যস্ত রাখিয়াছিল। তদনন্তর তিনি সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি সেই ছয় বা সাত মুদ্রা কি করিয়াছ?" আমি বলিয়াছিলাম, ঈশ্বরের শপথ, আমি তাহা দান করি নাই। সত্য সত্যই আপনার পীড়া আমাকে ব্যস্ত রাখিয়াছে। তখন তিনি তাহা আনিতে বলিলেন, তৎপর তাহা নিজের করতলে স্থাপন করিলেন, এবং বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ কি মনে করেন, যদি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সম্মিলন ঘটে আর এই মুদ্রা তাঁহার নিকটে থাকিবে।"—আবু।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বেলালের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে পুঞ্জীভূত শুষ্ক খর্জ্জুর ছিল। তাহা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বেলাল" ইহা কি? "তিনি (বেলাল) বলিলেন" "ইহা আমি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তুমি কি ভয় পাইতেছ না যে, তুমি তজ্জন্য ভবিষ্যতে কেয়ামত দিবসীর নরকানলের উত্তাপ ভোগ করিবে। হে বেলাল, তুমি ইহা ব্যয় কর, স্বর্গাধিপতি হইতে দৈন্যদশা পঁহুছিবে বলিয়া ভীত হইও না।"

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, নিশ্চয় বদান্যতা স্বর্গলোকে বৃক্ষস্বরূপ, যে ব্যক্তি দাতা সে তাহার কোন শাখা অবলম্বন করে, যে পর্য্যন্ত না তাহাকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যায় সে পর্য্যন্ত সে উহা পরিত্যাগ করে না। কৃপণতা নরকলোকে তরু বিশেষ, যে ব্যক্তি কৃপণ সে তাহার এক শাখা আশ্রয় করিয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত না তাহাকে নরকানলে লইয়া যায় সে পর্য্যন্ত সে উহা পরিত্যাগ করে না। এই হদিস ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হদিস এবন মাজ কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে।—শোয়োল্ ইমান গ্রন্থে বয়হকী।

আলির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সদকাদানে তোমরা অগ্রসর হও। যেহেতু বিঘ্ন তাহাকে অতিক্রম করে না।"—রাজন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সদকাদানের মাহাত্ম্য *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি একটি শুষ্ক খর্জ্জুর ফলের তুল্য সদকা দান করে সে যেন বিশুদ্ধ উপার্জ্জিত বস্তু হইতে দেয়। পরমেশ্বর বিশুদ্ধ বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন, তৎপর তিনি তাহা তাহার অধিপতির জন্য যেমন তোমাদের কেহ অশ্বশাবককে রক্ষা করে তদ্রূপ পর্ব্বত তুল্য হওয়া পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া থাকেন।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "কোন সদকা সম্পত্তির ক্ষতি করে না ও পরমেশ্বর ক্ষমা করার জন্য কোন দাসের গৌরব বৃদ্ধি ভিন্ন করেন না, এবং ঈশ্বরোদ্দেশ্যে এমন কেহ বিনীত হয় না যে ঈশ্বর তাহাকে সমুন্নত করেন না।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন দ্রব্যপুঞ্জের দুইটি বস্তু ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ব্যয় করে, স্বর্গোদ্যানের দ্বার সকল হইতে তাহাকে ডাকা হয়। স্বর্গোদ্যানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দ্বার আছে। অনন্তর যে ব্যক্তি নমাজী হয় তাহাকে নমাজের দ্বার হইতে আহ্বান করা হইয়া থাকে ও যে ব্যক্তি ধর্ম্মযোদ্ধা, তাহাকে ধর্ম্মযুদ্ধের দ্বার হইতে ডাকা হয়, এবং যে ব্যক্তি সদকাদাতা হয় সে সদকার দ্বার হইতে আহূত হইয়া থাকে, অপিচ যে ব্যক্তি রোজা (উপবাস) ব্রতধারী হয়, তাহাকে উক্ত ব্রতধারীদের দ্বার হইতে ডাকা হয়।" তখন আবুবেকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই সমুদায় দ্বার হইতেও কি ডাকা হয় যাহা কাহারও পক্ষে প্রয়োজন হয় না, তবে কোন ব্যক্তিকে কি সেই সমগ্র দ্বার হইতে ডাকা হয়?" তিনি বলিলেন, "হাঁ। আমি আশা করি (হে আবুবেকর) তুমি তাঁহাদের অন্তর্গত, (সমুদায় দ্বারের লোকদিগের অন্তর্গত) হইবে।"—উভয়।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আজ তোমাদের

---

* যথাবিধি বা তাহার অতিরিক্ত দানকে সদকা বলিয়া থাকে। "সদক" শব্দের অর্থ সাত্বিকতা, এজন্য ইহার নাম সদকা রাখা হইয়াছে। তাহাতে বিশ্বাসের পূর্ণতার প্রমাণ প্রকাশ পায়। জকাত নাম এজন্য হইয়াছে যে, উহা দাতাকে শুদ্ধ করিয়া থাকে ও তাহাদের বিশ্বাসের শুদ্ধতা ব্যক্ত করে। 'জকিয়া' শব্দ হইতে জকাত শব্দ উৎপন্ন ; জকিয়া শব্দের অর্থ শুদ্ধতা-সাধন।

মধ্যে কে উপবাস ব্রতধারী হইয়া রাত্রি প্রভাত করিয়াছে?" আবুবেকর বলিলেন "আমি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনন্তর তোমাদের মধ্যে কে আজ জনাজার (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার) অনুসরণ করিয়াছে?" আবুবেকর বলিলেন, "আমি।" তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "পরে অদ্য তোমাদিগের মধ্যে কে দরিদ্রকে আহার দান করিয়াছে?" আবুবেকর বলিলেন, "আমি।" তিনি বলিলেন, "এমন কোন ব্যক্তিতে এই চারি বিষয় মিলিত হয় না যে, সে স্বর্গলোকে গমন করেন না।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "হে মোসলমান নারীগণ, ছাগপশুর খুর হইলেও (অকিঞ্চিৎকর হইলেও) তোমাদের কোন প্রতিবেশিনী স্বীয় প্রতিবেশিনীকে (সদকাদানে) যেন তুচ্ছ না করে।"—উভয়।

জাবের ও হোজয়ফার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সমুদায় সৎকার্য্যই সদকাস্বরূপ।"—উভয়।

আবুজরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "তুমি কোন সৎকার্য্যকে তুচ্ছ মনে করিও না, যদি তোমার উপস্থিতি তোমার ভ্রাতাকে প্রফুল্লানন করে তাহাও সৎকার্য্য।"—মো।

আবুমুসা আশরীর উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "সদকাদান প্রত্যেক মোসলমানের সম্বন্ধে সমুচিত।" সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি কিছু না থাকে?" তিনি বলিলেন, "(কিছু প্রাপ্তির জন্য) আপন উভয় হস্তে কার্য্য করিবে। তাহাতে নিজে লাভ করিবে ও সদকা দিবে।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরন্তু যদি কাজ করিতে কেহ সমর্থ না হয়, অথবা কাজ না করে?" তিনি বলিলেন, "তবে অভাবগ্রস্ত ও আর্ত্তজনের সহায়তা করিবে।" তাঁহারা বলিলেন, "যদি না করে।" তিনি বলিলেন, "তবে ভাল কথা কহিবে।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা যদি না কহে?" তিনি বলিলেন, "তবে মন্দ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। পরিশেষে তাহাই তাহার সম্বন্ধে সদকা হইবে।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মনুষ্যের যে সকল অস্থিসন্ধি আছে, তৎসম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা সদকা;* প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইলে, দুই জনের (অর্থী প্রত্যর্থীর) সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করা সদকা, এবং কোন ব্যক্তিকে তাহার বাহন সম্বন্ধে সহায়তা করা, পরে তদুপরি তাহাকে বহন করান, অথবা তাহার দ্রব্যজাত তদুপরি উত্থাপন করা, সদকা।" উত্তম কথা সদকা, নমাজোদ্দেশ্যে প্রত্যেক পদস্থাপন সদকা, (প্রস্তর কণ্টকাদি) পীড়াজনক বস্তু পথ হইতে অপসারণ করা সদকা।"—উভয়।

আয়শার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর আদমের সন্তানগণের অন্তর্গত

---

* মনুষ্যের অস্থিগ্রন্থি বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নিগূঢ় জ্ঞান কৌশল বিদ্যমান, সে সকল লোকের সুখ সম্পদের উপায়। তজ্জন্য কৃতজ্ঞ দান হইলে সদকা দানের ফল হয়।

প্রত্যেকে মনুষ্যকে ৩৬০টি অস্থিগ্রন্থিযোগে সৃজন করিয়াছেন। অনন্তর যে ব্যক্তি আল্লাহো আক্‌বর (তকবির) বলে, ঈশ্বরই সম্যক্ প্রশংসা (তম্‌হিদ) ও আল্লাহ আল্লাহ (তহলিল) বলে, এবং বিশুদ্ধ ভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ, (তস্‌বিহ), অপিচ ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা (এস্তগফার) করে—হে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা কর বলে, অথবা লোকের গম্য পথ হইতে কোন প্রস্তর বা কোন কণ্টক কিংবা কোন অস্থিখণ্ড অপসারিত করে, কিংবা বিহিত কর্ম্মে আদেশ (আমরে মারুফ) এবং অবিহিত কর্ম্মে নিষেধ (নিহিয় মেন্‌কর) করে, সেই ৩৬০ গণনাতে বলে বা করে, বস্তুতঃ সেই দিন সে স্বীয় জীবনকে নরকানল হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া থাকে।"—মো।

আবুজরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় প্রত্যেক তস্‌বিহে সদকা হয়, প্রত্যেক তক্‌বিরে সদকা ও প্রত্যেক তম্‌হিদে সদকা, এবং প্রত্যেক তহলিলে সদকা ও প্রতি আমরে মারুফে সদকা, এবং প্রত্যেক নহি মেন্‌করে সদকা হয়, এবং তোমাদের কাহারও স্ত্রী সঙ্গ করায় সদকা হইয়া থাকে।" সহচরগন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, আমাদের কেহ স্বীয় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে ও তাহার সম্বন্ধে তদ্বিষয়ে কি পুরস্কার হইবে ?" তিনি বলিলেন, "তোমরা আমাকে জ্ঞাপন কর, যদি তাহা অবৈধ যোগ হয় তাহাতে তাহার উপর পাপের ভার হয় কি ? অতএব তদ্রূপ,যখন তাহার বৈধ যোগ হয় তখন তাহার জন্য পুরস্কার আছে।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নব-প্রসূতি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী ও নবপ্রসূতী দুগ্ধবতী ছাগী যে পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে পাত্রপূর্ণ দুগ্ধ দান করিয়া লাভ-যুক্ত করে, তাহা উত্তম সদকা।"—উভয়।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এমন কোন মোসলমান নাই যে, বৃক্ষ রোপণ করে ও শস্য বপন করে তাহা হইতে মনুষ্য বা পক্ষী কিংবা পশু ভক্ষণ করে, তজ্জন্য সদকা হয় না।"—উভয়।

[মোস্‌লমের বিবৃতিতে জাবেরের উক্তি ;—যাহার যাহা চুরি গিয়াছে উহা তাহার জন্য সদকা।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এমন ব্যভিচারিণী নারীকে ক্ষমা করা হইয়াছে যে, জিহ্বা বহির্গত, তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগে সমুদ্যত এমন এক কুকুরের সহিত সে কূপ প্রান্তে গিয়া স্বীয় মুজা আকর্ষণ করিয়াছিল ও তাহা স্বীয় অবগুণ্ঠন বস্ত্রের সঙ্গে বাঁধিয়াছিল, পরে তাহার জন্য কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া ছিল। এজন্য তাহাকে ক্ষমা করা হইয়াছে।" প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "আমাদের জন্য কি পশুদিগের প্রতি উপকারে কোন পুরস্কার আছে ?" তিনি বলিলেন, "প্রত্যেক অহিংস্র জীবের হিতসাধনে পুরস্কার আছে।"—উভয়।

এব্‌ন ওমর ও আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "একটী নারী শাস্তি-

গ্রস্ত হইয়াছিল, যেহেতু সে এক মার্জ্জারকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এত দূর হইল যে, সে ক্ষুধায় মরিয়া গেল। সেই স্ত্রী তাহাকে আহার দেয় নাই, এবং তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই যে, সে ভূতলের কোন ক্ষুদ্র জীবকে ভক্ষণ করিবে।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এক ব্যক্তি বর্ত্মোপরিস্থ এক বৃক্ষশাখায় যাইয়া বলিয়াছিল, 'ইহাকে আমি মোসলমানদিগের পথ হইতে অপসারিত করিব, তাহাতে উহা তাহাদিগকে ক্লেশ দান করিবে না।' অনন্তর সে স্বর্গলোকে সমানীত হইয়াছিল।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "সত্য সত্য আমি এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে, স্বর্গোদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটি বৃক্ষ রাস্তার উপরে ছিল, তাহাতে লোকের ক্লেশ হইতেছিল, সে তাহা কাটিয়া ফেলায়াছিল, তজ্জন্য (এই পুরস্কার) হইয়াছিল।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—আমি বলিয়াছিলাম, হে ঐশ্বরিক তত্ত্ববাহক, আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দান করুন, যাহাতে আমি উপকৃত হই। তিনি বলিয়াছিলেন,"তুমি মোসলমানদিগের পথ হইতে যাহা কষ্ট দায়ক তাহা দূর করিও।"—মো।

[ঈশ্বরেচ্ছায় অবিলম্বে আমরা হাতেম তায়ীর পুত্র অদির হদিসের উল্লেখ করিব। তাহাতে এলামাত নসত্ত অধ্যায়ে" নরকানল হইতে সাবধান হও।" এই কথা আছে।]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেলামের পুত্র অবদোল্লার উক্তি *;—যখন স্বর্গীয় সংবাদবাহক মদিনায় পদার্পণ করিলেন তখন আমি তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম, তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন করিয়াই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার মুখ অসত্য উক্তির মুখ নহে। তিনি প্রথমে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই ছিল, "হে লোক সকল, এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার কর, ভোজ্য দান কর, আত্মীয়দিগের সঙ্গে সদ্ভাবে মিলিত হও, রজনীতে যখন লোক সকল নিদ্রাভিভূত, তখন নমাজ পড়, সুখে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।"—তর, এব্‌নমা দার।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন "পুনর্জীবনদাতা ঈশ্বরের (রহমাণের) অর্চ্চনা কর, ভোজ্যদান কর, এস্‌লাম ধর্ম্মকে প্রচার কর, শান্তিতে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।"—তর, এব্‌নমা।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় সদকা ঐশ্বরিক ক্রোধানল নির্ব্বাণ করে, কুমৃত্যু নিবারণ করিয়া থাকে।"—তর।

জাবেরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "প্রত্যেক সৎকর্ম্ম (আমরে মারুফ)

---

* ইনি একজন ইহুদি জাতীয় পণ্ডিত, হজরতের সহচর ছিলেন।

সদকাস্বরূপ, নিশ্চয় স্বীয় ভ্রাতার সঙ্গে প্রফুল্লবদনে তোমার সম্মিলন ও স্বীয় জল-পাত্র হইতে ভ্রাতার পাত্রে জল নিক্ষেপ করা সৎকর্ম্মের অন্তর্গত।"—আহ, তর।

আবু জরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমার ভ্রাতার সম্মুখে তোমার ঈষদ্ হাস্য সদকাস্বরূপ, সৎকর্ম্মে তোমার আদেশ সদকাস্বরূপ ও কুকর্ম্মে নিষেধ সদকা, এবং পথভ্রান্তির ভূমিতে কোন ব্যক্তিকে তোমার পথপ্রদর্শন তোমার জন্য সদকা, এবং অন্ধকে তোমার সাহায্যদান তোমার পক্ষে সদকা, প্রস্তর, কণ্টক ও অস্থিখণ্ড পথ হইতে তোমার দূর করা তোমার পক্ষে সদকা। তোমার জলপাত্র হইতে স্বীয় ভ্রাতার জলপাত্রে জল নিক্ষেপ করা তোমার পক্ষে সদকা।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরীব।]

এবাদার পুত্র সাদের উক্তি * ;—তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, সাদের মাতা (আমার মাতা) পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জন্য কীদৃশ সদকাদান শ্রেয়ঃ।" তিনি (হজরত) বলিয়াছিলেন, "জলদান।" তখন তিনি (সাদ) কূপ খনন করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন "ইহা সাদের মাতার জন্য হইল।"—অবুদা, নেসা।

আবু সয়িদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে মোসলমান অন্য মোসলমানকে বস্ত্রাভাবের অবস্থায় বস্ত্র পরিধান করায়, পরমেশ্বর তাহাকে স্বর্গোদ্যানে হরিদ্ বসন পরাইয়া থাকেন, এবং যে কোন মোসলমান ক্ষুধার অবস্থায় অন্য কোন মোসলমানকে আহার দান করে, পরমেশ্বর তাহাকে স্বর্গোদ্যানের ফল ভোজন করান। অপিচ যে কোন মোসলমান তৃষ্ণার অবস্থায় অন্য কোন মোসলমানকে জল পান করায়, পরমেশ্বর তাহাকে শীলমোহর করা পাত্র হইতে বিশুদ্ধ সুরা পান করাইয়া থাকেন।"—আবুদা, তর।

কয়সের কন্যা ফাতেমার উক্তি † ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় সম্পত্তি সম্বন্ধে জকাত ব্যতীত অন্য স্বত্ব আছে।" তৎপর তিনি "লয়সাল্ বর্‌আন্ তওল্লো উজ্‌হো কোম্ কেব্‌লেল মশ্‌রকেওঅল্ মগরবে" ইত্যাদি আয়তের শেষ পর্য্যন্ত পড়িলেন ‡।—তর, এব্‌মা, দার।

বোহয়সা স্বীয় পিতা হইতে শুনিয়া বলিয়াছেন § ;—তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া-

---

* ইনি আন্‌সার দলভুক্ত একজন প্রসিদ্ধ সহচর ও ঈশ্বরানুগৃহীত লোক ছিলেন।

† ইনি কোরেশ বংশীয় প্রথম মোহাজ্জের দলস্থ সহচরী ছিলেন।

‡ অর্থাৎ বিহিত সদকা দান ব্যতীত সম্পত্তিসম্বন্ধে অপর সদকা দানও বিধেয়। উহা অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য। নমাজ রোজা ইত্যাদি সদকার মধ্যে গণ্য। লয়সা বর্‌র আল্ ইত্যাদি আয়তাংশের অর্থ প্রাতঃ সন্ধ্যা তোমাদের বিমুখ হওয়া উচিত নয়। নমাজে বিমুখ হওয়া ইহার মর্ম্ম হইবে।

§ ইনি কোরেশ বংশীয় প্রথম মোহাজ্জের দলস্থ সহচরী ছিলেন।

ছিলেন "প্রেরিত পুরুষ, এমন বস্তু কি যাহা দানে বারণ করা উচিত নয়?" তিনি বলিয়াছিলেন, "জল।" তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে ঐশ্বরিক সংবাদবাহক, এমন বস্তু কি যাহা দানে নিষেধ করা বৈধ নয়?" তিনি বলিয়াছিলেন, "লবণ।" প্রশ্ন, "হে স্বর্গীয় সংবাদবাহক, এমন বস্তু কি যাহা দানে নিবারণ করা শ্রেয়ঃ নহে।" তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার যে কোন সৎকর্ম্ম করা হয়, তোমার তাহা নিত্য করা শ্রেয় *।—আবুদা।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মৃত ভূমিকে সজীব (উর্ব্বরা) করে, তাহার জন্য তাহাতে পুরস্কার আছে। তাহার উপস্বত্ব যাহা ভোগ করা হয় অনন্তর উহাই তাহার জন্য সদকা।"—দার।

বরায়ের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি দুগ্ধবতী (উষ্ট্রী বা ছাগী) কি'বা মুদ্রা ধার দেয় † এবং কোন পথভ্রান্তকে পথপ্রদর্শন করে তাহার জন্য ক্রীত দাসকে মুক্তি দানের পুরস্কার হয়।"—তর।

আবু জোরয়ার উক্তি ‡;—আমি মদিনাতে গিয়া এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম যে, লোকে তাঁহার মতানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, তিনি এমন কোন কথা বলেন না যে, তাহারা তদনুসারে কার্য্য করে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইনি কে?" লোকে বলিল, "ইনি প্রেরিত পুরুষ।" আমি দুই বার বলিলাম, হে ঈশ্বরের প্রেরিত, অলয়কস্‌সেলোম (আপনার প্রতি সেলাম।) তিনি বলিলেন, বলিও না অলয়কস্‌সেলাম, অলয়কস্‌সেলাম মৃতকে সঞ্জীবিত করে § "সেলাম অলয়কোম্ বল।" আমি বলিলাম, "আপনি ঈশ্বরের প্রেরিত।" তখন তিনি বলিলেন, "আমি সেই ঈশ্বরের প্রেরিত তুমি ক্লেশে পতিত হইয়া ডাকিলে যিনি তোমা হইতে তাহা দূর করিয়া থাকেন, তুমি দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে যিনি তোমার জন্য শস্যোৎপাদন করেন, তুমি মরুভূমিতে অর্থবা

---

* অর্থাৎ যে ধর্ম্মার্থ সকল দান (খয়রাত) তুমি করিতে ইচ্ছা কর এবং করিতে পার কর, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিও না এবং অন্যকেও নিষেধ করিত না।

† এস্থলে ধার শব্দে সুদ গ্রহণ না করিয়া কাহাকে তাহার উপকারের জন্য কিয়ৎকালের নিমিত্ত দেওয়া।

‡ ইহাঁর প্রকৃত নাম জাবের, ইহার পিতার নাম সোলিম। কেহ কেহ বলেন, ইনি জাবেরের পুত্র সোলিম। সোলিমের পুত্র জাবের, এই কথাই সত্য ও অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। ইনি, একজন সহচর ছিলেন। ইহাঁ কর্ত্তৃক বিবৃত হদিসের সংখ্যা অত্যল্প। ইহা হইতে শ্রবণ করিয়া সিরিণের পুত্র মোহম্মদ হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন।

§ অর্থাৎ এসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অলয়কস্‌সোলম বলা হইত। সেই রূপ বলার রীতি বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণ তাহা বলিলে মৃত রীতিকে জীবিত করা হয়। সেলাম অলয়কোম্ বর্ত্তমানে প্রচলিত হইয়াছে।

(হদিস বক্তার সন্দেহ সূচক) প্রান্তরে স্বীয় বাহন হারাইয়া প্রার্থনা করিলে যিনি তাহা তোমার নিকটে ফিরাইয়া দেন।" আমি বলিলাম, "আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।" তিনি বলিলেন, "তুমি কাহাকেও গালিদেবে না।" তৎপর আমি কোন স্বাধীন লোক বা ক্রীত দাসকে এবং উষ্ট্র ও ছাগ পশুকে পর্য্যন্ত গালি দান করি নাই"। অপিচ বলিলেন, "কোন হিতানুষ্ঠানকে তুমি তুচ্ছ করিও না, এবং তুমি স্বীয় ভ্রাতার সঙ্গে কথপোকথন কালে তাহার প্রতি আপন মুখমণ্ডলকে প্রফুল্ল রাখিবে। বস্তুতঃ ইহাও হিতানুষ্ঠানের অন্তর্গত। পরন্তু আপন ইজারকে জানুর নিম্নভাগের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত সমুত্থাপিত রাখিও, ইহাতে তুমি সম্মত না হইলে চরণাস্থির নিম্ন সন্ধি স্থান পর্য্যন্ত উত্থাপিত রাখিবে। ইজার ঝুলানে নিবৃত্ত থাকিও। যেহেতু ইহা অহঙ্কারের অন্তর্গত। নিশ্চয় ঈশ্বর অহঙ্কার ভাল বাসেন না। যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় ও তোমাতে যে দোষ আছে তাহা জানে তজ্জন্য তোমাকে ভৎর্সনা করে তবে তাহা হইতে তুমি যাহা জানিয়াছ তন্নিমিত্ত তাহাকে ভৎর্সনা করিও না। যেহেতু তাহার সম্বন্ধে উহা অকল্যাণ।"—আবুদা।

[তরমোজী তাঁহা হইতে (আবুদাউদ হইতে) হদিস সেলাম পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে—"পরে তোমার জন্য উহা কল্যাণ এবং তাহার সম্বন্ধে অকল্যাণ হইবে।"]

আয়শার উক্তি ;—পরিবারস্থ লোকেরা একটী ছাগী জব করিয়াছিল। হজরত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তাহার (বিতরণের) পর কি অবশিষ্ট আছে ?" তিনি (আয়শা) বলিয়াছিলেন, তাহার স্কন্ধদেশ ব্যতীত অবশিষ্ট নাই। তিনি (হজরত) বলিলেন; "তাহার স্কন্ধ ব্যতীত তাহার সমুদয় অবশিষ্ট আছে *।—তর।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "এমন কোন মোসলমান নাই যে, কোন মোসলমানকে বস্ত্র পরিধান করাইয়াছ যে, যেকাল পর্য্যন্ত না তাহা ছিন্ন হইয়াছে সে পর্য্যন্ত তাহা রক্ষিত হয় নাই।"—আহ,তর।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লা হজরতের সম্বন্ধে ইহা চালনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন," পরমেশ্বর তিন ব্যক্তিকে প্রেম করেন। যে ব্যক্তি রজনীতে গাত্রোত্থান করিয়া ঐশ্বরিক গ্রন্থ পাঠ করে। যে ব্যক্তি স্বীয় দক্ষিণ হস্তে সদকা দান করিয়া থাকে, এবং তাহা গোপন করে। মনে হইতেছে যে, তিনি বলিয়াছেন, "বামহস্ত সম্বন্ধে গোপন করে।" যে ব্যক্তি সৈন্য শ্রেণীরতে আছে ; পরে তাহার সঙ্গিগণ পলায়ন করিয়া যায়, কিন্তু সে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হয়।"—তর।

[তিনি বলিয়াছেন, এই হদিস সুরক্ষিত নহে। ইহা আইয়াশের পুত্র আবুবেকরের বিবৃতি, সম্পূর্ণ মিথ্যা। তরমোজীরই বিশেষ বিবৃতি।]

---

* অর্থাৎ যাহা বিতরণ করা হইয়াছে কল্পস্বরূপ তাহা আছে।

আবু জরের উক্তি—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর তিন শ্রেণীর লোককে প্রেম করেন, তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরন্তু যাহাদিগকে ঈশ্বর ভাল বাসেন তাহাদের এক জন এক দলে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের নামে তাহাদের নিকটে যাচ্ঞা করিল, কিন্তু তাহাদের ও তাহার মধ্যে স্বগণতাজন্য সে প্রার্থনা করে নাই, তখন এক ব্যক্তি সেই দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাকে গোপনে দান করিল, যাহাকে দেওয়া হইল সে এবং সেই দান ঈশ্বর ব্যতীত অন্যে জানিতে পারিল না। এক দল রাত্রিতে এ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, যখন নিদ্রা তাহাদের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিল, তাহারা আপনাদের মস্তক স্থাপন করিয়াছিল, তখন তাহাদের এক জন উত্থিত হইয়া কোরাণের আয়ত সকল পড়িতে লাগিল (অন্যতর পুস্তকে) তাহাদের কেহ সমুত্থিত হইয়া স্তব স্তুতি করিতে লাগিল, । এক ব্যক্তি সৈন্যদলে ছিল, সে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইল, তাহারা (সেনাদল) পরাভূত হইল, পরে সে স্বীয় বক্ষঃস্থল বিস্তার করিয়া এতদূর অগ্রসর হইল যে, সে নিহত হইল বা তাহার জয় লাভ হইল। যাহাদের প্রতি ঈশ্বর বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই তিন শ্রেণীর লোক এই ;—১ পরদারাভিগামী বৃদ্ধ, ২ অহঙ্কারী দরিদ্র, ৩ অত্যাচারী ধনী।"—তর, নেসা।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর যখন পৃথিবী সৃজন করিলেন তখন উহা স্পন্দন করিতে লাগিল, পরে পর্ব্বত সকল সৃজন করিয়া তাহাদিগকে তদুপরি স্থাপন করিলেন, তাহাতে উহা স্থির হইল। তখন ফোরেশ্‌তাগণ (দেবগণ) পর্ব্বত সকলের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রতিপালক, 'আপনার সৃষ্টির মধ্যে শৈলরাজি অপেক্ষা দৃঢ়তর কিছু আছে কি?' তিনি বলিয়াছিলেন, 'হাঁ লৌহ।' তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে প্রতিপালক আপনার সৃষ্টির মধ্যে দৃঢ়তর কোন বস্তু আছে কি?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ আছে, অনল।' তখন তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার সৃষ্টির মধ্যে অগ্নি অপেক্ষা দৃঢ়তর কিছু আছে কি?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ আছে জল।' তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে প্রভো, আপনার সৃষ্টি মধ্যে সলিল অপেক্ষা দৃঢ়তর কোন বস্তু আছে কি?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ আছে, অনিল।' তখন তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন, 'হে প্রতিপালক, আপনার সৃষ্টিমধ্যে বায়ু অপেক্ষা দৃঢ়তর কোন বস্তু আছে কি?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ সেই আদম সন্তান যে স্বীয় দক্ষিণ হস্তে সদকা দান করিয়া আপন বাম হস্তের নিকটে গোপন রাখিয়াছে।'"—তরমোজী।

[তিনি বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব। কেতাবোল্‌ইমানে মাজের হদিস যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই ;—"সদকা অপরাধ সকল বিলুপ্ত করিয়া থাকে।"]

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু জরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "এমন কোন মোসলমান দাস নাই যে, সে তাহার প্রত্যেক সম্পত্তি হইতে যুগল বস্তু ঈশ্বরোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছে, এ দিকে স্বর্গলোকের প্রতিহারিগণ তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করে নাই ও তাহাদের প্রত্যেকে তাহার নিকটে যাহা আছে তৎসম্বন্ধে (আদর পূর্ব্বক) তাহাকে আহ্বান করে নাই।" আমি (আবুজর) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, উহা (বস্তুযুগল) কিরূপ ? তিনি বলিয়াছিলেন, "উষ্ট্র থাকিলে দুইটি উষ্ট্র,যদি গাভী থাকে তবে দুইটী গাভী।"—নেসা।

অবদোল্লার পুত্র মরসদের উক্তি * ;—হজরতের কোন সহচর আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছেন যে, "বিশ্বাসীর সদকা (ধর্ম্মার্থদান) কেয়ামতের দিনে তাহার আশ্রয়স্বরূপ হয়।"—আহ।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আশুরাতে (মহরম মাসের দশম দিবসে) স্বীয় পরিবারের প্রতি মুক্তভাবে অর্থ বিতরণ করে পরমেশ্বর তাহার প্রতি সমুদায় সম্বৎসর মুক্ত ভাব ধারণ করেন।" সুফিয়ান সুরী বলিয়াছেন, "প্রকৃত পক্ষে আমি ইহা পরীক্ষা করিয়াছি, এরূপই পাইয়াছি।"—রজিন।

[বয়হকী, শাবোবাল ইমান গ্রন্থে আবুহোরয়রা, আবু সয়িদ এবং জাবের হইতে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি এই হদিসকে দুর্ব্বল বলিয়াছেন।]

আবু ওমামার উক্তি † ;—আবুজর বলিয়াছেন, "হে ঐশ্বরিক সংবাদবাহক, আপনি আমাকে সদকার কি ফল জ্ঞাপন করুন।" তিনি বলিয়াছিলেন, "দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক, এবং ঈশ্বরের নিকটে অতিশয় অধিক ‡।"—আহ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্রেষ্ঠ সদকা।

প্রথম অধ্যায়।

আবুহোরয়রা ও হেজামের পুত্র হকিমের উক্তি § ;—হজরত বলিয়াছেন, "সেই

---

* ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী, মেসর দেশের ব্যবস্থাপক (মোফ্‌তী) ছিলেন।

† আবুওমামানামক হজরতের একজন অনুগামীও ছিলেন, কিন্তু সহচর আবুওমামাই প্রসিদ্ধ। তিনি আবুওমামা (ওমামার পিতা) এই সম্পর্কগত নামেই পরিচিত ছিলেন।

‡ অর্থাৎ অন্য বিষয়ে ধনবিতরণ ও দানের ফল অপেক্ষা সদকার ফল দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক, এমন কি শত গুণ ফল।

§ হকিম হজরতের একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গী, খদিজা দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কোরেশবর্গের মধ্যে

দ্রব্যই শ্রেষ্ঠ সদকার যোগ্য, যাহা সম্পত্তি (পরিবারের ভরণপোষণযোগ্য সম্পত্তি) রূপে রক্ষা করা হয়, স্বগণের প্রতি তুমি উহা আরম্ভ করিও।"—বো।

[মোস্‌লেম কেবল হেজামের পুত্র হকিমের উক্তি বিবৃত করিয়াছেন। বোখারী আবু হোরয়রার ও হকিম এই দুই জনের সমবেত উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব হাকমের উক্তি বোখারী ও মোস্‌লেম উভয় কর্ত্তৃক বিবৃত।]

আবু মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, যখন "মোসলমান স্বীয় পরিজনকে ধন বিতরণ করে ও (তাহা ধর্ম্মার্থ দান) মনে করিয়া থাকে, তখন তাহার জন্য তাহা সদকা স্বরূপ (দান দুঃখীকে দান স্বরূপ) হয়।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের পথে (জেহাদে) তুমি একটি দিনার (মুদ্রাবিশেষ) বিতরণ করিলে, দাসত্বমোচনে একটি দিনার বিতরণ করিলে ও দরিদ্রকে একটি দিনার সদকা দান করিলে, এবং তুমি একটি দিনার স্বীয় পরিজনকে দান করিলে, স্বীয় পরিজনকে তুমি যাহা দান করিলে পুরস্কারানুসারে তাহা শ্রেষ্ঠ।"—মো।

সোবানের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "লোকে যে মুদ্রা (দিনার) বিতরণ করে তন্মধ্যে যে মুদ্রা স্বীয় পরিবারের প্রতি বিতরণ করিয়া থাকে, এবং যে মুদ্রা জেহাদের অশ্বাদি পশুসংগ্রহে বিতরণ করে, এবং যে মুদ্রা জেহাদে প্রবৃত্ত লোকদিগের সম্বন্ধে ব্যয় করে তাহা শ্রেষ্ঠ মুদ্রা।"—মো।

ওম্ম সোলমার উক্তি ;—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আমি যদি আবু সোলমার পুত্রগণের সম্বন্ধে অর্থ বিতরণ করি তাহাতে কি আমার ফল আছে? উহারা আমার পুত্র এ তদ্ভিন্ন নহে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি তাহাদের প্রতি বিতরণ কর, তুমি তাহাদের প্রতি যাহা দিবে তজ্জন্য তোমার সম্বন্ধে পুরস্কার আছে।"—উভয়।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার পত্নীর জয়নবের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছিলেন, "হে নারীগণ, তোমাদের আভরণ থাকিলেও তোমরা সদকা দান করিও।" তখন আমি অবদোল্লার নিকটে গিয়া বলিয়াছিলাম যে, তুমি একজন দরিদ্র পুরুষ, নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে সদকাদানে আদেশ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। পরে যদি তোমার ও তোমার সন্তানসম্বন্ধে দান আমার পক্ষে ফল বিধান করে আমি দিব, অথবা তোমাদিগকে ছাড়া অন্য জনকে উহা বিতরণ করিব। তখন অবদোল্লা আমাকে বলিল, "বরং তুমিই তাঁহার নিকটে যাও। "তাহাতে আমি গেলাম, এবং প্রেরিত পুরুষের গৃহদ্বারে আন্‌সারকুলের এক নারীর সঙ্গে আমার

একজন সম্ভ্রান্তলোক ছিলেন। ইঁহার বয়ঃক্রম একশত বিশ বৎসর হইয়াছিল। ইনি ৬০ বৎসর পৌত্তলিকতায় এবং ৬০ বৎসর এস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয়ে যাপন করিয়াছেন।

সাক্ষাৎ হইল। আমার যে প্রয়োজন তাঁহারও সেই প্রয়োজন ছিল। প্রেরিত পুরুষ প্রতাপান্বিত ছিলেন *। তখন আমাদের নিকটে বেলাল উপস্থিত হইলেন, আমরা তাঁহাকে বলিলাম, আপনি প্রেরিত পুরুষের নিকটে যাইয়া জ্ঞাপন করুন যে, দুইটি স্ত্রী লোক দ্বারে উপস্থিত আছে, তাহারা তাহাদের স্বামী ও তাহাদের ক্রোড়স্থ অপগোণ্ড সন্তানগণসম্বন্ধে তাহাদের সদকাদানের ফলের কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে, এবং আমরা কে তাঁহাকে ইহা জ্ঞাপন করিবেন না। অনন্তর বেলাল হজরতের নিকটে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন যে,"সে দুই জন স্ত্রী কে ?" বেলাল বলিলেন, "ঞান্সারকুলের এক স্ত্রী এবং জয়নব।" তখন প্রেরিত পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়নব দিগের মধ্যে কোন্ জয়নব ?" তিনি বলিলেন, "আব-দোল্লার পত্নী।" তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "তাহাদের সম্বন্ধে দ্বিবিধ ফল, এক ফল স্বগণতার জন্য (স্বগণকে দানের জন্য) অপর ফল সদকার জন্য।"—উভয়।

[মোস্‌লেমের কথা।]

হারেসের কন্যা ময়মুনার উক্তি ;—তিনি প্রেরিতপুরুষের জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিলেন। এক গৃহজাত দাসীকে মুক্তিদান করিয়াছি বলিয়া প্রেরিতপুরুষকে জানাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি তুমি তাহাকে তাহার মাতুলদিগকে দান করিতে তোমার সম্বন্ধে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ ফল হইত †।"—উভয়।

আয়শার উক্তি :—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে, তাহাদের কাহাকে আমি উপহার দিব ? তিনি বলিয়াছেন,"যে ব্যক্তি তোমার গৃহদ্বারের অধিকতর নিকটবর্ত্তী তাহাকে দাও।"—বো।

আবু জরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তুমি মাংসের ঝোল প্রস্তুত কর, তখন তাহা জলদানে অধিক করিও, স্বীয় প্রতিবেশীকে দানে ইচ্ছা জানাইও।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রেরিত পুরুষ, কোন্ সদকা শ্রেষ্ঠ ? তিনি বলিয়াছিলেন, "অক্ষম অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে ও সর্ব্বাগ্রে তোমার পারিবারিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে দেও।"—আবুদা।

---

* অর্থাৎ হজরতের মহাপ্রতাপও ছিল, সাধারণে তাঁহার নিকটে সহজে উপস্থিত হইতে পারিত না।

† অর্থাৎ মুক্তিদানের সঙ্গে স্বগণকে দান করিলে অধিকতর পুরস্কার হয়।

আমেরের পুত্র সোলয়মানের উক্তি *;—হজরত বলিয়াছেন, "দরিদ্রের প্রতি সদকাদানে সদকার ফল, এবং উহা স্বগণকে দানে দ্বিবিধ ফল—সদকা ও স্বগণকে দানের ফল।"—আহ, তর, নেসা, এব্‌নমা, দার।

আবুহোরয়রার উক্তি;—এক ব্যক্তি হজরতের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, "আমার নিকটে একটী মুদ্রা আছে।" তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি তাহা তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর।" সে বলিয়াছিল, "আমার নিকটে আর একটী আছে।" তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি তাহা স্বীয় পুত্রকে দান কর।" সে বলিয়াছিল, "আমার নিকটে আরও আছে।" তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি তাহা আপন পরিবারকে দাও।" সে বলিয়াছিল, "আমার নিকটে আরও আছে।" তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি তাহা তোমার পরিচারককে প্রদান কর।" সে বলিয়াছিল, "আমার নিকটে আরও আছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি জান তাহা কাহাকে দিবে।"—আবুদা, নেসা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমি কি তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বিষয় জ্ঞাপন করিব না, যে ব্যক্তি জেহাদে যাইবার জন্য স্বীয় অশ্বকে রক্ষা করে? আমি কি তোমাদিগকে যে জন তাহার অনুগামী তাহার বিষয় জ্ঞাপন করিব না, যে ব্যক্তি স্বীয় ছাগ পশুদল সহ নির্জ্জনবাসী হইয়া তৎসম্বন্ধে ঐশ্বরিক স্বত্ব (সদকা) প্রদান করিয়া থাকে? আমি কি তোমাদিগকে নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিব না, যে ব্যক্তির নিকটে ঈশ্বরের নামে ভিক্ষা চাওয়া হইয়াছে, সে তাহা দান করে নাই?"—তব, নেসা, দার।

ওম্মবোজ্বয়দার উক্তি †;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যদ্যপি গবাদি পশুর দগ্ধ খুর হয় তবে ভিক্ষুককে ফিরাইও।"—মালে নেসা।

[তরমোজী ও আবুদাউদ ইহার মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছেন।]

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নামে আশ্রয়প্রার্থী হয় তোমরা তাহাকে আশ্রয় দান করিও, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নামে যাচ্ঞা করে তাহাকে দান করিও, এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করে তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিও। অপিচ যে ব্যক্তি তোমাদের হিতসাধন করে, তাহাকে উহার বিনিময় দান করিও। যদি তাহাকে বিনিময় দানের জন্য কিছু প্রাপ্ত না হও; যে পর্য্যন্ত না তাহাকে বিনিময় দিয়াছ বোধ কর, সে পর্য্যন্ত তাহার জন্য প্রার্থনা করিও।"—আহ, আবুদা, নেসা।

* ইনি এক জন হজরতের সহচর ছিলেন।

† ইনি আন্‌সারদলস্থ মহিলা ছিলেন।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্বর্গলোক ভিন্ন প্রার্থনা করা যায় না।"—আবু।

তৃতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—মদিনা নগরে আন্‌সারদলে আবু তলহার খোর্ম্মা ফলের উদ্যান-সম্পত্তি অধিক ছিল *। তাহার সম্পত্তির মধ্যে বয়রজায় উদ্যান তাহার নিকটে অধিকতর প্রিয় ছিল, এবং তাহা মস্‌জেদের সম্মুখ ভাগে ছিল। হজরত তন্মধ্যে যাইতেন, এবং তত্রত্য বিশুদ্ধ জল পান করিতেন। "লন্ তনালু বর্‌রা হত্তা তন্‌ফকু মেন্না তহব্বুনা।" অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তোমরা যাহা ভালবাস তাহা বিতরণ না কর সে পর্য্যন্ত তোমরা কল্যাণ লাভ করিবে না। যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হইল তখন আবু তল্‌হা হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, "প্রেরিতপুরুষ, লন্ তন্‌ফকো, আয়তে এই বলে, এবং আমার নিকটে অধিকতর প্রিয় সম্পত্তি বয়রজায়। "নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সদকা হইল, আমি তাহার ফল ঈশ্বরের নিকট সঞ্চিত রাখিবার প্রত্যাশা করি। অতএব যেখানে ঈশ্বর আপনাকে নির্দ্দেশ করেন আপনি ইহা রাখিয়া দিন।" তখন হজরত বলিলেন, "এই সম্পত্তি লাভজনক, তাহার দান গৌরবের বিষয়। বস্তুতঃ তুমি যাহা বলিলে আমি তাহা শ্রবণ করিলাম, নিশ্চয় আমি বুঝিতেছি যে, ইহা তুমি আপন স্বগণদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দাও।" তখন আবু তল্‌হা বলিল, "হাঁ তাহাই করিব।" পরে আবু তল্‌হা তাহা স্বীয় আত্মীয়গণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিল।—উভয়।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন,"ক্ষুধার্ত্তকে তৃপ্তি দান করা শ্রেষ্ঠ সদকা।"—শাবোল্ ইমানে বয়হকী।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বামীর সম্পত্তি হইতে স্ত্রীলোকের দান †

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন কোন স্ত্রী নিজের গৃহের অনপচিত

* ইনি হজরজের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর এবং তস্যআনসের অর্থাৎ আনসের মাতার স্বামী ছিলেন।

† এই পরিচ্ছেদের অন্তর্গত হদিস সকলের মধ্যে প্রভুর পক্ষ হইতে দাসের এবং স্বামীর ধন হইতে ধনরক্ষকের অর্থ ব্যয় করা সম্বন্ধীয় হদিস আছে।

অন্ন বিতরন করে তখন সে তাহা বিতরণ করিয়াছে বলিয়া তাহার জন্য তৎসম্বন্ধীয় পুরস্কার হয়, এবং তাহা উপর্জ্জন করিয়াছিল বলিয়া তাহার স্বামীর জন্য তৎসম্বন্ধীয় পুস্কার হইয়া থাকে,এবং ধনরক্ষকের সম্বন্ধেও এইরূপ হয় ; অন্নরক্ষকের সম্বন্ধেও এইরূপ হয়। তাহাদের কেহ কাহারও পুরস্কার কিছুই খর্ব্ব করে না।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন কোন স্ত্রী আপন স্বামীর উপার্জ্জিত কিছু তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে বিতরণ করে, তখন তাহার জন্য তাহার অর্দ্ধ পুরস্কার হয়।"—উভয়।

আবুমুসা অশরীর উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মোসলমান বিশ্বস্ত ধন-রক্ষক যাহা দান করিতে তাহাকে আদেশ করা হইয়াছে, সে যদি আপন আন্তরিক অতি সন্তোষানুসারে তাহা পূর্ণভাবে দান করে, অনন্তর যাহার সম্বন্ধে সে আদিষ্ট হইয়াছে তাহার নিকটে সে তাহা পঁহুছাইয়া দেয়, তবে সে দুই জন সদকাকারীর মধ্যে একজন হয় *।"—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—এক ব্যক্তি প্রেরিতপুরুষকে বলিয়াছিল যে, "আমার মাতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমি মনে করিতেছি যদি তিনি কথা কহিতে পারিতেন, তবে সদকা দিতেন। যদি আমি তাঁহার হইয়া সদকা দান করি তবে তৎ ফল তাঁহার সম্বন্ধে কি হইবে?" তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ হইবে †।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবুওমামার উক্তি ;—হজ্জতোল্‌ওদার বৎসরে হজরতকে খোত্‌বা পড়িবার সময় আমি এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "স্ত্রী স্বীয় স্বামীর গৃহের কোন দ্রব্য তাঁহার আদেশ ব্যতীত বিতরণ করিবে না।" তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, অন্নও কি দিবে না?" তিনি বলিয়াছিলেন, "উহা সম্পত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ‡।"—তর।

সাদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মদীক্ষা দান করিলেন তখন এক সম্মানিত মহিলা বোধ হয় তিনি অজরবংশীয় মহিলাদিগের অন্তর্গত ছিলেন, দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন, "হে ঐশ্বরিক তত্ত্ববাহক, আমরা আমাদের পিতা, পুত্র ও পতির পোষ্য, আমাদের সম্বন্ধে তাহাদিগের সম্পত্তির কোন্ বস্তু

* অর্থাৎ দুই জন সদকাদাতার এক জন হন। সেই দুইয়ের একজন ধনস্বামী।

† এই হদিস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সদকার ফল মৃত ব্যক্তিও লাভ করিয়া থাকে।

‡ খাদ্য সামগ্রী শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, যেহেতু মনুষ্য তাহাদ্বারা জীবন ধারণ করে, উহা তাহাদের জীবনোপায়। এস্থলে খাদ্য সামগ্রী শস্যপুঞ্জ ও শুষ্ক ফল ইত্যাদি, রাঁধা খাদ্য দ্রব্য নহে। তাহা স্বামীর আদেশ ব্যতীত স্ত্রী বিতরণ করিতে পারে।

বৈধ?" তিনি বলিয়াছেন, সরস খাদ্য। তাহা তোমরা ভোগ ও বিতরণ করিতে থাক *।—আবুদা।

তৃতিয় অধ্যায়।

আবিলহমের ভৃত্য অমিরের উক্তি †;—আমাকে আমার প্রভু মাংস শুষ্ক করিবার জন্য করিয়াছিলেন। তখন আমার নিকটে এক দরিদ্র উপস্থিত হয়, আমি উহা হইতে তাহাকে খাইতে দিয়াছিলাম। পরে আমার প্রভু ইহা জানিতে পাইয়া আমাকে প্রহার করিয়াছিলেন। অবশেষে আমি প্রেরিতপুরুষের নিকটে যাইয়া ইহা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তখন তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ইহাকে কি জন্য প্রহার করিলে?" তিনি বলিলেন, "এ আমার অনুমতি ব্যতীত আমার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করিয়া থাকে। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের দুইয়ের পক্ষেই ইহাতে পুরস্কার রহিয়াছে। "অন্য বিবৃতিতে "আমি দাস ছিলাম, হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমি কি আমার প্রভুর সম্পত্তি হইতে কিছু সদকা দিতে পারি? তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ দাও, এবং তোমাদের উভয়ের পক্ষে অর্দ্ধাংশ করিয়া ইহার ফল নির্দ্দিষ্ট।"—মো।

দশম পরিচ্ছেদ।

দান (সদকা) প্রাতিগ্রহণ করিবে না।

প্রথম অধ্যায়।

ওমর ফারুকের উক্তি;—আমি জেহাদে এক ব্যক্তিকে অশ্বোপরি আরোহণ করাইয়াছিলাম ‡। যাহার নিকটে তাহা ছিল সে তাহা (অযত্নে) নষ্ট করিয়াছিল। পরে আমি তাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এবং ভাবিয়াছিলাম সে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিবে। অবশেষে আমি হজরতের এ বিষয়ে নিকটে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি তাহা ক্রয় করিও না, একটী মুদ্রায় (দরহম) তোমাকে দান করিলেও নিজের প্রদত্ত সদকা পুনর্গ্রহণ করিও না। নিজের সদকা পুনর্গ্রহণ

* রাঁধা অন্ন ভাজা ফল ইত্যাদি সরস খাদ্য দ্রব্য।

† এই ব্যক্তি হজরতের সহচর ছিল, খয়বরের যুদ্ধে যোগ দান করিয়াছিল। সে স্বীয় প্রভু আবিলহম হইতে হদিস ব্যক্ত করিয়াছে। আবিলহম হজরতের একজন প্রসিদ্ধ পুরাতন সহচর ছিলেন। তিনি হোনয়নের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। আবিলহমের অর্থ মাংস প্রতিষেধকারী। ইনি যখন পৌত্তলিক ছিলেন, তখন পুত্তলের উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত মাংস ভক্ষণ করিতেন না, এজন্য ইনি আবিলহম নামে পরিচিত হইয়াছেন।

‡ অর্থাৎ জেহাদে প্রবৃত্ত এমন একজন যোদ্ধাকে অশ্ব দান করিয়াছিলাম।

কুকুরের স্বীয় উদ্গিরিত বস্তুতে পুনঃ প্রবৃত্ত হওয়ার তুল্য। অন্য বিবৃতিতে—তুমি নিজের প্রদত্ত সদকা পুনর্গ্রহণ করিও না, যেহেতু প্রদত্ত সদকা পুনর্গ্রহণ উদ্গমিত বস্তু পুনর্ভক্ষণ তুল্য।"—উভয়।

বোরয়দার উক্তি ;—আমি হজরতের নিকটে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ একটী স্ত্রীলোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, নিশ্চয় আমি আমার মাতাকে একটী দাসী দান করিয়াছি, এবং তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "তোমার জন্য পুরস্কার স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং তোমার প্রতি উহার স্বত্ব পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবে।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিতপুরুষ, তাঁহার সম্বন্ধে একমাস রোজা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, অনন্তর তাঁহার পক্ষে কি আমি রোজা পালন করিব?" তিনি বলিলেন, "তুমি তাঁহার সম্বন্ধে রোজা পালন কর।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কখনও হজ্জব্রত পালন করেন নাই, আমি তাঁহার হইয়া হজ্জ করিব?" তিনি বলিলেন, "হাঁ তুমি তাঁহার সম্বন্ধে হজ্জব্রত সাধন কর।"—মো।

রোজা প্রকরণ *।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন রমজান মাস উপস্থিত হয় তখন আকাশের দ্বার সকল প্রমুক্ত হইয়া থাকে।" এবং অন্য বিবৃতিতে—"স্বর্গোদ্যানের দ্বার সকল উন্মুক্ত ও নরক লোকের দ্বার সম্বদ্ধ এবং শয়তান সকল শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।" অপর বিবৃতিতে—"দয়ার দ্বার উন্মুক্ত হয়।"—উভয়।

সাদের পুত্র সহলের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন,—"স্বর্গলোকে আটটি দ্বার বিদ্যমান, তন্মধ্যে এক দ্বার আছে, তাহার রইয়াণ (তৃপ্তি) নাম রাখা হইয়াছে, তাহাতে রোজাব্রতধারিগণ ভিন্ন অন্যে প্রবেশ করে না।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও আশাপূর্ব্বক রমজান মাসে উপবাস ব্রত পালন করে, তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষমা হইয়া থাকে।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "মনুষ্যের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এইরূপ পুরস্কার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; একটি সৎকার্য্যের তাহার অনুরূপ দশ গুণ, ইহার (শুদ্ধ সঙ্কল্প ও যত্ন পরিশ্রমানুসারে) সাত শত গুণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'রোজা ইহার অন্তর্গত নহে, আমি তজ্জন্য (প্রচুর) পুরস্কার দিব, যেহেতু উহা আমার জন্য হইয়া থাকে। আমার নিমিত্ত (উক্ত ব্রতধারী) আপন কামনা ও আপন খাদ্য পরিত্যাগ করে।' রোজাব্রতধারীর দুইটি আনন্দ, পারণার সময়ের আনন্দ, এবং স্বীয় প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন কালের আনন্দ। নিশ্চয় উপবাসব্রতধারীর মুখগন্ধ মৃগনাভির গন্ধ অপেক্ষা ঈশ্বরের নিকটে প্রিয়তর। রোজা (পাপনিবারণে) ঢাল স্বরূপ। রোজার দিনে তোমাদের কেহ যেন কুকথা ও অশ্লীল কথা না বলে,

---

* ভোগে নিবৃত্ত থাকা—ভোজন পান এবং স্ত্রী সহবাস হইতে নিবৃত্ত থাকা রোজা। রোজা ও নমাজ এই দুই অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি ? কাহারও মতে রোজা শ্রেষ্ঠ, কাহারও মতে নমাজ শ্রেষ্ঠ। উক্ত হইয়াছে যে, সমুদায় অনুষ্ঠানের মধ্যে নমাজ শ্রেষ্ঠ, তাহার অনুসরণ কর। আবার ইহাও হদিসে উক্ত হইয়াছে যে, তোমার রোজা ব্রত পালন করিতে হইবে, যেহেতু উহার তুলনা নাই।

অনন্তর যদি কেহ তাহাকে গালি দেয় ও তাহার সঙ্গে বিরোধ করে সে যেন বলে আমি রোজাব্রতধারী পুরুষ * ।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন রমজান মাসের প্রথম রজনী উপস্থিত হয় তখন পাপপুরুষগণ (শয়তান সকল) বন্দী এবং উদ্ধত দৈত্য সকল বন্দী হইয়া থাকে, নরকের দ্বার সকল অবরুদ্ধ হয়, তাহার একটি দ্বারও উদ্ঘাটিত হয় না, এবং স্বর্গলোকের দ্বার সকল উন্মুক্ত হয়, তখন তাহার একটি দ্বারও রুদ্ধ করা হয় না ; ঘোষণাকারী ঘোষণা করিতে থাকে যে, হে কল্যাণার্থিন্, অগ্রসর হও, এবং হে অকল্যানার্থিন্, সংযত হও, নরকানল হইতে প্রমুক্ত লোকেরা ঈশ্বরের হয়। এরূপ প্রতি রজনীতে হইয়া থাকে।"—তর, এব্নমা।

[আহমদ একব্যক্তি হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন, তরমোজী এই হদিসকে গরিব হদিস বলিয়াছেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের নিকটে মহামহিম রমজান মাস উপস্থিত, পরমেশ্বর তোমাদিগের সম্বন্ধে ইহার রোজাপালনে বিধি দিয়াছেন, এই মাসে স্বর্গের দ্বার সকল উন্মুক্ত এবং নরকের দ্বার সকল অবরুদ্ধ হয়, উদ্ধত শয়তান সকল বন্দী হইয়া থাকে। ইহাতে এমন এক রজনী আছে যে, উহা সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ †। যে ব্যক্তি ইহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, বস্তুতঃ সে অতিশয় বঞ্চিত।"—আহঃ নেসা।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "রোজা ও কোরাণ এই দুই ঈশ্বরকিঙ্করসম্বন্ধে শফায়েতকারী (পাপ ক্ষমার অনুরোধকারী) ; রোজা বলিয়া থাকে, 'হে প্রতিপালক, আমি দিবাভাগে ইহাকে ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ও অন্নভোজনে নিবৃত্ত রাখিয়াছি, অতএব ইহাতে তুমি আমার শফায়ত গ্রহণ কর ;' এবং কোরাণ বলিয়া থাকে, 'আমি রজনীতে ইঁহাকে নিদ্রা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছি, অতএব তুমি আমার শফায়েত গ্রহণ কর।' পরে উভয়ের শফায়েত গৃহীত হইয়া থাকে।"—শাবোল্ইমানে।

---

* অর্থাৎ আমাকে গালি দিলে ও আমার সঙ্গে বিবাদ করিলে কি হইবে ? আমি উপবাসব্রতধারী পুরুষ, আমি গালি দিব না ও বিবাদ করিব না।

† এই রজনী শবে কদর রজনী। রমজান মাসের সপ্ত বিংশ রজনী। এই রজনীতে সাধনায় সহস্র মাসের সাধনার ফল হয়। পারস্য "শবে কদর" বা আরব্য "লয়লতোল্ কদর" শব্দের অর্থ গৌরবের রজনী।

আনসের উক্তি ;—রমজান মাস উপস্থিত হইলে হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ইহা এমন এক মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত, ইহার মধ্যে এমন এক রাত্রি আছে যে, সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেব্যক্তি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে সে সমুদায় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত। যে সকল ব্যক্তি ভাগ্য হইতে বঞ্চিত তাহাদিগকে ব্যতীত ইহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করা হয় না।"—এব্‌নমা।

সোলমান ফারসীর উক্তি ,—প্রেরিত পুরুষ শাবান মাসের শেষ দিনে আমাদের নিকট খোতবা পড়িয়াছিলেন, * তখন বলিয়াছিলেন, "হে লোক সকল, সত্যই এক শ্রেষ্ঠ মাস ফলপ্রদ মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছেন। এমন মাস যে তাহাতে এমন এক রজনী আছে সহস্র মাস অপেক্ষা তাহা উত্তম। পরমেশ্বর সেই মাসে রোজার বিধি দিয়াছেন, এবং নিশাকালে নমাজ পড়াকে "তৎ উ" (অধিক সাধন) বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাহাতে শুভ প্রকৃতি যোগে ঐশ্বরিক নৈকট্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় সে ঈদৃশ ব্যক্তির তুল্য, যে তদ্ব্যতীত (রমজান মাস ব্যতীত) ও অন্য কোন মাসে বিধি পালন করে, এবং যে জন তাহাতে বিধি পালন করিয়া চলে, সে সেই ব্যক্তির তুল্য যে তদ্ব্যতীত কোন মাসে সত্তোর বিধি পালন করে, এবং ইহা ধৈর্য্যধারণের মাস, ধৈর্য্যধারণের পুরস্কার স্বর্গলোক, এবং সহানুভূতি দানের মাস। অধিচ ইহা সেই মাস হয় যাহাতে বিশ্বাসীদিগকে উপজীবিকা অধিকতর দেওয়া হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহাতে রোজাব্রতধারীর রোজা উদ্‌যাপন করিয়াছে তাহার জন্য তাহার পাপের ক্ষমা ও সে নরকানল হইতে মুক্ত হইয়াছে, এবং তাহার জন্য এমন পুরস্কার হয় যে, যাহার পুরস্কার কিছুই ন্যূন করা হয় না।" আমরা বলিয়াছিলাম, "প্রেরিত পুরুষ, আমরা সকলে এরূপ অবস্থাপন্ন নহি যে, রোজাব্রতধারীর রোজা উদ্‌যাপন করাইবার জন্য কিছু প্রাপ্ত হইব। তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "যে ব্যক্তি জল সংযুক্ত দুগ্ধ † বা একটি খোর্ম্মা ফলে কিম্বা জল দানে রোজা ব্রতধারীকে পারণা করায় তাহাকে পরমেশ্বর এই পুরস্কার দান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি উপবাস ব্রতধারীকে ভোজনে তৃপ্ত করে, পরমেশ্বর তাহাকে এমন হওজ হইতে জল পান করান যে পর্য্যন্ত না সে স্বর্গলোকে গমন করে সে পর্য্যন্ত তাহার আর কখনও তৃষ্ণা হয় না ; এবং ইহা সেই মাস যাহার প্রথমে দয়া, ও যাহার মধ্যে ক্ষমা ও যাহার চরমে নরকানল হইতে বিমুক্তি। যে ব্যক্তি এই মাসে স্বীয় রোজাব্রতধারী পরিচারককে ক্লেশ দান করে না, পরমেশ্বর তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং তাহাকে নরকানল হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন।"

* ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রশংসা বাদসহ লোকদিগকে উপদেশ দান করা খোতবা।

† আরবীয় লোকদিগের এরূপ রীতি যে, তাহারা দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দেয়।

এব্‌নআব্বাসের উক্তি ;—যখন রমজান মাস উপস্থিত হইত তখন হজরত প্রত্যেক দাসকে মুক্ত করিতেন, এবং প্রত্যেক ভিক্ষুককে দান করিতেন।—

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "স্বর্গোদ্যান রমজান মাসের জন্য সম্বৎসরের প্রথম হইতে আগামী বৎসর পর্য্যন্ত সুশোভিত হইয়া থাকে। যখন রমজানের প্রথম দিন উপস্থিত হয় তখন ঈশ্বরের সিংহাসনের নিম্নে সর্গোদ্যানের পত্রাবলী হইতে একপ্রকার সমীরণ রজতকান্তি আয়তাক্ষি দিব্যাঙ্গনা (হুর) গণের প্রতি প্রবাহিত হয়। সেই সময় তাহারা বলেন, 'হে প্রতিপালক, আমাদিগের জন্য তোমার কিঙ্করগণ হইতে স্বামী নির্দ্ধারণ কর, তাহাদের দ্বারা আমাদিগের চক্ষু পরিতৃপ্ত হইবে, এবং আমাদের দ্বারা তাহাদের নয়ন শীতল হইবে।"' শবোল্‌ ইমান গ্রন্থে উপরি উক্ত তিনটি হদিস বয়হকী বিবৃত করিয়াছেন।—

আবু হোরয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "রমজানের শেষ রজনীতে তাহার মণ্ডলীর পাপ ক্ষমা হইবে।" জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,"প্রেরিত পুরুষ, ইহা কি শবে কদর রজনী ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "না, কিন্তু কর্ম্মচারীকে তাহার পূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদত্ত হয় না যে পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য পূর্ণ না হয়।"—আহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নব চন্দ্রদর্শন *।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত তোমরা নব চন্দ্র দর্শন না কর সে পর্য্যন্ত রোজা আরম্ভ করিও না, এবং যে পর্য্যন্ত তাহা দর্শন না কর পারণা করিও না। অপিচ যদি তোমাদের সম্বন্ধে উহা আচ্ছাদিত হয়, তন্নিমিত্ত অনুমান করিও।" অন্য বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে ;—"উনত্রিশ দিনে মাস হইয়া থাকে, অনন্তর যদি তাহা দর্শন না কর রোজায় প্রবৃত্ত হইও না। পরন্তু তোমাদের সম্বন্ধে তাহা আবৃত হইলে তোমরা ত্রিশ রাত্রির গণনা পূর্ণ করিও।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা তাহার (চন্দ্রের) দর্শনে

---

* আরব্য "হেলাল" শব্দের অর্থ নবচন্দ্র লিখিত হইল। বস্তুতঃ ক্ষীণ চন্দ্রমা "হেলাল।" কেহ কেহ বলেন, উহা চান্দ্র মাসের অন্তে দ্বিতীয় রাত্রির চন্দ্র। কেহ বলেন, তৃতীয়রাত্রি হইতে সপ্তম রাত্রি পর্য্যন্ত নব চন্দ্র বলিয়া গণ্য। এস্থলে প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তই গণ্য। এস্থলে রমজান বা শেওয়ান মাসের প্রথম রজনীর চন্দ্র পরিগৃহীত। তদ্দর্শনে রোজা আরম্ভ বা রোজান্ত পারণা হইবে।

রোজায় প্রবৃত্ত হইও,এবং তাহা দর্শনে রোজাব্রত উদ্‌যাপন করিও। পরে যদি তোমাদের সম্বন্ধে তাহা আচ্ছাদিত হয়, তবে শাবান মাসের ত্রিশ দিনের গণনা করিবে।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—"প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"আমরা অশিক্ষিত দল, হিবাব কি তাব জানি না। মাস এরূপ এরূপ এরূপ এবং তিনি তৃতীয় বারের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি সঙ্কুচিত রাখিয়াছিলেন, তৎপর বলিয়াছিলেন, মাস এরূপ এরূপ এরূপ।" অর্থাৎ একবার উনত্রিশ দিন, একবার ত্রিশ দিন *।—উভয়।

আবু বক্‌রার উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "দুই মাস, ইদোৎসবের হয়, উহা কম হয় না ‡।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;— প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন ;—"যে ব্যক্তি অন্য দিনে রোজা পালন করে সে ভিন্ন তোমাদের কেহ যেন রমজান মাসের অতিরিক্ত এক দিন বা দুই দিন রোজা পালন না করে। সেই দিনই যেন রোজা পালন করে §।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন ; "শাবান মাসের অর্দ্ধাংশ হইলে তোমরা রোজা পালন করিও না ‖।"—আবুদা, তর, এব্‌নমা, দার।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "রমজানের জন্য তোমরা শাবানের নব চন্দ্রকে গণনা করিও ¶।"—তর।

---

* অর্থাৎ ক্রমে তিন বারে দুই হস্তের অঙ্গুলি প্রদর্শন এবং তৃতীয় বারে বৃদ্ধাঙ্গুলি সঙ্কুচিত করায় উনত্রিশ গণনা হইল, উনত্রিশ দিনে রমজান মাস ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইল। শাবান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ হয়।

† ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ সহচর ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম নোফা ছিল। ইনি তায়েফের সংগ্রামের দিন দুর্গের উপর হইতে কূপ হইতে জল উঠাইবার চক্র অবলম্বনে হজরতের নিকটে অবতরণ করিয়াছিলেন। কূপচক্রকে আরব্য ভাষায় বক্‌রা বলে। তজ্জন্য ইনি আবু বক্‌রা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

‡ এই দুই মাস রমজান ও জোল্‌হজ্জ মাস। ফলাংশে কম নহে। কিন্তু দিন গণনায় কম, উনত্রিশ দিনে মাত্র।

§ কেহ কেহ শুক্রবারে বা অন্য দিনে প্রতি সপ্তাহে রোজা ব্রত পালন করে।

‖ যাহারা ক্রমাগত রোজা পালনে অসমর্থ তাহাদের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হয়। শাবান মাসের পরেই রমজান মাস। অনেক সাধক শাবান মাসেও রোজা ব্রত পালন করেন।

¶ অর্থাৎ রমজান মাসের নব চন্দ্র নির্ণয় করিবার জন্য শাবান মাসের দিন গণনা করিলে জানা যায় ২৯ দিন, না ৩০ দিন হইবে। রমজান মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী শাবান মাস ৩০ দিনে রমজান মাস ২৯ দিনে পূর্ণ হয়।

ওম্মসোলমার উক্তি ;—শাবান ও রমজান মাস ব্যতীত আমি হজরতকে ক্রমান্বয়ে দুই মাস রোজা পালন করিতে দেখি নাই।—তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

ইয়াসরের পুত্র এমারের উক্তি ;—যাহাতে সন্দেহ হয় সেই দিবস যে ব্যক্তি রোজা পালন করে প্রকৃত পক্ষে সে আবু কাসেমের (হজরত মোহম্মদের) বিরুদ্ধাচরণ করে *। —আবুদা, তর, নেসা, এব্‌নমা, দার।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—এক আরব্য যাযাবর হজরতের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, "সত্যই আমি নব চন্দ্র অর্থাৎ রমজানের নব চন্দ্র দর্শন করিয়াছি।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সেই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান কর?" সে বলিল, "হাঁ করি।" তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া সাক্ষ্য দান কর?" সে বলিল, হাঁ করি।" তখন "তিনি বলিলেন, "বেলাল, মণ্ডলীকে জ্ঞাপন কর, তাহারা যেন আগামী কল্য রোজায় প্রবৃত্ত হয় †।"—আবুদা, তর, নেসা, এব্‌নমা, দার।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—লোক সকল পরস্পরকে নব চন্দ্র প্রদর্শন করিয়াছিল, তখন আমি হজরতকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে, নিশ্চয় আমি তাহা দর্শন করিয়াছি। তাহাতে তিনি রোজায় প্রবৃত্ত হন, এবং মণ্ডলীকে রোজা পালন করিতে আদেশ করেন।—আবুদা, দার।

তৃতীয় অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ শাবানের দিন স্মরণ রাখিতেন, তদ্ব্যতীত যাহা তাহা স্মরণ রাখিতেন না, তৎপর রমজানের চন্দ্রমা দর্শনে রোজায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা মেঘাবৃত হইলে ত্রিশ দিন গণনা করিতেন, তদনন্তর রোজায় প্রবৃত্ত হইতেন।—আবুদা।

আবুল্ বখ্‌তরীর উক্তি ‡ ;—আমরা ওমরা ব্রতপালনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম, যখন বতন্‌লখ্‌লাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম তখন নব চন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে আমরা অনেকে একত্রিত হইয়াছিলাম §। পরে আমাদের দলের কেহ বলিয়াছিল,

---

* অর্থাৎ মেঘাবরণের জন্য নব চন্দ্রের অপ্রকাশ বশতঃ বা অন্য কারণে ইহা রমজান মাস কি না যদি সন্দেহ হয়।

† এই হদিস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অপরিচিত কোন এক ব্যক্তি রমজান মাসের নব চন্দ্র দর্শনের সাক্ষ্য দান করিলেই রোজা আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থাপক পণ্ডিত দিগের মধ্যে এ বিষয়ে মত ভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, দুই জনের সাক্ষ্যের প্রয়োজন।

‡ ইনি এক জন অনুগামী লোকদিগের অন্তর্গত ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম সয়দ। ইনি কুফা নিবাসী ফিরোজের পুত্র।

§ বতন্ নখ্‌লা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানের নাম।

"ইহা তৃতীয় রাত্রির চন্দ্র, এবং দলের কেহ কেহ বলিয়াছিল, ইহা দ্বিতীয় রাত্রির। পরে আমরা এব্‌ন আব্বাসের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিলাম, আমরা নবচন্দ্র দর্শন করিয়াছি, এবং আমাদের দলের কেহ বলেন, ইহা তৃতীয় রাত্রির ও আমাদের দলের কেহ বলিয়াছেন, ইহা দ্বিতীয় রাত্রির। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ রাত্রিতে তোমারা তাহা দর্শন করিয়াছ?" তাহাতে আমরা বলিলাম, এরূপ রাত্রিতে। তখন তিনি বলিলেন, প্রেরিতপুরুষ চন্দ্র দর্শনের সময় হইতে (রমজান মাসের) সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অনন্তর যাহাতে তোমরা তাহা দেখিয়াছ তাহা সেই রাত্রির। তাঁহার (আবু বয়ল্‌ বখতরীর) অন্য বিবৃতিতে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, আমরা রমজান মাসের নবচন্দ্র দর্শন করিয়াছিলাম, তখন আমরা জাতএর্ক-নামক স্থানে ছিলাম, পরে আমরা এক ব্যক্তিকে এবন্‌ আবব্বলের নিকটে পাঠাইয়াছিলাম, যেন সে এ কোন্ চন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে। তাহাতে এব্‌ আব্বাস বলেন, "প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, যে নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহার দর্শন কাল হইতে উহার (রমজানমাসের) সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অনন্তর যদি তোমাদের সম্বন্ধে উহা আবৃত থাকে তবে সঙ্খ্যা (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করিও"।—মো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রোজা সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়।

প্রথম অধ্যায়।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা নিশান্তকালে ভক্ষণ করিও। নিশ্চয় নিশান্তভাগে ভোজনে ফল আছে।"—

আসের পুত্র ওমরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "গ্রন্থাধিকারীর রোজা ও আমাদের রোজার মধ্যে উষাকালে ভোজন প্রভেদ।"—মো।

সহলের উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "যত কাল মণ্ডলী রোজার পারণায় সত্বর হয় সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা কল্যাণযুক্ত †।"—উভয়।

ওমর ফারুকের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন রজনী (অন্ধকার) এদিক্ (পূর্ব্বদিক্) হইতে আগমন করে ও দিবা এদিক্ (পশ্চিম দিক্) হইতে প্রস্থান করে, এবং সূর্য্যমণ্ডল অস্তগত হয়, তখন বস্তুতঃ রোজাব্রত ধারী পারণা করে।"—উভয়।

---

* ইনি সাদ সায়িদীর পুত্র এবং হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। হজরতের নঙ্গীদিগের মধ্যে সর্ব্বশেষে ইনি মদিনায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† ইহুদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক উপবাসব্রতের পর বিলম্বে পারণা করিয়া থাকে। তাহা-

আবু হোরয়রার উক্তি ;—দুই দিন উপর্যুপরি পান ভোজন ব্যতীত রোজা পালনে প্রেরিত পুরুষ নিষেধ করিয়াছেন। পরে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, আপনি পান ভোজন ব্যতীত উপর্য্যুপরি দুই দিন রোজা পালন করিয়া থাকেন।" তিনি বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আমার মত ? আমি নিশা যাপন এই অবস্থায় করি যে আমার প্রতিপালক আমাকে ভোজন পান করান।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হফসার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি উষাকালের পূর্ব্বে রোজা ব্রতের সঙ্কল্প না করে তাহাতে তাহার রোজা নহে।"—তর, আবুদা, নেশা, দার।

[আবুদাউদ বলিয়াছেন, "মামের জোবয়দী এবং এব্‌ন ওয়য়লতো ও ইয়ুনস আয়লী ইহাদের প্রত্যেকে জহরী হইতে শ্রবণ করিয়া এই হদিসকে হফ্‌সার উক্তি মাত্র বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন *।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ জলপাত্র হস্তে আছে এই অবস্থায় আজান ধ্বনি শ্রবণ করে যে পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ (জল পান) না হয় সে পর্য্যন্ত তাহা যেন রাখিয়া না দেয় †।"—

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বলিতেছেন, আমার নিকটে আমার সেই সকল দাস প্রিয়তর যাহারা পারণায় সত্বর ‡।"—তর।

আমেরের পুত্র সোলমানের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যখন পারণায় প্রবৃত্ত হয় তখন খোর্ম্মা ফলে যেন পারণা করে, বস্তুতঃ তাহা ফলপ্রদ, তাহার অভাব হইলে জল যোগে যেন পারণা করে যেহেতু তাহা শুদ্ধিজনক।"—তর, আবুদা, এব্‌নমা, দার।

দের অনুকরণ এবং তাহাদের অনুরূপ কার্য্য করা এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে নিষেধ। তাহাদের পক্ষে শীঘ্র শীঘ্র পারণার বিধি।

* মামের এক জন অনুগামী ছিলেন। সুরী প্রভৃতি তাঁহা হইতে হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন। এব্‌ন ও ষয়নতাও এক জন প্রসিদ্ধ অনুগামী, জোবয়দের সঙ্গে স্বগণত আছে বলিয়া জোবয়দী নামে পরিচিত. ইহার প্রকৃত নাম নবা. ইনি জহরীর বন্ধুগণের অন্তর্গতা ছিলেন। এব্‌ন ও ষয়সাতা এক জন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন। শাম দেশের অন্তর্গত আয়লা নগরের সঙ্গে সম্বন্ধ বলিয়া ইয়ুনসকে ইয়ুনোস আয়লী বলে ইহার পিতার নাম এজিদ।

† যে পর্য্যন্ত জল পান করা না হয় সে পর্য্যন্ত নমাজে যোগ দান করিবে না। আজানের ধ্বনি শুনিবামাত্রই যে নমাজে যোগ দিতে হইবে তাহা নহে। কিন্তু উষাকালীন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সম্পাদন আবশ্যক। পান ভোজনের জন্য বিলম্ব নিষিদ্ধ।

‡ মোসলমান সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। খ্রীষ্টবাদী ও ইহুদী সম্প্রদায় বিলম্বে পারণা করিয়া থাকে।

[তবমোজী ব্যতীত অন্য কেহ বিবৃতির শেষ ভাগে "বস্তুতঃ তাহা ফলপ্রদ" উল্লেখ করিতেছেন।]

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ নমাজের পূর্ব্বে সরস খোর্ম্মা ফলযোগে পারণা করিতেন, সরস খোর্ম্মা না থাকিলে শুষ্ক খোর্ম্মা ফলে, শুষ্ক খোর্ম্মা ফল না থাকিলে কয়েক গণ্ডুষ জলপানে পারণা করিতেন *।—তর, আবুদা।

[তবমুজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন গরিব।—]

খালেদের পুত্র জয়দের উক্তি † ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রোজাব্রত-ধারীকে পারণা করায়, বা ধর্ম্মযোদ্ধাকে (গাজীকে) যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দেয়, সে তাহার অনুরূপ ফল লাভ করে।"—শারোল্, ইমান গ্রন্থে বয়হকী।

[শরাহ সোন্নতে সহিহ সোন্নত বলা হইয়াছে, বাস্তবিক এই হদিস সহিহ।]

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন পারণা করিতেন তখন বলিতেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় তৃষ্ণার নিবৃত্তি ও শিরা সকল সতেজ হইয়াছে, এবং পুরস্কার স্থিরীকৃত হইয়াছে।"—আবুদা।

জোহরাব পুত্র মাজের উক্তি ‡ ;—প্রেরিত পুরুষ যখন পারণা করিতেন তখন বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, তোমার জন্য আমি উপবাসব্রত পালন করিয়াছি, তোমার উপজীবিকাদানে আমি পারণা করিলাম।" পরম্পরারূপে আবু দাউদ।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত পারণায় সত্বরতা হয় সে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রবল থাকে। যেহেতু ইহুদী ও খ্রীষ্টানদী লোকেরা পারণায় বিলম্ব করিয়া থাকে §।"—আবুদা, এব্‌নমা।

আবু আতিয়ার উক্তি ‖ ;—আমি ও মসরুক আয়শা দেবীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম, হে বিশ্বাসিমণ্ডলীর জননি, হজরতের সহচরদিগের মধ্যে এরূপ দুই ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের এক জন পারণায় সত্বর হন, এবং নমাজে সত্বর হইয়া থাকেন,

---

* কাহারও বিবৃতিতে ব্যক্ত হইয়াছে যে, তিনি তিনটি খোর্ম্মায় বা শুষ্ক খোর্ম্মার পারণা করিতেন।

† ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

‡ ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

§ অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রীষ্টবাদী লোকেরা বিলম্বে পারণা করিয়া থাকে, মোসলমানেরা তাহার বিপরীত সত্বর পারণা করিলে ক্রমে তাহাদের পারণা পদ্ধতির মূলক্ষয় হইবে, মোসলমানদিগের ধর্ম্ম—পারণা পদ্ধতি প্রবল হইয়া উঠিবে।

‖ ইনি মসরুকের সমকালীন একজন অনুগামী লোক ছিলেন।

অপর জন পারণায় বিলম্ব করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই দুই জনের কে পারণায় সত্বর ও নমাজে সত্বর হন?" আমরা বলিলাম, মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লা। তিনি বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ এরূপ করিয়াছেন।" অন্য জন আবুমুসা ছিলেন।—বো।

সাবিয়ার পুত্র আব্বাসের উক্তি * ;—রমজান মাসে উষাকালীন ভোজনে প্রেরিত পুরুষ আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "তুমি শুভ অন্ন ভোজনার্থ এস।" আবুদা, নেসা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "বিশ্বাসীদিগের উৎকৃষ্ট প্রাতর্ভোজ্য খোর্ম্মা ফল।" আবুদা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রোজার বিশুদ্ধতাসাধন।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অসত্য কথা ও অসৎ কার্য্য পরিত্যাগ করে না, তাহার অন্নপানপরিত্যাগে ঈশ্বরের জন্য কোন আবশ্যকতা নাই †।"—বো।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ রোজাব্রতধারী আছেন এমন অবস্থায় চুম্বন ও মুখে মুখ অর্পণ করিতেন, এবং তিনি তোমাদের অপেক্ষা স্বীয় ইন্দ্রিয়সংযমে অধিক সক্ষম ছিলেন।—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ রমজান মাসে স্বপ্নদোষ ব্যতীত অশুদ্ধ আছেন এমন অবস্থায় রজনী প্রভাত করিয়াছেন, পরে স্নাত হইয়াছেন ও রোজাব্রত পালন করিয়াছেন।—উভয়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—হজরত এহরাম বন্ধন করিয়াছেন এমন অবস্থায়

---

* ইনি এক জন সহচর ছিলেন।

† অর্থাৎ যাহারা অসত্য ও অসঙ্গত কথা হইতে এবং অসঙ্গত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহাদের ভোজনপানের নিবৃত্তিতে কোন ফল নাই। পরমেশ্বরের নিকটে তাহাদের রোজা গৃহীত হয় না। রোজা ত্রিবিধ, সাধারণ, বিশেষ ও অতি বিশেষ। সাধারণ রোজায় ভোজন পানে ও স্ত্রীসহবাসে নিবৃত্তি। বিশেষ রোজায় সর্ব্ববিধ নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ শারীরিক সুখভোগ হইতে, বরং বৈধ ইন্দ্রিয়সম্ভোগ হইতে নিবৃত্তি, অতি বিশেষ রোজায় ঈশ্বরব্যতীত অন্য বিষয়ে মোপযোগ করা ও মনোযোগ বিধান করা হইতে নিবৃত্তি।

হেজামত করিতেন, এবং রোজাব্রতধারী হইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় হেজামত করিতেন * ?—উত্তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রোজাব্রতধারী হইয়াছে এই অবস্থায় রোজা ভুলিয়া গিয়াছে, তৎপর ভোজন পান করিয়াছে, পরে যেন সে স্বীয় রোজা পূর্ণ করে। পরন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভোজন করাইয়াছেন, পান করাইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন নহে।"—উত্তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—ইতিমধ্যে আমরা হজরতের নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম, হঠাৎ তাঁহার নিকটে এক ব্যক্তি আসিয়া বলে, "প্রেরিত পুরুষ, আমি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমার কি হইয়াছে ?" সে বলিল,"আমি রোজাব্রতধারী আছি এই অবস্থায় আপন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করিয়াছি।" তখন প্রেরিত পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কোন ক্রীত দাস আছে যে, তাহাকে মুক্ত করিতে পার ?" সে না বলিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবশেষে তুমি ক্রমান্বয়ে দুই মাস কি রোজা পালন করিতে সক্ষম ?" সে না বলিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ষাট জন দরিদ্রকে ভোজন করাইবার অন্ন কি তোমার আছে ?" সে না বলিল। তিনি বলিলেন, "তুমি বস।" এবং তিনি কিছু বিলম্ব করিলেন। ইতিমধ্যে খোর্ম্মা ফলে পূর্ণ খোর্ম্মাপাত্র নির্ম্মিত এক সুবৃহৎ থালা হজরতের নিকটে উপস্থিত করা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রার্থী কোথায় আছে ?" সে বলিল, "এই আমি আছি।" তিনি বলিলেন, "ইহা গ্রহণ কর ও সদকা দান কর।" সে বলিল, "প্রেরিতপুরুষ, আমা অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্রকে কি সদকা দান করিব ? ঈশ্বরের শপথ, দুই শিলাভূমির মধ্যস্থলে (মদিনাতে) কোন গৃহস্থ আমা অপেক্ষা অধিক দরিদ্র নাই †।" তখন হজরত এরূপ হাস্য করিলেন যে, তাহাতে তাঁহার সম্মুখের দন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপর তিনি বলিলেন, "ইহা আপন পরিবারকে ভোজন করিতে দাও।"—উত্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আয়শা ;—হজরত রোজাপালনের অবস্থায় তাঁহার মুখ ও জিহ্বা চুম্বন করিতেন।—আবুদা।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—এক ব্যক্তি রোজাপালনের অবস্থায় পরস্পর মুখচুম্বন বিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাতে তাহাকে তিনি অনুমতি দান করিয়া

---

* দেহ হইতে বিকৃত শোণিত নিঃসারণ অথবা ক্ষৌরী কর্ম্মকে হেজামত বলে। হজরত এহরামবন্ধন ও রোজাপালন অবস্থায় মস্তক মুণ্ডন ব্যতীত ক্ষৌরী হইতেন।

† দুই শিলাভূমির মধ্যস্থলে মদিনা নগর বিদ্যমান।

ছিলেন, এবং অন্য ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। হঠাৎ যাহার জন্য তিনি বিধি দিয়াছিলেন, সে বৃদ্ধ ছিল, এবং যাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে যুবক ছিল।—আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "রোজাব্রতপালনের অবস্থায় যে ব্যক্তির স্বতঃ বমন হয়, তাহার সম্বন্ধে রোজাভঙ্গ হয় না, যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া বমন করে সে যেন রোজা ব্যর্থ করে।"—তর, আবুদা, এবনমা, দার।'

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব, ইয়ুনসের পুত্র ঈসার হদিস ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। মোহম্মদ বোখারী বলিয়াছেন, ইহা যে সংরক্ষিত হইয়াছে এরূপ জানি না।]

তল্‌হার পুত্র মাদানের উক্তি;—আবুদরদা তাঁহাকে বলিয়াছিল, হজরত বমন করিয়া পরে পারণা করিয়াছিলেন। আমি (মাদানা) দমস্কনগরের মস্‌জেদে (হজরতের দাস) সওবানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে বলিয়াছিলাম, "আবু দরদা আমাকে বলিয়াছেন যে, প্রেরিতপুরুষ বমন করার পর পারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "হাঁ সত্য, এবং আমি তাঁহার মুখ প্রক্ষালনের জন্য তাঁহাকে জল ঢালিয়া দিয়াছিলাম"।—আবুদা, তর দার।

রবিয়ের পুত্র আমেরের উক্তি *;—আমি রোজাপালনের অবস্থায় প্রেরিতপুরুষকে অগণ্যবার দাঁতন করিতে দেখিয়াছি †।—তর, আবুদা।

আনসের উক্তি;—একব্যক্তি হজরতের নিকটে যাইয়া বলিয়া ছিল, 'আমি আমার চক্ষুর দোষের কথা জানাইয়া বলিয়াছিলাম, "পরে আমি কি রোজা পালনের অবস্থায় কজ্জল ধারণ করিব?" তিনি হাঁ বলিয়া সম্মতি দান করিয়াছিলেন—"তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিসের প্রথম আখ্যায়ক প্রমাণযোগ্য নহে। আবু আতকা ইহার বক্তা তিনি দুর্বল বক্তা ছিলেন।]

হজরতের পারিষদদিগের এক জন বলিয়াছেন ‡, "আমি অরজ নামকস্থানে সত্য সত্য হজরতকে রোজাপালনের অবস্থায় উষ্ণতা বা তৃষ্ণাবশতঃ স্বীয় মস্তকে জল বর্ষণ করিতে দেখিয়াছি।"—মালে, আবুদা।

আওসের পুত্র শদ্দাদের উক্তি §;—হজরত বকির গোরস্থানে এক ব্যক্তির

---

* ইনি হজরতের সহচর প্রাচীন এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বদরের যুদ্ধে ও অন্য সকল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

† রোজাপালনের অবস্থায় দাঁতন করাবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত। দাঁতন কাষ্ঠ মাত্রেই দাঁতন করিতে কেহ বিধি দেন, কেহ কেহ বলেন, শুষ্ক দাঁতন কাষ্ঠে দাঁতন করিবে, সবুজ রঙ্গের তাজা কাষ্ঠে নয়।

‡ ইনি হজরতের আন্‌সার সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সহচর ছিলেন।

§ পণ্ডিত বর শেখোল্‌ এমাম মহিয়ু সোন্নত এ বিষয়ের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হাসাম্বরে

নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন সে হেজ্জামত করিতেছিল, এবং তিনি আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। তখন রমজান মাসের অষ্টবিংশ রজনী গত হইয়াছিল। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, হেজ্জমতকর্ত্তা ও হেজ্জামত কৃত ব্যক্তির রোজা বিফল হইতেছে *।—আবুদা, এব্‌নমদারা।

আবু হোররার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ব্যবস্থা ও রোগ ব্যতীত রমজান মাসের এক দিন ভোজন করে, রোজা পালন করিয়া থাকিলে তাহার সমগ্র জীবনের রোজা তাহাতে বিফল হয় না।"—আহ, তর, আবুদা, এব্‌নমা, দার।

[বোখারী ইহা হদিসের আকারে প্রকাশ না করিয়া তরজমে বাব পুস্তিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তরমোজী বলিয়াছেন, "মোহম্মদ বোখারীকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, আবুল্‌ মোতওয়েল এই হদিসের প্রবক্তা। তিনি এই হদিস ব্যতীত অন্য হদিস বলিয়াছেন আমার জানা নাই।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "অনেক রোজাব্রতধারী আছে যে, তাহাদের রোজায় তৃষ্ণা ব্যতীত তাহাদিগের অন্য কোন লাভ নাই। নিশায় নমাজ পড়ে এরূপ অনেক লোক আছে যে, তাহাদের জাগরণ ব্যতীত তাহাদিগের নমাজে অন্য কোন ফল নাই।"—দার।

[সাবেরার পুত্র লকিতা সননোল্‌ অজু অধ্যায়ে এই হদিসের উল্লেখ করিয়াছেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু সয়িদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তিন বিষয়ে রোজা ব্রতধারীর রোজা ভঙ্গ হয় না, উহা হেজ্জামত, স্বতঃবমন এবং স্বপ্নে শুক্রক্ষরণ।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস সুরক্ষিত নহে। জয়দের পুত্র অবদোর্‌ রহমাণ ইহার প্রবক্তা, হদিস বিষয়ে তিনি দুর্ব্বল।"

প্রধান অনুগামী সাবেতোল্‌ বোনানার উক্তি ;—মালেকর পুত্র আনসকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "আপনারা কি হজরতের বর্ত্তমানতার সময়ে রোজাব্রতধারীর হেজ্জামত করাকে অবজ্ঞা করিতেন ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "দুর্ব্বল হওয়ার অবস্থায় ব্যতীত নহে।"—বো।

রোজার সময়ে শোণিত নিঃসারণে (হেজ্জামতে) বিধি আছে, এস্থলে নিষেধ হইল কেন ? রমজান মাস পূর্ণ প্রায়, যাহার শোণিত নিঃসারিত, এই সময় সে দুর্ব্বল হইয়া রোজা পূর্ণ করিতে পারিবে না, যে হেজ্জামত করে সে রক্ত চোষণও করিয়া থাকে, উহা তাহার গলাধঃকরণ হওয়া বিচিত্র নহে।

* অর্থাৎ অসদাচরণ ও অন্য অন্য দুর্নীতির জন্য তাহাদের রোজা ও নমাজে কোন ফল হয় না।

বোখারীর তালিকরূপে (অন্যের সহিত সংযোগে) উক্তি ;—এব্‌ন ওমর রোজা-ব্রত ধারণের অবস্থায় হেজামত করাইতেন, পরে তাহা পরিত্যাগ করেন, এবং তিনি নিশাকালে হেজামত করাইতেন।

আতায়ের উক্তি * ;—যদি কেহ কুলকুচি করিয়া তৎপর মুখের ভিতরের জল নিক্ষেপ করে, মুখে যে কিছু থাকে তৎসহ সেই জল গলাধঃকরণ করিলে তাহা তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। কিন্তু চিবাইবে না। যদি চিবাইয়া মুখবারি গলাধঃকরণ করে, আমি বলিব না যে, সে রোজা ভঙ্গ করিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে নিষেধ আছে।—তরজমে বাবে বোখারী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভ্রমণকারীর রোজা পালন †।

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—ওমর আস্‌লমীর পুত্র হম্‌জা ‡ যিনি অতিশয় রোজা পালন করিতেন, হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দেশপর্য্যটনের অবস্থায় কি রোজা পালন করিব?" তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "যদি ইচ্ছা হয় তুমি রোজা ব্রত পালন করিও, এবং ইচ্ছা হইলে ভক্ষণ করিও।"—উভয়।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—আমরা হজরতের সঙ্গে সমরযাত্রা করিয়াছিলাম, তখন রমজান মাসের অষ্টাদশ রজনী গত হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে কেহ রোজা পালন করিয়াছিল, এবং কেহ ভোজন করিয়াছিল। অনন্তর রোজাব্রতধারী ভোজনকারীদিগের দোষারোপ করে নাই, এবং ভ্রমণকারীও রোজাব্রতে ব্রতীকে দোষী করে নাই।—মো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ দেশপর্য্যটনকালে কতক গুলি লোককে

---

* ইনি এক জন প্রধান অনুগামী ছিলেন।

† ভ্রমণকারিগণ রোজা ব্রত পালন করিতে পারেন, আবশ্যক মতে নাও করিতে পারেন। রমজান মাসে ভ্রমণকারী ভোজন করিলে তিনি পাপগ্রস্ত হন না। অধিকাংশ ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের এইরূপ মত।

‡ ইনি এক জন সহচর ছিলেন। হসন বসোরী ইঁহা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাঁর পুত্র শনাদ অতিশয় বীর পুরুষ ছিলেন, তিনি অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনিও এক জন সহচর ছিলেন।

দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে, তাহার উপর ছায়া বিস্তার করা হইয়াছিল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ কে হয়?" লোকে বলিয়াছিল, "উপবাস ব্রতধারী।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "ভ্রমণকালে রোজার ফল নাই।"—উভয়।

আনসের উক্তি;—আমরা হজরতের সঙ্গে দেশপর্য্যটনে ছিলাম, তখন আমাদের মধ্যে উপবাসব্রতধারী এবং ভোজনশীল লোক ছিল। অবশেষে আমরা উত্তাপের সময় এক স্থানে অবতরণ করিয়াছিলাম, তখন উপবাসব্রতধারী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং যাঁহারা ভোজন করিতেন তাঁহারা দণ্ডায়মান ছিলেন। পরে পটমণ্ডপ সকল স্থাপন করা হয়, উষ্ট্র সকলকে জল পান করান হয়। তখন হজরত বলিয়াছিলেন, "অদ্য ভোজনশীলেরা ফল লাভ করিয়াছে।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ মদিনা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। যে পর্য্যন্ত ওস্‌কলানে পঁহুছিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত রোজাপালন করিয়াছিলেন, তৎপর তিনি জল চাহিলেন, পরে উহা স্বীয় হস্ত পরিমাণ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন, যেন লোকে তাহা দেখিতে পায়। অবশেষে তিনি মক্কায় উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন করিলেন। উহা রমজান মাসে হইয়াছিল। বস্তুতঃ এব্‌ন আব্বাস বলিয়াছিলেন যে, প্রেরিত পুরুষ অনশনব্রতপালন করিয়াছিলেন, এবং পালন করেনও নাই। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, রোজা পালন করুক, এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পালন না করুক।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মালেককারীর পুত্র আনসের উক্তি *;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর ভ্রমণকারিসম্বন্ধে আংশিক (অর্দ্ধাঙ্গ, চারি রকাতের স্থলে দুই রকাত) নমাজ মার্জ্জনা করিয়াছেন, এবং ভ্রমণকারিসম্বন্ধে ও স্তন্যদায়িনী এবং গর্ভবতী নারীসম্বন্ধে রোজা মার্জ্জনা করিয়াছেন।"—আবুদা, তর, নেসা, এব্‌নমা।

মোহব্বতের পুত্র সলমার উক্তি †;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির এরূপ বাহন আছে যে, তাহাকে সুখে কোন স্থানে পঁহুছাইয়া দেয় সে যেন রমজানের রোজা যেখানে উহা উপস্থিত হয় পালন করে।"—আবুদা।

---

* সুবিখ্যাত মালেকের পুত্র আনস ব্যতীত ইনি এক জন হজরতের সহচর ছিলেন। আনসনামক হজরতের দ্বাবিংশতি সহচর ছিলেন। তন্মধ্যে এই দুই জন মালেকের পুত্র আনস নামে পরিচিত। ভ্রমণকারিসম্বন্ধীয় একটি হদিস ব্যতীত এই আনসের অন্য হদিস নাই।

† ইনি এক জন বিশ্বস্ত অনুগামিনী ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বিজয়ের বৎসর রমজান মাসে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি কোরায়োল্‌গয়সে * পঁহুছা পর্য্যন্ত রোজাব্রত পালন করিয়াছিলেন, †। তখন লোক সকল রোজা পালন করিয়াছিল। পরে তিনি একটি জলপূর্ণ পাত্র চাহিয়া লইলেন, তাহা এত দূর উঠাইয়াছিলেন যে, তৎপ্রতি লোক সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তদনন্তর তিনি তাহা পান করিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, মণ্ডলীর কোন কোন লোক বাস্তবিক রোজা পালন করিয়াছে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহারা অবাধ্য।"—মো।

অওফের পুত্র অবদোর্ রহমানের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "দেশ-পর্য্যটনকালে রমজানের রোজাধারী ব্যক্তি দেশস্থ ভোজনশীল ব্যক্তির তুল্য।"—এব্‌নমা।

ওমর আস্‌লমীর পুত্র হম্‌জার উক্তি ;—তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রেরিত পুরুষ দেশপর্য্যটনকালে রোজাপালনে নিশ্চয় আমি আমাতে শক্তি অনুভব করিতেছি, তবে কি আমার সম্বন্ধে দোষ আছে?" তিনি বলিলেন, "ইহা ঈশ্বর হইতে মার্জ্জনা। তবে যে ব্যক্তি তদনুসারে চলে তাহার পক্ষে কল্যাণ, এবং যে রোজা পালন করিতে ভাল বাসে তাহার সম্বন্ধে কোন দোষ নাই।"—মো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রোজার ভঙ্গ হওয়া।

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—রমজান মাসের রোজাপালনে আমি আবদ্ধ ছিলাম, শাবান মাসে ভিন্ন রোজা ভঙ্গ করিবার আমার ক্ষমতা ছিল না। সয়িদের পুত্র ইয়হা বলিয়াছেন ; তাহার সম্বন্ধে প্রেরিত পুরুষের এবং প্রেরিত পুরুষের সম্বন্ধে তাহার প্রয়োজন ছিল তাহাতে (রোজা পালনে) তাহার বাধা হইত।" উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকের তাহার স্বামী বিদ্যমানে তাহার অনুমতি ব্যতীত রোজায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধিসিদ্ধ নহে। স্ত্রী কাহাকেও স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিতে তাহার আজ্ঞা ব্যতীত অনুমতি করিবে না।"—মো।

মাজা অদওয়িয়া ;—আয়শাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঋতুমতী

---

* কোরায়োল গয়সা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী এক স্থানের নাম। এই স্থান ওস্‌ফলাম হইতে তিন মাইল দূরে।

† এই হদিস দ্বারা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী হদিসের বিধি খণ্ডিত হইয়াছে।

নারীর এ কি অবস্থা যে সে রোজা ভঙ্গ করিয়া থাকে, নমাজ হইতে নিবৃত্ত হয় না ?" তাহাতে আয়শা বলিয়াছিলেন, "ইহাতো আমার ঘটে, আমি রোজা ভঙ্গ করিতে আদিষ্ট হই, নমাজ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে আদিষ্ট হই না।"—মো।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "রোজা পালন করিতেছে এমন অবস্থায় যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত লোক তাহার পক্ষে রোজাব্রত পালন করিবে।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন ওমর হইতে অবগত হইয়া নাফেয়ার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "রমজান মাসে রোজা পালন করিতেছে এমন অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার পক্ষে সেই স্থানে প্রত্যহ এক জন দরিদ্রকে যেন ভোজন করান হয়।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এব্‌ন ওমরের উপর এই হদিস সহিহ্ কি না নির্ভর করে]।

তৃতীয় অধ্যায়।

মালেক ;—তিনি জানিতে পাইয়াছিলেন যে, এব্‌ন ওমরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "এক জন কি অন্য জনের পক্ষ হইয়া রোজাব্রত পালন করিবে, এবং এক জন কি অন্য জনের পক্ষ হইয়া নমাজ পড়িবে ?" তাহাতে তিনি বলেন, "এক জন অন্য জনের পক্ষ হইয়া রোজা পালন করিবে না, এবং এক জন অন্য জনের পক্ষ হইয়া নমাজ পড়িবে না *।"—মুতা গ্রন্থে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অতিরিক্ত রোজা।

প্রথম অধ্যায়।

আশয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ রোজা পালন করিতেন যে পর্য্যন্ত না আমরা বলিতাম যে পর্য্যন্ত আর ভোজন করিতেন না, এবং ভোজন করিতেন যে পর্য্যন্ত আমরা না বলিতাম সে পর্য্যন্ত আর রোজার প্রবৃত্ত হইতেন না। আমি প্রেরিত পুরুষকে কখনও দেখি নাই যে, রমজান মাস ব্যতীত পূর্ণ এক মাস রোজা পালন

* কিন্তু রোজা ও নমাজের ফল অন্য জনের লাভ করা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

করিয়াছেন, এবং কোন মাসে শাবান মাস অপেক্ষা অধিকতর রোজা পালন করিতে তাঁহাকে দেখি নাই। অন্য বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, তিনি সমগ্র শাবান মাসে রোজা পালন করিতেন, এবং কখন শাবান মাসের অধিকাংশ রোজায় যাপন করিতেন।—উভয়।

শকিকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি *;—আমি আয়শাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ কি সমগ্র কোন মাসে রোজা পালন করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছিলেন, "রমজান মাসে ব্যতীত সমগ্র কোন মাসে তিনি রোজা পালন করিয়াছেন, এবং ইহলোক হইতে তাঁহার প্রস্থান করা পর্য্যন্ত কোন মাসে তিনি রোজা পালন করিয়াছেন, এবং সমগ্র কোন মাসে ভোজন করিয়াছেন আমি এরূপ জানি না †।"—মো।

প্রেরিত পুরুষসম্বন্ধে হোসয়নের পুত্র এম্‌রানের উক্তি ‡;—তিনি (হজরত) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি শুনিয়াছিলেন; এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে অমুকের পিতা, 'তুমি কি শাবানের শেষ ভাগে উপবাসব্রত পালন কর নাই?" সে "পালন করি নাই" বলিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "পরে যখন তুমি পারণা করিবে তখন দুই দিবস রোজা পালন করিও §।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "রমজান মাসের পরে ঐশ্বরিক মাস মোহরমের রোজা ‖ এবং চিহ্নিত নমাজ অপেক্ষা নৈশিক নমাজ শ্রেষ্ঠ।"—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—আমি প্রেরিত পুরুষকে দেখি নাই যে, কোন দিনে রোজা পালনে আগ্রহান্বিত হইয়া এই দিন যে আশুরার দিন হয়, এই মাস অর্থাৎ রম্‌জান মাস ইহা অপেক্ষা অন্য কোন দিনে রোজাপালনের শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন।—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—যে সময় প্রেরিত পুরুষ আশুরা দিনের (মোহরম মাসের দশম দিনের) রোজা পালন করিয়াছেন, সেই রোজা পালন করিতে তিনি সহচরদিগকেও আজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "প্রেরিত পুরুষ, এই সেই

---

* ইনি এক জন বিশ্বস্ত প্রধান অনুগামী ছিলেন।

† অর্থাৎ তিনি পূর্ণ এক মাস রোজা পালন ও পূর্ণ কোন মাস ভোজন করিতেন না।

‡ ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রোগশয্যায় যাপন করিয়াছেন।

§ অর্থাৎ শাবান মাসের শেষ দিনে রোজা পালন না করিয়া থাকিলে রমজান মাসের রোজা সমাপ্ত হইলে পর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুই দিবস রোজা পালন করা বিধি।

‖ মোহরম মাসের রোজা অর্থাৎ মোহর্‌রম মাসের দশম দিবসের রোজা। এই দিবসকে আশুরা বলে।

দিন যাহাকে ইহুদি ও খ্রীষ্টবাদী লোকেরা সম্মান দান করিয়া থাকে।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আমি রোজা কেবল নবম দিনে পালন করিব *।"—মো।

হারেসের কন্যা ওম্মোল্‌ফজল; † অরফার দিনে তাঁহার নিকটে লোকে হজরতের রোজা পালনবিষয়ে সন্দেহ করিয়াছিল। তখন কেহ বলিয়াছেন, "তিনি রোজাব্রতধারী আছেন, কেহ বলিয়াছেন রোজাব্রতধারী নহেন।" ওম্মফজল বলিয়াছেন, "সেই সময় আমি এক বাটী দুগ্ধ তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া ছিলাম; তিনি অরফাতে আপন উষ্ট্রোপরি ছিলেন, তখন তাহা তিনি পান করিয়াছিলেন।"—উভয়।

আয়শার উক্তি;—আমি প্রেরিত পুরুষকে কখনও জেল্‌হেজ্জা মাসে রোজা পালন করিতে দেখি নাই ‡।—মো।

আবু কেতাদার উক্তি;—এক ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি কিরূপ রোজাব্রত পালন করিয়া থাক?" তখন তাহার কথায় হজরত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। পরে যখন ওমর তাঁহার ক্রোধ দেখিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "পরমেশ্বর প্রতিপালক, এস্‌লাম ধর্ম্ম, মোহম্মদ নবি (তত্ত্ববাহক) এ সকলে আমরা সন্তুষ্ট। আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি।" "যে পর্য্যন্ত তাঁহার ক্রোধের নিবৃত্তি না হইল ওমর পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিলেন। পরে ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, যে ব্যক্তি সমস্ত সময় রোজা পালন করে সে কেমন?" তিনি বলিলেন, "সে না রোজা পালন করিতেছে, না পারণা করিতেছে।" অথবা বলিয়াছিলেন, "সে রোজা পালন করে নাই।" ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ব্যক্তি দুই দিন রোজা পালন করে, এবং এক দিন পারণা করিয়া থাকে সে কেমন?" তিনি বলিলেন, "ইহা কি কেহ পারে?" ওমর প্রশ্ন করিলেন, "যে ব্যক্তি এক দিন রোজা

* অর্থাৎ খ্রীষ্টবাদী ও ইহুদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচরণের বিপরীত আচরণ করা হজরতের সঙ্কল্প ছিল। তজ্জন্য তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'আমি আগামী বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে মোহর্‌রমের দশম দিবসে রোজা পালন না করিয়া নবম দিবসে রোজা পালন করিব। কিন্তু তিনি পর বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন না, সেই বৎসরের রবিয়োল্‌ আওল মাসে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মোহর্‌রম মাসের নবম দিবসে রোজাপালনের বিধি নির্দ্ধারিত আছে।

† ইনি আব্বাসের পত্নী ছিলেন, ইহাঁর নাম লবাবা ছিল। ইনি হজরতের পত্নী মমুনার ভগিনী এবং অবদোল্লার জননী ছিলেন। কিন্তু ওম্মোল্‌ফজল (ফজলের মাতা) বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত হইয়াছিলেন।

‡ বোখারীর হদিসবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, হজরত জেলহেজ্জা মাসের দশম দিবসের রোজাকে শ্রেষ্ঠ রোজা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই হদিসে তাহার বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তবে ইহা সম্ভব যে, আয়শা জানিতেন না, যে জেলহেজ্জা মাসে তিনি রোজা পালন করিতেন।

পালন ও এক দিন পারণা করে সে কেমন?" তিনি বলিলেন, "ইহা দাউদের রোজা।" ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ব্যক্তি এক দিন রোজা পালন ও দুই দিন পারণা করে সে কেমন?" তিনি বলিলেন, "আমি ইহা ভালবাসি, এবং এ বিষয়ে শক্তি লাভ করিয়াছি।" তদনন্তর হজরত বলিলেন, "এক রমজান হইতে অন্য রমজান মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসে তিন রোজা পালনই প্রচুর; এবং ইহাই সমস্ত কালের সমগ্র রোজা (সইয়ামোদ্দহর কোল্লাহো)। এবং অরফার রোজাকে মনে করিতেছি যে, ঈশ্বরপ্রসাদে ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইবে। আশুরার রোজা পালন, আমি মনে করিতেছি যে ঈশ্বরপ্রসাদে ভবিষ্যৎ কালের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে *।"—মো।

আবু কেতাদোর উক্তি;—প্রেরিত পুরুষকে সোম বাসরীয় রোজার বিষয় প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "সেই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং আমার প্রতি প্রথম প্রত্যাদেশ হইয়াছে †।"—মো।

মাজা আদবিয়ার উক্তি;—আমি আয়শাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, হজরত কি প্রত্যেক মাসে তিন দিবস রোজা পালন করিতেন? তিনি বলিয়াছিলেন, হাঁ। পরে আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, মাসের্ কোন্ কোন্ দিবসে তিনি পালন করিতেন? তিনি বলিয়াছিলেন, "কোন মাসের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি রোজা (তিন রোজা) পালনে আবদ্ধ ছিলেন না।"—মো।

আবু আয়ুবোল্ আন্সারীর উক্তি ‡;—নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা পালন করে, তৎপর সেওয়াল মাসের ছয় দিন তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, উহা সমস্ত কাল ব্যাপী রোজার তুল্য হয়।—মো।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ ইদোল্ ফেতর ও ইদোজ্জহার দিনে রোজা পালন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—উভয়।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "দুই দিবসে রোজা নিষিদ্ধ, ফেতর ও আজহা।"—উভয়।

নোবয়ত্শা হজলীর উক্তি §;—হজরত বলিয়াছেন, "সমুদায় তশরিক দিন ভোজন পান ও ঈশ্বর গুণানুবাদের দিন ‖।—"মো।

---

* অর্থাৎ এই রোজা ভাবী জীবনে পাপ হইতে ব্রতধারীকে নিবৃত্ত থাকে।

† অর্থাৎ এই দুইয়ের কৃতজ্ঞতা সূচক রোজা পালন বিহিত হইয়াছে।

‡ ইনি হজরতের এক জন প্রধান সহচর ছিলেন। তিনি মক্কা হইতে মদিনায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রথমে ইহাঁর গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

§ ইনি এক জন সহচর ছিলেন, লোকে ইঁহাকে নোবয়ৎশোল খয়র বলিয়া সম্বোধন করিত। ইনি হজিন পরিবারভুক্ত ছিলেন বলিয়া নোবয়ৎশা হজিনী বলিয়া পরিচিত।

‖ ইদোৎসবের দিনের পর ১১ই ১২ই ১৩ই এই তিন দিনকে তশরিক বলে। তশরিক,

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যেন শুদ্ধ শুক্রবারে, তাহার পূর্ব্বে ও তাহার পরে ব্যতীত রোজা পালন না করে।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা নিশাসমূহের মধ্যে শুক্রবাসরীয় নিশাকে জাগরণ পূর্ব্বকনমাজ দ্বারা বিশেষত্ব দান করিবে না, এবং তোমাদের কাহারও নির্দ্ধারিত রোজার মধ্যে রোজা করা ব্যতীত তোমরা অন্য দিবসের মধ্যে শুক্রবারকে রোজা দ্বারা বিশেষত্ব দান করিও না *।"—মো।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্য এক দিন রোজা পালন করে, ঈশ্বর নরকানল হইতে তাহার মুখমণ্ডলকে সত্তোর বৎসর ব্যবধানে রাখেন।"—উভয়।

আসের পৌত্র ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমাকে হজরত বলিয়াছেন, "অবদোল্লা, আমাকে কি জ্ঞাপন করা হয় নাই যে, তুমি দিবা ভাগে রোজা পালন কর, এবং নিশা জাগরণ করিয়া থাক ?" তখন আমি বলিয়াছিলাম হাঁ প্রেরিত পুরুষ। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এরূপ করিও না, রোজা পালন কর ও ভোজন কর, এবং জাগরিত থাক ও নিদ্রিত হও। যেহেতু বস্তুতঃ তোমার সম্বন্ধে তোমার দেহের স্বত্ব ও বস্তুতঃ তোমার সম্বন্ধে তোমার চক্ষুর স্বত্ব আছে। বাস্তবিক তোমার স্ত্রীর তোমার সম্বন্ধে স্বত্ব রহিয়াছে,এবং তোমার অভ্যাগত জনের তোমার সম্বন্ধে স্বত্ব আছে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রোজা পালন করে, সে রোজা পালন করে না। তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিবস রোজা পালন করিও, এবং প্রত্যেকে মাসে কোরাণ পড়িও।" আমি বলিয়াছিলাম, আমি এতদপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা রাখি। তিনি বলিলেন, "তুমি দাউদের রোজা যে শ্রেষ্ঠ রোজা তাহা পালন করিও। ইহা এক দিন রোজা পালন ও এক দিন ভোজন, এবং প্রতি সপ্ত রজনীতে এক বার কোরাণ পাঠ পূর্ণ করিও। ইহার উপর বৃদ্ধি করিও না।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে রোজা পালন করিতেন। তর, নেসা।

অথবা "আইয়ামজেয়াফতাহুহে" (ঐশ্বরিক ভোজতৎসবের দিন বলিয়া গণ্য) তশরিকশাকর শব্দের আভিধানিক অর্থ মাংস শুষ্ক বা সূর্য্যোদয়ের সময় পশু বধ করা। সেই সকল দিনে তাহা করা হইত।

* অর্থাৎ (ইহুদিগণ) সেবতয়ে (শনিবারকে) এবং খ্রীষ্টবাদিগণ রবিবারকে বিশেষত্ব দান করে। তোমরা সেই দুই সম্প্রদায়ের অনুকরণ করিয়া উপবাসব্রত পালন দ্বারা একটি নির্দ্দিষ্ট দিনকে বিশেষত্ব প্রদান করিও না। তাহাদের বিপরীত আচরণ করিতে হইবে।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে ধর্ম্মানুষ্ঠান (ঈশ্বরের নিকটে) উপস্থিত করা হয়। অতএব আমি ভালবাসি যে, আমার রোজা ব্রতধারণের অবস্থায় আমার ক্রিয়া উপস্থিত করা হয়।"—তর।

আবু জরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "হে আবুজর, যখন তুমি মাসের তিন দিন রোজা পালন কর, তখন ১৩ই ১৪ই ও ১৫ই রোজাব্রত পালন করিও *।"—তর নেসা।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ প্রত্যেক মাসের নবচন্দ্রমার উদয় হইতে ক্রমান্বয়ে তিন দিন রোজা পালন করিতেন, এরূপ অল্পই হইত যে, শুক্রবারদিন পারণা করিতেন।—তর, নেসা, আবুদা।

[আবুদাউদ তিন দিবস পর্য্যন্ত রোজা পালন ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার পরে নহে।]

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ কোন মাসের শনিবারে ও সোমবারে রোজা পালন করিতেন, এবং অন্য মাসের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারে।—আবুদা, নেসা।

ওম্মসোলমার উক্তি ;—হজরত প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোজা পালন করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন। তাহার প্রথম দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার হইত।—আবুদা, নেসা।

মোস্‌লেম কোরেশার উক্তি †;—নিত্য উপবাস ব্রত পালনবিষয়ে আমি হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অথবা প্রেরিত পুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় তোমার সম্বন্ধে তোমার পরিবারের সত্ব আছে ‡।" তুমি রমজান মাসে ও তাহার সঙ্গে সংলগ্ন মাসে (সেওয়াল মাসে) এবং প্রত্যেক বুধবারে ও বৃহস্পতিবারে রোজা পালন করিও। তাহাতে এক্ষণ তোমার সমস্ত কালে রোজা পালন করা হইবে।"—আবুদা, তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ অরফার (হজব্রতের) রোজা অরফাতে সম্পাদন করিতে নিষেধ করিয়াছেন §। আবুদা।

---

* যে কোন তিন দিন ক্রমান্বয়ে রোজাপালনের বিধি আছে। তন্মধ্যে এই তিন দিন শুক্ল পক্ষীয় বলিয়া শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তবিংশতি রজনী হইতেও তিন দিন রোজাপালন হইতে পারে।

† ইনি এক জন সহচর ছিলেন, তাঁহাকে আবু অবদোল্লা মোসলেম বা অবদোল্লা আবুমোসলেম বলিয়া ডাকা হইত।

‡ সর্ব্বদা রোজাপালনে শারীরিক দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা হইলে পারিবারিক স্বত্ব রক্ষা হইয়া উঠে না।

§ এক বৃহৎ প্রান্তরের নাম অরফাত, ইহা মক্কা হইতে নয় ক্রোশ দূরে। এই স্থানে হাজী

বোসরের পুত্র অবদোল্লা স্বীয় ভগিনী সোমা হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন * নিশ্চয় প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, "কেবল শনিবারে তদ্ভিন্নে তোমাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিধি হওয়া ব্যতীত তোমরা রোজা পালন করিও না। তোমাদের কেহ দ্রাক্ষালতার ত্বক্ ও তরু শাখা ব্যতীত অন্য কিছু না পাইলেও তাহাই যেন চর্ব্বণ করে।—" আহ, আবুদা, তর, এব্‌নমা, দার।

আবু ওমামার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে এক দিন রোজা পালন করে পরমেশ্বর গগনমণ্ডল হইতে ভূমণ্ডলের ব্যবধানের ন্যায় নরকানল ও তাহার মধ্যে পরিখা খনন করেন।"—তর।

মস্‌উদের পুত্র আমেরের উক্তি †;—হজরত বলিয়াছেন, "শীতকালে রোজা-পালনে শৈত্য বিশেষ লাভ (গণিমত)।"—আহ, তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস পরম্পরাগত আবু হোরয়রা আজহিয়ার পরিচ্ছেদে ঈশ্বরের নিকটে কোন সময় প্রিয়তর নহে, এই হদিসের উল্লেখ করিয়াছেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন অব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ মদিনায় আগমন করিয়া ইহুদিদিগকে দেখিতে পাইলেন যে, আশুরার দিনে উপবাসব্রতধারী হইয়াছে। তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,"এ দিবসে রোজা যে পালন করিতেছ, এ কোন দিন ?" তাহাতে তাহারা বলিল, "ইহা সেই মহা দিন যাহাতে পরমেশ্বর মুসাকে ও তাঁহার দলকে জলমগ্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে মুসা কৃতজ্ঞতাসূচক উপবাসব্রত পালন করিয়াছেন।" তখন হজরত বলিলেন, "আমরা তোমাদের অপেক্ষা মুসার সম্বন্ধে অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্ত্তী।" তখন হজরত সেই দিন রোজা পালন করিলেন, এবং সকলকে রোজাপালন করিতে আদেশ করিলেন।—উভয়।

ওম্মসোলমার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ অন্যান্যদিন অপেক্ষা অধিকতর শনিবারে ও রবিবারে রোজা পালন করিতেন, এবং বলিতেন, "এই দুই দিনে অংশবাদীদিগের ইদ হয়,আমি উহার বিপরীতাচরণ করিতে ভাল বাসি ‡।"—আহ।

লোকেরা দণ্ডায়মান হইয়া "লবয়রক" (তোমার সন্নিধানে আছি) বলে, এবং জহর ও আসরের নমাজ পড়িয়া থাকে, পরে মক্কায় প্রত্যাগমন করে। তথায় নানা ব্রতসাধন হয় বলিয়া সেই দিন রোজা পালন করিলে বিশেষ ক্লেশ হইবে, ইহা ভাবিয়া হজরত তাহা নিষেধ করিয়াছেন।

* ইনি ও ইহার পিতা উভয়েই হজরতের সহচর ছিলেন। ইহাঁর মাতার নাম আতিয়া এবং ইহাঁর ভগিনী সমা, ইহাঁরাও হজরতের সঙ্গিনী ছিলেন।

† ইহাকে কেহ অনুগামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ সহচর বলিয়াছেন।

‡ ইহুদিগণ শনিবারে উপবাসব্রতপালন করে, সেই দিনে রোজা পালন করিলে তাহাদের অনুকরণ করিতে হয় বলিয়া নিষেধ হইয়াছে।

সমরার পুত্র জাবেরের উক্তি * ;—হজরত অশুরায় দিনে নমাজ পড়িতে আদেশ করিতেন ও তাহাতে উত্তেজনা করিতেন, এবং সেই দিন উপস্থিত হইলে আমাদিগকে দায়ী করিতেন। পরে যখন রমজানে বিধি হইল তখন তদ্বিষয়ে বিধিও দেন নাই ও নিষেধও করেন নাই, এবং তাহার উপস্থিতে দায়ী করেন নাই।—মো।

হফসার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ চারিটি নিয়ম পরিত্যাগ করেন নাই ;—আশুবার রোজা, জেল্‌হজ্জার রোজা, প্রত্যেক মাসের তিন দিবসের রোজা এবং ফজরের সূর্য্যোদয়ের) পূর্ব্বে দুই রকাত নমাজ।—নেসা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ শুক্ল পক্ষীয় দিনে স্ব দেশে ও বিদেশে রোজা ভঙ্গ করিতেন না।—নেসা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "প্রত্যেক বিষয়ের জন্য জকাত নির্দ্দিষ্ট আছে, শরীরের জকাত রোজা পালন।"—এব্‌নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে রোজা পালন করিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, বাস্তবিক আপনি কি সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে রোজা পালন করিয়া থাকেন?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'পরমেশ্বর সোমবার ও বুধবার এই দুই দিবসে দুই পরস্পর আত্মীয়তার বিচ্ছেদকারীকে ভিন্ন প্রত্যেক মোসলমানকে ক্ষমা করেন ; এবং বলিয়া থাকেন, পরস্পর সম্মিলন করা পর্য্যন্ত এই দুইজনকে ছাড়িয়া দাও।"'—আহ, এবনমা।"

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রসন্নতাকাঙ্ক্ষী হইয়া একদিবস রোজাব্রত পালন করে, কাকপক্ষী শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যত দূর পথ উড়িয়া যায় পরমেশ্বর তাহাকে নরকলোক হইতে তত দূরে লইয়া যান।"—আহ, বয়হকী সাবোল্‌ ইমানে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রোজার বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিলোপ।

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—সুসংবাদবাহক এক দিন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার নিকটে কি কিছু খাদ্য আছে?" তখন আমি কিছু নাই বলিয়াছিলাম। পরে তিনি বলিলেন, "আমি এক্ষণ রোজা পালনে কৃতসঙ্কল্প। অনন্তর তিনি অন্য দিনে আমার নিকটে উপস্থিত হন। তখন আমি বলি-

---

* ইনি হজরতের একজন সহচর এবং আবু আকাশ সাদের ভগিনেয় ছিলেন।

লাম, প্রেরিতপুরুষ, আমাদিগকে হয়স উপহার দেওয়া হইয়াছে *। তাহাতে তিনি বলিলেন,"আমাকে তাহা প্রদর্শন কর, বস্তুতঃ আমি রোজায় নিশাবসান করিয়াছি।" পরে তিনি ভক্ষণ করিলেন।—মো।

আনসের উক্তি ;—হজরত ওম্মসোলয়মের নিকটে গিয়াছিলেন। তখন তিনি (ওম্মসোলয়ম) তাঁহার নিকটে খোরমা ও ঘৃত উপস্থিত করেন। হজরত বলিলেন, "তোমাদের ঘৃত তাহার মশকে রাখিয়া দাও, এবং তোমাদের খোর্ম্মা তৎপাত্রে স্থাপন কর। যেহেতু আমি রোজাব্রতধারী।" তৎপর তিনি গৃহের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বিধির অতিরিক্ত নমাজ পড়িলেন, পরে ওম্ম সোলয়ম ও তাঁহার গৃহবাসীদিগের জন্য প্রার্থনা করিলেন।—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি রোজাপালনের অবস্থায় ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হয় তখন সে যেন বলে, 'আমি রোজাব্রতধারী।' অপর বিবৃতিতে—তোমাদের কেহ যদি নিমন্ত্রিত হয় সে যেন তাহা গ্রহণ করে, যদি সে রোজাব্রতধারী হয় তবে সে যেন নমাজ পড়ে, যদি তাহা না হয় তবে যেন ভোজন করে।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওম্মহানি ;—মক্কা জয় হইলে ফাতেমা আসিয়া হজরতের বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট হন, ওম্মহানি তাঁহার দক্ষিণভাগে উপবেশন করেন। তখন একটী বালিকা পরিচারিকা একটি পাত্র উপস্থিত করে, তাহাতে কিছু পানীয় সামগ্রী ছিল। সে তাঁহাকে তাহা প্রদান করে। তখন তিনি উহার কিছু পান করেন, তৎপর ওম্মহানিকে তাহা প্রদান করেন। তিনিও উহার কিছু পান করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, আমি উপবাস ব্রতধারিণী ছিলাম, পারণা করিলাম।" তখন হজরত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রমজানের রোজায় কিছু ভঙ্গ করিয়াছ?" তিনি না বলিলেন। তাহাতে হজরত বলিলেন, "তত্তুল্য (অতিরিক্ত) রোজা হইলে তোমার তাহাতে ক্ষতি হইবে না।"—আবুদা, তর, দার।"

[আহমদ ও তরমোজীর বিবৃতির ভাব এইরূপ। কথায় ভিন্নতা আছে। তাহাতে এই প্রকার ব্যক্ত †;—ওম্মহানি বলিয়াছিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, কিন্তু আমি রোজাব্রতধারিণী হইয়াছিলাম। আপনি বলিয়াছেন, "অতিরিক্ত রোজাধারিণী স্বাধীন, যদি ইচ্ছা হয় রোজা পালন করিবে, ইচ্ছা হইলে ভোজন করিবেন।"

---

* হয়স এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য। উহা শুষ্ক খর্জ্জুর ঘৃত, আটা বা পাক্ত রোগে প্রস্তুত হয়।

† এই হদিস তাদৃশ প্রমাণ্য নহে। যেহেতু মক্কা জয় রমজান মাসে হইয়াছিল। তখন ওম্মহানির রোজা অতিরিক্ত হইতে পারে না।

অরওয়া হইতে জহরীর উক্তি ;—আয়শা বলিয়াছেন, "আমি ও হফসা রোজাব্রত-ধারিণী ছিলাম, তখন আমাদের নিকটে খাদ্য উপস্থিত করা হইয়াছিল, আমরা তাহার প্রার্থী ছিলাম, পরে তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলাম। হফ্‌সা বলিয়াছিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, আমরা উপবাসব্রতধারিণী ছিলাম, আমাদের নিমিত্ত খাদ্য উপস্থিত করা হইয়াছিল, আমরা তাহার প্রার্থী ছিলাম, পরে তাহা হইতে ভক্ষণ করিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "তাহার স্থান অন্য দিন পূর্ণ করিবে।"—তর।

[তরমোজী উল্লেখ করিয়াছেন যে, হদিস স্মরণে রাখিয়াছে এমন কতকগুলিলোক জহরী হইতে জহরী আয়শা হইতে পরম্পরারূপে শ্রবণ করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা অরওয়ার কথা তাহাতেও উল্লেখ করেন নাই, ইহাই সত্য।"]

কাবের কন্যা ওম্ম ওম্মারার উক্তি * ;—তাঁহার নিকটে হজরত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি (ওম্ম ওম্মারা) তাঁহার জন্য খাদ্য আনয়ন করিতে চাহেন। তাহাতে তিনি (হজরত) তাঁহাকে বলেন, "তুমি ভক্ষণ কর।" তিনি বলেন, "আমি রোজা পালন করিতেছি।" তখন হজরত বলেন,"যদি রোজাব্রতধারী সেই সময়ে ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, নিশ্চয় দেবগণ তাহাব জন্য ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা করিয়া থাকেন।"—আহ, তর, এবনমা, দার।

তৃতীয় অধ্যায়।

বোরয়বাব উক্তি † ;—হজরতের নিকটে বেলাল উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি প্রাতঃকালীন ভোজন করিতেছিলেন। হজরত বলিয়াছিলেন, "বেলাল, পৌর্ব্বাহ্নিক ভোজনে যোগ দান কর।" তিনি বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, আমি উপবাস-ব্রতধারী।" তাহাতে হজরত বলিলেন,"আমরা আপনাদের উপজীবিকাভোগ করিতেছি। স্বর্গ লোকে বেলালের সমধিক উপজীবিকা আছে। হে বেলাল, তুমি কি জ্ঞাত আছ যে, রোজাব্রতধারীর অঙ্গ সকল তস্‌বিহ পড়িয়া থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত সেই সময়ে সে ভোজন করে সেপর্য্যন্ত তাহার জন্য দেবগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"—শাবোল্‌ ইমানে বয়হকী।

* ইনি এক জন সহচরী ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম নসিবা। ইনি ওকবা ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-গ্রহণব্যাপারে উপস্থিত ছিলেন, ওহদের রণস্থলে আপন স্বামী আসেমের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তৎপর ইনি অনেক যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। নসিবা অস্ত্রাঘাতে অনেক বার ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন। গায়ে তাঁহার এক হস্ত ছিন্ন হইয়াছিল।

† ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। হজরতের বিদ্যমানতাকালে ইনি যুদ্ধে অতিশয় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। চারি খলিফার সময়েও তিনি বিদ্যমান ছিলেন। জমল ও

নবম পরিচ্ছেদ।

লয়তোল্ কদর *।

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা রমজান মাসের শেষ দশম রজনীর অন্তর্গত অযুগ্ম রজনীতে লয়তোল্ কদর অন্বেষণ করিও †।"—বো।

এব্ন শুমরের উক্তি;—হজরতের কতিপয় সহচর স্বপ্নযোগে সপ্তবিংশ রজনীতে লয়তোল্ কদর দর্শন করিয়া ছিলেন। তখন হজরত বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিতেছি তোমাদের স্বপ্ন সপ্তবিংশ রজনীতে নিশ্চয় অনুরূপ হইয়াছে। অনন্তর যে ব্যক্তি তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত, সে যেন সপ্তবিংশ রজনীতে অনুসন্ধান করে।"—উভয়।

এব্ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা রমজান মাসের শেষ দশ রজনীর মধ্যে নবম রজনী, সপ্তম রজনী, পঞ্চম রজনী যে অবশিষ্ট থাকে তাহাতে তাহাকে অর্থাৎ লয়তোল্ কদরকে অনুসন্ধান করিও।"—বো।

আবুসরিদ খোদরীর উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ রমজান মাসের প্রথম দশ দিনে নির্জ্জনবাস করিয়া ছিলেন, তৎপর মধ্যম দশদিনে, স্বীয় তোরকী কোব্বাতে নির্জ্জনবাসী হইয়াছিলেন ‡। তদনন্তর তিনি বহির্গত হইয়া বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আমি প্রথম দশ দিন এই রজনীর অনুসন্ধানে নির্জ্জনবাসী হইয়াছিলাম, তাহার পরে মধ্যম দশ দিনে নির্জ্জনবাস করিয়াছিলাম, তদনন্তর (কোন স্বর্গীয় দূত) আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'নিশ্চয় উহা শেষ দশ রজনীর মধ্যে,' পরিশেষে যেব্যক্তি আমার সঙ্গে

সফয়নের যুদ্ধে তিনি আলির সঙ্গে ছিলেন। মারভ নগরে ইহাঁর সমাধি বিদ্যমান। যাত্রিকগণ তাহা দর্শন করিতে যায়।

* আরব্য "লয়ল" ও পারস্য "শব" শব্দের অর্থ রাত্রি এবং "কদর" শব্দে গৌরব ও মর্য্যাদা অথবা নির্দ্ধারণ কিংবা পরিমাণ করা বুঝায়। এই রাত্রিতে সাধনায় বিশেষ ফল, এবং এই রাত্রিতে লোকের সম্বৎসরের জীবনোপায় ও সুখ সম্পৎ নির্দ্ধারিত হয়। এজন্য ইহাকে "লয়লতোল্ কদর" বা "শবে কদর" বলা হইয়া থাকে।

† প্রথম দশ দিন, মধ্যম দশ দিন, চরম দশ দিন, এই তিন দশে ত্রিশ দিন হয়, ত্রিশ দিনে এক মাস পূর্ণ হইয়া থাকে। শেষ দশ দিনের অন্তর্গত অযুগ্মদিনে অর্থাৎ এক বিংশ রজনী, ত্রয়োবিংশ, পঞ্চবিংশ ও সপ্তবিংশ, এবং ঊনত্রিংশৎ এই কয় রজনীর মধ্যে কোন রজনী লয়লতোল্ কদর হইয়া থাকে।

‡ 'তোরকী কোব্বানামক হজরতের এক প্রকার পটমণ্ডপ ছিল।

নির্জ্জনসাধনা করিবে সে যেন শেষ দশ দিন নির্জ্জনবাসে প্রবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ আমাকে এই রজনী প্রদর্শন করা হইয়াছিল, অনন্তর আমাকে ভুলাইয়াছিল, পরে নিশ্চয় আমি স্বপ্নে আপনাকে দেখিয়াছি যে,উহার প্রাতঃকালে জলে ও কর্দ্দমে নমস্কার করিতেছি। অনন্তর তোমরা তাহা শেষ দশ রজনীর মধ্যে অন্বেষণ করিও, এবং তোমরা প্রত্যেক অযুগ্ম রাত্রিতে তাহার অনুসন্ধান লইও।" (হদিস বক্তার উক্তি।) পরে সেই রাত্রিতে আকাশ বারিবর্ষণ করিল, মস্‌জ্জেদ তরুশাখায় নির্ম্মিত ছিল, তখন ছাদ হইতে জল চুওয়াইতে ছিল, এবং আমার উভয় চক্ষু প্রেরিতপুরুষকে দর্শন করিল যে, তাঁহার ললাটে জল ও কর্দ্দমের চিহ্ন রহিয়াছে। ইহা একবিংশ রজনীর প্রাতঃকালে ঘটিয়াছিল। ভাবে বোখারী ও মোস্‌লেম উভয়ের মিল, এবং "আমাকে বলা হইয়াছিল যে, নিশ্চয় ইহা শেষ দশ রজনীর মধ্যে" এপর্য্যন্ত মোস্‌লেমের বাক্য, অবশিষ্ট বোখারীর বাক্য। আনিসের পুত্র অবদোল্লার বিবৃতিতে একবিংশ রজনী।—বো।

হোবয়শের পুত্র জেররের উক্তি* ;—আমি কাবের পুত্র ওব্বিকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এবং বলিয়াছিলাম, মস্‌উদের পুত্র তোমার ভ্রাতা অবদোল্লা বলিয়া থাকেন, "যে ব্যক্তি নিশা জাগরণে নমাজ পড়ে সে সমগ্র বৎসর লয়তোল্ কদর প্রাপ্ত হয়।" কাবের পুত্র ওব্বি বলিয়াছিলেন ঈশ্বর তাঁহাকে দয়াকরুন, তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন যে যেন লোকে বিশ্বাস না করে †, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি জানেন, নিশ্চয় উহা রমজান মাসে ও উহা শেষ দশ রজনীর মধ্যে এবং নিশ্চয় উহা সপ্তবিংশ রজনী।" তৎপর তিনি এন্‌শায় আল্লা তালা না বলিয়া শপথ করিয়া বলিলেন যে, "উহা সপ্তবিংশ রজনী।" তখন আমি বলিয়াছিলাম, হে মঞ্জরের পিতা, আপনি কোন্ প্রমাণানুসারে বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন সেই নিদর্শন বা আয়তানুসারে। সেই রাত্রি ও প্রাতঃকালে জ্যোতিহীন অবস্থায় সূর্য্যোদয় হয় ‡। এই নিদর্শন।"—মো।

* ইনি এক জন দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন, পূর্ব্বজীবন পৌত্তলিকতায় যাপন করিয়াছিলেন। ইনি ষাঠ বৎসর বহু পরমেশ্বরবাদী পৌত্তলিক ছিলেন। ষাঠ বৎসর এস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয়ে যাপন করিয়াছিলেন। কেহ বলেন, জর্‌রে ১৩০ বৎসর কেহ বলেন ১৫০ বৎসর, জীবিত ছিলেন। ইনি কোরাণাধ্যেতা পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

† অর্থাৎ লয়লতোল্ কদরে সাধন না করিলেও লোকে প্রভূত ফললাভে বঞ্চিত হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা।

‡ সেই দিন সূর্য্যমণ্ডল থালার ন্যায় প্রকাশিত হয়। এইরূপ অন্য রজনীর প্রাতঃকালেও হইতে পারে। ওমর ফারুক হজরতের পারিষদবর্গকে ডাকিয়া আনিয়া শবে কদরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রমজানের শেষ দশ রজনীর মধ্যে সেই রজনী, সকলে এক বাক্যে বলিয়াছি-

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ শেষ দশ রজনীর মধ্যে সাধন করিতেন, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে সেই সাধন করিতেন না।—মো।

আয়শার উক্তি ;—সেই দশ রজনী উপস্থিত হইলে প্রেরিতপুরুষ আপনার ইজার আঁটিয়া পরিতেন এবং রজনী জাগরণ করিতেন ও পরিবারস্থ লোক দিগকে জাগরিত রাখিতেন *।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—আমি বলিয়াছিলাম, হে প্রেরিত পুরুষ, আপনি আমাকে জানিতে দিন, কোন্ রাত্রি লয়তোল্ কদর, এবং তাহাতে আমি কি বলিব? তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি বলিও, হে পরমেশ্বর তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা ভালবাস, অতএব আমাকে ক্ষমা কর।"—আহ, এবন্মা, তর• সহ।

আবু বোক্রার উক্তি ;—আমি প্রেরিত পুরুষকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "তোমরা তাহাকে অর্থাৎ (লয়লতোল্ কদ্রকে) অবশিষ্ট নবম রজনীতে, বা অবশিষ্ট সপ্তম রজনীতে, কিংবা পঞ্চম রজনীতে অথবা তৃতীয় রজনীতে কিংবা তাহার শেষ রজনীতে অনুসন্ধান করিও।"—তর।

এব্ন ওমরের উক্তি ;—লয়তোল্ কদরের বিষয়ে হজরতকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "উহা প্রত্যেক রমজান মাসেতে হয়।"—আবুদা।

[আবু এস্হাক হইতে সুফিয়ান ও শাবা তাহা ব্যক্ত করিছেন। এব্নওমরের উক্তির উপরই নির্ভর।]

আনিসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমি বলিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আমার এক প্রান্তরভূমি আছে, আমি তথায় স্থিতি করি ও তথায় ঈশ্বরের গুণানুবাদ সহ নমাজ পড়িয়া থাকি, অনন্তর আমাকে এমন এক রাত্রিতে অনুমতি দান করুন্ যেন তাহাতে এই মস্জেদে উপনীত হই। তখন তিনি বলিলেন, "ত্রয়োবিংশ রজনীতে তুমি উপস্থিত হইও।" তাঁহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "তোমার পিতা কিরূপ কার্য্য করিতেন?" তিনি বলিয়াছেন, "যখন আসরের নমাজ পড়া হইত তখন তিনি মস্জেদে উপনীত হইতেন, তিনি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ফজরের নমাজ পড়া না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন কার্য্যে তাহা হইতে বাহির হইতেন না। উষা কালীন নমাজ

লেন। কিন্তু এবনু আব্বাস ওমরকে বলিয়াছিলেন, আমি জানি উহা সপ্তবিংশ রজনী, যেহেতু ঈশ্বর সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পৃথিবী ও সপ্ত রোজা ইত্যাদি সৃজন করিয়াছেন।

* অর্থাৎ সাধন ভজনের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন। রাত্রি জাগরণ করিয়া নাম জপ স্তোত্র বন্দনাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন।

পড়া হইলে তিনি স্বীয় বাহন মস্‌জেদের দ্বারে প্রাপ্ত হইতেন, তখন তদুপরি আরোহণ করিয়া নিজের প্রান্তরে উপনীত হইতেন।"—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

সামেতের পুত্র এবাদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে লয়লতোল্‌ কদরের সংবাদ দান করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। তখন দুই জন মোসলমান পুরুষ (লয়লতোল্‌ কদরবিষয়ে) পরস্পর বাদানুবাদ করিতেছিল। তাহাতে তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে "লয়লতোল্‌কদর" জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি, এ দিকে তোমরা উহা ও উহা (অমুক রাত্রি, অমুক রাত্রি) বলিয়া বাদানুবাদ করিতেছ, অতএব তোমরা বিস্মৃত হইয়াছ। অচিরেই তোমাদিগের মঙ্গল হইবে, অনন্তর তোমরা নবম ও সপ্তম এবং পঞ্চম রজনীতে নির্ণয় করিও।"—বো।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন লয়লতোল্‌ কদর হয় তখন ফেরেশ্‌তাদিগের নিকটে পরমেশ্বর তাঁহাদের সম্বন্ধে গৌরব প্রকাশ করিয়া বলেন, "হে আমার ফেরেশ্‌তাগণ, দাসের পরিশ্রমের এমন বিনিময় কি যাহা তাহার ক্রিয়ার পূর্ণতা বিধান করে?" তাহারা বলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক, তাহাকে পূর্ণ পারিশ্রমিক দান তাহার বিনিময়।" তখন তিনি বলেন, "হে আমার দেবগণ, আমার দাস দাসী সকল আপনাদের সম্বন্ধে আমার বিধি সম্পাদন করিয়াছে। তৎপর তাহারা উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিয়া বাহির হইয়াছে, আমার প্রতাপ মর্য্যাদার মহত্ত্ব ও গৌরব এবং সমুন্নত পদের শপথ যে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগের প্রার্থনা গ্রহণ করিব।" তখন তিনি বলেন, "তোমরা ফিরিয়া যাও, সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, এবং তোমাদের অকল্যাণকে কল্যাণে পরিণ করিতেছি।" পরে তাঁহারা ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া যান।—শাবো ল্‌ ইমান গ্রন্থে বয়হকি।

দশম পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জন সাধন *।

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ রমজান মাসের শেষ দশদিন পরলোক প্রাপ্তি

---

* আরব্য এতকাফ শব্দের অর্থ নির্জ্জনসাধন লিখিত হইল। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ নিবৃত্তিমার্গাবলম্বনে কোন বিশেষ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ। বস্তুতঃ বিশেষ সাধনাবলম্বনে মস্‌জেদে স্থিতি করা।

পর্য্যন্ত নির্জ্জন সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, তদনন্তর তাঁহার পত্নীবর্গ নির্জ্জনতা আশ্রয় করিয়াছেন।—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ মানবমণ্ডলীর মধ্যে কল্যাণানুসারে অগ্রণী ছিলেন, এবং রমজান মাসে যাহা হইত তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, রমজানের প্রত্যেক রজনীতে জেব্রিল তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। প্রেরিত পুরুষ তাঁহার নিকটে কোরাণ উপস্থিত (পাঠ) করিতেন, অনন্তর যখন জেব্রিল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতেন, তখন তিনি প্রেরিত সমীরণ অপেক্ষা কল্যাণানুসারে অগ্রগণ্য ছিলেন *।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরতের প্রতি প্রত্যেক বৎসর একবার করিয়া (জেব্রিল কর্ত্তৃক) কোরাণ উপস্থিত (পাঠ) করা হইত, যে বৎসর তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই বৎসর দুই বার উপস্থিত করা হইয়াছিল †। এবং তিনি প্রতি বৎসর দশ রাত্রি নির্জ্জনতা (এত্‌ কাফ) অবলম্বন করিতেন, যে বৎসরে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই বৎসর তিনি দ্বিগুণ দশ দিন (অধিক অনুরাগবশতঃ) নির্জ্জন সাধনা করিয়াছিলেন।—বো

আয়শার উক্তি ;—হজরত যখন নির্জ্জনতা আশ্রয় করিয়া থাকিতেন তখন মস্‌জেদে আছেন এমন অবস্থায় স্বীয় মস্তক আমার সন্নিহিত করিতেন, তখন আমি কেশ বিন্যাস করিয়া দিতাম, ‡ তিনি শারীরিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে গৃহে আসিতেন না।—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—ওমর প্রেরিত পুরুষকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি পৌত্তলিক জীবনে এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, কাবা মন্দিরে এক রাত্রি নির্জ্জনবাস করিব, তাহা পূর্ণ করিতে হইবে কি? তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বীয় সঙ্কল্প পূর্ণ কর।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—হজরত রমজানের শেষ দশ রজনীতে একান্তে সাধনা করিতেন, সম্বৎসর ব্যাপিয়া তিনি একান্তে বাস করিতেন না, পরে যখন আগামী বৎসর (জীব-

---

* ঈশ্বর প্রেরিত সমীরণযোগে আকাশে মেঘাবলী সঞ্চিত হয়,এবং তাহা হইতে বারি বর্ষিত হইয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করে, তাহাতে জীবের জীবনধারণের উপায় হয়, এই প্রকার হজরত জেব্রিলের সঙ্গে মিলিত হইয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

† সময়ে সময়ে দুই জনে পরস্পর মিলিত হইয়া কোরাণ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে মহাপুণ্য হয়।

‡ ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ঈদৃশী অবস্থায় কেশ বিন্যাস দূষ্য নয়।

নের শেষ বৎসর, উপস্থিত হইল তখন বিংশতি রজনী নির্জ্জন সাধনায় যাপন করিয়াছিলেন।—তর, আবুদা ওবি, এব্‌নকাব হইতে এব্‌নমা।

আয়শার উক্তি ;—হজরত যখন নির্জ্জনাশ্রয় ইচ্ছা করিতেন তখন ফজরের নমাজ পড়িতেন, তদনন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিতেন।—আবুদা, এব্‌নমা।

আয়শার উক্তি ;—হজরত নির্জ্জনসাধনে আছেন, এমন অবস্থায় রোগীর সেবা করিতেন, তিনি ধীরভাবে চলিয়া যাইতেন, কোন দিকে লক্ষ্য করিতেন না, এবং রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন —আবুদা।

আয়শার উক্তি ;—নির্জ্জনসাধকের সম্বন্ধে এই এই বিধি ছিল ;—রোগীর তত্ত্বাধধান করিবে না * ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপস্থিত হইবে না, এবং স্ত্রীসংস্পর্শ ও স্ত্রীসঙ্গ করিবে না, নিতান্ত বাধ্য হওয়া ব্যতীত অন্য প্রয়োজনসাধনে বহির্গত হইবে না, রোজা ব্যতীত ও সাধারণ ভজনালয়ে (জামে মস্‌জেদে) ব্যতীত একান্তে বাস বিহিত নয়।—আবু।

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—যখন হজরত নির্জ্জনসাধন অবলম্বন করিতেন তখন মস্‌জেদের স্তম্ভের সম্মুখে ও পশ্চাতে তাঁহার জন্য তাঁহার শয্যা প্রসারিত ও তাঁহার কাষ্ঠাসন স্থাপিত হইত।—এব নমা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—মোওয়েৎকফের (নির্জ্জন সাধকের) সম্বন্ধে হজরত বলিয়াছেন, "তিনি পাপ হইতে নিবৃত্ত হন, এবং তাঁহাকে কল্যাণকর কার্য্যের (সাধনার) পূর্ণ কল্যাণকর কার্য্যের পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।"—এব্‌নমা।

---

* মোওৎকেফ প্রয়োজন বশতঃ বাহির হইলে বা রোগীর সেবায় বা কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ ও পথ হইতে ফিরিয়া যাইবেন না, নমাজে যে পরিমাণ সময় ব্যয় হয় সেই পরিমাণ সময় ব্যতীত বিলম্ব করিবেন না।

কোরাণমাহাত্ম্য প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

ওস্‌মানের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন,"যে ব্যক্তি কোরাণ শিক্ষা করিয়াছে ও তাহা শিক্ষা দিয়াছে, সে শ্রেষ্ঠ।"—বো।

আমেরের পুত্র ওক্‌বার উক্তি ;—আমরা সোফ্‌ফাতে ছিলাম, * এমন সময় হজরত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমাদের মধ্যে কে এরূপ ভাল বাসে যে,প্রতিদিন প্রাতঃকালে বোত্‌হানে বা (প্রবক্তার সন্দেহসূচক) একিকে যাইয়া † উচ্চ ককুদযুক্ত যৌবন প্রাপ্ত নির্দ্দোষ দুইটি উষ্ট্র লইয়া আইসে?" তখন আমরা বলিলাম, প্রেরিতপুরুষ, আমরা সকলেই তাহা ভাল বাসি। তিনি বলিলেন, "তোমাদের কেহ কি প্রাতঃকালে মস্‌জেদে উপস্থিত হইয়া ঐশ্বরিক গ্রন্থের দুইটি আয়ত শিক্ষা দান বা পাঠ করে না? সেই দুই উষ্ট্র অপেক্ষা উহা তাহার সম্বন্ধে অধিক কল্যাণকর, তিনটি উষ্ট্র অপেক্ষা তিনটি আয়ত, চারিটি অপেক্ষা চারিটি আয়ত এবং উষ্ট্রের সঙ্খ্যানুসারে উহার সঙ্খ্যা তদপেক্ষা শুভজনক।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ কি পরিবারের নিকটে ফিরিয়া আসিবার সময় দুই তিনটি হৃষ্ট পুষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্র প্রাপ্ত হইতে ভাল বাসে?" আমরা বলিলাম হাঁ। তিনি বলিলেন, "তিনটি আয়ত তোমাদের কেহ আপন নমাজে পাঠ করিলে উহা তিনটী হৃষ্ট পুষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্রী অপেক্ষা কল্যাণকর।"—মো।

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "কোরাণে সুদক্ষ পুরুষ স্বর্গীয় দূতগণ, সাধুগণ এবং মহাত্মগণের সঙ্গী, এবং যিনি কোরাণ অধ্যয়ন করেন ও দুরুহ স্থলে ধীরতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার হইয়া থাকে।"—উভয়।

---

* হজরতের মস্‌জেদের সম্মুখভাগে উপরে আচ্ছাদন আছে এমন একটি স্থানের নাম সোফ্‌ফা। হজরতের সংসারত্যাগী দীন সহচরগণ সেখানে যাইয়া অবস্থিতি করিত। তাঁহাদিগকে সোফ্‌ফা নিবাসী বলা হইত। কেহ কেহ বলেন, সোফ্‌ফা পুরাতন মস্‌জেদবিশেষ। বয়তোল্‌ মকদ্দসের অভিমুখে তাহার কেব্‌লা, কেব্‌লাসম্বন্ধীয় পূর্ব্ববিধি খণ্ডিত হইলে পর উহা অব্যবহার্য্যরূপে আছে।

† বোতহান ও অকিক মদিনার দুইটি বাজারের নাম, তথায় উষ্ট্র বিক্রয় হয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এই দুই জনের প্রতি ভিন্ন ঈর্ষা করার স্থান নাই ;—পরমেশ্বর যে ব্যক্তিকে কোরাণ প্রদান করিয়াছেন সে তাহা দিবা ভাগে ও রজনীতে পাঠ করে, এবং যে ব্যক্তিকে ঈশ্বর ধন দিয়াছেন সে দিবা ভাগে ও রজনীতে তাহার সদ্ব্যয় করিয়া থাকে।"—উভয়।

আবু মুসা আশরীর উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "কোরাণ অধ্যয়ন করে এমন বিশ্বাসী (মোসলমান) জম্বীরস্বরূপ, যাহার গন্ধ উত্তম ও স্বাদ উত্তম ; কোরাণ অধ্যয়ন করে না এমন বিশ্বাসী খর্জ্জুর ফল সদৃশ যাহার গন্ধ নাই, স্বাদ মিষ্ট ; কোরাণ অধ্যয়ন করে না এমন কপট লোক রিহাণনামক তৃণবিশেষতুল্য, যাহার গন্ধ উৎকৃষ্ট ও স্বাদ তিক্ত।—উভয়।

[বিবৃতিবিশেষে কোরাণ অধ্যয়ন করে, এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে এমন বিশ্বাসী জম্বীরসদৃশ, এবং কোরাণ অধ্যয়ন করে তদনুসারে কার্য্য করে না,এমন বিশ্বাসী খর্জ্জুর ফলসদৃশ।]

ওমর ফারুকের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর এক দলকে এই গ্রন্থযোগে সমুন্নত করিবেন, এবং এক দলকে (ইহার বিরোধী দলকে) ইহাদ্বারা অবনত করিবেন।—মো।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—হোজয়ের পুত্র ওসয়দ * ইতিমধ্যে এক রজনীত বকর সুরা অধ্যয়ন করিতে ছিলেন, তাঁহার অশ্ব তাঁহার নিকটে বাঁধা ছিল, অকস্মাৎ ঘোটক কুর্দ্দন করিতে লাগিল। তখন তিনি নীরব হইলেন, এবং সে স্থির হইল। তৎপর তিনি পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সেও লম্ফদান করিতে লাগিল, আবার তিনি পাঠে নিবৃত্ত হইলেন, তাহাতে সে সুস্থির হইল। তদনন্তর তিনি পড়িতে লাগিলেন, তখন ঘোটক লম্ফ প্রদান করিল, তাহাতে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শিশু পুত্র ইয়হা ঘোটকের নিকটে ছিল, তিনি ভয় পাইলেন তাহাকে বা আঘাত করে, এবং তিনি যখন তথা হইতে তাহাকে দূরে রাখিলেন, তখন আকাশের দিকে মস্তক উত্তলন করিয়াছিলেন। হঠাৎ চন্দ্রাতপের ন্যায় কিছু দেখিতে পাইলেন, তন্মধ্যে দীপাবলীর প্রতিকৃতি ছিল। প্রাতঃকাল হইলে তিনি হজরতকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "হে খোজয়রের পুত্র, পাঠ করিতে থাক, হে খোজয়রের পুত্র, পাঠ করিতে থাক।" তিনি (ওসয়দ) বলিলেন, "হে প্রেরিত পুরুষ,তখন আমি ভয় পাইয়াছিলাম যে,ইয়হাকে বা অশ্ব পদদ্বারা দলন করে, সে উহার নিকটে ছিল, অতএব আমি তাহার দিকে

---

* ইনি আনসার দলস্থ হজরতের একজন সহচর ছিলেন। উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষ ও মানব শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুক ইহার শব বহন করিয়াছিলেন ও ইহার অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়ায় নমাজ পড়িয়াছিলেন, মদিনার বকিয় নামক প্রসিদ্ধ গোরস্থান ইহার শব সমাহিত হইয়াছে। হেজরী ২০ সালে বা ২১ সালে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ফিরিয়াছিলাম, এবং স্বীয় মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করিয়াছিলাম। তখন হঠাৎ চন্দ্রাতপ সদৃশ কিছু ও তন্মধ্যে দীপবলীর আকৃতি লক্ষিত হইল, এত দূর পর্য্যন্ত (ভয়) হইল যে, তাহাতে বাহির হইয়াছিলাম যেন উহা দেখিতে না হয়।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বুঝিয়াছ উহা কি?" তিনি (ওসয়দ) না বলিলেন। তিনি বলিলেন, "সে সকল স্বর্গীয় দূত (ফেরেশ্‌তা) তোমার পাঠের জন্য নিকটস্থ হইয়াছিলেন। যদি তুমি পাঠে নিযুক্ত থাকিতে তাঁহারা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিতেন, এবং লোকে তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিত।"—উভয়।

[বোখারীর বাক্য; সহিহ মোস্‌লোমে উত্তম পুরুষীয় বাক্য "পরে আমি বাহির হইলাম" স্থলের পরিবর্ত্তে চন্দ্রাতপ শূন্যমার্গে সমুত্থিত হইয়াছিল, এরূপ কথা আছে।]

বরায়ের উক্তি *;—এক ব্যক্তি কহফ সুরা পড়িতেছিল, তাহার পার্শ্বে এক অশ্ব দুই রজ্জুতে আবদ্ধ ছিল। তখন উহার উপর বারিধমণ্ডলের আচ্ছাদন হইল ও তাহা নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল, এবং তাহার ঘোটক পলায়ন করিতে সমুদ্যত হইল, প্রাতঃকালে সে হজরতের নিকটে যাইয়া উহার প্রসঙ্গ করিল। তখন তিনি বলিলেন, "উহা ঈশ্বরিক প্রসন্নতা কোরাণ পাঠের কারণে অবতীর্ণ হইয়াছিল।"—উভয়।

মোয়াল্লার পুত্র আবুসরিদের উক্তি †;—আমি মস্‌জেদে নমাজ পড়িতেছিলাম, তখন প্রেরিতপুরুষ আমাকে ডাকিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত নমাজ পড়া হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত আমি উত্তর দান করি নাই; তৎপর তাঁহার নিকটে গিয়া বলিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, বস্তুতঃ আমি নমাজ পড়িতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "পরমেশ্বর কি বলেন নাই তোমাদিগকে ডাকিলে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষকে উত্তর দান করিও।" তদনন্তর বলিলেন, "আমি কি তোমাকে মস্‌জেদ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে কোরাণের শ্রেষ্ঠ সুরার (অধ্যায়ের) বিষয় জ্ঞাপন করিব না?" তখন তিনি আমার হস্ত ধারণ করিলেন। পরে যখন আমরা বহির্গত হইতে সমুদ্যত হইলাম, তখন আমি বলিলাম, নিশ্চয় আপনি বলিয়াছেন, "তোমাকে কি কোরাণের শ্রেষ্ঠ সুরার বিষয় জ্ঞাপন করিব না?" তিনি বলিলেন "অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে রব্বেল্‌ আলমিন" সুরা। ফাতেহার এই সপ্ত আয়ত, যাহা আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, উহা কোরাণোল্‌ আজিম (শ্রেষ্ঠ কোরাণ)।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা আপনাদের গৃহ সকলকে মকবরাস্বরূপ করিও না‡। যে গৃহে বকর সুরা পাঠ হয় নিশ্চয় শয়তান তথা হইতে পলায়ন করে।—মো।

---

* বরায়, আজেবের পুত্র, তিনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

† ইনি হজরতের এক জন সহচর ছিলেন।

‡ মকবরায় অর্থাৎ গোরস্থানে মৃত দেহ সকল রক্ষিত। সেই স্থান নিঃশব্দ। তদ্রূপ তোমাদের গৃহ যেন না হয়।

আবু ওমামার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা কোরাণ অধ্যয়ন কর, উহা কেয়ামতের দিনে অধ্যেতার সম্বন্ধে শফায়েতকারী (ক্ষমার জন্য অনুরোধ কারী) স্বরূপ উপস্থিত হইবে। সমুজ্জ্বল সুরা বকর ও আলোএমরাণ এই দুই সুরা অধ্যয়ন করিতে থাক। নিশ্চয় এই দুই সুরা কেয়ামতের দিন এইরূপ উপস্থিত হইবে যেন এই দুই সুরা দুইটি শুভ্র মেঘ বা দুই চন্দ্রাতপ অথবা এই দুয়ের পাঠকদিগের সম্বন্ধে বিতর্ককারী শ্রেণীবদ্ধ দুই পক্ষিযূথ। তোমরা বকর সুরাকে অধ্যয়নকর, যেহেতু ইহা অবলম্বন ফলপ্রদ, ইহা ত্যাগ দুঃখের কারণ। হীনপ্রকৃতি লোকের উহা অবলম্বনের সাধ্য হয় না।"—মো।

সেমানের পুত্র নেওয়াসের উক্তি *;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "কেয়ামতের দিনে কোরাণ ও কোরাণের পাঠক দিগকে যাহারা তদনুসারে কার্য্য করিতেছিল উপস্থিত করা হইবে, সুরা বকর ও আলো এমরাণ উহার (কোরাণের) অগ্রগামী হইবে যেন তাহারা দুইটি মেঘ, অথবা এরূপ দুইটি ঘোরতর চন্দ্রাতপ যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বিদ্যমান, কিংবা সেই দুইয়ের পাঠকদিগের সম্বন্ধে বিতর্ককারী শ্রেণীবদ্ধ দুইটি পক্ষিযূথ থাকিবে।"—মো।

কাবের পুত্র ওব্বীর উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "হে মঞ্জরের পিতা, তুমি কি জান ঐশ্বরিক গ্রন্থের কোন্ আয়ত তোমার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ?" আমি বলিয়াছিলাম, তাহা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষই অধিক জ্ঞাত। তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মঞ্জরের পিতা, তুমি কি জান ঐশ্বরিক গ্রন্থের কোন্ আয়ত তোমার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ?" আমি বলিয়াছিলাম, "আল্লাহো লাএলাহ এল্লাহুওয়া অল্‌হয়ু অল্‌কয়ুমো, (আয় তোল্ কোর্সি)।" তিনি আমার বক্ষে আঘাত করিয়া বলিলেন, "হে মঞ্জরের পিতা, জ্ঞান তোমার আনন্দজনক হউক।"—মো।

আবুহোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ আমার প্রতি রমজান মাসে জকাত সংগ্রহের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। তখন একজন আগন্তুক আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া খাদ্য লইয়া যাইতে লাগিল, আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, অবশ্য আমি তোমাকে হজরতের নিকটে লইয়া যাইব।" সে বলিল, "নিশ্চয় আমি অভাবগ্রস্থ ও পরিবারযুক্ত, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন।" অনন্তর আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম ; পরিশেষে প্রাতঃকালে হজরতের নিকটে গিয়াছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুহোরয়রা, গত রজনীতে তোমার বন্দীর সম্বন্ধে কি হইল?" আমি বলিলাম, "হে প্রেরিত পুরুষ, সে গুরুতর অভাব ও পরিবারের বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে আমি তাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে মুক্তি দান করিয়াছি। তিনি বলিলেন, "জানিও সে নিশ্চয় তোমাকে মিথ্যা বলিয়াছে, এবং শীঘ্রই সে ফিরিয়া

* ইনি হজরতের শামদেশনিবাসী সহচর ছিলেন।

আসিতেছে।" তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে সত্যই, সে হজরতের কথামত প্রত্যাগমন করিবে, সত্যই ফিরিয়া আসিবে। অনন্তর আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তখন সে আসিয়া খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিতে লাগিল। তাহাতে আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরিত পুরুষের নিকটে লইয়া যাইব। সে বলিল, "আমি পরিবারভারগ্রস্ত, অভাবযুক্ত, আমি পুনর্ব্বার আসিব না।" তখন আমি তাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহার পথ মুক্ত করিলাম; পরে প্রাতঃকালে হজরতের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবু হোরয়রা, কল্য রজনীতে স্বীয় বন্দীর সম্বন্ধে তুমি কি করিয়াছ?" আমি বলিলাম, প্রেরিত পুরুষ, সে পরিবারভারগ্রস্ত ও অভাবগ্রস্ত বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে আমি দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, "জানিও নিশ্চয় সে তোমার নিকটে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।" পরে আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে সে আসিয়া খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে ধরিয়া বলিলাম, নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরিত পুরুষের নিকটে লইয়া যাইব। অবশেষে ইহা তিন বার হইল; বাস্তবিক তুমি ব্যক্ত কর আসিবে না, পরে আসিয়া থাক। সে বলিল, "তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে এরূপ কথা শিক্ষা দিব যে পরমেশ্বর তাহাতে তোমাকে লাভবান করিবেন। যখন তুমি শয্যা আশ্রয় করিবে তখন আয়তোল্ কোর্সি, "লাএলাহ এল্লেল্লা হুওয়াল্ আজিম, আয়তের সমাপ্তি পর্য্যন্ত পড়িও। পরে নিশ্চয় সর্ব্বদা তোমার সম্বন্ধে ঈশ্বর রক্ষক হইবেন, এবং শয়তান প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তোমার সমীপবর্ত্তী হইবে না।" তখন আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। পরে প্রাতঃকাল হইল। তখন হজরত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার বন্দিসম্বন্ধে কি করিয়াছ?" আমি বলিলাম, সে বলিয়াছিল, আমাকে এরূপ বাক্য শিখাইবে যে পরমেশ্বর তাহাদ্বারা আমাকে উপকৃত করিবেন। তিনি বলিলেন, "জানিও নিশ্চয় সে তোমার নিকটে সত্য বলিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে অত্যাচারী। তুমি কি জান তিন রাত্রি পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে কথা কহিয়াছে সে কে?" আমি জানি না বলিলাম, (তিনি বলিলেন) "সে শয়তান।"—বো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—ইতি মধ্যে জেব্রিল হজরতের নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ তিনি (জেব্রিল বা হজরত) এক প্রকার শব্দ আপনার উপরে শ্রবণ করিলেন, তখন স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "অদ্য স্বর্গলোকের এই এক দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, অদ্য ব্যতীত যাহা কখনও উন্মুক্ত হয় নাই। অনন্তর তাহা হইতে এক স্বর্গীয় দূত (ফেরেশ্‌তা) অবতরণ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "এই যে দেবতা ভূতলের দিকে অবতীর্ণ হইলেন, অদ্য ভিন্ন কখনও অবতরণ করেন নাই।" তখন তিনি

(ফেরেশ্‌তা) সেলাম করিয়া বলিলেন, "তোমাকে যে দুই জ্যোতি প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে তুমি আহ্লাদিত হও, তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নবিকে (সংবাদবাহককে) তাহা প্রদান করা হয় নাই। উহা কোরাণ গ্রন্থের ফাতেহা এবং বকর সুরার চরমাংশ। তুমি এমন কোন অক্ষরে কখনও তাহা পড়িবে না যে, তাহার পুরস্কার তোমাকে দেওয়া হইবে না।"—মো।

আবু মস্‌উদের উক্তি *;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "বকর সুরার শেষে এমন দুই আয়ত আছে, যে ব্যক্তি কোন রজনীতে উহা পাঠ করে, সে নিরাপদ হয়।"—উভয়।

আবুদরদার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কহফ সুরার প্রথম দশটি আয়ত আরম্ভ করিয়াছে সে দজ্জাল হইতে সংরক্ষিত হইয়া থাকে †।—মো।

আবুদরদার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছিলেন, "তোমাদের কেহ কি এক রাত্রিতে কোরাণের তৃতীয়াংশ পাঠ করিতে অক্ষম হইয়া থাকে?" 'তাঁহারা (পারিষদগণ) বলিলেন, "কেমন করিয়া কোরাণের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করা যায়?" তিনি বলিলেন, (কোল্‌ আল্লাহো আহদোন্‌,') (বল ঈশ্বর একমাত্র)। ইহা কোরাণের এক তৃতীয়াংশের তুল্য হইবে।"—মো।

[বোখারী আবু সয়িদ হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ এক ব্যক্তিকে এক ক্ষুদ্র সৈন্য দলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে আপন সহচর দিগের জন্য তাঁহাদের নমাজ পড়ার সময় কোরাণ পড়িত,পরে "হওয়াল্লাহো আহদোল্‌"(সেই পরমেশ্বর একমাত্র,) এই কথায় সমাপ্ত করিত। অবশেষে যখন তাহারা ফিরিয়া আসিল, তখন হজরতের নিকটে ইহার উল্লেখ করিল। তাহাতে তিনি বলিলেন, "তোমরা তাহাকে প্রশ্ন কর যে, কি কারণে সে এরূপ করিয়া থাকে। তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে সে বলিল, "যেহেতু উহা রহমাণের (ঈশ্বরের) গুণবাচক, আমি তাহা পাঠ করিতে ভাল বাসি।" তখন হজরত বলিলেন, "তাহাকে জ্ঞাপন কর যে, পরমেশ্বর তাহাকে প্রেম করেন।"—উভয়।

আনসের উক্তি ;—এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, "কুল্‌ হুওয়া আল্লাহো অহদোন্‌" আমি এই সুরা পড়িতে ভাল বাসি।" তিনি বলিলেন, "ইহার প্রতি তোমার প্রেম তোমাকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবে।"—তর।

---

* আবু মস্‌উদের অর্থাৎ মস্‌উদের পিতার প্রকৃত নাম অক্‌বা, ইনি শাল্‌বা আবুসারীর পৌত্র ওমরের পুত্র ছিলেন।

† এইরূপ ভবিষ্যদ্‌ বাণী যে, কেয়ামতের প্রাক্‌কালে দজ্জালনামক দৈত্য বিশেষ প্রকাশিত হইয়া লোকদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে। অন্যায়াচারী প্রবঞ্চককেও দজ্জাল বলা হইয়া থাকে।

[বোখারী ইহার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।]

আমেরের পুত্র ওক্‌বার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তুমি কি সেই আয়ত সকল জান না যাহা রজনীতে অবতরণ করিয়াছে? ইহাদের তুল্য কখনও দৃষ্ট হয় নাই, "কোল্ আউজো বেরব্বেল্ ফল্‌কে" এবং কোল্ আউজো বেরব্বেন্নাসে।"—মো।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ প্রত্যেক রজনীতে যখন নিজের শয্যা আশ্রয় করিতেন তখন আপন করতল সম্মিলিত করিয়া তাহাতে ফুৎকার করিতেন, পরে তাহাতে বলিতেন, "কোল্ হুওয়া আল্লাহো আহদোন্।" ও "কোল্ আউলো বেরব্বেল্ ফল্‌কে" এবং কোল্ আউজো বেরব্বেন্নাসে।" তৎপর তিনি উভয় করতল যোগে আপন শরীর যত দূর সম্ভব আমর্শন করিতেন। উহাদ্বারা স্বীয় মস্তকের উপর ও স্বীয় মুখমণ্ডলে, এবং স্বীয় দেহের সম্মুখ ভাগে যাহা তাহাতে আমর্শন করিতেন। এরূপ তিন বার করিতেন।—উভয়।

[এবং ঈশ্বরেচ্ছায় মেরাজের অধ্যায়ে এব্‌ন মস্‌উদের হদিস উল্লিখিত হইবে।]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হজরত হইতে অউফের পুত্র অবদোর্ রহমাণের উক্তি ;—কেয়ামতের দিনে তিনটি বস্তু ঈশ্বরের সিংহাসনের নিম্নে রক্ষিত হইবে। প্রথম কোরাণ, উহা দাসমণ্ডলীকে সপ্রমাণ করিবে, উহার বহির্ভাগ ও আভ্যন্তরিক ভাগ আছে * দ্বিতীয় আমানত (সংরক্ষিত বস্তু), তৃতীয় দয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিবে, "জানিও যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে মিলিত হয় তাহার সঙ্গে ঈশ্বর মিলিত হন,এবং যে ত্যাগ করে ঈশ্বর তাহাকে ত্যাগ করেন।"—শরাহ সোন্নত।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "কোরাণাধ্যেতাকে বলা হয়, 'পাঠ কর ও স্বর্গীয় উন্নতপদে অগ্রসর হও, এবং যেমন তুমি সংসারে সর্ব্বদা কথা কহ, সেরূপ পাঠ কর। নিশ্চয় শেষ আয়তের নিকটে তোমার স্থান, তাহা পড়িতে থাক।"—আহতর, আবুদা, নেসা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির অন্তরে কোরাণের কিছুই নাই, প্রকৃত পক্ষে সে শূন্য গৃহ সদৃশ।"—তর, দার।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস সহিহ।]

আবু সয়িদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর বলেন, 'কোরাণ আমার প্রসঙ্গ ও আমার নিকটে প্রার্থনা হইতে যাহাকে নিবৃত্ত করে আমি প্রার্থী দিগকে যাহা

---

* কোরাণের যে অংশে জ্ঞানে ও কার্য্যে সকল বিশ্বাসীর যোগ আছে, তাহাকে বহির্ভাগ এবং যে অংশ সাধারণে বুঝিতে পারে না, কেবল বিশেষ সাধক বুঝিতে সক্ষম হয়, তাহাকে আন্তরিক ভাগ বলে।

দান করি তদপেক্ষা তাহাকে শ্রেষ্ঠ দান করিয়া থাকি। যেমন সমুদায় লোকের উপর ঈশ্বরের গৌরব, তদ্রূপ সমুদায় বচনের উপর ঐশ্বরিক বচনের গৌরব।—তর, দার, শার্বোল্ ইমানে বয়হকী।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন সহিহ।]

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক গ্রন্থের একটি অক্ষর পাঠ করে; তাহার জন্য তাহাতে কল্যাণ আছে, এবং প্রত্যেক কল্যাণের পুরস্কার তদনুরূপ দশ গুণ। আমি বলিতেছি না, 'আলম' একটি অক্ষর, কিন্তু আলেফ এক অক্ষর, লাম অক্ষর ও মিম্ অক্ষর।"—তর, দার।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন সহিহ, ইহার আস্‌নাদ গরিব।]

হারেস অওরের উক্তি *;—আমি মস্‌জেদে গিয়াছিলাম, হঠাৎ লোক সকল বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়। পরে আমি আলি মোর্ত্তজার নিকটে যাইয়া তাহা জ্ঞাপন করি। তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "নিশ্চয় কি তাহারা উহা করিয়াছে?" আমি বলি, হাঁ সত্য। তিনি বলিলেন, "জানিও, বস্তুতঃ আমি প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, 'তোমরা জ্ঞাত হইও, অচিরেই ইহা হইতে (বাদানুবাদ হইতে) গোলযোগ ঘটিবে।'" আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহা হইতে মুক্তির উপায় কি? তিনি বলিয়াছিলেন, "ঐশ্বরিক গ্রন্থ। তাহাতে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের সংবাদ ও পরবর্ত্তী বিষয়ের সংবাদ বিদ্যমান, এবং তোমাদের অন্তর্গত বিষয়সম্বন্ধে আদেশ আছে। উহা (কোরাণ) মীমাংসাকারী, বৃথা বাক্য তাহাতে নাই। অহঙ্কতলোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহা অগ্রাহ্য করে পরমেশ্বর তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি তাহাকে ছাড়িয়া অন্যের নিকটে সৎপথ অনুসন্ধান করে,ঈশ্বর তাহাকে বিপথগামী করেন, এবং উহা ঐশ্বরিক দৃঢ় রজ্জুস্বরূপ ও উহা অব্যর্থ সদুক্তি, উহা সরল পথ, উহা, উহার জন্য লোকে বাসনার অনুসরণ করেন না। উহার জন্যই জিহ্বা বিকৃত হয় না, জ্ঞানী লোকেরা উহাতে তৃপ্ত হয় না, বহু তর্ক বিতর্কে উহা পুরাতন হয় না, এবং ইহার চমৎকারিতা নষ্ট হয় না। উহা এমন বস্তু যে, দৈত্যগণ যখন শ্রবণ করিল, যে পর্য্যন্ত বলিল, 'আমরা আশ্চর্য্য কোরাণ শুনিলাম, ইহা সরল পথ প্রদর্শন করে, অতএব আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, সেপর্য্যন্ত তাহারা ফিরিয়া যায় নাই। যে ব্যক্তি তদ্‌যোগে কথা কহে সে সত্য কথা কহে, যেব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করে সে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, যে তদনুসারে বিচার (আদেশ) করে সে ন্যায়াচরণ করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি (তাহা শুনিবার জন্য) লোকদিগকে আহ্বান করে, সে সরল পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে।"—তর, দার।

---

* ইনি একজন কুফানিবাসী, অনুগামী আলি মোর্ত্তজার সহচর ছিলেন। 'অওরজ' শব্দে এক চক্ষুবিশিষ্ট বুঝায়।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিসের আস্‌নাদ অপরিজ্ঞাত।]

মোওয়াজোল্ জোহনার উক্তি *;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোরাণ পাঠ করে ও তাহাতে যে বিধি আছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, কেয়ামতের দিনে সংসারাগারের সূর্য্যালোক অপেক্ষা সমুজ্জ্বল এরূপ জ্যোতির মুকুট তাহার পিতা মাতাকে পরান হয়। যদি পার্থিবাগারে তোমাদের মধ্যে এরূপ হয় কেমন হইয়া থাকে! যে ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করে তাহার সম্বন্ধে তোমাদের কিরূপ মনে হইয়া থাকে।"—আহ, আবুদা।

আমেরের পুত্র ওক্‌বার উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "কোরাণকে চর্ম্মের মধ্যে স্থাপন করিয়া অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিলে দগ্ধ হয় না †।"—দার।

আলির উক্তি ;—যে ব্যক্তি কোরাণ পাঠ করিয়া তাহা স্মরণ করিয়া রাখে, পরে তাহাতে নির্দ্ধারিত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম বলিয়া গণ্য করে, পরমেশ্বর তাহাকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যান। তাহার পরিবারবর্গ দশ ব্যক্তির নিমিত্ত যাহাদের প্রত্যেকের জন্য নরকানল সমুচিত হইয়াছে, তাহার শফায়েত (পাপ ক্ষমার অনুরোধ) গ্রহণ করা হয়।—তর, এব্‌নমা, দার।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব, সোলমানের পুত্র হফজ উহার প্রবক্তা, হদিসবিষয়ে সে সুপটু নহে, অপটু।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—কাবের পুত্র ওব্বিকে হজরত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি নমাজের সময়ে কিরূপ পাঠ করিয়া থাক?" তখন তিনি ওম্মোল্ কোরাণ (ফাতেহা) পড়িলেন। তাহাতে তিনি (হজরত) বলিলেন, "যাঁহার হস্তে আমার জীবন, তাঁহার সমক্ষে তওরাতে ও এঞ্জিলে এবং জব্বুরে ও কোরাণে ইহার সদৃশ অবতীর্ণ হয় নাই। উহা সবাল্ মসানি এবং প্রদত্ত হইয়াছে যে মহা কোরাণ তাঁহার অন্তর্গত।—তর, দার।

[দারমী তরমোজীর কথানুরূপ "অবতীর্ণ হয় নাই", ব্যক্ত করিয়াছেন। কাবের পুত্র ওব্বি উহার উল্লেখ করেন নাই। তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন সহিহ।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা কোরাণ শিক্ষা কর, এবং তাহা পাঠ করিতে থাক, যেহেতু যে ব্যক্তি শিক্ষা করিয়াছে, পরে পড়িয়াছে, এবং তৎসহ রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কোরাণ মৃগনাভিতে পূর্ণ চর্ম্মপাত্র সদৃশ সর্ব্বত্র সুগন্ধি দান করে, এবং যে ব্যক্তি তাহা শিক্ষা করিয়াছে, পরে নিদ্রিত হইয়াছে, উহা তাহার গর্ভে স্থিতি করে, উহা মৃগনাভিতে পূর্ণ মুখবদ্ধ চর্ম্মভাণ্ড সদৃশ।"—নেসা, এব্‌নমা।

---

* ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

† কোরাণের সম্বন্ধে এই অলৌকিকতা হজরতের বিদ্যমানতার সময় ছিল। অন্য লোকের হস্তে এই ব্যাপার হয় না।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি "হম্ম" অর্থাৎ মোমেন সুরা, "এলয়েহেল্ মসির ও আয়তোল্ কোরসি" পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে অধ্যয়ন করে, সে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সেই দুই আয়তের প্রভাবে সংরক্ষিত হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি সেই দুই আয়ত সায়ংকালে পাঠ করে, সেই দুইয়ের প্রভাবে সে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়।"—তর, দার।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব।]

বশিরের পুত্র নেমানের উক্তি *;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃষ্টির দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, (দেবতাদিগকে লিখিতে বলিয়াছিলেন) তাহা হইতে দুই আয়ত অবতারণ করিয়াছিলেন, তদ্বারা সুরা বকর সমাপ্ত করা হইয়াছিল। সেই দুই আয়ত তিন রাত্রি এমন কোন গৃহে পড়া হয় না, যে পরে শয়তান তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকে †।"—তর, দার।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব।]

আবু দরদার উক্তি ;— হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কহফ সুরার প্রথম তিন আয়ত পাঠকরে, পরমেশ্বর তাহাকে দজ্জালজনিত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় আছে, কোরাণের হৃদয় ইয়াস সুরা। যে ব্যক্তি ইয়াস পড়ে পরমেশ্বর তাহা পাঠের জন্য তাহার নিমিত্ত দশ বার কোরাণ পাঠ (পাঠের পুরস্কার) লিখিয়া থাকেন।"—তর দার।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, ঈশ্বর স্বর্গলোক সকল ও পৃথিবী সৃষ্টির সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "তাহা" ও "আইয়াস" সুরা পাঠ করিয়াছিলেন, যখন দেবগণ কোরাণ শ্রবণ করিলেন তখন বলিলেন, "যাহাদিগের প্রতি ইহা অবতীর্ণ হইবে, সেই মণ্ডলী ধন্য হউক, যে সকল হৃদয় ইহা ধারণ করিবে ধন্য হউক, যে সকল রসনা ইহা উচ্চারণ করিবে তাহা ধন্য হউক।"—দার।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হম্মা অর্থাৎ দোখান সুরা কোন রাত্রিতে অধ্যয়ন করে, সত্তোর সহস্র ফেরেশ্তা তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এই অবস্থায় তাহার রজনী প্রভাত হয়।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব, আবু খশামের পুত্র ইহার প্রবক্তা।

---

* হজরতের মদিনাপ্রস্থানের চৌদ্দমাস পরে ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মদিনা প্রস্থানের পর ইহারই প্রথম জন্ম হয়। ইহার ও ইহাঁর পিতামাতার হজরতের সহবাস লাভ হইয়াছিল।

† অর্থাৎ তিন রাত্রি ক্রমাগমে গৃহে কোরাণ পাঠ হইলে শয়তান আর নিকটবর্ত্তী হয় না।

হদিসবিষয়ে তাহার অযোগ্যতা রহিয়াছে। মোহম্মদ বোখারী বলিয়াছেন, ইহা মেন্‌কর হদিস।]

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি 'হম্ম' অর্থাৎ 'দোখান' সুরা শুক্রবাসরীয় রজনীতে অধ্যয়ন করে, তাহার পাপ ক্ষমা হইয়া থাকে।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস দুর্ব্বল। হশাম আবুল্‌ মেক্‌দাদ ইহার প্রবক্তা। তিনি অযোগ্য।]

সাবিয়ার পুত্র এরবাজের উক্তি *;—প্রেরিত পুরুষ নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে "মস্‌বহত পাঠ করিতেন †, বলিতেন, "এই সকল সুরার মধ্যে এমন আয়ত আছে যে, উহা সহস্র আয়ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"—তর, আবুদা, দার।

[মাদানের পুত্র খালেদ হইতে পরম্পরাক্রমে দারমী। তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন গরিব।]

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "কোরাণের মধ্যে ত্রিশ আয়ত আছে এমন সুরা এক ব্যক্তির সম্বন্ধে সে যে পর্য্যন্ত ক্ষমা প্রাপ্ত হয় শফায়েত করিয়াছে। উহা "তবারকল্লজি বয়েদেহি অল্‌ মোল্‌কো।"—আহ, তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি,—হজরতের কোন সহচর কবরের উপর নিজের পট-মণ্ডপ স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা যে কবর তিনি মনে করেন নাই। পরে হঠাৎ সেই কবরে এক ব্যক্তি "তবারকল্লজি বেয়ে দিহি অল্‌মোল্‌ক" উহার সমাপ্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। পরে তিনি প্রেরিতপুরুষের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "ইহা দণ্ডনিবারক মুক্তিদায়ক, ঐশ্বরিক দণ্ড হইতে তাহাকে (পাঠককে) রক্ষা করিয়া থাকে।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব।]

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ যে পর্য্যন্ত না পড়িতেন আলমা তঞ্জিলো ও তবারকাল্লাহে অল্লজি বয়েদিহি অল্‌মোল্‌ক" সে পর্য্যন্ত নিদ্রাগত হইতেন না।—আহ, তর, দার।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস সহিহ, এইরূপ মহিয়সোন্নত শরেহসোন্নতে বলিয়াছেন, এবং মসাবিহে গরিব বলা হইয়াছে।]

এব্‌ন আব্বাস এবং মালেকের পুত্র আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন' "সুরা এন্না আজল্‌জলতি, কোরাণের অর্দ্ধাংশ তুল্য, কোল্‌ হওয়া আল্লাহো আহাদোন্‌, কোরাণের এক তৃতীয়াংশের তুল্য। এবং কোল্‌ আইয়া হোল্‌ কাফেরোণ কোরোণের এক চতুর্থাংশের তুল্য।"—তর।

---

*: ইনি একজন হজরতের সহচর ছিলেন।

† যেসকল সুরার প্রথম সবহান, বা ইয়ুসবাহ কিংবা সবহা আছে, তাহাদিগকে মসবহাত বলে।

ইয়সারের পুত্র মরকেলের উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে তিন বার বলে, আউজো বেল্লাহেস্ সমিয়েল্ অলিমে মেনশ্ শয়তানের্‌জিমে (আমি নিতাড়িত শয়তান হইতে শ্রোতা ও জ্ঞাতা পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি, পরে হশর সুরার শেষ তিনটি আয়ত পড়ে, সায়ংকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বর তদ্‌যোগে সত্তোর সহস্র ফেরেশ্‌তা তাহার প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন, এবং যদি সেই দিন সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে সে ধর্ম্মার্থ নিহত (শহিদ) হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি সায়ংকালে তাহা বলে তাহাতেও এই ফল হয়।"—তর, দার।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব। [

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি প্রতিদিন দুই শত বার 'কোল্ হওয়া আল্লাহো আহদোন' বলে তাহার সম্বন্ধে ঋণ না থাকিলে পঞ্চাশ বৎসরের পাপ তাহা হইতে বিলুপ্ত হয়।"—তর, দার।

[দারমী পঞ্চাশ বৎসরের পাপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ঋণ না থাকিলে এই কথায় উল্লেখ করেন নাই।]

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আপন শয্যায় নিদ্রিত হইতে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে নিদ্রিত হয়, তৎপর এক শত বার "কোল্ হওয়া আল্লাহো আহদোন্' বলে যখন কেয়ামতের দিন ঘটে তখন তাহার প্রভু তাহাকে বলে, 'হে আমার দাস, তুমি স্বীয় দক্ষিণে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন গরিব।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এক ব্যক্তিকে "কোল্ আল্লাহো আহদোন্" পড়িতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সমুচিত হইয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কি সমুচিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বর্গলোক।"—মালে, তর, নেসা।

নোফলের পুত্র ফরওয়া স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন † ;—তিনি (পিতা) বলিয়াছিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, আমি যখন নিজের শয্যা আশ্রয় করিব তখন বলিতে পারি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "ইয়া আয়হা কাফেরুণ, সুরা পড়িও।' যেহেতু ইহা অংশিত্ব হইতে বিমুক্ত।"—তর, আবুদা, দার।

আমেরের পুত্র ওক্‌বার উক্তি ;—ইতি মধ্যে আমি প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে জেহফা ও আবুওয়ার মধ্যে গিয়াছিলাম ‡। হঠাৎ আমরা ঘোরতর অন্ধকার ও বাত্যায় আচ্ছন্ন

---

* ইনি একজন বয়তোর রজওয়ানের অন্তর্গত সহচর ছিলেন। হসনবসোরী প্রভৃতি ইহা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

† কেহ বলেন, ইনি হজরতের সঙ্গী, কেহ কেহ বলেন, অনুগামী ছিলেন।

‡ জোহফা ও আবুওয়া দুইটি স্থানের নাম, মদিনা হইতে মক্কা গমনের পথে এই দুই স্থান বিদ্যমান।

হইয়াছিলাম। তখন হজরত, "আউজোবেরব্বেল্ ফলকে ও আউজোবেরব্বেন্নাসে।" এই দুই সুরা যোগে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন, "ওকৃবা, এই দুই দ্বারা আশ্রয়প্রার্থী হও। কোন আশ্রয়প্রার্থী এই দুইয়ের তুল্য আশ্রয় প্রার্থনা করে নাই।"—আবুদা।

খোবয়রের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমরা প্রেরিতপুরুষের অনুসন্ধানার্থ বারিবর্ষণ হইতেছে এমন ঘন তিমিরাবৃত রজনীতে বহির্গত হইয়াছিলাম, পরে তাঁহাকে পাইয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "পড়"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি পড়িব? তিনি বলিলেন, "হুওয়া আল্লাহো আহদোন।" এবং দুই আশ্রয় প্রার্থনার বচন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে তিন বার করিয়া পড়। তাহা সমুদায় আপদ্ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবে।"—তর, আবুদা, নেসা।

আমেরের পুত্র ওকৃবার উক্তি ;—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, আমি কি সুরা হুদ ও সুরা য়ুসেফ পাঠ করিব? তিনি বলিলেন, "আউজোবেরব্বেল্ ফল্‌কে, অপেক্ষা ঈশ্বরের নিকটে সহজে পঁহুছার অন্য কিছুই পড়িতে পাইবে না।"—আহ, নেসা, দার।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা কোরাণব্যাখ্যা কর, তাহার বিধি ব্যবস্থা সকল বল।"

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নমাজের সময়ে কোরাণ পাঠ নমাজ ব্যতিরেকে কোরাণ পাঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নমাজ ব্যতিরেকে কোরাণ পাঠ তস্‌বিহ ও তকৃবির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং সদকা অপেক্ষা তস্‌বিহ শ্রেষ্ঠ, অপিচ সদকা রোজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং রোজা নরকাগ্নির আবরণ।"

আওস্ সক্‌ফীর পৌত্র আবুদোল্লার পুত্র ওস্‌মান স্বীয় পিতামহ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন যে, হজরত ব্যক্ত করিয়াছেন "একব্যক্তির কোরাণ গ্রন্থ ব্যতীত কোরাণ পাঠে সহস্র গুণ (ফল) হয়, এবং গ্রন্থ মধ্যে তাহা পাঠে দুই সহস্র গুণ হইয়া থাকে *।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় জলসংলগ্নে লৌহে যেমন মরিচা পড়ে এই হৃদয় সকল তদ্রূপ ময়লাযুক্ত হয়।" জিজ্ঞাসা করা হইল,

* পাঠের সময় কোরাণের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত হয়, এবং কোরাণ স্পর্শ ও ধারণ করা হইয়া থাকে। তজ্জন্য অধিকতর ফললাভ হয়। কোরাণের প্রতি দৃষ্টি করাই বিশেষ সাধনা।

"হে প্রেরিত পুরুষ, তাহার নির্ম্মলতাসাধনের উপায় কি?" তিনি বলিলেন, "অধিক মৃত্যুস্মরণ ও কোরাণপাঠ।"

[বয়হকী শাবোল্ ইমানে পূর্ব্বোক্ত চারি হদিস বিবৃত করিয়াছেন।]

অবদোল্ কলায়ীর পুত্র আরফার উক্তি * ;—এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; "প্রেরিত পুরুষ কোন্ সুরা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "কোল্ আল্লাহো হুওয়া আহদোন্।" অনন্তর কোরাণের অন্তর্গত কোন্ আয়ত সর্ব্বপ্রধান?" তিনি বলিয়াছিলেন; "আয়তোল্ কোর্সি আল্লাহো লা এলাহ এল্লাহোওয়া।" সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "অবশেষে হে প্রেরিত পুরুষ, কোন্ আয়ত আপনাকে ও আপন মণ্ডলীকে আশ্রয় করুক (বিশেষ ফল বিধান করুক) আপনি এরূপ ভাল বাসেন?" তিনি বলিলেন, "সুরা বকরের শেষ আয়ত।" যেহেতু নিশ্চয় উহা ঈশ্বরের দয়া-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত; তাঁহার উচ্চতম স্বর্গের নিম্নে। পরমেশ্বর এই মণ্ডলীকে তাহা দান করিয়াছেন। ঐহিক পারত্রিক কোন কল্যাণ তাহাতে সংযুক্ত ভিন্ন তাহা হইতে পরিত্যক্ত হয় নাই।"—দার।

ওময়রের পুত্র অবদোল্ মোবারকের পরম্পরাগতরূপে উক্তি :—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"কোরাণগ্রন্থের ফাতেহা সুরা প্রত্যেক শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রোগসম্বন্ধে আরোগ্যজনক।"—দার, শাবোল্ ইমানে বয়হকী।

অফফানের পুত্র ওস্মান বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন রজনীতে আলোএম্রাণ সুরার শেষভাগ পাঠ করে † তাহার সম্বন্ধে রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক নমাজের ফল লিখিত হয়।"

মকহুলের উক্তি ‡ ;—"যিনি শুক্র বাসরে আলোএম্বান্ সুরা পাঠ করেন নিশা পর্য্যন্ত দেবতাগণ তাঁহার সম্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা করিরা থাকেন।"—উভয় আয়ত,দারমী।

নোফয়রের পুত্র জোবয়রের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর দুইটি আয়তে ফাতেহ সুরা পূর্ণ করিয়াছেন, উহা সেই ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে যাহা আর্শের (উচ্চতম স্বর্গের) নিম্নে আছে। অতএব তাহা শিক্ষা কর, এবং তোমাদের নারীদিগকে শিক্ষা দান কর। নিশ্চয় উহা ক্ষমা প্রার্থনা, ঐশ্বরিক সান্নিধ্য লাভ ও প্রার্থনার অন্তর্গত।"—পরম্পরাগত রূপে দার।

---

* ইনি হজরতের একজন সহচর ও দলপতি ছিলেন। হজরত তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, পরে তিনি মোসলমান হইয়াছিলেন। এয়মন দেশের অন্তর্গত এক গ্রামের নাম কলা। সেই কলাপল্লীনিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কলায়ী বলা হইয়াছে।

† উক্ত সুরার শেষভাগ "কওল ও মতলো ফি খলকস্ সমাতে ও অল্ আরজে" হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

‡ ইনি শাম দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজী ছিলেন।

জাবের উক্তি,—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা জোমাতে (শুক্রবারে) হুদ সুরা অধ্যয়ন করিও।"—দা।

আবু সয়িদের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "শুক্রবারে যে ব্যক্তি কহফ সুরা পাঠ করে, তাহার জন্য দুই শুক্রবারের মধ্যে জ্যোতি (ধর্ম্মোজ্যোতি) জ্বলিতে থাকে।"—দওরাতোল কবির গ্রন্থে বয়হকী।

মান্দালের পুত্র খালেদের উক্তি *;—(হজরতের বাক্য বলিয়া) বলিয়াছেন। তোমরা পরিত্রাণপ্রদ বিষয় পড়িও, উহা অলম্ব ও তজিল; যেহেতু আমি অবগত হইয়াছি যে, এক ব্যক্তি তাহা পড়িত, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু পড়িত না। সে অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ছিল, পরে উহা তাহার উপর পক্ষ বিস্তার করিয়া বলিয়াছিল, "প্রভো, ইহাকে ক্ষমা কর, যেহেতু এ আমাকে অনেক বার পড়িয়াছে।" তখন মহাপ্রতিপালক উহার পাপ ক্ষমার অনুরোধ তাহার সম্বন্ধে গ্রাহ্য করিলেন, এবং বলিলেন, 'ইহার প্রত্যেক পাপকে পুণ্য বলিয়া লিখ। অধিচ ইহাও বলা হইয়াছে যে, নিশ্চয় সে কবরমধ্যে স্বীয় পাঠকের সম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া বলিবে, "হে পরমেশ্বর, যদি আমি তোমার গ্রন্থের অন্তর্গত হই, তবে তাহার সম্বন্ধে আমার পাপ ক্ষমার অনুরোধ গ্রহণ কর, এবং আমি তোমার গ্রন্থের অন্তর্গত না হইলে আমাকে তাহা হইতে বিলুপ্তকর। নিশ্চয় উহা পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া তাহার প্রতি নিজের পক্ষ বিস্তার করে, অনন্তর তাহার জন্য পাপ ক্ষমার অনুরোধ করিয়া থাকে, এবং কবরদণ্ড হইতে তাহাকে মুক্ত করে। "তবারকাল্লজি" সুরাতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে, খালেদ সেই দুই সুরা পাঠ না করা পর্য্যন্ত নিশা যাপন করিতেন না। তাউস † বলিয়াছেন,"কোরাণের অন্তর্গত প্রত্যেক সুরায় আমাদিগকে ষাটগুণ কল্যাণ প্রদত্ত হইয়াছে।—দা।"

আবুরবাহের পুত্র আতায়ের উক্তি ‡;—আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে, প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, পূর্ব্বাহ্নে যে ব্যক্তি ইয়াস সুরায় পাঠ করে তাহার প্রয়োজন সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে।"—পরম্পরা রূপে দার।

ইয়সারের পুত্র মাকেলের উক্তি §;—হজরত বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বরের দর্শনার্থী

---

* ইনি শাম দেশীয় বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন, হজরতের সত্তোর জন সহচরকে দর্শন করিয়াছিলেন।

† ইনি এক জন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন।

‡ ইনি এক জন মহাপণ্ডিত গৌরবান্বিত বিশ্বস্ত অনুগামী ও বহু হদিসজ্ঞাতা ছিলেন। এমাম আবুহনিফা বলিয়াছেন, আতা অপেক্ষা সুবিজ্ঞ লোক আমি দর্শন করি নাই। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ ও এক চক্ষুবিশিষ্ট ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়াছিলেন। এব্‌ন আব্বাস, আবু হোরয়রা ও আবু সয়িদ এবং জাবের ও এব্‌ন ওমর এবং আয়শা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। ৮৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১১৫ সালে ইহাঁর পরলোক হইয়াছিল।

§ ইনি এক জন সহচর ছিলেন।

হইয়া যে জন ইয়াস সুরা অধ্যয়ন করে তাহার পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষমা করা হইয়া থাকে। অতএব তাহা তোমাদের মুমূর্ষু লোকদিগের নিকটে পড়িও।"—শাবোল্ ইমানে, বয়হকী।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধে উন্নতি আছে, কোরাণসম্বন্ধীয় উন্নতি বকর সুরা, এবং নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর জন্য সারাংশ আছে কোরাণের সারাংশ মকমল (হজরাত হইতে কোরাণের সমাপ্তি পর্য্যন্ত)।"—দার।

আলির উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্য্য আছে, কোরাণের সৌন্দর্য্য রহমাণ সুরা।"

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—যে ব্যক্তি প্রত্যেক রজনীতে "ওয়াকা" সুরা অধ্যয়ন করে কখনও সে দারিদ্রদশা প্রাপ্ত হয় না। এব্‌ন মস্‌উদ স্বীয় কন্যাদিগকে প্রতি রজনীতে তাহা পড়িতে বলিতেন।—শাবোল্ ইমানে বয়হকি কর্ত্তৃক বিবৃত উক্ত উত্তর হদিস।

আলির উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ "সব্বাহ এস্‌ম রব্বেকাল্ আল্লা" এই সুরা ভাল বাসিতেন।—আহ।

অবদোল্লা এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—এক ব্যক্তি হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, আপনি আমাকে পড়াইতে থাকুন।" তখন তিনি বলিলেন, যাহাদের "আদিতে র আছে সেই তিন সুরা হইতে পড়িতে আরম্ভ কর * তখন সে বলিল, "আমার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছে, আমার অন্তর কঠিন হইয়া গিয়াছে, আমার জিহ্বা দৃঢ় হইয়াছে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তবে সেই তিন সুরা পড়িতে থাক যাহাদের আদিতে হম্ম আছে।" তখন সে যাহা বলিয়াছিল তাহাই বলিল, সে বলিল "আমাকে জামেসুরা পড়াইতে থাকুন।" অনন্তর প্রেরিত পুরুষ তাহাকে "এজাজল্ জলাতোল্ আরজ" সুরার শেষ পর্য্যন্ত পড়াইলেন। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, "সত্যতঃ যিনি আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইতোধিক কিছু অবলম্বন করিব না।" তদনন্তর সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল। তখন প্রেরিত পুরুষ দুইবার বলিলেন "এ মুক্ত ও জয়যুক্ত হইয়াছে।"—আহ।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের কেহ কি প্রতিদিন সহস্র আয়ত পরিতে পারে না ?" তাঁহারা (পারিষদগণ) বলিয়াছিলেন "প্রতিদিন সহস্র আয়ত কে পড়িতে পারে ?" তোমাদের মধ্যে কি কেহ "এলাহকোম্ তকাসর" পড়িতে অক্ষম হয় না।—শাবোন্ ইমানে বয়হকি।

পরম্পরা গত রূপে মসিবের পুত্র-সয়িদের উক্তি †;—তিনি (হজরত) বলিয়াছেন,সবে "যে ব্যক্তি দশ বার বলে কোল্ হওয়া আল্লাহো আহাদোন তাহার জন্য স্বর্গ লোকে

---

* এরূপ পাঁচটি সুরা আছে।

† ইনি এক জন প্রধান অনুগামী ছিলেন।

একটি প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, যে ব্যক্তি বিশ বার বলে, তাহার জন্য স্বর্গোদ্যানে দুইটি প্রাসাদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ত্রিশবার বলে, তাহার নিমিত্ত স্বর্গোদ্যানে তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়।" তখন ওমর ফারুক বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ, এখন আমরা নিশ্চয়ই প্রাসাদের বৃদ্ধি করিব।" হজরত বলিলেন, "ঈশ্বর এতদপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।"—দার।

পরম্পরগত রূপে হসন বসোরীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন রাত্রিতে এক শত আয়ত পাঠ করে সেই রাত্রিতে কোরাণ তাহার বিরোধী হয় না, এবং যে ব্যক্তি কোন রাত্রিতে দুই শত আয়ত পড়ে তাহার নিমিত্ত নৈশিক বিশেষ সাধনা লিখিত হয়, এবং যে ব্যক্তি কোন রজনীতে পাঁচ শত আয়ত হইতে সহস্র আয়ত পর্য্যন্ত পড়ে তাহার জন্য কেন্তার পরিমাণ পুরস্কার হয়। প্রশ্ন করা হইয়াছিল কেন্তার কি ? তিনি বলিয়াছিলেন, "দ্বাদশ সহস্র পরিমাণ সম্পত্তি।"—দার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কোরাণ পাঠের নীতি।

প্রথম অধ্যায়।

আবু মুসা আশরীর উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা কোরাণসম্বন্ধে দৃঢ় সঙ্কল্প করিও, * পরন্তু যাঁহার হস্তে আমার জীবন তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় উহা রজ্জু বদ্ধ উষ্ট্র অপেক্ষা উন্মোচনবিষয়ে দৃঢ়তর।"—উভয়।

এবন্ মস্‌উদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কুৎসিত বিষয় এই হয় যে, তোমরা বল এত এত আয়ত বিস্মৃত হইয়াছি, বরং বল ভুল হইয়া গিয়াছে, কোরাণকে আবৃত্তি কর। যেহেতু উহা চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা লোকের হৃদয় হইতে পলায়নে দৃঢ়তর।"—উভয়।

[মোসলেম "আপন বন্ধন সম্বন্ধে" এই কথা অধিক যোগ করিয়াছেন।]

এবন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, কোরাণাধ্যায়ী রজ্জুবদ্ধ উষ্ট্রের অধিপতির সদৃশ, এতদ্ভিন্ন নহে ; তৎপ্রতি যত্ন করিলে রক্ষিত হয়, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে চলিয়া যায়।—উভয়।

---

* অর্থাৎ কোরাণকে আবৃত্তি করিব, সম্মান করিব এবং যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিব ইত্যাদি বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া।

অবদোল্লার পুত্র জোন্দবের উক্তি ;—"তোমরা সে পর্য্যন্ত কোরাণ অধ্যয়ন করিতে থাক যে পর্য্যন্ত তাহাতে তোমাদিগের হৃদয়ের অনুরাগ সম্বন্ধ থাকে, পরে যখন তোমরা অবসন্ন হইবে তখন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইও।"—উভয়।

কোতদার উক্তি ;—আনসকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, "প্রেরিত পুরুষের অধ্যয়ন কিরূপ ছিল ? তিনি বলিয়াছেন,"দীর্ঘ দীর্ঘ উচ্চারণ হইত, তদনন্তর তিনি দীর্ঘোচ্চারণে "বেস্‌মোল্লা আর্‌রহমান্ আর্‌রহিম পড়িতেন *।—বো।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—কোরাণপাঠে হজরতের স্বর পরমেশ্বর যেরূপ শ্রবণ করেন (ভালবাসেন) এরূপ অন্য কিছুই শ্রবণ করেন না।—উভয়।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নবি মিষ্ট স্বর কোণের পাঠে সমুচ্চ করিলে পরমেশ্বর যেমন ভাল বাসেন এরূপ অন্য কিছুই ভাল বাসেন না।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোরাণ পাঠ উচ্চৈঃস্বরে (নির্ভর সহকারে) না করে সে আমার দলভুক্ত নহে।"—বো।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ মেম্বরের (উপদেশবেদিকার) উপর হইতে বলিয়াছিলেন,"তুমি আমার প্রতি কোরাণ পাঠ কর।"আমি বলিয়াছিলাম, ইহা আপনাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনার প্রতি কি পাঠ করিব ? তিনি বলিলেন "অন্য লোক দ্বারা তাহা শ্রবণ করিতে আমি ভাল বাসি।" তখন আমি নেসা সুরা পড়িতে আরম্ভ করিয়া এই আয়ত পর্য্যন্ত পহুছিলাম "ফকয়ফা এজা জয়না মেন্‌কোল্লে ওম্মতেন্ বিশহিদে ও জয়না বেকা আলা হউলায় বিশহিদা।" হজরত বলিলেন "এক্ষণ তোমার পক্ষে প্রচুর হইল।" তখন তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করিলেন, পরে অকস্মাৎ তাঁহারা নেত্রদ্বয় অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল।—উভয়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ আবু কাবকে বলিয়াছিলেন, † "নিশ্চয় ঈশ্বর তোমার নিকটে কোরাণ পড়িতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন।" তিনি (আবুকাব) বলিলেন, "পরমেশ্বর আপনার জন্য কি আমার নাম গ্রহণ করিয়াছেন ?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" তিনি (আবুকাব) জিজ্ঞাসা করিলেন, নিশ্চয় কি আমি জগতের প্রতিপালকের নিকটে স্মরণীয় হইয়াছি ?" তিনি বলিলেন, "হাঁ। তখন তাঁহার নয়ন

---

* অর্থাৎ আল্লাতে ও রহমাণের মিমে এবং রহিমের হেতে মদ্দ (দীর্ঘোচ্চারণ) করিতেন।

† ইনি হজরতের একজন অতি প্রধান সহচর ছিলেন এবং হজরতের প্রত্যাদেশ লিখিতেন। হজরতের বিদ্যমানকালে ছয় জন লোক কোরাণ আবৃত্তি করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্তর্গত এক জন ছিলেন। ইনি হজরতের সহচরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আধোতা ছিলেন। সৈয়দোল করা (আধোতাদিগের দলপতি, বলিয়া ইহাঁকে ডাকা হইত এবং হজরত তাহাকে সৈয়দোল আনসার (আনসার দলের নেতা) বলিয়া ডাকিতেন।

হইতে অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। অন্য বিবৃতিতে—"নিশ্চয় ঈশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, "আমি তোমার নিকটে লম্‌ইয়কোন্ অল্লজি না কোফরো পাঠ করি।" তিনি (আবুকাব) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি আমার নাম করিয়াছিলেন ?" হজরত বলিয়াছিলেন "হাঁ" তখন তিনি কাঁদিয়াছিলেন।—উত্তর।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ শত্রুর (কাফেরের) রাজ্যে কোরাণ সহ ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—উত্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—আমি দীনহীন মোহাজেরদিগের দলে উপবিষ্ট ছিলাম। বস্ত্রাভাববশতঃ তাঁহাদের একজন অপর জন হইতে (লজ্জায়) লুক্কায়িত হইতেছিলেন। একজন পাঠক আমাদের নিকটে কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ প্রেরিত পুরুষ আসিয়া আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মমান হন। হজরত উপস্থিত হইলে অধ্যেতা নীরব হইয়াছিলেন। তখন তিনি সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি করিতেছ ?" আমরা বলিলাম,"ঐশ্বরিক গ্রন্থ শ্রবণ করিতেছি।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "সেই ঈশ্বরের সম্যক্ প্রশংসা যিনি আমার মণ্ডলীর অন্তর্গত এমন লোকদিগকে সৃজন করিয়াছেন, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনাকে তাহাদের সঙ্গে সহিষ্ণু করি।" তখন তিনি আমাদের ভিতরে নিজের সমতা বিধানের জন্য আমাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন ; তৎপর নিজহস্তে ইঙ্গিত করিলেন। তখন সহচরবর্গ মণ্ডলাকারে বসিলেন, তাঁহার দিকে তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল প্রকাশিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, "হে দীন দুঃখী মোহাজের সম্প্রদায় কেয়ামতের দিনে পূর্ণ জ্যোতিবিষয়ে তোমাদের সম্বন্ধে সুসংবাদ। তোমরা অর্দ্ধ দিবসের মধ্যে ধনবান্ লোকদিগের পূর্ব্বে স্বর্গলোকে প্রবেশ করিবে, এবং উহার "(সেই অর্দ্ধদিনের) পরিমাণ পাঁচ শত বৎসর।"

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমারা আপনাদের কণ্ঠস্বরে কোরাণকে সুন্দর করিও।" আবুদা, এব্‌ন মা, আহ, দার।

ওবাদার পুত্র সয়িদের উক্তি † ;—হজরত বলিয়াছেন, "এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, কোরাণ পাড়য়াছে তদনন্তর ভুলিয়া গিয়াছে, পরমেশ্বর কেয়ামতের দিনে তাহাকে ছিন্নহস্ত করেন নাই ‡।—আবুদা, দার।

---

* ইনি হজরতের একজন প্রসিদ্ধ বালক সহচর ছিলেন। আলির অনুসরণে জমল, সফফন এবং নহরওয়াণের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

† ইনি আনসার দলের এক জন দলপতি ছিলেন, সংগ্রাম ক্ষেত্রে হজরতের পক্ষে পতাকা ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাঁর বহু সদ্‌গুণ ছিল।

‡ ছিন্ন হস্ত করার অর্থ উন্নতি শূন্য করা।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ত্রিরাত্রির ন্যূন কোরাণ পাঠ করিয়াছে সে কোরাণের অর্থ অবগত হয় নাই।"—তর, আবুদা, দার।

আমেরের পুত্র ওকবার উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "স্পষ্ট রূপে কোরাণ পাঠক স্পষ্ট রূপে সদকা দাতার তুল্য, অস্পষ্ট রূপে কোরাণ পাঠক অস্পষ্ট রূপে সদকা-দাতার সদৃশ।"—তর, আবুদা, নেসা।

সহিবের উক্তি † ;—"যে ব্যক্তি অবৈধ বস্তু সকলকে বৈধ করিয়াছে সে কোরাণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন এই হদিস সুদৃঢ় নহে।]

সাদের পুত্র লয়স আবু মোলয়কা এবং মমলকের পুত্র ইয়লি হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন ‡ ;—তিনি হজরতের কোরাণ পাঠের বিষয় ওম্ম সলমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন ওম্মসোলমা পাঠের বিষয় বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন।—তর, আবুদা, নেসা।

ওম্মসোলমা হইতে আবু মোলয়কা এবং তাহা হইতে এব্‌ন জোবয়র শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন § ; তিনি বলিয়াছেন,"প্রেরিতপুরুষ নিজের পাঠ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া লইতেন এবং অল্‌ হমদো রব্বেল্‌ আলমিন বলিতেন ও তদনন্তর স্থির হইতেন, তৎপর আর্‌ রহমাণ আর্‌ রহিম বলিয়া স্থির হইতেন,—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিসের আস্‌নাদ (মূলবক্তা সকল) ক্রমান্বয় নহে, যখন লয়স্‌ হদিস আবু মোলয়কা ও মমলকের পুত্র ইয়লি হইতে এবং ইয়লি ওম্ম সোলমা হইতে শুনিয়াছেন। যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী হদিসের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে এব্‌ন আবু মোলয়কা, ওম্ম সোলয়মা হইতে মধ্যবর্ত্তী যোগে ভিন্ন শ্রবণ করেন নাই।]

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—আমাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ আগমন করিয়াছিলেন,

---

* ইনি হজরতের এক জন সহচর ছিলেন. মাবিয়ার সময়ে মেসরের শাসন কর্ত্তা হইয়াছিলেন।

† ইনি রোম দেশীয় এবং হজরতের দীন দরিদ্র সহচরদিগের মধ্যে সম্মানিত লোক ছিলেন।

‡ লয়স একজন অনুগামী জ্ঞানবান পুরুষ এবং মেসর নিবাসীদিগের এমাম ছিলেন। তিনি হজরতের সহচরদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন, জোবয়রের পুত্র অবদোল্লার আধিপত্য কালে কাজি দিগের। ইয়লি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

§ এব্‌ন জোবয়রের প্রকৃত নাম অবদোল্‌ মোল্‌ক, তিনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অনুগামী ছিলেন। তাহার পিতা ও অনুগামী ছিলেন।

এবং আমরা কোরাণ পাঠ করিতে ছিলাম, আমাদের মধ্যে একজন যাযাবর লোক এবং এক জন আজম দেশীয় লোক ছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "সর্ব্বাবস্থায় উত্তম, তোমরা পাঠ করিতে থাক। অচিরে এমন একদল আসিবে যে, লক্ষ্যভেদী বাণকে যেমন ঠিক করা হইয়া থাকে তদ্রূপ ইহাকে ঠিক করিয়া লইবে, ইহার (পুরস্কারলু'তে) সত্বর হইবে, অবকাশ দিবে না *।"—আবুদা, শোবোল্ ইমানে বয়হকী।

হোজয়ফার উক্তি †;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা আরবীয় সুরে ও উচ্চার সহজ শব্দে কোরাণ পাঠ কর, প্রেমিক দিগের এবং গ্রন্থাধিকারিদ্বয়ের (ইহুদি ও খ্রীষ্টবাদী দিগের) সুর হইতে দূরে থাকিও। আমার (মৃত্যুর) পরে অচিরে এমন এক দল আসিবে যে, তাহারা গীত ও বিলাপের সুরে পাঠ করিবে। উহা তাহাদের কণ্ঠকে অতিক্রম করিবে না, তাহাদের হৃদয় সঙ্কটাপন্ন হইবে। তাহাদের রীতি যাহাদের আনন্দ বিধান করে তাহাদিগের অন্তঃকরণও বিপৎসঙ্কুল ‡।"—বয়হকি শবোল্ইমানে এবং রজিন তাঁহার গ্রন্থে।

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি §;—প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "তোমরা আপন আপন সুর দ্বারা কোরাণকে সুন্দর করিও, যেহেতু উত্তম সুর কোরাণের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।"—দার।

পরম্পরাগতরূপে তাউসের উক্তি ‖;—প্রেরিত পুরুষকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "কোরাণসম্বন্ধে কোন্ ব্যক্তির স্বর অত্যুত্তম, এবং অধ্যয়ন অত্যুত্তম?" তিনি বলিয়াছেন, "সেই ব্যক্তির, যখন তুমি তাহার পাঠ শুনিবে, বুঝিবে সে ঈশ্বরকে ভয় করিতেছে।" তাউস বলিয়াছেন, "তলক তদ্রূপ ছিলেন ¶।"—দার।

অবদোল্ মোলয়কীর উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "হে কোরাণাধি

---

* অর্থাৎ কোরাণ যে ভাবে যেরূপ সুরে পাঠ কর না কেন তাহাই ভাল, কিন্তু শীঘ্র এরূপ দল আসিবে যে, ঠিক ভাবে কোরাণ পাঠ করিয়া ইহলোকেই ফললাভের প্রত্যাশী হইবে, পরলোকে ফল লাভের প্রতীক্ষা করিবে না।

† ইনি হজরতের একজন অন্তরঙ্গ প্রধান সহচর ছিলেন।

‡ অর্থাৎ প্রেমবিষয়িণী কবিতা যেরূপ সুরে সাধারণ প্রেমিক লোকেরা পড়িয়া থাকে, এবং ইহুদি ও খ্রীষ্ট বাদীরা যেরূপ সুরে তওরাত ও বাইবেল পড়ে, তোমরা সেরূপ সুরে কোরাণ পড়িও না। এমন এক দল শীঘ্র আসিবে যে, সঙ্গীত ও বিলাপের সুরে কোরাণ পড়িবে। সেই পাঠ তাহাদের কণ্ঠ অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধগামী হইবে না, অর্থাৎ গৃহীত হইবে না।

§ ইনি একজন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন, এবং আব্বাসের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

‖ ইনি শামদেশীয় লোক হজরতের সহচর ছিলেন।

¶ ইনি একজন সহচর ছিলেন, মক্কাবিজয়ের দিনে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরতের সহচর দিগের মধ্যে ইনি ইহাঁর পিতা হকিমের ন্যায় গৌরবান্বিত লোক ছিলেন। হকিম খদিজাদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

কারিগণ, তোমরা কোরাণকে উপধান করিও না, তাহা দিবা ও রজনীর মুহূর্ত্তে অধ্যয়ন করিও, এবং তাহা প্রচার করিও ও তাহার অন্তর্গত বিষয়ে অনুধাবন করিও, সম্ভবতঃ তোমরা পরিত্রাণ লাভ করিবে। তাহার ফলের জন্য ব্যস্ত হইও না। নিশ্চয় তাহার বিশেষ ফল আছে।"—শাবোল্ ইমানে বয়হকী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিভিন্ন ভাবে কোরাণপাঠ।

প্রথম অধ্যায়।

ওমর ফারুকের উক্তি ;—আমি হেজামের পৌত্র হকিমের পুত্র হশামকে ফোর্কাণ সুরা আমরা যেরূপে তাহা পড়িয়া থাকি তদ্বিপরীতভাবে পড়িতে শুনিয়াছিলাম। প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে তাহা পড়াইয়াছিলেন। আমি তাহাকে তখনই আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম তৎপর পাঠে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে অবকাশ দান করিয়াছিলাম, তদনন্তর তাহার গলদেশে উত্তরীয় বস্ত্র জড়াইয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়া হজরতের নিকটে লইয়া গিয়াছিলাম, এবং বলিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আপনি আমাদিগকে যেরূপ পড়াইয়াছেন এ বিপরীতরূপে ফোর্কাণ সুরা পড়িতেছে, নিশ্চয় আমি শুনিয়াছি। তখন হজরত বলিলেন, "তাহাকে অবকাশ দাও।" হশামকে বলিলেন, "তুমি পড়।" তখন তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, সে সেই পাঠ পড়িল। তাহাতে হজরত বলিলেন, "এইরূপই অবতারিত হইয়াছে।" তদনন্তর আমাকে বলিলেন, "পড়।" তখন আমি পড়িলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন, "এই প্রকারও অবতারিত হইয়াছে।" বস্তুতঃ ওই কোরাণ সপ্ত অক্ষরে (সপ্তবিধ পাঠে) অবতারিত হইয়াছে। অতএব তোমরা তদ্বিষয়ে যাহা সহজ মনে কর তাহাতে পড়িতে থাক *।"—উভয়।

[মোস্‌লেমের এই বাক্য।]

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—আমি এক ব্যক্তিকে পড়িতে শুনিয়াছিলাম, এবং প্রেরিত

* আরবে সপ্তবিধ উৎকৃষ্ট ভাষা প্রচলিত, এই পুস্তকের জ্ঞান প্রকরণে উহা উল্লিখিত হইয়াছে। আরবের অন্তর্গত হেজাজ প্রদেশের ভাষায় কোরাণ প্রথম অবতীর্ণ হয়। সেদেশের অন্য বিভাগের লোকদিগের পক্ষে কোরাণপাঠ সহজ করিবার জন্য মহাপুরুষ মোহম্মদ জেব্রিল যোগে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে থাকেন। স্বর্গীয় দূত জেব্রিল হজরতের অনুরোধমতে প্রার্থনা করিয়া ক্রমে প্রসিদ্ধ সপ্ত ভাষায় কোরাণপাঠের অনুমতি ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হন। মূল হদিসে সপ্ত হরফ (অক্ষর) লিখিত, ভাষ্যে তাহার অর্থ "লোগত" অর্থাৎ ভাষা লিখিত হইয়াছে।

পুরুষকে তদ্বিপরীত পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। তখন আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম; সেই সময় তাঁহার মুখমণ্ডলে অপ্রসন্নতা দেখিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা উভয়েই উত্তম (সুপাঠক); অতএব পরস্পর বিরোধ করিও না, নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা বিরোধ করিয়া মারাগিয়াছে"।—বো।

কাবের পুত্র ওব্বির উক্তি;—আমি মস্‌জেদে ছিলাম. তখন এক ব্যক্তি নমাজ পড়িতে আসিয়াছিল. সে এমন পাঠ করিল যে. আমি তৎপ্রতি বিরক্ত হইলাম। তদনন্তর অপর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাহার সহকারীর পাঠের বিপরীত পাঠ করিল। পরে যখন আমরা নমাজ সমাপ্ত করিলাম, তখন এক যোগে হজরতের নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং আমি বলিলাম, নিশ্চয় এ যেরূপ পড়িয়াছে আমি ইহার সম্বন্ধে তাহা অসঙ্গত মনে করিয়াছি, পরে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া তাহার সহকারীর বিপড়িত পড়িয়াছে। পরিশেষে হজরত উভয়কে পড়িতে আদেশ করিলেন, তখন তাহারা পড়িল। তিনি তাহাদের দুই জনের প্রণালীকে ভাল বলিলেন। তাহাতে আমার অন্তরে মিথ্যাচরণ বলিয়া সন্দেহ হইল। যখন আমি মূঢ়তায় (পৌত্তলিকতায়) ছিলাম, তখন এইভাব ছিল না, যাহা আমার অন্তরে ঘটিয়াছিল। অবশেষে যখন হজরত তাহা বুঝিলেন, তখন আমার বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিলেন। তাহাতে ঘর্ম্ম নির্গত হইল, বলিতে কি আমি ভয়প্রযুক্ত ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "আমার প্রতি প্রেরণা হইয়াছিল যে, 'কোরাণ একাক্ষরে পাঠ কর। পরে "আমার মণ্ডলীর প্রতি সহজ কর" বলিলা আমি তাঁহার দিকে পুনর্ব্বার উন্মুখীন হইয়াছিলাম, তাহাতে দ্বিতীয় বার প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে, দুই ভাষায় পাঠ কর। আমার মণ্ডলীর প্রতি সহজ কর' বলিয়া পুনর্ব্বার আমি তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইলাম। তখন তৃতীয় বার প্রেরণা হয়, সপ্ত ভাষায় পাঠ কর। তোমার নিমিত্তই মোহম্মদ, ইহার এই প্রত্যেক উত্তর প্রত্যুত্তর হইল। তখন আমি বলিলাম, হে পরমেশ্বর, আমার মণ্ডলীকে ক্ষমা কর. পরমেশ্বর, আমার মণ্ডলীকে ক্ষমা কর; যে দিন আমার প্রতি এব্রাহিম অবধি সকল লোকে অনুরাগ প্রকাশ করিবে, আমার শাফয়তের প্রার্থী হইবে, সেই দিনের জন্য আমি তৃতীয় বার ক্ষমা প্রার্থনার প্রতীক্ষা করিলাম।"—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "জেব্রিল আমাকে এক অক্ষরে (একবিধ ভাষায়) পড়াইয়াছিলেন, পরে আমি তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইয়াছিলাম, এবং তদপেক্ষা অধিকতর ভাষায় প্রার্থনা করিতেছিলাম, তিনি আমার সম্বন্ধে অধিক করিতেছিলেন, সপ্তভাষা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।" এব্‌ন শহাব বলিয়াছেন *,

* এব্‌ন শহাব জহরী নামে প্রসিদ্ধ, ইনি একজন জ্ঞানবান্ অনুগামী ছিলেন।

"আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে, এই সপ্তভাষা কার্য্যতঃ এক, বৈধাবৈধবিষয়ে (হালাল ও হরামে) কোন বিভিন্নতা নাই।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কাবের পুত্র ওব্বির উক্তি;—জেব্রিলের সঙ্গে হজরতের সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "জেব্রিল, আমি এমন এক অশিক্ষিত মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত হইয়াছি যে, তাহার মধ্যে বৃদ্ধা নারী ও বৃদ্ধ পুরুষ এবং বালক বালিকা আছে, অপিচ এমন লোক আছে, যাহারা কোন পুস্তক কখনও পড়ে নাই।" তিনি বলিয়াছিলেন, "হে মোহম্মদ, কোরাণ সপ্তবিধ ভাষায় অবতারিত।"—তর।

[আহমদ ও আবুদাউদের বিবৃতিতে তিনি (জেব্রিল) বলিয়াছিলেন, এই ভাষা সকল অপেক্ষা কোন ভাষা স্বাস্থ্য ও ইষ্টজনক নহে। নেসায়ীর বিবৃতিতে—তিনি (হজরত) বলিয়াছিলেন, জেব্রিল ও মেকায়িল আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, জেব্রিল আমার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং মেকায়িল বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তখন জেব্রিল বলিয়াছিলেন, "তুমি একটী ভাষায় কোরাণ পড়।" মেকায়িল বলিয়াছিলেন "তুমি ইহার নিকটে অধিকতর প্রার্থনা কর।" তাহাতে সপ্তভাষা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া ছিল, এবং প্রত্যেক ভাষা স্বাস্থ্য ও ইষ্টজনক।]

হোসয়নের পুত্র এম্‌রাণ হইতে *;—তিনি একজন উপাখ্যানপাঠকের নিকটে গিয়াছিলেন. সে কোরাণ পড়িয়া অর্থযাচ্ঞা করিত। তিনি তখন "এন্না লেল্লাহে ও এন্না এলয়হে রাজউনা" বলিলেন †। তদনন্তর বলিলেন, "আমি প্রেরিত পুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি কোরাণ পাঠ করিবে সে যেন তদ্‌বিষয়ে যাচ্ঞা করে না, পরন্তু বাস্তবিক এমন দল সকল অচিরে আসিবে যাহারা কোরাণ পড়িবে, এবং তজ্জন্য লোকের নিকটে যাচ্ঞা করিবে।"—আ৩, তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

বোরয়দার উক্তি ‡;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোরাণ পাঠ করে ও তদ্দ্বারা লোকের নিকট হইতে জীবিকা গ্রহণ করিয়া থাকে, সে কেয়ামতের দিনে

---

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, দেবতাদিগকে দেখিতেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে সেলাম করিতেছেন; ইনি ত্রিশ বৎসর রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন।

† অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরের জন্য বিদ্যমান, ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছি।

‡ ইনি একজন বিখ্যাত সহচর ছিলেন। হজরত মোহম্মদ এবং আবুবেকর প্রভৃতি খলিফা চতুষ্টয়ের সঙ্গে ইহার অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তাহার মুখমণ্ডল অস্থিমাত্র সার এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে।" শাবোল্ ইমানে বয়হকী।

এবন্ আব্বাসের উক্তি;—সে পর্য্যন্ত প্রেরিত পুরুষ সুরার বিচ্ছেদ জানিতেন না, যে পর্য্যন্ত না তাহাতে বেস্‌মাল্লার অবতরণ হইত *।—আবুদা।

অল্‌কমার উক্তি †;—আমি হেম্‌সে ছিলাম ‡। মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লা য়ুসেফ সুরা পাঠ করিয়াছিলেন। তখন একব্যক্তি বলিল, "ইহা এরূপ অবতারিত হয় নাই।" তাহাতে মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লা বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, আমি হজরতের বিদ্যমানতাকালে ইহা পাঠ করিয়াছি, এবং তিনি বলিয়াছেন, 'তুমি উত্তম পড়িয়াছ।'" অনন্তর সে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ে তিনি তাহা হইতে সুরার গন্ধ প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে বলিলেন, "তুমি মদ্যপান করিয়া কি ঐশ্বরিক গ্রন্থসম্বন্ধে অসত্যারোপ করিয়া থাক?" তখন তিনি তাহাকে শস্তি দান করিলেন।—উভয়।

সাবেতের পুত্র জয়দের উক্তি §;—ইমামাবাসীদের হত্যাব্যাপারের সময়ে আবুবেকর সদ্দিক আমার নিকটে লোক পাঠাইয়াছিলেন, ¶। আমি তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম, তখন ওমর ফারুক তাঁহার সন্নিধানে ছিলেন। আবুবেকর বলিলেন, "ওমর আমার নিকটে আসিয়াছিলেন,এবং ওমর বলিয়াছেন, "ইমামাবাসিদিগের হত্যাব্যাপার কোরাণপাঠকদিগের সম্বন্ধে গুরুতর হইয়াছে, বস্তুতঃ আমি ভয় পাইতেছি যে, যদি যুদ্ধক্ষেত্র সকলে কোরাণপাঠকদিগের মধ্যে হত্যাকাণ্ড প্রবল হয় তবে কোরাণের অধিকাংশ বিলুপ্ত হইবে। আমি পরামর্শ দেখিতেছি যে, কোরাণসংগ্রহ করিতে আপনি আদেশ করুন।" আমি বলিলাম, যে বিষয় প্রেরিত পুরুষ করেন নাই তাহা তুমি কেমন করিয়া করিবে? তাহাতে ওমর বলিলেন,

---

* "বেস্‌মোল্লা আর্ রহমাণ আর্‌রহিম" এই বাক্য কোরাণের আয়তরূপে দুই সুরার মধ্যে ব্যবচ্ছেদকস্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ কোন সুরা সমাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতেন না, যে পর্য্যন্ত বেস্‌মাল্লায় উপস্থিত না হইতেন।

† ইনি একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন, এবং মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন।

‡ শাম দেশের অন্তর্গত নগরবিশেষের নাম হেম্‌স।

§ ইনি হজরতের একজন সুবিজ্ঞ সহচর, তাঁহার প্রত্যাদেশলিখক ছিলেন। বিধি ব্যবস্থাবিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

¶ হজরতের জীবদ্দশায় ইমামা দেশে মসিলমানামক এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া প্রচার করে, ও হজরতের অনুগামীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, এবং যুদ্ধ করিয়া বহু কোরাণপাঠককে হত্যা করে। সেই হত্যাকাণ্ডে সাত শত কোরাণপাঠক মোসলমান নিহত হইয়াছিলেন। আবুবেকর সদ্দিকের নেতৃত্ব কালে মসিলমার প্রাণ দণ্ড হইয়াছিল। তাহাকে "মসিলমা কজ্জাব" (নিথ্যাবাদী মসিলমা) বলা হয়।

"ঈশ্বরের শপথ, ইহা মঙ্গল কার্য্য।" তখন ওমর পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এত দূর হইল যে, পরমেশ্বর ইহার নিমিত্ত আমার হৃদয়কে প্রশস্ত করিলেন, এবং এ বিষয়ে ওমর যাহা পরামর্শ বুঝিয়াছেন আমিও তাহাই বুঝিলাম।' জয়দ বলিয়াছেন, আবুবেকর বলিলেন, "নিশ্চয় তুমি বুদ্ধিমান্ যুবক পুরুষ তোমাতে আমি (ভ্রম ত্রুটি শৈথিল্যাদি) দোষ দেখিতেছি না, এবং তুমি প্রেরিত পুরুষের প্রত্যাদেশ লিপি করিয়াছ। অতএব তুমি কোরাণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংগ্রহ কর।" (জয়দ বলিতেছেন) "ঈশ্বরের শপথ যদি লোকে পর্ব্বত শ্রেণী হইতে কোন পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিত, এই যে কার্য্যে তিনি আদেশ করিলেন ইহা অপেক্ষা উহা গুরুতর হইত না। আবুবেকরকে আমি বলিলাম, যাহা প্রেরিত পুরুষ করেন নাই, আপনারা তাহা কেমন করিয়া করিবেন? তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, ইহা মঙ্গল কার্য্য।" তখন আবুবেকর আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এত দূর হইল যে, ঈশ্বর যন্নিমিত্ত ওমর ও আবুবেকরের হৃদয় প্রশস্ত করিয়াছিলেন আমার হৃদয়ও তাহার জন্য প্রশস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন আমি পর্জ্জুরতরুর তরুণ শাখা হইতে, শুভ্র উপল খণ্ড সকল হইতে ও লোকের বক্ষঃস্থল হইতে কোরাণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম *। আবু খজিমা আন্‌সারীর নিকটে সুরা তওবার শেষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলাম, উহা তাঁহার নিকটে ছাড়া অন্যের নিকটে পাইলাম না।" "জায়াকোম্ রসুলোন্ মেন্ আন্‌ফসকোম্" ইহার শেষ পর্য্যন্ত। তাহাতে কয়েক খানা পুস্তিকা আবুবেকারের নিকটে যে পর্য্যন্ত তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রক্ষিত হইয়াছিল †, তদনন্তর উহা ওমর কারুকের নিকটে তাঁহার জীবদ্দশায় ছিল, তাহার পর ওমরের কন্যা হফ্‌সার নিকটে থাকে।—বো।

---

* কেহ কেহ বলেন চর্ম্মখণ্ড ও কাগজখণ্ড সকলে, কেহ কেহ বলেন উষ্ট্র ও মেষের স্কন্ধাস্থি ও পঞ্জরাস্থি সমূহে কোরাণের আয়ত সকীকল এবং খর্জ্জুরপত্রে বিশেষ বিশেষ আয়তের ব্যাখ্যা লিখিত ছিল।

† কোরাণ তিন বার সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রথম বার হজরতের বিদ্যমানতাকালে হয়, কিন্তু তাহা একটি গ্রন্থে বদ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয় বার খলিফা আবুবেকরের সময়ে হয়। তৃতীয় বার আমির ওস্‌মান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক জন পারিষদকে সমবেত করিয়া তাঁহাদের উপর এ কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। তাঁহারা মিলিভাবে কোরেশীয় ভাষায় লিখিত আয়ত সকল একত্রিত করিয়া কতকগুলি গ্রন্থাকারে লিখেন। সেই সকল গ্রন্থই পূর্ণ প্রকৃত কোরাণ গ্রন্থ হয়। তৎপূর্ব্বে ২৩ পরিচ্ছেদ বা ২৩ অধ্যায়ে আয়ত সকল খণ্ড খণ্ড পুস্তিকাকারে ছিল। পূর্ণ প্রকৃত কোরাণ প্রকাশিত হওয়া আমির ওস্‌মানের পারিষদবর্গের হত্ন চেষ্টার ফল। কোরাণের কোন কথা বা বিলুপ্ত হয় এই আশঙ্কায় আবুবেকর কোরাণের সুরা বা আয়ত সকল অনুসন্ধানপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত আয়ত সকলের

মালেকের পুত্র আনসের উক্তি ;—আলিমানের পুত্র হজিফা নেতৃবর ওস্‌মানের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, আবসিনিয়া বিজয়ের সময় তিনি শাম দেশীয় লোকের সঙ্গে এবং এরাক নিবাসী সহ আজর বেজানের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছিলেন। তখন হজিফা কোরাণপাঠে তাহাদের ভিন্নতার ভয় পাইয়াছিলেন। পরে হজিফা ওস্‌মানকে বলিয়াছিলেন "নেতৃবর, ইহুদি ও খ্রীষ্টবাদিগণের মধ্যে যেমন (নিজেদের ধর্ম্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে) পরস্পর অনৈক্য ঘটিয়াছে, ধর্ম্ম গ্রন্থে এই মণ্ডলীর পরস্পর অনৈক্য ঘটিবার পূর্ব্বে আপনি মনোযোগ বিধান করুন।" তখন ওস্‌মান হফ্‌সার নিকটে লোক পাঠাইয়া বলিলেন, "আপনি পুস্তিকা সকল আমার নিকটে প্রেরণ করুন। আমি তাহা কতিপয় গ্রন্থের আকারে লিখিয়া লইব, তৎপর আপনাকে উহা প্রত্যর্পণ করিব।" তখন হফ্‌সা তাহা ওস্‌মানের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পরে ওস্‌মান সাবেতের পুত্র জয়দকে, জোবয়রের পুত্র অবদোল্লাকে ও আসের পুত্র সয়িদকে এবং হেশামের পৌত্র হারেসের পুত্র অবদোল্লাকে আদেশ করিলেন, "ইহা গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ কর।" কোরেশ দলের যে তিনজন ছিলেন ওস্‌মান তাহাদিগকে বলিলেন; "যখন কোরাণের কোন বিষয়ে জয়দ আনসারীর সঙ্গে তোমাদের অনৈক্য হয় তখন তোমরা তাহা কোরেশীয় ভাষায় লিখিয়া লইও, সেই ভাষায়ই অবতীর্ণ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন নহে। পুস্তিকা সকল গ্রন্থাবলীতে লিখিত হইলে ওস্‌মান সেই পুস্তিকাগুলি হফসার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। যে কয়েক গ্রন্থ তাহা হইতে লিখিত হইয়াছিল তাহা সকল স্থানে প্রেরণ করিলেন। সেই কোরাণ ব্যতীত যাহা অপর পুস্তিকা ও গ্রন্থাকারে লিখিত হইয়াছিল সে সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে আদেশ প্রচার করিলেন। এব্‌ন শহাব বলিয়াছিল, জয়দের পুত্র খারেজা আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তিনি জয়দকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছেন যে, "আমি গ্রন্থ লিখিবার সময়ে আহজাব সুরার এক আয়ত হারাইয়াছিলাম, বস্তুতঃ আমি হজরতকে তাহা পাড়তে শুনিয়াছিলাম; অনুসন্ধান করিয়া সাবেত আন্‌সারীর পুত্র হজিমার নিকটে তাহা প্রাপ্ত হই।' উহা 'মেনল্‌ মোমনিন রেজ্জালোনা সদকো না আহদো আল্লাহো এলয়হে।' অবশেষে আমি তাহা গ্রন্থমধ্যে সেই সুরাতে সংলগ্ন করিয়াছিলাম।"—বো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—আমি আমির ওস্‌মানকে বলিয়াছিলাম, আন্‌ফাল সুরার প্রতি যত্ন করিতে আপনাদিগকে কিসে প্রবর্ত্তিত করিল, উহা যে "মসানি" এবং বরায়ত সুরার প্রতিও "উহা ময়ায়িন *" আপনারা উভয়ের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়া-

---

ভাবে ও অর্থে বা অনৈক্য থাকিয়া যায় এই আশঙ্কায় আমির ওস্‌মান প্রকৃত সূরা ও আয়ত সকল সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থে বদ্ধ করিয়াছিলেন।

* আরব্য "মসানি" শব্দে দুই সংখ্যার বহু বচন, অর্থাৎ দুই দুই। এক বচনে মসনি হয়। সুরা ফাতেহার নামও মসানি। মিয়ারনি এক শত সংখ্যার বহু বচন।

ছেন, এবং বেস্‌মাল্লা আর্‌, রহমাণ আর্‌ রহিম,লিখেন নাই,অপিচ তাহাকে (সুরা আন্‌-ফাল বা বরায়তকে) সুদীর্ঘ সপ্ত সুরার অন্তর্গত করিয়াছেন,ইহা আপনাকে কি সে বাধা করিল?" ওস্‌মান বলিয়াছেন, "সেই সকলের যাহা কিছু হজরতের প্রতি সময়ে প্রকাশিত হইত আয়ত সমন্বিত ভিন্ন ভিন্ন সুরাই তৎপ্রতি অবতারিত হইত। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু অবতারিত হইলে, যাহারা লিখিয়া লইত তিনি তাহাদের কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া সেই আয়ত সকল এই সুরাতে ইহা ইহা বলিয়া (যাহার মধ্যে তিনি নির্দ্দেশ করিতেন) তোমরা লিখিয়া লও বলিতেন। অনন্তর যখন তাঁহার সম্বন্ধে কোন একটি আয়তের অবতারণ হইত তখন তিনি ইহা বলিয়া (যাহার মধ্যে উল্লেখ করিতেন) এই আয়ত সেই সুরাতে লিখিয়া লও বলিতেন। মদিনাতে যাহা প্রথমে অবতারিত হইয়াছিল,তাহা সুরা আন্‌ফান। বরায়ত কোরাণের শেষ ভাগে অবতারিত হইয়াছিল। ইহার বিবরণ উহার বিবরণের সদৃশ হয়। অবশেষে হজরত পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আমাদিগকে বলেন নাই যে, ইহা উহার অংশ নয়। এই জন্য আমি এই দুইকে মিলিত করিয়াছি, এবং বেস্‌মাল্লা লিখি নাই, অপিচ উভয়কে সপ্ত দীর্ঘ সুরার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছি।"—আহ, তর, আবুদা।

প্রার্থনাপ্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের পক্ষে প্রার্থনা সমুচিত। সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকই আপন আপন প্রার্থনায় সত্বর হইয়াছেন। কেয়ামতের দিনে স্বীয় মণ্ডলীর জন্য শফায়ত (পাপক্ষমার অনুরোধ) করিব বলিয়া আমি নিজের প্রার্থনা গোপন করিয়া রাখিয়াছি। আমার মণ্ডলীর অন্তর্গত যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন না করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে সে উহা লাভের অধিকারী হইবে"।—মো।

বোখারীর উক্তি হইার সঙ্ক্ষেপ।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তুমি কখনও তাহার অন্যথা করিবে না। আমি মনুষ্য, এতদ্ভিন্ন নহি। অনন্তর আমি যে কোন মোসলমানকে ক্লেশ দিব, গালি দিব, অভিশাপ করিব, বেত্রাঘাত করিব, তুমি তাহার জন্য তাহা নমাজ, রোজা ও তোমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তিরূপে পরিণত করিও, এবং তদ্দ্বারা তাহাকে কেয়ামতের দিনে তোমার নিকটবর্ত্তী করিয়া লইও।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কেহ প্রার্থনা করে তখন যেন সে এরূপ না বলে যে, 'হে পরমেশ্বর, যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে ক্ষমা কর, যদি ইচ্ছা হয় আমাকে দয়া কর, যদি ইচ্ছা হয় আমাকে জীবিকা দান কর।' সে প্রার্থনায় যেন দৃঢ়তর থাকে, নিশ্চয় যাহা ইচ্ছা হয় তিনি তাহা করেন, তিনি বাধ্য হন না।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ প্রার্থনা করে তখন সে যেন এরূপ না বলে, হে পরমেশ্বর, যদি ইচ্ছা হয় তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কিন্তু যেন সে দৃঢ়তা রক্ষা করিতে থাকে, এবং যেন আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করে, নিশ্চয় পরমেশ্বর যে বস্তু দান করিয়া থাকেন তাহা প্রবলরূপে প্রদর্শন করেন না *।"—মো।

---

* ঈশ্বর যাহা প্রদান করেন প্রথমতঃ তাহা অতিশয় উজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষকরূপে প্রদর্শন করেন না। অতএব প্রার্থীর ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার দৃঢ়তা যেন প্রবল থাকে।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে কাল পর্য্যন্ত কুক্রিয়া বিষয়ে বা আত্মীয়তাচ্ছেদের বিষয়ে প্রার্থনা না হয়, ব্যস্ততা না থাকে, সে পর্য্যন্ত দাসের প্রার্থনা গৃহীত হয়।" প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ ব্যস্ততা কি ?" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় আমি প্রার্থনা করিলাম, নিশ্চয় আমি প্রার্থনা করিলাম, আমার জন্য উত্তর আসিল দেখিলাম না।" অবশেষে এরূপ ঘটিলে (প্রার্থী) অবসন্ন হয়, ও প্রার্থনা পরিত্যাগ করে।"—মো।

আবু দরদার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মোসলমান পুরুষের স্বীয় ভ্রাতার জন্য গুপ্ত প্রার্থনা গৃহীত হয়, তাহার মস্তকের পার্শ্বে এক ফেরেশ্‌তা (স্বর্গীয় দূত) নিযুক্ত থাকে, যখন সে আপন ভ্রাতার জন্য কল্যাণপ্রার্থনা করে তখন স্বর্গীয় দূত 'আমিন' (শান্তিবাচন) বলিয়া থাকেন।"—মো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা নিজের সম্বন্ধে অশুভ প্রার্থনা করিও না, ও সন্তানগণের সম্বন্ধে অশুভ প্রার্থনা করিও না। যে মুহূর্ত্ত তোমরা ঈশ্বর হইতে ফলের প্রার্থনা করিবে এবং তখনই তোমাদের জন্য তাহা গৃহীত হইবে এরূপ ভাব যেন না ঘটে।"—মো।

[জকাত প্রকরণে এবন্ আব্বাসের হদিস উল্লিখিত হইয়াছে। 'তাহার আদিতে "উৎপীড়িত জনের প্রার্থনায় সাবধান হইও।" ঐরূপ উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বশিরের পুত্র নোমানের উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "প্রার্থনা কর্‌া তপস্যা। তদনন্তর তিনি এই আয়ত পড়িলেন "কালা রব্বকোম্ আদওনি এস্তজব লকোম্।" এবং "এন্নাল্লাজিনা ইয়স্তক্ বরোণা এন্ এবাদাত সয়দ্‌খলোনা জহন্নমান।"—আহ, আবুদা, তর, নেসা, এরন্‌মা।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "প্রার্থনা তপস্যার সারাংশ।"—তর।

[কোন কোন গ্রন্থে আবুদাউদ কর্ত্তৃক বিবৃত।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "প্রার্থনা ব্যতীত পরমেশ্বরের নিকটে অন্য কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ নহে।"—তর অব্‌না।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

সোল্‌মান ফরাসীর উক্তি ,—হজরত বলিয়াছেন, "প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কিছু নিয়তিকে খণ্ডন করে না, পুণ্য ব্যতীত অন্য কিছু জীবন বৃদ্ধি করে না।"—তর।

* ইনি একজন বালক সহচর ছিলেন, হজরতের পরলোকে প্রাপ্তনের সময় ইহার বয়ঃক্রম ৮ বৎসর ছিল।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "বাস্তবিক যে প্রার্থনা অবতারিত হইয়াছে, এবং অবতারিত হয় নাই, তদ্দ্বারা উপকার সাধিত হইয়া থাকে *। অতএব হে ঈশ্বরের কিঙ্করগণ, তোমাদের প্রার্থনা করা সমুচিত।—তর।

[মাজের পুত্র জবল হইতে আহমদ ইহা বিবৃত করিয়াছেন। তরমোজী ইহাকে গরিব হদিস বলিয়াছেন।]

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "এমন কেহ নাই যে, দুষ্ক্রিয়া ও আত্মীয়তাবিচ্ছেদজন্য ব্যতীত সে যে কোন বিষয়ে প্রার্থনা করে যাহা চাওয়া হয় পরমেশ্বর তাহাকে তাহা প্রদান করেন না, অথবা তাহা হইতে অকল্যাণ নিবারণ করেন না।"—তর।

আবু মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে তাঁহার প্রসাদে প্রার্থনা করিতে থাক। যেহেতু ঈশ্বর প্রার্থনা করাকে ভাল বাসেন, এবং বিমুক্তির জন্য প্রতীক্ষা করা শ্রেষ্ঠ সাধনা।"—তর।

[তরমোজী ইহাকে গরিব হদিস বলিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে না, তিনি তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন।"—তর।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহার জন্য প্রার্থনার দ্বার উন্মুক্ত হয়, তাহার জন্য দয়ার দ্বারও উন্মুক্ত হইয়া থাকে, এবং ঈশ্বরের নিকটে এমন বস্তু প্রার্থনা করা হয় না যে, সেই কুশলপ্রার্থনা করা অপেক্ষা তাঁহার নিকটে অন্য কিছু প্রিয়তর হয়।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "সঙ্কটরাশি উপস্থিতমতে পরমেশ্বর প্রার্থনা গ্রহণ করিলে তাহার আনন্দ হয়, যাহার উচিত যে, বিনয় সহকারে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে থাকে।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা প্রার্থনাগ্রহণে স্থিরবিশ্বাসী হইয়া প্রার্থনা করিতে থাক। জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর শিথিল অসরল হৃদয়ের প্রার্থনা গ্রহণ করেন না।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

ইয়সারের পুত্র মালেকের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমরা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবে তখন নিজেদের করতল উদরের উপর স্থাপন করিয়া প্রার্থনা করিও, উহা পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও না।" এব্‌ন আব্বাসের

* অর্থাৎ কোরাণে যে সকল প্রার্থনা বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই প্রার্থনা বাক্যযোগে অথবা অন্য প্রকারে প্রার্থনা করিলে তাহাতে মঙ্গল হইয়া থাকে।

বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে "নিজেদের করতল উদরের উপর স্থাপন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিও; তাহা পৃষ্ঠ দেশে স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও না। পরে যখন তোমরা নিবৃত্ত হইবে তখন তাহাদ্বারা মুখমণ্ডল আমর্শন করিও।"—তর।

সলমানের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল দাতা তাঁহার কিঙ্কর যখন তাঁহার দিকে (প্রার্থনায়) স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে, তাহা শূন্যাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে তিনি লজ্জিত হন।"—আবুদা, তর, এবং দওয়াতোল্ কবির গ্রন্থে বয়হকি।

ওমর ফারুকের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ যখন প্রার্থনাতে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন, যে পর্য্যন্ত তদ্বারা আপনার মুখমণ্ডল আমর্শন না করিতে, সে পর্য্যন্ত তাহা নামাইতেন না।—তর।

আয়শার উক্তি;—হজরত প্রার্থনাতে ঐহিক পারত্রিক সমগ্র কল্যাণ লক্ষ্য রাখিতে ভাল বাসিতেন, যাহা ইহা ছাড়া তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতেন।—আবুদা।

ওমর কারুকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—"সত্বরতম প্রার্থনা গৃহীত হওয়া অনুসারে অদৃশ্য বিষয়ের জন্য গুপ্ত প্রার্থনার ন্যায় হয় *।—তর, আবুদা।

ওমর কারুকের উক্তি;—ওমরাব্রতপালনে আমি প্রেরিত পুরুষের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তখন তিনি অনুজ্ঞা দান করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,'ভ্রাতঃ, স্বীয় প্রার্থনায় আমাদিগকে অংশী করিও, আমাদিগকে ভুলিও না।" তৎকালীন তিনি এমন একটী কথা বলিলেন যে, তাহার পরিবর্ত্তে আমার জন্য পৃথিবী লাভ হইলেও আমি আনন্দিত হইতাম না †।—আবুদা, তর।

[তরমোজীর বিবৃতিতে আমাদিগকে ভুলিও সা।" তাঁহার এই উক্তি পর্য্যন্ত।]

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "তিন ব্যক্তির প্রার্থনা বিফল হয় না; "১ম পারণার সময়ে উপবাসব্রতধারীর প্রার্থনা, ২য় ন্যায়পরায়ণ নেতার, ৩য় উৎপীড়িতের প্রার্থনা। পরমেশ্বর তাহা (উৎপীড়িতের প্রার্থনা) মেঘের উপর উঠাইয়া থাকেন, এবং উহার জন্য আকাশের দ্বার সকল উন্মুক্ত হয়। তখন প্রভু বলেন, "আমার গৌরবের শপথ, নিশ্চয় আমি তোমাকে সাহায্য দান করিব, যদিচ ইহা কিছু-কাল পরে ঘটিবে।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, তিন জনের প্রার্থনা নিশ্চয় গৃহীত

---

* এরূপ প্রার্থনা আন্তরিক বিশুদ্ধ প্রীতি, সরলতা ও ব্যাকুলতানুসারে হয়। তজ্জন্য তাহা নিঃসন্দেহ গৃহীত হইয়া থাকে।

† অর্থাৎ এই কথায় তাঁহার অতিশয় স্নেহ দয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। তজ্জন্য ওমর ফারুক বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

হয়। পিতার প্রার্থনা, পথিকের প্রার্থনা, উৎপীড়িতের প্রার্থনা।—তর, আবুদা, এব্‌নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যেন স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে নিজের সমুদায় প্রয়োজনীয় বস্তু প্রার্থনা করে, এতদূর পর্য্যন্ত যে, তাহার পাদুকার ডুরি ছিন্ন হইলেও যেন তাঁহার নিকটে তাহা প্রার্থনা করে। অনুগামী সাবেত বোনানী হইতে পরম্পরাগত ক্রমে কোন বিবৃতিতে অতিরিক্ত এই উল্লিখিত হইয়াছে, "এত দূর পর্য্যন্ত যেন তাঁহার নিকটে লবণও প্রার্থনা করে, এত দূর পর্য্যন্ত পাদুকার ডুরি ছিন্ন হইলেও তাহা যেন যাচ্ঞা করে *।—তর।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ প্রার্থনা কালে স্বীয় হস্তদ্বয় এতদূর উত্তোলন করিতেন যে, তাঁহার উভয় কক্ষতলের শুভ্রতা দৃষ্ট হইত।

সাদের পুত্র সহলের উক্তি †;—প্রেরিতপুরুষ স্বীয় অঙ্গুলি সকল নিজের স্কন্ধদ্বয়ের অভিমুখে ফিরাইয়া প্রার্থনা করিতেন।

এজিদের পুত্র সায়েব স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন ;—হজরত যখন প্রার্থনা করিতেন তখন নিজের উভয় হস্ত উত্তোলন ও উভয় হস্তে মুখমণ্ডল আমর্শন করিতেন।

[উপরি উক্ত তিন হদিস বয়হকি দওয়াত কবির গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।]

এব্‌ন আব্বাস হইতে শ্রবণ করিয়া অক্‌রমা বলিয়াছেন, "প্রার্থনা সম্বন্ধীয় নীতি এই যে, তুমি নিজের হস্তদ্বয় নিজের স্কন্ধদ্বয়ের সমানভাবে অথবা উভয়ের অভিমুখে উত্তোলন করিবে, এবং ক্ষমা প্রার্থনাতে নীতি এই, এক অঙ্গুলী (তর্জ্জনী) যোগে ইঙ্গিত করিবে ‡। অপিচ আর্ত্তনাদে নীতি যে, তুমি উভয় হস্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রসারণ করিবে।" অন্য বিবৃতিতে আর্ত্তনাদ এইরূপ ;—তিনি স্বীয় উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন, এবং হস্তদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগ মুখমণ্ডলের দিকে ফিরাইয়াছেন।—আবুদা।

---

* সামান্য বা বিশেষ কিছুই ঈশ্বরের নিকটে ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে যাচঞা না করা আন্তরিক বিশেষভাবের লক্ষণ। মুসাদেব যখন ঈশ্বরদর্শনের প্রার্থী হইয়াছিলে তখন বলিয়াছিলেন, প্রভো, তুমি একবার দর্শন দাও, আমি তোমার প্রতি দৃষ্টি করি। আবার যখন রুটির প্রয়োজন হইয়াছিল তখন রুটিও চাহিয়াছিলেম।

† ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। হজরতের সহচরদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্ব শেষে মদিনায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

‡ তর্জ্জনীযোগে ইঙ্গিত করার লক্ষ্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও শয়তান। তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—তোমাদের স্বীয় হস্তোত্তলন নূতন ব্যাপার। প্রেরিতপুরুষ এতদপেক্ষা অর্থাৎ বক্ষঃস্থল অপেক্ষা অধিক উত্তোলন করেন নাই।—আহ।

কাবের পুত্র ওব্বির উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন কোন ব্যক্তিকে স্মরণ করিতেন, তখন তাহার জন্য প্রার্থনা করিতেন, নিজের সম্বন্ধে তাঁহার প্রার্থনা আরম্ভ হইত *।—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন গরিব সহিহ বলিয়াছেন।]

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এমন কোন মোসলমান নাই যে সে কোন প্রার্থনা করিয়াছে যাহাতে তাহার পাপ সমর্থন এবং বন্ধুতাখণ্ডন হয় নাই, পরমেশ্বর তাহা তাহাকে প্রদান করেন নাই। হয় তিনি তাহার জন্য তাহার প্রার্থনা পূরণে সত্বর হইয়াছেন, অথবা তাহার জন্য পরলোকে তাহা হইবে বলিয়া বিলম্ব করিয়াছেন, কিবাং তাহা হইতে তদ্রূপ অকল্যাণ দূর করিয়াছেন।' তাঁহারা (সহচরগণ) বলিলেন, "এক্ষণ আমরা অধিকতর প্রার্থনা করিব।" তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর অধিকতর দয়ালু।"—আহ।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন ;—"পঞ্চবিধ প্রার্থনা গৃহীত হয় ; ১ অত্যাচারের প্রতিফল না হওয়া পর্য্যন্ত অত্যাচরিত জনের প্রার্থনা, ২ ; ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত হজব্রত ধারীর প্রার্থনা ৩ ; প্রতিনিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মযোদ্ধার প্রার্থনা,৪ ; আরোগ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীর প্রার্থনা,৫ ; এক ভ্রাতার জন্য অপর ভ্রাতার গুপ্ত প্রার্থনা।" তদনন্তর বলিয়াছিলেন, "এই সকল প্রার্থনার মধ্যে ভ্রাতার জন্য গুপ্ত প্রার্থনা গৃহীত হওয়া অনুসারে সত্বর হয়।"—দওয়াতোল্ করিবে বয়হকি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরস্মরণ ও তাঁহার সান্নিধ্যলাভ † ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোররা ও আবু সয়িদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "এমন কোন দল ঈশ্বরস্মরণে উপবিষ্ট হয় না যে, দেবগণ তাঁহাদিগকে আবেষ্টন করিয়া স্থিতি

---

* অর্থাৎ প্রথমে বলিতেন, আমাকে ক্ষমা কর, পরে তাঁহাকে ক্ষমা কর বলিতেন।

† অন্তর ও রসনা যোগে ঈশ্বরস্মরণ হইয়া থাকে। আন্তরিক স্মরণই শ্রেষ্ঠ স্মরণ। আন্তরিক স্মরণ দ্বিবিধ, ঈশ্বরের স্বরূপ, মহিমা, প্রতাপ এবং তাঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য মনন ও চিন্তা এক প্রকার, তাঁহার নিষেধ বিধি ইত্যাদি চিন্তা করা অন্য প্রকার। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত

করেন না। দয়ার জ্যোতি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে, তাহাদিগের প্রতি শান্তি সঞ্চারিত হয়, এবং পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে তাঁহার সান্নিধ্যবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে স্মরণ করিয়া থাকেন।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ মক্কার পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন জোম্‌দান নামে খ্যাত পর্ব্বতের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "অগ্রসর হও, এই জোমুদান, নিঃসঙ্গ লোকেরা অগ্রে চলিয়াছেন। তাঁহারা (সহচরগণ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহারা নিঃসঙ্গ?" তিনি বলিলেন, "যে সকল পুরুষ ও নারী সমধিক ঈশ্বরকে স্মরণ করে *।"—মো।

আবু মুঁসার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুকে স্মরণ করে, এবং যে ব্যক্তি স্মরণ করে না তাহারা জীবিত ও মৃত সদৃশ।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি!—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বলিতেছেন, 'আমি স্বীয় কিঙ্করের এরূপ অনুমানের মধ্যে যে,সে আমাতে স্থিতি করে †। কিন্তু যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখনই আমি তাহার সঙ্গে থাকি, সে যদি নিজ অন্তরে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাকে আপনার অন্তরে স্মরণ করিয়া থাকি, এবং তাহাদের মণ্ডলীর মধ্যে আমাকে স্মরণ করিলে, আমি তাহাদের মণ্ডলী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মণ্ডলীর (দেবমণ্ডলীর) মধ্যে স্মরণ করিয়া থাকি।"—উভয়।

আবু জবের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি আমার নিকটে একটী সুকৃতির সহিত উপস্থিত হয়, তাহার জন্য তদনুরূপ দশগুণ পুরস্কার বিহিত হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি একটী দুষ্ক্রিয়া সহ আগমন করে তাহার দুষ্ক্রিয়ার বিনিময় তদনুরূপ হয়, কিংবা আমি ক্ষমা করিয়া থাকি ; যে ব্যক্তি অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ আমার নিকটবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্ত হয়, আমি হস্ত পরিমাণ তাহার সন্নিহিত হইতে থাকি। যে জন হস্ত পরিমাণ আমার নিকটস্থ হইতে থাকে ; আমি দ্বি হস্ত পরিমাণ তাহার নিকটস্থ হইতে থাকি। যে ব্যক্তি আমার নিকটে চলিয়া আইসে; আমি তাহার নিকটে দৌড়িয়া যাই, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে কিছুই অংশী স্থাপন না করিয়া

চিন্তাই শ্রেষ্ঠ। রসনাযোগে গুণকীর্ত্তনাদিরূপেও তাঁহার স্মরণ হয়। সেই স্মরণে অন্য লোকে যোগদান করিয়া উপকৃত হইতে পারে। ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গও ঈশ্বর স্মরণের অন্তর্গত।

* মক্কা নগর হইতে মদিনাগমনের পথে জোম্‌দান পর্ব্বত বিদ্যমান। হজরত মক্কা হইতে মদিনা যাত্রা করিয়া জোমুদান পর্ব্বতের নিকটে পঁহুছিয়া সহচরদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য বলিয়াছিলেন। "নিঃসঙ্গ লোকেরা অগ্রে চলিয়া গিয়াছিলেন" অর্থাৎ অনাসক্ত বৈরাগী পুরুষেরা ঈশ্বরের অভিমুখে দ্রুতগামী হইয়াছেন। যাহারা সমধিক ঈশ্বরকে স্মরণ করে তাহারা নিঃসঙ্গ হইয়া থাকে।

† আমাতে স্থিতি করে। অর্থাৎ আমি তাহার পাপ ক্ষমা করিব।

অপরাধক্রমে এক গজ ভূমি পরিমাণ দূরে থাকিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে, আমি তদনুরূপ ক্ষমানুসারে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া থাকি।"—মো।

আবু হোরয়ার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে আমি তাহাকে শত্রুর সংগ্রাম জ্ঞাপন করিয়া থাকি, এবং আমার দাস, তাহার সম্বন্ধে আমি যাহা বিধি করিয়াছি তাহা ছাড়া আমার পক্ষে অন্য কোন প্রিয়তর বস্তু যোগে আমার দিকে নৈকট্য প্রাপ্ত হয় নাই। সর্ব্বদা আমার দাস অতিরিক্ত সাধনযোগে আমার দিকে সন্নিহিত হইয়া থাকে। অনন্তর যখন আমি তাহাকে প্রেম করি তখন তাহার সেই শ্রবণ হইয়া থাকি যাহা দ্বারা সে শুনিয়া থাকে ও সেই দৃষ্টি হইয়া থাকি, যাহা দ্বারা সে দর্শন করে এবং সেই হস্ত হইয়া থাকি, যাহা দ্বারা সে ধারণ করিয়া থাকে। অপিচ তাহার সেই চরণ হই, যাহাদ্বারা সে গমন করে। সে আমার নিকটে প্রার্থনা করিলে আমি দিয়া থাকি, এবং আমার আশ্রয় চাহিলে, নিশ্চয় আমি তাহাকে আশ্রয় দান করি। আমি যাহার বিধায়ক সে বিষয়ে আমি বিলম্ব করি না। বিশ্বাসীর জীবন হরণসম্বন্ধে আমার যত্ন, সে মৃত্যুতে অসন্তুষ্ট। আমি তাহাকে দুঃখিত করিতে অনিচ্ছু।"

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বরের জন্য কতিপয় স্বর্গীয় দূত আছেন তাঁহারা পথে বিচরণ করিয়া থাকেন, ঈশ্বর স্মরণকারীর অনুসন্ধান করেন; পরে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতেছে এমন কোন দলকে প্রাপ্ত হইলে পরস্পরকে ডাকিয়া বলেন, তোমরা স্বীয় অভিলষিত বিষয়ে উপস্থিত হও। তখন তাঁহারা পৃথিবীর আকাশ পর্য্যন্ত নিজেদের ডানা দ্বারা তাঁহাদিগকে আবেষ্টন করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান সত্ত্বে তাঁহাদিগের প্রভু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমার কিঙ্করগণ কি বলে?' তাঁহারা (স্বর্গীয় দূতেরা) বলেন, "ইহারা আপনার তস্‌বিহ, তক্‌বির ও তম্‌হিদ এবং তম্‌জিদ করিয়া থাকে *।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "ইহারা কি আমাকে দেখিয়াছে?" তাঁহারা বলেন, "না ঈশ্বরের শপথ, ইহারা দর্শন করে নাই।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন,"আমাকে দেখিলে কি প্রকার ঘটিত?" তখন তাঁহারা বলিতে থাকেন, "আপনাকে দেখিলে আপনার উদ্দেশ্যে তাহাদেরএ বাদত (সাধনা) প্রবলতর হইত, ও আপনার সম্বন্ধে অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে বলা (গুণানুবাদ) প্রবলতর হইত, এবং সবহানাল্লা বলা অধিকতর হইত।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন,"ইহারা কি প্রার্থনা করে?" তাঁহারা বলেন, "আপনার নিকটে ইহারা স্বর্গলোক প্রার্থনা করে।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "ইহারা কি তাহা দর্শন করিয়াছে?" তাঁহারা বলেন, "না, ঈশ্বরের শপথ হে

---

* সবহানাল্লা বলা অর্থাৎ পবিত্রতার সহিত ঈশ্বরকে স্মরণ করি তস্‌বিহ, অল্‌হমদো লেল্লাহে অর্থাৎ ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রসংশা বলা তম্‌হিদ, অল্লাহো আকবর অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা তক্‌বির। ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা তম্‌জিদ।

প্রতিপালক, তাহা দেখে নাই।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "যদি ইহারা তাহা দেখিত কি প্রকার হইত?" তাঁহারা বলেন, "নিশ্চয় ইহাকে দেখিলে তৎপ্রতি ইহাদের প্রবলতর লোভ হইত ও তজ্জন্য যত্ন প্রবলতর হইত, এবং তৎপ্রতি আকাঙ্ক্ষা গুরুতর হইত।" তিনি প্রশ্ন করেন, "কোন্ বস্তু হইতে ইহারা আশ্রয় প্রার্থনা করে?" তাঁহারা বলিয়া থাকেন, "নরকানল হইতে।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "ইহারা কি তাহা দর্শন করিয়াছে?" তাঁহারা বলেন, "না, ঈশ্বরের শপথ, ইহারা তাহা দর্শন করে নাই।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "ইহারা তাহা দেখিলে কি প্রকার হইত?" তাঁহারা বলেন, "যদি তাহা দেখিত ইহাদের তাহা হইতে সবেগে পলায়ন ও তাহা হইতে প্রবলতর ভয় হইত।" তখন তিনি বলেন, "আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিতেছি যে, সত্যই আমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিলাম।" তখন স্বর্গীয় দূতগণের মধ্যে এক স্বর্গীয় দূত বলেন, "ইহাদিগের মধ্যে অমুক ইহাদের অন্তর্গত (ঈশ্বরস্মরণকারী) নহে, সে প্রয়োজনবিশেষে আসিয়াছে এতদ্ভিন্ন নহে।" তিনি বলেন, "ইহারা পরস্পর সহচর, এ ইহাদের সঙ্গে বাস করে, তজ্জন্য এ ভাগ্যচ্যুত হইবে না।"—বো।

[মোস্‌লেমের বিবৃতিতে;—নিশ্চয় ঈশ্বরের কতিপয় জ্ঞানোন্নত স্বর্গীয় দূত আছেন, তাঁহারা ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঈশ্বর স্মরণের সভার অনুসন্ধান করেন, পরে যখন এমন কোন সভা প্রাপ্ত হন যে, তাহাতে ঈশ্বরস্মরণ হয়, তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং এক অপরকে আপন ডানা দ্বারা ঘেরিয়া লন, এত দূর হয় যে, তাহাতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যভাগ পূর্ণ হইয়া যায়। অনন্তর যখন তাঁহারা (স্মরণকারিগণ) পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন, তাঁহারা (দেবতারা) সমুত্থান করেন, আকাশ মণ্ডলপর্য্যন্ত সমুত্থিত হন। পরমেশ্বর তাঁহাদিগের বিষয়ে জ্ঞানসত্ত্বে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিলে?" তাঁহারা বলেন, "আমরা ভূমণ্ডলস্থ আপনার দাসমণ্ডলীর নিকট হইতে আসিয়াছি। তাঁহারা আপনার উদ্দেশ্যে তস্‌বিহ, তক্‌বির ও তহলিল এবং তম্‌হিদ, করিয়া থাকে, এবং আপনার নিকটে প্রার্থনা করে।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "যাহা আমার নিকটে তাহারা প্রার্থনা করে তাহা কি?" তাঁহারা বলেন, "স্বর্গলোক।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন. "আমার স্বর্গলোক তাহারা কি দেখিয়াছে?" তাঁহারা বলেন, "হে প্রতিপালক, না দেখে নাই।" তিনি প্রশ্ন করেন, "আমার স্বর্গলোক তাহারা দেখিলে কি প্রকার ঘটিত।" তাঁহারা বলেন, "উহারা আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিত।" তিনি প্রশ্ন করেন, "কোন্ বিষয় হইতে তাহারা আমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিত?" তাঁহারা বলেন, "আপনার দণ্ডাগ্নি হইতে।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আমার অগ্নি কি তাহারা দর্শন করিয়াছে?" তাঁহারা না বলেন, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "যদি আমার অগ্নি দর্শন করিত, তাহা হইলে কি হইত?" তাঁহারা বলেন, "আপনার

নিকটে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত।" তখন তিনি বলেন, "তবে আমি বস্তুতঃ তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম, অনন্তর ইহারা যাহা প্রার্থনা করিয়াছে, তাহা প্রদান করিলাম, এবং যে বিষয় হইতে তাহারা আশ্রয় প্রার্থী হইয়াছে সে বিষয়ে আমি তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিলাম।" তাঁহারা বলেন, "হে প্রতিপালক, তাহাদের অন্তর্গত অমুক দাস আছে যে, সে তাহাদের মধ্যে কেবল বসিয়াছে, ইহা ভিন্ন নহে।" তখন তিনি বলেন, "আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম। তাহারা সেই দল যে, যাহারা তাহাদের সঙ্গে স্থিতি করে তাহারা ভাগ্যচ্যুত হয় না।"

রোবয়ের পুত্র হঞ্জলা ওসয়দীর উক্তি * ;—আবুবেকর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে হঞ্জলা, তুমি কেমন আছ?" আমি বলিয়াছিলাম, হঞ্জলা কপটাচারী হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "সবহানাল্লা তুমি কি বলিতেছ?" আমি বলিলাম, আমরা প্রেরিত পুরুষের নিকটে ছিলাম, তিনি স্বর্গ ও নরকের প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, আমরা যেন স্বচক্ষে তাহা দেখিতে ছিলাম। পরে যখন আমরা প্রেরিত পুরুষের নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম তাহার অধিকাংশ ভুলিয়া পরিবার ও সন্তানগণের সঙ্গে এবং ভূসম্পত্তির সহিত মিলিত হইতে লাগিলাম। আবুবেকর বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, নিশ্চয় এরূপ আমারও ঘটিয়া থাকে।" অনন্তর আমি ও আবুবেকর হজরতের নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং আমি বলিলাম, প্রেরিতপুরুষ, হঞ্জলা কপটাচারী হইয়াছে। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা কি?" আমি বলিলাম, আমরা আপনার নিকটে ছিলাম,আপনি স্বর্গ ও নরকের প্রসঙ্গ করিতে ছিলেন,আমরা যেন স্বচক্ষে তাহা দেখিতেছিলাম, পরে যখন আপনার নিকট হইতে চলিয়া গেলাম, তাহার অধিকাংশ ভুলিয়া পরিবার ও সন্তান এবং ভূসম্পত্তির সহিত মিলিত হইতে লাগিলাম। হজরত বলিলেন, "যাঁহার হস্তে আমার জীবন, তাঁহার শপথ, আমার নিকটে তোমরা যে ভাবে যে প্রসঙ্গে থাক সেই অবস্থায় যদি সর্ব্বদা থাকিতে তাহা হইলে নিশ্চয় স্বর্গীয় দূতগণ তোমাদের শয্যায় এবং তোমাদের পথে তোমাদিগের করমর্দ্দন করিতেন, কিন্তু হে হঞ্জলা মুহূর্ত্তে ও মুহূর্ত্তে হয়।" তিন বার বলিয়াছিলেন †।- মা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু দরদার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের দলপতিদিগের নিকটে তোমাদিগের বিশুদ্ধ কার্য্যের এবং তোমাদের পদানুসরে তাহার সমুন্নতি

* ইনি হজরতের প্রত্যাদেশলিখক সহচর ছিলেন, আরব্য লোকদিগের মধ্যে জ্ঞান ও বৈরাগ্যে উচ্চাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, মাবিয়ার আধিপত্যের প্রথম ভাগে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অসৈয়দ নামক ইঁহার একজন আদিপুরুষ ছিলেন। তজ্জন্য ইঁহাকে অসৈয়দী বলে।

† অর্থাৎ এক মুহূর্ত্তে ঈশ্বর-স্মরণ হয়, পর মুহূর্ত্তেই সাংসারিক কার্য্যে মন লিপ্ত হইয়া থাকে।

অপেক্ষা ও স্বর্ণ রজত ব্যয় করারূপ তোমাদের সৎকার্য্য অপেক্ষা এবং তোমাদের শত্রুর সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তোমরা তাহাদিগের কণ্ঠ ছেদন কর ও তাহারা তোমাদের কণ্ঠ ছেদন করে তোমাদের এইরূপ সৎকার্য্য অপেক্ষা আমি কি তোমাদিগকে অধিকতর সৎ কার্য্যের সংবাদ দান করিব না?" সহচরগণ বলিলেন, "অবশ্য।" তিনি বলিলেন, "উহা ঈশ্বর-স্মরণ।"—আহ, মালে, তর, এব্‌নমা।

বোস্‌রের পুত্র অবদোল্লার উক্তি *;—এক জন যাযাব, প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কোন্ ব্যক্তি উত্তম?" তিনি বলিয়াছিলেন, "ধন্য সেই ব্যক্তি যাহার দীর্ঘ জীবন, এবং যাহার আচরণ উত্তম।" সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "সংসার হইতে তোমার বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ঈশ্বর-গুণানুকীর্ত্তনে তোমার রসনাকে সরস রাখা।"—আহ, তর।

আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমরা স্বর্গোদ্যানে গমন করিবে তখন বিচরণ করিও।" কেহ প্রশ্ন করিলেন, "স্বর্গোদ্যান কি?" তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর স্মরণ করার মণ্ডলী।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে স্থানে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হয় না, যে ব্যক্তি সেই স্থানে বসে পরমেশ্বর হইতে তাহার সম্বন্ধে আক্ষেপ হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি শয়নাগারে শয়ন করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করে না, তাহার সম্বন্ধে পরমেশ্বর হইতে আক্ষেপ হয়।"—আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, যে সভাতে ঈশ্বর-স্মরণ হয় নাই, সেই সভা হইতে এমন কোন দল মৃত গর্দ্দভের সদৃশ ভিন্ন গাত্রোত্থান করে নাই। তাহাদের প্রতি আক্ষেপ হইয়া থাকে।"—আবুদা, আহ।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে সভায় ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ও তাহাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা হয় না সেই সভায় এমন কোন দল উপবিষ্ট হয় না যে, তাহাদের প্রতি আক্ষেপ হইয়া থাকে না। অনন্তর তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দান করেন, এবং ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া থাকেন।"—তর।

ওর্ম্ম হবিবার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "বিহিত কার্য্যে আদেশ ও অবিহিতকার্য্যে নিষেধ এবং ঈশ্বর প্রসঙ্গ ভিন্ন মনুষ্যের প্রত্যেক কথা অলাভজনক।"—তর, এব্‌নমা।

---

* ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন। ইঁহার পিতা এবং অভিয়ানামক ভ্রাতা এবং সমা নাম্নী ভগিনীও হজরতের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। হজরত ইহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন, এবং ইঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এরূপ প্রসিদ্ধ যে, হজরতের সহচরদিগের মধ্যে এই অবদোল্লা শাম দেশে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[তরমোজী ইহাকে গরিব বলিয়াছেন।]

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন; "তোমরা ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কথা অধিক কহিও না, যেহেতু ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য অধিক কথা আন্তরিক কাঠিন্যের কারণ। নিশ্চয় কঠিন হৃদয় লোক ঈশ্বর হইতে সমধিক দূরবর্ত্তী।—তর।

সোবানের উক্তি * ;—"ও অল্লজিনা ইয়কনজোনাজ্জহব ও অল্‌ফজ্জত," যখন এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, তখন আমরা কোন দেশান্তরযাত্রায় হজরতের সঙ্গে ছিলাম। সহচরদিগের মধ্যে কেহ বলিয়াছিলেন, "এই আয়ত স্বর্ণ রজতবিষয়ে অবতারিত। যদি আমরা কোন্ ধন ইষ্টজনক জানিতাম তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিতাম।" তখন তিনি বলিলেন, "তন্মধ্যে গুণানুবাদকারিণী রসনা, কৃতজ্ঞ হৃদয় এবং ধর্ম্মে সাহায্যকারিণী ধার্ম্মিকা ভার্য্যা শ্রেষ্ঠধন।"—আহ, তর, এব্‌নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—মস্‌জেদে এক মণ্ডলীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কি হেতু এখানে উপবিষ্ট আছ?" তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিতে আমরা বসিয়াছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, তোমরা এই উদ্দেশ্য ব্যতীত কি বস নাই?" তাঁহারা বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদিগকে বসায় নাই।" তিনি বলিলেন, "জানিও তোমাদের প্রতি কোন অসত্য দোষারোপ করিতে আমি তোমাদিগের উদ্দেশ্যে শপথ দান করি নাই। প্রেরিত পুরুষসম্বন্ধে তাঁহার হদিস বলাবিষয়ে আমার স্থলবর্ত্তী এমন কেহ নাই যে, আমা অপেক্ষা ন্যূন †। নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ আপন সহচরমণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কি কারণে তোমরা এখানে উপবিষ্ট আছ?' তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর-গুণকীর্ত্তন করিতে আমরা এখানে বসিয়াছি, তিনি আমাদিগকে এস্‌লাম ধর্ম্মে পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাদ্বারা উপকৃত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা তাঁহার গুণানুবাদ করিতেছি।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঈশ্বরের শপথ, তোমরা কি এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুর জন্য বস নাই?' তাঁহারা বলিলেন, 'ঈশ্বরের শপথ, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু আমাদিগকে বসায় নাই।' তিনি বলিলেন 'জানিও, আমি তোমাদের প্রতি দোষারোপ করিতে তোমাদিগকে শপথ দান করি নাই, কিন্তু আমার নিকটে জেব্রিল আগমন করিয়া আমাকে জ্ঞাপন

---

* ইনি হজরতের ভৃত্য ছিলেন, স্বদেশে বিদেশে তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন।

† অর্থাৎ হজরতসম্বন্ধীয় হদিস আমি অন্য লোক অপেক্ষা অল্প বলিতে পারি। যাঁহারা অধিকতর বলিতে পারেন, তাঁহাদের অধিকতর ভুল হইয়া থাকে। যাহারা অল্প বলে, তাহাদের ভুল হয় না।

করিয়াছেন যে, পরমেশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে দেবতাদিগের নিকটে গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন।"—বো।

বোস্‌রের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি হজরতকে বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, বস্তুতঃ এস্‌লাম ধর্ম্মের বিধি সকল আমার পক্ষে প্রচুর হইয়াছে, অতএব এমন কিছু আমাকে জ্ঞাপন করুন যাহা আমি ধরিয়া থাকিব।" তিনি বলিলেন, "নিরন্তর তোমার রসনা যেন ঈশ্বরগুণানুবাদে সরস থাকে।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

আবু সরিদের উক্তি ;—হজরতকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "পুনরুত্থানের দিনে ঈশ্বরের নিকটে কোন্ সাধক পদানুসারে শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রচুর ঈশ্বরস্মরণকারী ও ঈশ্বর-স্মরণকারিণিগণ।" বলা হইয়াছিল, "ঈশ্বরের পথে কোন্ গাজী (ধর্ম্মযোদ্ধা) শ্রেষ্ঠ ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত করবাল ভগ্ন ও শোণিত-রঞ্জিত না হয় যে জন সে পর্য্যন্ত অংশিবাদী ও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের (কাফেরদিগের) প্রতি স্বীয় করবাল চালনা করে। পরন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর গুণানুবাদকারী তদপেক্ষা পদানুসারে শ্রেষ্ঠ।"—আহ, তর।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "শয়তান মানব-হৃদয়ে সংলগ্ন হয়, কিন্তু যখন সে (মনুষ্য) ঈশ্বরগুণানুবাদ করে, তখন সে অপসৃত হইয়া থাকে. এবং শিথিল হইবার জন্য কুমন্ত্রণা দান করে।"—বো।

মালেকের উক্তি ;—আমি জ্ঞাত আছি যে, প্রেরিতপুরুষ বলিতেন, "ঈশ্বরস্মরণে শিথিল লোকদিগের মধ্যে ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি সেনাদলের পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার পর তদন্তর্গত সংগ্রামকারী সেনা সদৃশ ; শিথিল লোকদিগের মধ্যে ঈশ্বর-স্মরণকারী শুষ্ক তরুতে সরস শাখা সদৃশ। "অন্য বিবৃতিতে—"শিথিল লোকদিগের মধ্যে ঈশ্বর-স্মরণকারী অন্ধকারাবৃত গৃহে দীপসদৃশ ; শিথিল লোকদিগের মধ্যে ঈশ্বর-স্মরণকারীকে পরমেশ্বর জাগ্রত অবস্থায় স্বর্গলোকে তাহার বাসস্থান প্রদর্শন করেন ; বাক্‌শক্তিশালী এবং বাক্‌শক্তিবিহীন জীবের সঙ্খ্যার তুল্য শিথিল লোকদিগের মধ্যে ঈশ্বর-স্মরণকারীর পাপরাশি ক্ষমা হইয়া থাকে। বাক্‌শক্তিশালী—মনুষ্য এবং বাক্‌-শক্তিবিহীন—চতুষ্পদ জীব।"—রজিন।

জবলের পুত্র মোয়াজের উক্তি ;—ঐশ্বরিক দণ্ড হইতে সমধিক অব্যাহতি দান করে ঈশ্বর কিঙ্কর ঈশ্বরস্মরণাপেক্ষা এমন কোন্ কাজ করে নাই।—তর, এব্‌নমা।

অবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, 'তখন আমি আমার দাসের সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে, এবং তাহার অধরোষ্ঠ আমার উদ্দেশ্য স্পন্দন করে।"'—বো।

প্রেরিতপুরুষ সম্বন্ধীয় ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—তিনি বলিতেন, "প্রত্যেক বস্তুর মালিন্যবিনাশক আছে, হৃদয়ের মালিন্যনাশক ঈশ্বর-স্মরণ। ঈশ্বর-স্মরণাপেক্ষা ঐশ্বরিক দণ্ড হইতে অধিকতর অব্যাহতিদায়ক অন্য কোন বস্তু নাই।" সকলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করা কি নয় ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "না, যেহেতু ভগ্ন না হওয়া পর্য্যন্তই কেহ স্বীয় করবাল চালনা করিয়া থাকে।"—দওয়াতোল্ কবির গ্রন্থে বয়হকি।

ঈশ্বরের নামাবলী প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বরের নব নবতি—একোন শত নাম। যে ব্যক্তি তাহা আবৃত্তি করে, সে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে।" অপিচ অন্য বিবৃতিতে—"তিনি অযুগ্ম (একমাত্র), অযুগ্মই ভাল বাসেন।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বরের নবনবতি নাম, যে ব্যক্তি তাহা আয়ত্ত করে সে স্বর্গোদ্যানে গমন করিয়া থাকে। তিনিই আল্লাহ্ (পরমেশ্বর), যদ্ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই ;—তিনি ১ রহমাণ (পুনর্জীবনপ্রদাতা) * ;" ২ রহিম (দয়াময়) ; ৩ মলেক (রাজা) ; ৪ কদ্দুস (পুণ্যময়) ; ৫ সলাম (শান্তিময়) ; ৬ মোয়মেন (অভয়দাতা) ; ৭ মোহয়মেন (সত্য সাক্ষী) ; ৮ আজিজ (পরাক্রান্ত) ; ৯ জব্বার (ভগ্ন বস্তুর সংযোজক) ; ১০ খালেক (সৃষ্টিকর্ত্তা) ; ১১ বারি (উৎপাদক) ; ১২ মস্ওয়র (সঙ্গঠনকর্ত্তা) ; † ১৩ মতকব্বর (গৌরবান্বিত) ; ১৪ গফ্ফার (মহাক্ষমাশীল) ; ১৫ কহ্হার (মহাতেজস্বী) ; ১৬ ওহ্হাব (মহাদাতা) ; ১৭ রজ্জাক (মহা জীবিকাদাতা) ; ১৮ ফত্তাহ (দ্বারোদ্ঘাটক) ; ১৯ আলিম (জ্ঞানময়) ; ২০ কাবেজ (সঙ্কোচকারী) ; ২১ বাছেত (প্রসারণকারী) ; ‡ ২২ খাফেজ (অবনতিবিধায়ক) ; ২৩ রকেয়া (সমুন্নতি-প্রদাতা) ; ২৪ মো ওয়েজ (গৌরবপ্রদাতা) ; ২৫ মোজেল্ল (হীনতাবিধায়ক) ; ২৬ ছমিয় (শ্রোতা) ; ২৭ বছির (দ্রষ্টা) ; ২৮ হোকম—হকিম (আজ্ঞা প্রচারক) ; ২৯ অদ্ল—অদিল (বিচারক) ; ৩০ লতিফ (সুকোমল) ; ৩১ খবির (জ্ঞাতা) ; ৩২ হলিম (সুগম্ভীর) ; ৩৩ আজিম (মহান্) ; ৩৪ গফুর (ক্ষমাশীল) ; ৩৫ শকুর

---

* "রহমত" শব্দ হইতে "রহমাণ" পদ উৎপন্ন। রহমত শব্দের অর্থ দয়া বা কৃপা। রহমাণ বা রহিম আতিশয্য কর্ত্তৃকাচক। ইহলোক ও পরলোকে যিনি মহা দয়া করেন তিনি রহমাণ। রহমাণের প্রকৃত অর্থ পুনরুত্থান কালে পুনর্জীবন দাতা।

† খালেক, বারি ও মস্ওয়র এই তিন শব্দের অর্থ ঈশ্বর সম্বন্ধে সৃষ্টি কর্ত্তা ; সাধারণতঃ বারি শব্দে উৎপাদক এবং মস্ওয়র শব্দে, মূর্ত্তি নির্ম্মাতা বুঝায়।

‡ সঙ্কোচকারী ও প্রসারণকারী এই দুই শব্দের অর্থ অবস্থাভেদে জীবিকার সঙ্কোচকারী এবং জীবিকার প্রসারণ কারী।

(কৃতজ্ঞ)*; ৩৬ আলি (সমুন্নত); ৩৭ কবির (গৌরবান্বিত); ৩৮ হফিজ (সংরক্ষক); ৩৯ মোকিত (শক্তিমান্ বা অন্নদাতা); ৪০ হছিব (পর্য্যাপ্ত); ৪১ জলিল (শ্রেষ্ঠ); ৪২ করিম (দাতা বা মহান্); ৪৩ রকিব (প্রহরী); ৪৪ মজিব (প্রার্থনায় উক্ত প্রদাতা); ৪৫ ওয়াছেয় (উদার বা প্রশস্ত); ৪৬ হকিম (মহাজ্ঞানী); ৪৭ অদুদ (বন্ধু); ৪৮ মজিদ (মহিমান্বিত); ৪৯ বায়েছ (সঞ্জীবক বা প্রেরক); ৫০ শহিদ (সমুপস্থিত); ৫১ হক (সত্য); ৫২ ওকিল (কার্য্যভার প্রাপ্ত); ৫৩ কভি (শক্তিমান্); ৫৪ মতিন (অটল); ৫৫ অলি (সহায় বা সখা); ৫৬ হমিদ (প্রশংসিত); ৫৭ মহছি (জ্ঞানী); ৫৮ মব্‌দি (সমুৎপাদক); ৫৯ মইদ (বিলুপ্ত বস্তুর পুনঃ স্রষ্টা); ৬০ মোহিয় (জীবনদাতা); ৬১ মোমিয়ত (জীবনসংহর্ত্তা); ৬২ হয়য়া (জীবন্ত); ৬৩ কয়ুম (স্থায়ী); ৬৪ ওয়াজেদ) (অস্তিত্ববিধায়ক); ৬৫ মাজেদ (গৌরবযুক্ত); ৬৬ ছমদ (নিষ্কাম); ৬৭ ওয়া হেদ (একমাত্র); ৬৮ আহদ্দ (একাকী); ৬৯ কাদের (শক্তিমান); ৭০ মকৃতদর (মহাক্ষমতাশালী); ৭১ মোকদ্দম (অগ্রসরকারী); ৭২ মোওয়াখের (পশ্চাদ্বর্ত্তিকারী); ৭৩ আওল (আদি); ৭৪ আখের (অন্ত); ৭৫ জাহের (ব্যক্ত); ৭৬ বাতেন (গুপ্ত); ৭৭ ওয়ালি (অধিপতি); ৭৮ মতালি (মহান); ৭৯ বর্‌র (কল্যাণবিধাতা); ৮০ তওয়াব (পুনর্মিলনকারী), ৮১ মোন্তকেম (প্রতিফলপ্রদাতা); ৮২ অফু (ক্ষমা প্রদাতা); ৮৩ রউফ (কৃপাময়); ৭৪ মালেকোল্ মোল্‌ক (রাজ্যাধিপতি); ৮৫ জোল্‌জলাল্ ও অল্‌একৃরাম (মর্য্যাদা ও মহিমাস্পদ); ৮৬ মোক্‌সেত (ন্যায়বান্); ৮৭ জামেয়া (সংগ্রহকারী); ৮৮ গনি (সম্পৎশালী), ৮৯ মগনি (সম্পদ্‌দাতা); ৯০ মায়তা (দাতা) ৯১ মানেয়া (নিবারক); ৯২ জার (ক্লেশদায়ক) ৯৩ নাফেয়া (ফলদাতা) ৯৪ হাদি (পথপ্রদর্শক); ৯৫ বদিয় (দুর্লভ, বা নবতত্ত্ব); ৯৬ বাকি (নিত্য); ৯৭ ওয়ারেস (উত্তরাধিকারী); ৯৮ (রশিদ) গুরু) ৯৯ ছব্বুর (অতি সহিষ্ণু)—তর, দওয়াত করিবে বয়হকি।

[তরমোজী ইহাকে গরিব হদিস বলিয়াছেন।]

বোরিদার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ এক ব্যক্তিকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছিলেন, "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু তুমি সেই পরমেশ্বর যে তোমা ব্যতীত উপাস্য নাই, তুমি একমাত্র নিষ্কাম। যিনি জন্মগ্রহণ ও জন্মদান করেন নাই তাঁহার সদৃশ কেহ নাই।" তিনি বলিয়াছেন সে, "পরমেশ্বরকে তাঁহার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে ডাকিয়া ছিল যে নামে কিছু প্রার্থনা করিলে তাহা প্রদত্ত হইয়া থাকে, যখন সে নামে ডাকা যায় ও পাওয়া যায়।"—তর, আবুদা।

আনসের উক্তি;—আমি মস্‌জেদে হজরতের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি

---

* শকুর (কৃতজ্ঞ) অর্থাৎ অল্প সৎকার্য্যের বহু ফল বিধাতা।

নমাজ পড়িতেছিল, তখন সে বলিয়াছিল, "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু তোমারই সম্যক্ প্রশংসা ; তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই, তুমি কৃপালু সম্পদ্‌বিধাতা স্বর্গমর্ত্ত্যের স্রষ্টা, হে মহামহিম ও মহাগৌরবান্বিত, হে জীবন্ত, হে নিত্য, আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।" তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "সে পরমেশ্বরকে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে ডাকিয়াছে, তাহা দ্বারা যখন আহ্বান করা হয় তিনি উত্তর দান করেন, এবং তদ্‌যোগে প্রার্থনা করা হইলে প্রদত্ত হয়।"—তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

এজিদের কন্যা আস্‌মার উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "এই দুই আয়তে ঈশ্বরের মহত্তম নাম বিদ্যমান ; এলাহকোম, এলাহ ওয়াহেদোন্ লা এলাহ এল্লা হুওয়া আর্‌রহমাণ আর্ রহিম।" (ফাতেহা)। "আলম্ম আল্লাহো লা এলাহ এল্লা হওয়া অল্ হয়ো অল্ কয়ুমো।"—তর, আবুদা, এব্‌নমা, দার।

সাদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ইয়ুনসের প্রার্থনা—মৎস্যের উদরে স্থিতি করিয়া যখন তিনি ডাকিয়াছিলেন তাহা এই ;' লা এলাহ এল্লা আন্তা সবহানকা এল্লি কোন্তো মেন্ জ্জালমিন।' এমন কোন মোসলমান পুরুষ নাই যে, সে কোন বিষয়ে এতদুযোগে প্রার্থনা করিয়াছে তাহা গৃহীত হয় নাই।"—আহ, তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

রোয়িদার উক্তি ;—আমি প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে প্রথম রাত্রিতে মস্‌জ্জদে গিয়াছিলাম। তখন এক ব্যক্তি অকস্মাৎ পড়িতে লাগিল, এবং স্বীয় কণ্ঠস্বর উচ্চ করিল, তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ আপনি কি বলেন, এ ব্যক্তি কপট ? তিনি বলিলেন, "বরং প্রত্যাবর্ত্তিত বিশ্বাসী।" আবু মুসা আশরী পড়িতেছিলেন, এবং স্বীয় ধ্বনি উচ্চ করিয়াছিলেন, হজরত তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। তদনন্তর আবু মুসা উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে সাক্ষী করিতেছি, তুমিই পরমেশ্বর, তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। তুমি সেই একমাত্র নিষ্কাম, যিনি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, জন্ম দান করেন নাই, যাঁহার সদৃশ কেহ নাই।" তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "এ সত্য সত্যই ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার এমন নামযোগে প্রার্থনা করিয়াছে যে, যৎসহকারে প্রার্থনা করিলে প্রদত্ত হয়, যৎসহকারে আহ্বান করিলে উত্তর দান হইয়া থাকে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম প্রেরিত পুরুষ, আমি আপনার নিকটে যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহা কি তাঁহাকে জ্ঞাপন করিব ? তিনি হাঁ

* ইনি আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী ধার্ম্মিকা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, সংগ্রামে গিয়াছিলেন, এক জন কাফেরকে পটমণ্ডপের খুঁটির আঘাতে বধ করিয়াছিলেন।

বলিলেন। পরে আমি তাঁহাকে প্রেরিত পুরুষের উক্তি জ্ঞাপন করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "হজরতের কথা তুমি আমাকে বলিলে, তুমি আজ আমার প্রকৃত বন্ধু।"—রজিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তস্‌বিহ, তম্‌হিদ ও তহ্‌লিল এবং তকবির বলার ফল *।

প্রথম অধ্যায়।

জন্দোবের পুত্র সমোরাব উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "চারিটি শ্রেষ্ঠ বাক্য, 'সবহানাল্লা, অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে ও লাএলাহ এল্লেল্লাহ এবং আল্লাহো আক্‌বর।"'—অন্যতর বিবৃতিতে "পরমেশ্বরের নিকটে চারিটি বাক্য সমধিক প্রিয়,—সবহানাল্লাহ, অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে ও লাএলাহ এল্লাল্লাহে এবং আল্লাহো আক্‌বর। ইহার মধ্যে যে কোনটি তুমি প্রথমে বলিতে থাকিবে তাহাতে তোমার ক্ষতি নাই।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় আমি বলি সূর্য্য যে সকল বস্তুতে প্রকাশিত হয় সে সকলের (সমুদায় বাহ্য পদার্থের) অপেক্ষা সহ্বানাল্লা, অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে ও লাএলেহা এল্লাল্লাহ্‌ এবং অল্লাহো আক্‌বর, এই চারি শব্দ আমার নিকটে প্রিয়তর।"—মো।

এবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সবহানাল্লা বলে, এবং দিবসে শত বার তাঁহার প্রশংসাবাদ করে, তাহার পাপপুঞ্জ সাগরের ফেণপুঞ্জের ন্যায় হইলেও স্খলিত হইয়া থাকে।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সবহানাল্লা বলে, এবং শত বার তাঁহার প্রশংসা করে, কেয়ামতের দিনে কেহ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুকৃতি আনয়ন করে না। কিন্তু সেই এক ব্যক্তি আনয়ন করে যে তাহার বলার ন্যায় বলিয়াছে, বা তদপেক্ষা অধিক বলিয়াছে।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "দুইটী কথা রসনায় লঘুভার, ক্রিয়ার তুলদণ্ডে গুরুভার, ঈশ্বরের নিকটে প্রিয়তর; "সবহানাল্লা" ও "অল্‌হম্‌দো লেল্লাহ।" "সবহানাল্লা শ্রেষ্ঠ।"—উভয়।

---

* তস্‌বিহ—সবহানাল্লাহ বলা, তম্‌হিদ—অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে বলা, তহলিল—লা এলাহে এল্লেলাহ বলা—তকবির—আল্লাহো আক্‌বর বলা। এই চারি আরবী শব্দের বাঙ্গলা অর্থ ক্রমান্বয়ে পবিত্র পরমেশ্বর; ঈশ্বরেরই সম্যক্‌ প্রশংসা; ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই; ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

† ইনি হজরতের এক জন বহু হদিসবেত্তা প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

আবু অকাসের পুত্র সাদের উক্তি ;—আমরা হজরতের নিকটে ছিলাম। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মধ্য কেহ কি প্রতিদিন সহস্র সুকৃতি উপার্জ্জনে অসমর্থ?" তখন তাঁহার সভাসদ্‌দিগের মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া আমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি সহস্র সুকৃতি উপার্জ্জন করিবে?" তিনি বলিলেন, "যে জন শতবার তস্‌বিহ (সবহানাল্লা) বলে, তাহাতে তাহার জন্য সহস্র সুকৃতি লিখিত হয়, অথবা তাহার সহস্র পাপ খণ্ডিত হইয়া থাকে।"—মো।

[মোস্‌লেমের সহিহ পুস্তকে মুসা জোহনীর * বিবৃতিসমূহের মধ্যে "অথবা স্খলিত হয়" উল্লিখিত। আবুবেকর বরকাণী বলিয়াছেন † "এমাম শাবা ও আবু অওয়াসা এবং সৈয়দোল্‌ কেত্তানের পুত্র ইয়হা ইহা মুসা হইতে বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সহস্র এই কথা ব্যতীত "অথবা স্খলিত হয়" বলিয়াছেন। মোহিদীর গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত।"]

আবুজরের উক্তি ;—"কোন্‌ বাক্য শ্রেষ্ঠ?" প্রেরিত পুরুষ এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "পরমেশ্বর যাহা স্বীয় ফেরেশ্‌তাদিগের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, উহা সবহানাল্লা এবং তাঁহার গুণানুবাদ (অল্‌হম্‌দোলেল্লাহে)।"—মো।

জোওয়রিয়ার উক্তি ‡ ;—প্রেরিত পুরুষ তাঁহার নিকট হইতে প্রভাতে প্রাভাতিক নমাজের সময় বহির্গত হইয়াছিলেন। তখন তিনি (জোওয়রিয়া) আপন নমাজের স্থানে ছিলেন। তদনন্তর হজরত ফিরিয়া আসিলেন, অবশেষে এক প্রহরের সময় উপস্থিত হইলেন, তখনও তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে অবস্থায় আমি তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, তুমি কি সর্ব্বদা সেই অবস্থায় আছ?" তিনি বলিলেন, হাঁ। প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "সত্য সত্য আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়ার পর চারি বাক্য তিন বার উচ্চারণ করিয়াছি। অদ্য যাহা তুমি বলিয়াছ তাহা সবহানাল্লার ও তাঁহার সৃষ্টবস্তুর সংখ্যানুরূপ তাঁহার গুণানুবাদ করার (অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে বলায়) তুল্য, তাঁহার প্রসন্নতার যোগ্য এবং উচ্চতম স্বর্গের (আরশের) তুল্য তদ্বাক্য সকল।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি লাএলাহ এল্লেল্লাহ ওহদোহো লা শরিক লহো লহোল মোলকো ও লহো অল্‌হম্‌দো ও হুওয়া আলা

* ইনি এক জন বিশ্বস্তপুরুষ ছিলেন।

+ বরকাণী অর্থাৎ বরকাণনিবাসী। বরকাণ একটি গ্রামের নাম, খওয়ারজম প্রদেশের অন্তর্গত এই গ্রাম।

‡ ইনি হজরতের এক জন সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

কোল্ল শয়েন্ কদিরোন্, * এক শত বার বলেন, দশ জন ক্রীতদাস মুক্তির তুল্য ফল তাহার হয়। (কেহ বলেন) তাহার জন্য শতগুণ পুণ্য লিখিত হইয়া থাকে ও তাহার শত পাপ বিলুপ্ত হয়, এবং সেই দিবস শয়তান হইতে তাহার উদ্ধার লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চারণ করিয়াছে তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম সুকৃতি আনয়ন করে না।"—উভয়।

আবু মুসা আশরীর উক্তি;—আমরা হজরতের সঙ্গে প্রবাসে ছিলাম, লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে তক্‌বির (আল্লাহো আক্‌বর) বলিতেছিল। তখন প্রেরিত পুরুষ বলেন, "হে মানবগণ, তোমরা নিজের সম্বন্ধে কোমলতা অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা বধিরকে ও অনুপস্থিতকে ডাকিতেছ না। বস্তুতঃ তোমরা শ্রোতা ও দ্রষ্টাকে আহ্বান করিতেছ, এবং তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে ডাকে তিনি তোমাদের অন্তর্গত এক ব্যক্তির তাঁহার বাহন উষ্ট্রের গলদেশ অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী।" আবু মুসা বলিয়াছেন, আমি তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে ছিলাম, এবং মনে মনে বলিতেছিলাম, "লা হওল ও লা কুওয়ত এল্লা বেল্লাহে †। তখন তিনি বলিলেন, "হে কয়সের পুত্র অবদোল্লা, (আবুমুসার প্রকৃত নাম) আমি কি তোমাকে স্বর্গোদ্যানের ধনভাণ্ডারসমূহের অন্তর্গত কোন ভাণ্ডারের দিকে পথ প্রদর্শন করিব না?" তাহাতে আমি বলিলাম, হে প্রেরিত পুরুষ, অবশ্য করিবেন। তিনি বলিলেন, "তাহা লাহওল ও লা কুওয়ত এল্লা বেল্লাহে।"—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বলে সবহানাল্লাহোল্ আজিম ও তাঁহার সমাক্ প্রশংসা করে তাহার জন্য স্বর্গোদ্যানে খোর্ম্মা তরু রোপিত হয়।"—তর।

জোবয়রের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন "এমন প্রাতঃকাল নাই যাহাতে কিঙ্করগণ জাগরিত হইয়াছে ঘোষণাকারী দেবতা, পুণাময় রাজার তসবিহ (গুণানুবাদ) কর বলিয়া ঘোষণা করেন না।"—তর।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "লা এলাহে এল্লেল্লাহ, শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-স্মরণ, অলহম্‌দো লেল্লাহে শ্রেষ্ঠ গুণানুবাদ।"—তর, এব্‌নমা।

ওমরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "অলহম্‌দো কৃতজ্ঞতা-দানের শীর্ষস্বরূপ। ঈশ্বরের প্রতি দাসের পূর্ণ কৃতজ্ঞতা তাঁহার হম্‌দ (প্রশংসা) না করিলে হয় না।"—

---

* এই আরবী বচন সকলের অর্থ,—সেই ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, তিনি একমাত্র, তাঁহার অংশী নাই, ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহারই সমাক্ প্রশংসা। তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী।

† ইহার অর্থ ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত শক্তি সামর্থ্য নাই।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যাহারা সুখে ও দুঃখে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করে পুনরুত্থানের দিনে প্রথমে তাহারা স্বর্গোদ্যানের দিকে আহূত হইবে।"—

[উভয় হদিস শাবোল্‌ ইমান গ্রন্থে বয়হকি কর্ত্তৃক বিবৃত।]

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "মুসা বলিয়াছিলেন, 'হে প্রভো, তুমি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দান কর যদ্দ্বারা আমি তোমার গুণানুবাদ বা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিব।' তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'হে মুসা, তুমি লা এলাহে এল্লেল্লাহ বল।' তাহাতে তিনি (মুসা)' 'বলিয়াছিলেন, হে প্রতিপালক,' তোমার সমুদায় কিঙ্কর ইহা বলিয়া থাকে। যাহা দ্বারা তুমি আমাকে বিশেষত্ব দান করিবে আমি তদ্ব্যতীত ইচ্ছা করি না। তিনি বলিলেন, "হে মুসা যদি সপ্তস্বর্গ ও আমা ব্যতীত সে সকলের পূর্ণতা সাধনকারী (দেবতাগণ) এবং সপ্ত ভূমণ্ডল তুল যন্ত্রের এক দিকে এবং লা এলাহে এল্লেল্লাহ অন্যদিকে স্থাপন করা হয়, নিশ্চয় তাহাদের যোগে লা এলাহ এল্লেল্লাহ ঝুঁকিয়া পড়িবে।"—শরাহ সোন্নত।

আবু সয়িদ ও আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "লা এলেহ এল্লেলাহ এবং আল্লাহো আক্‌বর যে জন বলে, তাহার প্রতিপালক উহার সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া বলেন, আমি ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; এবং যখন বলে, "লা এলাহে এল্লেলাহ ওহদহো ও লা শরিক লহো" তখন ঈশ্বর বলেন ; "আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, আমার পূর্ণ একত্ব এবং আমার অংশী নাই।' এবং যখন বলে 'লা এলাহ এল্লেল্লাহ লহোল্‌ মোল্‌কো ও লহোল্‌ হম্‌দো।' তিনি বলেন, আমিব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, আমারই পূর্ণরাজত্ব এবং আমারই সম্যক্‌ প্রশংসা, এবং যখন বলে লা এলাহ এল্লেল্লাহ ও লা হওল ও লা কুওয়ত এল্লা বেল্লাহে।" তখন তিনিও বলেন, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, আমার সাহায্য ব্যতীত শক্তি সামর্থ্য নাই।'" হজরত বলিতেন, "যে ব্যক্তি আপন পীড়ার অবস্থায় ইহা বলে, তদনন্তর মৃত্যুগ্রস্ত হয়, নরকানল তাহাকে গ্রাস করে না।"—তর, এব্‌ন।

আবু অকাসের পুত্র সাদের উক্তি ;—তিনি প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে একটী নারীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে খোরমার বীজ বা ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড সকল ছিল। তদ্‌যোগে সে তস্‌বিহ (নামজপ) করিতেছিল। তখন তিনি বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা তোমার নিকটে যাহা সহজ বা শ্রেষ্ঠ হইবে, আমি কি তদ্বিষয় তোমাকে জ্ঞাপন করিব না ? স্বর্গলোকে যে সমস্ত তিনি সৃজন করিয়াছেন, সে সকলের সঙ্খ্যার অনুরূপ "সবহানাল্লাহ্‌ ; এবং পৃথিবীতে যাহা সৃজন করিয়াছেন তৎসঙ্খ্যার অনুরূপ সবানাল্লাহ, অপিচ এই উভয়ের মধ্যে যে সকল বস্তু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার গণনার অনুরূপ সবহানাল্লা এবং যাহা তিনি সৃষ্টি করিবেন

তৎসদৃশ্যার অনুরূপ সবহানাল্ল। পরন্তু আল্লাহো আক্‌বর তৎসদৃশ, অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে তত্তুল্য ও লা এলাহ এল্লেল্লা তদনুরূপ এবং লাহওল ও লা কুওত এল্লা-বেল্লাহে তদ্রূপ।"—তর, আবুদা।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে এবং তাঁহার পিতা তাঁহার পিতামহ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন;—হজরত বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শত বার সবাহানাল্লাহ বলে, যে জন শতবার হজ্জব্রত পালন করিয়াছে সে যেন তদ্রূপ, এবং যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শতবার অলহম্‌দো লেল্লাহে বলে সে যেন যে ব্যক্তি শত ধর্ম্মযুদ্ধে অশ্বোপরি (যুদ্ধোদিগকে) আরোহণ করাইয়াছে, তদ্রূপ। অপিচ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে লা এলাহে এল্লেল্লাহ শত বার বলিয়াছে সে যেন যে ব্যক্তি এস্‌মায়িলের বংশসম্ভূত শত ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়াছে তাহার তুল্য, এবং যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা শত বার আল্লাহো আক্‌বর বলিয়াছে, যে এইরূপ বলিয়াছে বা তদধিক বলিয়াছে সেই দিন তদপেক্ষা অধিকতর সুকৃতি কেহ সঞ্চয় করে নাই।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "তস্‌বিহ (সবহানাল্লা বলায়) তুলযন্ত্রের অর্দ্ধাংশ হয়, তম্‌হিদ (অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে) তাহাকে পূর্ণ করে। এবং লা এলাহ এল্লেল্লাহাতে, ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহার নিকটে পহুছা পর্য্যন্ত উহার জন্য আবরণ নাই।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন যে, এই হদিস গরিব, ইহার আস্‌নাদ প্রামাণ্য নহে।]

অবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "নিরন্তর গুরুতর পাপ হইতে নিবৃত্ত আছে এমন কোন ঈশ্বর কিঙ্কর বিশুদ্ধ ভাবে লা এলাহ এল্লেল্লাহ কখনও বলে নাই যে, আরশে (উচ্চতম স্বর্গলোকে) পহুছা পর্য্যন্ত তাহার জন্য স্বর্গের দ্বার সকল উন্মুক্ত হয় নাই।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন; "মেরাজের রজনীতে আমার সঙ্গে এব্রাহিমের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছেন, "হে মোহম্মদ, আমার সলাম তোমার মণ্ডলীকে বলিও, তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিও যে, স্বর্গোদ্যান আনন্দময় ও পুণ্যময়, এবং তাহা সমতল প্রান্তর ও তাহার তরু সকল সবহানাল্লা ও অল্‌হম্‌দো ও লা এলাহ এল্লেল্লাহ এবং আল্লাহো আক্‌বর।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস আস্‌নাদানুসারে হসন গরিব।]

ইয়সয়রার উক্তি * ;—(তিনি একজন মহাজের নারী ছিলেন,) "প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তস্‌বিহ, তহ্‌লিল তক্‌দিস তোমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হউক। † এবং তোমরা অঙ্গুলি গ্রন্থি করিয়া বলিতে থাকিও, যেহেতু এ সকলকে (অঙ্গুলী সকলকে) প্রশ্ন করা হয়, এবং (কেয়ামতে) ইহাদিগের বাক্‌শক্তি বিধান হয়। অতএব উপেক্ষা করিও না, তাহা করিলে দয়ায় বঞ্চিত হইবে।"—তর, আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু অকাসের পুত্র সাদের উক্তি ;—এক জন যাযাবর হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, "আপনি আমাকে এমন বচন শিক্ষা দিন যাহা আমি বলিব।" তিনি বলিলেন, "তুমি বল, "লা এলাহ এল্লেল্লাহ ওহদহো লা শরিকোলহো আল্লাহো আক্‌বর কবিরন্ অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে কসিরন্ ও সবহানাল্লাহ রব্বেল্ আলমিন লাহওল ও লা কুওয়ত এল্লা বেল্লাহে অল্‌অজিজোল্ হকিম।" তখন সে বলিল "ইহা আমার প্রতিপালকের জন্য হইল। পরন্তু আমার জন্য কি?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "বল. আল্লহোম্মা আগ্‌ফরনি ও অ রহমনি ও আহদনি ও আরজকনি ও আফনি।" আফনি শব্দে বিবৃতকারীর সন্দেহ আছে ‡।"—মো।

আনসের উক্তি ;—হজরত একটি শুষ্কপত্র তরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্বীয় যষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন ; তাহাতে পত্র পতিত হইয়াছিল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে ও সবহানাল্লাহ ও লা এলাহ এল্লেল্লাহ ও আল্লাহো আক্‌বর, যেরূপ এই বৃক্ষের পত্র স্খলিত হইল, তদ্রূপ ঈশ্বর-কিঙ্করের পাপ সকল স্খলিত হইবে।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

আবু হোরয়রা হইতে মকহুল শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন § ;—প্রেরিতপুরুষ

---

* ইনি ইয়াসেরের কন্যা হজরতের সঙ্গিনী ছিলেন। যে সকল নারী মক্কা হইতে মদিনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্তর্গত এক জন ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি আন্‌সারকুলের নারী ছিলেন। তাহা সত্য নহে।

† "সব্বুহ কদ্দুস রব্বণা ও রব্বেল মলায়কা ও রুহ", বলাকে অথবা "সবানল্ মালকোল কদ্দুস" বলাকে তক্‌দিস বলে।

‡ "লা এলাহে এল্লেল্লাহ ইত্যাদি বচনের অর্থ পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে। এ সকল বচন ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়। পরে যাযাবর নিজের সম্বন্ধে কোন বিশেষবচনলাভ করিতে চাহে। তাহাতে হজরত আল্লহোম্মা আগফরনি ইত্যাদি প্রার্থনা বাক্য তাহাকে শিক্ষা দেন। উহার অর্থ এই ;—হেপর মেশ্বর, আমাকে ক্ষমা কর ও আমাকে জীবিকা দান কর, এবং আমাকে মার্জ্জনা কর।

§ ইনি শাম দেশীয় লোক, হজরতের এক জন প্রধান অনুগামী ছিলেন। অর্থাৎ মকহুল

আমাকে বলিয়াছেন, "লাহওল ও লাকুওয়ত এল্লাবেল্লাহে অধিকতর বল। যেহেতু ইহা স্বর্গলোকের ধনভাণ্ডারের অন্তর্গত।" মকহুল বলিয়াছেন, "অনন্তর যে ব্যক্তি লাহওল ও লা কুওয়ত এল্লাবেল্লাহে ও বা মেন্‌না মেন্ আল্লাহে এল্লা এলয়হে" বলে, পরমেশ্বর তাহা হইতে দুঃখের সপ্ততি দ্বার উন্মুক্ত করেন। (সপ্ততি দুখঃ দূর করেন)। তদপেক্ষা দারিদ্র্য দুঃখ নূন্য *।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিসের আসনাদ পরম্পরাগত নহে।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, "লাহওল ও লা কুওয়ত এল্লাবেল্লাহে" নব নবতি দুঃখের ঔষধ। তদপেক্ষা শোক সহজ।—

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমি কি তোমাকে আর্শের (উচ্চতম স্বর্গের) নিম্নতল হইতে অবতীর্ণ স্বর্গীয় ভাণ্ডারের অন্তর্গত এমন বচন প্রদর্শন করিব? উহা লা হওল ও লা কুওয়ত এল্লা বেল্লাহে। সেই সময় ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, 'আমার দাস এস্‌লাম গ্রহণ (আনুগত্য স্বীকার) করিয়াছে, পুনর্ব্বার বলেন, "এস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে।"—উভয় হদিস দওয়াতোল্ কবিরে বয়হকী।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, সবহানাল্লাহ ইহা সমুদায় লোকের সাধনবাক্য ; অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে কৃতজ্ঞতার বচন ; ও লা এলাহ এল্লেল্লাহ, বিশুদ্ধ প্রেমের বচন ; এবং আল্লহো আক্‌বর বাণী স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে যাহা কিছু আছে,তাহা পূর্ণ করে। যখন ঈশ্বর-কিঙ্কর বলে, 'লা হওল ও লা কুওত এল্লা বেল্লাহে।' তখন ঈশ্বর বলেন, 'এস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে ও এস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে।"—জরিণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাপক্ষমার প্রার্থনা।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের শপথ, আমি প্রত্যহ সত্তোর বারের অধিক নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং তাঁহার অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তিত হই।"—বো।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে আবু হোরয়রা হইতে হদিস শ্রবণ করেন নাই, আবু হোরয়রা হইতে আয়শা দেবী শুনিয়াছিলেন, আয়শা হইতে তিনি শ্রবণ করিয়াছেন।

† বাস্তবিক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীনতা, আত্মগৌরব ও আত্মপূজা আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা ইত্যাদি সেই দুঃখ।

আগর্‌র মোজনীর উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় আমার অন্তর আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সত্যই আমি প্রত্যহ শত বার পরমেশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকি।"—মো।

আগর্‌র মোজনীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "হে লোক সকল, তোমরা ঈশ্বরের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তিত হও, বস্তুতঃ আমি তাঁহার দিকে প্রত্যহ শত বার প্রত্যাবর্ত্তিত হই।"—মো।

আবুজরের উক্তি ;— পরমেশ্বর হইতে যাহা বিবৃত হয় প্রেরিতপুরুষ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন, তিনি (ঈশ্বর) বলিয়াছেন, "হে আমার কিঙ্করগণ, আমি আত্মসম্বন্ধে অন্যায়াচার অবৈধ করিয়াছি, এবং উহা তোমাদের মধ্যেও অবৈধ করিয়াছি, অতএব তোমরা পরস্পর অন্যায়াচরণ করিও না। হে আমার দাসবৃন্দ, আমি যাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছি সে ব্যতীত তোমরা সকলে পথভ্রান্ত, অতএব তোমরা আমার নিকটে পথ প্রদর্শনের প্রার্থী হও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিব। হে আমারকিঙ্করগণ, যাহাকে আমি ভোজন করাইয়াছি সে ব্যতীত তোমরা সকলে ক্ষুধিত আছ, অতএব আমার নিকটে তোমরা অন্ন প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে অন্ন দান করিব। হে আমার দাসবৃন্দ, আমি যাহাকে বস্ত্র দান করিয়াছি সে ব্যতীত তোমরা সকলে বস্ত্রহীন, অতএব তোমরা আমার নিকটে বস্ত্র প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বস্ত্র দান করিব। হে আমার কিঙ্করগণ, তোমরা দিবা রাত্রি পাপ করিয়া থাক, আমি সমগ্র পাপ মোচন করি, অতএব আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিব। হে আমার দাসগণ, যে পর্য্যন্ত তোমরা আমাকে (পাপাচরণ দ্বারা) নিপীড়িত কর নাই, সে পর্য্যন্ত কখনও তোমরা আমা হইতে নিপীড়িত হও নাই, এবং যে পর্য্যন্ত তোমরা আমাকে (আনুগত্য দ্বারা) উপকৃত কর নাই, সে পর্য্যন্ত কখনও তোমরা আমা হইতে উপকৃত হও নাই। হে আমার দাসগণ, যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ এবং তোমাদেব মানব ও তোমাদের দানবের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি হয় যে, অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠহৃদয় সে আমার রাজত্বের কিছুই বৃদ্ধি করিবে না। হে আমার দাসগণ, যদি তোমাদের প্রথম ও তোমাদের শেষ এবং তোমাদের মানব ও তোমাদের দানব অতিশয় পাপাক্রান্তহৃদয় হয়, তোমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপাক্রান্তহৃদয় হয়, সে আমার রাজত্বের বৃদ্ধি ক্ষতি করিবে না। হে আমার কিঙ্করগণ, যদি তোমাদের প্রথম ও তোমাদের শেষ এবং তোমাদের মানব ও তোমাদের দানব এমন হয় যে, তাহারা এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আমার নিকটে প্রার্থনা করে তখন আমি প্রত্যেক মনুষ্যের প্রার্থিত বিষয় দিব, যেমন সাগরে সূচি নিক্ষেপ করিলে তাহার ক্ষতি

*. ইনি হজরতের এক জন কুফানিবাসী চিহ্নিত সহচর ছিলেন। মোজন আরবের একটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম। সেই বংশসম্ভূত বলিয়া ইনি মোজনী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

হয় না, তদ্রূপ আমার নিকটে যাহা আছে, সেই দানে তাহার ন্যূন হইবে না। হে আমার দাসগণ, তোমাদের এই সকল কার্য্য তোমাদের সম্বন্ধে আমি যাহা গণনা করি তদ্ভিন্ন নহে। তদনন্তর আমি ইহার ফল তোমাদিগকে পূর্ণ প্রদান করিব। পরে যে ব্যক্তি শুভানুষ্ঠান করে সে যেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে থাকে, এবং যে ব্যক্তি তদ্ভিন্ন (অশুভ) কার্য্য করে সে যেন তাহাতে আপনাকে ছাড়া অন্য কাহাকে ভৎর্সনা না করে।"—মো।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এস্রাবিল বংশীয় এক ব্যক্তি নিরন্নব্বই জন লোককে বধ করিয়াছিল। তৎপর সে (পাপমুক্তি বিষয়ে) প্রশ্ন করিতে বাহির হইয়াছিল, পরে একজন সন্ন্যাসীকে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমার কি তওবা (পাপমুক্তি) হইবে?' তিনি বলিয়াছিলেন, না। তখন সে তাঁহাকে বধ করিয়া অন্যান্যকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। পরিশেষে এক ব্যক্তি বলিল, তুমি এই এই স্থানে চলিয়া এস, তখন তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়, সে নিজের বুকের উপর ভর করিয়া তদভিমুখে চলিয়া যায়, সেই সময়ে দয়ার দেব দূত ও শাস্তির দেব দূত সকল তাহার সম্বন্ধে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন্। পরে পরমেশ্বর এই স্থানের প্রতি (দয়াক্ষেত্রের প্রতি) প্রত্যাদেশ করিলেন তুমি সন্নিহিত হও, এবং ঐ স্থানের প্রতি তুমি দূর হও।" পরে তাহাদিগকে (দেব দূতদিগকে) বলিলেন, "উভয় স্থানের মধ্যে দূরত্ব তোমরা পরিমাণ কর।" তখন এই স্থানের (দয়াক্ষেত্রের) দিকে অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ দূরতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাহাকে ক্ষমা করা হয় *।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যাঁহার হস্তে আমার জীবন, তাঁহার শপথ, তোমরা পাপ না করিলে নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, নিশ্চয় যাহারা পাপ করিতেছিল, পরে ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে তাহাদিগকে তিনি ক্ষমা করিবেন, সেই দলকে (স্বর্গে) লইয়া যাইবেন।—মো।"

আবু মুসার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর নিশাকালে স্বীয় (কৃপা) হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন যেন পাপী দিবাভাগে তওবা, (চিত্তের পরিবর্ত্তন) করে, এবং দিবাতে নিজ হস্ত প্রসারণ করেন যেন পাপী রজনীতে তওবা করে। সূর্য্যমণ্ডলের অস্তগমন পর্য্যন্ত ইহা হইয়া থাকে।"—মো।

আয়শার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় যখন দাস পাপ স্বীকার করে, তদনন্তর তওবা করে পরমেশ্বর তখন তাহার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অস্তগত সূর্য্যের উদয়

---

* অর্থাৎ ঈশ্বরের দয়া অধিক, যাহারা পাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহারা শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে।

হওয়ার পূর্ব্বে তওবা (পাপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন) করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।"—মো।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর স্বীয় দাসের তওবাতে (তাঁহার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তনে) অতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকেন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির ভারবাহী (উষ্ট্র) মরু ভূমিতে উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে পলায়ন করে, এদিকে উহার উপরে তাহার অন্ন ও জল ছিল, অপিচ উহার সম্বন্ধে সে নিরাশ হয়, পরে সে এক বৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় বাহন সম্বন্ধে নিরাশ জন্য তাহার ছায়ায় শয়ন করে, সে ঈদৃশী অবস্থায় আছে, এমন সময় অকস্মাৎ সে উহাকে আপনার নিকটে প্রাপ্ত হয়, উহার নাসিকা রজ্জু ধারণ করে, তৎপর সে অতিশয় আনন্দে বলে, 'হে পরমেশ্বর তুমি আমার দাস, আমি তোমার প্রভু।' অত্যন্ত আনন্দে সে ভুল করে।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় একজন ঈশ্বরকিঙ্কর কোন পাপ করিয়া বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি পাপ করিয়াছি, তুমি তাহা ক্ষমা কর।' তখন তাহার প্রভু ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিলেন, আমার দাস কি জানে যে তাহার জন্য এক জন প্রভু আছেন যে, তিনি অপরাধ মার্জ্জনা করেন, এবং তজ্জন্য আক্রমণও করিয়া থাকেন। আমার দাসকে আমি ক্ষমা করিলাম।' তদনন্তর ঈশ্বর যদ্রূপ চাহিলেন, তদ্রূপ (পাপ কার্য্যে) বিলম্ব করিল, তৎপর পাপ করিয়া বলিল, 'হে প্রভো, আমি পুনর্ব্বার পাপ করিলাম, পুনর্ব্বার আমাকে ক্ষমা কর।" তখন তিনি বলিলেন, 'আমার দাস কি জানে না, যে, তাহার একজন প্রভু আছেন যে, তিনি পাপ সকল মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, এবং তজ্জন্য আক্রমণও করেন। আমি আমার দাসকে ক্ষমা করিলাম। পরে সে যাহা ইচ্ছা হয় যেন করে।"'—উভয়।

জোন্দবের উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন যে, "এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "ঈশ্বরের শপথ, ইশ্বর অমুককে ক্ষমা করিতেছেন না।' এবং নিশ্চয় পরমেশ্বর বলিলেন,'সে ব্যক্তি কে যে আমার সম্বন্ধে শপথ করিয়া বলিতেছে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করিতেছি না, নিশ্চয় আমি অমুককে ক্ষমা করিলাম ও তোমার সুকৃতি ব্যর্থ করিলাম। অথবা যাহা বলিয়াছেন † ;—মো।

আওসের পুত্র শেদ্দাদের উক্তি ‡ ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ইহাই শ্রেষ্ঠ ক্ষমা-প্রার্থনা যে তুমি বলিবে, 'হে পরমেশ্বর, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই, তুমি আমাকে সৃজন করিয়াছ, আমি তোমার কিঙ্কর, আমি যথাশক্তি তোমার

---

* আবুজর গফ্‌ফারীর নাম জোন্দব্। ইনি হজরতের সহচরদিগের মধ্যে এক জন প্রধান লোক ও সংসারবিরাগী পুরুষ ছিলেন। অপর কোন সহচরের নাম ও জোন্দব। এ স্থানে আবুজর।

† অর্থাৎ হজরতের উক্তিরূপে যাহা হদিসবক্তা বলিয়াছেন।"

‡ ইনি সাবেতের পুত্র হেসানের ভ্রাতুষ্পুত্র আন্‌সার সম্প্রদায়ভুক্ত এক জন সহচর ছিলেন। ইনি এবং ইহার পিতা উভয়েই হজরতের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

সম্বন্ধে কৃত অঙ্গীকার ও সত্যপালনে স্থিতি করিতেছি, আমি যাহা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তাহা হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তোমার সম্বন্ধে আমার প্রতি তোমার প্রসন্নতা জানিতেছি ও আমার অপরাধ জ্ঞাত আছি। অনন্তর আমাকে তুমি ক্ষমা কর, যেহেতু তুমি ব্যতীত পাপপুঞ্জ অন্য কেহ ক্ষমা করে না।" তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইহাতে নিশ্চয়াত্মক হইয়া দিবসের কোন অংশে ইহা বলে পরে সেই দিন সূর্য্যাস্ত, গমনের পূর্ব্বে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, সে স্বর্গোদ্যানবাসীদিগের অন্তর্গত হইয়া থাকে। অপিচ ইহাতে বিশ্বাসী হইয়া যে ব্যক্তি ইহা রজনীর কোন অংশে বলে, পরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মৃত্যুগ্রস্ত হয় সে স্বর্গোদ্যানবাসীদিগের অন্তর্গত হইয়া থাকে।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বলেন, হে আদমের সন্তান, সত্যই তুমি সর্ব্বদা আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছ ও আমার নিকটে আশান্বিত আছ ; তোমাতে যে পাপ আছে, আমি নিঃশঙ্ক ও নিঃসঙ্কোচে তোমার জন্য তাহা ক্ষমা করিলাম। হে আদমের সন্তান, যদ্যপি তোমার পাপপুঞ্জ আকাশ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল, তৎপর তুমি আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিলে আমি নিঃশঙ্কে তোমাকে ক্ষমা করিতেছিলাম। হে আদমের সন্তান, যদি তুমি অপরাধমতে ধরবালপরিমাণ ভূমি আমার সম্মুখে উপনীত থাক, তৎপর আমার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী স্থাপন না করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকে, আমি পাপ ক্ষমানুসারে সেই পরিমাণ ভূমি তোমার নিকটে উপস্থিত হইব।"—তর, আহ।

[আবুজর হইতে দারমী বিবৃত করিয়াছেন। তরমোজী এই হদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

এবন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞাত হইয়াছে যে, পাপপুঞ্জ ক্ষমা করিতে আমি ক্ষমতাবান্ এবং সে আমার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করে নাই, সেই অবস্থায় আমি নিঃশঙ্কভাবে তাহার পাপপুঞ্জ ক্ষমা করিয়া থাকি।"—শবাহসন্নত।

এবন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ক্ষমা-প্রার্থনাকে আশ্রয় করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার জন্য সমুদায় সঙ্কটের প্রমুক্তি ও সমুদায় বিষাদের অবসান বিধান করেন, এবং অভাবনীয় স্থান হইতে তাহাকে জীবিকা দান করিয়া থাকেন।"—আহ, আবুদা এবন মা।

আবুবেকর সদ্দিকের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করে দিবসে সত্তোর বার সে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলেও পাপ লিপ্ত থাকে না।"—তর, আবুদা।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, প্রত্যেক মনুষ্য পাপী, প্রত্যাবর্ত্তন-কারী পাপী পাপিমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"—তর, এব্‌ন মা, দার।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন বিশ্বাসী পাপাচরণ করে তখন তাহার অন্তরে কৃষ্ণবিন্দু উৎপন্ন হয়, পরে যদি সে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, (তওবা করে) এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয় মার্জ্জিত হইয়া থাকে, এবং যদি অধিকতর পাপ হয়, তাহা এতদূর হয় যে, তাহার হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহা এক মালিন্য যে, ঈশ্বর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, "কলা বল্‌ রাণা কলুবহোম্‌ মা কানু ইয়কসরোণা। অর্থাৎ বরং তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহাতে তাহাদের অন্তরে মালিন্য সঞ্চার হইয়াছে।—আহ, তর, এব্‌নমা।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত না কণ্ঠাগত প্রাণ হয় সে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর দাসের তওবা (হৃদয়ের পরিবর্ত্তন) গ্রহণ করিয়া থাকেন।"—তর, এব্‌নমা।

আবু সরিদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "শয়তান বলে, তোমার গৌরবের শপথ, হে আমার প্রতিপালক, আমি চলিয়া যাইব না ; তোমার কিঙ্করদিগকে যেকাল পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাণ তাহাদিগের দেহে বিদ্যমান থাকে আমি পথভ্রষ্ট করিব।" তখন ঈশ্বর বলেন, "আমার গৌরব ও মহিমা এবং আমার উচ্চপদের শপথ, তাহারা যে পর্য্যন্ত আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে আমি তাহাদিগকে সর্ব্বদা ক্ষমা করিব।"—আহ।

আস্‌সালের পুত্র সএওয়ানের উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন "নিশ্চয় পরমেশ্বর তওবার জন্য পশ্চিমভাগে এমন এক দ্বার রাখিয়াছেন যে, সত্তোর বৎসরের পথ তাহার পরিসর। যে পর্য্যন্ত না সেই দিক্‌ হইতে সূর্য্য সমুদিত হয় তাহা বন্ধ হয় না। ঈশ্বরের এইরূপ উক্তি ;—এক দিন তোমার প্রতিপালকের এরূপ কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হইবে, কোন ব্যক্তি যদি সে পূর্ব্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া না থাকে তখন তাহার বিশ্বাস ফল বিধান করিবে না।"—তর, এব্‌নমা।

মাবিয়ার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছে, "যে পর্য্যন্ত তওবা খণ্ডিত না হয় সে পর্য্যন্ত পাপত্যাগ খণ্ডিত হয় না। যে পর্য্যন্ত না সূর্য্য তাঁহার অস্ত ভূমি হইতে সমুদিত হয় সে পর্য্যন্ত তওবা খণ্ডিত হয় না।"—আহ, আবুদা, দার,।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এস্রায়িল বংশের অন্তর্গত দুই ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু ছিল। তাহাদের এক জন সাধনায় নিরন্তর যত্নবান্‌ ছিল। অপর জন বলিত, আমি পাপী। সে (প্রথমব্যক্তি) বলিত, 'তুমি যাহাতে লিপ্ত আছ তাহা হইতে নিবৃত্ত হও।" সে (দ্বিতীয় ব্যক্তি) বলিত, "ঈশ্বরের হস্তে আমাকে

* ইনি এক জন কুফানিবাসী সহচর, হজরতের সঙ্গে বাদশ সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মসউদের পুত্র অবদোল্লা ইনি হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

ছাড়িয়া দাও।' এতদূর ঘটিবে যে এক দিন তাহাকে প্রথম ব্যক্তি গুরুতর পাপে প্রাপ্ত হইল তখন বলিল, 'তুমি নিবৃত্ত হও।' তাহাতে সে বলিল, 'আমাকে তুমি পরমেশ্বরের হস্তে ছাড়িয়া দাও, তুমি কি আমার সম্বন্ধে প্রহরিরূপে প্রেরিত হইয়াছ?' তখন প্রথম ব্যক্তি বলিল, "ঈশ্বরের শপথ, পরমেশ্বর কখনও তোমাকে ক্ষমা করিবেন না, এবং তোমাকে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে দিবেন না। অনন্তর পরমেশ্বর উভয়ের প্রতি স্বর্গীয় দূত প্রেরণ করিলেন, এবং উভয়ের আত্মাকে হরণ করা হইল। পরে উভয়েই তাঁহার নিকটে সম্মিলিত হইল। তখন তিনি পাপীকে বলিলেন, 'তুমি আমার অনুগ্রহে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।' এবং অন্য জনকে বলিলেন, 'তুমি কি আমার কৃপা আমার দাসের সম্বন্ধে অবৈধ করিতে সমর্থ?' তাহাতে সে বলিল, 'না, হে প্রতিপালক,' তিনি ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিলেন, "ইহাকে নরকানলে লইয়া যাও *।"'—আহ।

এজিদের কন্যা আয়সার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষকে ইহা পড়িতে শুনিয়াছি, "ইয়া এবাদি অল্লজিনা আস্‌রফো আলা আন্‌ফসেহোম্ লা তন্‌কতো মেন্ রহমতেল্লাহে এল্লাল্লাহ ইয়গ্ ফরোজহুবা জমিয়ন্ ও না ইয়োবালি †।"—আহ, তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন গরিব। শরহসোন্নত পুস্তকে পড়ার স্থলে বলা উল্লিখিত।]

এব্‌ন আব্বাস—"আলা আল্লাহোম্মা ইত্যাদি, ঈশ্বরের এই উক্তিতে হজরত বলিয়াছেন, "হে আমার ঈশ্বর, তুমি পাপ ক্ষমা করিয়া থাক তবে মহাপাপ মার্জ্জন কর। তোমার এমন কোন্ দাস আছে যে ক্ষুদ্র পাপ করে না।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ গরিব বলিয়াছেন।]

আবু জরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন, হে আমার দাসবৃন্দ, যাহাকে আমি পথ প্রদর্শন করিয়াছি, তদ্ভিন্ন তোমাদের সকলেই পথভ্রান্ত। অতএব আমার নিকটে তোমরা পথ প্রদর্শন প্রার্থনা কর, আমি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিব; এবং যাহাকে ধনবান্ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত তোমরা সকলে নির্দ্ধন, অতএব আমার নিকটে তোমরা নিজেদের জীবিকার প্রার্থী হও; আমি যাহাকে নিষ্পাপ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত তোমরা সকলে পাপী, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জানে আমি পাপ ক্ষমায় ক্ষমতাবান্ সে কেন আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে নিঃশঙ্ক ভাবে ক্ষমা করিব। যদি তোমাদের মধ্যে প্রথম ও শেষ, তোমাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত এবং তোমাদের মধ্যে সরস ও শুষ্ক

---

* অর্থাৎ সেই পাপী অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, তজ্জন্য ঈশ্বরের কৃপায় স্বর্গবাসী হইয়াছে, এবং সেই সাধক ঈশ্বরের করুণায় অবিশ্বাসী ছিল, তন্নিমিত্ত তাহার নরকবাস হইয়াছিল।

† অর্থাৎ হে আমার কিঙ্করগণ, যাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে ও ঈশ্বরের দয়ার নিরাশ হয় নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর নিঃশঙ্কভাবে তাহাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।

ব্যক্তি আমার দাসবৃন্দের কোন দাসের অতিশয় আন্তরিক সাধুতার নিমিত্ত হয়, ইহাতে আমার রাজত্বের মক্ষিকার পালক পরিমাণও বৃদ্ধি হইবে না; এবং যদি তোমাদের মধ্যে প্রথম ও শেষ ও তোমাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত অপিচ তোমাদিগের মধ্যে সরস ও নীরস ব্যক্তি আমার দাসবৃন্দের অত্যন্ত আন্তরিক দুর্দ্দশার নিমিত্ত হয় ইহা আমার রাজত্বের মক্ষিকার পালক পরিমাণও ক্ষতি করিবে না; অপিচ যদি তোমাদের প্রথম ও তোমাদের শেষ এবং তোমাদের জীবিত ও তোমাদের মৃত ও তোমাদের সরস ও নীরস ব্যক্তি এক ভূমিতে মিলিত হইয়া তোমাদের প্রত্যেক জন নিজের এক শেষ কামনানুসারে আমার নিকটে প্রার্থনা করে আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রার্থীকে দান করিব, ইহা আমার রাজত্বের কিছুই ক্ষতি করিবে না। তোমাদের কোন ব্যক্তি সমুদ্রে যাইয়া তন্মধ্যে একটি সূচী নিমজ্জন পূর্ব্বক তদনন্তর উত্তোলন করিলে যেরূপ হয় তদ্ভিন্ন নহে *। ইহা এজন্য যে আমি মহা বদান্য। তোমাদের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা হয় আমি করিয়া থাকি। আমার দানবাক্য, আমার দণ্ডবাক্য। কোন বিষয়ে আমার কার্য্য এতদ্ভিন্ন নহে। যখন আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাকে বলি হউক, তাহাতে হইয়া থাকে †।—আহ, তর, এব্‌ন।

হজরতসম্বন্ধে আনসের উক্তি;—তিনি এই আয়ত পড়িয়াছিলেন, হুওয়া আহ লোল্‌ একভা, ও আহলোল্‌, মগ্‌ফরতা (ইহার ব্যাখ্যায়) হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের প্রতিপালক বলিয়াছেন, "আমি মহা অমাসক্ত যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিবে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব।"—তর, আবুদা, এব্‌নমা, দার।"

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—এক সভাতে আমরা নিশ্চয় হজরতকে (সভাস্থ) পরিগণিত করিয়াছিলাম, তিনি বলিতেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি পুনর্ম্মিলিত হও, তুমি পুনর্ম্মিলনকারী ক্ষমাশীল।"—আহ, তর, আবুদা, এব্‌নমা।

হজরতের দাস জয়দের পৌত্র ইয়সায়ের পুত্র বেলালের উক্তি ‡;—আমার পিতা আমার পিতামহ হইতে শ্রবণ করিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বলে, যিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, যিনি জীবন্ত ও নিত্য, আমি সেই ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এবং তাঁহার দিকে

---

* অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, একটি সূচিকে সমুদ্রে ডুবাইয়া উঠাইলে যেমন তাহাতে এক বিন্দু জল থাকে না, সমুদ্রের কিছুই হ্রাস হয় না, তদ্রূপ আমার প্রচুর দানে আমার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা হয় না।

† অর্থাৎ আমার কথায় সাধুর পুরস্কার ও কথায় পাপীর দণ্ড হয়।

‡ এই জয়দ হারেসের পুত্র, অন্যতর জয়দ নওফার দাস নওফার পুত্র। নওফা হজরতের সহচর ছিলেন। এই বেলাল ও তাঁহার পিতা ইয়সার অনুগামী ছিল।

প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছি। "সে বস্তুতঃ ধর্ম্ম যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া থাকিলেও তাহাকে ক্ষমা করা হয়।"—তর, আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর স্বর্গলোকে সাধু কিঙ্করের পদ সমুন্নত করিয়া থাকেন। তখন সে জিজ্ঞাসা করে 'হে আমার প্রতিপালক' কোথা হইতে ইহা আমার জন্য হইল ?" তাহাতে তিনি বলেন, 'তোমার পুত্রের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তোমার ইহা হইল।"—আহ।

আব্বাসের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "কবরস্থ মৃত ব্যক্তি উদ্ধারের প্রার্থী জলমগ্ন ব্যক্তির তুল্য ভিন্ন নহে। সে পিতার বা মাতার বা ভ্রাতার কিংবা বন্ধুর প্রার্থনা তাঁহার নিকটে পঁহুছার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। পরে যখন তাহার নিকটে পঁহুছে সংসার ও সংসারের অন্তর্গত যাহা কিছু তাহার নিকটে উহা তদপেক্ষা প্রিয়তম হয়। নিশ্চয় পরমেশ্বর কবরবাসীর নিকটে পৃথিবীবাসীর প্রার্থনায় পর্ব্বত-তুল্য ফল উপস্থিত করেন। সত্যই মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিত ব্যক্তির উপহার তাহাদের ক্ষমা প্রার্থনা হয়।"

বোসরের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন "যে, ব্যক্তি নিজ (জীবন) পুস্তকে প্রচুর এস্তগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সৌভাগ্য।"—এবনমা।

[নেসায়ী দিবা রজনীর কার্য্যে উল্লেখ করিয়াছেন।]

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এরূপ বলিতেন, "হে আমার ঈশ্বর, যাহারা সৎকার্য্য করিয়া আনন্দিত হয়, এবং অসৎ কার্য্য করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে আমাকে তুমি তাহাদের অন্তর্গত কর।"—দওয়াত কবির গ্রন্থে বয়হকী।

সোওয়য়দের পুত্র হারেসার উক্তি * ;—আমার নিকটে মস্‌উদের পুত্র দুইটী কথা বলিয়াছেন, তাহার একটী প্রেরিতপুরুষসম্বন্ধীয়, অপরটী আত্মসম্বন্ধীয়। তিনি বলিয়াছেন, নিশ্চয় বিশ্বাসী পুরুষ নিজের পাপ সকলকে দেখেন যেন তিনি পর্ব্বতের পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, ভয় পাইতেছেন, নিজের উপর বা তাহা পড়িয়া যায়। নিশ্চয় পাষণ্ড লোক স্বীয় পাপপুঞ্জকে দর্শন করে যেন মক্ষিকা তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। পরে তিনি স্বীয় হস্তে তাহার (মক্ষিকার) দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন এইরূপ ; অবশেষে নিজের নিকট হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তদনন্তর (হারেস) বলিলেন, আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মৃত্যুজনক মরুভূমিতে অন্নজলপুঞ্জবাহী উষ্ট্র সহ উপনীত হইয়া স্বীয় মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রিত

* ইনি কুফানিবাসী একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

হয়, পরে জাগরিত হইয়া সে দেখে নিজের ভারবাহী বাহন চলিয়া গিয়াছে। তখন সে তাহা অন্বেষণ করিতে থাকে, এত দূর হয় যে, সে উত্তাপ ও তৃষ্ণায় অথবা ঈশ্বরেচ্ছায় অন্য বিপদে গুরুতররূপে আক্রান্ত হইয়া বলে, 'আমি যে স্থানে ছিলাম, আমার সেই স্থানে ফিরিয়া যাই, পরে মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকিব।' অবশেষে সে আপন বাহুর উপর আপন মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক মরিবে বলিয়া নিদ্রিত হয়, অনন্তর জাগরিত হইয়া দেখে যে, তাহার অন্নজলপুঞ্জসহ উষ্ট্র তাহার নিকটে রহিয়াছে। তদপেক্ষা ঈশ্বর, বিশ্বাসী দাসের প্রত্যাবর্ত্তনে অধিকতর আনন্দিত হন। নিশ্চয় ঈশ্বর স্বীয় ভারবাহী বাহন প্রাপ্ত সেই ব্যক্তির অপেক্ষা বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রত্যাবর্ত্তনে সমধিক আহ্লাদিত হন *।"—মো।

আলির উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর প্রত্যাবর্ত্তনকারী সঙ্কটাপন্ন বিশ্বাসী দাসকে প্রেম করিয়া থাকেন।"

সোবানের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "এই আরতাপেক্ষা সংসার আমার নিকটে প্রিয়তর নহে ; যথা, 'ইয়া এবাদি অল্লজিনা আস্রফো আলা আন্‌ফোসেহিম লা তকনতো মেন্ রহমতে ল্লাহে।"' তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "যে ব্যক্তি অংশী স্থাপন করে তাহার কি হইবে ?" তাহাতে হজরত চুপ করিয়া রহিলেন, তৎপর তিন বার বলিলেন, "জানিও যে ব্যক্তি অংশী স্থাপন করে (তওবাতে তাহারও পাপ ক্ষমা হয়)।"

অবুজরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় যে পর্য্যন্ত আবরণ সঙ্ঘটিত না হয় পরমেশ্বর স্বীয় কিঙ্করকে সে পর্য্যন্ত ক্ষমা করিয়া থাকেন।" (সহচরগণ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিতপুরুষ আবরণ কি ?" তিনি বলিলেন, "জীবনের মৃত্যু, উহা অংশি-স্থাপন।"

[উপরি উক্ত তিন হদিস আহমদ বিবৃত করিয়াছেন। শেষ হদিসটি বয়হকী কর্ত্তৃক শাবোল্ ইমান ও নশুর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

আবুজরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে যে, সে তাঁহার সঙ্গে পৃথিবীতে কোন বস্তুরই অংশী স্থাপন করে নাই, তখন তাহাতে গিরিশ্রেণীতুল্য পাপপুঞ্জ বিদ্যমান, তথাপি ঈশ্বর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।"—শাবোল ইমান ও নশুর গ্রন্থে বয়হকী কর্ত্তৃক উল্লিখিত।

মস্‌উদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পাপ হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনকারী নিজের জন্য পাপ কৃত হয় নাই ঈদৃশ ব্যক্তির তুল্য।"—

[শাবোল্ ইমান গ্রন্থে এব্‌নমাজ ও বয়হকী কর্ত্তৃক ইহা বিবৃত।

এব্‌ন মসউদ বলিয়াছেন, "আত্ম গ্লানিই তওবা।"]

* মোস্‌লেম উপরি উক্ত দুই হদিস প্রেরিতপুরুষসম্বন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। উষ্ট্রের

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণতাসাধন ও পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ সকলের অন্তর্গত বিষয়।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর যখন প্রাণী সৃষ্টি করিলেন, তখন এক পুস্তক (অদৃষ্ট পুস্তক) লিখিয়াছিলেন, এবং উহা আর্শে (উচ্চতম স্বর্গে) তাঁহার নিকটে আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, আমার ক্রোধের অগ্রবর্ত্তী আমার অনুগ্রহ।"—উভয়।

[অন্য বিবৃতিতে আমার ক্রোধের অগ্রবর্ত্তী স্থলে আমার ক্রোধের পরাস্তকারী।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বরের শত অনুগ্রহ বিদ্যমান, তাহা হইতে একটি অনুগ্রহ মানব ও দানব এবং চতুষ্পদ ও সরীসৃপ জীবের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। পরে তাহারা তদ্দ্বারা পরস্পরকে ভাল বাসে ও তদ্দ্বারা পরস্পরকে দয়া করিয়া থাকে, এবং বন্য জন্তু তদ্দ্বারা সন্তানকে স্নেহ করে। অধিকন্তু পরমেশ্বর নব নবতি অনুগ্রহ রাখিয়াছেন, তাহা দ্বারা কেয়ামতের দিনে স্বীয় কিঙ্করদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।"—উভয়।"

[সল্‌মান হইতে মোস্‌লেমের বিবৃতিতে এই প্রকার উল্লিখিত। কেবল ইহার শেষ ভাগে উক্ত হইয়াছে, অনন্তর যখন পুনরুত্থানের দিন ঘটিবে, এই অনুগ্রহ দ্বারা তিনি তাহাকে পূর্ণ করিবেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের নিকটে যে সকল শাস্তি রহিয়াছে বিশ্বাসী তাহা জানিলে কেহ স্বর্গোদ্যানের প্রত্যাশা করিত না, এবং যদি কাফের জানিত পরমেশ্বরের নিকটে যে সকল দয়া আছে তাহা হইলে কেহ স্বর্গোদ্যানবিষয়ে নিরাশ হইত না।"—উভয়।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের কাহারও নিকটে স্বর্গোদ্যান তাহার পাদুকাসংলগ্ন ফিতা অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী এবং নরকানল এতদ্রূপ।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এক ব্যক্তি কোন সৎকার্য্য নিজের পরিজনের জন্য কখনও করে নাই।" অন্য বিবৃতিতে "এক ব্যক্তি নিজের জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, পরে যখন তাহার নিকটে মৃত্যু উপস্থিত হইল, তখন। সন্তান দিগকে সে অন্তিম উপদেশ দান করিল যেন মৃত্যু হইলে তাহাকে দগ্ধ করে,

---

পলায়ন ও তাহা পুনঃপ্রাপ্তি উহার অন্তর্গত। পাপকে পর্ব্বতের ন্যায় বিশ্বাসীর দর্শন এবং পামর ব্যক্তির দর্শন মক্ষিকার ন্যায়, এই বিষয় মসউদের পুত্রের উক্তি।

তৎপর অর্দ্ধাংশ যেন প্রান্তরে অর্দ্ধাংশ সাগরে নিক্ষেপ করে *, ঈশ্বরের শপথ, তাহার উপর পরমেশ্বর শক্তিমান হইলে তাহাকে যেরূপ শাস্তি দান করা হইবে জগতের কোন ব্যক্তিকে সেরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে না। অবশেষে যখন তাহার মৃত্যু হইল, সে তাহাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছিল, তাহারা তাহা করিল। অনন্তর ঈশ্বর সাগরকে আদেশ করিলেন, তন্মধ্যে যাহা ছিল সে তাহা একত্রিত করিল, অবশেষে প্রান্তরকে আজ্ঞা করিলেন, তন্মধ্যে যাহা ছিল সে তাহা সংগ্রহ করিল। তৎপর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কেন এরূপ আচরণ করিয়াছিলে?' সে বলিল,' হে প্রতিপালক, তোমার ভয়ে করিয়াছিলাম, তুমিই সমধিক জ্ঞাত।' পরে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন।"—উভয়।

ওমর ফারুকের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষের নিকটে বন্দী সকল উপস্থিত হইয়াছিল। হঠাৎ সেই বন্দীদিগের মধ্যে এক স্ত্রীর স্তনদ্বয় দুগ্ধে পূর্ণ হইয়াছিল। সে দৌড়িতেছিল ; অকস্মাৎ সে বন্দিবর্গের ভিতরে একটি শিশুকে প্রাপ্ত হইল, সে তাহাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় বক্ষে সংলগ্ন করিল, এবং তাহাকে স্তন্য দান করিল। তখন প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কি মনে কর এই স্ত্রী নিজসন্তানকে অনলে বিসর্জ্জন করিতে পারে?" তাহাতে আমরা বলিলাম, না। বস্তুতঃ এ ইহাকে নিক্ষেপ করিতে অসমর্থ। তখন তিনি বলিলেন, ইহার নিজ সন্তানাপেক্ষা পরমেশ্বর স্বীয় দাসবৃন্দের প্রতি অধিকতর স্নেহশীল।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছিলেন যে, "তোমাদের সুকৃতি তোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে না।" তাহারা (সহচরগণ) প্রশ্ন করিলেন, "হে প্রেরিতপুরুষ আপনিও কি (মুক্ত) হইবেন না?" তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের দয়া আমাকে আচ্ছা দিত না করিলে আমিও নহি। তবে তোমরা সত্য নিষ্ঠ ও মিতাচারী হও, প্রাতঃসন্ধ্যা ঠিক ভাবে চল, রজনীতে কিছু অতিরিক্ত সাধন কর, মধ্যপথকে অবলম্বন করিয়া চল, লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে কাহাকে ও তাহার সুকৃতি স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবে না, এবং নরকানল হইতে মুক্ত করিবে না। ঈশ্বরের দয়া ব্যতীত আমিও নহি।"—মো।

আবু সয়িদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন কোন দাস উত্তম রূপে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে তখন পরমেশ্বর তাহাকে পূর্ব্বকৃত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করেন, তৎপর কর্ম্মানুরূপ ফল হয়। সুকৃতির ফল তদনুরূপ দশগুণ হইতে সপ্ত শত

* এই ব্যক্তি গুরুতর পাপ সকল করিয়াছিল। দেহ কবরে স্থাপিত হইলেই পাপী শাস্তিগ্রস্ত হয়। গুরুতর দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সে মৃত্যু কালে আপন সন্তানদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যেন তাহার কলেবর কবরস্থ না করিয়া দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করে, সেই ভস্মের অর্দ্ধাংশ সাগরে অর্দ্ধাংশ প্রান্তরে নিক্ষেপ করে।

গুণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, এবং দুষ্কৃতির—ঈশ্বরের মার্জ্জনা ব্যতিরেকে অনুরূপ শাস্তি হয়।"—বো।"

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সকল লিখিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি সুকৃতিসাধনে উদ্যত হইয়া তাহা করিতে পারে না, পরমেশ্বর তাহা নিজের নিকটে পূর্ণ সুকৃতি বলিয়া লিখিয়া থাকেন। পরন্তু যদি তদ্বিষয়ে সমুদ্যত হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করে তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহার জন্য সুকৃতির দশগুণ ফল হইতে সপ্তশত গুণ পর্য্যন্ত, বহুতর গুণ পর্য্যন্ত ফল নিজের নিকটে লিখিয়া রাখেন, এবং যে ব্যক্তি দুষ্কৃতিসাধনে সমুদ্যত হইয়া তাহা সম্পাদন করে না, ঈশ্বর তাহাকে পূর্ণ সুকৃতি বলিয়া নিজের নিকটে লিখিয়া লন। পরন্তু যদি সে তদ্বিষয়ে সমুদ্যত হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করে তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার জন্য একটি দুষ্কৃতিই লিখিয়া থাকেন।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমেরের পুত্র ওক্‌বার উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করে, তৎপর সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে সে সেই সঙ্কীর্ণ বর্ম্মপরিহিত ব্যক্তি সদৃশ, যাহার কণ্ঠদেশ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তদনন্তর সৎকর্ম্ম করিল আর একটি চক্রাকৃতি বন্ধনের উন্মোচন হইল ; তৎপর অন্যতর কর্ম্ম করিল অন্যতর বন্ধনের মোচন হইল। এত দূর ঘটিল যে, উহা ভূতলে পড়িয়া গেল।"—শরাহ সোন্নত।

আবু দরদার উক্তি ;—আমি হজরতকে মেম্বরের উপর হইতে উপদেশ দিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে (বিচারের দিনে) দণ্ডায়মান হইতে ভীত হয়, তাহার জন্য দুইটি স্বর্গোদ্যান হইয়া থাকে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম প্রেরিতপুরুষ, যদি সে ব্যভিচার বা চুরি করে? তখন তিনি দ্বিতীয় বার বলিলেন, "এবং যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে দণ্ডায়মান হইতে ভীত হয় তাহার জন্য দুইটি স্বর্গোদ্যান হইয়া থাকে।" অনন্তর আমি দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিলাম, হে প্রেরিতপুরুষ, সে যদি চুরি ও ব্যভিচার করে? তখন তিনি তৃতীয় বার বলিলেন, "এবং যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে দণ্ডায়মান হইতে ভীত হয় তাহার জন্য দুইটি স্বর্গোদ্যান হইয়া থাকে।" তখন আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রেরিতপুরুষ, যদি সে চুরি ও ব্যভিচার করে? তাহাতে তিনি বলিলেন, "যদি আবুদরদার নাসিকা মৃত্তিকানুলিপ্ত হয়†।"—আহ।

---

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

† আবুদরদা পুনঃ পুনঃ হজরতের উক্তিকে অগ্রাহ্য করাতে হজরত দুঃখের সহিত বলিলেন, যদি আবু দরদার নাসিকা মৃত্তিকা পূর্ণ হয়, অর্থাৎ আবু দরদা যদি লাঞ্ছিত হয়।

আমের রামের উক্তি † ;—ইতিমধ্যে আমরা তাঁহার নিকটে অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের নিকটে ছিলাম, হঠাৎ এক খানা কম্বল সহ এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তাহার হস্তে কোন বস্তু ছিল, তাহাতে উহা (কম্বল) জড়িত হইয়াছিল। তখন সে বলিল, "প্রেরিতপুরুষ, আমি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেখানে পক্ষিশাবকদিগের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমি সে সকলকে ধরিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে আমার কম্বলে রাখিয়া দিয়াছিলাম। তখন তাহাদের মাতা আসিয়া আমার মস্তকের ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। পরে আমি তাহার জন্য উহাদের আবরণ মুক্ত করিলাম। পরিশেষে সে তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইল। তখন আমি সে সকলকে নিজের কম্বল দ্বারা জড়িয়া ধরিলাম। আমার সঙ্গে এই সেই সমস্ত।" তিনি বলিলেন, "তুমি ইহাদিগকে রাখিয়া দাও।" তখন সে উহাদিগকে রাখিয়া দিল। কিন্তু তাহাদের মাতা তাহাদিগকে পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করিয়া রহিল, চলিয়া যাইতে চাহিল না। তাহাতে প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "পক্ষিমাতার আপন শাবকদিগের প্রতি স্নেহ-দর্শনে তোমরা কি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ ? যিনি আমাকে বাস্তবিক প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার শপথ, পক্ষিমাতার তাহার শাবকদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ তদপেক্ষা পরমেশ্বর স্বীয় কিঙ্করদিগের প্রতি অধিকতর স্নেহবান্। তুমি ইহাদিগকে লইয়া সে পর্য্যন্ত ফিরিয়া যাও, যেস্থান হইতে ইহাদিগকে ও ইহাদের মাতাকে ইহাদের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া আনিয়াছি, সেস্থানে রাখিয়া দাও।" তখন সে উহাদিগকে লইয়া ফিরিয়া গেল।"—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—আমরা ধর্ম্মযুদ্ধে হজরতের সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি এক সম্প্রদায়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ কোন্ দল ?" তাহারা বলিল, "আমরা মোসলমান।" একটি স্ত্রীলোক তাহার রন্ধন-পাত্রের নিম্নে অগ্নি উদ্দীপন করিয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে তাহার শিশু পুত্র ছিল, পরে যখন উত্তাপ বৃদ্ধি হইতেছিল, তাহাকে সে সরাইতেছিল। অবশেষে সে হজরতের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ঈশ্বর প্রেরিত ?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" তখন সে বলিল, "আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হউক, পরমেশ্বর কি স্নেহশালী লোক অপেক্ষা সমধিক স্নেহশালী নহেন ?" তিনি বলিলেন, "হাঁ সত্য।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "জননী যেমন স্বীয় সন্তানের প্রতি স্নেহবতী, পরমেশ্বর কি তদপেক্ষা

---

* শরবর্ষণকারীকে রামী বলে। রামীর অপভ্রংশে রাম হইয়াছে। আমের রাম অর্থাৎ শরবর্ষণকারী আমের। কেহ কেহ বলেন, রামের পুত্র আমের। প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। ইনি হজরতের একজন সহচর ছিলেন।

সমধিক স্নেহশীল নহেন? তিনি বলিলেন, "হাঁ সত্য।" সে বলিল, "মাতা কি স্বীয় সন্তানকে অনলে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে?" তাহাতে প্রেরিতপুরুষ কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "যাহারা ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে, এবং "লা এলাহ এল্লেল্লাহ" (সেই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই,) বলিতে অস্বীকার করিয়া থাকে, এমন অবাধ্য উন্মার্গচারীকে ব্যতীত তিনি স্বীয় কিঙ্করদিগের কাহাকেও শাস্তি দান করেন না।"—এব্নমা।

সোবানের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "দাস ঈশ্বরের প্রসন্নতা অন্বেষণ করে, এবং তাঁহাতে সর্ব্বদা রত থাকে।" পরে পরমেশ্বর জেব্রিলকে বলেন, "নিশ্চয় অমুক দাস আমার প্রসন্নতার ভিক্ষুক। জানিও বস্তুতঃ তৎপ্রতি আমার দয়া বিদ্যমান। তাহাতে জেব্রিল বলেন, "অমুকের প্রতি ঈশ্বরের দয়া আছে।" ইহা আর্শবাহী (ঐশ্বরিক সিংহাসন) বাহী দেবগণ বলেন ও ইহা তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীরা বলিয়া থাকেন, এত দূর হয় যে ইহা সপ্তস্বর্গ নিবাসিগণ বলে। তদনন্তর তাহার জন্য ভূতলের দিকে উহা অবতারিত হয় *।—আহ!

জয়দের কন্যা ওসামা হজরত হইতে ঈশ্বরের এই উক্তি শুনিয়া বলিয়াছেন; অনন্তর তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচারী এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যপথগামী হইয়াছে, অপিচ তাহাদের মধ্যে কেহ মঙ্গল কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে †। তিনি (হজরত) বলিয়াছেন; "তাহারা সকলেই স্বর্গোদ্যানবাসী।"

[বয়হকী কর্ত্তৃক বাস ও নসুর গ্রন্থে বিবৃত।]

পঞ্চম পরচ্ছেদ।

প্রাতঃ সন্ধ্যা ও শয়নকালে যাহা বলা কর্ত্তব্য।

প্রথম অধ্যায়।

মস্‌উদের পুত্র আবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ সায়ংকাল হইলে বলিতেন, "আমরা সায়ংকালে উপনীত হইলাম, এবং ঈশ্বরের রাজ্যে সায়ংকাল ঘটিল। "অল্ হম্‌দো লেল্লাহে" (ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা) "লা এলাহ এল্লেল্লাহে" (ঈশ্বর ভিন্ন

---

* এই হদিসের তাৎপর্য্য এই এই যে, যখন পরমেশ্বর স্বীয় দাসমণ্ডলীর অন্তর্গত কোন দাসকে প্রশ্ন করেন, তখন অন্তর্গত দেবেন এরূপ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন যে, জেব্রিল, আমি অমুকের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়াছি, তুমিও তাহার প্রতি প্রীতি স্থাপন কর, এবং দেবগণকে এই সংবাদ দাও, যেন তাহাকে ভালবাসে। এই রূপে সমুদায় মনুষ্যের অন্তরে প্রেম সঞ্চারিত হয়।

† মঙ্গলকার্য্যে অগ্রসর, অর্থাৎ সাধন ভজন করে লোকের সেবা করিয়া থাকে, অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করে ইত্যাদি।

উপাস্য নাই) "ওহদোহো লা শরিক লহো" (তিনি একমাত্র, তাঁহার অংশী নাই) "লহোল্ মোল্কো ও লহোল্ হম্দো, (তাঁহারই রাজত্ব ও তাঁহারই প্রশংসা) "হওয়া আলা কোল্লে শয়ন কদিরোন্" (তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী) হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে এই নিশার অন্তর্গত কল্যাণ এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তৎসম্বন্ধীয় কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। হে পরমেশ্বর, আমি অবসন্নতা ও জরা বার্দ্ধক্য এবং সাংসারিক সঙ্কট ও কবরের শাস্তি হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।" এবং যখন প্রাতঃকাল হইত তখন তিনি ইহা বলিতেন ;—"আমরা প্রভাতকে প্রাপ্ত হইলাম, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রভাত হইল।" অন্যতর বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি বলিতেন-"বাব্বি এন্নি আউজোবেকা মেন আজাবে ফিন্নারে ও আজাবে ফিল্ কবরে।" (হে আমার প্রতিপালক, নরকানল সম্বন্ধীয় শাস্তি এবং কবর সম্বন্ধীয় শাস্তি হইতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।)—মো।

হোজফার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন নিশাকালীন শয়নাগার আশ্রয় করিতেন তখন তিনি স্বীয় হস্ত গণ্ডস্থলের নিম্নে রাখিতেন, তৎপর বলিতেন, "হে আমার ঈশ্বর আমি তোমার নামে মরিতেছি, (নিদ্রিত হইতেছি), এবং জীবিত (জাগরিত) হইয়া থাকি, এবং যখন জাগরিত হইতেন তখন বলিতেন, "তাঁহারই সম্যক্ প্রশংসা, যিনি আমাকে মরিবার পর বাঁচাইয়াছেন, তাঁহাতেই জাগরিত হওয়া।"—বো।"

[হোজয়ফা হইতে বোখারী এবং বরায় হইতে মোস্লেম এই হদিস বিবৃত করিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ স্বীয় শয্যার নিকটস্থ হয় তখন সে যেন আপন ইজারের প্রান্ত ভাগ দ্বারা স্বীয় শয্যাকে ঝাড়িয়া লয়। যেহেতু সে জানে না তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাতে কি আছে। তৎপর সে যেন বলে, হে আমার প্রতিপালক, তোমার নামে আমি স্বীয় পার্শ্ব স্থাপন করিতেছি, এবং তোমার নামেই তাহাকে উত্থাপন করিব। যদি তুমি আমার জীবন হরণ কর তবে তাহার প্রতি দয়া করিও, এবং যদি তাহা প্রত্যর্পণ কর তবে তাহাকে রক্ষা করিও তুমি যাহা দ্বারা তোমার সাধুকিঙ্কর দিগের তাহা রক্ষা করিয়া থাক। তদনন্তর দক্ষিণপার্শ্বে যেন শয়ন করে, তৎপর যেন তোমার নামে ইত্যাদি শেষ পর্য্যন্ত বলে।"—উভয়।

[অন্যতর বিবৃতিতে পরে তিন বার যেন স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা তাহা ঝাড়িয়া লয়, এবং তাহার প্রতি দয়া করার স্থলে যদি আমার জীবনকে হরণ কর তবে ইহাকে ক্ষমা করিও এরূপ বিবৃত]

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন স্বীয় শয্যায় উপস্থিত হইতেন, তখন আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতেন, তৎপর বলিতেন, "প্রভো,

আমার জীবন তোমার প্রতি সমর্পণ করিলাম, তোমার দিকে স্বীয় আনন স্থাপন করিলাম, স্বীয় কার্য্য তোমাতে উৎসর্গ করিলাম; এবং অনুরাগ ও ভয় প্রযুক্ত তোমার দিকেই পৃষ্ঠ স্থাপন (তোমার প্রতি নির্ভর করিলাম; আশ্রয়ও তোমা হইতে, রক্ষা তোমা ছাড়া নাই। তুমি যাহা অবতারণ করিয়াছ, আমি সেই গ্রন্থের প্রতি এবং তুমি যাহাকে প্রেরণ করিয়াছ আমি সেই সংবাদবাহকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।" এবং প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইহা বলে" তৎপর সেই রাত্রির মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করে, সে যেন উপবাস ব্রতান্ত পারণাতে প্রাণ ত্যাগ করে।" অন্যতর বিবৃতিতে প্রেরিতপুরুষ এক ব্যক্তিকে বলিয়াছেন, "হে অমুক, যখন তুমি আপন শয্যার পার্শ্ববর্ত্তী হইবে তখন নমাজের অজুর ন্যায় অজু করিও; তৎপর দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিও, তদনন্তর বলিও, হে পরমেশ্বর, আমি স্বীয় জীবনকে তোমাতে সমর্পণ করিলাম ইত্যাদি। তিনি বলিয়াছেন, পরে তুমি তোমার সেই রাত্রিতে প্রাণ ত্যাগ করিলে, উপবাসের ব্রতান্ত পারণাতে (প্রকৃত এসলাম ধর্ম্মে) প্রাণ ত্যাগ করিবে। এবং তুমি রাত্রি প্রভাত করিলে প্রচুর কল্যাণ লাভ করিবে।"—উভয়।

আনসের উক্তি;—হজরত যখন নিজের শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইতেন তখন বলিতেন "যিনি আমাকে ভোজন করাইয়াছেন, পান করাইয়াছেন ও সিদ্ধকাম করিয়াছেন, এবং আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহারই পূর্ণ প্রশংসা। অনন্তর অনেক লোক আছে যাহাদের কোন হিতকারী নাই, ও আশ্রয় নাই"—মো।

আলির উক্তি;—ফাতেমা প্রেরিতপুরুষের নিকটে যাইয়া নিজ হস্তে যাতা যন্ত্রে গোধূম পেষণের কষ্টের কথা বর্ণনে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, হজরত কতকগুলি দাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তাঁহাকে না পাইয়া আয়শার নিকটে ইহার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে তিনি উপস্থিত হইলে আয়শা তাহাকে উহা জ্ঞাপন করিলেন। (আলি) বলিতেছেন, অবশেষে তিনি আমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন, তখন আমরা শয্যা আশ্রয় করিয়াছিলাম, (তাঁহাকে দেখিয়া) আমরা দণ্ডায়মান হইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি তোমায় যথা স্থানে থাক বলিলেন, অনন্তর তিনি যাইয়া আমার ও তাঁহার (ফাতেমার) মধ্য স্থলে বসিলেন। এতদূর হইল যে, আমি তাঁহার চরণের শীতলতা নিজ উদর দেশে অনুভব করিয়াছিলাম। অবশেষে তিনি বলিলেন, "তোমরা যাহা প্রার্থনা করিয়াছ আমি কি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় তোমাদিগকে প্রদর্শন করিব না? যখন তোমরা আপনাদের শয়নাগার আশ্রয় করিবে তখন তেত্রিশবার সবহানাল্লা বলিও, তেত্রিশবার অল্‌হমদো লেল্লাহে এবং তেত্রিশবার আল্লাহো আক্‌বর বলিও, তাহা হইলে তোমাদের দুই জনের পক্ষে উহা পরিচারক অপেক্ষা কল্যাণজনক হইবে।"—উত্তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—ফাতেমা হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া একজন পরিচারক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন হজরত বলিয়াছিলেন, "পরিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা কি তোমাকে প্রদর্শন করিব না ? তুমি প্রত্যেক নমাজের প্রাক্‌কালে এবং তোমার শয়নের পূর্ব্বে তেত্রিশ বার সব্‌হানাল্লাহ, তেত্রিশ বার অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে, এবং তেত্রিশ বার আল্লাহো আক্‌বর বলিও।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রাতঃকালে হজরত যখন গাত্রোত্থান করিতেন তখন বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার যোগেই প্রাতঃকাল ও তোমার যোগেই সায়ংকাল প্রাপ্ত হই ও তোমার যোগেই জীবন ধারণ করি, এবং তোমার যোগেই জীবনশূন্য হই, অপিচ তোমাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করি।" সায়ংকাল উপস্থিত হইলে তিনি বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, তোমার যোগেই আমি সায়ংকাল তোমার যোগেই প্রাতঃকাল প্রাপ্ত হই, তোমা হইতেই জীবন ধারণ করি, এবং তোমার যোগেই জীবনশূন্য হই, এবং তোমার যোগেই পুনর্জীবন প্রাপ্তি হয়।"—তর, আবুদা, এব্‌নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—আবুবেকর হজরতকে বলিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, যখন আমি প্রাতে গাত্রোত্থান করিব, এবং সায়ংকাল প্রাপ্ত হইব, তখন আমি বলি এমন কিছু আমাকে আদেশ করুন।" তিনি বলিলেন, "বলিও অন্তর্বহির্জ্ঞাতা স্বর্গ মর্ত্ত্যের স্রষ্টা প্রত্যেক বস্তুর প্রভু ও অধিপতি হে ঈশ্বর, আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই। আমি স্বীয় জীবনের অকল্যাণ ও শয়তানের অকল্যাণ এবং তাহার মায়াজাল হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। যখন প্রাতঃকাল হয় ও যখন প্রদোষকাল হয় এবং যখন তুমি শয্যা আশ্রয় কর তখন ইহা বলিও।"—তর, আবুদা, দার।

ওস্‌মানের পুত্র আবানের উক্তি ;—আমি স্বীয় পিতাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এমন কোন ঈশ্বরাকিঙ্কর নাই যে, সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও প্রতি রজনীতে সায়ংকালে 'বেস্‌মাল্লা' তিন বার বলিয়াছে, তাঁহার নামের যোগে কোন বিষয় ভূলোকে ও স্বর্গলোকে অনিষ্ট করে না এবং তিনি দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা ; তৎপর কোন বিষয় তাহার অনিষ্ট করিয়াছে। আবান এরূপ ছিল যে, তাহার কোন অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল, এক ব্যক্তি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল। তখন আবান তাহাকে বলিল, "তুমি আমার প্রতি কি নিরীক্ষণ করিতেছ ? আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, জানিও এইরূপই হদিস। কিন্তু আমি আজ ইহা বলি নাই যে, পরমেশ্বর আমার সম্বন্ধে আপনার বিধি খণ্ডন করিবেন।"—তর, এব্‌নমা, আবুদা।

[আবুদাউদের বিবৃতিতে—যে ব্যক্তি সায়ংকালে তিন বার ইহা বলে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কোন বিপদ্ তাহাকে আক্রমণ করে না, এবং যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ইহা বলে সায়ংকাল পর্য্যন্ত কোন আপদ্ তাহাকে প্রাপ্ত হয় না।]

আবদোল্লার উক্তি ;—সায়ংকাল উপস্থিত হইলে প্রেরিতপুরুষ বলিতেন, "আমরা সায়ংকাল প্রাপ্ত হইয়াছি,পরমেশ্বরের রাজ্য সায়ংকাল প্রাপ্ত ; ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ প্রশংসা, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই, তিনি একমাত্র, তাঁহার অংশী নাই, তাঁহারই রাজত্ব, ও তাঁহারই প্রশংসা, তিনি সর্ব্বোপরি শক্তিশালী। হে আমার প্রতিপালক, এই রজনীর অন্তর্গত ও তাহার অন্তে যাহা শুভ তাহা আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, এবং এই রাত্রির অন্তর্ভুক্ত ও তাহার পরে যাহা অশুভ তাহা হইতে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আমার প্রতিপালক, আলস্য ও কুৎসিত গর্ব্ব অথবা কোফর (ধর্ম্মদ্রোহিতা) হইতে, (অপর বিবৃতিতে গর্ব্ব ও বার্দ্ধক্য হইতে) আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, এবং নরকাগ্নির অন্তর্গত দণ্ড হইতে ও কবরের অন্তর্গত দণ্ড হইতে আমি তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" যখন প্রাতঃকাল হইত তখনও তিনি এইরূপ বলিতেন, "আমি প্রাতঃকাল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রাতঃকাল প্রাপ্ত হইয়াছে।"—আবুদা, তর।

[তরমোজীর বিবৃতিতে কুৎসিত ধর্ম্মদ্রোহিতার উল্লেখ নাই।]

প্রেরিত পুরুষের কোন দুহিতার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতেন, এবং বলিতেন, "যখন,তুমি প্রভাতে সমুত্থিত হইবে তখন বলিও সবহানাল্লাহ ও বি হম্‌দেহি লা হওল ও লা কুওতা এল্লা বেল্লাহে মাশায় আল্লাহো কানা, মা লম্ ইয়শায় লম্‌ইকোন আলম্ এন্নাল্লাহ আলা কোল্ল শয়ন্ কদিরোন্। এন্নাল্লাহ কদ আহাতা বিকোল্ল শয়ন এল্‌মন্ *। অনন্তর যে ব্যক্তি ইহা প্রাতঃকালে বলে সে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সংরক্ষিত হইয়া থাকে,এবং যে ব্যক্তি ইহা সায়ংকালে বলে সে প্রভাত হওয়া পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়।"—আবুদা।

এবুন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে, ফসবহানাল্লাহ,এই আয়ত বলে,সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে, ও লহোল্‌হম্‌দো ফিস্‌সমাতে ও অল্‌আরজে, আশা ও জহরের সময়ে ও ফজালকা তখরজোনা, তাঁহার (ঈশ্বরের) এই উক্তি পর্য্যন্ত বলে, তাঁহার যাহা নষ্ট হইয়াছে, সেই দিনে সে প্রাপ্ত হয়, এবং যে তাহা সায়ংকালে বলিয়া থাকে, যাহা তাহার বিনষ্ট হইয়াছে সে তাহা রাত্রিতে প্রাপ্ত হয়।"—আবুদা।

---

১ এই প্রবচন সকলের মর্ম্ম এই, পবিত্রতার সহিত ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রশংসার স্মরণ। ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত শক্তি সামর্থ্য নাই, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা হয় না। জানিও ঈশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী; নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা আবেষ্টন করিয়া আছেন।

আবু আইয়াসের উক্তি *;—সত্যই প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন,"যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে 'ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি একমাত্র, তাঁহার অংশী নাই, তাঁহারই রজত্ব, তাঁহারই পূর্ণ প্রশংসা, তিনি সর্ব্বোপরি শক্তিশালী বলে। এস্‌মায়িলের সন্তানের দাসত্ব মোচনের তুল্য ফল তাহার হয়, এবং তাহার জন্য দশটি সুকৃতি লিখিত হইয়া থাকে ও তাহা হইতে দশটি দুষ্কৃতি মার্জ্জিত হয়, এবং তাহার জন্য দশ গুণ পদোন্নতির বিধান হইয়া থাকে। সে সায়ংকাল পর্য্যন্ত শয়তান হইতে সুরক্ষিত হয়। অপিচ যদি সে সায়ংকালে তাহা বলে, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার তদ্রূপ হয়।" নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ দর্শন করিয়া থাকে, পরে তদ্রূপ এক ব্যক্তি হজরতকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'প্রেরিতপুরুষ, সত্য আবু আইয়াস আপনার সম্বন্ধে এ প্রকার বলে।" তিনি বলিলেন, আবু আইয়াস সত্য বলিয়াছে।"—আবুদা, এব্‌নমা।

মোস্‌লেম ওমিমীর পুত্র হারেস স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া হজরতসম্বন্ধে বলিয়াছেন, † নিশ্চয় তিনি তাঁহার নিকটে গোপনে কথা কহিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, যখন তুমি মগরবের নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবে তখন কাহারও সঙ্গে কথা কহিবার পূর্ব্বে সাত বার বলিও, হে ঈশ্বর, আমাকে তুমি নরকানল হইতে আশ্রয় দান কর। যদি তুমি ইহা বল তদনন্তর রাত্রিতে প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার জন্য তাহা হইতে মুক্তি লিখিত হইবে; এবং যখন তুমি প্রাতঃকালীন নমাজ পড়িয়া তাহা বল, এবং দিবাভাগে তোমার মৃত্যু ঘটে, তোমার জন্য তাহা হইতে প্রমুক্তি লিখিত হইবে।"—আবুদা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে এই সকল বাক্যকে পরিত্যাগ করিতেন না;—"হে পরমেশ্বর, নিশ্চয় আমি সাংসারিক ও পারলৌকিক আরাম তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে আমার ধর্ম্মে ও আমার সংসারে এবং আমার পরিবারমধ্যে ও সম্পত্তি-মধ্যে ক্ষমা ও নির্ব্বিঘ্নতা ভিক্ষা করি; হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে আচ্ছাদিত কর, হে পরমেশ্বর তুমি আমার সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ হইতে, আমার দক্ষিণ এবং বাম হইতে ও আমার উপর হইতে আমাকে রক্ষা কর। তোমার মহিমাযোগে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আমি হঠাৎ (নিম্নগামী) ভূগর্ভে নিহিত হইতে পারি।"—আবুদা।

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন; "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে বলে, হে পরমেশ্বর, আমাদের প্রাতঃকাল হইয়াছে, আমরা তোমাকে সাক্ষিরূপে গ্রহণ

---

* ইনি হজরতের এক জন সহচর ছিলেন। ইনি আন্‌সারদলভুক্ত সাবেতের পুত্র, ইঁহার প্রকৃত নাম জয়দ। আবু আইয়াসনামক এক জন অনুগামীও ছিলেন। এই জয়দের পুত্র আবু আইয়াস সহচর।

† ইনি এক জন অনুগামী ছিলেন।

করিতেছি, তোমার আর্শ (উচ্চতম সিংহাসন) বহনকারীদিগকে সাক্ষিরূপে গ্রহণ করিতেছি * এবং তোমার দেবগণকে ও সমস্ত জীবকে সাক্ষিরূপে গ্রহণ করিতেছি'; নিশ্চয় তুমিই পরমেশ্বর, তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই, তুমি একমাত্র, তোমার অংশী নাই, এবং নিশ্চয় মোহম্মদ তোমার দাস ও তোমার প্রেরিত। তাহাকে (এই কথায় বক্তাকে) সেই দিন যে পাপ আশ্রয় করে পরমেশ্বর তাহার জন্য তাহা ক্ষমা করেন না এরূপ নহে ; এবং যে সায়ংকালে বলিয়াছে, সেই রাত্রিতে যে পাপ তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে পরমেশ্বর তাহার জন্য ক্ষমা করেন।"—আবুদা।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

মোবানের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "কোন মোসলমান দাসী সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে 'আমি প্রতিপালক পরমেশ্বরে ও এস্‌লামধর্ম্মে এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহম্মদে সম্মত,' এরূপ তিন বার বলিয়াছে, কেয়ামতের দিনে তাহাকে সন্তুষ্ট করা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য হয় না, এমন নহে।"—আবুদা, তর।

হোজয়ফার উক্তি ; প্রেরিতপুরুষ যখন নিদ্রিত হইবার ইচ্ছা করিতেন, তখন স্বীয় হস্ত স্বীয় মস্তকের নিম্নে স্থাপন করিয়া বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, যে দিবস তুমি আপন দাসদিগকে একত্রিত করিবে অথবা (সন্দিগ্ধ বাক্য) স্বীয় দাসদিগকে সমুত্থাপিত করিবে সেই দিবস তুমি আমাকে স্বীয় দণ্ড হইতে মুক্ত করিও "—তর।

[বরায় হইতে আহমদ ইহা বিবৃত করিয়াছেন।]

হফসার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন শয়ন করিতে সমুৎসুক হইতেন তখন নিজ দক্ষিণ হস্ত নিজ কপোলদেশের নিম্নে স্থাপন করিতেন, তৎপর তিন বার বলিতেন, "হে ঈশ্বর, যে দিবস তুমি স্বীয় দাসদিগকে সমুত্থাপন করিবে সেই দিবস আমাকে আপন শাস্তিদান হইতে মুক্ত করিও।"—আবুদা।

আলির উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ স্বীয় শয্যার সমীপে যাইয়া বলিতেন, "হে পরমেশ্বর আমি তোমার মহৎস্বরূপ ও পূর্ণ বাক্যযোগে তুমি যে অশুভের কেশাকর্ষণকারী তাহা হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, হে পরমেশ্বর, তুমি আমার বন্ধন ও পাপ-মোচন কর, হে পরমেশ্বর, তোমার সৈন্য পরাজিত হয় না ও তোমার অঙ্গীকার ব্যর্থ হয় না, এবং চেষ্টাকারীর চেষ্টা তোমার শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার ফল বিধান করে না, আমি তোমাকে পবিত্রভাবে স্মরণ করিতেছি ও তোমার প্রশংসা করিতেছি।"—আবুদা।

আবু সয়িদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় শয্যা আশ্রয় করিবার সময় তিন বার বলে, 'আমি সেই ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি জীবন্ত ও নিত্য এবং আমি তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন

---

* কথিত আছে, আর্শ বহন করিবার জন্য এরূপ আট জন ফেরেশ্‌তা নির্দ্দিষ্ট যে, তাহাদের কর্ণ ও স্কন্ধদেশের ব্যবধান দুই সহস্র বৎসরের পথ। কোন বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, সাত সহস্র বৎসরের পথ।

করিতেছি।' তৎসঙ্গে পরমেশ্বর তাহার পাপপুঞ্জ সাগরের ফেণরাশি, মহাপ্রান্তরের বালুকাপুঞ্জ ও বৃক্ষের পত্রাবলীর সঙ্খ্যা তুল্য এবং পৃথিবীর দিন গণনার সদৃশ হইলেও ক্ষমা করিয়া থাকেন।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

আউসের পুত্র শেদ্দাদের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "এমন কোন মোসলমান নাই যে, ঐশ্বরিক গ্রন্থের এক সুরা অধ্যয়ন করত আপন শয্যা আশ্রয় করিয়াছে ঈশ্বর তাহার সম্বন্ধে কোন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করেন নাই। পরে জাগরিত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পীড়াদান করে এমন কিছুই তাহার নিকটবর্ত্তী হয় না।"—তর।

আসের পৌত্র ওমরের পুত্র আবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "দুইটী প্রকৃতি আছে এমন কোন মোসলমান পুরুষ নাই যে, সে দুইটী সংরক্ষণ করিয়াছে, অথচ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করে নাই। জানিও সেই দুইটী সহজ। যে কেহ উহার ব্যবহার করে তাহা অল্প। এক প্রত্যেক নমাজের পর দশ বার সবহানাল্লা বলা এবং দশ বার অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে ও আল্লাহো আক্‌বর বলা।" তিনি (আবদোল্লা) বলিয়াছেন, আমি প্রেরিতপুরুষকে আপন করাঙ্গুলি যোগে গগণা করিতে দেখিয়াছি, এবং তিনি বলিয়াছেন (প্রতি দিবা রাত্রিতে) রসনায় একশত পঞ্চাশ বার হইয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন, "রসনার এই এক শত পঞ্চাশ বার উচ্চারণ (বিচারের) তুলযন্ত্রে পনের শত হইয়া থাকে।" যখন শয়নাগার আশ্রয় করিয়া কেহ একশত বার সবহানাল্লাহ, আল্লাহো আকবর ও অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে (একশত বার তস্‌বিহ, তেত্রিশ বার তম্‌হিদ, চৌত্রিশবার তক্‌বির) বলিয়া থাকেন। অনন্তর এই এক শত বার রসনায় উচ্চারণও তুলযন্ত্রে সহস্র গুণ হয়। পরে তোমাদের কোন ব্যক্তি কি দিবা রাত্রির মধ্যে ২৫০০ দুষ্কর্ম্ম করে?" তাহারা বলিল, "কিরূপে আমরা তাহা গণনা করিব?" তিনি বলিলেন, "তোমাদের কাহারও নিকটে নমাজ পড়ার অবস্থায় শয়তান উপস্থিত হইয়া নিবৃত্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে বলে, ইহার ও ইহার উল্লেখ কর। সে যেন তাহা না করে। অপিচ শয়নাগারে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত সে নিদ্রিত না হয় সে পর্য্যন্ত অনুক্ষণ তাহাকে নিদ্রিত করিতে চেষ্টা করে।"—তর,আবুদা, নেসা।

[আবুদাউদের বিবৃতিতে কোন কোন শব্দে ভিন্নতা আছে। "খস্‌লতানে" অথবা "খল্লোতানে" অর্থাৎ সন্দেহাত্মক দুইটি প্রকৃতি বা দুইটি সুপ্রকৃতি। "এমন কোন মোসলমান পুরুষ নাই যে, সে দুইটি সংরক্ষণ করিয়াছে" স্থলে এমন কোন মোসলমান দাস নাই যে, সে দুইটি আবৃত্তি করিয়াছে উক্ত হইয়াছে। অপিচ তাঁহার বিবৃতিতে তাঁহার উক্তির পর ইহাও আছে;—"এবং তুলযন্ত্রে ১৫০০ হয়।" এবং বলিয়াছেন, যখন শয়নাগার আশ্রয় করে তখন চৌত্রিশ বার তক্‌বির, তেত্রিশ বার

তমহিদ, তেত্রিশবার তস্‌বিহ বলে। মসাবিহের অধিকাংশ পুস্তকে ওমর এব্‌নোল খেতাবের পুত্র আবদোল্লার বিবৃতি বলিয়া উল্লিখিত।]

গল্লাসের পুত্র আবদোল্লার উক্তি *;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে বলে, 'হে পরমেশ্বর, আমার সম্বন্ধে অথবা তোমার সৃষ্ট কাহারও সম্বন্ধে যে কিছু সম্পৎ এই প্রাতঃকালে ঘটিয়াছে, উহা এক মাত্র তোমা হইতে হইয়াছে। তোমার কোন অংশী নাই; অতএব তোমারই সম্যক্ প্রশংসা, তোমারই প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা।' সত্যই সে তাহার দিবাভাগের কৃতজ্ঞতা অর্পন করে। সন্ধ্যাকালে যে ব্যক্তি এরূপ বলে সত্যই সে তাহার রাত্রির কৃতজ্ঞতা দান করিয়া থাকে।"—আবুদা।

প্রেরিত পুরুষসম্বন্ধে আবু হোরয়রার উক্তি;—তিনি যখন নিজের শয্যা আশ্রয় করিতে যাইতেন তখন বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি স্বর্গলোকের প্রতিপালক ও ভূলোকের প্রতিপালক এবং সমুদায় বস্তুর প্রতিপালক, শস্য-বীজ ও খোর্ম্মাবীজের উদ্ভেদক, তওরাত ইঞ্জিল ও কোরাণের প্রেরয়িতা। প্রত্যেক অপকারীর অপকার হইতে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি; তুমি তাহার কেশাকর্ষণকারী। তুমি আদি তোমার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, তুমি অন্ত তোমার অন্তে আর কিছুই নাই, এবং তুমিই ব্যক্ত কিছুই তোমার উপরে নাই ও তুমি অব্যক্ত কিছুই তোমার নিম্নে নাই, আমাকে তুমি ঋণ হইতে মুক্ত কর, এবং দৈন্য দশা হইতে মুক্ত করিয়া আমাকে সম্পন্ন কর।"—আবুদা, তর, এব্‌নমা।

[মোস্‌লেম কিছু বিভিন্নতা সহ বিবৃত করিয়াছেন।]

আবুল্ আজহর আল্‌মারীর উক্তি †;—প্রেরিতপুরুষ যখন নিশাকালীন শয্যা আশ্রয় করিতেন তখন বলিতেন, "ঈশ্বরের নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ স্থাপন করিলাম; হে পরমেশ্বর, তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর ও আমা হইতে শয়তানকে দূর কর ও আমাকে ঋণমুক্ত কর, এবং মহা সভা (দেবসভা) ভুক্ত কর।"—আবুদা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ যখন আপন নিশাকালীন শয্যা আশ্রয় করিতেন তখন বলিতেন, "সেই ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা, যিনি আমাকে চরিতার্থ করিয়াছেন, আশ্রয় দিয়াছেন ও অন্ন জল দান করিয়াছেন, এবং যিনি আমার প্রতি সম্পদ্ বিধান করিয়াছেন, পরে অধিকতর দিয়াছেন, এবং যিনি আমাকে দান করিয়াছেন, পরে প্রচুর দিয়াছেন, সর্ব্বাবস্থায় পরমেশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা; হে পরমেশ্বর, তুমি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও তাহার প্রভু এবং প্রত্যেক পদার্থের উপাস্য। আমি নরকানল হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—আবুদা।

---

* ইনি হজরতের আন্‌সারদলস্থ এক জন সহচর ছিলেন, এবং হেজাজনিবাসীদিগের নিকটে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

† ইনি এক জন সহচর ছিলেন, শামদেশ ইহার বাসস্থান ছিল।

যোরয়দার উক্তি ;—হজরতের নিকটে অলিদের পুত্র খালেদ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে প্রেরিতপুরুষ, আরক (অনিদ্রাজনক রোগবিশেষ) জন্য রাত্রিতে আমার নিদ্রা হইতেছে না।" তখন হজরত বলিলেন, "যখন তুমি আপন শয্যার নিকটস্থ হইবে তখন বলিও, হে পরমেশ্বর, সপ্তস্বর্গের ও তন্নিম্নস্থ বস্তু সকলের প্রতিপালক, এবং তুমি সকলের ও সে সকলে যে সমস্ত বস্তু ধারণ করে তৎসমুদায়ের প্রতিপালক, অপিচ শয়তান সকলের ও যাহাদিগকে শয়তান পথভ্রান্ত করে সে সমুদায়ের প্রতিপালক, তুমি নিজের সমুদায় সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতা হইতে আমার আশ্রয় হও, তাহাদের কোনটি আমার উপর অগ্রসর হয় অথবা অত্যাচার করে। তোমার আশ্রিতজন শক্তিমান ও পরাক্রান্ত, তোমার গুণানুবাদ মহান্, তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই ও তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিসের মূল প্রবক্তা সুদৃঢ় নহে। জরিরের পুত্র হোকম্ ইহার প্রবক্তা। কোন কোন হদিস শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু মালেকের উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ প্রাতঃকালে জাগরিত হয়, তখন সে যেন বলে, 'আমরা প্রাতঃকাল প্রাপ্ত হইয়াছি, বিশ্বপালক পরমেশ্বরের রাজ্য প্রাতঃকাল প্রাপ্ত হইয়াছে, হে পরমেশ্বর, অদ্যকার কল্যাণ এতৎসম্বন্ধেপ্রমুক্তি ও তোমার আনুকুল্য এবং জ্যোতি ও প্রসাদ আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, এবং ইহার অন্তর্গত ও ইহার অন্তে যে অকল্যাণ আছে তাহা হইতে তোমার নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।' তদনন্তর যখন সায়ংকাল হইবে তখন ও যেন এরূপ বলে।"—অবুদা।

আবুবক্‌রতের পুত্র অবদোর্ রহমাণের উক্তি † ·—আমি বলিয়াছিলাম, হে আমার পিতা, আমি প্রতি প্রাতঃকালে তোমাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "হে পরমেশ্বর, তুমি আমার দেহে সুস্থতা বিধান কর, এবং আমার কর্ণে ও আমার চক্ষুতে স্বাস্থ্য বিধান কর, তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই। তিন বার ইহা তুমি প্রাতঃকালে ও

---

* আবু মালেককে কেহ আবুমালেক আশরী কেহবা আবুমালেক আশজী বলেন। ইনি এক জন সহচর ছিলেন। ইঁহার নামে ঐক্যমত নাই। মালেকের পুত্র কার নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

† ইনি হজরতের এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। ইনি তায়েফের সংগ্রামের দিন কূপ হইতে জল উত্তোলনের চক্রযোগে দুর্গের উপর হইতে নিম্নে নিপতিত হইয়া হজরতের নিকটে আগমনপূর্ব্বক এস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হজরত তাঁহাকে আবু বক্‌রত (বক্‌রতের পিতা) নাম প্রদান করিয়াছিলেন। কূপ হইতে জল তুলিবার চক্রকে "বক্‌রত" বলে।

তিন বার সায়ংকালে উচ্চারণ করিয়াছ।" তখন তিনি বলিলেন, "হে আমার পুত্র, আমি প্রেরিতপুরুষকে এতদ্‌যোগে প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি। আমি তাঁহার নীতির অনুসরণ করিতে ভাল বাসি।"—আবুদা।

আবু আওফের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—হজরত প্রাতঃকালে বলিতেন, "আমি প্রাতঃকাল প্রাপ্ত হইয়াছি, ঈশ্বরের রাজ্য প্রাতঃকাল প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ঈশ্বরেরই পূর্ণ প্রশংসা, অপিচ মহিমা ও গৌরব ঈশ্বরেরই, সৃষ্ট বস্তু ও ক্রিয়া দিবা ও রজনী এবং যাহা কিছু এ উভয়ের মধ্যে স্থিতি করে তৎসমুদায় ঈশ্বরেরই। হে পরমেশ্বর, তুমি এই দিবসের পূর্ব্বভাগকে কল্যাণযুক্ত কর ও ইহার মধ্য ভাগকে মনোরথসিদ্ধির কারণ কর, এবং ইহার অন্তভাগকে প্রমুক্তিবিধায়ক কর। হে দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।"—কেতাবোল্ আজকারে এব্‌ন সোন্নির বিবৃতিতে ইহার উত্তম উল্লেখ আছে।

আব্‌জির পুত্র অবদোর্ রহমাণের উক্তি *;—প্রাতঃকালে প্রেরিতপুরুষ বলিতেন, আমি এস্‌লাম ধর্ম্মের উপর ও বিশুদ্ধ বাক্যের (লা এলাহ এল্লেলাহ বাক্যের) উপর এবং আমাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মোহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উপর † অপিচ আমাদিগের পিতৃপুরুষ এব্রাহিমের ধর্ম্মের উপর যিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, ও অংশীবাদী দিগের অন্তর্গত ছিলেন না, আমি রাত্রি প্রভাত করিলাম।"—আহ, দায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিভিন্ন সময়ের অন্তর্গত প্রার্থনাবলী ‡।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যদি তোমাদের কেহ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করিতে সমুৎসুক হয় তিনি যেন বেস্‌মিল্লা বলিয়া বলেন, 'হে পরমেশ্বর, আমা হইতে শয়তানকে অপসারিত কর, এবং যাহাকে তুমি জীবনোপায়

---

* ইনি হজরতের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসরণে নমাজ পড়িয়াছিলেন। আলি মোর্ত্তজার আধিপত্যকালে ইনি খোরাসান দেশে শাসনকর্ত্তৃত্বের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† মহাপুরুষ মোহম্মদেরই এই উক্তি, তিনি নিজের সম্বন্ধেও এই কথা বলিতেন। বাস্তবিক তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য ও নিজের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

‡ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য প্রার্থনা নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, নমাজের সময়ে, রোজার সময়ে ও হজ্জব্রতপালনের সময়ে ইত্যাদি। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্যও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা বিহিত. যথা ক্রোধের অবস্থায়, কাফেরদিগের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার অবস্থায় ইত্যাদি। গ্রন্থকার অবস্থানুগত প্রার্থনাবলীকেও এস্থলে সাময়িক প্রার্থনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বরূপ আমাকে প্রদান করিবে, তাহা হইতে (ভাবী সন্তান হইতে) শয়তানকে বিদূরিত কর।' বস্তুতঃ ইহাতে উভয়ের মধ্যে যদি সন্তান নিরূপিত হইয়া থাকে কখনও শয়তান তাহার অপকার করে না।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি,—প্রেরিতপুরুষ দুঃখের সময় বলিতেন, "সেই মহান্ ও গম্ভীর ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, সুবিশাল স্বর্গীয় সিংহাসনের প্রভু ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, দ্যোলোক ও মর্ত্ত্যলোকের প্রতিপালক এবং মহান্ আর্শের প্রতিপালক ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই।"—উভয়।

/সোর্দ্রের পুত্র সোলয়মানের উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষের নিকটে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালি দিতে ছিল, আমরা তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট ছিলাম। ক্রোধে এক জন তাহার সঙ্গীকে গালি দিতেছিল, তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়াছিল। তখন হজরত বলিলেন, "নিশ্চয় আমি এমন বাক্য জানি যদি সে তাহা বলে, সে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে একান্তই তাহা হইতে তাহা অন্তর্হিত হইবে, উহা আউজো বেল্লাহে মেনশ-শয়তানের রজিমে।" (নিষ্ক্রামিত শয়তান হইতে আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি।) তাঁহারা (পারিষদগণ) বলিলেন, "হজরত যাহা বলিতেছেন, তুমি কি শুনিতেছ না?" তাহাতে সে বলিল, "প্রকৃতপক্ষে আমি ক্ষিপ্ত নহি †।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন তোমরা কুক্কুটের ধ্বনি শ্রবণ করিবে তখন ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিও। যেহেতু সে ফেরেশ্‌তা (দেবতা) দর্শন করিয়াছে, এবং যখন তোমরা গর্দ্দভের শব্দ শুনিবে তখন নিস্তাড়িত শয়তান হইতে ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিও। যেহেতু সে শয়তানকে দেখিয়াছে।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত যখন দেশান্তর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া স্বীয় উষ্ট্রের উপর আরোহণ করিতেন, তখন তিন বার "আল্লাহো আকবর" বলিতেন, তৎপর বলিতেন, "যিনি ইহাকে (এই পশুকে) আমাদের জন্য আয়ত্ত করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরেরই পবিত্রতা, বস্তুতঃ আমরা ইহার আনুগত্যবিধায়ক নহি, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী। হে ঈশ্বর, আমরা এই দেশান্তরগমনে তোমার নিকটে কল্যাণ ও তিতিক্ষা এবং তুমি প্রসন্ন হও যে কার্য্যে তাহা ভিক্ষা করিতেছি,

* ইনি হজরতের সহচর বুদ্ধিমান বৃদ্ধ সমুন্নত সাধক পুরুষ ছিলেন, এবং দলপতি আমির বলিয়া সাধারণের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। আলি মোর্ত্তজার বিপক্ষে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল ইনি সেই সৈন্যের সঙ্গে ছিলেন।

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষিপ্ত, যাহার ধর্ম্মজ্ঞান হিতাহিত জ্ঞান নাই, তাহার সম্বন্ধে এরূপ বাক্য শোভা পায়। কিন্তু আমি সেরূপ নহি। সেই ক্রোধী ব্যক্তি এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল। সে নিজেকে উন্মত্ত মনে করে নাই, কিন্তু ক্রোধ যে শয়তানের উত্তেজনায় হয়, উহা উন্মত্ততার কারণ। সম্ভবতঃ সেই লোক কপট ছিল, বা কঠিন আত্মা আরব্য পুরুষ ছিল।

হে ঈশ্বর, আমাদের দেশান্তরযাত্রাকে তুমি আমাদিগের সম্বন্ধে সহজ কর; তাহার দূরত্ব আমাদের সম্বন্ধে খর্ব্ব কর। হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদিগের বিদেশযাত্রার সঙ্গী ও আমাদের পরিবারমধ্যে স্থলাভিষিক্ত। হে ঈশ্বর, বিদেশগমনের পদস্খলন হইতে, লক্ষ্যস্থল অন্তরের ভগ্নতা হইতে এবং পরিবার ও সম্পত্তির মধ্যে অকল্যাণসঙ্ঘটন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখনও এ সকল বলিতেন, তাহাতে এরূপ উক্তি বৃদ্ধি করিতেন, "আমরা সম্মুখীন হইতেছি, প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, এবং আমাদের প্রতিপালকের গুণানুবাদকারী ও অনুগত হইয়াছি।"—মো।

সরজেসের্ পুত্র অবদোল্লার উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ যখন দেশান্তরে যাইতেন তখন দেশান্তরভ্রমণের দুঃখ হইতে ও প্রত্যাবর্ত্তনকালের সঙ্কট হইতে এবং লাভের পর ক্ষতি হইতে ও অত্যাচরিত জনের প্রার্থনা হইতে † অপিচ পরিবার ও সম্পত্তির দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিতেন।—মো।

হকিমের কন্যা খওলার উক্তি ‡ ;—আমি হজরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে সে যেন বলে, 'যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার অকল্যাণ হইতে আমি ঐশ্বরিক পূর্ণ বাণীর (কোরাণের) আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।' তাহাতে যে পর্য্যন্ত সে তাহার সেই স্থান হইতে চলিয়া না যায় সে পর্য্যন্ত কোন বস্তু তাহাকে ক্লেশ দান করে না।"—মো।

আবু হোররার উক্তি ;—এক ব্যক্তি হজরতের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, গত রাত্রিতে এক বৃশ্চিকে যে আমাকে দংশন করিয়াছিল তাহাতে আমি কি ক্লেশ পাইয়াছি!" তিনি বলিলেন, "জানিও যদি তুমি সায়ংকালে বলিতে "আউজো বেকলমাতাল্লাহে মেন্' শর্‌রেন্ মা খোলকেন্' 'যে বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তজ্জনিত যাতনা হইতে আমি ঐশ্বরিক পূর্ণ বাণী যোগে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।) তাহা হইলে তোমাকে উহা ক্লেশ দান করিত না।"—মো।

আবু হোররার উক্তি ;—হজরত যখন বিদেশে থাকিতেন তখন প্রাতঃকালে বলিতেন, "ঈশ্বরেরই গুণানুবাদ, আমার প্রতি তাঁহার পরম দানের কথা শ্রোতা শ্রবণ করুক। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার সঙ্গী হও, আমার প্রতি তুমি প্রচুর হিতসাধন কর।" যখন আমি নরকানল হইতে রক্ষার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থী হই, তখন ইহা বলিয়া থাকি।—মো।

---

* ইনি হজরতের এক জন বসোরানিবাসী সহচর ছিলেন।

† অত্যাচরিত জনের প্রার্থনা ইত্যাদি অর্থাৎ অত্যাচার করাহইতে রক্ষা পাইবার জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করা।

‡ ইনি হজরতের এক জন প্রধান সঙ্গিনী ছিলেন।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত যখন ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে, বা হজ্ব ক্রিয়া কিংবা ওমরাব্রত হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে তিন বার করিয়া তক্‌বির বলিতেন ; তদনন্তর বলিতেন, "ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, তিনি একমাত্র, তাঁহার কোন অংশী নাই, তাহারই পূর্ণ প্রশংসা, তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী, আমরা উন্মুখীন প্রত্যাবর্ত্তনকারী অনুগত সাধক সেজ্দাকারী হইয়াছি, আমাদের প্রতিপালকের গুণানুবাদকারী হইয়াছি, পরমেশ্বর স্বীয় অঙ্গীকার অব্যর্থ করিয়াছেন, স্বীয় দাসকে সাহায্যদান করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মদ্রোহী দলকে একা তিনিই পরাজিত করিয়াছেন। বিশ্বাসীদিগের সংগ্রামে ঈশ্বরই যথেষ্ট। ঈশ্বর শক্তিময় পরাক্রান্ত।"—উভয়।

আওফের পুত্র অবদোল্লার উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ খন্দকের সংগ্রামের দিনে অংশিবাদীদিগের সম্বন্ধে অকল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "হে গ্রন্থাবতারণ কারী পরমেশ্বর, হে ঈশ্বর তুমি দ্রুত বিচারক, এই দলকে তুমি পরাজিত কর, হে ঈশ্বর, তাহাদিগকে পরাভূত কর ও বিকম্পিত কর।"—উভয়।

বোস্‌রার পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ আমার পিতার নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন। তখন আমরা তাঁহার সম্মুখে অন্ন ও ওৎবা উপস্থিত করিয়াছিলাম, † তিনি তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর খোরমা ফল আনয়ন করা হইয়াছিল। তখন তিনি তাহা খাইতেছিলেন, এবং তাহার বীচি অঙ্গুলিযোগে নিক্ষেপ করিতেছিলেন, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলির পরস্পর যোগ করা হইতেছিল। তদনন্তর জল আনয়ন করা হয়, তিনি তাহা পান করেন। পরে আমার পিতা তাঁহার অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন।" তাহাতে তিনি বলেন, "হে পরমেশ্বর, ইহাদিগকে তুমি যাহা জীবিকারূপে দান করিয়াছ তাহাতে ইহাদিগের মঙ্গল বিধান কর, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, এবং ইহাদিগের প্রতি দয়া কর।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওবয়দোল্লার পুত্র তল্‌হার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন নবীনচন্দ্র দর্শন করিতেন তখন বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমাদের সম্বন্ধীয় শান্তি, বিশ্বাস, কুশল ও এস্‌লাম ধর্ম্মের বিষয় ইহাকে জ্ঞাপন কর ; (হে নবচন্দ্র) আমার প্রতিপালক ও তোমার প্রতিপালক পরমেশ্বর।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন গরিব।]

ওমর ফারুক ও আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এমন কেহ নাই

* ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। সহচরদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বশেষে কুফা নগরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† ওৎবা মিষ্টান্নবিশেষ। বীজমুক্ত সরস খোর্ম্মাফল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া উহা প্রস্তুত করিতে হয়।

যে, কোন আপদাপন্নকে দেখিয়া বলিয়াছে, "যে আপদে তোমাকে জড়িত করা হইয়াছে, তাহা হইতে যিনি আমাকে নিরাপদ করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা। যে সকল লোক সৃজিত হইয়াছে তিনি তাহাদের অপেক্ষা আমাকে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন।" যে আপদ হউক না কেন, ইহাতে সেই আপদ যে তাহাকে স্পর্শ করে না এতদ্ভিন্ন নহে *।—তর।

[এব্‌ন মাজ এব্‌ন ওমর হইতে শুনিয়া ইহা ব্যক্তে করিয়াছেন। তরমৌজি এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

ওমরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বিপণীতে প্রবেশ করিয়া লা এলাহ এল্লেলাহ ইত্যাদি অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি একমাত্র, তাঁহার অংশী নাই, তাঁহারই রাজত্ব, তাঁহারই প্রশংসা, তিনি জীবিত করেন এবং প্রাণহরণ করিয়া থাকেন। তিনি জীবন্ত, মৃত্যুগ্রস্ত হন না, তাঁহার হস্তেই কল্যাণ; তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। এরূপ বলে, নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহার জন্য সহস্র সহস্র সুকৃতি লিখিয়া থাকেন ও তাহার সহস্র সহস্র দুষ্কৃতি বিলোপ করেন, এবং তাহার জন্য সহস্র সহস্র উন্নত পদ বিধান করিয়া থাকেন। অপিচ তাহার নিমিত্ত স্বর্গোদ্যানে আলয় নির্ম্মিত হয়।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন। এবং শরাহ শোন্নত পুস্তকে "যে ব্যক্তি বিপণীতে প্রবেশ করিয়া" স্থলে "ক্রয় বিক্রয়ার্থ বহুলোক একত্রিত এমন বিপণীতে প্রবেশ করিয়া" এরূপ উক্ত হইয়াছে।"]

জবলের পুত্র মোওয়াজের উক্তি;—হজরত এক ব্যক্তিকে এইরূপ উক্তিতে প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছিলেন "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে পূর্ণ সম্পদ্ ভিক্ষা করিতেছি।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ বস্তু পূর্ণ সম্পদ্?" সে বলিল, "সেই প্রার্থনা যাহাতে কল্যাণের আশা করিতে পারি।" তখন তিনি বলিলেন, "প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ সম্পদের অন্তর্গত স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ, নরকানল হইতে পরিত্রাণ।" এক ব্যক্তিকে হজরত এরূপ বলিতে শুনিয়াছিলেন, "ইয়া জালজলাল ও আল্ একরাম" (হে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত।) তখন তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় তোমার জন্য গৃহীত হইয়াছে, অতএব প্রার্থনা কর।" হজরত এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "হে ঈশ্বর, আমি তোমার নিকটে সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করিতেছি।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তুমি ঈশ্বরের নিকটে বিপদ্ প্রার্থনা করিয়াছ; অতএব তাঁহার নিকটে আরামের প্রার্থী হও।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন সভায় উপবিষ্ট হয়, এবং তাহার কোলাহল প্রবল হইয়া উঠে, তখন সে যেন দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্ব্বে

* ব্যভিচারাদি দুষ্কিয়া এস্থলে আপদ্।

"সবাহনকা আল্লাহোম্মা ও বেহমল্লদেকা আশহদো আন্ লা এলাহে এল্লা আন্তা আস্তগ্ ফরোকা আতওবো এলয়কা।" বলে, সেই সভাতে যাহা হইয়াছে উহাতে তাহা ক্ষমা হয় ভিন্ন নহে।"—তর, বয়হকি দওয়াতোল্ কবির গ্রন্থে।

আলি মোর্ত্তজাসম্বন্ধীয়;—একটি চতুষ্পদ আনয়ন করা হইয়াছিল যেন তিনি তদুপরি আরোহণ করেন। যখন তিনি স্বীয় চরণ রেকাবে স্থাপন করিলেন তখন "বেস্মাল্লাহ্" বলিলেন; পরে যখন তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, "অল্ হম্দো লেল্লাহে" বলিলেন; তদনন্তর বলিলেন, "সেই ঈশ্বরেরই পরিত্রাতা যিনি ইহাকে (এই পশুকে আমাদের জন্য আয়ত্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা ইহার আনুগত্যবিধায়ক নহি। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী।' তৎপর তিনি "অল্হম্দো লেল্লাহে" তিন বার ও "আল্লাহো আক্বর" তিন বার বলিয়া বলেন, "পবিত্রতার সহিত তোমাকে স্মরণ করিতেছি, নিশ্চয় আমি স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। প্রকৃতপক্ষে তুমি ভিন্ন পাপপুঞ্জের ক্ষমাকারী অন্য কেহ নাই।" তৎপর তিনি হাস্য করিলেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনি কোন্ বিষয়ে হাসিলেন?" তিনি বলিলেন, "আমি যেরূপ করিয়াছি, প্রেরিতপুরুষকে সেরূপ করিতে দেখিয়াছি; তদনন্তর তিনি হাসিয়াছেন। তখন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কোন্ বিষয়ের জন্য আপনি হাসিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তখন স্বীয় দাসের সম্বন্ধে সন্তুষ্ট, যখন সে বলে, প্রভো, আমার জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর।" ঈশ্বর তখন বলেন, "সে জানিতেছে, আমি ব্যতীত পাপ সকল অন্যে ক্ষমা করে না *।"—আহ, তর, আবুদা।

এব্ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন, তখন তাহার হস্ত ধারণ করিতেন, যে পর্য্যন্ত না সেই ব্যক্তি প্রেরিতপুরুষের হস্ত পরিত্যাগ করিত সে পর্য্যন্ত তিনি তাহা ছাড়িতেন না, এবং বলিতেন, "ঈশ্বরের নিকটে তোমার ধর্ম্ম ও তোমার চরম কার্য্য রক্ষা করিতেছি।" অন্য বিবৃতিতে—"তোমার ক্রিয়ার সমাপ্তি রক্ষা করিতেছি।"—তর, আবুদা, অব্নমা।

[আবু দাউদ ও এব্ন মাজের বিবৃতিতে, তোমার ক্রিয়ার সমাপ্তির উল্লেখ হয় নাই।"]

আবদোল্লা খৎমীর উক্তি †;—যখন প্রেরিতপুরুষ সৈন্যদিগকে বিদায়দানে ইচ্ছা করিতেন তখন বলিতেন, "আমি তোমাদের ধর্ম্ম ও তোমাদের বিশ্বস্ততা এবং তোমাদের কার্য্য সকলের পরিণাম ঈশ্বরে সমর্পণ করিতেছি।"—আবুদা।

---

* হজরত পরমেশ্বরের উক্তিতে হাস্য করিয়াছিলেন, আমির আলি তাঁহার অনুসরণে এই বাক্য বলাতে হাসিয়াছিলেন।

† ইনি এক জন আন্সারদলভুক্ত সহচর ছিলেন; ৭০ বৎসর জীবনধারণ করিয়াছিলেন; হোদয়বিয়ার সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন।

আনসের উক্তি ;—এক ব্যক্তি হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, "আমি দেশান্তরগমনে সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব আপনি পাথেয়ের বিধান করুন।" তখন হজরত বলিলেন, "পরমেশ্বর তোমাকে নির্ভরস্থাপন পাথেয় দান করুন।" সে বলিল, "আপনি আমার সম্বন্ধে অধিকতর প্রার্থনা করুন।" তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর তোমার পাপ ক্ষমা করুন।" সে বলিল, "আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীকৃত হউক, আরও অধিক বলুন।" তিনি বলিলেন, "তুমি যে কোন স্থানে থাকিবে তিনি তোমার সম্বন্ধে কল্যাণ সহজ করুন।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—নিশ্চয় এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, আমি দেশান্তরভ্রমণে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন।" তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করা এবং প্রত্যেক সমুন্নত ভূমিতে তকবির বলা, তোমার পক্ষে বিধেয়।" পরে যখন সে পৃষ্ঠদান করিল, তখন তিনি বলিলেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি ইহার জন্য দূরত্বকে খর্ব্ব কর, এবং ইহার সম্বন্ধে দেশভ্রমণকে সহজ কর।"—তর।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—হজরত যখন বিদেশে ভ্রমণ করিতেন, এবং তাঁহার সম্বন্ধে রজনী উপস্থিত হইত, বলিতেন, "হে ভূমি, আমার প্রতিপালক ও তোমার প্রতিপালক পরমেশ্বর, আমি তোমার প্রকৃতিগত অকল্যাণ হইতে ও তোমার মধ্যস্থলে যে অকল্যাণ বিদ্যমান তাহা হইতে, এবং তোমাতে যে সকল জীব উৎপন্ন তাহার অকল্যাণ হইতে ও তোমার উপরে যাহারা বিচরণ করে তাহাদের অকল্যাণ হইতে ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। সিংহ কৃষ্ণ সর্প অপর সর্প ও বৃশ্চিক হইতে এবং নগরবাসীদিগের অকল্যাণ হইতে অপিচ শয়তান ও তাহার বংশের অকল্যাণ হইতে (রক্ষা পাইবার জন্য) ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"—অবুদা।

আনসের উক্তি ;—হজরত যখন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি আমার বাহু ও তুমি আনুকূলদাতা, আমি তোমার যোগে (শত্রুদমনে) কৌশল করিয়া থাকি ও তোমার যোগে আক্রমণ করি, এবং তোমার যোগে সংগ্রাম করিয়া থাকি।"—তর, আবুদা।

আবু মুসার উক্তি ;—হজরত কোন দল হইতে ভীত হইলে বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, নিশ্চয় আমরা তোমাকে তাহাদের কণ্ঠে (কণ্ঠচ্ছেদনে) প্রবৃত্ত করিতেছি, এবং তাহাদের অনিষ্টকারিতা সকল হইতে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"—আহ, আবুদা।

ওম্ম সোলমার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন গৃহ হইতে বাহির হইতেন, তখন বলিতেন, "বেস্‌মাল্লাহ, ঈশ্বরের উপর আমরা নির্ভর করিতেছি। হে পরমেশ্বর, পদ-

স্খলন হইতে বা পথভ্রান্তি হইতে, কিংবা অত্যাচার করা হইতে বা অত্যাচরিত হওয়া হইতে অথবা নিজের অজ্ঞানতার কার্য্য হইতে বা আমাদের প্রতি অন্যের অজ্ঞানতার কার্য্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"—আহ, তর, নেসা।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন। আবু দাউদ ও এব্‌ন মাজের বিবৃতিতে—ওম্ম সোলমা বলিয়াছেন যে, হজরত স্বীয় দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন-পূর্ব্বক পথভ্রান্ত করা বা পথভ্রান্ত হওয়া হইতে কিংবা অত্যাচার করা বা অত্যাচরিত হওয়া হইতে অথবা নিজের অজ্ঞানতার কার্য্য হইতে বা আমার প্রতি অন্যের অজ্ঞানতার কার্য্য হইতে হে ঈশ্বর, আমি তোমায় আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" ইহা না বলিয়া কখনও আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না।]

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন কেহ স্বীয় আলয় হইতে বহির্গত হইয়া বলে, 'বেস্‌মাল্লাহ, আমি ঈশ্বরের উপর নির্ভর স্থাপন করিলাম, ঈশ্বর ব্যতীত শক্তি সামর্থ্য নাই।' তাহাকে বলা হয়, 'তুমি এই সময়ে সরল পথ প্রাপ্ত হইয়াছ ও কৃতার্থ এবং সংযত হইয়াছ।' তখন তাহার সম্বন্ধে শয়তান অপসৃত হইয়া থাকে, এবং অন্যতর শয়তান বলে, 'যে ব্যক্তি সরল পথ প্রাপ্ত, কৃতার্থ ও সংযত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তোমার কেমন করিয়া জয় হইবে?"'—আবুদা।

[তরমোজী স্বীয় উক্তিতে তৎসম্বন্ধে শয়তান পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন।]

আবু মালেক আশয়ারীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমার নিকটে আগমনের কল্যাণ এবং নির্গমনের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বরের নামে আমি আগমন করিয়াছি, আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়াছি।' তদনন্তর যেন সে স্বীয় পরিবারকে সেলাম করে।"—আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত যখন কোন ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিতেন সে যেসময় বিবাহ করিত, বলিতেন, (বরের প্রতি) "ঈশ্বর তোমার জন্য উন্নতি বিধান করুন ও তোমাদের উভয়ের মধ্যে সমুন্নতি বিধান করুন, এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণেতে সম্মিলিত করুন।"—আহ, তর, আবুদা, এব্‌নমা।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে ও পিতা তাঁহার পিতা হইতে হজরতের বিষয় শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ কোন নারীকে বিবাহ করে বা কোন দাস ক্রয় করে তখন সে যেন বলে, 'হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে ইহার কল্যাণ ও যে প্রকৃতি তুমি ইহাতে উৎপাদন করিয়াছ তজ্জনিত কল্যাণ প্রার্থনা করি, এবং ইহার অকল্যাণ ও ইহাতে যে প্রকৃতি উৎপাদন করিয়াছ তজ্জনিত অকল্যাণ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।' অপিচ যখন কোন উষ্ট্র ক্রয়

করে তখন যেন তাহার উচ্চ ককুদ ধারণ করিয়া এরূপ বলে।" নারী ও দাস সম্বন্ধীয় বিবৃতিতে—"তৎপর যেন তাহার ললাট স্পর্শ করে এবং উন্নতি ভিক্ষা করে।"—আবুদা, এব্‌নমা, দওয়াত।

আবু বক্‌রার উক্তি;—হজরত মক্‌রুবের বিষয়ে বলিয়াছেন *;—যথা "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার দয়া আশা করিতেছি, অনন্তর তুমি এক পলকও আমাকে আমার প্রবৃত্তিতে ছাড়িয়া দিও না, আমার সমুদায় অবস্থাকে তুমি সংশোধন কর, তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই।"—আবুদা।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি;—এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, মনস্তাপ ও ঋণপুঞ্জে আমি আচ্ছন্ন হইয়াছি।" তিনি বলিলেন, "অনন্তর আমি কি তোমাকে এমন বাক্য শিক্ষা দিব না তুমি যখন তাহা বলিবে পরমেশ্বর তোমা হইতে সন্তাপ হরণ করিবেন এবং তোমার ঋণ তোমা হইতে উন্মোচন (উন্মোচনের উপায়) করিবেন?" সে বলিল, "হাঁ বলুন।" তিনি বলিলেন, "তুমি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বলিও, হে পরমেশ্বর, আমি দুঃখ সন্তাপ হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, অপিচ অশক্তি ও অবসন্নতা হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, এবং আমি কৃপণতা ও কাপুরুষতা হইতে তোমাকে আশ্রয় করিতেছি; অপিচ আমি ঋণের বৃদ্ধি ও লোকের আক্রমণ হইতে তোমাকে আশ্রয় করিতেছি।" সে বলিয়াছিল, "আমি তাহা বলিয়াছিলাম, তাহাতে পরমেশ্বর আমার সন্তাপ দূর করিয়াছেন, এবং আমাকে ঋণমুক্ত করিয়াছেন।"—অবুদা।

আলি মের্ত্তজার উক্তি;—তাঁহার নিকটে এক জন মোকাতব উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, † "আমি নিজের লিখিত বিষয় পরিশোধে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন।" তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কি তোমাকে এমন বচন শিক্ষা দিব না, যাহা আমাকে প্রেরিতপুরুষ শিক্ষা দিয়াছেন? যদি তোমার উপর বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় ঋণ থাকে ঈশ্বর তোমা হইতে তাহা মোচন করিবেন। তুমি বলিও, হে ঈশ্বর, স্বীয় অবৈধ (হারাম) বস্তু হইতে মুক্ত করিয়া স্বীয় বৈধ (হালাল) বস্তুতে আমাকে কৃতার্থ কর, নিজের কৃপাগুণে আমাকে তোমা ছাড়া অন্য জন হইতে নিস্পৃহ কর।"—তর, দওয়াতোল্ কবির গ্রন্থে বয়হকি।

[অচিরে জাবেরের হদিসে উল্লিখিত হইবে, যাহার প্রথমে, "এজা সমেতম্ বেনাহেল কোলাবে ফি বাবেল তগ্‌তিয়াতোল্ আওলা।"]

---

* কোন ব্যক্তি দুঃখ শোকে কাতর হইয়া যেরূপ প্রার্থনা করিলে দুঃখ শোক থাকে না তাহাকে দওয়াত বক্‌রব বলে। নানা ভাব সমন্বিত প্রার্থনা ও দওয়াত মক্‌রুব প্রার্থনা ইহাতে আছে।

† যে ক্রীতদাস স্বীয় প্রভুর সম্মতিক্রমে নিজের মূল্য শ্রমজীবীর কার্য্যাদি করিয়া পরিশোধ করিবে বলিয়া লিখিয়া দেয়, উহা পরিশোধ করিলে সে মুক্ত হয়। এইরূপ ক্রীতদাসকে মোকাতব বলে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—হজরত যখন কোন সভায় উপবেশন করিতেন, বা নমাজ পড়িতেন তখন তিনি কয়েকটি বাক্য বলিতেন, আমি সেই বাক্যের বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম , তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি কেহ কল্যাণসম্বন্ধে কথা কহে,তাহা হইলে কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত ইহাতে তদ্বিষয়ের অনুসরণকারী হইয়া থাকে, এবং যদি মন্দ বিষয়ে কথা কহে, তাহা হইলে এই বাক্য তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়," অর্থাৎ 'সবহানকা আল্লাহোম্মা ও বিহমদেকা লাএলাহ এল্লা আন্তা। এস্তগফরকা ও অতওবা, এলয়কা।' অর্থাৎ তোমারই পবিত্রতা হে ঈশ্বর, তোমার গুনানুবাদ সমন্বিত তুমি ভিন্ন উপাস্য নাই, আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।"—নেসা।

কেতাদা হইতে * ;—তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, প্রেরিতপুরুষ যখন নবচন্দ্র দর্শন করিতেন তখন তিনি তিন বার বলিতেন, "হেলালখয়রেন্‌ও রোশদেন্‌, (সরলপথ লাভের ও কল্যাণের নবচন্দ্র,) তোমাকে যিনি সৃজন করিয়াছেন আমি তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।" তৎপর তিনবার বলিতেন, "সেই ঈশ্বরেরই সম্যক্‌ প্রশংসা যিনি সেই মাসকে অপসারিত করিয়া এই মাসকে উপস্থিত করিয়াছেন।"—আবুদা।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যাহার অধিকতর মনোদুঃখ হয় সে যেন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমার দাস ও তোমার দাসের পুত্র এবং তোমার দাসীর পুত্র,আমি তোমার করমুষ্টির মধ্যে আছি, আমার মস্তক তোমার হস্তে রহিয়াছে, তুমি (আমার সম্বন্ধে) নিজ আজ্ঞা প্রচারক, তোমার আজ্ঞায় ন্যায়াচার হয়। আমি তোমার নিকটে প্রত্যেক নাম যোগে যাহা তোমার জন্য তোমার প্রকৃতিগত নামকরণ হইয়াছে, বা তুমি যাহা স্বীয় গ্রন্থে অবতারণ করিয়াছ, কিংবা তুমি আপনার নিকটে আবরণের ভিতরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছ, অথবা তোমার সৃষ্ট কাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছ, তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কোরাণকে আমার হৃদয়ের বসন্ত করিয়া দাও, এবং আমার দুঃখ ও আমার শোকের নিবারক কর।' এমন কেন কিঙ্কর ইহা বলে নাই যে, পরমেশ্বর কখনও তাহা হইতে দুঃখ দূর করেন নাই, এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রফুল্লতা প্রদান করেন নাই।"—রজিন।

জাবেরের উক্তি ;—আমরা যখন উচ্চ ভূমিতে উঠিতাম, তখন তক্‌বির বলিতাম, এবং যখন নিম্নে অবতরণ করিতাম তস্‌বিহ উচ্চারণ করিতাম।—বো।

আনসের উক্তি ;—কোন বিষয় যখন হজরতকে ব্যথিত করিত তখন তিনি

* ইনি একজন মহাজ্ঞানী অনুগামী দিগের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। অধিকাংশ হদিস ইনি আনস হইতে শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

বলিতেন, "হে জীবন্ত, হে নিত্য, আমি তোমার দয়ার জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছি।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন, ইহা সংরক্ষিত হয় নাই।]

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—খন্দকের সংগ্রামের দিনে আমরা বলিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, এমন কিছু আছে কি যাহা আমরা উচ্চারণ করিব? প্রকৃত পক্ষে আমাদের হৃৎপিণ্ড কণ্ঠাগত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা বল, হে পরমেশ্বর তুমি আমাদের অপরাধ সকল ঢাকিয়া ফেল ও আমাদের ভয়াবস্থায় তুমি অভয় দান কর।" পরে পরমেশ্বর তাঁহার শত্রুকুলের গণ্ডদেশ ঝটিকা দ্বারা আহত করিলেন" এবং বাত্যাযোগে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন।—আহ।

বোরয়দার উক্তি ;—হজরত যখন বিপণীতে প্রবেশ করিতেন তখন বলিতেন, "বেস্‌মাল্লা, হে পরমেশ্বর, আমি এই বিপণীর কল্যাণ ও ইহার মধ্যে যাহা কিছু কল্যাণ আছে তাহা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, এবং ইহার অকল্যাণ হইতে ও ইহার ভিতরে যাহা কিছু অকল্যাণ আছে তাহা হইতে রক্ষার জন্য তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে ঈশ্বর, আমি তাহাতে ক্রয় বিক্রয়ে যে আক্ষেপ পূর্ণ হাততালি প্রাপ্ত হইব তাহা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"—দওয়াতোল্ কবির গ্রন্থে বয়হকী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয় প্রার্থনা।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "আমরা বিপদের কাঠিন্য হইতে, সঙ্কট প্রাপ্তি হইতে ও অশুভ বিধি হইতে এবং অকল্যাণে অরাতিকুলের আনন্দ প্রকাশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"—উভয়।

আনসের উক্তি ;—হজরত এরূপ বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি শোক, দুঃখ, দুর্ব্বলতা, নিশ্চেষ্টতা ও কাপুরুষতা এবং কার্পণ্য ও ঋণের গুরুভার এবং লোকের আক্রমণ হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—উভয়।

আয়শা দেবীর উক্তি ;—হজরত বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে জরা বার্দ্ধক্য ও অর্থদণ্ড (জরিমাণা) এবং অপরাধ হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে পরমেশ্বর, আমি নরকদণ্ড ও নরকের গোলযোগ (নরকদণ্ডের কারণ) হইতে এবং কবর দণ্ড ও কবরের গোলযোগ (কবরদণ্ডের কারণ) হইতে এবং ধনীর বৈকল্য-জনিত অকল্যাণ ও নির্দ্ধনের বৈকল্যজনিত অকল্যাণ হইতে এবং মসিহ দজ্জালের

বৈকল্য জনিত অকল্যাণ হইতে * তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে পরমেশ্বর, তুমি আমার পাপপুঞ্জ হিমশিলা ও শীতল জলে ধৌত কর, যেমন শুভ্র বস্ত্রকে মালিন্য হইতে শুদ্ধ করা হয় তদ্রূপ তুমি আমার অন্তঃকরণকে শুদ্ধ কর। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যেরূপ দূরতা আমার ও আমার পাপের মধ্যে সেরূপ দূরতা বিধান কর।"—উভয়।

আরকমের পুত্র জয়দেবের উক্তি ;—হজরত বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি দুর্ব্বলতা, নিশ্চেষ্টতা ও কাপুরুষতা, কৃপণতা, ও বার্দ্ধক্য এবং কবর দণ্ড হইতে তোমার নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে পরমেশ্বর, তুমি আমার জীবনে বিষয়নিবৃত্তি বিধান কর, এবং তাহাকে শুদ্ধ কর। তুমি তাহার শুদ্ধতাবিধায়কদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি তাহার বন্ধু ও তাহার প্রভু। হে পরমেশ্বর, যাহা হিতসাধন করে না, এমন জ্ঞান হইতে, যাহা বিনম্র নয় এমন হৃদয় হইতে, যাহা (সংসারে) পরিতৃপ্ত নয় এমন জীবন হইত, যাহা গৃহীত হয় না এরূপ প্রার্থনা হইতে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—মো।

ওমর ফারুকের পুত্র আবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষের প্রার্থনার অন্তর্গত এরূপ ছিল, "হে ঈশ্বর, তোমার প্রদত্ত সম্পদের হানি হইতে ও তোমার প্রদত্ত শান্তির পরিবর্ত্তন হইতে এবং তোমার আকস্মিক ক্রোধ প্রকাশ হইতে এবং তোমার সমুদায় অপ্রসন্নতা হইতে রক্ষার জন্য তোমার নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—মো।

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি যাহা করিয়াছি তাহার অকল্যাণ হইতে এবং যাহা করি নাই তাহার অকল্যাণ হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "হে ঈশ্বর, আমি তোমার অনুগত হইয়াছি, তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তোমার প্রতি নির্ভর করিয়াছি এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছি ; অপিচ তোমার সাহায্যেই সংগ্রাম করিয়াছি। হে পরমেশ্বর, আমি তোমার প্রভাবের শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই, তুমি আমাকে বিপথগামী করিবে না। তুমি সেই জীবন্ত যাহার মৃত্যু নাই। দানব মানব মৃত্যুগ্রস্ত হয়।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিতেন "হে ঈশ্বর, আমি চারিটি বিষয় হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। যে বিদ্যা উপকারজনক নহে, যে হৃদয় বিনম্র নহে,

---

* মসিহ দজ্জালের বিবরণ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, পরে কেয়ামতের লক্ষণাবলীর মধ্যে তাহা বিবৃত হইবে।

যে জীবন (সংসারে) পরিতৃপ্ত নহে, এবং যে প্রার্থনা শ্রুত হয় না।"—আহ, আবুদা, এবনমা।

[তরমোজী এই হদিসকে অবদোল্লা এবন ওমর ও নেসারী হইতে বিবৃত করিয়াছেন।]

ওমর ফারুকের উক্তি ;—হজরত এই পাঁচটি বিষয় হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন, কাপুরুষতা, কৃপণতা, জীবনের দুরবস্থা, অন্তরের উচ্ছৃঙ্খলভাব এবং কবরের দণ্ড।—আবুদা, নেসা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি (ধৈর্য্যহীন) দরিদ্রতা, (সঞ্চয়ের) অল্পতা ও দুর্গতি হইতে তোমার শরণাগত হইতেছি, এবং অত্যাচার করা ও অত্যাচরিত হওয়া হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।"—আবুদা, নেসা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি শত্রুতা, কপটতা ও কুস্বভাব হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।"—আবুদা, নেসা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি ক্ষুধা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, কেন না উহা কুসঙ্গী, আমি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক পরস্বাপহরণ (খেয়ানত) হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু উহা মন্দভাব।"—আবুদা, এবনমা, নেসায়ী।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি ধবলকুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, ও উন্মাদরোগ এবং সমুদায় কুৎসিত রোগ হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—আবুদা, নেসা।

মালেকের পুত্র কোৎবার উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি কুস্বভাব, কুক্রিয়া ও কুকামনা হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।"—তর।

শকলের পুত্র হোময়দের পৌত্র শোতয়রের উক্তি † ;—আমি বলিয়াছিলাম, হে ঐশ্বরিক সংবাদবাহক, আমাকে এমন তাবিজ (আশ্রয়গ্রহণমন্ত্র) শিক্ষা দিন যাহা দ্বারা আমি আশ্রয় গ্রহণ করিব। তিনি বলিয়াছিলেন, "বল, হে পরমেশ্বর, আমি আপন শ্রুতির অকল্যাণ হইতে ও আপন দৃষ্টির অকল্যাণ হইতে এবং আপন রসনার অকল্যাণ হইতে ও আপন হৃদয়ের অকল্যাণ হইতে এবং আপন শুক্রক্ষরণের অকল্যাণ হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—আবুদা, তর, নেসা।

আবু ইয়সরের উক্তি ‡ ;—প্রেরিতপুরুষ এরূপ প্রার্থনা করিতেন, "হে ঈশ্বর, প্রাচীরের নিম্নে পতনজনিত মৃত্যু হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি,

---

* ইনি হজরতের এক জন কুফানিবাসী সহচর ছিলেন।

† ইনি এক জন কুফানগরবাসী অনুগামী ছিলেন; ইঁহার পিতা হজরতের সহচর ছিলেন।

‡ ইনি আন্‌সারদলভুক্ত প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। ওক্‌বা ও বদরের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

উচ্চ স্থান হইতে পতনজনিত মৃত্যু হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থী হইতেছি, এবং জলমগ্ন ও অনলে দগ্ধ হওয়া হইতে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, অতি বার্দ্ধক্য হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, মৃত্যুসময়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তোমার পথে (ধর্ম্মযুদ্ধে) পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার পর মৃত্যু হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, সর্প বৃশ্চিকাদিদংশনজন্য মৃত্যু হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"—আবুদা, নেসা।

[নেসায়ীর বিবৃতিতে অতিরিক্ত "শোক হইতে" আছে।]

মোওয়াজের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "অসদ্বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে এমন লোভ হইতে তোমরা ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিও।"—আহ্, দওয়াতোল্ কবিরে বয়হকি।

আয়শার উক্তি ,—প্রেরিতপুরুষ চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "আয়শা, ইহার অপকারিতা হইতে তুমি ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা কর, যখন সে আচ্ছাদিত হয় তখন তিমিরাবৃত হইয়া থাকে *।"—তর।

হোসয়নের পুত্র এম্রাণের উক্তি † ;—আমার পিতাকে হজরত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "হে হোসয়ন, এক্ষণ তুমি কত গুলি ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাক ?" আমার পিতা বলিয়াছিলেন,"সাতটির,ছয়টি ভূলোকে একটি সর্গলোকে আছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি নিজের আশা ও ভয়ের স্থলে গণনা কর।" তিনি (পিতা) বলিলেন, "যিনি স্বর্গলোকে স্থিতি করেন তাঁহাকে।" তিনি (হজরত) বলিলেন, "হে হোসয়ন, তুমি এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আমি তোমাকে এমন দুইটি বাক্য শিক্ষা দিতাম যে তাহা তোমার ফলোপদায়ক হইত।" পরে যখন হোসয়ন এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, যে বিষয়ে আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন আমাকে সেই দুই বাক্য শিক্ষা দিন।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "বল, হে ঈশ্বর, আমার সৎপথগমনবিষয়ে তুমি আমাকে অনুপ্রাণিত কর, এবং আমার প্রবৃত্তির অপকারিতা হইতে তুমি আমাকে আশ্রয় দান কর।"—তর।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে ও তাঁহার পিতা তাঁহার পিতামহ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন ;—হজরত বলিয়াছিলেন, "তোমাদের কেহ স্বপ্নে ভয় পাইলে সে যেন বলে, আমি তাঁহার (ঈশ্বরের) ক্রোধ হইতে, তাঁহার শাস্তিদান হইতে ও তাঁহার দাসগণজনিত অপকারিতা হইতে এবং শয়তানদিগের কুমন্ত্রণা হইতে ও তাহাদের

---

* সূর্য্য গ্রহণের সময় হজরত ভীত হইয়াছিলেন। চন্দ্রগ্রহণেও বিপদ্ ঘটনার আশঙ্কা আছে। তজ্জন্য এরূপ বলা হইয়াছে, চন্দ্রের তিমিরাবৃত হওয়া চন্দ্রের গ্রহণ হওয়া কিংবা তাহার অস্ত গমন বুঝায়।

† ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, ইঁহার পিতাও সহচর ছিলেন।

সাক্ষাৎকার হইতে ঐশ্বরিক পূর্ণ বাক্যাবলীর (কোরাণের)আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। বস্তুতঃ তাহাতে তাহারা (শয়তানগণ) তাহার এই বাক্যের বক্তার) অপকার করে না। ওমরের পুত্র অবদোল্লা (শেয়েবের পিতামহ) নিজের বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকে ইহা শিক্ষাদান করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তিনি কাগজখণ্ডে তাহা লিখিয়াছেন, তৎপর তাহার গলদেশে সংলগ্ন করিয়াছেন * ।—আবুদা, তর।

[ইহা তরমোজীর বাক্য, আবু দাউদের অনুরূপ বাক্য।]

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে তিন বার এইরূপে প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর, আমাকে তুমি স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাও। স্বর্গোদ্যান বলে; হে ঈশ্বর, ইহাকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া এস। যে ব্যক্তি নরকানল হইতে রক্ষা পাইবার প্রার্থী হইয়া তিনবার বলে, হে ঈশ্বর, আমাকে নরকানল হইতে রক্ষা কর, নরকানল বলে, হে ঈশ্বর, ইহাকে নরকানল হইতে মুক্তি দান কর।"—তর, নেসা।

তৃতীয় অধ্যায়।

কাকার উক্তি † ;—কাবোল্ আহবার ‡ বলিয়াছেন, "যদি আমি কয়েকটি বাক্য না বলিতাম তবে নিশ্চয় ইহুদিগণ আমাকে গর্দ্দভ করিয়া তুলিত। তাহাতেই আমি সেই মহান্ ঈশ্বরের স্বরূপের যোগে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু নাই ও ঐশ্বরিক পূর্ণ বাক্যাবলীর যোগে যাহাকে সাধু ও অসাধু কেহই অতিক্রম করে না, এবং ঈশ্বরের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নামাবলীর যোগে তাহার যাহা জ্ঞাত আছি, ও যাহা জ্ঞাত নহি, সেই সকল বস্তুর অনিষ্টকারিতা হইতে যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে, ও বিক্ষিপ্ত করা গিয়াছে, এবং আবরণ হইতে প্রমুক্ত করা হইয়াছে, আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।"—মানে।

আবু বক্‌রতের পুত্র মোস্‌লেমের উক্তি § ;—আমার পিতা নমাজের অন্তে বলিতেন, "হে ঈশ্বর, আমি ধর্ম্মদ্রোহিতা (কোফর) দৈন্য ও কবরদণ্ড হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" পরে আমিও তাহা বলিয়াছি। পরশেষে তিনি

---

* তাবিজ লিখিয়া গলদেশ ধারণ করা অনেক পণ্ডিতের মতে নিষিদ্ধ। তবে ঈশ্বরের নাম বা কোরাণ লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে দোষ নাই।

† ইনি এক জন অনুগামী ছিলেন।

‡ ইনি ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও হজরতের অনুগামী ছিলেন। কাব হজরতের সমকালীন লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করেন নাই। ইনি ওমরফারুকের নেতৃত্বকালে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

§ ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "হে আমার পুত্র," 'তুমি কাহা হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছ?" আমি বলিয়াছিলাম, তোমা হইতে। তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ নমাজের অন্তে ইহা বলিতেন।"—নেসা, তর।

[কিন্তু তরমোজী "নমাজের অন্তে এই কথার উল্লেখ করেন নাই। আহমদ হদিসের বাক্য পিতা ও পুত্রের উল্লেখ ব্যতীত ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার নিকটে প্রত্যেক নমাজের পরে সেই কথাটী আছে।]

আবু সয়িদের উক্তি ;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "আমি ধর্ম্ম-দ্রোহিতা ও ঋণ হইতে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" পরে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, আপনি কি ঋণের সঙ্গে ধর্ম্ম-দ্রোহিতায় সমতা বিধান করেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" অন্য বিবৃতিতে ;—"হে ঈশ্বর, আমি ধর্ম্মদ্রোহিতা ও দরিদ্রতা হইতে তোমায় শরণাপন্ন হইতেছি।" এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, আপনি কি এ দুইকে তুল্য করিতেছেন? তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ *।"—নেসা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রার্থনাসংগ্রহ।

প্রথম অধ্যায়।

আবুমুসা আশরীর উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এইরূপ প্রার্থনাবাক্যে প্রার্থনা করিতেন,"হে ঈশ্বর, তুমি আমার ভ্রম ত্রুটি, আমার অজ্ঞানতা ও আমার কার্য্যে আমার ব্যয়াতিশয্য এবং তুমি যাহা আমা অপেক্ষা ভাল জান তাহা আমার জন্য ক্ষমা কর। হে ঈশ্বর, আমার অন্যায় চেষ্টা, অনর্থ বাক্য ও অজ্ঞানকৃত ও জ্ঞানকৃত ত্রুটি এবং এইরূপ যাহা আমাতে আছে তুমি আমার জন্য ক্ষমা কর। হে ঈশ্বর, আমি যাহা (যে পাপ) পূর্ব্বে করিয়াছি ও যাহা পরে করিয়াছি, এবং যাহা গোপনে ও যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি, অপিচ যাহা (যে পাপ) তুমি আমা অপেক্ষা উত্তম জান, আমার জন্য তাহা ক্ষমা কর। তুমিই অগ্রসরকারী, তুমিই দূরবর্ত্তীকারী † তুমি সর্ব্ব বিষয়ে শক্তি শালী।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিতেন, "হে ঈশ্বর, যাহাকে আমি

---

* অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত হইলে মানুষ অসত্য বলে ও অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে, এরূপ ব্যবহার কোফরের (ধর্ম্মদ্রোহিতার) তুল্য। দারিদ্র্যাবস্থায়ও মানুষ ধৈর্য্যহীন হয় ও অপলাপ করে, তাহাও ধর্ম্মদ্রোহিতার তুল্য পাপ।

† অর্থাৎ তুমি দয়া করিয়া কাহাকে নিজের সান্নিধ্যবর্ত্তী করিয়া থাক, কাহাকে বা শিক্ষা ও শান্তিদানের জন্য দূরে রাখ।

আমার কার্য্যের আশ্রয় করিয়া আছি, তুমি আমার জন্য সেই ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখ। হে পরমেশ্বর, যাহাতে আমার জীবনোপায় তুমি আমার সেই সংসারকে আমার জন্য বিশুদ্ধ রাখ, যাহাতে আমার পরাবৃত্তি আমার জন্য আমার সেই পরলোককে বিশুদ্ধ রাখ, প্রত্যেক মঙ্গল কার্য্যে তুমি আমার জীবনকে বর্দ্ধিত কর, প্রত্যেক অমঙ্গল কার্য্য হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া আমার মৃত্যুকে শান্তিযুক্ত কর।"—মো।

মসউদের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে সত্যালোক, নিবৃত্তি ও পবিত্রতা এবং চরিতার্থতা প্রার্থনা করি।"—মো।

আলি মোর্ত্তজার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছিলেন, "তুমি বল, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর, আমাকে ঠিক ভাবে রাখ। তোমার সরল পথে গমনকে তুমি সৎপথাশ্রয় মনে করিও, ঠিক ভাবে রক্ষা লক্ষ্যভেদকারী বাণের ন্যায় সোজা রাখা।"—মো।

আবু মালেক আশজি স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন ;—যখন কোন ব্যক্তি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিত তখন প্রেরিতপুরুষ তাহাকে নমাজ শিক্ষা দিতেন, তৎপর তাহাকে ঈদৃশ বাক্যে প্রার্থনা করিতে আদেশ করিতেন, "হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর ও আমাকে সত্য পথ প্রদর্শন কর, এবং আমাকে সুখী কর ও আমাকে জীবিকা দান কর।"—মো।

অনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষের অধিকাংশ প্রার্থনা এরূপ ছিল, "হে ঈশ্বর, তুমি ইহলোকে আমাদিগকে সৌন্দর্য্য ও পরলোকে সৌন্দর্য্য দান কর, এবং আমাদিগকে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা কর।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এরূপ প্রার্থনা করিতেন, বলিতেন, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সাহায্য দান কর, এবং আমার উপর শত্রুকে (শয়তান কিংবা সংসার অথবা কুপ্রবৃত্তিকে) সাহায্য দান করিও না, তুমি আমাকে বিজয়ী কর, এবং আমার উপর বিজয় দান করিও না ;' এবং আমার জন্য কৌশল কর ও আমার প্রতি কৌশল করিও না, আমাকে সরল পথ প্রদর্শন কর ও সরল পথে চলা আমার জন্য সহজ কর, আমার প্রতি যে জন বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমাকে জয়যুক্ত কর হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, তোমার গুণানুবাদকারী ও তোমার দণ্ডভয়ে ভীত কর ; তোমার অনুগত এবং তোমার সম্বন্ধে বিনীত কর, এবং তোমার প্রতি আর্ত্তনাদ সহ প্রত্যাবর্ত্তনকারী কর, আমার পাপ ধৌত কর।' হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার তওবা (পুনর্গমন) গ্রহণ কর, এবং আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য কর, আমার প্রমাণ সাব্যস্ত কর, আমার রসনাকে প্রকৃতিস্থ রাখ, এবং আমার অন্তঃকরণকে সত্যপথ প্রদর্শন কর ও আমার মানসিক কালিমা আকর্ষণ কর।"—তর, আবুদা, এব্‌ন, মা।

আবু বেকর সদ্দিকের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ মেম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তৎপর ক্রন্দন করিয়াছিলেন, পরে বলিয়াছিলেন, "তোমরা ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা ও শান্তি প্রার্থনা কর। যেহেতু বিশ্বাসলাভের পর কাহাকেও শান্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদত্ত হয় নাই।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

আনসের উক্তি ,—এক ব্যক্তি হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, কোন্ প্রার্থনা শ্রেষ্ঠ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকটে শান্তি ও ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল প্রার্থনা কর।" তদনন্তর দ্বিতীয় দিবসে সে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, কোন্ প্রার্থনা শ্রেষ্ঠ?" তিনি তাহাকে সেইরূপ বলিয়াছিলেন। তৎপর তৃতীয় দিবস সে তাঁহার নিকটে আসিয়া তদনুরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "অনন্তর যখন তোমাকে শান্তি এবং ঐহিক ও পারত্রিক কুশল প্রদত্ত হইবে তখন তুমি নিশ্চয় মুক্ত হইবে।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজী বলিয়াছেন, আস্‌নাদানুসারে এই হদিস হসন গরিব।]

এজিদ খেতমীর পুত্র অযদোল্লার উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ নিজের প্রার্থনাতে বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, তোমাকে প্রেম করা ও যাহাকে প্রেম করিলে তোমার নিকটে আমার পুরস্কার হইবে তাহাকে প্রেম করা আমার জীবিকা করিয়া দাও। হে পরমেশ্বর, আমাকে জীবিকারূপে তুমি ভাল বাসিয়া যাহা দান করিয়াছ তাহা তোমার ভাল বাসার কার্য্যে ব্যবহার করিতে আমাকে শক্তি দান কর। হে পরমেশ্বর, আমি যে বস্তু ভাল বাসিতাম তুমি যে তাহা আমা হইতে প্রত্যাহার করিয়াছ, তুমি যাহা (যে সাধন ভজনাদি) ভাল বাস আমার জন্য তাঁহার প্রসার কর।"—তর।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ আপন সহচর দিগের জন্য এই প্রার্থনা সকল না করা পর্য্যন্ত প্রায়ই সভা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন না ; "হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের প্রতি আত্মসম্বন্ধীয় সেই ভীতি বিধান কর—তোমার প্রতি অপরাধ করা ও আমাদের মধ্যে যাহা দ্বারা তুমি আবৃত হইবে তৎসম্বন্ধে, এবং আমাদিগকে তোমার প্রতি সেই আনুগত্য বিধান কর যাহা দ্বারা তুমি আমাদিগকে আপন স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবে ; অপিচ তুমি আমাদিগকে সেই বিশ্বাস দান কর যাহা দ্বারা তুমি আমাদের পক্ষে সাংসারিক বিপৎ সহজ করিবে ; এবং আমাদের শ্রুতি ও আমাদের দৃষ্টি এবং আমাদের শক্তিকে তুমি সফল কর ও আমাদের উত্তরাধিকারী দিগের প্রতি তাহা বিধান কর। অপিচ যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের উপরে

* খেতমা বংশের সঙ্গে ইহাঁর সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইহাঁকে খেতমী বলা হইত। ইনি হজরতের সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক সহচর ছিলেন, হোদয় বিয়ার ব্যাপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রতিশোধ লইতে দাও, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে তাহাদের উপর আমাদিগকে জয়যুক্ত কর, আমাদের ধর্ম্মবিষয়ে আমাদের পক্ষে সঙ্কট সঙ্ঘটন করিও না, আমাদের দুঃখ ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের বিষয়ে তুমি সংসারকে শ্রেষ্ঠ করিও না, যাহারা আমাদিগকে দয়া করে না, আমাদের উপর তাহাদিগকে পরাক্রান্ত হইতে দিও না।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিতেন, "হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ তদ্দ্বারা আমাকে লাভমান কর ও আমায় তাহা শিক্ষা দাও, যাহা আমাকে লাভযুক্ত করিবে, এবং জ্ঞানেতে আমাকে বর্দ্ধিত কর। সকল অবস্থায় ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা। নরকানলবাসীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি।"—তর, এব্‌নমা।

[তরমোজী এই হদিসকে আস্‌নাদানুসারে গরিব বলিয়াছেন।]

ওমর ফারুকের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষের প্রতি যখন প্রত্যাদেশের অবতরণ হইত তখন তাঁহার মুখমণ্ডলের দিকে মধুমক্ষিকার শব্দের ন্যায় শব্দ শুনা যাইত। পরে এক দিবস তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ অবতারিত হইলে আমরা কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিয়াছিলাম। অবশেষে তাঁহা হইতে তাহা নিবৃত্তি হইলে তিনি কেব্‌লাভিমুখীন হইলেন, এবং নিজের হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "হে পরমেশ্বর, আমাদের সম্বন্ধে অধিক কর, ন্যূন করিও না ও আমাদিগকে সমুন্নত কর, অবনত করিও না ; আমাদিগকে জয়যুক্ত কর, পরাজিত করিও না ; আমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখ, এবং আমাদিগের পক্ষে তুমি সন্তুষ্ট হও।" তদনন্তর বলিলেন, "আমার প্রতি দশটি আয়ত অবতারিত হইয়াছে, যাহারা তাহা অবলম্বন করিবে তাহারা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবে।" তৎপর কদ্ আফ্‌লহোল্ মুমেনুন অবধি দশম আয়তের সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাড়লেন।—আহ, তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

হোনয়ফের পুত্র ওস্‌মানের উক্তি *,—এক জন অন্ধ হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, "আপনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন।" তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর প্রার্থনা করিতেছি, এবং ইচ্ছা হইলে ধৈর্য্য ধারণ কর। কিন্তু ধৈর্য্যধারণ করা তোমার পক্ষে

* ইনি আন্‌সার দলভুক্ত এক জন সহচর ছিলেন, কুফাবাসীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

মঙ্গল।" সে বলিল, "আপনি তাঁহার নিকটে প্রার্থনাই করুন।" অনন্তর তিনি তাহাকে উত্তমরূপে অজু করিতে আদেশ করিলেন, এবং এই প্রার্থনাবাক্যে প্রার্থনা করিতে বলিলেন; "হে পরমেশ্বর, নিশ্চয় আমি তোমার সংবাদবাহক দয়ার সংবাদ-বাহক (নবিয়োর্‌রহমত) মোহম্মদের যোগে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, এবং তোমার অভিমুখীন হইতেছি। নিতান্তই আমি তোমার যোগে হে প্রেরিত পুরুষ, স্বীয় প্রতিপালকের অভিমুখে উন্মুখীন হইয়াছি,যেন তিনি আমার সম্বন্ধে আমার এই প্রয়োজনসিদ্ধিবিধান করেন। হে পরমেশ্বর, তুমি আমার সম্বন্ধে তাঁহার শফায়ত গ্রহণ কর।"—তর।

[• তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ্ গরিব বলিয়াছেন।]

আবু দরদার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ইহা দাউদের প্রার্থনার অন্তর্গত; —'হে ঈশ্বর, নিশ্চয় তোমার প্রতি প্রেম ও যে ব্যক্তি তোমাকে প্রেম করে তাহার প্রতি প্রেম এবং সেই কার্য্য যাহা আমাকে তোমার প্রেমে উপস্থিত করিবে আমি তাহা তোমার নিকটে ভিক্ষা করিতেছি। হে ঈশ্বর, আমার নিজের প্রতি, আমার ধন সম্পত্তি ও পরিজনের প্রতি এবং শীতল জলের প্রতি প্রেম অপেক্ষা তোমার প্রতি আমার প্রেম অধিকতর কর।" প্রেরিতপুরুষ যখন দাউদের কথা কহিতেন ও তাঁহার প্রসঙ্গ করিতেন তখন বলিতেন, "তিনি মানবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন।"—তর।

সায়েবের পুত্র আতা স্বীয় পিতা হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়াছেন *;—ইয়াসরের পুত্র এমার আমাদের সঙ্গে নমাজ পড়িতেছিলেন, (এমামের কার্য্য করিতেছিলেন,) তখন তাহাতে তিনি সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। মণ্ডলীর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন, "সত্য সত্যই তুমি সংক্ষেপ করিয়াছ ও নমাজ খর্ব্ব করিয়াছ।" তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ওহে আমার সম্বন্ধে ইহা ক্ষতিজনক নহে। সত্য সত্য আমি তাহাতে সেই রূপ প্রার্থনাবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছি, হজরত হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম।" পরে যখন তিনি (এমার) দণ্ডায়মান হইলেন তখন দলের এক ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিল। তিনি আমার পিতা ছিলেন। তিনি নিজের বিষয় অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন বৈ নহে। তদনন্তর তিনি (আমার পিতা) তাঁহাকে প্রার্থনাবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার পরে আসিয়া তদ্বিষয় মণ্ডলীকে জানাইয়াছিলেন। (সেই প্রার্থনা এই), "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিগূঢ় জ্ঞান ও জীবের সম্বন্ধে যে তোমার শক্তি তদুপরি নির্ভর করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে তুমি সে পর্য্যন্ত জীবিত রাখ যে পর্য্যন্ত আমার সম্বন্ধে কল্যাণজনক বলিয়া জান, এবং আমাকে তখন তুমি মৃত্যুগ্রস্ত করিও যখন মৃত্যু আমার সম্বন্ধে তুমি কল্যাণকর বলিয়া বোধ করিবে। হে পরমেশ্বর,

* ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী, ইঁহার পিতা সায়েব সহচর ছিলেন।

প্রকাশ্যে ও গোপনে আমি তোমার সম্বন্ধে ভীতি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি; সন্তোষ ও ক্রোধের অবস্থায় আমি সত্য বাক্য তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, ধনবত্তা ও নির্দ্ধনতার অবস্থায় আমি তোমার নিকটে মিতাচার প্রার্থনা করিতেছি; যাহার শেষ হয় না আমি সেই সম্পদ তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি; যাহা বিচ্ছিন্ন হইবে না এরূপ নয়নরঞ্জন (বংশধর সন্তান) আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি; বিধি সঙ্ঘটনের পর সন্তুষ্টি আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি; মৃত্যুর পর জীবনধারণের শীতলতা (শান্তি) আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি;—তোমার মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টির তৃপ্তি, এবং ক্ষতিজনক দুঃখের অবস্থা ও পথভ্রান্তিকর পরীক্ষা ব্যতীত আমি তোমার সঙ্গে সম্মিলন (মৃত্যু) তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি; হে ঈশ্বর, আমাদিগকে বিশ্বাসসজ্জায় সজ্জিত কর, এবং আমাদিগকে সরলপথগামীদিগের পথ প্রদর্শন কর।"—নেসা।

ওম্ম সোলমার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ উষাকালীন (ফজরের) নমাজের অন্তে বলিতেন, "হে ঈশ্বর, আমি তোমার নিকটে হিতজনক জ্ঞান ও গৃহীত হইবার যোগ্য অনুষ্ঠান এবং বিশুদ্ধ জীবিকা প্রার্থনা করি।"—আহ, এব্‌নমা এবং দওয়াতোল্ কবিরে বয়হকী।

আবু হোরয়রার উক্তি;—আমি এক প্রার্থনা হজরত হইতে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করি না। উহা এই;—"হে ঈশ্বর, আমাকে তুমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতাদানবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও তোমার অধিকতর প্রসঙ্গকারী কর, আমি তোমার উপদেশ অনুসরণ করিব, এবং আমি তোমার বিশেষ উপদেশ (ওসিয়ত) পালন করিব।"—তর।

ওমরের পুত্র অবদোলার উক্তি;—হজরত বলিতেন, "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে সুস্থতা, শুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততা এবং সুস্বভাব ও বিধিদির্দ্ধারণের আনুগত্য প্রার্থনা করিতেছি।"—

ওম্ম মাবদের উক্তি *;—প্রেরিতপুরুষকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "হে ঈশ্বর, তুমি আমার অন্তরকে ঈর্ষ্যা হইতে, আমার কার্য্যকে কপটতা হইতে ও আমার রসনাকে অসত্য বাণী হইতে এবং আমার চক্ষুকে অসাধুতা হইতে মুক্ত কর। নিশ্চয় তুমি নয়নের অসাধুতা ও আন্তরিক গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত আছ।"—

[উভয় হদিস দওতোল্ কবিরে বয়হকি কর্ত্তৃক বিবৃত।]

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ প্রকৃত পক্ষে জরাদুর্ব্বল হইয়াছে এমন একজন

---

* ওম্ম মাবদ নামে পরিচিত দুইটি স্ত্রীলোক ছিলেন। দুই জনই হজরতের সঙ্গিনী ছিলেন। একজন হজরতের গৃহবাসে ও প্রবাসে সঙ্গে থাকিতেন। দ্বিতীয় ওম্ম মাবদ, মালেকের পৌত্রী কাবের কন্যা। এস্থলে সম্ভবতঃ কাবের কন্যা ওম্ম মাবদ।

মোসলমান পুরুষের সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন, সে কুকুটশাবকসদৃশ হইয়াছিল। হজরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি কোন বিষয়ে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাক?" অথবা (হদিসবক্তার সংশয়াত্মক) "তাঁহার নিকটে চাহিয়া থাক?" সে বলিল, "হাঁ, আমি বলিয়া থাকি, হে ঈশ্বর, পরলোকে তুমি আমার যে বিষয়ের শাস্তিদাতা হইবে তাহা আমার জন্য ইহলোকে বিধান কর।" তখন হজরত বলিলেন, "সবহানাল্লা তাহা (সেই শাস্তি) বহনে তোমার সাধ্য নাই, তুমি তাহা বহন করিতে পারিবে না। তুমি কেন বল না, 'হে ঈশ্বর, তুমি ইহলোকে আমাকে কল্যাণ ও পরলোকে কল্যাণ দান কর, এবং নরক দণ্ড হইতে আমাকে রক্ষা কর।'" (আনস) বলিয়াছেন, পরে সে ঈশ্বরের নিকটে তদনুসারে প্রার্থনা করিয়াছে, তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন।"—মো।

হোজয়ফার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "বিশ্বাসী পুরুষের পক্ষে সমুচিত নহে যে, সে স্বীয় জীবনকে নীচ করিয়া তোলে।" পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপন জীবনকে কেমন করিয়া নীচ করা হয়?" "তিনি বলিয়াছিলেন" এমন কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়া যাহা সাধ্যাতীত।"—তর, এবনমা, বয়হকি।

ওমর ফারুকের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, "বল, পরমেশ্বর, আমার বাহির অপেক্ষা অন্তরকে উত্তম কর, এবং আমার বাহিরকে ভাল কর। হে ঈশ্বর, তুমি যে সকল মানবকে বিপথগামী নহে ও বিপথে পরিচালক নহে এমন পরিজন, সম্পত্তি ও সন্তান প্রদান করিয়া থাক আমি তোমার নিকটে সেই উত্তম বিষয় প্রার্থনা করিতেছি।"—তর।

মনাসক প্রকরণ *।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, "হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের সম্বন্ধে হজ্জ কার্য্য বিহিত হইয়াছে। অতএব তোমরা হজ্জ ব্রত পালন কর।" তখন একব্যক্তি বলিয়াছিল, "হে প্রেরিতপুরুষ, প্রতি বৎসরেই কি ?" তাহাতে তিনি সে তৃতীয় বার বলা পর্য্যন্ত নীরব ছিলেন ; পরে বলিলেন, "আমি যদি হাঁ বলিতাম, তোমরা তাহা করিতে অসমর্থ হইতে।" তৎপর বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত আমি তোমাদিগকে না বলি, সে পর্য্যন্ত তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও। তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা তাহাদেব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের সম্বন্ধে তাহাদের বহু প্রশ্ন ও বাদানুবাদের জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহা ভিন্ন নহে। অনন্তর যখন তোমাদিগকে কোন বিষয়ে আমি আদেশ করিব তাহার যত দূর সমর্থ হও করিও ; এবং যে বিষয় নিষেধ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিও।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, "কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরে ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষে বিশ্বাস স্থাপন।" জিজ্ঞাসা করা হইল, "তদনন্তর যাহা তাহা কি ?" তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরোদ্দেশ্যে জেহাদ।" প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "তৎপর যাহা তাহা কি ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "পবিত্র হজ্জব্রত।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে হজ্জব্রত পালন করিয়া অশ্লীলোক্তি ও দুষ্‌ক্রিয়া করে নাই, তাহার মাতা তাহাকে যে দিন প্রসব করিয়াছিল সেই দিনের ন্যায় সে নিষ্পাপরূপে প্রত্যাগত হয়।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "এক ওমরা ব্রত অপর ওমরা ব্রত পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যস্থ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। বিশুদ্ধ হজ্জব্রতের স্বর্গোদ্যান ব্যতীত বিনিময় নাই।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "রমজান মাসে ওমরা ব্রত সম্পাদন নিশ্চয় হজ্জব্রতপালনের তুল্য।"—উভয়।

---

* আরব্য "মন্‌সক" শব্দের অর্থ ধর্ম্মক্রিয়ার ক্ষেত্র বা কোরবাণীভূমি অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ বলিদান-ভূমি। বহুবচনে "মন্‌সক" শব্দ "মনাসক" হয়। হাজ্জীদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও কোরবাণী করিবার স্থান সকল মনাসক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এব্‌ন আব্বাসের (ফজলের) উক্তি ,—রওহাতে কতিপয় আরোহীর সঙ্গে প্রেরিত পুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল *। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত?" তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা মোসলমান।" পরে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি কে?" তিনি বলিয়াছিলেন,"আমি রসুলাল্লাহ।" (ঈশ্বর প্রেরিত।) তখন একটী স্ত্রী এক শিশুসন্তানকে তাঁহার দিকে উত্তোলনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ইহার জন্য কি হজ্ব নির্দ্ধারিত?" তিনি বলিয়াছিলেন,"হাঁ, এবং তোমার জন্য তৎফল নির্দ্দিষ্ট।"—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—খশাম কুলের একটী স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, হজ্বব্রত পালনে ঈশ্বরকিঙ্করগণের প্রতি তাঁহার বিধি। আমার পিতা প্রবল বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত, তিনি বাহনের উপর স্থির হইয়া বসিতে অক্ষম, অনন্তর আমি কি তাঁহার পক্ষে হজ্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিব?" তিনি বলিলেন, "হাঁ করিবে।" তজ্জতোল্ ওদাতে ইহা ঘটিয়াছিল †।—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—এক ব্যক্তি আসিয়া হজরতকে বলিয়াছিল, "হজ্বব্রত-পালনে আমার ভগিনী সঙ্কল্প করিয়াছিল, এবং সে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহার সম্বন্ধে ঋণ থাকিলে তুমি কি পরিশোধ করিবে?" সে বলিল, "হাঁ করিব।" তিনি বলিলেন, তবে তুমি ঐশ্বরিক ঋণ পরিশোধ কর, যেহেতু উহা পরিশোধ সমধিক শ্রেয়ঃ ‡।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ·—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "কোন পুরুষ যেন কোন স্ত্রীর (পরস্ত্রীর) সঙ্গে নির্জ্জনে বাস না করেন, কোন স্ত্রী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত লোকের সমভিব্যাহারে ব্যতীত যেন দেশান্তরে গমন না করেন §।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, অমুক অমুক যুদ্ধযাত্রায় আমার নাম লিখিত হইয়াছে;

---

* রওহা একটি স্থানের নাম, উহা মদিনা হইতে তিন দিনের পথ দূরে।

† এস্থলে অন্যতর কাহিনী আছে। আব্বাসের পুত্র ফজল হজরতের সঙ্গে এক বাহনে আরূঢ় ছিলেন। তখন তাঁহার নবযৌবন ও পরম রূপ লাবণ্য ছিল। সেই নারী ফজলের মুখকান্তি-দর্শনে বিহ্বল হইয়া পড়ে। নারীও মহাসুন্দরী ছিল। খশাম পরিবারের অধিকাংশ যুবতী পরমা সুন্দরী হয়। ফজলও তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। উভয়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে থাকেন। হজরত এই অবস্থা দেখিয়া ফজলের নেত্রদ্বয়ের উপর হস্তার্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে অন্য দিকে আকর্ষণ করেন। ফজল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি স্বীয় পিতৃব্যপুত্রের প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার করিলেন কেন?" হজরত বলিলেন, "মনুষ্যসন্তানের প্রতি শয়তানের প্রবল আক্রমণ, তাহার শিরার ভিতরে সে প্রবেশ করিয়া থাকে।"

‡ এস্থলে ঐশ্বরিক ঋণ পরিশোধ শুভ সংস্কল্পসম্পাদন। ভগিনীর সঙ্কল্পানুসারে ভ্রাতা হজ্বব্রত পালন করিলে তাঁহার সম্বন্ধে ঐশ্বরিক ঋণ পরিশোধ হয়।

§ অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ যাহাদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধাদি নিষিদ্ধ আরব্য ভাষায়

আমার স্ত্রী হজ্জব্রতধারিণী হইয়া বাহির হইয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "যাও স্বীয় পত্নীর সঙ্গে হজ্জব্রত পালন কর।"—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—আমি হজরতের নিকটে জেহাদে (ধর্ম্মযুদ্ধে) যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "হজ্জব্রত তোমাদের পক্ষে জেহাদ।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "কোন স্ত্রীলোক যেন নিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত লোক ব্যতীত দিবা রাত্রিগমনে দেশান্তর গমন না করে।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ মদিনানিবাসীদিগের জন্য জোল্‌ হোলয়ফাকে মিকাত (এহরাম বন্ধনের স্থান) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, * ; এবং শাম দেশ বাসীদিগের নিমিত্ত জেহফা ও নজ্‌দবাসীদের জন্য করণোল্‌মনাজল এবং এয়মনবাসীদিগের ইয়লম্‌লম্‌ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত স্থান সকল উক্ত স্থান নিবাসী দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং যাহারা উক্ত স্থান সকলের নিবাসী নয় তাহারা উক্ত স্থান সকলে উপস্থিত হইলে তাহাদের জন্যও সে সমস্ত হয়। ইহা যাহারা হজ্জ ও ওমরা-ব্রতকামনা করে তাহাদের জন্য। অনন্তর যাহারা উক্ত স্থান সকলের নিবাসী নয়, তাহারা যে স্থাননিবাসী তাহাই তাহাদের ঈদৃশ এহরামবন্ধনস্থান। এত দূর পর্য্যন্ত যে মক্কা বাসিগণ তথা হইতেই এহরাম বন্ধন করিবে।—মো।

আবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "মদিনাবাসীদিগের এহরামের স্থান জোল্‌ হোলয়ফা, এবং অন্যতর পথে (শামদেশের পথে) আসিলে জেহফা ; এরাকবাসী-দিগের এহরাম ভূমি জাতে আর্ক, নজ্‌দনিবাসীদিগের এহরামক্ষেত্র করণ, এয়মন বাসীদিগের এহরামস্থান ইয়লম্‌লম্‌।"—মো।

আনসের উক্তি ;—হজরত চারিটি ওমরা ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহাদের সমুদায়ই জোল্‌ কাদামাসে হইয়াছিল, কেবল তাঁহার হজ্জব্রতের সঙ্গে যাহা সঙ্ঘটিত হয় তাহা নয়। হোদয়বিয়া হইতে ওমরা জোল্‌কাদা মাসে হয়, পর বৎসর দ্বিতীয় ওমরা জোল্‌কাদা মাসে হইয়াছিল। জেণিয়া হইতে (যে স্থানে হোনয়নের লুণ্ঠিত

তাহাদিগকে মহরম বলে। মহরম অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত লোকের সমভিব্যাহারে ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের কোথাও যাওয়া অবৈধ।

* হজ্জব্রত পালনার্থ মক্কায় যাত্রা করিয়া পথে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজ্জী লোকেরা বিশেষ নিয়মে ব্রতধারী হয়। সেইরূপ ব্রতাবলম্বনকে এহরাম বন্ধন বলে। হজ্জব্রতার্থী মদিনানিবাসী দিগের এহরামবন্ধনার্থ জোল্‌হোলয়ফা নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট। মদিনা হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে সেই স্থান। এইরূপ শামদেশনিবাসীদিগের জন্য জেহফা ইত্যাদি। অন্য অনির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে হাজ্জিগণ উপরি উক্ত যে কোন স্থানে উপস্থিত হইবে সেই স্থানেই এহরাম বন্ধন করিতে পারে।

দ্রব্য বিভাগ করা হইয়াছে) তৃতীয় ওমরা হয়, এবং চতুর্থ ওমরা তাঁহার হজ্জব্রতপালনের সঙ্গে হইয়াছিল *।—উত্তর।

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ হজ্জব্রতপালনের পূর্ব্বে দুই বার জেল্‌কাদা মাসে ওমরাব্রত পালন করিয়াছেন †।—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, "হে লোক সকল, "নিশ্চয় পরমেশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে হজ্জ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।" তখন আক্‌রা দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‡ প্রেরিতপুরুষ, প্রতিবৎসরেই কি ?" তিনি বলিলেন, "যদি আমি বলিতাম, হাঁ তাহাই হয়, তবে বিহিত হইত, এবং বিহিত হইলে তোমরা তাহা করিতে না ও করিতে পারিতে না, অতএব একবার মাত্র হজ্জব্রত বিধি।"—আহ, নেসা, দার।

আলির উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এরূপ পথসম্বল ও বাহন প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ঐশ্বরিক নিকেতন (কাবা মন্দির) পর্য্যন্ত তাহাকে পঁহুছাইতে পারে, অথচ হজ্জব্রত পালন করে না, তাহার মৃত্যুতে এবং ইহুদির মৃত্যুতে প্রভেদ নাই। পরমেশ্বর ইহা বলিতেছেন, 'ও লেল্লাহে অলন্নাসে হজ্জোল্‌ বয়তে মন্‌ আস্ততা এলয়হে সবিলন্‌।' অর্থাৎ হজ্জব্রত পালন করা সেই মনুষ্যসম্বন্ধে ঈশ্বরের সত্ব, যে ব্যক্তি তদুদ্দেশ্যে পথ চলিতে সক্ষম।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস গরিব, ইহার মূল আখ্যায়কস্থানে মকাল ও আবদোল্লার পুত্র হেলাল। এই দুই জনের এক জন অজ্ঞাত পুরুষ অপর জন অশক্ত।]

---

* জেরাণিয়া একটি স্থানের নাম, উহা মক্কা নগর হইতে এক দিনের পথ দূরে। হোনয়নে যুদ্ধ জয়ের পর প্রচুর লুণ্ঠিত সামগ্রী হস্তগত হইয়াছিল। জেরাণিয়াতে তাহা বণ্টন করা গিয়াছিল। সে স্থানে হজরত ১৫। ১৬ দিন বাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি নৈশিক নমাজের পর উষ্ট্রারোহণ করিয়া মক্কায় যাইয়া ওমরাব্রত পালন করিয়াছেন, এবং সেই রাত্রিতেই তথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

† সম্ভবতঃ বরায় হোদয়বিয়ার ওমরাব্রতকে গণনা করেন নাই। যেরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় প্রকৃত পক্ষে তথায় ওমরা ব্রত হয় নাই। অতএব হজরত তিনবার মাত্র ওমরাব্রত পালন করিয়াছেন। হজ্জব্রতপালনের পূর্ব্বে দুই বার এবং একবার পরে হয়। ওমরা ও হজ্জব্রতের বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

‡ মক্কাবিজয় হইলে পর ইনি তমিম পরিবারের দৌত্য কার্য্যে যাইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী হজ্জ ও বিবাহ ত্যাগ করিবে না।"—আবুদা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হজ্জ করিতে ইচ্ছা করে সে যেন সত্বর হয়।"—আবুদা, দার।

এব্‌ন মস্‌উদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "হজ্জ এবং ওমরার মধ্যে ক্রমানুসরণ রক্ষা করিও *। যেহেতু তপ্তাযন্ত্র যেমন লৌহ ও রজত এবং কাঞ্চনের মলিনতা দূর করে তদ্রূপ উভয়ে পাপপুঞ্জ ও দারিদ্র্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। পবিত্র হজ্জব্রতের ফল স্বর্গোদ্যান ব্যতীত নহে।"—তর, নেসা।

[আহমদ ও এব্‌নমাজ্জ ওমর ফারুক হইতে লৌহের মলিনতা পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়াছেন।]

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—এক ব্যক্তি প্রেরিতপুরুষের নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, হজ্জসম্বন্ধে কোন্ বস্তু আবশ্যক?" তিনি বলিয়াছিলেন, "পাথেয় ও বাহন।"—তর, এব্‌নমা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—এক ব্যক্তি প্রেরিতপুরুষকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "হজ্জব্রতধারী কিরূপ?" তিনি বলিলেন, "আলুলায়িত কেশ, মলিন বেশ।" অনন্তর অপর ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, হজ্জের অন্তর্গত কোন্ ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "লব্বয়কা ধ্বনি ও কোরবাণীর শোণিতপাত করা।" পরে অপর ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, যাত্রার উপায় কি?" তিনি বলিয়াছিলেন, "পথেয় ও বাহন।"

[শরহসোন্নতে ইহা বিবৃত। এব্‌ন মাজ্জ স্বীয় গ্রন্থে শেষাংশের উল্লেখ করেন নাই।]

আবু রজিন হইতে † ;—তিনি হজরতের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিলেন "প্রেরিত পুরুষ, আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ, হজ্জ ও ওমরাব্রতপালনে এবং পশুপৃষ্ঠে আরোহণে অসমর্থ।" তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি তোমার পিতার পক্ষে হজ্জ ও ওমরাব্রত পালন কর।"—তর, আবুদা, নেসা।—

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ শুনিয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তি "শব্‌রমার পক্ষ হইতে লব্বয়কা, ‡ এরূপ বলিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শব্‌রমা কে?"

---

* অর্থাৎ হজ্জ করিয়া ওমরাব্রত পালন করিবে।

† আবু রজিন অর্থাৎ রজিনের পিতা সম্পর্কগত নাম। তাঁহার প্রকৃত নাম ইয়জ। ইনি একজন সহচর ছিলেন, তায়েফে বাস করিতেন।

‡ "লব্বয়কা" শব্দের অর্থের আপনার পরিচর্য্যা উপস্থিত।

সে বলিল, "আমার পিতৃব্য।" অথবা (প্রবক্তার সন্দেহ সূচকবাক্য) "আমার স্বগণ।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আত্মজীবনসম্বন্ধে হজ্জ করিয়াছ?" সে বলিল, "না করি নাই।" তিনি বলিলেন, "নিজের জীবনসম্বন্ধে হজ্জব্রত পালন কর, তদনন্তর শব্‌রমার পক্ষে হজ্জ করিও।"—শা, আবুদা, এব্‌নমা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ পূর্ব্ব দেশনিবাসীদিগের জন্য অকিক নামকস্থানকে এহরামক্ষেত্র করিয়াছিলেন।—তর, আবুদা।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ এরাকবাসীদিগের জন্য জাত এর্ককে এহরাম-ক্ষেত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন *। আবুদা, নেসা।

ওম্মসোলেমার উক্তি;—হজরতকে বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি বয়তোল্ মকদ্দস হইতে কাবাভিমুখে এহরাম বন্ধন করে তাঁহার পূর্ব্বকৃত পাপ ও পরে যাহা হইবে তাহা তাহার জন্য ক্ষমা হয়, এবং তাহার নিমিত্ত স্বর্গোদ্যান বিহিত হইয়া থাকে।"—আবুদা, এব্‌নমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—এয়মননিমাসিগণ হজ্জ করিতে যাইত, কিন্তু পাথেয় সঙ্গে গ্রহণ করিত না, তাহারা বলিত আমরা নির্ভর স্থাপন করিয়াছি। পরে মক্কায় উপস্থিত হইয়া লোকের নিকটে ভিক্ষা করিত। তখন পরমেশ্বর আয়ত অবতারণ করিলেন, "তজ্‌ওদো খয়রোজ্জাদোত্তক্‌ওয়া।" অর্থাৎ "তোমরা পথসম্বল সঙ্গে লইও, শ্রেষ্ঠ পথসম্বল নির্ভর স্থাপন।"—বো।

আয়শার উক্তি;—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কি জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) বিধি? তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ তাহাদের সম্বন্ধে জেহাদ আছে, পরস্পর আঘাত প্রতিঘাত নাই, উহা হজ্জ ও ওমরাব্রত।"—এব্‌নমা।

আবু ওমামার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যাহাকে বাহ্যিক প্রয়োজনের (পাথেয়াদির) অভাব বা অত্যাচারী রাজা কিংবা প্রতিরোধক রোগ হজ্জ ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, পরে সে হজ্জ না করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে। যদি ইচ্ছা হয় সে ইহুদির ন্যায় বা ঈসায়ীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করুক (তাহাতে বাধা নাই)।"—দার।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "হজ্জ ও ওমরাব্রতধারিগণ ঈশ্বর সমীপে সমাগত লোক, যদি তাহারা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে, তাহাদের প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে তিনি ক্ষমা করিয়া থাকেন।"—এব্‌না।

---

* পূর্ব্ব দেশনিবাসী ও এরাকনিবাসী প্রকৃত পক্ষে এক। জাত এর্ক ও অকিক পরস্পর সন্নিহিত দুইটি স্থান।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "তিন জন ঈশ্বরের নিকটে সমুপস্থিত ; গাজী, হাজী ও ওমরাব্রতধারী।"—নেসা ও বয়হকী শাবোল্ ইমানে গ্রন্থে।

এব্নওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন,"তুমি যখন কোন হাজীকে দেখিবে তখন তাহাকে সেলাম এবং তাহার করমর্দ্দন করিবে, এবং সে নিজগৃহে ফিরিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে তাহাকে বলিবে। যেহেতু তাহাকে ক্ষমা করা হয়।"—আহ।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হাজী বা ওমরাব্রত ধারী কিংবা গাজীরূপে যাত্রা করিয়াছে, তদনন্তর তাহার পথে সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার জন্য হাজী, গাজী ও ওমরাব্রতধারীর ফল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।"—শাবোল্ ইমানে বয়হকী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এহরাম ও তল্‌বিয়া *।

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার দেবীর উক্তি ;—আমি প্রেরিতপুরুষের এহরামবন্ধনের পূর্ব্বে তাঁহার এহরামবন্ধনের জন্য এবং কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করার পূর্ব্বে তাঁহার এহরাম মোচনের জন্য যাহাতে মৃগনাভি আছে এমন সুগন্ধ বস্তুদ্বারা তাঁহাকে সুগন্ধিযুক্ত করিতাম। হজরতের মস্তকে তাঁহার এহরামযুক্ত অবস্থায় সুগন্ধি বস্তুর জ্যোতি যেন আমি দেখিতাম †।—উভয়।

এব্ন ওমরের উক্তি ;—হজরতকে লব্বয়কা বলার অবস্থায় উচ্চধ্বনি করিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন, "আল্লাহোম্মা লব্বয়কা লাশরিক লকা এন্নাল্‌হম্‌দো ও অন্নেমতো লকা ও অল্‌মোলকো লা শরিকো লকা।" এই সকল বাক্যের অধিক বলিতেন না।—উভয়।

এব্ন ওমরের উক্তি ;—যখন প্রেরিতপুরুষ রেকাবে স্বীয় চরণ স্থাপন করিতেন,

---

* আরব্য এহরাম শব্দের অর্থ কোন বস্তুকে হারাম অর্থাৎ অবৈধ নির্দ্ধারণ করা। হজ্জ ও ওমরণ ব্রতপালনের সময় কতক গুলি বস্তু ভোগ অবৈধ অর্থাৎ নিষিদ্ধ হয়। পরে তাহার উল্লেখ হইবে। প্রাচীর বেষ্টিত কাবা মন্দিরের প্রাঙ্গণকে হরম বলে। হরমে প্রবেশকেও এহরাম বলিয়া থাকে। তদর্থে তল্‌বিয়া অর্থাৎ লব্বয়কা উচ্চৈঃস্বরে বলা হয়। তোমার সন্নিধানে সমুপস্থিত লব্বয়কা শব্দের এই অর্থ।

† এহরাম বন্ধনের পূর্ব্বে ও এহরাম মোচনের পূর্ব্বে অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপনের বিধি আছে।

এবং তাঁহার উষ্ট্রী তাঁহাকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, তখন জোল্‌হোলয়ফার মদ্‌জেদের নিকটে উচ্চ ধ্বনি করিয়ান।—উভয়।

আবুসরিদ খোদরীর উক্তি ;—আমরা হজ্জসম্বন্ধীয় ধ্বনি করত হজরতের সঙ্গে বহির্গত হইয়াছিলাম।—মো।

আনসের উক্তি ;—আমি আবু তল্‌হার সঙ্গে এক বাহনে আরূঢ় ছিলাম, নিশ্চয় তাহারা (পারিষদগণ) হজ্জ ও ওমরা এই দুই বিষয়ে এক যোগে উচ্চধ্বনি করিতেছিলেন।—বো।

আয়শা দেবীর উক্তি ;—হজ্জতোল্‌ অদায় বৎসর আমরা প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলাম, আমাদের কেহ কেহ কেবল ওমরার জন্য তল্‌বিয়া বলিয়াছিলেন, এবং আমাদিগের কতক লোক হজ্জ ও ওমরা এই দুইয়ের জন্য এবং আমাদের কতিপয় ব্যক্তি কেবল হজ্জের নিমিত্ত নিনাদ করিয়াছিলেন ; প্রেরিতপুরুষ হজ্জের নিমিত্ত তলবিয়া বলিয়াছিলেন। পরন্তু যে ব্যক্তি ওমরার জন্য শব্দ করিয়াছিলেন, পরে তিনি এহরাম মোচন করিয়াছিলেন, কিন্তু যে যে ব্যক্তি হজ্জ বা একত্র হজ্জও ওমরার নিমিত্ত তল্‌বিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহারা কোরবাণীর দিন উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত এহরাম মোচন করেন নাই।—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ হজ্জতোল্‌ অদায় ওমরার ফলভোগ হজ্জ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তিনি ওমরার নিমিত্ত তল্‌বিয়ায় প্রবৃত্ত হন, তৎপর হজ্জকরার-জন্যও তল্‌বিয়া বলিয়াছিলেন *।—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাবেতের পুত্র জয়দের হইতে উক্তি † ;—তিনি দেখিয়াছিলেন যে, হজরত স্বীয় এহ্‌রামের জন্য বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিয়াছিলেন।—তর, দাব।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত (এহবামের) স্নানের জন্য নিজমস্তক আঁটাযুক্ত কনিয়াছেন ‡।—আবুদা।

---

* হজ্জব্রতধারী ত্রিবিধ ; (১) মোফরেদ অর্থাৎ স্বতন্ত্র, সেই ব্যক্তি শুদ্ধ হজ্জব্রতসাধনের জন্য বা শুদ্ধ ওমরার জন্য এহরাম বন্ধন করে। (২) কারেণ, সে হজ্জ ও ওমরা একত্র সাধনের জন্য এহরাম অবলম্বন করিয়া থাকে। (৩) মতমত্তা, সে প্রথমে ওমরাব্রত পালন করে, পরে এহরাম হইতে মুক্ত হয়, বা এহরামে বদ্ধ থাকিয়া মক্কায় স্থিতি করে, হজ্জব্রতপালনের কাল উপস্থিত হইলে হজ্জব্রতের এহরাম বন্ধন করিয়া হজ্জে প্রবৃত্ত হয়। ইহার বৃত্তান্ত পরে বিবৃত হইবে।

† ইনি হজরতের সহচরদিগের মধ্যে অতিশয় জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং তাঁহার প্রত্যাদেশ-লিখক ও কোরাণ সংগ্রহকারী ছিলেন।

‡ কেশ সকল বিশৃঙ্খল না হয়, তজ্জন্য আঁটাল বস্তু বিশেষ তাহাতে সংযুক্ত করা হইত।

সায়েবের পুত্র খয়াদ স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন *। প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন যে,"আমার নিকটে জেব্রিল আসিয়া আমাকে এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি যেন নিজের সহচরদিগকে আহলাল বা তলবিয়া বলিবার কালে, তাহাদের উচ্চ-ধ্বনি করিতে আদেশ করি।" মালে, তর, আবুদা, নেসা, দার, এব্‌নমা।

সাদের পুত্র সহলের উক্তি †;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন,"এমন কোন মোসলমান নাই যে, তলবিয়া বলিয়াছে, এখান হইতে সেখানে পর্য্যটন পর্য্যন্ত তাহার দক্ষিণ ও বামভাগবর্ত্তী প্রস্তর বা বৃক্ষ কিংবা লোষ্ট্র তল্‌বিয়া বলে নাই।"—তর, এব্‌নমা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ জেল্‌ হোল্‌রফাতে দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছেন, তদনন্তর যখন জোল্‌ হোলয়ফাতে মস্‌জেদের নিকটে ঠিক ভাবে তৎসহ উষ্ট্রী দণ্ডায়মান হয় তখন তিনি এই সকল বাক্যে (এহরাম সম্বন্ধীয় বচন) উচ্চারণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, লব্বয়কা আল্লাহোম্মা লব্বয়কা লব্বয়কা সাদিকা ও খয়রোল্‌ ফি এয়দয়কা ও লব্বয়কা ও রোগ্‌বায় এলয়কা ও অল্‌ অম্‌লো ও অম্‌ল ‡।—উভয়।

[মোস্‌লেমের এই হদিস বাক্য।]

সায়েবের পৌত্র খোজয়মার পুত্র ওমারতের উক্তি §;—তিনি স্বীয় পিতা হইতে প্রেরিতপুরুষের বিষয় শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন;—যখন তিনি তল্‌বিয়া হইতে নিবৃত্ত হইতেন তখন ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার প্রসন্নতা ও স্বর্গোদ্যান প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার দয়াতে তাঁহার নিকটে নরকদণ্ড হইতে মার্জ্জনা চাহিতেন।—মা।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ যখন হজ্জব্রতের অভিলাষী হইয়াছিলেন তখন লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, অবশেষে প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া এহরাম বন্ধন করিয়াছিলেন।—বো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—অংশিবাদিগণ বলিত,"লব্বয়কা লা শরিকো লকা (তোমার সন্নিধানে উপস্থিত, তোমার অংশী নাই)" তাহাতে হজরত বলিতেন, "তোমাদিগকে ধিক্‌ "কদ, কদ এল্লা শরি কন হুওয়া লকা তম্‌লকো হো।" (বস বস, যে তোমার

---

* ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

† ইনি একজন প্রধান সহচর ছিলেন। সহচরদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্বশেষে মদিনানগরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

‡ অর্থাৎ হে পরমেশ্বর, লব্বয়কা লব্বয়কা, তোমার আনুগত্য করিতেছি, এবং লব্বয়কা তোমারই হস্তে কল্যাণ ও তোমার প্রতি আকিঞ্চন, ক্রিয়া ও ক্রিয়া।

§ ইনি এক জন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিল।

অংশী সে যাহা অধিকার করিয়াছে, তুমি তাহা অধিকার করিতেছ ভিন্ন নহে।) ইহা বলিত, এবং তাহারা কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিত।—মো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হজ্জতোল্ অদার বৃত্তান্ত *।

প্রথম অধ্যায়।

অবদোল্লার পুত্র জাবেরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ নয় বৎসর কাল মদিনাতে স্থিতি করিয়া হজ্জ করেন নাই, তৎপর দশম বৎসরে হজ্জ করাসম্বন্ধে লোকমণ্ডলীতে প্রচার করা হইল যে, প্রেরিতপুরুষ হজ্জব্রতসাধন করিবেন। তখন মদিনাতে বহু লোকের সমাগম হইল। পরে আমরা তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিয়া জোল্ হোলয়ফা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলাম। তখন ওময়সের কন্যা আসমা আবুবেকরের পুত্র মোহম্মদকে প্রসব করিলেন †। সেই সময় তিনি হজ্জরতের নিকটে লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কিরূপ করা যাইবে?" তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি স্নান কর ও শোণিতস্রাবের স্থানকে বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া লও, এবং এহরাম বন্ধন কর।" পরে প্রেরিতপুরুষ মস্‌জেদে নমাজ পড়িলেন; তদনন্তর কস্‌ওয়ানাম্নী উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিলেন। এদিকে যখন উষ্ট্রী প্রান্তরে তৎসহ ঠিক চলিয়া আসিল, তখন তিনি একত্ববাদে এরূপ উচ্চধ্বনি করিলেন; "আল্লাহোম্মা লব্বয়কা লব্বয়কা লা শরিক লকা লব্বয়কা এন্নাল্ হম্‌দো ও নেমতো লকা ওল্ মোল্‌কো লা শরিক লকা।" জাবের বলিয়াছেন, আমরা হজ্জ ব্যতীত অন্য সঙ্কল্প করি নাই, ওমরা জানিতাম না। এ দিকে যখন আমরা তাঁহার সঙ্গে কাবামন্দিরে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি স্তম্ভবিশেষকে চুম্বন করিলেন ‡। পরে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তিনবার মৃদুভাবে উল্লম্ফন করিয়াছেন, এবং চারি বার ধীরগতিতে চলিয়াছেন। তৎপর তিনি এব্রাহিম ভূমির দিকে গিয়াছিলেন §। তখন

---

* এস্থলে হজ্জতোল্ অদা শব্দে ধর্ম্মবিধি শিক্ষা দিয়া বিদায় দান বা বিদায়গ্রহণ বুঝায়। হেজরি দশম বৎসরে হজ্জরত মোহম্মদ পরলোকযাত্রা করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে পারিষদমণ্ডলীকে জীবনে ধর্ম্মপালন ও ধর্ম্মপ্রচারের বিধি ব্যবস্থা জানাইয়া নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিদায় লইয়াছিলেন। এজন্য হেজরি দশম বৎসর হজ্জতোল অদায় বৎসর বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

† আসমা আবুবেকর সদ্দিকের পত্নী, তিনি পরম রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন।

‡ ইহা কাবামন্দিরের প্রান্তভাগের স্তম্ভ বিশেষ। এখানে হজ্জরোল্ অসওয়দ স্থাপিত। সেই হজ্জরোল অসওয়দকে (কৃষ্ণ প্রস্তর বিশেষ কে) হজ্জরত চুম্বন করিয়াছিলেন।

§ এব্রাহিমমকাম বা এব্রাহিমভূমি একটি প্রস্তরের নাম। তাহাতে মহাপুরুষ এব্রাহিমের পদাঙ্ক রহিয়াছে। সম্প্রতি তাহা মন্দিরের সম্মুখে একটি কুটীরে স্থাপিত।

দণ্ডায়মান হইলেন। অন্যতর বিবৃতিতে উল্লিখিত যে, দুই রকাত নমাজ পড়িয়া তিনি এই আয়ত পড়িলেন "ও আত্তখজো মকাম এব্রাহিমা মসল্লা।" অবশেষে দুই রকাত নমাজ পড়িলেন। অনন্তর তিনি এব্রাহিমক্ষেত্র ও কাবামন্দিরের মধ্যস্থলে নমাজ পড়ার সময়ে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন "হুওয়া আল্লাহো আহদোন্ কোল্ ইয়া আয়ুহা কাফেরোন্।" তদনন্তর তিনি উক্ত স্তম্ভের দিকে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন। তৎপর তিনি মস্‌জেদের দ্বার দিয়া সফা পর্ব্বতের দিকে গমন করিয়াছিলেন; পরে যখন সফা পর্ব্বতের নিকটস্থ হইলেন তখন পড়িলেন, "এন্না সফা ও মরওয়া" ইত্যাদি অর্থাৎ "নিশ্চয় সফা ও মরওয়া ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের অন্তর্গত।" "ঈশ্বর যে বিষয়ে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমি তাহা আরম্ভ করিব।" অনন্তর সফাতে কার্য্য আরম্ভ করিলেন, আয়ত বিশেষ পড়িলেন। পরে তিনি তদুপরি আরোহণ করিলেন, কাবানিকেতন পর্য্যন্ত দর্শন করিলেন, * এবং কেব্‌লাভিমুখীন হইয়া তওহিদ ও তক্‌বির বলিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি এক মাত্র তাঁহার অংশী নাই, তাঁহারই রাজত্ব ও তাঁহারই প্রশংসা, তিনি সর্ব্বোপরি শক্তিশালী তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি একমাত্র, তিনি স্বীয় অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন, নিজে শত্রুদলকে পরাস্ত করিয়াছেন। তৎপর ইহার মধ্যে প্রার্থনা করিলেন, তিন বার ঐরূপ বলিলেন। তাহার পরে অবতরণ করিয়া মরওয়া গিরির দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পদদ্বয় নিম্নভূমির মধ্য স্থলে স্থাপিত হইল, তদনন্তর যে কাল পর্য্যন্ত না উপরে আরোহণ করিয়া চলিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত তিনি ধাবিত হইয়া ছিলেন, মরওয়া গিরি পর্য্যন্ত আসিলেন। পরে যে পর্য্যন্ত মরওয়াতে শেষ প্রদক্ষিণ হইয়াছিল, তিনি সফাগিরিতে যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন মরওয়া শৈলেও তাহা করিলেন, মরওয়ার উপর অবস্থান কালে উচ্চধ্বনি করিয়াছিলেন, লোক সকল তাহার নিম্নদেশে ছিল। পরিশেষে বলিলেন, "যাহা আমি পরে জানিয়াছি তাহা যদি পূর্ব্বে জানিতাম তাহা হইলে কোরবাণীর পশু আনয়ন করিতাম না, আমি ইহাকে ওমরায় পরিণত করিতাম। তোমাদের মধ্যে যাহার সঙ্গে কোরবাণীর পশু নাই সে যেন এহরাম উন্মোচন করে ও ইহাকে (এই হজ্জব্রতকে) ওমরায় পরিণত করে † তখন জেশমের পৌত্র

---

* সেই সময়ে সফাগিরি হইতে কাবামন্দির দৃষ্ট হইত, উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। এক্ষণ প্রাচীর আবরণ হইয়াছে।

† নির্দ্দিষ্ট সময়ে এহরাম বন্ধন পূর্ব্বক মক্কায় যাইয়া বিশেষ ব্রতপালনকে হজ্জ বলে। এই হজ্জব্রতধারী হাজ্জী লোকেরা কোরবাণী অর্থাৎ উষ্ট্রাদি পশু বলিদান ও কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করে, এবং মক্কানগরের প্রান্তস্থিত সফা ও মরওয়া পর্ব্বতে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ওমরা ব্রতেও এহরাম বন্ধন হয়। হাজ্জীগণ মক্কা হইতে তিন ক্রোশ দূরে তনিম নামকস্থানে যাইয়া কয়েক রকাত নমাজে পড়ে, পুনর্ব্বার মক্কায় যাইয়া কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। হজরত মোহম্মদ মক্কায় পহুঁছিয়া ওমরাব্রত উদ্‌যাপনপূর্ব্বক সহচরদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, যাহারা

মালেকের পুত্র সোরাকা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রেরিতপুরুষ, এবৎসরপর্য্যন্ত না চিরকালের জন্য?" তখন প্রেরিতপুরুষ অঙ্গুলী সকলকে কুঞ্চিত করিয়া একটি অপরটির উপর সন্নিবেশপূর্ব্বক দুই বার বলিলেন, "ওমরা হজ্জে পরিণত হইয়াছে; তাহা নয়। বরং চিরকাল চিরকালের জন্য (ওমরা স্বতন্ত্র থাকিবে।)" ইতিমধ্যে আলি মোর্ত্তজা হজরতের কোরবাণীর উষ্ট্র সকলসহ উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন তুমি হজ্জব্রত সঙ্কল্প করিয়াছিলে তখন কি বলিয়াছিলে?" তিনি (আলি) বলিলেন, "আমি বলিয়াছিলাম, হে পরমেশ্বর, নিশ্চয় তোমার প্রেরিতপুরুষ যে বিষয়ে এহরামবন্ধন করিয়াছেন আমিও তদ্বিষয়ে এহরামবন্ধন করিলাম।" তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে কোরবাণীর পশু রহিয়াছে, সুতরাং আমি এহরাম পরিত্যাগ করিতে পারি না। অতএব তুমিও এহরাম মোচন করিও না।" জাবের বলিয়াছেন, আলি যে সকল কোরবাণীর উষ্ট্র এয়নম হইতে এবং হজরত মদিনা হইতে সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন সে সকলের সমষ্টি এক শত ছিল। পরে প্রেরিতপুরুষ ও তাঁহার সহচর দিগের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে কোরবাণীর পশু ছিল তাঁহারা ব্যতীত সকলেই এহরাম পরিত্যাগ ও মস্তকের কেশ ছেদন করিলেন। অবশেষে যখন তরবিয়া (জিল হজ্জ মাসের অষ্টম দিবস) উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা মেনার দিকে অগ্রসর হইলেন*, এবং হজ্জব্রতের এহরাম বন্ধন করিলেন, এবং হজরত উষ্ট্রারোহণে সেখানে গেলেন, পরে তথায় জহর, আসর, মগরব ও এশা এবং ফজরের নমাজ পড়িলেন; তদনন্তর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কিয়ৎক্ষণ রহিলেন, তাহার পর তিনি কেশপুঞ্জে নির্ম্মিত পটমণ্ডপ তাঁহার জন্য নমেরাতে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন †। কোরেশগণ মূঢ়তার অবস্থায় যেরূপ

কোরবাণীর পশু যাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোরবাণী হয় সঙ্গে আনয়ন করে নাই, তাহারা যেন ওমরাব্রত পালন করে, এবং এহরাম হইতে মুক্ত হইয়া হজ্জব্রতের সঙ্কল্প ভঙ্গ করে, এবং হজ্জের নির্দ্দিষ্ট সময়ে এহরামবন্ধনপূর্ব্বক হজ্জব্রতসাধনে প্রবৃত্ত হয়। অপিচ যে ব্যক্তি কোরবাণীর পশু আনয়ন করিয়াছে সে ওমরা করিবে, এবং হজ্জ পর্য্যন্ত স্বীয় এহরামে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, পরে এহরাম হইতে মুক্ত হইবে। প্রেরিত পুরুষ কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এহরামযুক্ত রহিলেন। তিনি এহরামযুক্ত থাকিবেন, অপর সকলে এহরামমুক্ত হইবে, ইহা অনেকের পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি তাহাদের মতদ্বৈধ ও অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি আমি পূর্ব্বে জানিতাম, কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনয়ন করিতাম না, এহরাম মোচন করিয়া ওমরাযোগে হজ্জব্রত ভঙ্গ করিতাম। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না ঈশ্বরের আদেশ এইরূপ হইবে।"

* মক্কা নগরের অন্তর্গত স্থান বিশেষের নাম মেনা, সেস্থানে বাজার। হাজীলোকেরা তথায় কোরবাণী করিয়া থাকে।

† সমতল নিম্নক্ষেত্র অরফাতের সন্নিহিত মক্কার সীমান্ত ভূমিতে একটি পর্ব্বত আছে; তাহার উপর এক মিনার (মনোমেণ্ট) স্থাপিত। আলি মোর্ত্তজা মক্কাভূমির নিদর্শনস্বরূপ উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আরব্য ভাষায় চিতা বাঘকে নমেরা বলে। চিতা বাঘের শরীরের ন্যায় সাদা কাল বিন্দু সকলে সেই পর্ব্বত চিহ্নিত। তজ্জন্য সেই স্থানকে নমেরা বলে।

করিত, তদ্রূপ তিনি মশারোল্ হরাম পর্ব্বতের নিকটে দণ্ডায়মান হইবেন, ইহা ব্যতীত কোরেশবর্গ মনে করেন নাই *। পরে প্রেরিতপুরুষ যাত্রা করিয়া অরফা পর্য্যন্ত পঁহুছিলেন। তিনি নমেরার নিকটে নিজের জন্য পটমণ্ডপ স্থাপিত প্রাপ্ত হইলেন, সেখানে অবতরণ করিলেন। এ দিকে যখন সূর্য্যাস্তগত হইল তখন তিনি কস্‌বা উষ্ট্রীকে সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। পরে তাহার সাজ করা হইল। তখন তিনি সমতল নিম্ন জলা ভূমির মধ্যে উপস্থিত হইয়া মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যেমন তোমাদের এই দিনে (অরফার দিনে) তোমাদের এই মাসে (জেল্ হজ্জা মাসে) তোমাদের এই নগরে (মক্কাতে) হারাম (অবৈধ) রূপে নির্দ্দিষ্ট তোমাদের শোণিত ও তোমাদিগের সম্পত্তি ছিল, তোমাদের পক্ষে তদ্রূপ আছে †। জানিও মূঢ়তার (পৌত্তলিকতার) সময়ের অন্য সমুদায় বিষয় আমার পদতলে স্থাপিত। মূঢ়তার সময়ের শোণিতপাত পরিত্যক্ত, আমাদের শোণিতপাতের মধ্যে প্রথম শোণিতপাত হারেসের পৌত্র বরেয়ার পুত্রের শোণিতপাত; নিশ্চয় আমি পরিত্যাগ করিলাম ‡। সে বনোসাদ পরিবারে স্তন্যপানে প্রতিপালিত হইয়াছিল, পরে তাহাকে হোজয়ন বধ করিয়াছিল। অপিচ পৌত্তলিকতা কালের কুসীদগ্রহণ পরিত্যক্ত হইল। আমাদের প্রথম সুদগ্রহণের মধ্যে অবদোল্ মোত্তালেবের পুত্র আব্বাসের (হজরতের পিতৃব্যের) সুদগ্রহণ পরিত্যজ্য। বস্তুতঃ তৎসমুদায় পরিত্যক্ত হইল §। অনন্তর তোমরা স্ত্রীলোকদিগের প্রাপ্য বিষয়ে ঈশ্বর হইতে ভীত হইও। নিশ্চয় তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের অঙ্গীকারে বদ্ধ আছ, ঈশ্বরের বাক্যানুসারে তোমরা তাহাদিগকে বৈধরূপে গ্রহণ করিবে, এবং তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদের স্বত্ব এই যে, তোমাদের অসন্তোষকর কোন ব্যক্তি দ্বারা যেন তোমা-

* এই পর্ব্বত মজদলফা নামক স্থানে বিদ্যমান। কোরেশবর্গ মজদলফাতে যাইয়া দণ্ডায়মান হইত, অরফাতে যাইত না। তাহারা সেই স্থানকে হরমাল্লা বলিত। আরবের অন্য অন্য লোক অরফাতে যাইত।

† এই বিশেষ সময় ও বিশেষ স্থানের সম্মানের জন্য শোণিতপাত ও লুণ্ঠনাদি দুষ্ক্রিয়া বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

‡ পৌত্তলিকতার সময় এরূপ রীতি ছিল যে, কোন পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে কেহ হত্যা করিলে হত ব্যক্তির আত্মীয়গণ তাহার প্রতিহিংসা অন্তরে পোষণ করিয়া রাখিত। সত্বর বা বিলম্বে হউক হত্যাকারীকে বা তাহার পুত্র কিংবা পৌত্রকে হত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইত। মহাপুরুষ মোহম্মদ এই নিয়ম রহিত করিলেন। হারেস অবদোল্ মোত্তালেবের পুত্র, হজরতের পিতৃব্য ছিলেন। তাঁহার পুত্র রবিয়া হজরতের সহচর ছিলেন। ওমর ফারুকের নেতৃত্বকালে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম আদম বা দম ছিল। দম সাদ পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিল। হোজয়ন নামকব্যক্তির সঙ্গে সাদের যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইলে হোজয়নের প্রস্তরাঘাতে দম নিহত হয়।

§ পৌত্তলিকতার সময়ে হজরতের পিতৃব্য আব্বাস ঋণদানে সুদ গ্রহণ করিতেন, তাহা রহিত করা হয়। কুসীদ গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ হয়।

দের শয্যা পদদলিত না হয়, যদি তাহারা (স্ত্রীলোকেরা) তাহা করিতে দেয় তোমরা তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক নয় এরূপ প্রহার করিবে *, এবং তোমাদের প্রতি তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের বিহিত জীবিকা এবং তাহাদের বস্ত্র স্বত্বরূপে নির্দ্ধারিত। অপিচ নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এমন বস্তু রাখিয়া দিলাম যদি তোমারা তাহা আশ্রয় করিয়া স্থিতি করে তৎপর তোমরা পথভ্রান্ত হইবে না। উহা ঐশ্বরিক গ্রন্থ কোরাণ। অপিচ আমা কর্ত্তৃক তোমরা (কেয়ামতের দিনে) জিজ্ঞাসিত হইবে তখন তোমরা কি উত্তর দান করিবে?" তাঁহারা বলিলেন,"আমরা সাক্ষ্যদান করিব যে,নিশ্চয় আপনি প্রেরিতত্ব প্রচার ও বিশ্বস্ততার কার্য্য এবং উপদেশ দান করিয়াছেন।" তখন তিনি আকাশের দিকে স্বীয় তর্জ্জনী উত্তোলনপূর্ব্বক পরে মণ্ডলীর প্রতি তাহা বক্র করিয়া বলিলেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি সাক্ষী হও, হে পরমেশ্বর, তুমি সাক্ষী হও, হে পরমেশ্বর, তুমি সাক্ষী হও।" তৎপর বেলাল আজান দান করিল,পরে একামত (নমাজের প্রতিষ্ঠা) বলিল। তখন তিনি জহরের নমাজ পড়িলেন। তদনন্তর বেলাল একামত বলিল, তখন তিনি আসরের নমাজ পড়িলেন। এই উভয়ের মধ্যে অন্য কিছু নমাজ পড়িলেন না। তদনন্তর তিনি আরোহণ করিয়া মওকফ (অরফার দণ্ডায়মান ভূমি) পর্য্যন্ত আসিলেন। পরে কস্‌বা নাম্নী স্বীয় উষ্ট্রীর উদর বৃহৎ প্রস্তরাবলীর দিকে ফিরাইলেন, এবং হব্‌লোল্ মশাতনামক স্থান নিজের সম্মুখীন করিয়া কেব্‌লাভিমুখীন হইলেন, এবং যে পর্য্যন্ত সূর্য্যাস্তগত হয় সে পর্য্যন্ত তিনি নিরন্তর দণ্ডায়মান ছিলেন, এদিকে পীতাভা কিঞ্চিৎ বিদূরিত হওয়া মাত্র সূর্য্য অস্তমিত হইল। তখন তিনি (জয়দের পুত্র) ওসামাকে আপনার সঙ্গে আরোহণ করাইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মজদলফানামক স্থান † পর্য্যন্ত আসিলেন, পরে তথায় এক আজান ও দুই একামতের যোগে মগরব ও এশার নমাজ পড়িলেন, এবং এই দুইয়ের মধ্যে আতিরিক্ত নমাজ কিছুই পড়িলেন না। তদনন্তর উষাসমাগমপর্য্যন্ত পার্শ্ব স্থাপন (শয়ন) করিলেন; পরে তাঁহর পক্ষে উষার প্রকাশ হওয়ার সময় একামত ও আজানযোগে তিনি ফজরের নমাজ পড়িলেন, তৎপর কসবার উপর আরোহণ করিয়া মশারোল্ হরাম ‡ পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। তখন তিনি কেব্‌লাভিমুখীন হইয়া প্রার্থনা করিলেন, তকবির ও তহলিল এবং তওহিদ বলিলেন। যে পর্য্যন্ত উষা উত্তমরূপে প্রকাশ পাইল সে পর্য্যন্ত তিনি নিরন্তর দণ্ডয়মান ছিলেন; পরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বাহির হইয়া আসিলেন; আব্বাসের পুত্র ফজলকে সঙ্গে আরোহণ করাইয়া মোহসেরনামক নিম্ন

---

* যখন লঘু দণ্ডপ্রয়োগের বিধি হইল, তখন এস্থলে ব্যভিচার নয়। ব্যভিচারপাপের দণ্ড গুরুতর।

† অরফাত ও মেনার মধ্যবর্ত্তী স্থান বিশেষ।

‡ মজদলফার অন্তর্গত স্থান বিশেষের নাম। তাহাকে কোজাহও বলিয়া থাকে। মূঢ়তার সময়ে কোরেশগণ সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইত।

জন্নাভূমি পর্য্যন্ত আগমন করিলেন *। তিনি তখন কিছু দ্রুত চালাইলেন †, তদনন্তর মধ্য পথ দিয়া চলিলেন, যাহা জম্ রতোল কোব্‌রাতে মিলিত হইয়াছে ‡, যে বৃক্ষতলে সেই জম্‌রা সেই স্থান পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানে সাতটি ক্ষুদ্র উপলখণ্ড অঙ্গুলী যোগে উপলখণ্ড নিক্ষেপের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন; উহার প্রত্যেক উপল নিক্ষেপে তক্‌বির বলিলেন §। তৎপর তিনি মনহর (উষ্ট্রবলিদানভূমি) পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিয়া ৬৩টি উষ্ট্র স্বহস্তে কোরবাণী করিলেন, পরে আলিকে তাহা করিতে দিলেন; আলি অবশিষ্ট কোরবাণী করিলেন। তিনি আলিকে। স্বীয় কোরবাণীর অংশী করিয়াছিলেন ‖. তৎপর প্রত্যেক উষ্ট্রের কিছু মাংস গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন, পরে তাঁহা পাকস্থালীতে স্থাপন করিয়া রন্ধন করা হইয়াছিল, এবং তাহার জুস তিনি পান করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রেরিতপুরুষ আরোহণ করিলেন, এবং বাহন কাবামন্দিরের দিকে দ্রুত চালাইলেন; পরে সে স্থানে জহরের নমাজ পড়িলেন। অনন্তর অবদোল্ মোত্তালেবের সন্তান দিগের নিকটে তাঁহারা জমজামের উপর জল পান করাইতেছিলেন অবস্থায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আবদোল্ মোত্তালেবের বংশধরগণ, জল উত্তোলন কর, যদি তোমাদের উত্তোলনে জনতা বাধা না দেয়, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে জল উত্তোলন করিব।" পরে তাঁহারা তাহাকে জল তুলিবার ডোল প্রদান করিলেন, তিনি জল পান করিলেন ¶।—মো

আয়শার উক্তি;—আমরা প্রেরিতপুরুষের সমভিব্যাহারে হজ্জতোল্‌ওদার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেহ ওমরার জন্য কেহ হজ্জের জন্য এহরামবন্ধন করিয়াছিলেন। পরে যখন আমরা মক্কাতে উপস্থিত হইলাম

---

* আরব্য "মোহসের" শব্দের অর্থ অবসাদভূমি। পুরাকালে আব্‌রহা নামক এক জন মহা পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত পুরুষ বহুসৈন্য ও মত্ত মাতঙ্গ সহ কাবামন্দির ও মক্কা তীর্থ উৎসন্ন করিবার জন্য আসিয়াছিল। দৈব দুর্ব্বিপাকে সেই সৈন্যদল এই স্থানে অবসন্ন ও পরাস্ত হয়। এজন্য এই স্থানকে মোহসের অর্থাৎ অবসাদভূমি বলে। মজদলফা ও মেনার মধ্যবর্ত্তী এই স্থান।

† এই নির্জ্জন নিম্নভূমিতে দৈব দণ্ড ঘটিয়াছিল বলিয়া পদাতিক বা উষ্ট্রারূঢ় সকলেই সভয়ে দ্রুত এস্থান পার হইয়া যায়।

‡ আরব্য "জম্‌রা" শব্দে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করাকে বলে। হজ্জ করিতে যাইয়া হাজ্জী লোকেরা তিন বার প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। উহা পাপ পুরুষ শয়তানকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে হয়। জম্‌রতোল্ কোবরা প্রথম প্রস্তর নিক্ষেপের স্থান।

§ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী এই দুই অঙ্গুলী সংযোগে বা ফলাখন নামক যন্ত্রবিশেষ যোগে ঢিল নিক্ষেপ করা হইত। ফলাখন যোগে ঢিল ছুড়িয়া কৃষকেরা শস্যক্ষেত্র হইতে পক্ষী তাড়াইয়া থাকে। হজ্জকারীরা তদ্রূপ প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

‖ উষ্ট্র বলিদানকে আরব্য ভাষায় নহর বলে। বক্ষঃস্থলে বড়শাস্ত্র বিদ্ধ করিয়া সচরাচর কোরবাণীর উষ্ট্র বধ করা হয়।

¶ আবদোল্ মোত্তালেব হজরতের পিতামহ ছিলেন।

তখন প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "যে ব্যক্তি ওমরার জন্য এহরাম বন্ধন করিয়াছে ও কোরবাণীর পশু প্রেরণ করে নাই, সে যেন এহরাম মোচন করে, এবং যে ব্যক্তি ওমরার নিমিত্ত এহরাম বন্ধন করিয়া কোরবাণীর পশু প্রেরণ করিয়াছে সে যেন ওমরার সঙ্গে হজ্বব্রত পালনার্থ এহরাম ধারণ করে; উভয় ব্রত হইতে নির্ম্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন এহরাম মোচন না করে।" অন্যতর বিবৃতিতে এইরূপ;—"পরে যেন স্বীয় কোরবাণী পশুর কোরবাণী যোগে ব্রত হইতে নির্ম্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে এহরাম মোচন না করে। যে ব্যক্তি হজ্বের নিমিত্ত এহরাম বন্ধন করিয়াছে সে যেন নিজের হজ্ব পূর্ণ করে।"—তখন আমি ঋতুমতী হইয়াছিলাম, কাবা প্রদক্ষিণ করি নাই; এবং সফা ও মরওয়া গিরির মধ্যেও ধাবিত হই নাই। অরফার দিন উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত আমি ঋতুমতী ছিলাম। আমি ওমরার জন্য ব্যতীত এহরাম ধারণ করি নাই। পরে হজরত আমাকে আদেশ করিলেন, যেন স্বীয় মস্তক উন্মুক্ত করিয়া কেশ বিন্যাস করি, এবং হজ্বব্রতের জন্য এহরাম বন্ধন করিয়া ওমরাব্রত পরিত্যাগ করি। শেষে স্বীয় হজ্বব্রত পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত আমি তাহা করিয়াছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে আমার সহোদর অবদোর্‌রহমাণকে পাঠাইয়া ছিলেন, এবং আমার ওমরাস্থলে পুনর্ব্বার তনিম হইতে ওমরা করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন *। অনন্তর যাঁহারা ওমরার নিমিত্ত এহরাম বন্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং সফা ও মরওয়া গিরির মধ্যস্থলে ধাবিত হইলেন ও তৎপর এহরাম মোচন করিলেন; তদনন্তর প্রদক্ষিণ করিলেন, পরে মেনা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু যাঁহারা হজ্ব ও ওমরাকে সংযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা (কোরবাণীর দিনে হজ্ব ও ওমরার নিমিত্ত) এক বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন নহে।—উভয়।

ওমর ফারুকের পুত্র আবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ হজ্বতোল্ ওদাতে ওম্‌রা-যোগে হজ্ব পর্য্যন্ত "তমত্তা" (উভয় ব্রত) করিয়াছিলেন। পরে তিনি জোল্ হোলয়ফা হইতে নিজের সঙ্গে বলীর পশু লইয়া ছিলেন, এবং তল্‌বিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ও ওমরা উদ্দেশ্যে তল্‌বিয়া বলিয়াছিলেন, তৎপর হজ্বের জন্য তল্‌বিয়া বলিয়াছিলেন। পরে মণ্ডলী প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে ওম্‌রাযোগে হজ্ব পর্য্যন্ত তমত্তাভাগী করিয়াছিলেন, এবং মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কোরবাণী করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোরবাণী করেন নাই। অবশেষে হজরত যখন মক্কায় আগমন করিলেন, তখন মণ্ডলীকে বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবাণীর পশু আনয়ন করিয়াছে হজ্ব

* তনিম এক স্থানের নাম, তাহা মক্কানগরের বহির্দ্দেশে ২।৩ মাইলের অধিক দূরে নয়। তথায় এক নির্দ্দিষ্ট স্থানকে আয়শার মসজ্জেদ অর্থাৎ তাঁহার এহরামবন্ধনের স্থান বলা হয়। ওমরার জন্য তনিমে এহরামবন্ধন হয়, বলিয়া সাধারণ লোকে সেই স্থানকে ওম্‌রা বলে।

সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহার এহরামবন্ধনের কিছুই উন্মোচন হইবে না, এবং তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবাণীর পশু উপস্থিত করে নাই সে যেন কাবামন্দির এবং সফা ও মরওয়া পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করে ও মস্তকের কেশ ছেদন করে, এবং এহরাম হইতে মুক্ত হয়; তৎপর হজ্জব্রতের নিমিত্ত তল্‌বিয়া বলে; অপিচ যেন কোরবাণী করে। অনন্তর যে ব্যক্তি কোরবাণীর পশু প্রাপ্ত হয় নাই সে যেন হজ্জব্রতের উদ্দেশ্যে তিন দিবস রোজা পালন করে, এবং যখন স্বীয় পরিবারের নিকটে ফিরিয়া যাইবে তখন সপ্তাহ উপবাস ব্রত পালন করিবে।" পরে যখন তিনি মক্কায় উপস্থিত হইলেন তখন প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং সর্ব্ব প্রথমে কৃষ্ণ প্রস্তরকে (হজ্জরোল্ অস্‌ওয়দকে) চুম্বন করিয়াছিলেন, তদনন্তর তিন বার ঈষদ্ দ্রুতগতি এবং চারি বার মন্দগতি প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। পরে মন্দির প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হইলে এব্রাহিমভূমির নিকটে দুই রকাত নমাজ পড়িয়াছিলেন, তদনন্তর সেলাম করিয়াছিলেন, পরে নমাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি সফা গিরিতে যাইয়া সফা ও মরওয়া গিরি সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর হজ্জব্রত সমাপন এবং কোরবাণীর দিনে কোরবাণীর পশু কোরবাণী হওয়া এবং (মেনা হইত মক্কায় প্রত্যাগমন) পর্য্যন্ত তাঁহার এহরামের কিছুই উন্মোচন হয় নাই। পরে তিনি কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তৎপর তাঁহা কর্ত্তৃক যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল তাহা বৈধ হইল *। মণ্ডলীর অন্তর্গত যে ব্যক্তি কোরবাণীর পশু লইয়া আসিয়াছিল, তিনি যাহা করিয়াছিলেন, সে তদনুরূপ করিয়াছিল।—উভয়।

এবন আব্বাসের উক্তি,—হজরত বলিয়াছেন, "এই ওমরাব্রত আমরা যাহার ফলভোগ করিলাম, যাহার নিকটে কোরবাণীর পশু নাই সমুদায় বৈধযোগ্য বস্তু যেন তাহার পক্ষে বৈধ, (হলাল) হয়। বাস্তবিক ওমরা কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত হজ্জব্রতে পরিণত হইয়া থাকে।—মো।

[এই পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অধ্যায় নাই।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আতায়ের উক্তি;—অবদোল্লার পুত্র জাবের মণ্ডলীর মধ্যে আমার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "একমাত্র নিরবচ্ছিন্ন হজ্জের জন্য আমরা হজরতের সহচরগণ এহরাম বন্ধন করিয়াছিলাম।" জাবের বলিয়াছেন, "পরে জেল্‌হজ্জমাসের চতুর্থ রজনীর অন্তে প্রাতঃকালে প্রেরিতপুরুষ উপস্থিত হইয়া

* প্রদক্ষিণের পূর্ব্বে ও কোরবাণীর পরে স্ত্রীসংসর্গ ব্যতীত সমুদায় নিষিদ্ধ কার্য্য বৈধ হইয়াছিল। প্রদক্ষিণের পর স্ত্রীসংসর্গও বৈধ হয়। এস্থলে হজ্জব্রত সমাপ্ত।

আমাদিগকে এহরামমোচন করিতে বলিলেন।" আতায় বলিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা এহরাম মোচন কর, এবং স্ত্রীদিগের সঙ্গে মিলিত হও।" আতায়া বলিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের সম্বন্ধে সঙ্গত হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের জন্য তাহাদিগকে (স্ত্রীলোকদিগকে) বৈধ করা হইয়াছিল। পরে আমরা বলিয়াছিলাম, যখন আমাদের ও অরফার মধ্যে পাঁচ রাত্রি ভিন্ন ব্যবধান নয়, তখন আমাদিগকে তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা স্ব স্ব পত্নীর নিকটে উপস্থিত হই; এবং আমাদের উপস্থ হইতে শুক্রক্ষরণ হইতেছে এই অবস্থায় আমরা অরফায় আগমন করি। আতায় বলিয়াছেন, জাবের যেন স্বীয় হস্তে ইঙ্গিত করিতেছিলেন, আমি তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে দেখিতেছিলাম, তাঁহার স্পন্দন হইতেছে। তখন প্রেরিতপুরুষ আমাদের মধ্যে দণ্ডয়মান হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয় তোমরা জান, "আমি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর সংযতেন্দ্রিয়, আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর সত্যপরায়ণ, এবং তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর সুকৃতিমান্। যদি আমার কোরবাণীর পশু সঙ্গে না থাকিত তবে তোমরা যেমন এহরাম মোচন করিয়াছ, নিশ্চয় আমিও এহরাম মোচন করিতাম, এবং যদি আমি নিজের বিষয় পূর্ব্বে জানিতাম, পরে যেমন জানিয়াছি যাহা তোমাদের সম্বন্ধে ঘটিয়াছে তবে কোরবাণীর পশু পরিচালন করিতাম না। অতএব তোমরা এহরাম উন্মোচন কর।" পরে আমরা এহরাম পরিত্যাগ করিলাম, আজ্ঞা পালন ও আনুগত্য স্বীকার করিলাম। আতায় বলিয়াছেন, জাবের বলিলেন, "তখন আলি মোর্ত্তজা সদকা গ্রহণ-কার্য্য-হইতে উপস্থিত হইলেন। তিনি (হজরত) জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকার এহরাম বন্ধন করিয়াছ?" তিনি বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ যেরূপ এহরাম বন্ধন করিয়াছেন সেরূপ করিয়াছি। তখন হজরত বলিলেন, "তবে তুমি কোরবাণীর পশু সকল চালনা কর ও অপেক্ষা করিতে থাক।" পরে জাবের বলিলেন, "আলি নিজের জন্য কোরবাণীর পশু গ্রহণ করিলেন। তখন জেশোমর পৌত্র, মালেকের পুত্র, সারকা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'প্রেরিতপুরুষ ইহা কি বর্ত্তমান বৎসরের জন্য না চিরকালের জন্য?' তিনি চিরকালের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন।"—মো।

আয়শার উক্তি।—জেল্ হজ্জা মাসের চতুর্থ বা পঞ্চম রজনী অতীত হইলে হজরত মক্কাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরে ক্রোধান্বিত ভাবে তিনি আমার নিকটে আসিয়াছিলেন। তখন আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, যে আপনাকে ক্রুদ্ধ করিয়াছে ঈশ্বর তাহাকে নরকানলে লইয়া যাইবেন। তিনি বলিলেন, "তুমি কি জান না আমি কোন কার্য্যে মণ্ডলীকে আদেশ করিয়াছিলাম, দৈবাৎ তাহারা তৎপালনে বিলম্ব করিতেছে। যদি আমি নিজের বিষয় পূর্ব্বে জানিতাম যাহা পরে জানিয়াছি তাহা হইলে কোরবাণীর পশু যে পর্য্যন্ত তাহা ক্রয় করিয়াছি নিজের সঙ্গে আনয়ন করিতাম

না। তৎপর যেমন তাহারা এহরাম মোচন করিয়াছে আমিও তদ্রূপ এহরাম মোচন করিতাম।"—মো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মক্কানগরে প্রবেশ ও কাবা প্রদক্ষিণ।

প্রথম অধ্যায়।

নাফেয়ার উক্তি;—এব্‌ন ওমর জিতোয়ানামক স্থানে * নিশাযাপন না করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিতেন না, এদিকে প্রাতঃকাল হইত ও স্নান করিতেন, এবং নমাজ পড়িতেন, পরে দিবাভাগে মক্কাতে প্রবেশ করিতেন। যখন তিনি সেস্থান হইতে যাত্রা করিতেন, জিতোয়াতে ফিরিয়া যাইতেন, তথায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নিশা যাপন করিতেন। তিনি বলিতেন, "প্রেরিতপুরুষ এরূপ করিতেন।"—উভয়।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ যখন মক্কাভিমুখে আসিয়াছিলেন তখন তিনি তাহার উচ্চভূমির পথে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন †, এবং নিম্নভূমির পথে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।—উভয়।

জোবয়রের পুত্র অব্‌ওয়ার উক্তি ‡;—প্রেরিতপুরুষ হজ্জ করিয়াছিলেন। তৎসংবাদ আয়শাদেবী আমাকে জানাইয়াছিলেন। মক্কায় আগমনের সময় তৎকর্ত্তৃক প্রথম ব্যাপার এই ঘটিয়াছিল যে, তিনি অজু করিয়াছিলেন, তৎপর কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছেন, তদনন্তর ওম্‌রা হইল না। তপৎর আবুবেকর হজ্জ করিলেন, প্রথম ঘটনা তাঁহা কর্ত্তৃক ঘটিয়াছিল যে, তিনি কাবা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন; তদনন্তর ওমরা হইল না। তাহার পরে ওস্‌মান তদ্রূপ করিয়াছিলেন।—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ যখন হজ্জ ক্রিয়ায় বা ওম্‌রাতে প্রথম পদার্পণে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, তখন তিন বার দ্রুতগতি, চারি বার মন্দগতি প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তদনন্তর দুইবার নমস্কার (সেজ্‌দা) করিয়াছিলেন, তাহার পরে সফা ও মরওয়া গিরির মধ্যভূমি প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ প্রস্তর (হজ্জরোল্‌ অস্‌ওয়দ) হইতে প্রস্তর পর্য্যন্ত তিন বার দ্রুতগতি ও চারি বার মন্দগতি চলিয়াছিলেন, এবং যখন সফা ও

---

* মক্কার সন্নিহিত স্থান বিশেষের নাম জিতওয়া। যে পথে ওম্‌রা করিতে যাওয়া হয় সেই পথের প্রান্তে নগরের প্রবেশ দ্বারের নিকট জিতওয়া।

† মক্কায় উচ্চভূমির পথে জিতওয়া নামক স্থান ও মালা নামক মক্কার গোরস্থান বিদ্যমান।

‡ ইনি বিখ্যাত প্রধান অনুগামী, আয়শাদেবীর ভাগিনেয় আবুবেকরের কন্যা আসমার পুত্র ছিলেন।

মরওয়ার মধ্যভূমি প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তখন নিম্ন জলসঞ্চরণক্ষেত্রে ধাবিত হইয়াছিলেন।—মো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ যখন মক্কায় গিয়াছিলেন তখন হজরোল্ অস ওয়দের নিকটে যাইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়াছিলেন, তৎপর নিজের দক্ষিণ দিকে চলিয়াছিলেন, দ্রুতগতি তিন বার, মন্দগতি চারি বার চলিয়াছিলেন।—মো।

আরবীর পুত্র জোবয়রের উক্তি * ;—এক ব্যক্তি এব্‌ন ওমরকে হজরোল্ অস্ ওয়দ চুম্বন করাবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি হজরতকে তাহা হস্তসংস্পর্শনসহকারে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি।"—বো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—আমি হজরতকে রোকণে ইমানি (ইমানীস্তম্ভদ্বয়) ব্যতীত কাবা মন্দিরের অন্য কিছু চুম্বন করিতে দেখি নাই †।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ,—সংবাদবাহক উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক হজরতোল্ অস্-ওয়দকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, সেই স্তম্ভকে যষ্টিযোগে চুম্বন করিয়াছিলেন ‡।—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ উষ্ট্রোপরি আরোহণে কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, যখন স্তম্ভের দিকে আসিয়াছিলেন তখন স্বীয় হস্তস্থিত বস্তু বিশেষ দ্বারা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং তক্‌বির বলিয়াছেন।—মো।

আবু তোফয়লের উক্তি § ;—আমি প্রেরিতপুরুষকে কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করিতে এবং নিজের সঙ্গের যষ্টিযোগে স্তম্ভকে চুম্বন করিতে—যষ্টিকে ঘুম্বন করিতে দেখিয়াছি।—মো।

আয়শার উক্তি ;—আমরা প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলাম, হজ ব্যতীত অন্য কথা ছিল না, পরে যখন আমরা সরেকে ছিলাম ‖, তখন আমি ঋতমতী হই। পরে হজরত উপস্থিত হইলেন, আমি কাঁদিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "সম্ভবতঃ তুমি ঋতুমতী হইয়াছ।" আমি হাঁ বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ইহা এমন এক বিষয় যে, পরমেশ্বর আদমের কন্যাদিগের সম্বন্ধে ইহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

---

* ইনি এক জন অনুগামী ছিলেন। এব্‌ন ওমর প্রভৃতি হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

† রুকপ্রস্তর অর্থাৎ হজরোল অসওদ, ইমানী স্তম্ভদ্বয়ের অন্তর্গত এক স্তম্ভরূপে পরিগণিত।

‡ অর্থাৎ তিনি হস্তস্থিত যষ্টিযোগে হজরতোল্ অসওদকে লক্ষ্য করিয়া সেই যষ্টিকে চুম্ব করিয়াছিলেন।

§ ইনি একজন সহচর ছিলেন, এবং আলি মোর্ত্তজার প্রধান বন্ধু ও অনুগামীদিগের অন্তর্গত হইয়াছিলেন।

‖ সরেক স্থানবিশেষের নাম। তাহা মক্কা নগর হইতে এক দিনের পথ দূরে। সেস্থানে ময়মুনা দেবীর সঙ্গে হজরতের বিবাহ হইয়াছিল, তথায় ময়মুনা পরলোক প্রাপ্তও হইয়াছিলেন।

অনন্তর যে পর্য্যন্ত তুমি শুদ্ধ না হও, কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করা ব্যতীত হাজীলোকেরা যাহা করিয়া থাকে তুমি তাহা করিও।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—আবুবেকর আমাকে সেই হাজীদিগের প্রতি কোরবাণীর দিনে হজ্জতোল্ ওদায় পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছিলেন হজরত কর্ত্তৃক তিনি যাহাদের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে (এস্থলে আমাকে) আদেশ করিয়াছিলেন, "লোকদিগকে যেন জ্ঞাপন করা হয়, জানিও বর্ত্তমান বৎসর ব্যতীত কোন অংশিবাদী যেন হজ্জ না করে, এবং বিবস্ত্র হইয়া কাবামন্দির প্রদক্ষিণ না করে *।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মক্কানিবাসী মোহাজেরের উক্তি ;—জাবের স্বীয় উভয় হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কাবা-মন্দির দর্শন করিতেছেন এমন অবস্থায় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আমরা মহাপুরুষ সংবাদবাহকের সঙ্গে হজ্জব্রত পালন করিয়াছি, তিনি যাহা করিতেন না, আমরা তাহা করিতেছি না †।"—তর, আবুদা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ অগ্রসর হইয়া মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর হজরোল্ অসওদের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে চুম্বন করেন, তৎপর কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করেন ; তদনন্তর সফা গিরির দিকে চলিয়া যান, কাবা-মন্দির দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্য্যন্ত তাহার উপর আরোহণ করেন, পরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া ইচ্ছানুরূপ ঈশ্বর গুণানু কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন।—আবুদা।

এব্ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "কাবামন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করা নমাজ পড়ার তুল্য ফল ; প্রভেদ এই যে, তোমরা তাহাতে কথা কহিয়া থাক। অবশেষে যে ব্যক্তি তাহাতে (প্রদক্ষিণ করা কালে) কথা কহে সে যেন শুভ কথা ব্যতীত অন্য কথা না কহে।"—তর, নেসা, দার।

[এই সমগ্র হদিস যাহা এব্ন আব্বাসের সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত, তরমোজী ব্যক্ত করিয়াছেন।]

এব্ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "হজরোল্ অস্ওয়দ দুগ্ধ অপেক্ষা সমধিক শুভ্ররূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, পরে লোকের পাপপুঞ্জ তাহাকে কৃষ্ণাঙ্গ করিয়াছে।"—আহ, তর।

---

* বিবস্ত্র হইয়া কাবা প্রদক্ষিণ করা পৌত্তলিকদিগের রীতি ছিল। তাহারা বলিত, আমাদের পাপের জন্য আমাদের বস্ত্র অশুদ্ধ, অশুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া ঈশ্বরের সাধনা করিব না।

† প্রধানতম এমাম আবু হনিফার এই মত যে, যখন কাবামন্দিরের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবে, তখন প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনা কালে হস্তোত্তলন করা বিধি।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ হজরোল্‌ অস্‌ওয়দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর পুনরুত্থানের দিনে একান্তই তাহাকে উত্থাপন করিবেন, তখন তাহার দুইটি চক্ষু ঘটিবে, তদ্দ্বারা সে দর্শন করিবে ; রসনা হইবে, তদ্‌যোগে সে কথা কহিবে ; যাহারা তাহাকে চুম্বন করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবে।"—তর, এব্‌নমা, দার।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "হজরোল্‌ অস্‌ওয়দ ও এব্রাহিমভূমি স্বর্গীয় ইয়াকুতখণ্ডদ্বয়ে গঠিত *। পরমেশ্বর উভয়ের জ্যোতি বিলুপ্ত করিয়াছেন; এবং যদি তিনি উভয়ের উজ্জ্বলতা বিনষ্ট না করিতেন তবে নিশ্চয় পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অন্তর্গত যাহা কিছু আছে তাহা আলোকিত হইত।"—তর।

অমিরের পুত্র ওবয়দোল্লার উক্তি † ;—উভয় রোকণের (স্তম্ভের) (রোকণ ইমানী ও রোকণ অস্‌ওয়দের) দিকে এব্‌ন ওমর মহা জনতা করিয়াছিলেন। প্রেরিত পুরুষের সহচরদিগের মধ্যে কাহাকেও তৎপ্রতি জনতা করিতে দেখি নাই। তিনি বলিয়াছেন, "আমি যদি তাহা করি অনুচিত নহে। নিশ্চয় আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, উভয়ের সংস্পর্শ পাপপুঞ্জের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।" অপিচ তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি এই মন্দির সাত বার প্রদক্ষিণ করে ও তাহার সম্মান রক্ষা করে, সে যেন এক জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়া থাকে, এবং তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কেহ এমন এক পদ স্থাপন ও অপর পদ উত্থাপন করে না, ঈশ্বর তাহাতে তাহার অপরাধ সকল মার্জ্জনা এবং তাহাতে তাহার জন্য কল্যাণ নির্দ্ধারিত করেন না।"—তর।

সায়েবের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ,—উভয় রোকণের মধ্যস্থলে প্রেরিতপুরুষকে এই রূপ প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি, "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে ইহলোকে কল্যাণ ও পরলোকে কল্যাণ দান কর, এবং নরক যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর।"—আবুদা।

শয়বার কন্যা সফিয়ার উক্তি ‡ ;—আমাকে আবু তোজরার কন্যা জ্ঞাপন করিয়া-

---

* উজ্জ্বলরত্ন বিশেষের নাম ইয়ুকুত। এই রত্ন শ্বেত পীত নীল লোহিত এই চারি বর্ণের চারি প্রকার হইয়া থাকে।

† ইনি একজন শ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন, হজরতের প্রেরিতত্ব কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।

‡ কেহ বলেন, ইনি হজরতের দর্শন পাইয়াছিলেন, কেহ বলেন তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। ইনি অনুগামীদিগের অন্তর্গত ছিলেন। আবু তল্‌হার পৌত্র ওস্‌মান, ওস্‌মানের পুত্র শয়বা ইহার পিতা ছিলেন। ইহারাই কাবার দ্বারের কুঞ্জিকারক্ষক ছিলেন।

ছেন আমি কোরেশবংশীয় আবুহোসয়নপরিবারের গৃহান্তর্গত কতিপয় নারীর সঙ্গে গিয়া প্রেরিতপুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি সফা ও মরওয়া গিরির মধ্যভূমিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। দ্রুতগতিবশতঃ তাঁহার পায়জামা ঘূর্ণিত হইতেছিল, এবং তাঁহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, "তোমরা ধাবিত হও, নিশ্চয় পরমেশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে ধাবিত হওয়া লিপি করিয়াছেন।"—শবলে সোয়তে।

[আহমদ অন্যতর বাক্যযোগে ব্যক্ত করিয়াছেন।]

এমায়ের পৌত্র অবদোল্লার পুত্র কোদ্দামের উক্তি * ;—আমি প্রেরিতপুরুষকে উষ্ট্রারোহণে সফা ও মরওয়া গিরির মধ্যভূমিতে ধাবমান হইতে দেখিয়াছি, কাহাকে আঘাত করা ও দূর করা ছিল না, সরে যাও সরে যাও কথা ছিল না।—শবেহ সোয়ত।

ওম্মিয়ার পুত্র ইয়ালির উক্তি † ;—দক্ষিণ কক্ষতল হইতে বামস্কন্ধের উপর উত্তরীয় বস্ত্র স্থাপিত এবং হরিত বসন পরিহিত এমন অবস্থায় প্রেরিতপুরুষ কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।—আবুবা, এবনমা, দার।

এবন আব্বাসের উক্তি ;—নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ ও তাঁহার সহচরগণ জেরাণা হইতে ওমরাব্রতধারী হইয়াছিলেন, পরে তাঁহারা কাবামন্দিরে তিন বার দ্রুত চলিয়াছিলেন, এবং নিজেদের উত্তরীয় বসন কক্ষতল বেষ্টন করিয়া বাম স্কন্ধোপরি স্থাপন করিয়াছিলেন।—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

এবন ওমরের উক্তি ;—আমি সহজ ও কঠিনাবস্থায় (নির্জ্জনতা ও জনতায়) ইমানী ও হজর অস্ওয়দ এই দুই রোকণকে (স্তম্ভকে) যদবধি প্রেরিতপুরুষকে এই উভয়কে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি চুম্বন করা পরিত্যাগ করি নাই।—উভয়।

[বোখারী ও মোস্লেম এই দুই জনের বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, নাফেয়া বলিয়াছেন, আমি এবন ওমরকে স্বীয় হস্তযোগে হজরোল্ অসওয়দ চুম্বন করিতে দেখিয়াছি, তিনি তৎপর নিজ হস্তকে চুম্বন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, আমি যদবধি হজরতকে ইহা করিতে দেখিয়াছি ইহা পরিত্যাগ করি নাই।]

ওম্ম সোলমার উক্তি ;—আমি প্রেরিতপুরুষের নিকটে এই দুঃখ জানাইয়াছিলাম যে, আমি পীড়িত আছি। তিনি বলিয়াছেন, "তুমি বাহনারূঢ়াবস্থায় লোকের

---

* ইনি প্রাচীন এস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, মক্কাতে স্থিতি করিয়াছিলেন, মদিনায় প্রস্থান করেন নাই।

† ইনি কোরেশদলের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে বদ্ধ ছিলেন, মক্কা বিজয়ের দিন এস্লামধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, হোনয়ন, তায়েফ্ এবং তবুকের সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। ওমরকারুকের নেতৃত্বকালে তাঁহার এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া প্রদক্ষিণ করিও। প্রেরিতপুরুষ কাবামন্দিরের পার্শ্বে নমাজ পড়িতে-ছিলেন, তাহাতে তুর সুরা ও কেতাব মস্তর পড়িতেছিলেন।

রবিয়ার পুত্র আবেসের উক্তি * ;—আমি ওমর ফারুককে হজরোল্ অস্ওয়দ চুম্বন করিতে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন, "সত্যই আমি জানিতেছি যে, তুমি এক প্রস্তর কল্যাণ কর না ও অকল্যাণ কর না, যদি আমি হজরতকে চুম্বন করিতে না দেখিতাম তাহা হইলে তোমাকে চুম্বন করিতাম না †।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তৎপ্রতি (ইমানী স্তম্ভের প্রতি) সত্তোর জন ফেরেশ্তা অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত। যে ব্যক্তি বলে, "হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষমা ও শান্তি ভিক্ষা করিতেছি, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগের প্রতি ইহলোকে কল্যাণ ও পরলোকে কল্যাণ বিধান কর, আমাদিগকে নরকদণ্ড হইতে মুক্ত কর।" তাঁহারা 'আমিন' (শান্তিবাচন) বলিয়া থাকেন ‡।"—এব্নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কাবামন্দির সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়াছে, এবং সব্হানাল্লা অলহম্দো লেল্লাহে এল্লেল্লাহে ও আল্লাহো আক্বর ও লা হওলা ও লা কুওয়তা এল্লা বেল্লাহে, ব্যতীত অন্য কথা বলে নাই, তাহার দশটী দুষ্কৃতি বিলুপ্ত হয় ও তাহার জন্য দশটী সুকৃতি লিখিত হইয়া থাকে, এবং তাহার নিমিত্ত পদমর্য্যাদা দশগুণ সমুন্নত হয়। অপিচ যে ব্যক্তি প্রদক্ষিণ করে, এবং সেই অবস্থায় অন্য কথা কহে, স্বীয় পদদ্বয়ে জলে গমনকারী ব্যক্তির ন্যায় সে আপন দুই চরণে কৃপার মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে §।—এব্নমা।

---

* কেহ কেহ ইহাকে হজরতের সহরচ বলিয়াছেন, অধিকাংক লোক অনুগামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

† আলি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের আদেশে হজ্বরোল্ অস্ওয়দ লোকের উপকার বা অপকার করিতে সমর্থ।

‡ যখন যোকণে ইমানীর এইরূপ প্রভাব, তখন হজ্বরোল্ অস্ওয়াদের অধিকতর প্রভাব, ইহার সন্দেহ নাই। এস্থলে কেবল ইমানী স্তম্ভের উল্লেখ হইয়াছে।

§ অর্থাৎ কাবা প্রদক্ষিণকালে যে ব্যক্তি অন্য কথা কহে তাহার সমগ্র জীবন কৃপাবারিতে নিমগ্ন হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অরফায় দণ্ডায়মান হওয়া *।

প্রথম অধ্যায়।

আবুবেকর সকফার পুত্র মোহম্মদ †;—তিনি মেনা হইতে প্রাতঃকালে অরফায় যাইবার সময় আনসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই দিবস আপনারা প্রেরিত-পুরুষের সমভিব্যাহারে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন? তখন তিনি বলিয়াছিলেন; "আমাদের মধ্যে তল্‌বিয়াকারী তল্‌বিয়া করিতেছিলেন, তদ্বিষয়ে অস্বীকার করা হইতেছিল না, এবং আমাদের মধ্যে তকবিরবক্তাও তকবির বলিতেছিলেন, তদ্বিষয়ে অস্বীকার করা হইতেছিল না ‡।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "এই স্থানেও মেনাতে আমি কোরবাণী করিয়াছিলাম, প্রত্যেকেই কোরবাণী ক্ষেত্র। অতএব তোমরা নিজেদের অবতরণভূমিতে কোরবাণী কর, আমি এই স্থানে ও অরফাতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম, প্রত্যেকেই দণ্ডায়মানভূমি। এবং আমি এই স্থানে ও মোজদলেফায় দণ্ডায়মান, হইয়ছি, সমুদায় দণ্ডায়মান ভূমি §।—মো।

আয়শার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "নরকানল হইতে দাসকে পরমেশ্বরের মুক্তি দানানুসারে অরফার দিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দিন নাই। বস্তুতঃ তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তৎপর তাহাদের সম্বন্ধে ফেরেশ্‌তাদের নিকটে গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কি কামনা করে?"—মো।

---

* অরফা একটি বিশেষ স্থানের নাম। "অরফার দিন, এইরূপ কালার্থেও উহা উক্ত হয়। অরফা শব্দের অর্থ পরিচয় লওয়া বা জ্ঞান লাভ করা। কথিত আছে যে, আদম ও হবা স্বর্গচ্যুত হইয়া এস্থানে পরিচিত হইয়াছিলেন। অথবা জেব্রিল এই স্থানে আদি পুরুষ এব্রাহিমকে হজ্জব্রত ইত্যাদি শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, শিক্ষাদানের পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পরিচয় পাইয়াছ, বুঝিতে পারিয়াছ? মহাপুরুষ এব্রাহিম হাঁ বলিয়া সম্মতি দান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য অরফা নাম হইয়াছে, অরফার প্রান্তরে হাজী লোকেরা দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। কেহ কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেই হাজী আখ্যা প্রাপ্ত হয়; তৎপর প্রদক্ষিণ ইত্যাদি করিয়া থাকে।

† ইনি একজন অনুগামী ছিলেন।

অর্থাৎ অরফাতে তল্‌বিয়া ও তকবির বলা অপ্রয়োজন ছিল তথাপি বলা হইয়াছিল, কেহ তাহাতে আপত্তি করে নাই।

§ হজরত নির্দ্দিষ্ট স্থানকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছেন, এক্ষণ সেই স্থানকে "মনহরে নবি" (সংবাদ বাহকের কোরবাণী ক্ষেত্র) বলা হইয়া থাকে। সেই স্থানে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবদোল্লার পুত্র সফ্ওয়ানের পৌত্র ওমর স্বীয় মাতুল হইত যাহাকে এজিদ এব্ন শয়বান বলা হয়, শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, * ;—আমরা অরফায় নিজেদের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডায়মানভূমিতে ছিলাম। অবদোল্লার পুত্র ওমর অনেক এমামের দণ্ডায়মানভূমি অপেক্ষা তাহার প্রশংসা করিতেছিলেন। পরে আমাদের নিকট মেরবায়েণ আন্সারী উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি তোমাদের নিকট প্রেরিতপুরুষের প্রেরিত লোক। তিনি তোমাদিগকে বলিতেছেন, 'তোমরা নিজেদের মশহরে (ব্রত সাধন ভূমিতে) দণ্ডায়মান হও, নিশ্চয় তোমরা নিজেদের আদিপিতা এব্রাহিমের উত্তরাধিকারিত্বানুসারে উত্তরাধিকারিত্বের অন্তর্গত †।"—তর, আবুদা, নেসা, এব্নমা।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "সমস্ত অর্ফা মওকফ (দণ্ডায়মানভূমি) সমস্ত মেনা মন্হর (কোরবাণীক্ষেত্র), সমস্ত মোজদলেফা দণ্ডায়মানভূমি, মক্কার সমুদায় প্রশস্ত পথ গম্য পথ ও কোরবাণীভূমি।—আবুদা দার।

ইযুজার পুত্র খালেদের উক্তি ;—অরফার দিনে উষ্ট্রের উপর দুই রেকাবে দণ্ডায়মান হইয়া হজরতকে আমি উপদেশ দান করিতে দেখিয়াছি।—আবুদা।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে পিতা তাঁহার পিতামহ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "অরফার দিনের প্রার্থনা শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, এবং আমি যাহা বলিয়াছি, এবং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ বলিয়াছেন—'লা এলাহে এল্লেল্লাহ ওহদহো লা শরিক লহো লহোল্মোল্ক ও লহো অল্হম্দো ও হুওয়া আলা কোল্ল শয়েন কদিরোন্ "তাহা শ্রেষ্ঠ।"—তর।

[মালেক ওবয়দোল্লার পুত্র তল্হা হইতে শ্রবণ করিয়া লা শরিক লহো পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন।]

ওবয়দোল্লার পুত্র কবেজের পৌত্র তল্হার উক্তি ‡ ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "অরফার দিনের মধ্যে কোন দিন শয়তান দৃষ্ট হয় নাই যে,তাহাতে সে যখন অনুগ্রহের অবতরণ ও গুরুতর পাপপুঞ্জে ঈশ্বরের ক্ষমা দর্শন করে তখন সে ক্ষুদ্রতর, দূরতর ও নিকৃষ্টতর এবং নিজসম্বন্ধে অধিকতর ক্রোধান্বিত, বদরের দিনে (বদরের রণবিজয়ের

মেনাও কোরবাণিভূমি। এই স্থান ও অরফা দণ্ডায়মান হওয়ার ভূমি। মোজদলেফার অর্থ মজ্জমা অর্থাৎ সম্মিলনভূমি মোজদলেফার আদম ও হবা মিলিত হইয়াছিলেন।

* ইনি এক জন কোরেশবংশীয় অনুগামী। ইহার মাতুল এজিদ হজরতের সহচর ছিলেন।

† পৌত্তলিকতার সময় হইতে অরফাতে এক এক পরিবারের জন্য দণ্ডায়মানভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সেই পরিবারের পুত্র পৌত্রাদি সেই সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে।

‡ ইনি এক জন অনুগামী ছিলেন।

দিনে) যেরূপ দৃষ্ট হইয়া . তদ্ভিন্ন নহে। নিশ্চয় সে তখন জেব্রিলকে দেবসৈন্য সজ্জিত করিতে দেখিয়াছিল।"—মানে।

[পরম্পরাগতরূপে মালেক ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং শবাহসোয়ত পুস্তকে মসাবিহের অনুরূপ বাক্যে ব্যক্ত।]

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন অরফার দিন উপস্থিত হয় তখন নিশ্চয় ঈশ্বর পৃথিবীর আকাশের দিকে অবতরণ করেন, পরে তাহাদের (লোকের) সঙ্গে দেবদূতগণকে (ফেরেশ্‌তাদিগকে) আদর করিয়া বলেন, "আমার কিঙ্করগণের প্রতি লক্ষ্য কর, তাহারা প্রত্যেক প্রশস্ত পথে এলোথেলো কেশে ধূলীধূসরিত কলেবরে উচ্চধ্বনি করত আমার নিকটে আসিতেছে, আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিতেছি যে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম।" তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলে, "হে প্রতিপালক, অমুক ও অমুক এবং অমুকী দুষ্ক্রিয়ান্বিত।" ঈশ্বর বলেন, "নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম।" প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নরকানল হইতে মুক্তিবিষয়ে অরফার দিন অপেক্ষা কোন দিন শ্রেষ্ঠ নহে।"—শরাহসোন্নতে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আয়শা দেবীর উক্তি ;—কোরেশজাতি ও তাহাদের ধর্ম্মানুগত যাহারা ছিল তাহারা মোজদলেফায় দণ্ডায়মান হইত, তাহারা হোমস নাম উচ্চারণ করিত *। পরন্তু সমুদায় আরব্য লোক অরফাতে দণ্ডায়মান হইত। পরে যখন এস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল তখন পরমেশ্বর স্বীয় সংবাদবাহককে অরফাতে যাইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইবার জন্য এবং তথা হইতে দ্রুত চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের এইরূপ উক্তি ;—"তৎপর তোমরা তাড়িত হওয়া লোকের ন্যায় ধাবিত হইও।"—উভয়।

মেরদাসের পুত্র আব্বাসের উক্তি † ;—প্রেরিতপুরুষ অরফার দিন সায়ংকালে স্বীয় মণ্ডলীর পাপ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন এরূপ গৃহীত হইয়াছিল যে, "অত্যাচার ব্যতীত তাহাদের সমুদায় অপরাধ নিশ্চয় আমি ক্ষমা করিলাম। প্রকৃত

---

* আরব্য "হোম্‌স" শব্দের অর্থ দৃঢ়তা ও বীরত্ব। কোরেশগণ কাবামন্দিরকেও হোম্‌স বলিত। যেহেতু উহা নীলাভ দৃঢ় কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত।

† ইনি এক জন সহচর ছিলেন, মক্কা বিজয়ের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এক জন প্রকৃত বিশ্বাসী এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। নিজ দলে ইহাঁর বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ইনি বিজয়ের দিবস পাঁচ শত অনুগামী সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন, পৌত্তলিকতার সময়ে ইহাঁর দলস্থ সকলে সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিল।

পক্ষে আমি অত্যাচরিত লোকের জন্য তাহার স্বত্ব গ্রহণকারী।" তিনি বলিলেন, "হে প্রতিপালক, যদি তুমি ইচ্ছা কর অত্যাচরিত লোককে স্বর্গোদ্যান দান এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা পরিতে পার।" কিন্তু সায়ংকালে ইহা গৃহীত হইল না। পরে যখন মোজদলেফায় রাত্রি প্রভাত হইল তখন তিনি পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে যে উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হইয়াছিল, তাহা গৃহীত হইল। তখন প্রেরিত পুরুষ ইষদ্ হাস্য করিলেন বা হাসিলেন। পরে তাঁহাকে আবুবেকর ও ওমর বলিলেন, "আমার জনক জননী আপনার প্রতি উৎসর্গীকৃত হউক; এই মুহূর্ত্ত আপনি হাসিতেছিলেন না, পরে সে কি যে আপনাকে হাসাইল? পরমেশ্বর আপনার দশনপঙ্‌ক্তি সহাস্য রাখুন।" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় ঈশ্বরের শত্রু শয়তান যখন জানিল যে, পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া আমার মণ্ডলীকে ক্ষমা করিয়াছেন তখন সে মৃত্তিকা উঠাইয়া স্বীয় মস্তকে নিক্ষেপ করত হায়! মৃত্যু বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। তাহার অস্থিরতা আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা আমাকে হাসাইয়াছিল।"—এব্‌নমা।

[বাসোল্ নণ্ডর গ্রন্থে বয়হকী।]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অরফা ও মোজদলেফা হইতে প্রস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

ওর্‌ওয়ার পুত্র হেশাম স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, জয়দের পুত্র ওসামাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, "হজ্জতোল্‌ওদাতে প্রস্থানের সময় প্রেরিত পুরুষ কি ভাবে চলিতেছিলেন?" তিনি বলিয়াছিলেন, "দ্রুত চলিতেছিলেন, পরে যখন প্রসারিত ভূমি প্রাপ্ত হইতেছিলেন সবেগে (উষ্ট্রী) চালাইতেছিলেন।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাস হইতে;—তিনি অরফার দিনে প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তখন হজরত আপনার পশ্চাদ্ভাগে শব্দ ডাক হাঁক ও উষ্ট্রের প্রতি প্রহার শ্রবণ করিয়া স্বীয় বেত্রযোগে তাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন, এবং বলিলেন, "হে লোক সকল, স্থিরভাব ধারণ তোমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। যেহেতু অধীরতায় ফললাভ হয় না।"—বো।

এবন্ আব্বাসের উক্তি;—জয়দের পুত্র ওসামা অরফা হইতে মোজদলেফা পর্য্যন্ত হজরতের সঙ্গে এক বাহনে আরূঢ় ছিলেন। তৎপর তিনি (হজরত) মোজদলেফা হইতে মেনা পর্য্যন্ত ফজলকে আরোহণ করাইয়াছিলেন। পরে উভয়ে বলিয়াছেন,

"প্রেরিত পুরুষ জমরতোল্ ওক্‌বাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করা পর্য্যন্ত নিরন্তর তল্‌বিয়া বলিয়াছিলেন।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ মোজ্‌দলেফাতে মগরবের ও এশার নমাজ এক যোগে পড়িয়াছিলেন, এবং এই দুইয়ের প্রত্যেককে একামত যোগে সম্পাদন করিয়াছেন, অপিচ উভয়ের মধ্যে ও উভয়ের প্রত্যেকের অনুসরণে অতিরিক্ত নমাজ পড়েন নাই।—বো।

মস্‌উদের পুত্র আবদোল্লার উক্তি ;—আমি প্রেরিত পুরুষকে মোজ্‌দলেফাতে এশা ও মগরবের এই দুই নমাজ ভিন্ন অন্য নমাজ তাহার সময় ছাড়া পড়িতে দেখি নাই, কিন্তু এই দিন তিনি ফজরের নমাজ তৎসময়ের পূর্ব্বে পড়িয়াছিলেন।—উত্তর।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;— যাহাদিগকে প্রেরিত পুরুষ স্বীয় পরিবারস্থ অশক্ত লোকদিগের সঙ্গে নিশা কালে মোজ্‌দলেফাতে পূর্ব্বে পাঠাইয়াছিলেন আমি সেই সকল লোকের অন্তর্গত ছিলাম।—উত্তর।

আব্বাসের পুত্র ফজলের উক্তি ;—তিনি হজরতের পশ্চাদ্ভাগে এক বাহনে আরূঢ় ছিলেন। রজনীমুখে অরফাতে এবং প্রাতঃকালে মোজ্‌দলেফাতে লোকদিগকে যখন দৌড়াইতেছিল তখন তিনি (হজরত) বলিয়াছিলেন, "তোমাদের সম্বন্ধে স্থিরতা হউক।" এবং তিনি মোহস্‌সের নামক প্রান্তরে আগমন পর্য্যন্ত স্বীয় উষ্ট্রীর সংযমনকারী হইয়াছিলেন। উহা (সেই প্রান্তর) মেনার অন্তর্গত। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের কর্ত্তব্য যে, ক্ষুদ্র খাপরা খণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড সকল যাহা জমরাতে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে কুড়াইয়া লও।" যে পর্য্যন্ত জমরাতোল্ ওক্‌বার উপল খণ্ড নিক্ষেপ করা হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত প্রেরিত পুরুষ অবিশ্রান্ত তল্‌বিয়া বলিয়াছিলেন * ।—মো।

জাবেরের উক্তি ;—স্থিরভাবে প্রেরিতপুরুষ মোজ্‌দলেফা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, ও মহাস্‌সের প্রান্তরে সবেগে চালাইয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে ক্ষুদ্র খাপরা খণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র উপলখণ্ড সকল (চণক শস্যের তুল্য ক্ষুদ্র) নিক্ষেপ করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, এবং তিনি বলিয়াছিল, "সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বৎসরের পরে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না।"

[এই হদিস তরমোজীর জামে হদিসের পূর্ব্বাপর ব্যতীত বোখারী ও মোস্‌লমের সহিহ্ হদিসনিচয়ের মধ্যে পাওয়া যায় নাই।]

* শয়তান তাড়াইবার উদ্দেশ্যে হাজীলোকদিগের পাথর ছুড়িবার তিনটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছে। তাহাকে জমরাবলে। প্রথম জমরাতোল কোব্‌রা, মধ্যম জমরাতোল ওস্‌তা, চরম জমরাতোল ওক্‌বা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মখজমার পৌত্র কয়সের পুত্র মোহম্মদের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ খত্‌বা (উপদেশ দান) করিয়া ছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "মূঢ় (পৌত্তলিক) গণ সূর্য্যমণ্ডল অস্তগমনের প্রাক্‌কালে যখন তাহা পুরুষের উষ্ণীষের ন্যায় তাহাদের মুখমণ্ডলে দীপ্তি পায় তখন অরফা হইতে ফিরিয়া যাইত, এবং দিবাকর সমুদিত হওয়ার পরে যখন উহা পুরুষের উষ্ণীষের ন্যায় তাহাদের মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইত তখন মোজদলেফা হইতে যাইত। কিন্তু আমি সূর্য্য যে পর্য্যন্ত অস্তমিত না হয় অরফা হইতে চলিয়া যাইব না, এবং দিবাকের সমুদিত হওয়ার পূর্ব্বে মোজদলেফা হইতে প্রস্থান করিব। আমাদের রীতি পৌত্তলিক ও অংশিবাদীদিগের রীতির বিপরীত হইবে।"—বয়হকি শাবোল্‌ ইমানে।

[এব্‌ন মখজমার হদিস তদনুরূপ।]

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে মোজদলেফার রজনীতে পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা আব্দোল্‌ মোত্তালোবের বংশীয় বালকগণ গর্দ্দভের উপর আরূঢ় ছিলাম। (বিদায়কালে) তিনি স্নেহবশতঃ আমাদের জঙ্ঘাদেশে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আমার সন্তানগণ, যে পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় না হয় সে পর্য্যন্ত প্রস্তর নিক্ষেপ করিও না।"—আবুদা, নেসা, এবন্‌ মা।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ ওম্মসোলমাকে কোরবাণীর রাত্রিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উষাসমাগমের প্রাক্‌কালে তিনি (ওম্মসোলমা) প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছেন। অনন্তর তিনি চলিয়া যান ও প্রদক্ষিণ করেন। ইহা সেই দিন ঘটিয়াছিল যে দিন প্রেরিত পুরুষ তাঁহার নিকটে ছিলেন।—আবুদা।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;. মক্কাধিবাসী বা ওম্রা ব্রতধারিগণ কৃষ্ণ প্রস্তর চুম্বন করা পর্য্যন্ত তল্‌বিয়া বলিয়াছিলেন।—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওরওয়াসকৃফীর পৌত্র আসেমের পুত্র ইয়কুবের উক্তি * ;—শরিদকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "আমি প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে (অরফা হইতে) যাত্রা করিয়াছিলাম, মোজদলেফাতে পঁহুছা পর্য্যন্ত তাঁহার চরণদ্বয় ভূমি স্পর্শ করে নাই †।"—আবুদা।

এব্‌ন শেহাবের উক্তি ;—আমাকে সালেম জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ইয়ুসোফের পুত্র হেজ্জাজ যে বৎসর এব্‌ন জোবয়রের পুত্র আবদোল্লার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত

* ইনি এক জন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

† অর্থাৎ তিনি অবিশ্রান্ত চলিয়া গিয়াছেন, কোথাও উষ্ট্র হইতে অবতরণ করেন নাই।

হইয়াছিল, আবদোল্লা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"অরফার দিনে দণ্ডায়মান-ভূমিতে কিরূপ করিব?" সালেম বলিয়াছেন, "যদি তুমি বিধি ইচ্ছা কর তবে অরফার দিনে মধ্যাহ্নে নমাজ পড়িও।" তখন অবদোল্লা বলিলেন,"ঠিক বলিয়াছ। নিশ্চয় তাঁহারা (হজরতের সহচরগণ) বিধি অনুসারে নমাজের মধ্যে জহর ও আসরের যোগ করিতেন।" তখন আমি সালেমকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইহা কি প্রেরিত পুরুষ করিয়াছেন? তাহাতে সালেম বলিলেন, "(হজরতের) বিধি ব্যতীত কি তাঁহারা এ বিষয়ে অনুসরণ করিয়াছেন?"—বো।

সপ্তম পরচ্ছেদ।

প্রস্তরখণ্ডনিক্ষেপণ।

প্রথম অথ্যায়।

জাবেরের উক্তি;—আমি কোরবাণীর দিনে প্রেরিতপুরুষকে স্বীয় উষ্ট্রের উপর প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি, এবং তিনি বলিতেছিলেন, "তোমরা আপনাদের সাধনা শিক্ষা কর। আমি বুঝিতেছি সম্ভবতঃ আমার এই হজ্জের পরে আমি আর হজ্জ করিব না।"—মো।

জাবেরের উক্তি;—আমি হজরতকে ক্ষুদ্র খাবরাখণ্ড সদৃশ প্রস্তর সকল নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি।—মো।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ কোরবাণীর দিনে দিবাভাগের যাম পরিমিত সময়ে প্রস্তর খণ্ড সকল নিক্ষে করিয়াছিলেন, এবং ইহার পরে (তিন দিবস) সূর্য্যাস্ত গমনের পর নিক্ষেপ করিয়াছেন।"—উভয়।

মস্‌উদের পুত্র আবদোল্লরা উক্তি;—তিনি জম্‌রতোল্‌ কোব্‌রা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন *, পরে কাবা মন্দিরকে আপনার বামে ও মেনাকে আপনার দক্ষিণে রাখিয়া সাতটি ক্ষুদ্র প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক প্রস্তরনিক্ষেপের সঙ্গে তকবির বলিয়াছেন। তৎপর বলিয়াছিলেন,"যাঁহার প্রতি বকর সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি ঈদৃশ নিক্ষেপ করিয়াছেন।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন,"মূত্রত্যাগে অযুগ্ম লোষ্ট্র ও নিক্ষেপে অযুগ্ম প্রস্তরখণ্ড এবং সফা ও মরওয়া গিরির মধ্যে অযুগ্ম প্রধাবন বিধি। যখন তোমাদের কেহ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে তখন যেন অযুগ্মতা রক্ষা করে †।"—মো।

---

* জম্‌রতোল্‌ কোব্‌রা নামক প্রস্তর নিক্ষেপভূমি খয়ফ মস্‌জেদের পার্শ্বে বিদ্যমান।

† দুই, চারি, ছয় ইত্যাদি যুগ্ম। এক, তিন পাঁচ, সাত ইত্যাদি সংখ্যা অযুগ্ম। মূত্রত্যাগের

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এমারের পৌত্র আবদোল্লার পুত্র কোদ্দমোর উক্তি ;—আমি প্রেরিতপুরুষকে শুভ্র রোমাচ্ছাদিত উষ্ট্রীর উপর কোরবাণীর দিনে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। তখন মারণ ও তাড়ান এবং 'সরে যাও' উক্তি ছিল না।—শা, তর, নেসা, এব্‌নমা, দার।

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "প্রস্তরখণ্ড সকল নিক্ষেপ করা, সফা ও মরওয়ার মধ্যভূমিতে ধাবমান হওয়া, ঈশ্বরগুণানুবাদস্থিতির জন্য, এতদ্ভিন্ন নহে।—তর, দার।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

আয়শার উক্তি ;—আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ আমরা কি মেনাতে আপনাকে ছায়া দান করে এমন গৃহ আপনার জন্য নির্ম্মাণ করিব? তিনি বলিয়াছিলেন, "না যে ব্যক্তি অগ্রে আগমন করিয়াছে, মেনা সেই ব্যক্তিরই উপবেশন স্থান।"—তর, এব্‌নমা, দার।

তৃতীয় অধ্যায়।

নাফেয়ার উক্তি ;—এব্‌নওমর প্রথম দুই জমরাতে (প্রস্তর নিক্ষেপের পর) অনেক ক্ষণ দণ্ডায়মান হইতেন, এবং তক্‌বির, তস্‌বিহ ও তম্‌হিদ বলিতেন, অপিচ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন, এবং জমরতোল্ ওক্‌বার নিকটে দণ্ডায়মান হইতেন না।—মানে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হজসম্বন্ধীয় প্রেরিত কোরবাণীর পশু।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—জোল্ হোলয়ফায় প্রেরিতপুরুষ জহরের নমাজ পড়েন, তৎপর স্বীয় উষ্ট্রীকে উপস্থিত করিতে বলেন, পরে তাহার ককুদের পার্শ্বে বড়শাস্ত্র বিদ্ধ করেন, এবং তাহা হইতে শোণিত পরিষ্কার করিলে * তিনি দুইটী পাদুকা সংলগ্ন

পর পরিষ্কৃত ও শুদ্ধ করিবার জন্য মূত্রদ্বারে তিন বার ঘলাষ্ট্রের যোগ করা বিধি, এবং সাত বার প্রস্তর নিক্ষেপ, এবং সফা ও মরওয়া গিরির মধ্যস্থলে সাত বার প্রধাবন বিধি।

* কোরবানীর উষ্ট্র পাঠাইবার সময় তাহার ককুদের পার্শ্বের একাংশ ছিন্ন করিয়া রক্তনিঃসরণ করা হয়, তাহাতে তাহাকে কোরবাণীর পশু বলিয়া চিনা যায়, হারাইয়া গেলেও তাহাকে সেই

করিয়া তাহার গলদেশ চিহ্নিত করেন। তদনন্তর তিনি স্বীয় বাহনের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে যখন উহা তৎসহ প্রান্তরে বা (বয়দানামক স্থানে) উপস্থিত হইল তখন তিনি হজ্জ ক্রিয়ার জন্য তল্‌বিয়া বলিয়াছিলেন।—মো।

আয়শার উক্তি;—একবার প্রেরিতপুরুষ কোরবাণীর ছাগ পশু পাঠাইয়াছিলেন, এবং তাহার গলদেশ চিহ্নিত করিয়াছিলেন।—উভয়।

জাবেরের উক্তি; কোরবাণীর দিনে হজরত আয়শার পক্ষে একটী গাভী জব করিয়াছিলেন।—মো।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ স্বীয় হজ্জক্রিয়ায় আপন পত্নীবর্গের পক্ষে একটী গাভী জব করিয়াছিলেন।—মো।

আয়শার উক্তি;—আমি স্বহস্তে হজরতের কোরবাণীর উষ্ট্র সকলের কেলাদা (কণ্ঠবন্ধনী) সকল বয়ন করিয়াছিলাম। তৎপর কণ্ঠে পরাইয়া তাহাদিগকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল, তাহার পর তাহাদিগকে তিনি পাঠাইয়াছিলেন।—উভয়।

আয়শার উক্তি;—আমার নিকটে যে পশম ছিল তাহা দ্বারা আমি কোরবাণীর উষ্ট্র সকলের কেলাদা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তৎপর হজরত সে সকলকে আমার পিতার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন যে, উষ্ট্রকে আকর্ষণ করিতেছে। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি ইহার উপর আরোহণ কর।" সে বলিয়াছিল, "নিশ্চয় ইহা কোরবাণীর উষ্ট্র।" "পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি ইহার উপর আরোহণ কর।" আবার সে বলিয়াছিল, "সত্যই ইহা কোরবাণীর উষ্ট্র।" পুনর্ব্বার তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাকে ধিক্। তুমি ইহার উপর আরোহণ কর।" তিন চারি বার এইরূপ হইয়াছিল *।—উভয়।

আবু জোবয়রের উক্তি †;—আমি শুনিয়াছি যে, আবদোল্লার পুত্র জাবেরকে কোরবাণীর পশুর উপর আরোহণকরাবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যখন তুমি (ক্লান্তিবশতঃ) তদুপরি আরোহণ প্রয়োজন মনে কর তাহার পৃষ্ঠে আশ্রয় পর্য্যন্ত ঠিক ভাবে আরোহণ করিও।"—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—হজরত ১৬টী কোরবাণীর উষ্ট্র এক ব্যক্তির সঙ্গে

চিহ্নানুসারে ফিরাইয়া আনা যায়। মৃত্যু ঘটিলে দীন দুঃখী লোকেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করে। ছাগ মেষসম্বন্ধে এই বিধি নয়।

* কোরবাণীর জন্য যে উষ্ট্রকে মক্কায় লইয়া যাওয়া হয়, অবস্থাভেদে তাহার উপর আরোহণ করিবার বিধি আছে।

† ইহার প্রকৃত নাম, মোস্‌লেমের পুত্র মোহম্মদ, ইনি এক জন সুপণ্ডিত অনুগামী ছিলেন।

প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে সেই সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতে দিয়াছিলেন। পরে সে বলিয়াছিল, "হে প্রেরিতপুরুষ, ইহাদের মধ্যে যে সকল অচল হইয়া পড়িবে আমি তাহাদের সম্বন্ধে কি করিব?" তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহাকে জব করিও, তৎপর তাহার কণ্ঠচিহ্নরূপ পাদুকাদ্বয় তাহার রক্তেতে রঞ্জিত করিও, তদনন্তর তাহাকে পার্শ্বশায়ী করিয়া রাখিও *। তুমি তাহার মাংস ভক্ষণ করিও না, তোমার সহচরদিগের কেহ যেন তাহা ভক্ষণ না করে।"—মো।

জাবেরের উক্তি,—আমরা প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে হোদয়বিয়ার বৎসরে সাত জনে মিলিয়া একটী উষ্ট্রী, সাত জনে একটী গাভী জব করিয়াছিলাম †।—মো।

এব্‌ন ওমর;—তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকটে আসিয়াছিলেন যে, সে নিজের কোরবাণীর উষ্ট্রকে বসাইয়া তাহা জব করিতেছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, উহাকে আবদ্ধভাবে দাঁড়াইবার জন্য উঠিতে দাও, প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদের বিধি গ্রহণ কর ‡।—উভয়।

আলি মোর্ত্তজার উক্তি;—হজরত আমাকে তাঁহার কোরবাণী উষ্ট্রের সম্বন্ধে দণ্ডায়মান থাকিতে (তত্ত্বাবধান করিতে) এবং উহার মাংস, চর্ম্ম ও সাজ সজ্জা বিতরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং তাহার জবকারীকে যেন কিছু না দেই এরূপ বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা আমাদিগের নিকট হইতে তাহার পারিশ্রমিক দান করিব।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি; আমরা তিন দিবসের অধিক আমাদের কোরবাণী উষ্ট্রের মাংস ভক্ষণ করিতেছিলাম না। পরে প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "তোমরা ভক্ষণ কর, এবং পথসম্বল করিয়া লও।" তখন আমরা (তিন দিবসের অধিক) ভক্ষণ করিয়াছিলাম, ও (শুষ্ক মাংস) পাথেয়স্বরূপ করিয়া লইয়াছিলাম।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—হোদয়বিয়ার বৎসরে আমি প্রেরিতপুরুষকে উপঢৌকন সামগ্রী সকলের মধ্যে এক উষ্ট্র উপঢৌকনস্বরূপ দিয়াছিলাম, উহা আবুজহলের ছিল,

* অর্থাৎ পার্শ্বশায়ী করিয়া রাখিলে পথিকগণ ককুদের পার্শ্বস্থ ক্ষত দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, উহা কোরবাণীর জন্য প্রেরিত উষ্ট্র, উহার মাংস দীন দরিদ্র লোকে ভক্ষণ করিবে, অন্য লোকের ভক্ষণীয় নহে।

† হোদয়বিয়ায় ওমরাব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল, ব্রতধারী সাত জনে একটী উষ্ট্রের ও সাত জন একটী গাভীর অংশী হইয়া তাহাদিগকে জব করিয়াছিল।

‡ উষ্ট্র কোরবাণীকরার নিয়ম এই, বাম পাদ রজ্জু যোগে বন্ধনপূর্ব্বক উষ্ট্রকে দাঁড় করাইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে বড়শাস্ত্র বিদ্ধ করিতে হয়। রক্তস্রাব হইলেই সে ভূতলশায়ী হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে

উহার মস্তকে (নাসিকায়) অঙ্গুরীয়বৎ রজতভূষণ ছিল, অন্য বিবৃতিতে—স্বর্ণময় উল্লিখিত। তাহাতে অংশিবাদীরা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল *।—আবুদা।

নাজিয়া খজায়ার উক্তি †;—আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, কোরবাণীর যোগ্য উষ্ট্রদিগের মধ্যে যাহা অচল হইয়া পড়ে, আমি উহার সম্বন্ধে কিরূপ আচরণ করিব? তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহাকে বধ করিও, তৎপর তাহার কণ্ঠ সংলগ্ন পাদুকা তাহার রক্তে সংলিপ্ত করিও, তদনন্তর তাহার ও লোকমণ্ডলীর মধ্যে ব্যবধান রাখিও না। তাহা হইলে তাহারা (দীন দরিদ্রগণ) তাহা ভক্ষণ করিবে।"—মালে, তর, এব্‌নমা।

[আবু দাউদ ও দারাবী নাজিয়াকে আস্‌লমী বলিয়াছেন।]

কোর্ত্তের পুত্র আবদোল্লার উক্তি ‡;—হজরত বলিয়াছেন, "কোরবাণীর দিন ঈশ্বরের নিকটে সকল দিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তৎপর অবস্থানের দিন।" সুর বলিয়াছেন, উহা দ্বিতীয় দিবস §। এবং (আবদোল্লা) বলিয়াছেন, হজরতের জন্য পাঁচটী বা সাতটী কোরবাণীর উষ্ট্র উপস্থিত করা হইয়াছিল। পরে তিনি কোন্‌টি কোরবাণী করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এই উদ্দেশ্যে সে সকলকে তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান করা হইয়াছিল। অবশেষে যখন উহা পার্শ্বশায়ী হইয়া পড়িল তখন তিনি গুপ্তবাক্যে কিছু বলিলেন, আমি তাহা বুঝিলাম না। যে ব্যক্তি নিকটে ছিল তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি কি বলিলেন? সে বলিয়াছিল, "তিনি বলিয়াছেন যাহার ইচ্ছা হয় সে ইহা হইতে মাংস ছেদন করিয়া লউক।"—আবুদা।

[এব্‌ন আব্বাস ও জাবেরের হদিস (কোরবানীর অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।]

এইরূপ উষ্ট্র বধ করাকে নহর বলে। গো মেষাদিকে জব্‌হ করিতে হয়, অর্থাৎ তাহার কণ্ঠ ছিন্ন করা হইয়া থাকে। উষ্ট্রকেও জব করিবার বিধি আছে।

* আবু জহল হজরতের পরম শত্রু দুর্দ্দান্ত অংশিবাদী পৌত্তলিক ছিলেন। তাহার আদরের উষ্ট্র মোসলমানদিগের হস্তে কোরবাণী হইল দেখিয়া তাহার অংশিবাদী আত্মিয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল।

† ইনি এক জন সহচর ছিলেন, তাঁহার নাম জকুওয়ান ছিল। নাজিয়া শব্দের অর্থ মুক্ত। কোরেশদল হইতে ইনি মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া হজরত ইহাঁকে নাজিয়া নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাঁর যোগে হজরত কোরবাণীর পশু মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

‡ ইনি এক জন সহচর ছিলেন, ইহার পূর্ব্ব নাম শয়তান ছিল। হজরত ইহাঁকে আবদোল্লা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

§ উহা মেনাতে যাইয়া শ্রান্তি দূর করার দিন। কেহ বলেন, অরফার দিন শ্রেষ্ঠ, কেহ জোমা অর্থাৎ শুক্রবার দিনকে শ্রেষ্ঠ দিন বলিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবুয়ের পুত্র সোলমার উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যে জন কোরবাণী করিবে তিন দিবসের পর প্রাতঃকালে যেন তাহার গৃহে উহার কিছু না থাকে। পরে যখন আগামী বৎসর উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, আমরা গত বৎসর যেরূপ করিয়াছি, সেরূপ কি করিব?" তিনি বলিলেন, "ভোজন কর, ভোজন করাও, এবং (শুষ্ক মাংস) সঞ্চয় করিয়া রাখ। যখন সেই বৎসর লোকের সম্বন্ধে কষ্টকর ছিল, তখন আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, তোমরা লোকদিগকে সাহায্য দান কর।"—উভয়।

নোবিশিয়ার উক্তি † ; প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন;—"নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলাম যে, তিন দিবসের অধিক ভক্ষণ করিও না। এ জন্য যেন তোমাদের সকলের মধ্যে স্বচ্ছলতা ঘটে, পরমেশ্বর স্বচ্ছলতা আনয়ন করিয়াছেন, অতএব ভক্ষণ কর ও সঞ্চয় কর, এবং ফল লাভ কর, এক্ষণ এই কাল পান ভোজনের ও ঈশ্বরগুণানুবাদের কাল।—আবুদা।

নবম পরিচ্ছেদ।

মস্তকমুণ্ডন ‡।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ হুজতোল্‌ওদাতে নিজের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন ও তাঁহার সহচরবর্গের কতিপয় ব্যক্তিও তাহা করিয়াছিলেন,এবং তাঁহাদের কেহ কেহ কেশচ্ছেদন করিয়াছিলেন।—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—মাবিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,"আমি মর্‌ওয়ার নিকটে প্রেরিতপুরুষের মস্তকের কেশ কাঁচিবিশেষ দ্বারা ছেদন করিয়াছিলাম।"—উভয়।"

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজ্জতোল্‌ওদাতে প্রেরিতপুরুষ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে পরমেশ্বর, মস্তকমুণ্ডনকারীদিগের প্রতি তুমি দয়া কর।" তাঁহারা

---

* ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, বীরত্বে ও বাণ বর্ষণে ইহাঁর বিশেষ খ্যাতি হইয়াছিল। ইন পদব্রজে অশ্বারোহীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছেন।

† ইনি একজন সহচর ছিলেন।

‡ হাজী লোকের পক্ষে মস্তকমুণ্ডনকরা বিধি। কেশচ্ছেদন করা অপেক্ষা মস্তক মুণ্ডন করা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে কেশচ্ছেদন বিধি। ওম্‌রাতে ও হজ্জক্রিয়াতে ইহা আবশ্যক হইয়া থাকে।

(সহচরগণ) বলিয়াছিলেন, "হে প্রেরিতপুরুষ, কেশচ্ছেদনকারীদিগের জন্যও প্রার্থনা করুন।" তখন তিনি বলিলেন, "কেশচ্ছেদনকারীদিগকেও দয়া কর।"—উভয়।

হোসিনের পুত্র ইয়হার উক্তি *;—তিনি স্বীয় পিতামহী হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন "আমি (পিতামহী) হজ্জতোল্‌ওদাতে হজরতকে মস্তক মুণ্ডনকারীদিগের জন্য তিন বার এবং কেশচ্ছেদনকারীদিগের জন্য এক বার প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি।"—মো।

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ মেনাতে গিয়াছিলেন, পরে জোম্‌রাতো ওক্‌বাতে গমন করেন, তৎপর মেনাতে নিজের আবাসে উপস্থিত হন, এবং আপন কোরবাণীর উষ্ট্রকে কোরবাণী করেন, তদনন্তর, ক্ষৌরকার ডাকিয়া আনয়ন করেন, মস্তকের দক্ষিণভাগ ক্ষৌরকারকে অর্পণ করেন, সে তাহা মুণ্ডন করে। তৎপর আবু তল্‌হাকে ডাকেন, এবং তাহা (কেশগুচ্ছ) তাঁহাকে প্রদান করেন। তদনন্তর তিনি বাম ভাগ অর্পণ করেন, এবং বলেন, "মুণ্ডন কর।" পরে সে মুণ্ডন করে। তাহা আবু তল্‌হাকে প্রদান করেন, এবং বলেন, "ইহা মণ্ডলীকে ভাগ করিয়া দেও।"—উভয়।

আয়শার উক্তি;—এহরামবন্ধনের পূর্ব্বে ও কোরবাণীর দিনে এবং (মস্তক মুণ্ডনের পর) কাবা প্রদক্ষিণ করার পূর্ব্বে আমি প্রেরিতপুরুষকে সেই সুগন্ধ দ্রব্যে সুগন্ধিযুক্ত করিয়াছিলাম যাহাতে মৃগনাভিছিল।—উভয়।

এবুন ওমরের উক্তি;—হজরত কোরবাণীর দিন (মক্কাতে) গিয়াছিলেন, তৎপর (মেনায়) ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং জহরের নমাজ পড়িয়াছিলেন।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আলি ও আয়শার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—তর।

এবুন আব্বাসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকের পক্ষে কেশচ্ছেদন বিধি, এতদ্ভিন্ন মস্তকমুণ্ডন বিধি নহে।"—আবুদা দার।

[তৃতীয় অধ্যায়শূন্য এই পরিচ্ছেদ।]

---

* ইনি একজন অনুগামী ছিলেন। ইহাঁর পিতামহী হজরতের সঙ্গিনী ছিলেন, তিনি ওম্ম হোসিন (হোসিনের মাতা) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের মিলন ও পূর্ণতা।

প্রথম অধ্যায়।

আসের পৌত্র ওমরের পুত্র আবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ হজ্জতোল্ বেদাতে মণ্ডলীর জন্য মেম্বরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ; তাঁহারা তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছিলেন, পরে এক ব্যক্তি যাইয়া বলিল, "আমি জানিতাম না, অতএব আমি জব করিবার পূর্ব্বে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি।" তখন তিনি বলিলেন, "জব কর, এই অবস্থায় দোষ নাই।" অপর ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "আমি অজ্ঞাত ছিলাম, প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্ব্বে উষ্ট্র কোরবাণী করিয়াছি।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "প্রস্তর নিক্ষেপ কর, ক্ষতি নাই।" যাহা পূর্ব্বে করা হইয়াছে পরে করা হয় নাই বিষয়ে প্রেরিতপুরুষ এমন জিজ্ঞাসিত হন নাই যে, "কর,কোন ক্ষতি নাই" ভিন্ন বলেন নাই।—উভয়।

[মোস্‌লেমের বিবৃতিতে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, "আমি প্রস্তরনিক্ষেপের পূর্ব্বে মস্তকমুণ্ডন করিয়াছি।" তিনি বলিয়াছিলেন, "নিক্ষেপ কর, কোন ক্ষতি নাই।" অন্য ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, "আমি প্রস্তরনিক্ষেপের পূর্ব্বে কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছি।" তিনি বলিয়াছিলেন, "নিক্ষেপ কর, হানি নাই।"]

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—কোরবাণীর দিনে মেনাতে প্রেরিতপুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, "কোন ক্ষতি নাই।" পরে তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "সায়ংকালের পর আমি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।" তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ক্ষতি নাই।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আলির উক্তি ;—এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, "হে প্রেরিতপুরুষ, আমি মস্তকমুণ্ডনের পূর্ব্বে কাবা প্রদক্ষিণ করিয়াছি।" তিনি তাহাকে বলেন, "মুণ্ডন কর, বা কেশচ্ছেদন কর, ক্ষতি নাই।" অপর ব্যক্তি আসিয়া বলিয়াছিল, "আমি প্রস্তরনিক্ষেপের পূর্ব্বে জব করিয়াছি।" তিনি বলিয়াছিলেন, "নিক্ষেপ কর, ক্ষতি নাই।"—তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

শরিকের পুত্র ওসামার উক্তি *;—আমি প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে হজ্জ উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম। লোক সকল তাঁহার নিকটে আগমন করিতেছিল। পরে কেহ এরূপ বক্তা হইয়াছিলেন,"হে প্রেরিতপুরুষ,আমি প্রদক্ষিণ করার পূর্ব্বে ধাবমান হইয়াছিলাম, অথবা কোন বিষয় পূর্ব্বে বা কোন বিষয় পরে করিয়াছি।" তিনি বলিতেছিলেন, "যে ব্যক্তি মোসলমানের মর্য্যাদা খণ্ডন করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ভিন্ন ক্ষতি নাই, সে অত্যাচারী অতএব সে ব্যক্তি ক্ষতি করিয়াছে ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে।"—আবুদা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নহর, প্রস্তরনিক্ষেপ ও তশ্‌রিক এবং বিদায়ের দিনের খতবা †।

প্রথম অধ্যায়।

আবু বক্‌রার উক্তি ‡;—নহরের দিনে প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ভূলোক ও দ্যোলোক সৃষ্টির দিনে যেরূপ আকার ছিল সেইরূপ সময় (বৎসর) দ্বাদশ মাসে এক বৎসর ঘুরিতেছে। তাহার মধ্যে চারি মাস 'হারাম' (নিষিদ্ধ)। তিন মাস ক্রমানুগত, জোল্‌কাদা, জোল্‌হজ্জা ও মোর্‌রম; রজবে মোজর যাহা জমাদিয়োল্ ওপরা ও শাবানের অন্তর্গত; ইহা কোন্ মাস? "আমরা বলিলাম, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ বিশেষ জ্ঞাত। পরে তিনি নীরব হইলেন, এত দূর হইল যে, আমরা মনে করিয়াছিলাম, শীঘ্রই তিনি তাহার (প্রসিদ্ধ) নাম ব্যতিরেকে তাঁহাকে অন্য নামে অভিহিত করিবেন। পরে তিনি বলিলেন, "ইহা কি জোল্‌হজ্জা নয়?" আমরা বলিলাম, হাঁ সত্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,"ইহা কোন্ নগর?" আমরা বলিলাম,ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ

---

* ইনি একজন সহচর ছিলেন, কুফা নগরে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন, কুফানিবাসীদিগের নিকটে ইঁহা কর্ত্তৃক হদিস বিবৃত হইয়াছিল।

† সম্মুখস্থ লোককে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা—উপদেশাদি দানকরাকে খুত্‌বা বলে। বক্ষঃস্থলে বড়বাত্র বিদ্ধ করিয়া চাজ্জীদিগের উষ্ট্রবধকরাকে নহর বলিয়া থাকে। নহরেরদিনের পরবর্ত্তী তিন দিন তশ্‌রিকের দিন। সেই তিন দিন মাংস সকল সঞ্চিত রাখা হয়। প্রভাতে সূর্য্য-কিরণ বিকীর্ণ হওয়াকে তশ্‌রিক বলে। সূর্য্যোদয়ের সময়ে জব করা বিধি। কাবামন্দির প্রদক্ষিণ করা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিদায় গ্রহণের দিন বা হজরতের লোকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের দিন, এস্থলে বিদায়ের দিন।

‡ ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

বিশেষ জ্ঞাত। তখন তিনি নীরব থাকিলেন, এত দূর হইল যে, আমরা মনে করিতে ছিলাম,ইহার (প্রসিদ্ধ) নাম ছাড়া ইহাকে তিনি অন্য নামে অভিহিত করিবেন। তিনি বলিলেন, "ইহা কি সেই (মক্কা) নগর নহে?" আমরা বলিলাম, হাঁ সত্য? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,"ইহা কোন্ দিন? আমরা বলিলাম,ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষই বিশেষ জ্ঞাত। তখন তিনি নীরব রহিলেন, এত দূর হইল যে, আমরা মনে করিতেছিলাম,তিনি ইহার (প্রসিদ্ধ) নাম ছাড়া ইহাকে অন্য নামে অভিহিত করিবেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি নহরের দিন নহে?" আমরা বলিলাম, হাঁ সত্য। তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় (অবিধিমতে) তোমাদের শোণিতপাত, তোমাদের সম্পত্তি ও তোমাদের মর্য্যাদাহরণ এই দিনে যেমন তোমাদের মধ্যে হারাম (অবৈধ) তদ্রূপ এই মাসে এই নগরে হারাম। অচিরেই তোমরা আপনাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, পরে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের কার্য্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। জানিও অবশেষে আমার (ইহলোক হইতে) চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা পথভ্রান্ত হইবে না। তোমাদের মৃত্যুর পরলোকে পরস্পর কণ্ঠ ছেদন করিবে। জানিও, আমি কি প্রচার করিলাম না?" তাঁহারা "করিলেন" বলিলেন। তিনি বলিলেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি সাক্ষী হও। অনেক প্রচারক শ্রোতা অপেক্ষা সমধিক মনে রাখিয়া থাকেন।"—উভয়।

ওবয়ার উক্তি * ;—আমি এব্‌ন ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কখন প্রস্তর সকল নিক্ষেপ করিব? তিনি বলিয়াছেন, "যখন তোমার এমাম (ধর্ম্মনেতা) নিক্ষেপ করেন তখন তাহা নিক্ষেপ করিও।" আমি তাঁহার নিকটে প্রশ্ন পুনরুত্থাপন করি। তখন তিনি বলিলেন, "আমরা সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। পরে যখন সূর্য্য ক্ষীণপ্রভ হয় তখন নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।"—বো।

সালেম, এব্‌ন ওমর হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি (এব্‌ন ওমর) অবতরণ-ভূমির নিকটতর থয়ফ মসজেদের সমীপস্থ জম্‌রাতে (প্রস্তর নিক্ষেপ স্থানে) সাত বার ক্ষুদ্র প্রস্তর প্রত্যেক প্রস্তরের অনুসরণে তক্‌বির উচ্চারণকরত নিক্ষেপ করিতেন, তৎপর অগ্রসর হইয়া কোমলভূমিপর্য্যন্ত যাইতেন, পরে কেব্‌লাভিমুখীন হইয়া অনেক ক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতেন ও প্রার্থনা করিতেন, এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন, তদনন্তর সাত বার প্রস্তরকণা মধ্যবর্ত্তী জম্‌রাতে নিক্ষেপ করিতেন; যখন পাথর ছুড়িয়া ফেলিতেন তখন তক্‌বির বলিতেন। তাহার পরে বামদিকের পথ আশ্রয় করিয়া নরম ভূমিতে চলিতেন, এবং কেব্‌লাভিমুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইতেন, তৎপর প্রার্থনা করিতেন ও হস্তদ্বয় উঠাইতেন, এবং অনেক ক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতেন।

* ইনি এক জন অনুগামী ছিলেন, এব্‌ন ওমর ও রবিয়ের পুত্র সলিম হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলে।

তদনন্তর প্রান্তরের নিম্নভূমি হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী জমীরাতে (জমরাতোল্ ওক্‌বাতে) সাত বার প্রস্তরকণা নিক্ষেপ করিতেন, এবং প্রত্যেক নিক্ষেপের সময় তক্‌বির বলিতেন, তাহার নিকটে দণ্ডায়মান হইতেন না। তাহার পরে ফিরিয়া আসিতেন, এবং তিনি বলিতেন, "এইরূপ করিতে আমি প্রেরিতপুরুষকে দেখিয়াছি * ।"—বো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—আব্‌দোল্ মোত্তালের পুত্র আব্বাস (হজরতের পিতৃব্য) জল-পান করাইবার উদ্দেশ্যে মেনার কয়েক রাত্রি মক্কায় বাস করিবার জন্য হজরতের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন † ।—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ জম্‌জমের জলদানের অভিমুখে গিয়া জল-প্রার্থী হইয়াছিলেন। তখন আব্বাস বলিয়াছিলেন, "ফজল, তুমি তোমার জননীর নিকটে যাও, তাঁহার নিকট হইতে পানীয় হজরতকে আনিয়া দাও।" পরে আব্বাস বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, নিশ্চয় ইহারা নিজের হস্ত ইহাতে ডুবাইয়া থাকে।" পরে তিনি বলেন, "আমাকে পান করাও" অবশেষে তিনি পান করিয়া জম্‌জমে উপস্থিত হইলেন। তাহারা পান করাইতেছিল, এবং তদ্বিষয়ে কার্য্য করিতেছিল,।।। তখন তিনি বলিলেন, "কাজ করিতে থাক, নিশ্চয় তোমরা শুভ কার্য্যে নিযুক্ত আছ।" তৎপর তিনি বলিলেন, "যদি তোমরা সমর্থ না হইতে, তবে অবশ্য আমি উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিয়া (জল তুলিবার) রজ্জু ইহার উপর স্থাপন করিতাম।" স্বীয় স্কন্ধের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।—বো।

আনসের উক্তি ;—হজরত জহর, আসর, মগরব ও এশার নমাজ পড়িয়া মহসবে নিদ্রিত হইয়াছিলেন ‡ ; তদনন্তর কাবার উদ্দেশ্যে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন ;—বো।

রোফয়ের পুত্র অবদোল্ আজিজের উক্তি § ;—আমি মালেকের পুত্র আনসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—বলিয়াছিলাম, "আপনি প্রেরিতপুরুষসম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত

---

* দুই জমরাতে প্রস্তরনিক্ষেপের পর অনেকক্ষণ স্থিতি ও প্রার্থনাদি হয়, জমরাতোল্ ওক্‌বাতে অর্থাৎ, শেষ জমরাতে প্রস্তরকণা নিক্ষেপের পরই চলিয়া যাওয়া হয়, প্রার্থনাদি কিছুই করা হয় না, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝা দুষ্কর। তবে জব করা, মস্তকমুণ্ডন, কাবাপ্রদক্ষিণাদি মক্কাতে অনেক কার্য্য বাহুল্যবশতঃ বোধ হয় তৃতীয় জমরাতে অন্য অনুষ্ঠান কিছুই করা হয় না। বিশেষতঃ উহা রাজপথের সন্নিহিত সঙ্কীর্ণ স্থানে, লোকের ভিড় অত্যন্ত হয়। তজ্জন্য বিলম্ব করা হয় না, ইহাই সম্ভব।

† জম্‌জমের জল পান করাইবার ভার অবদোল্ মোত্তালেবের বংশধরদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। আব্বাস সেই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

‡ যেস্থলে অধিকতর প্রস্তরকণা তাহাকে আরব্যভাষায় মহসব বলে। এস্থলে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান মহসব।

§ ইনি এক জন প্রসিদ্ধ বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

আছেন, এমন কিছু আমাকে জ্ঞাপন করুন। তিনি তরবিয়ার দিনে (জোল্ হজ্জা মাসের অষ্টম দিবসে) জহরের নমাজ কোথায় পড়িয়াছিলেন? "তিনি মেনাতে পড়িয়াছেন,বলিলেন।" নফ্রের দিনে তিনি কোথায় আসরের নমাজ পড়িয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, "অব্ তাহাতে * পড়িয়াছিলেন।" তৎপর বলিলেন "তোমার প্রধান লোকেরা (এস্থলে হজরত) যাহা করেন, তুমি তাহা করিও।"—উভয়।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষের আব্ তাহাতে উপনীত হওয়া (হজব্রতের) বিধির অন্তর্গত নহে। কেন না, যখন প্রেরিতপুরুষ বহির্গত হন,বহির্গমন পক্ষে সহজ হয় বলিয়া তাঁহার তথায় অবতরণ হইয়াছিল, এনস্তিন্ন নহে †।—উভয়।

আয়শার উক্তি;—আমি তনয়িম হইতে ওমরার জন্য এহরাম বন্ধন করিয়াছিলাম, পরে মক্কা নগরে প্রবেশ করি; তখন আমার ওমরাব্রত ভঙ্গ হয়। যে পর্য্যন্ত আমি শুদ্ধ হই, সে পর্য্যন্ত আব্তাহতে প্রেরিতপুরুষ আমার প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তিনি লোকদিগকে যাত্রা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বাহির হইলেন, এবং কাবাতে যাইয়া উষাকালীন নমাজের পূর্ব্বে তাহা প্রদক্ষিণ করিলেন, তদনন্তর মদিনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

[গ্রন্থকার বলেন, বোখারী ও মোস্লেমের বিবৃতির মধ্যে এই হদিস পাওয়া যায় নাই, বরং আবুদাউদের বিবৃতির শেষভাগে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনসহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।]

এব্ন আব্বাসের উক্তি;—লোক জন সকল দিকে ঘুরিতেছিল। তখন প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "ঋতুমতী স্ত্রীর পক্ষে কার্য্য লঘু হওয়া ব্যতীত যে পর্য্যন্ত কাবা সম্বন্ধীয় চরম অঙ্গীকার (বিদায়কালী প্রদক্ষিণ কার্য্য) সম্পন্ন না হয় সে পর্য্যন্ত তোমরা কেহ চলিয়া যাইও না।"—উভয়।

আয়শার উক্তি,—সফিয়া নফ্রের রজনীতে ঋতুমতী হইয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমরা প্রতিরোধকারী হইবে ব্যতীত আমি আপনাকে দেখিতেছি না।" প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "তুমি বিনাশ পাইয়াছ, গলগ্রহ হইয়াছ, তুমি কি নহরের দিনে প্রদক্ষিণ কর নাই?" তিনি বলিলেন, "হাঁ করিয়াছি।" তখন হজরত বলিলেন, "তবে যাত্রা কর।"—উভয়।

---

* নহরের দিনের পর চতুর্থ দিবসকে নফ্রের দিন বলে। সেই দিন হাজী লোকেরা দলে দলে মেনা হইতে আব্তাহনামক স্থানে ফিরিয়া আইসে। মহস্সবের নামান্তর আব্তাহ।

† এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, আব্ তাহাতে নমাজ পড়াও হজব্রতের অন্তর্গত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আহওসের পুত্র ওমরের উক্তি * ;—আমি প্রেরিতপুরুষকে হজতোল্ ওদাতে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "এ কোন্ দিন ?" সকলে বলিয়াছিলেন, "মহা হজের দিন।" তিনি বলিলেন, "তোমাদের এই নগরে তোমাদের এই দিনের হারাম হওয়ার ন্যায় তোমাদের শোণিত, তোমাদের সম্পত্তি ও তোমাদের মর্য্যাদা তোমাদের মধ্যে হারাম। জানিও কোন অপরাধী যেন নিজের জীবনসম্বন্ধে অপরাধ না করে, জানিও কোন অপরাধী যেন নিজের সন্তান সম্বন্ধে এবং কোন সন্তান স্বীয় পিতার সম্বন্ধে অপরাধ না করে। জানিও,নিশ্চয় শয়তান তোমাদের এই নগরে পূজিত হওয়ার বিষয়ে চির নিরাশ হইয়াছে। তোমরা তোমাদের কার্য্যের ন্যূনতা করিলে, তাহার (শয়তানের) আনুগত্য হইয়া থাকে। তাহাতে সে প্রসন্ন হয়।"—এব্নমা, তর।

[তরমোজী এই হদিসকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।]

ওমর মোজনীর পুত্র রাফেয়ার উক্তি ;—প্রহরৈক দিন প্রবল হওয়ার সময় পিত ও লোহিত রোমাচ্ছাদিত উষ্ট্রীর উপর আমি হজরতকে মেনাতে লোকদিগকে উপদেশ দান করিতে দেখিয়াছি। আলি তাঁহার কথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছিলেন। মধ্যস্থলে কতক লোক উপবিষ্ট ও কতক দণ্ডায়মান ছিল †।—আবুদা।

আয়শা ও এব্ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ নহরের দিনে (তওয়াব জেয়ারতের) কাবাদর্শনের প্রদক্ষিণ কার্য্যে নিশাগমন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়াছিলেন।—তর, অবুদা এব্নমা।

এব্ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ জেয়ারতের প্রদক্ষিণ কার্য্য দ্রুতগতি সম্পাদন করেন নাই।—অবুদা, এব্নমা।

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেহ জম্রাতোল্ ওক্বাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিল তখন স্ত্রীসঙ্গ ব্যতীত তাহার সম্বন্ধে সকল বিষয়ই হলাল (বৈধ) হইল।"—শরাহ সোন্নত পুস্তকে।

[উক্ত হইয়াছে যে, ইহার আসুনাদ দুর্ব্বল। এব্ন আব্বাস হইতে আহমদ ও নেসায়ীর বিবৃতিতে ব্যক্ত যখন জম্রাতে প্রস্তর নিক্ষেপ হয় তখন নিশ্চয় হাজীর সম্বন্ধে সকল বিষয় বৈধ হইয়া থাকে।]

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ অপরাহ্নে যখন জহরের নমাজ পড়িলেন, তখন তিনি (কাবা প্রদক্ষিণ করার জন্য) গিয়াছিলেন, তৎপর মেনার দিকে ফিরিয়া

---

* ইনি একজন সহচর ছিলেন।

† হজ ক্রিয়ার তিন দিবস খতবা হইয়াছিল। প্রথম তরবিয়ার দিনে মক্কাতে, দ্বিতীয় অরফার, তৃতীয় দিন মেনাতে হইয়াছিল। প্রত্যেক স্থানে বিধি ব্যবস্থা প্রচার হইয়াছিল।

আসিয়াছিলেন, পরে তথায় তশ্‌রিক দিবসের নিশা সকল যাপন করিয়াছিলেন, অবশেষে যখন সূর্য্য মধ্য আকাশ অতিক্রম করিল, তখন তিনি প্রস্তরকণা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক জম্‌রাতে তিনি সাতটি প্রস্তরখণ্ড ছুড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, প্রত্যেক নিক্ষেপের সঙ্গে তক্‌বির বলিয়াছিলেন; প্রথম ও দ্বিতীয় জম্‌রার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; এবং অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন, অপিচ কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তৃতীয় জম্‌রাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তাহার নিকটে দণ্ডায়মান হন নাই।—আবুদা।

আদিয়ের পৌত্র আসেমের পুত্র আবুল্ বদ্দাহ স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন *;—হজরত মেনাতে রজনীযাপনকালে উষ্ট্র চরাইতে এবং নহরের দিনে প্রস্তরকণা নিক্ষেপ করিতে অবকাশ দিয়াছিলেন। তদনন্তর নহরের দিনের পর তাঁহারা প্রস্তরনিক্ষেপে দুই দিন যোগ করিয়াছিলেন, অনন্তর তাঁহারা এক দিন তথায় প্রস্তরনিক্ষেপ করেন।—মালে, তর, নেসা।

[তরমোজী এই হদিসকে সহিহ বলিয়াছেন।]

দ্বাদশ। পরিচ্ছেদ।

এহরামধারীকে কোন্ কোন্ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে।

প্রথম অধ্যায়।

ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—এহরামধারীর কিরূপ বস্ত্র পরিধান করা বা না করা এ বিষয়ে এক ব্যক্তি হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা কেবল কামিজ, উষ্ণীষ ও ইজার এবং বোর্ণস (বৃহৎ টুপি বিশেষ) ও মুজা পরিধান করিবে না, কিন্তু যে ব্যক্তির পাদুকা নাই সে যেন মুজা পরিধান করে, এবং তাহা যেন এরূপ কর্ত্তন করা হয় যে, চরণের নিম্নার্দ্ধের অধোভাগে থাকে, অপিচ যাহাতে জাফ্‌রাণ ও ওর্স মর্দ্দন করা হইয়াছে এমন কোন বস্ত্র তোমরা পরিধান করিও না †।"—উভয়।

[বোখারী নিজের বিবৃতিতে এইরূপ অধিক ব্যক্ত করিয়াছেন, "এহরামধারিণী যেন মুখাবরণ ও কোফ্‌ফাজ পরিধান না করে ‡।"]

---

* ইনি এক জন বিশ্বস্ত অনুগামী ও ইহাঁর পিতা সহচর ছিলেন।

† ওর্স পীতাভ তৃণবিশেষ। তাহা দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা হয়।

‡ কোফ্‌ফাজ এক প্রকার পরিধেয়। শীত নিবারণের জন্য আরব্য নারীগণ করযুগলে পরিধান করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা করতল ও অঙ্গুলী এবং সমগ্র বাহু আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। তাহার

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরত খত্‌বাতে বলিয়াছেন, "এহরামধারীর যখন পাদুকার অভাব হইবে তখন সে যেন মুজা পরিধান করে, খর্ব্ব ইজারের অভাব হইলে দীর্ঘ ইজারবিশেষ সরবিল (মুজা পরিত্যাগপূর্ব্বক) যেন পরিধান করে।"—উভয়।

ওম্মরার পুত্র ইয়ালির উক্তি ;—আমরা জেরয়াণাতে প্রেরিতপুরুষের নিকটে ছিলাম। অকস্মাৎ তাঁহার নিকটে একজন আরব্য যাযাবর উপস্থিত হয়, সে জোব্বা পরিয়াছিল ও খলুক নামক সুগন্ধি দ্রব্য অঙ্গে বিলেপন করিয়াছিল *। এবং সে বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, সত্যই আমি ইহা পরিধানের অবস্থায় ওম্‌রার জন্য এহরাম বন্ধন করিয়াছি।" তখন তিনি বলেন, "কিন্তু যে সুগন্ধি দ্রব্য, তোমার অঙ্গে লিপ্ত হইয়াছে, তিন বার তাহা ধৌত করিয়া ফেল। পরন্তু জোব্বা উন্মোচন কর, তৎপর তোমার হজব্রতে তুমি যেরূপ আচরণ করিয়া থাক, তোমার ওম্‌রাতে সেরূপ কর।"—উভয়।

ওস্‌মানের উক্তি ; হজরত বলিয়াছেন, এহরামধারী বিবাহ করিবে না ও বিবাহ দিবে না, এবং বিবাহের প্রস্তাব করিবে না।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এহরামধারীর অবস্থায় মরমুনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।—উভয়।

আসেমের পুত্র ও মরমুনার ভাগিনেয় ইয়জিদের উক্তি † ;—তিনি মরমুনা হইতে শুনিয়া বলিয়াছেন, প্রেরিতপুরুষ এহরামমুক্তির অবস্থায় তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।—মো।

[এমাম মহিয়স্‌সোন্নত বলিয়াছেলন যে, "হজরত এহরামমুক্তির অবস্থায় মরমুনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বহু লোক এরূপ বিশ্বাস করেন। কিন্তু প্রকাশ যে, এহরামবন্ধনের অবস্থায় তাঁহাকে বিবাহ করার প্রস্তাব হইয়াছিল, এহরামমুক্তির অবস্থায় মক্কার পথে সর্ফ নামক স্থানে সেই বিবাহ হয়।"]

আবু আয়ুবের উক্তি ;—হজরত এহরামধারণের অবস্থায় স্বীয় মস্তক ধৌত করিয়াছিলেন।—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এহরামবন্ধনের অবস্থায় হেজামত (শোণিতক্ষারণ) করাইয়াছিলেন।—উভয়।

ওস্‌মানের উক্তি ;—তিনি প্রেরিতপুরুষসম্বন্ধে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা

ভিতরে কার্পাস পোরা হয়। কেহ কেহ বলেন, উহা স্ত্রীলোকের অলঙ্কারবিশেষ, তাহারা তাহা হস্তে পরিধান করিয়া থাকে।

* এই সুগন্ধি দ্রব্য জাফ্‌রাণ যোগে প্রস্তুত হয়।

† কেহ কেহ বলেন, ইনি এব্‌ন জম নহেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি বহু হদিসবেত্তা বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

করিয়াছিলেন যে, এহরামবন্ধনের অবস্থায় যখন তাহার চক্ষুদ্বয় রুগ্ন হইয়াছিল, সহিষ্ণুতা বলে তাহা সংযত রাখিয়াছিল *।—মো।

ওম্ম হোসয়নের উক্তি ;—আমি ওসামা ও বেলালকে দেখিয়াছিলাম যে, তাহাদের এক জন হজরতের উষ্ট্রীর নাসিকারজ্জু ধরিয়া আছে, অপর ব্যক্তিজম্‌রাতোল্ ওক্‌বাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করা পর্য্যন্ত নিজের বস্ত্র দ্বারা উষ্ণতা হইতে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া আছে।—মো।

ওজ্জার পুত্র কাবের উক্তি † ;—প্রেরিতপুরুষ হোদয়বিয়ার অবস্থানকালে মক্কায় গমনের পূর্ব্বে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি এহরামবন্ধনের অবস্থায় পাকস্থালীর নিম্নে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছিলেন, এবং তাহার মুখমণ্ডলে জলৌকা সকল পড়িয়াছিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কি তোমার জলৌকা পীড়া দান করে?" তিনি হাঁ বলিলেন, হজরত বলিয়াছেন,"তবে তুমি নিজের মস্তক মুণ্ডন কর, ছয় জন দরিদ্রকে তিন সের গোধূম ভোজন করাও, অথবা ছয় দিন রোজা পালন জব কর।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন ওমর ;—তিনি এহরামধারিণী নারীদিগের সম্বন্ধে প্রেরিত পুরুষকে কোফ্‌ফাজনামক মুখাবরণব্যবহারে এবং যে পরিচ্ছদে ওর্স ও জাফ্‌রাণ সংলগ্ন তাহা ব্যবহারে নিষেধ করিতে দেখিয়াছিলেন। ইহার পরে লোহিত বর্ণের বস্ত্র অথবা খজ্জনামক মহামূল্য বস্ত্র বা আভরণ কিংবা দীর্ঘ ইজার অথবা কামিজ বা মুজা ও নানাবিধ পরিচ্ছদ যাহা ইচ্ছা যেন তাহারা পরিধান করে, বলিয়াছিলেন।—আবুদা।

আয়শার উক্তি ;—আমাদের সঙ্গে আরোহিগণ যাইতেছিলেন, আমরা এহরাম-ধারিণী নারীগণ প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে ছিলাম। যখন পুরুষগণ আমাদের নিকট দিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন তখন আমাদের নিজের চাদর নিজের মস্তক হইতে মুখমণ্ডলের উপর ফেলিতাম, পরে তাঁহারা যখন আমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেন, তখন আমরা মুখ আবরণমুক্ত করিতাম।—আবুদা।

---

* কোনও এক চক্ষু ব্যথিত হইলে কোনরূপে ধৈর্য্যধারণ করিয়া এহরামমুক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু উভয় চক্ষুর পীড়া হইলে ধৈর্য্যধারণ অসম্ভব হয়।

† ইনি এক জন আনসার দলভুক্ত সহচর ছিলেন। ইঁহার একটি পুত্তলিকা ছিল, ইনি তাহা পূজা করিতেন। সামেতের পুত্র এবাদা ইঁহার বন্ধু ছিলেন। এক দিন তিনি উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, ইনি প্রতিমা পূজা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এবাদা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া পুতুলটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। যখন কাব আসিয়া পুত্তলিকাকে ভগ্নাবস্থায় দেখিলেন, তখন

[এবন মাজু ইহার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।]

এবন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ এহরামধারণের অবস্থায় সুগন্ধিবিহীন অর্থাৎ সুগন্ধীকৃত নয় এমন জিত তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিতেন।—তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

এবন ওমরের দাস নাফেয়ার উক্তি ;—এবন ওমর শীতাক্রান্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "নাফেয়া, আমার উপর বস্ত্র স্থাপন কর।" তখন আমি তাঁহার উপর বোর্ণস নামক শীতবস্ত্র স্থাপন করি। তাহাতে তিনি বলেন, "তুমি আমার উপর তাহা স্থাপন করিলে যাহা এহরামধারণের অবস্থায় ব্যবহার করিতে হজরত নিষেধ করিয়াছেন।"—আবুদা।

মালেকের পুত্র বোহনিয়ার পুত্র আবদোল্লার উক্তি * ;—মক্কার পথের অন্তর্গত লোহিয়ল জমল নামক স্থানে প্রেরিতপুরুষ স্বীয় মস্তকের মধ্যভাগে হেজামত (রক্ত-নিঃসারণ) করাইয়াছিলেন †।—বো।

আনসের উক্তি ,—হজরত এহরামধারণের অবস্থার পাদপৃষ্ঠের উপর হইতে তাহাতে পীড়া হওয়ার জন্য রক্তনিঃসারণ করিয়াছিলেন।—আবুদা, নেসা।

আবু রাফেয়ার উক্তি ‡ ;—প্রেরিতপুরুষ এহরামমুক্তির অবস্থায় ময়মুনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং আমি উভয়ের মধ্যে দৌত্য কার্য্য করিয়াছিলাম।—আহ, তুর।

[তুরমোজী এই হদিসকে হসন বলিয়াছেন।]

স্বামেতকে গালি দিতে উদ্যত হইলেন। পরে চিন্তা করিলেন, যদি এই প্রতিজ্ঞা কোন পদার্থ হইত তবে আত্মরক্ষা করিতে পারিত।' তৎপর কাব মোসলমান হইলেন।

* এই আবদোল্লার পিতার নাম মালেক, মাতার নাম বোহনিয়া।

† দূষিত শোণিত নিঃসারণের জন্য মস্তকের কেশ ছেদন করা পর্য্যন্ত এহরাম ধারণের অবস্থায় নিষিদ্ধ। সম্ভবতঃ এই নিঃসরণ কার্য্য বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ ঘটিয়াছে।

‡ ইনি হজরতের দাস ছিলেন ; প্রথমতঃ হজরতের পিতৃব্য আব্বাসের দাসত্বে আবদ্ধ ছিলেন। আব্বাস হইতে হজরত ইঁহাকে প্রাপ্ত হন। ইনি কিবৎ ভাতীয় ছিলেন। ইঁহার এসলাম ধর্ম্মগ্রহণের সংবাদ পাইয়া আব্বাস ইঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি খন্দক ও ওহদের সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইনি এসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম মসার ছিল, কেহ ইঁহাকে এব্রাহিম কেহ বা অন্য নামে ডাকিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এহরামধারীর মৃগয়াসম্পর্কীয় ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্তি *।

প্রথম অধ্যায়।

আবু অস্‌সামার পুত্র সাব † হজরতকে (মৃগয়ালব্ধ) একটি আরণ্য গর্দ্দভ (গোরখর) উপহার দিয়াছিলেন। তিনি অবুওয়ার বা বওদ্দানে স্থিতি করিতেছিলেন ‡। তিনি (হজরত) তাঁহাকে উহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন; পরে যখন তাঁহার মুখমণ্ডলে যে ভাব হইয়াছিল, তাহা দেখিলেন, তখন বলিলেন, "নিশ্চয় আমরা এহরামধারী, তাহা না হইলে তোমাকে ইহা ফিরাইয়া দিতাম না।"—উভয়।

আবু কেতাদা;—তিনি প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে গিয়াছিলেন; পরে নিজের কোন কোন সহচরের সঙ্গে ছিলেন। তাহারা এহরামধারী ছিল, এবং তিনি এহরামধারী ছিলেন না। তাহারা এক আরণ্য গর্দ্দভকে উহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্ব্বে দেখে নাই, অবশেষে যখন তাহারা তাহা দেখিল, যে পর্য্যন্ত আবু কেতাদা স্বয়ং তাহা লক্ষ্য করেন সে পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে আবু কেতাদা নিজের অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন, এবং তাঁহার বড়শাস্ত্র দিবার জন্য তাহাদিগকে বলিলেন। তখন তাহারা অসম্মত হইল, পরে নিজে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহা গ্রহণান্তে উহাকে আক্রমণ ও নিপাত করিলেন। তৎপর তিনি ভক্ষণ করিলেন ও তাহারা ভক্ষণ করিল। অনন্তর তাহারা অনুতপ্ত হইল। পরিশেষে যখন তাহারা প্রেরিত পুরুষকে প্রাপ্ত হইল, তখন (এ বিষয়) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি

---

* এহরামধারীর মৃগয়া করা ও মৃগয়া করিবার জন্য কাহাকে ইঙ্গিত করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। দৈবাৎ কেহ এই কার্য্য করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তবিধান আছে। কিন্তু শিকারের জন্তুর মাংস ভক্ষণবিষয়ে নিষেধ নাই, যদি স্বয়ং শিকার করে বা অন্য এহরামধারী শিকার করে তাহা হইলে সেই শিকারের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মত এমাম মালেক, শাফী ও আহমদের মত এই যে, এহরামধারী স্বয়ং শিকার করিলে এবং তাহার জন্য তাহার আদেশ মতে বা আদেশ ব্যতিরেকে অন্য কেহ কোন পশু বা পক্ষী শিকার করিলে তাহার মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এহরামধারী নয় এমন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য শিকার করে ও তাহার কিছু এহরামধারীকে উপহার দেয় তাহা হলাল (বৈধ)।

† ইনি এক জন সহচর ছিলেন, আবুবেকর বদিকের খেলাফতকালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

‡ আবুওয়া ও বওদ্দান দুইটি স্থানের নাম। মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী এবং মদিনার অভিমুখে এই দুই স্থান। আবুওয়াতে হজরত মোহম্মদের পিতা আবদোল্লার সমাধি বিদ্যমান।

প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের সঙ্গে কি উহার কিছু আছে?" তাহারা বলিল, "আমাদের সঙ্গে উহার পাদমাত্র রহিয়াছে।" পরে প্রেরিতপুরুষ তাহা গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলেন।—উভয়।

[বোখারী ও মোস্‌লেমের বিবৃতিতে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে;—যখন তাহারা প্রেরিতপুরুষের নিকটে আসিয়াছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের কেহ কি উহাকে আক্রমণ করিতে আদেশ বা ইঙ্গিত করিয়াছিল?" তাহারা "করে নাই" বলিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "তবে তোমরা উহার অবশিষ্ট মাংস যাহা আছে ভক্ষণ কর *।"]

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছে, "কাবার সীমার মধ্যে ও এহরামধারণের অবস্থায় পাঁচটি জন্তুর হত্যায় অপরাধ হয় না। মূষিক, বায়স, চিলপক্ষী ও বৃশ্চিক এবং দংশনকারী সারমেয়।"—উভয়।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পাঁচটি জীব ঘৃণিত। এহরামবন্ধন ও মোচনের স্থলে সে সকল নিহত হইয়া থাকে, যথা; সর্প, বন্য বায়স, † দংশনকারী কুকুর ‡ মূষিক, অপিচ চিল।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "এহরামধারণের অবস্থায় মৃগয়াহত সেই জীবের মাংস তোমাদের পক্ষে বৈধ, যাহা তোমরা শিকার কর নাই, বা তোমাদের জন্য শিকার করা হয় নাই।"—আবুদা, তর, নেসা।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, পঙ্গপাল সামুদ্রিত শিকারের অন্তর্গত §।"—আবুদা তর।

আবুসরিদ খোদরীর উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "এহরামধারী আক্রমণকারী হিংস্র জন্তুকে যেন বধ করে।"—তর, তাবুদা, এব্‌নমা।

আবু অম্মারের পুত্র আবদোর রহমাণের উক্তি ‖;—আমি জাবেরকে জরাপশুর

---

* কেহ পশুকে নিজে শিকার না করিলে বা শিকার করার জন্য আদেশ ও ইঙ্গিত না করিলে এহরামধারণের অবস্থায় তাহার মাংস ভক্ষণে বিধি আছে। আবার কোন হদিসে নিষেধও আছে। অবশ্য ইহার কোন বিধি খণ্ডিত।

† এই কাকের পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল শুভ্র হইয়া থাকে।

‡ শার্দ্দূল নেকড়িয়া চিতা প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দংশনকারী কুকুর শ্রেণীর অন্তর্গত।

§ সামুদ্রিক শিকার মৎস্যাদি জন্তুকে ছুরিকা চালাইয়া জব করিতে হয় না, পঙ্গপালকেও জব করিতে হয় না। মৎস্যাদির উৎপত্তির সঙ্গে পঙ্গপালের উৎপত্তির সাদৃশ্য আছে।

‖ ইনি এক জন কোরেশবংশীয় অনুগামী, সাধন ভজনে রত শুদ্ধ শান্ত পুরুষ ছিলেন।

বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে, উহা কি শিকারের অন্তর্গত * ? তাহাতে তিনি হাঁ বলিয়াছিলেন। আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, উহাকে কি ভক্ষণ করা যায়? তিনি হাঁ বলিয়াছিলেন। পরে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি কি ইহা প্রেরিতপুরুষ হইতে শ্রবণ করিয়াছ? তাহাতে তিনি হাঁ বলিয়াছিলেন।—তর, নেসা, শা।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

জাবেরের উক্তি;—আমি জবার বিষয়ে হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "উহা শিকার। এহরামধারী যখন ইহা প্রাপ্ত হয়, (বধ করে), শৃঙ্গধারী পুং মেষ তাহার সঙ্গে বিনিময় করিয়া থাকে।"—আবুদা, এর্বনমা, দার।

জুজনীর পুত্র খোজয়মার উক্তি;—আমি হজরতকে জবার মাংস ভক্ষণবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "কেহ কি জবা ভক্ষণ করিয়া থাকে?" এবং তাঁহাকে নেকড়িয়া ব্যাঘ্র ভক্ষণকরাবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, কেহ কি নিকড়িয়া ভক্ষণ করে? তাহাতে কল্যাণ নাই।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, ইহার মূল প্রবক্তার প্রাধান্য নাই।]

তৃতীয় অধ্যায়।

ওস্মান এত্মীর পুত্র আবদোর্ রহমাণের উক্তি;—আমরা ওবয়দোল্লার পুত্র তল্হার সঙ্গে ছিলাম। কয়েকটি (অগ্নিপক্ক) পক্ষী তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। তল্হা নিদ্রিত ছিলেন। তখন আমাদের কেহ তাহা হইতে ভক্ষণ করিল, কেহ নিবৃত্ত থাকিল। পরে যখন তল্হা জাগরিত হইলেন, তখন যাহারা তাহা ভক্ষণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন, এবং বলিলেন "আমি ইহা প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে ভক্ষণ করিয়াছি।"—মো।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিরোধ ও হজক্রিয়াভঙ্গ।

প্রথম অধ্যায়।

এবন্ আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বাধা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন, স্ত্রী সঙ্গ করিয়াছিলেন, এবং কোরবাণীর যোগ্য পশুকে কোরবাণী

* জবা হিংস্র পশু বিশেষ। পারস্য ভাষায় তাহাকে গোর্গে গোফ্তার বলিয়া থাকে।

করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত হইয়াছিল যে, পরবৎসর ওমরাব্রত পালন করিয়াছিলেন।—বো।

ওমর ফারুকের পুত্র আবদোল্লার উক্তি;—আমরা প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলাম। পরে কোরেশজাতীয় কাফেরগণ কাবামন্দিরের নিকটে অন্তরায় হইল, তখন হজরত নিজের কোরবাণীর উষ্ট্র সকলকে কোরবাণী ও মস্তক মুণ্ডন করেন, এবং তাঁহার সহচরগণ কেশচ্ছেদন করেন *।—বো।

কথ্‌রমার পুত্র মেসুরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ মস্তকমুণ্ডনের পূর্ব্বে কোরবাণী করিয়াছিলেন, এবং সহচরদিগকে এ বিষয়ে আদেশ করিয়াছিলেন।—বো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—তোমাদের সম্বন্ধে কি প্রেরিতপুরুষের পদ্ধতি যথেষ্ট নহে? যদি তোমাদের কেহ হজ্জব্রতসাধনে বাধা প্রাপ্ত হয় সে কাবা ও সফা এবং মরওয়া প্রদক্ষিণ করিবে, (ওমরা করিবে)। তৎপর পর বৎসর হজ্জক্রিয়াসাধন পর্য্যন্ত সকল বিষয় হইতে এহরামমুক্ত হইবে। পরে পশু জব করিবে, অথবা কোরবাণীর পশু প্রাপ্ত না হইলে রোজা পালন করিবে।—বো।

আয়শার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ জোবয়রের কন্যা জোবয়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া † বলিয়াছিলেন, "সম্ভবতঃ তুমি হজ্জ করিতে অভিলাষ করিয়াছ?" তিনি বলিলেন, "হাঁ ঈশ্বরের শপথ, কিন্তু আমি নিজেকে রোগ-দুর্ব্বল ব্যতীত বোধ করিতেছি না।" তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "হজ্জ কর, এবং সঙ্কল্প করিয়া বল, হে পরমেশ্বর যে স্থান হইতে তুমি আমাকে বাধা দিবে উহাই আমার (এহরামমোচনের) স্থান।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ স্বীয় সহচর দিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, হোদয়বিয়ার বৎসরে যে সকল উষ্ট্র ওমরাভঙ্গ হওয়াতে কোরবাণী হইয়াছিল, তাহার যেন বিনিময় করে ‡।—আবুদা।

---

* একদা হজরত ওমরাব্রতের সঙ্কল্প করিয়া সহচরবৃন্দসহ যাত্রা করিয়াছিলেন। মক্কানিবাসী কোরেশবৃন্দ তাঁহাকে উক্তব্রতসাধনার্থ মক্কায় গমনে হোদয়বিয়ানামক স্থানে বাধা দেয়। তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া এহরাম বন্ধন হইতে মুক্ত হন; আলী সঙ্গের কোরবাণীর উষ্ট্র সকলকে কোরবাই করেন। কোরেশদিগের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে পর বৎসর তিনি ওমরাব্রতের জন্য যাইবেন, এই স্থির হয়।

† জোবয়া আবদোল্‌দোত্তালোবের পুত্র হজরতের পিতৃব্য জোবয়রের কন্যা ছিলেন। জোবয়া এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। জোবয় হজরতের সঙ্গিনী ছিলেন। মোহাজের দলভুক্ত হইয়াছিলেন।

‡ অর্থাৎ হোদয়বিয়ার বৎসরে ওমরাব্রত সম্পাদনে প্রতিবন্ধক হওয়াতে কোরবাণীর যোগ্য

উমর আমসারীর পুত্র হেজাজের উক্তি *;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি উষ্ট্রপদ বা খোঁড়া হয়, বস্তুতঃ সে এহরামমুক্ত এবং তাহার সম্বন্ধে আগামী বৎসরে হজ্জ বিধি।"—তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা, দার।

[আবুদাউদ অপর বিবৃতিতে "অথবা রুগ্ন অতিরিক্ত এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। অপিচ তরমোজী বলিয়াছেন, এই হদিস হসন, এবং মসাবিহ গ্রন্থে ইহা জয়িফ।]

ইয়মর দিলমীর পুত্র অবদোর্‌রহমাণের উক্তি †;—আমি হজরতকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "অরফাই হজ্জ, যে ব্যক্তি মোজদলেফার রজনীতে উষাসমাগমের পূর্ব্বে অরফা প্রাপ্ত হইয়াছে সে প্রকৃতপক্ষে হজ্জ প্রাপ্ত হইয়াছে ‡। মেনার জন্য নির্দ্দিষ্ট তিন দিবস। পরন্তু যে ব্যক্তি সত্বর হয় সে দুই দিবস থাকিবে, তাহাতে কোন দোষ নাই, এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে তাহার সম্বন্ধেও কোন দোষ নাই §।—তর, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা, দার।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

উষ্ট্র সকল কোরবাণী করা হইয়াছিল। কিন্তু ওমরার নিষেধ হইলেও মক্কার নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোরবাণী হওয়া বিধি। পরবৎসর যখন ওমরা পুনরুদ্‌যাপন হইবে তখন হোদয়বিয়া ক্ষেত্রে কোরবাণীর পরিবর্ত্তে আবার মক্কায় কোরবাণী করিবার জন্য হজরত সহচরদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন।

* ইনি মদিনানিবাসী সহচরদিগের মধ্যে এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। হেজাজ নিবাসীদিগের নিকটে ইহাঁ কর্ত্তৃক হদিস ব্যক্ত হইয়াছে। আক্‌রমা প্রভৃতি লোকেরা ইহাঁ হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

† ইনি এক জন সহচর ছিলেন, কুফাতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন, খোরাসান দেশে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

‡ "অরফাই হজ্জ" অর্থাৎ যথাবিধি অরফায় দণ্ডায়মান হওয়া হজক্রিয়ার একটি প্রধান অঙ্গ। তাহা না হইলে হজ্জ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। মোজদলেফার রাত্রি জোল্‌হজ্জা মাসের দশম রাত্রি। সূর্য্যাস্তগমনের পর হইতে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালপর্য্যন্ত কোন এক সময়ে মুহূর্ত্তকালও অরফায় দণ্ডায়মান হইলে ইহার ফল লাভ হয়।

§ তিন দিনপর্য্যন্ত মেনায় বিলম্ব করা বিধি। আবশ্যক হইলে দুই দিনমাত্র থাকা যায় ১১ই, ১২ই, ১৩ই, এই তিন দিনকে তশ্‌রিকের দিন বলে। ত্রয়োদশ দিনপর্য্যন্ত অনেক হাজী মেনায় বিলম্ব করে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হরম মক্কা ও ঈশ্বরকর্ত্তৃক তাহার সংরক্ষণ *।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন্ আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ মক্কানগরবিজয়ের দিবস বলিয়াছিলেন, "হেজরত (মক্কা হইতে মদিনাতে প্রস্থান) আর নাই, কিন্তু জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) বিদ্যমান। বিধি এই যে, যখন তোমরা অভিযানার্থ আহূত হইবে তখন অভিযান করিবে।" অপিচ তিনি মক্কাবিজয়ের দিন এরূপ বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর যে দিবস স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছিলেন তখন এই নগরে কতকগুলি ব্যাপার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অতএব পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিষেধ করার জন্য উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার ভিতর আমার পক্ষ হইতে কাহারও সম্বন্ধে কখনও সংগ্রাম করা হালাল (বৈধ) হইবে না ; এবং দিবাভাগের মুহূর্ত্তকাল ব্যতীত আমার সম্বন্ধে কখনও হালাল হয় নাই †। অতএব ঈশ্বরের নিষেধ করার জন্য পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত উহা নিষিদ্ধ হইল। ইহার কণ্টকতরুও ছেদন করা হইবে না, ইহার শিকারকে আক্রমণ করা যাইবে না, ইহার ভূপতিত সামগ্রী কাহারিও চিনাইয়া দেওয়া ব্যতীত কেহ কুড়াইয়া লইবে না, এবং ইহার তৃণ ছেদন করা যাইবে না।" তখন আব্বাস বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, আজখরকে পৃথক্ রাখুন। যেহেতু তাহা তাহাদের (নগরবাসীদের) লৌহকারদিগের জন্য প্রয়োজন, এবং তাহাদের গৃহের জন্যও ; অপিচ আমরা আমাদের গৃহে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকি ‡।" তখন তিনি বলিলেন, "আজখর ব্যতীত।"—উত্তর।

---

* মক্কার কিয়দ্দূর ভূমি ঘেরিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাকে হরম বলে। সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের বিশেষ সম্মান ও গৌরব। অনেক কার্য্য সেই স্থানে হরাম অর্থাৎ অবৈধ। কথিত আছে যে, মহাপুরুষ এব্রাহিম কাবামন্দির নির্ম্মাণের সময় যখন হজরোল্ অসুওদ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তাহার জ্যোতিতে মক্কার অনেক দূর স্থান আলোকিত হইয়াছিল। যত দূর জ্যোতি সঞ্চার হইয়াছিল তত দূর হরম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হরমের বিষয়ে অন্য অনেক কাহিনীও আছে।

† হজরতের সমক্ষে মক্কায় প্রবেশকালে অলিদের পুত্র খালেদ সদৈন্যে তাঁহার পথ অবরোধ করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। অচিরেই খালেদ পরাস্ত হইয়া পথ মুক্ত করে।

‡ আজখর এক প্রকার তৃণজাতীয় সুগন্ধ উদ্ভিদ, তাহা দগ্ধ করিয়া লৌহকার ও স্বর্ণকারেরা লৌহ ও সুবর্ণাদি গলাইয়া থাকে, এবং গৃহের ছাদ নির্ম্মাণে মক্কাবাসিগণ তাহা ব্যবহার করে, এবং ঔষধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

[আবু হোরয়রার বিবৃতিতে এইরূপ, ইহার বৃক্ষচ্ছেদন করা হইবে না, এবং ভূপতিত বস্তু পরিচয় না দেওয়া পর্য্যন্ত তুলিয়া লইবে না।]

জাবেরের উক্তি;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে মক্কাতে অস্ত্র ধারণ করা বিধি নয়।"—মো।

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বিজয়ের দিবস মক্কাতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মস্তকে লৌহমুকুট ছিল। পরে যখন তিনি তাহা উন্মোচন করিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "এব্‌ন হজল কাবার যবনিকা আলম্বিত করিয়া আছে। তখন তিনি তাহাকে "বধ কর" বলিলেন *।—উভয়।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বিজয়ের দিবস মক্কাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন এহরাম শূন্যাবস্থায় তাঁহার শীর্ষদেশে নীল উষ্ণীষ ছিল।—মো।

আয়শা দেবীর উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "এক দল সৈন্য কাবাতে যুদ্ধ করিতে আসিবে, পরে যখন তাহারা ভূতলের প্রান্তরবিশেষে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগকে আদ্যোপান্ত ভূগর্ভে প্রেথিত করা যাইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ তাহাদের সঙ্গে তাহাদের করবাল সকল থাকিবে, তাহারা কেমন করিয়া আদ্যোপান্ত প্রোথিত হইবে? তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মদ্রোহী নয় এমন কি কেহ থাকিবে না? তিনি বলিলেন, "তাহাদের আদ্যোপান্ত প্রোথিত হইবে। পরে তাহাদের নিয়তি অনুসারে তাহারা সমুত্থাপিত হইবে †।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন "জোলসবিকতয়ন হবশী কাবাকে বিনষ্ট করিবে ‡।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "আমি যেন দেখিতেছি, উভয়

---

* এব্‌ন হজল অর্থাৎ হজলের পুত্র, ইহার প্রকৃত নাম আবদোল্লা, সে অত্যন্ত বিরোধী ছিল: একজন মোসলমানকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সে হজরতের ও মোসলমানদিগের অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইত। তাহার দুইটী গায়িকা দাসী ছিল, তাহারা মোসলমানদিগের নিন্দাসূচক গান করিত। তজ্জন্য এব্‌ন হজলের শিরশ্ছেদনের আদেশ হয়। শান্তিরক্ষা ও কাবার সম্মানের জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। "যে ব্যক্তি কাবা মন্দিরে আশ্রয় লইবে সে অভয় লাভ করিবে।" এরূপ বিধি ছিল, কিন্তু দুরাত্মা এব্‌ন হজলের সম্বন্ধে উক্ত বিধি খণ্ডিত হইয়াছিল।

† ইহা এক ভবিষ্যদ্বাণী। এমাম মহদির সময়ে এক জন দুর্দ্দান্ত হাবশী পুরুষ সদলে আসিয়া কাবাকে উৎখাত করিবে, এবং আপন দলবল সহ ভূগর্ভে প্রোথিত হইবে। সজ্জনেরাও দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাহার কার্য্যে যোগ দিয়া সেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। কেয়ামতে সাধু লোকদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইবে।

‡ "জোল সবিকতয়নের" অর্থ ক্ষুদ্র ও ক্ষীণপদদ্বয়বিশিষ্ট। সচরাচর হাবশীদিগের পদ এইরূপ হইয়া থাকে।

চরণ অধিকতর ব্যবহিত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, ইহার প্রস্তরের পর প্রস্তর খনন করিতেছে *।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওমরার পুত্র ইয়লীর উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "মক্কাতে শস্যসংরক্ষণ করা তাহাতে ধর্ম্মত্যাগ সদৃশ হয় †।"—আবুদা।

এবন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ মক্কাকে বলিয়াছিলেন, "নগরের মধ্যে আমি তোমাকে কি আশ্চর্য্য মনে করি! আমার নিকটে তুমি কি প্রিয়! যদি আমার জ্ঞাতিগণ তোমা হইতে আমাকে বহিষ্কৃত না করিতেন, তোমাকে ছাড়িয়া আমি অন্যত্র বাস করিতাম না।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ ও অস্‌নাদ গরিব বলিয়াছেন।]

হম্‌রায়ের পৌত্র অদিয়ের পুত্র আবদোল্লার উক্তি ‡;—আমি প্রেরিতপুরুষকে হজওজাতের উপর দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম §। তখন তিনি (মক্কাকে) বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, সত্যই তুমি ঈশ্বরের নিকটে ঐশ্বরিক শ্রেষ্ঠভূমি, এবং ঈশ্বরের নিকটে ঐশ্বরিক প্রিয়তম ভূমি। যদি আমি তোমা হইতে বহিষ্কৃত না হইতাম, বহির্গমন করিতাম না ‖।"—তর, এবুনমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু শরিহ অদ্‌বী ¶;—তিনি মদিনার আমির সয়িদের পুত্র ওমরকে

---

* উভয় চরণের মধ্যে অধিকতর ব্যবধান এমন এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কাবার প্রস্তর সকল খনন করিবে। সেই ব্যক্তি দলপতি, সে সদলে খনন করিবে।

† খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইলে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য মক্কায় শস্যসঞ্চয় করিয়া রাখা ধর্ম্মত্যাগতুল্য পাপ। অপর সকল নগরের সম্বন্ধেও এই কার্য্য বিগর্হিত।

‡ ইনি হেজাজনিবাসীদিগের মধ্যে এক জন চিহ্নিত সহচর। এই আবদোল্লা কোরেশবংশীয় জহরা পরিবারভুক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইনি সকফী ছিলেন, জহরাপরিবারের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে সম্বন্ধ হইয়াছিলেন।

§ এক উপশৈলের নাম হজওজাত। এক্ষণ মক্কার স্থানবিশেষকেও হজওজাত বলিয়া থাকে।

‖ যখন ওমরা করিতে যাইয়া হজরত বাধা পাইয়া মদিনায় ফিরিয়া যান, তখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, যখন তিনি উৎপীড়িত হইয়া গুপ্তভাবে মদিনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন ইহা বলিয়াছিলেন।

¶ ইনি একজন সহচর ছিলেন।

যিনি মক্কাতে সেনা প্রেরণ করিতেছিলেন, বলিয়াছিলেন, হে আমির, আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন যে, আমি আপনার নিকটে প্রেরিতপুরুষের কিছু কথা বলিব, যাহা হজরত মক্কাবিজয়ের পরদিন খতবাতে বলিয়াছিলেন। আমার উভয় কর্ণ শ্রবণ করিয়াছে, আমার অন্তর স্মরণ রাখিয়াছে, এবং আমার উভয় নেত্র দর্শন করিয়াছে। যখন তিনি বলিতে প্রবৃত্ত হন তখন ঈশ্বরের গুণানুবাদ ও তাঁহার প্রশংসা করেন। তৎপর বলেন, "নিশ্চয় মক্কাসম্বন্ধে ঈশ্বর অবৈধ করিয়াছেন, মনুষ্য অবৈধ করে নাই। অতএব যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহার সম্বন্ধে বৈধ (হালাল) নয় যে, এস্থানে শোণিতপাত করে, বা কোন বৃক্ষচ্ছেদন করে। যদি কেহ তথায় প্রেরিতপুরুষের যুদ্ধকরার ছল অন্বেষণ করে, তোমরা তাহাকে বলিও নিশ্চয় পরমেশ্বর আপন প্রেরিতপুরুষকে আদেশ করিয়াছিলেন, তোমাদিগকে আদেশ করেন নাই। দিবসের মুহূর্তকাল তথায় আমার জন্য আদেশ হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন নহে। কল্য তাহার অবৈধতা যেরূপ ছিল আজও তাহার অবৈধতা প্রত্যাবর্ত্তিত আছে। উপস্থিত ও অনুপস্থিত লোকে যেন ইহা প্রচার করিতে থাকে।" আবুশরিহকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, "ওমর তোমাকে কি বলিয়াছিলেন?" (আবু শরিহ) তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তোমা অপেক্ষা ইহা অধিকতর জ্ঞাত। কিন্তু নিশ্চয় মক্কা অপরাধীকে—শোণিতপাতকারী পলায়িতজনকে এবং ধর্ম্মোচ্ছেদকারী পলায়নমানকে আশ্রয় দান করে না *।"—উভয়।

[সহিহ বোখারীতে হস্তে গচ্ছিত সম্পত্তিবিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে উচ্ছেদসাধন ব্যাখ্যা হইয়াছে।]

রবিয়া মখজুমীর পুত্র আইয়াশার উক্তি †;—হজরত বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত তোমরা হরম মক্কাকে প্রকৃত সম্মান দানে সম্মান করিবে, সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা এই মণ্ডলীর সম্বন্ধে কল্যাণ থাকিবে; পরে যখন অতিচারণ করিবে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।" —এবনমা।

---

* অর্থাৎ যদি কেহ ধর্ম্মসম্বন্ধে বিপ্লব আনয়ন বা কোনরূপ বিদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে সে পলায়ন করিয়া হরমে আশ্রয় লইলে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পায় না। জোবয়েরের পুত্র অবদোল্লা অপরাধী সে আমিরের অবাধ্যতাচরণ করিয়াছে। হরম হইতে বাহির হইলে তাহাকে দণ্ডবিধান করিব। অথবা হরমেই তাহাকে বধ করিব।

† ইনি আবুজহলের সহোদর ভ্রাতা, প্রাচীন এসলামধর্ম্মাবলম্বী সহচর ছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হরম মদিনা ও তাহার সংরক্ষণ কার্য্য *।

প্রথম অধ্যায়।

আলির উক্তি ;—আমি কোরাণ ব্যতীত এবং যাহা এই পুস্তিকায় আছে তদ্ব্যতীত প্রেরিতপুরুষ হইতে অন্য কিছুই লিখি নাই †। হজরত বলিয়াছেন, "মদিনা অয়র পর্ব্বত হইতে সওরগিরি পর্য্যন্ত হরাম (নিষিদ্ধ ভূমি), অতএব যে ব্যক্তি এই স্থানে (নিষিদ্ধ বিষয়কে অতিক্রম করিয়া) নূতন কিছু করিবে বা নববিধির প্রবর্ত্তককে আশ্রয় দিবে, তাহার প্রতি ঈশ্বরের, দেবগণের এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর অভিসম্পাত হইবে ; তাহা হইতে অনুতাপ ও অপরাধের বিনিময় গৃহীত হইবে না। সকল মোসলমান-সম্বন্ধে একবিধ অঙ্গীকার, তাহাদের অন্তর্গত নিকৃষ্ট লোকেরাও তাহা পালন করিবে ‡। অনন্তর যে ব্যক্তি কোন মোসলমানসম্বন্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে তাহার প্রতি ঈশ্বরের, দেবগণের ও সমস্ত মানবমণ্ডলীর অভিসম্পাত হইবে, তাহা হইতে অনুতাপ ও বিনিময় দান গৃহীত হইবে না, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুদিগের অনুমতি ব্যতীত কোন দলের সঙ্গে বন্ধুতাস্থাপন করিবে, তাহার প্রতি ঈশ্বরের ও দেবগণের এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর অভিসম্পাত হইবে। তাহা হইতে অনুতাপ ও অপরাধের বিনিময় দান গৃহীত হইবে না।"—উভয়।

[বোখারী ও মোস্‌লেমে এইরূপও উক্ত হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি স্বীয় পিতাকে ছাড়িয়া অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, বা স্বীয় বন্ধুদিগকে ছাড়িয়া অপরের সহিত

---

* হরম কেবল গৌরব ও সম্মানকে বলে, এবং যে সকল বিষয় নিষিদ্ধ সেই সকলকেও বলিয়া থাকে। যথা পশু পক্ষী শিকার ও বৃক্ষচ্ছেদনাদি স্থানবিশেষে নিষিদ্ধ। মদিনার হরমসম্বন্ধীয় বহু হদিস আছে, তাহাতে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মত প্রকাশ পাইয়াছে।

† আলি যে ক্ষুদ্র পুস্তকের (সহিফার) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মদিনাসম্বন্ধীয় ঐশ্বরিক বিধি নিষেধ সকল লিপিবদ্ধ ছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, আলি অন্যতর বিশেষ পুস্তিকা লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, হজরত যে সকল প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছেন কোরাণে ও এই পুস্তিকায় আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি, অন্য কিছুই লিখি নাই।

‡ অর্থাৎ এই স্থানে স্ত্রীপুরুষ ধনী দরিদ্র সকলেই কাফেরকেও অভয় দান করিবে, তাহাকে আপনার আশ্রয়ে রক্ষা করিবে, এবং তাহার সঙ্গে অঙ্গীকারসূত্রে বদ্ধ হইবে। কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে না।

বন্ধুতা স্থাপন করিবে, তাহার প্রতি ঈশ্বরের, দেবগণের ও সমস্ত মানবের অভিসম্পাত হইবে। তাহার অনুতাপ ও অপরাধের বিনিময়দান গৃহীত হইবে না।"]

সাদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নিশ্চয় আমি মদিনার উত্তর প্রস্তরময় ভূমির মধ্যস্থলে তাহার বৃক্ষচ্ছেদন ও তাহার পশুশিকার করাবিষয়ে নিষেধ প্রচার করিতেছি। ইহারা যদি জানিত তবে মদিনা ইহাদের পক্ষে উত্তম বস্তু হইত, ইহার স্থলে পরমেশ্বরের অন্য শ্রেষ্ঠ স্থান বিনিময় করা ব্যতীত কেহ ইহার প্রতি বিমুখ হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিত না, পুনরুত্থানের দিনে আমি শফায়েতকারী (পাপক্ষমার অনুরোধকারী) ও সাক্ষ্যদাতা না হইলে এই স্থানের দুঃখ দুর্ঘটনাতে কেহ স্থির থাকিতে পারিত না।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমার মণ্ডলীর অন্তর্গত কেহ আমি কেয়ামতের দিনে তাহাদের জন্য শফায়েতকারী না হইলে মদিনার বিপদ্ ক্লেশের মধ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিত না।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—লোকে যখন নূতন ফল দর্শন করিত, তখন তাহা হজরতের নিকটে লইয়া আসিত। পরে যখন তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন, বলিতেন, "হে ঈশ্বর, আমাদিগের জন্য আমাদের ফল সম্বন্ধে সমুন্নতিবিধান কর, আমাদের নগর-সম্বন্ধে সমুন্নতি দান কর, এবং আমাদের সাআ (তৌলবিশেষ) বিষয়ে এবং আমাদের মোদ্দ (পরিমাণবিশেষ) বিষয়ে আমাদের নিমিত্ত উন্নতি বিধান কর *। হে ঈশ্বর, নিশ্চয় এব্রাহিম তোমার দাস, তোমার বন্ধু এবং তোমার (নবী) সুসমাচারপ্রচারক ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি মক্কার নিমিত্ত তোমার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি মক্কার জন্য যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন তদ্রূপ আমিও তোমার নিকটে মদিনার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি ও তৎসঙ্গে আমি উহার দ্বিগুণ চাহিতেছি।" তদনন্তর তিনি তাঁহার গৃহের ক্ষুদ্রতম শিশুকে ডাকিয়া সেই ফল তাহাকে দান করিতেন।—মো।

আবু সয়িদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "সত্যই এব্রাহিম মক্কাকে হরম করিয়াছিলেন, পরে তাহাকে হারাম (অবৈধ) যুক্ত করিয়াছেন, নিশ্চয় আমি মদিনাকে তাহার উত্তর দিকে গিরিসঙ্কটের মধ্যস্থলে এই যে সকল স্থান আছে, এই সকলকে হারাম করিলাম, এস্থানে শোণিতপাত হইবে না ও এস্থানে সমরের জন্য অস্ত্রধারণ হইবে না, এবং পশুর গ্রাসের জন্য ব্যতীত এস্থানে বৃক্ষপত্র পাতিত করা হইবে না।" —মো।

---

* এক রেতল এবং তাহার তৃতীয়াংশে এক মোদ্দ হয়, অর্দ্ধসেরে এক রেতল হইয়া থাকে। চারি মোদ্দে এক সাআ হয়।

সাদের পুত্র আমেরের উক্তি * ;—সাদ একিকনামক প্রান্তরস্থিত স্বীয় আবাসের অভিমুখে বাহনারোহণে যাত্রা করিয়াছিলেন ; তখন তিনি এক দাসকে বৃক্ষচ্ছেদন বা পত্রনিক্ষেপণ করিতে দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহার বস্ত্র ও অস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে যখন সাদ (মদিনায়) ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার নিকটে দাসের ঐভুসম্পর্কীয় লোকেরা উপস্থিত হয়, এবং তাঁহাকে বলে, যেন বস্ত্র ও অস্ত্র যাহা তাহাদের দাস হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের সেই দাসকে বা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেন। তখন তিনি বলিলেন, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, প্রেরিতপুরুষ যাহা দিয়াছেন, আমি কি সেই বস্তু ফিরাইয়া দিব ? তিনি তাহাদিগকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন † ।—মো ।

আয়শার উক্তি ;—হজরত যখন মদিনায় পদার্পণ করিলেন তখন আবুবেকর ও বেলাল গুরুতর জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। পরে আমি প্রেরিতপুরুষের নিকটে যাইয়া তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "হে পরমেশ্বর, মক্কাকে তুমি যেমন আমাদের প্রিয় করিয়াছ, আমাদের সম্বন্ধে মদিনাকেও তদ্রূপ বা তদধিক প্রিয় কর, এবং ইহাকে স্বাস্থ্যকর কর, অপিচ ইহার সাআ ও মোদ্দ তৌল বিষয়ে আমাদের সম্বন্ধে কল্যাণ বিধান কর, এবং ইহার জ্বররোগকে স্থানান্তরিত কর ; অপিচ উহা জোহেফায় লইয়া যাও ‡ ।— ।

ওমরফারুকের পুত্র আবদোল্লার মদিনাসম্বন্ধে হজরতের স্বপ্নদর্শন বিষয়ে উক্তি। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, মস্তকে আলুলায়িত কেশ এমন একটী কৃষ্ণাঙ্গী নারী মদিনা হইতে বাহির হইয়া মহয়তানামক স্থানে উপনীত হইল। পরে আমি তাহা মদিনার মহামারী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, মহয়তার দিকে তাহা চলিয়া গিয়াছিল, উহাই (মহয়তাই) জোহেফা।—বো।

আবু জোহয়ারার পুত্র সোফিয়ানের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "এমন রাজ্য জয় করা হইবে, একদল মৃদুমন্দগতি চলিয়া আসিবে, পরে আপনাদের স্বগণ ও যাহারা তাহাদের অনুগত তাহাদের সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিবে, মদিনা তাহাদিগের জন্য কল্যাণজনক হইবে, যদি তাহারা জানিত ভালছিল। শামদেশ

---

* ইনি একজন অনুগামী ছিলেন। ইহার পিতা ওকাসের পুত্র সাদ ছিলেন।

† হজরত বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি মদিনার বৃক্ষ ছেদন করে, তাহার অস্ত্রশস্ত্র খাদ্যাদি লুণ্ঠন সামগ্রীর মধ্যে গণ্য, যে তাহা গ্রহণ করে উহা তাহার সম্পত্তি হইবে।"

‡ মক্কা ও মদিনার মধ্যভূমিতে এক গ্রামের নাম জোহেফা, সেই সময়ে তথায় ইহুদিগণ বাস করিতেছিল। হজরতের আগমনের পূর্ব্বে মদিনা মহামারী ও জ্বররোগাদির আলয় ছিল। তাঁহার প্রার্থনায় মদিনা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর হয় ; কাফেরদিগের রাজ্যে নানা রোগ দুঃখ বিপদ্ ও মৃত্যু প্রবল হইয়া উঠে।

জয় করা হইবে, পরে কতকগুলি লোক মৃদুগতি চলিয়া আসিবে, এবং আপনাদের স্বগণ ও যাহারা তাহাদের আনুগত্যে বদ্ধ তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রস্থান করিবে, কিন্তু মদিনা তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক, হায়! যদি ইহা তাহারা জানিত! এরাকরাজ্য জয় করা হইবে, পরে কতকগুলি লোক মৃদুমন্দগতি আসিয়া আপনাদের স্বগণবর্গ ও যাহারা তাহাদের অনুগত তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া যাইবে; হায়! মদিনা কল্যাণজনক যদি তাহারা জানিত *।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "আমি এমনস্থানে প্রস্থান করিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, যাহা অপর স্থান সকলকে গ্রাস করিবে †। তাহাকে ইয়স্রব বলিয়া থাকে, উহাই মদিনা ‡। অগ্নিপাত্র যেমন লৌহের মলিনতা দূর করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইহা মানবসমাজকে মালিন্যমুক্ত করে §।"—উভয়।

সম্বার পুত্র জাবেরের উক্তি ‖;—আমি প্রেরিতপুরুষকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "নিশ্চয় পরমেশ্বর মদিনাকে "তাবা" (বিশুদ্ধ) এই নাম প্রদান করিয়াছেন।—মো।

আবদোল্লার পুত্র জাবেরের উক্তি;—এক জন প্রান্তরনিবাসী আরব্য যাযাবর হজরতের নিকটে ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল, পরে সেই প্রান্তরনিবাসী মদিনানগরে জ্বররোগে আক্রান্ত হয়। তখন সে প্রেরিতপুরুষের নিকটে যাইয়া বলে, "হে মোহম্মদ, তুমি আমার ধর্ম্মদীক্ষা ফিরাইয়া লও।" তাহাতে প্রেরিতপুরুষ অসম্মত হন। তৎপর সে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া গিয়া বলে, "তুমি আমার দীক্ষা প্রতিগ্রহণ কর।" তাহাতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। তদনন্তর পুনরায় তাঁহার নিকটে যাইয়া বলে, "তুমি আমার দীক্ষা ফিরাইয়া লও।" তিনি অগ্রাহ্য করেন। পরে সেই যাযাবর চলিয়া যায়। তখন প্রেরিতপুরুষ বলেন, "মদিনা লৌহকারের অগ্নিপাত্র সদৃশ, এতদ্ভিন্ন নহে; এ নিজের বক্ষঃস্থিত মলিন পুরুষকে নিষ্কাশিত করে, এবং নির্ম্মলকে সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে।"—উভয়।

---

* অর্থাৎ বিবিধ সুরস ফলশস্যপূর্ণ সরিন্নির্ঝরসমাকীর্ণ সুরম্য এরমন, শাম ও এরাক প্রদেশাদিতে অতীব সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়া অনেক বিজয়ী লোক মদিনায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আত্মীয় স্বজনকে লইয়া সেই সকল স্থানে চলিয়া যাইবে।

† অর্থাৎ মদিনা পরাক্রান্ত হইয়া অপর সকল স্থানকে অধিকার করিবে।

‡ প্রাচীনকালে মদিনাকে ইয়স্রব বলা হইত। হজরত মোহম্মদ মদিনা নাম প্রদান করিয়াছেন। ইয়স্রবের অর্থ উৎপাত ও মৃত্যু এবং ভর্ৎসনা। এই নাম মুচ্ছলাকদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত। মদিনার অর্থ নগর—বহু লোকের মিলনভূমি। হজরত এই নগরকে ইয়স্রব বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

§ অর্থাৎ এস্‌লামধর্ম্মের প্রবল শক্তিতে ধর্ম্মদ্রোহী কাফেরগণ মদিনা হইতে বিতাড়িত হইবে।

‖ ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, এবং আবু ওকাসের পুত্র সাদের ভাগিনেয় ছিলেন।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "অনলপাত্র যেমন আবর্জ্জনা মালিন্য নিরসন করে, তদ্রূপ যে পর্য্যন্ত মদিনা দুষ্টলোকদিগকে নিষ্কাশিত না করিবে, কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হইবে না।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "মদিনার গিরিসঙ্কট পথে ফেরেশ্‌তারা (দেবদূতগণ) নিযুক্ত, যেন মড়ক ও দজ্জাল দানব তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে *।"—উভয়।

আনসের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "মদিনা ভিন্ন এমন কোন নগর নাই যে, সে (দজ্জাল) তাহাতে প্রবেশ করিবে না, তাহার গিরিসঙ্কট সকলের মধ্যে এমন গিরিসঙ্কট নাই যে, তাহাতে স্বর্গীয় দূতগণ শ্রেণীবদ্ধরূপে স্থিতি করিয়া প্রহরীর কার্য্য করে না। অতএব সে (দজ্জাল) উষর ভূমিতে উপস্থিত হইবে। তখন মদিনা স্বীয় অধিবাসীদিগকে তিন বার কাঁপাইয়া তুলিবে, পরে তাহার (দজ্জালের) দল—সমুদায় কাফের ও কপটাচারী চলিয়া যাইবে।"—উভয়।

সাদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "মদিনানিবাসীদিগের প্রতি এমন কোন ব্যক্তি অহিতাচরণ করিবে না যে, জলেতে লবণ যেমন বিলীন হইয়া যায় সে বিলয় প্রাপ্ত হইবে না।"—উভয়।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ যখন দেশান্তর হইতে প্রত্যাগমন করিতেন তখন মদিনার প্রাচীরের প্রতি দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় বাহনকে সবেগে চালাইতেন, যদি অন্য বাহনের উপর স্থিতি করিতেন, তাহার (মদিনার) প্রতি প্রীতিবশতঃ তাহাকে স্পন্দিত (সমুত্তেজিত) করিতেন।—বো।

আনসের উক্তি ;—যখন প্রেরিতপুরুষের নিকটে ওহদগিরি প্রকাশ পাইল, তখন বলিয়াছিলেন, "ইহা সেই পর্ব্বত, ইহাকে আমরা প্রেম করি, এ আমাদিগকে প্রেম করিয়া থাকে। হে ঈশ্বর, নিশ্চয় এব্রাহিম মক্কাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমি ইহার (মদিনার) দুই প্রস্তরময় ভূমির মধ্যস্থলকে সম্মানিত করিলাম।"—উভয়।

সাদের পুত্র সহলের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ওহদ এমন এক পর্ব্বত, সে আমাদিগকে ভাল বাসে, এবং আমরা তাহাকে ভাল বাসি।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু আবদোল্লার পুত্র গোলরমানের উক্তি ;—হরম মদিনার মধ্যে প্রেরিত-

* কথিত আছে যে, মসিহ দজ্জালনামক ভীষণ দানব জগৎ প্রলয়ের প্রাক্‌কালে অভ্যুত্থিত হইয়া নরনারীর উপর অত্যন্ত উৎপাত করিবে। কোরাণে ও তাহার তফসিরে দজ্জালের বিশেষ প্রসঙ্গ আছে।

পুরুষ যাহাকে নিষিদ্ধভূমি করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি, তথায় আবু ওকাসের পুত্র সাদ এক ব্যক্তিকে মৃগয়ার অবস্থায় ধরিয়াছেন, এবং তাহার বস্ত্র ছিনাইয়া লইয়াছেন। পরে তাহার আত্মীয়গণ তাঁহার নিকটে আসিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করে। তখন তিনি বলেন, "নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ এই হরমে (মৃগয়াদি) হারাম করিয়াছেন, এবং তিনি বলিয়াছেন, 'এস্থানে যে ব্যক্তি কাহাকে শিকার করিতেছে অবস্থায় ধরিতে পাইবে সে যেন তাহার দ্রব্যজাত ছিনিয়া লয়।' প্রেরিতপুরুষ আমাদিগকে যাহা খাওয়াইয়াছেন, আমরা সেই খাদ্য তোমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিব না *। কিন্তু যদি তোমরা ইচ্ছা কর তবে ইহার মূল্য তোমাদিগকে অর্পণ করিব।"—আবুদা।

সাদের দাস সালেহের উক্তি ;—সাদ মদিনার দাসবর্গের মধ্যে কতিপয় দাসকে মদিনার বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি তাহাদের দ্রব্যজাত (বস্ত্রাদি) ছিনিয়া লইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন; অর্থাৎ তাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়াছিলেন, মদিনানগরস্থ বৃক্ষের কিছু ছেদনে আমি প্রেরিতপুরুষকে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি, এবং তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তাহার কিছু কর্ত্তন করিবে, যে জন তাহাকে ধরিবে তাহার দ্রব্যাদি সেই ব্যক্তির হইবে।"—আবুদা।

জোবয়রের উক্তি † ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ওজ্জভূমির শিকার ও তাহার বৃক্ষ নিষিদ্ধ—ঈশ্বরোদ্দেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে।"—আবুদা।

[মোহিয়স্ সোন্নত বলিয়াছেন যে, তায়েফপ্রদেশের প্রান্তে ওজ্জপ্রান্তর।]

এবন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মদিনায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে সে যেন এখানেই প্রাণত্যাগ করে। এখানে যে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে পরে নিশ্চয় আমি তাহার জন্য শফায়ত করিব।"—আহ, তর।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ, আস্নাদ গরিব বলিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "(কোয়ামতসঙ্ঘটনের সময়ে) সকল এস্লাম গ্রামের পরে যে গ্রাম বিনষ্ট হইবে তাহা মদিনা।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

---

* অর্থাৎ যে দান (নীতি) আমরা প্রেরিতপুরুষ হইতে তাঁহার উপদেশে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিব না।

† হজরতের ঘনিষ্ট স্বগণদিগের মধ্যে আলি প্রভৃতি দশ ব্যক্তি স্বর্গলোকে নিবাসের বিশেষ সুসংবাদ প্রাপ্ত, তাঁহাদিগকে "অশ্‌রা মোব্‌শরা" বলিয়া থাকে। এই জোবয়রও সেই দশ জনের অন্তর্গত। ইনি হজরতের পিতৃব্যপুত্র ছিলেন।

আবদোল্লার পুত্র অরিসের উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "আমার প্রতি এইরূপ প্রত্যাদেশ হইয়াছে, 'হে অমুক, এই তিন স্থানের যে স্থানে তুমি বাস করিবে সেই স্থানই তোমার হেজরতভূমি ; মদিনা, বহরয়ণ এবং কেন্নস্রিণ †।"—তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু বক্‌রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "মসিহ দজ্জাল মদিনাতে ভয়ে প্রবেশ করিবে না। সেই সময়ে ইহার সাতটি দ্বার থাকিবে, প্রত্যেক দ্বারে দুই জন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত থাকিবেন।"—বো।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি মক্কাতে যে সমুন্নতিবিধান করিয়াছ, মদিনাতে তাহার দ্বিগুণ কর।"—উভয়।

খেত্তাবের পরিবারের অন্তর্গত এক ব্যক্তি প্রেরিতপুরুষসম্বন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মুখ্যলক্ষ্য করিয়া, আমার জেয়ারত (আমাকেদর্শন) করিবে কেয়ামতের দিনে সে আমার প্রতিবেশী হইয়া থাকিবে, যে ব্যক্তি মদিনাতে বাস করিবে ও তাহার আপদ্ বিপদে ধৈর্য্যধারণ করিবে আমি কেয়ামতের দিনে তাহার সাক্ষী ও শফায়তকারী হইব। এবং যে ব্যক্তি উভয় হরমের (মক্কা বা মদিনার) কোন একটিতে মৃত্যুগ্রস্ত হইবে, কেয়ামতের দিনে পরমেশ্বর তাহাকে অভয়প্রাপ্তরূপে সমুত্থাপন করিবেন।"

এবুন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর হজ্জ ক্রিয়া করিয়া আমার কবর দর্শন করিবে সে আমার জীবদ্দশায় আমাকে দর্শন করিয়াছে এমন ব্যক্তির তুল্য হইবে।"

[উভয় হদিস শাবোল্ ইমান গ্রন্থে বয়হকি কর্ত্তৃক বিবৃত।]

সয়িদের পুত্র ইয়হয়ার উক্তি ‡ ;—প্রেরিতপুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন, এবং মদিনাতে

---

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর রূপবান্ গুণবান্ ও সম্মানিত পুরুষ ছিলেন। ইঁহার রূপলাবণ্য অনুপম ছিল।

† ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত হইয়া হজরতের মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থানকে হেজরত বলে। সেই হেজরতভূমি পবিত্র তীর্থভূমি। বহরয়ণ ও কেন্নস্‌রিণ মদিনার ন্যায় পবিত্র ভূমি। মহাসাগরের অন্তর্গত একটি দ্বীপস্থ নগরের নাম বহরয়ণ, শামদেশের একটি নগরের নাম কেন্নস্‌রিণ। মক্কা হইতে হজরতের মদিনায় প্রস্থানের পূর্ব্বে মদিনার ইতিহাসে এই তিন স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

‡ সয়িদের পুত্র ইয়হয়া দুই জন ছিলেন, এক জন সয়িদ কত্তানের পুত্র, অপর সয়িদ আন্‌সরীর পুত্র।

একটি কবর খনন করা হইতেছিল, তখন এক ব্যক্তি কবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিল, "ইহা বিশ্বাসীর কুৎসিত শয্যাভূমি।" তখন প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "তুমি যাহা বলিলে তাহা ভাল কথা নয়।" সেই ব্যক্তি বলিল, "নিশ্চয় আমি ইহা (বিশ্বাসীর মৃত্যুর নিন্দা) ইচ্ছা করি নাই, ঈশ্বরের পথে (ধর্ম্মযুদ্ধে) নিহত হওয়াকে আমি ইচ্ছা করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন নহে।" তখন প্রেরিতপুরুষ তিন বার বলিলেন, "ঈশ্বরের পথে নিহত হওয়ার সদৃশ নয়*। যে স্থানে আমার কবর হইবে তাহা অপেক্ষা ভূতলে কোন স্থান আমার নিকটে প্রিয়তর নহে।"—পরম্পরাক্রমে মালেক।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—ওমর ফারুক্‌ বলিয়াছেন, "একিক প্রান্তরে আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি†; আমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আজ রাত্রিতে আমার নিকটে আগন্তুক (ফেরেশ্‌তা) আসিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, এই পবিত্র প্রান্তরে তুমি নমাজ পড়, এবং হজ্জব্রতে ওম্‌রার তুল্য গণনা কর।"—বো।

---

* অর্থাৎ মদিনায় মৃত্যু ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুর তুল্য নয়, বরং তদপেক্ষা অধিকতর ফলদায়ক।

† মদিনার সন্নিহিত প্রান্তর সকলের মধ্যে একিকনামক একটি প্রান্তর আছে। অন্য অন্য হদিসে ইহার অনেক উল্লেখ হইয়াছে। হজরত সময়ে সময়ে তথায় যাইয়া নমাজ পড়িতেন।

ক্রয়বিক্রয় প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপার্জ্জন ও বৈধ বস্তু প্রাপ্তিপ্রয়াস।

প্রথম অধ্যায়।

মাদিকরেবের পুত্র মেকৃদাদের উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয়ের কার্য্যজনিত আহার অপেক্ষা কখনও উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করে নাই। নিশ্চয় ঐশ্বরিক সংবাদবাহক দাউদ স্বীয় হস্তদ্বয়ের কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন †।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিশ্চয় ঈশ্বর পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই ঈশ্বর প্রেরিতপুরুষদিগকে যে বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন বিশ্বাসীমণ্ডলীকেও তাহাই আদেশ করিয়াছেন ; এবং তিনি বলিয়াছেন, 'হে প্রেরিতগণ, তোমরা বিশুদ্ধসামগ্রী ভোগ কর, ও সৎকার্য্য কর। অপিচ ঈশ্বর বলিয়াছেন, "হে বিশ্বাসিগণ, আমি তোমাদিগকে জীবিকারূপে যাহা দান করিয়াছি সেই বিশুদ্ধ সামগ্রী ভোগ কর।" পরে তিনি (হজরত) এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ করিলেন, যে ব্যক্তি আলুলায়িতকেশে দীর্ঘ তীর্থ ভ্রমণ করিতেছে, নিজের করদ্বয় আকাশের দিকে প্রসারণ করিয়া "হে প্রতিপালক, হে প্রতিপালক, বলিতেছে ; এদিকে তাহার খাদ্য অবিশুদ্ধ (হারাম) ও তাহার পানীয় অবিশুদ্ধ এবং তাহার পরিচ্ছদ অবিশুদ্ধ, এবং সে অবিশুদ্ধাবস্থায় প্রতিপালিত, অনন্তর কেমন করিয়া ইহা (প্রার্থনা) গৃহীত হইবে ?"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন ; "লোকের নিকটে এমন কাল আসিবে যে, যাহা হইতে তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হালাল হইতে না হারাম হইতে ইহা তাহারা ভাবিবে না ‡।"—বো।

---

* ইনি একজন সহচর ছিলেন, হম্‌স নগরে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। ৯১ বৎসর বয়সে হেজরি ৮৭ সালে শামদেশে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† পয়গাম্বর দাউদ কবচ নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেন, সেই উপস্বত্বে তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

‡ তীর্থযাত্রিকদিগের প্রার্থনা গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যে তীর্থযাত্রিকের ভোজ্য পরিচ্ছদাদি অবিশুদ্ধ (হারাম) তাহার প্রার্থনাদি কেমন করিয়া গৃহীত হইতে পারে।

বশিরের পুত্র নোমানের উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "হালাল ব্যক্ত ও হারামও ব্যক্ত, এবং উভয়ের মধ্যে সন্দিগ্ধ বস্তু সকল আছে। অধিকাংশ লোক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, অনন্তর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তু সকল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, সে নিজের ধর্ম্ম ও নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধবিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সে হারামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন এক জন রাখাল অপরের রক্ষিত পশু চারণ-ক্ষেত্রের পার্শ্বে পশু চরাইলে, তন্মধ্যে তাহার চরাইবার সম্ভাবনা। জানিও প্রত্যেক রাজ্যাধিপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি আছে, জানিও ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র, নিষিদ্ধ বিষয়। জানিও দেহমধ্যে মাংশপেশী আছে, যখন তাহা অবিকৃত হয় তখন সমুদায় দেহ অবিকৃত থাকে, বিকৃত হইলে সর্ব্বাঙ্গ বিকৃত হয়। জানিও উহার অর্থ হৃদয়।"—উভয়।

খদিজের পুত্র রাফেয়ার উক্তি † ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "কুকুরের মূল্য অপবিত্র, ব্যভিচারিণীর কাবিনের মূল্য অপবিত্র, এবং হজ্জামের (রক্তনিঃসারণকারীর) উপার্জ্জন অপবিত্র।"—মো।

আবু মস্‌উদ আন্‌সারীর উক্তি ‡ ;—হজরত কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর কাবিন এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের পারিশ্রমিক নিষিদ্ধরূপে গণ্য করিয়াছেন।—উভয়।

আবু জোহয়ফা § ;—প্রেরিতপুরুষ শোণিতের মূল্য ও কুকুরের মূল্যগ্রহণে, ব্যভিচারিণীর উপার্জ্জন (কাবিন) বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন, এবং উৎকোচগ্রহীতা, উল্কী-প্রদাতা ও উল্কী গ্রহীতা এবং মূর্ত্তিনির্ম্মাতাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন।—বো।

জাবের ;—তিনি মক্কাবিজয়ের বৎসর হজরতকে মক্কায় স্থিতি করিয়া এইরূপ

---

* ইনি আন্‌সারদলভুক্ত এক জন বালক সহচর ছিলেন। হজরতের মদিনা প্রস্থানের চতুর্দ্দশ মাসান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হেজরত অর্থাৎ মদিনাপ্রস্থানের পর আন্‌সার দলের মধ্যে ইঁহার ও জোবয়ের পুত্র আবদোল্লার প্রথম জন্ম হয়। হজরতের পরলোকযাত্রার সময় ইঁহার আট বৎসর সাত মাস বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

† ইনি একজন আন্‌সারদলভুক্ত সহচর ছিলেন। ইঁহার শৈশব জীবন ছিল বলিয়া বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হন নাই, কিন্তু পরে খন্দক ও অন্যান্য রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। ওহদের সংগ্রামে ইনি বাণাহত হইয়াছিলেন। ৭৩ বা ৭৪ সনে মদিনা নগরে ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রমে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

‡ ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। বদরে ইনি বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে বদরীও বলে।

§ ইনি একজন বালক সহচর ছিলেন। হজরতের পরলোকযাত্রার সময় বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। ইনি অপরের নিকটে শ্রবণ করিয়া হদিস ব্যক্ত করিয়াছেন। পরে কুফানগরে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। সেখানে এক অট্টালিকা ইঁহাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, আলিমোর্ত্তজা তাহাকে সাধারণ ধনাগার করিয়াছিলেন। ৭৩ সালে ইনি পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বলিতে শুনিয়াছিলেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ সুরা, শব ও বরাহ এবং প্রতিমাবিক্রয় হারাম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।" পরে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, "প্রেরিতপুরুষ, আপনি শবের বসাবিষয়ে অভিমত করুন। তদ্দ্বারা নৌকাসকল মর্দ্দন করা হয় ও চর্ম্মসকল তাহা দ্বারা তৈলাক্ত করা হইয়া থাকে, এবং তাহা দ্বারা লোকে দীপ প্রজ্বলিত করে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "উহা হারাম নয়।" তদনন্তর তিনি সেই সময়ে বলিলেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বর ইহুদিদিগকে বিনাশ করিবেন, সত্যই যখন ঈশ্বর উহার বসা হারাম করিয়াছিলেন, তাহারা তখন তাহা গ্রহীতৃত করিয়াছে, তদনন্তর উহা বিক্রয় করিয়াছিল, পরে উহা ভোগ করিয়াছিল।"—উভয়।

ওমর ফারুকের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ইহুদিদিগকে পরমেশ্বর সংহার করিবেন, তিনি তাহাদের সম্বন্ধে চর্ব্বি হারাম করিয়াছিলেন, পরে তাহারা তাহা গলাইয়া বিক্রয় করিয়াছে।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ কুকুর ও মার্জ্জারের মূল্যগ্রহণে নিষেধ করিয়াছেন।—মো।

আনসের উক্তি ;—আবু তৈয়বা প্রেরিতপুরুষের শোণিতনিঃসারণ করিয়াছিল, পরে তিনি তাহাকে আড়াই সের খোর্মা প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রভুদিগের সম্বন্ধে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে যেন তাহাদের কর খর্ব্ব করা হয়।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবদার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন "তোমরা নিজের উপার্জ্জন দ্বারা যাহা ভোগ কর, এবং তোমাদের উপার্জ্জন দ্বারা তোমাদের সন্তানগণ যাহা ভোগ করে, তাহা বিশুদ্ধ।"—তর, নেসা, এবনমা।

[আবু দাউদ ও দারমীর বিবৃতিতে এরূপ উল্লিখিত ;—"নিশ্চয় যে ব্যক্তি স্বীয় উপার্জ্জন দ্বারা খাদ্য ভোগ করে ও তাহার উপার্জ্জনদ্বারা তাহার সন্তানগণ ভোগ করে তাহা বিশুদ্ধ।"]

মস্‌উদের পুত্র আবদোল্লার উক্তি ;—কোন ঈশ্বরকিঙ্কর অবৈধ বস্তু (মালে হারাম) পরে তদ্দ্বারা সদকা দিবে এবং তাহা হইতে উহা গৃহীত হইবে ভাবিয়া উপার্জ্জন করিবে না, এবং নিজের সম্বন্ধে তাহাতে তাহার কল্যাণ হইবে ভাবিয়া উহা ব্যয় করিবে না। তাহার মরকালসমাগতিমুখে পাপের স্বরূপ ভিন্ন সে তাহার নিজের পশ্চাতে (মৃত্যুর পর) রাখিবে না, ঈশ্বর পাপের দ্বারা পাপের নিবৃত্তি করেন না,

কিন্তু পুণ্যদ্বারা পাপকে বিলুপ্ত করিয়া থাকেন। "নিশ্চয় মলিনতা মলিনতাকে বিদূরিত করে না।" (এই কথা হজরত বলিয়াছেন।)—আহ।

[এবং শরাহসোন্নতে এইরূপ।]

আবেরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "অবৈধ খাদ্যে যে মাংসের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে না, যে মাংস হারাম দ্রব্য হইতে সমুৎপন্ন, অগ্নি উহার উপযুক্ত।"—আহ, দার, শোয়াবোল্ ইমানে বয়হকী।

আলি মোর্ত্তজার পুত্র এমাম হসনের উক্তি;—আমি প্রেরিতপুরুষ হইতে এই কথা স্মরণে রাখিয়াছি, "যাহা তোমাকে সন্দেহযুক্ত করে, তুমি তাহা পরিত্যাগ করিও, এবং যাহা তোমাকে সন্দেহে পাতিত করে না তৎপ্রতি সমুৎসুক হইও। বাস্তবিক সত্য শান্তির কারণ এবং নিশ্চয় অসত্য উদ্বেগের বিষয়।"—আহ, তর, নেসা।

[দারমী পূর্ব্বাংশ "যাহা সন্দেহযুক্ত করে" ইত্যাদি বিবৃত করিয়াছেন। "বাস্তবিক সত্য" ইত্যাদি অংশ নয়।]

মাবদের পুত্র ওয়াবেসতার উক্তি *;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "হে ওয়াবেসতা, তুমি শুভ ও অশুভ কি এই প্রশ্ন করিতে আসিয়াছ?" তিনি হাঁ বলিলেন। তখন তিনি (হজরত) নিজ অঙ্গুলি সকল সংযোজনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাঁহার বক্ষে আঘাত করিয়া তিন বার বলিলেন, "স্বীয় প্রাণের নিকটে স্বীয় হৃদয়ের নিকটে বিধি প্রার্থনা কর। তাহাই শুভ যাহাতে প্রাণ শান্তিযুক্ত হয়, এবং যাহাতে হৃদয় আরামপ্রাপ্ত থাকে। যাহা জীবনে ক্রিয়া করে ও হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া থাকে, তাহা করিতে হইবে, তোমাকে লোকে বিধি দিলেও তাহা পাপ।"—আহ, দার।

অরওয়া সাদীর পুত্র অতিয়ার উক্তি †;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে বস্তুতে আশঙ্কা আছে, তাহাতে আশঙ্কাপ্রযুক্ত সাবধান হইয়া ঈশ্বরকিঙ্কর যে পর্য্যন্ত তাহা পরিত্যাগ না করে, সেপর্য্যন্ত সে সাধুপুরুষদিগের অন্তর্গতরূপে উন্নত হয় না।"—তর, এবনমা।

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ সুরাসম্বন্ধে দশ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন; তাহার দ্রাক্ষারসনিঃসারণকারী, নিজের পানের জন্য তাহার নিঃসারণকারী, তাহার পানকর্ত্তা, তাহার বহনকারী, যাহার নিকট তাহা বাহিত হয় সেই ব্যক্তি, তাহার পানপাত্রদাতা, তাহার বিক্রেতা, তাহার মূল্যগ্রাহী, তাহার ক্রেতা ও যাহার জন্য তাহা ক্রীত হয়।—তর, এবনমা।

এবন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর সুরাকে, তাহার

---

* ইনি সাধুপুরুষ ছিলেন, হেজরী নবম সালে হজরতের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

† ইনি একজন সহচর ছিলেন, শামদেশে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন।

পানকর্ত্তাকে, তাহার পানপাত্রদাতাকে, তাহার বিক্রেতাকে, তাহার ক্রেতাকে, তাহা নিজের জন্য নিঃসারণকারীকে, অপরের জন্য নিঃসারণকারীকে ও তাহার বহনকারীকে এবং যাহার নিকটে বাহিত হয় তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন।"—আবুদা, এবনমা।

মস্‌উদের পুত্র মোহরেমা *; তিনি হজ্জামের (রক্তনিঃসারণকারীর) পারিশ্রমিক গ্রহণবিষয়ে হজরতের অনুমতি চহিয়াছিলেন। তিনি তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন। তখন পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। তিনি এপর্য্যন্ত অনুমতি দান করিলেন যে, "তদ্দ্বারা নিজের জলবাহী উষ্ট্রের ঘাস যোগাও, এবং নিজের দাসকে আহার দাও।"—মালে, তর, আবুদা এবনমা।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ কুকুরের মূল্য ও গায়িকানারীর উপার্জ্জন ঘৃণ্য বলিয়াছেন।—শরেহ শোয়ত।

আবু ওমামার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা গায়িকা দাসীদিগকে বিক্রয় করিবে না, তাহাদিগকে ক্রয়ও করিবে না, এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে না। তাহাদের বিক্রয়লব্ধ মূল্য ভোগ করা হারাম। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে এই আয়ত অবতীর্ণ;—"ও মেনন্নাসে মন্ ইয়শ্‌তরি লহওল্ হদিস।" অর্থাৎ কোন কোন লোক সুন্দরী সঙ্গীতকারিণীর আমোদ ক্রয় করিয়া থাকে।"—আহ, তর, এবনমা।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "বিধিস্বীকারের পর বৈধ বস্তু উপার্জ্জন করা বিধি †।"—শাবোল্ ইমানে বয়হকী।

এবন আব্বাস;—তিনি কোরাণ লিপি করার পারিশ্রমিক বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন; তাহাতে বলিয়াছিলেন, "কোন আশঙ্কা নাই, তাহারা (কোরাণ লিপিকরগণ) চিত্রকর, এতদ্ভিন্ন নহে। নিশ্চয় তাহারা স্বীয় হস্তদ্বয়যোগে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহা ব্যতীত নহে ‡।"—রজিল।

---

* ইনি আন্‌সারদলভুক্ত সহচর ছিলেন। ওহদ এবং খন্দকের যুদ্ধে ও অপর কোন কোন সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহার দাস হজ্জাম ছিল। সে হেজামত করিয়া তাহার পারিশ্রমিক ইঁহাকে দান করিত।

† বিধিস্বীকারের পর অর্থাৎ "লা এলাহ এল্লেল্লাহ।" এই বচনগ্রহণের পর।

‡ কোরাণের অনুলিপি করিয়া অর্থগ্রহণ দূষ্য নহে, কিন্তু কোরাণের শিক্ষাদানপূর্ব্বক পারিশ্রমিক গ্রহণবিষয়ে মতভেদ আছে।

খজিজের পুত্র রাফেয়ার উক্তি * ;—হজরত জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, "প্রেরিত-পুরুষ, কোন্ ব্যবসায় সমধিক বিশুদ্ধ ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকের স্বহস্তে কার্য্য করা ও সমুদায় ক্রয়বিক্রয় বিশুদ্ধ।"—আহ।

মরয়মের পুত্র আবুবেকরের উক্তি † ;—মাদিকরবের পুত্র মেক্‌দামের এক দাসী ছিল, সে দুগ্ধ বিক্রয় করিত, এবং মেক্‌দাম তাহার মূল্য গ্রহণ করিতেন। পরে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, "সব্‌হানাল্লা তুমি দুগ্ধ বিক্রয় কর ও তাহার মূল্য গ্রহণ করিয়া থাক ?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "হাঁ, ইহাতে কি আশঙ্কা! আমি প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "নিশ্চয় মনুষ্যসম্বন্ধে এরূপ কাল উপস্থিত হইবে, দিনার ও দরহম (দুই প্রকার মুদ্রাবিশেষ) ব্যতীত তাহাতে উপকার দর্শিবে না ‡।"—আহ।

এব্‌ন ওমরের দাস নাফেয়ার উক্তি ;—আমি শামদেশ ও মেসর উদ্দেশে বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিতেছিলাম, পরে এবাকরাজ্যে বাণিজ্যসামগ্রী পাঠাইয়াছিলাম। তখন আমার নিকটে বিশ্বাসিমণ্ডলীর জননী আয়শাদেবী উপস্থিত হন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে মোসলমানবর্গের জননি, আমি শামদেশে পণ্যদ্রব্য পাঠাইতেছিলাম, এক্ষণ এরাকে পণ্যজাত প্রেরণ করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, "করিও না, তুমি স্বীয় বাণিজ্যে এ কি করিতেছ ? আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "পরমেশ্বর তোমাদের কাহারও জন্য যখন কোন উপায়কে জীবিকার কারণ করেন, যে পর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তন বা তাহার ক্ষতি না হয়, তোমরা তাহা পরিত্যাগ করিও না।"—আহ, এরূপ।

আয়শার উক্তি ;—আবুবেকর সদ্দিকের এক জন দাস ছিল, সে তাঁহার জন্য খাদ্যানা লইয়া আসিত। তিনি তাঁহার খাদ্যানা ভোগ করিতেন। পরে সে একদিন কোন খাদ্যবস্তু লইয়া আইসে, আবুবেকর তাহা হইতে ভক্ষণ করেন। তখন দাস তাঁহাকে বলে, "ইহা কি আপনি জানিতেছেন ?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি হয় ?" সে বলিল, "পৌত্তলিকতার সময়ে আমি এক ব্যক্তির সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বক্তার কার্য্য করিয়াছিলাম, আমি ভবিষ্যদ্বক্তার কার্য্য উত্তম জানিতাম, কিন্তু আমি তাহাকে প্রতারিত করিয়াছিলাম। পরে সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহা আমাকে দান করিয়াছে। ইহা সেই বস্তু যাহা আপনি ভক্ষণ করিলেন।" তখন আবুবেকর নিজের কণ্ঠনালীতে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া উদরস্থ সমুদায় বস্তু উদ্গারণ করিয়া ফেলিলেন।—বো।

---

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

† ইনি একজন এমুগামী ছিলেন।

‡ সঞ্চিত মুদ্রা, অবৈধ বস্তু ভোগ ও লোকের ধনের প্রতি লোভ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

আবুবেকর সদ্দিকের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন "হারাম বস্তু ভোগ করিয়াছে এমন দেহ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে না।"—শাবোল্ ইমানে বয়হকি।

আস্‌লমের পুত্র জয়দের উক্তি * ;—একদা ওমরফারুক দুগ্ধপান করিয়া তৎসম্বন্ধে বিস্মিত হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাহা পান করাইয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোথা হইতে এই দুগ্ধ তোমার সঙ্ঘটন হইয়াছে?" তখন সে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল যে, আমি এক নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, (সে উহার নাম করিল) হঠাৎ সেখানে সদকাদানের অন্তর্গত উষ্ট্রসকল উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল দোহন করা হয়, এবং তাহারা (উষ্ট্ররক্ষকগণ) পান করাইতেছিল, পরে আমার জন্যও দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছিল, আমি তাহা নিজের মশকে পূরিয়া লইয়াছি, ইহা তাহাই।" তখন ওমর নিজের হস্ত মুখে প্রবেশ করাইয়া বমন করিলেন।—শাবোল্ ইমানে বয়হকি।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—যে ব্যক্তি দশটী দেরম মুদ্রায় কোন বস্ত্র ক্রয় করে, তন্মধ্যে একটী মুদ্রা হারাম থাকিলে যে পর্য্যন্ত তাহার দেহে উহা থাকে সে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর তাহার নমাজ গ্রহণ করেন না। তদনন্তর তিনি স্বীয় কর্ণদ্বয়ে স্বীয় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া বলিলেন, আমি হজরতকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, যদি না হয় আমার কর্ণ বধির হউক।—আহ, শাবোল্ ইমানে বয়হকি।

[বয়হকি বলিয়াছেন, এই হদিসের মূল বক্তা সকল দুর্ব্বল।]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরস্পর কার্য্যকর্ম্মে কোমলভাব।

প্রথম অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর ক্রয় ও বিক্রয়ের এবং ঋণপরিশোধের কালে কোমলপ্রকৃতি পুরুষকে দয়া করেন।—বো।

তোজরফার উক্তি † ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে, তাহার নিকটে দেবদূত তাহার প্রাণকে হস্তগত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি কি সৎকার্য্য করিয়াছ?" সে বলিয়াছিল, "আমি জানি না।" তাহাকে বলা হইয়াছিল; "ভাবিয়া দেখ।" সে বলি-

* ইনি ওমর ফারুকের দাস এবং একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন। এমাম জয়নোল্ আবদিন তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিতেন, এবং তাঁহা হইতে হদিস শ্রবণ করিতেন।

† ইনি একজন সম্ভ্রান্ত প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। ইঁহাকে হজরতের রহস্যবিদ্ বলা হইত।

য়াছিল, "আমি সংসারে লোকের সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় করিতাম ও তাহাদের নিকটে নিজের প্রাপ্য চাহিতাম, এবং সম্পন্নলোককে অবকাশ দান ও অভাবগ্রস্তকে নিষ্কৃতি দান করিতাম, ইহা ব্যতীত আমি অন্য কিছুই জানি না।" তখন পরমেশ্বর তাহাকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া গেলেন।—উভয়।

[মোস্‌লেমের রিবৃতে এই ভাব ব্যক্ত, আমেরের পুত্র উকবা ও আবু মস্‌উদ আন্‌সারী এবং হোজয়ফা হইতে তিনি অধিকন্তু এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। পরে পরমেশ্বর বলিলেন, আমি তোমাকে ক্ষমা পাইবার যোগ্য করিলাম, (হে স্বর্গীয় দূতগণ), তোমরা আমার দাসকে ছাড়িয়া দাও।"]

আবু কতাদার উক্তি * ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা ক্রয়বিক্রয়ে অধিকতর শপথ করা সম্বন্ধে সাবধান হইও। যেহেতু তাহা প্রচলিত হইয়া যায়, তৎপর মিথ্যাচরণ হইয়া থাকে।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—আমি প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "শপথ পণ্যদ্রব্যসম্বন্ধে পদ্ধতি হওয়ার স্থল, উন্নতির ক্ষতির স্থল হয়।"—উভয়।

আবুজরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর পুনরুত্থানের দিনে তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহেন না, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করেন না, এবং তাহাদিগকে শুদ্ধ করেন না, ও তাহাদের জন্য দুঃখজনক দণ্ড নির্দ্দিষ্ট। আবুজর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রেরিতপুরুষ, কে তাহারা যে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত ?". তিনি বলিলেন, "(১) যে ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র ইজার প্রসারণ করিয়া (সগর্ব্বে) চলে ; (২) যে ব্যক্তি প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা ভিন্ন দান করে না ; (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যাশপথযোগে স্বীয় দ্রব্যজাতকে প্রচলিত করিয়া থাকে।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু সরিদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "অতিশয় সত্যবাদী বণিক্ বিশ্বস্ততার সংরক্ষক, সেই ব্যক্তি স্বর্গীয় সংবাদবাহক, সাধুপুরুষ ও ধর্ম্মার্থ নিহত লোকদিগের সঙ্গে সমুত্থিত হইবে।"—তর, দার, দারকো।

[এবুন মাজ এবুন ওমর হইতে বিবৃত করিয়াছেন। তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

---

* ইনি প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, ওহদ বদর প্রভৃতি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, ওহদ বা বদরের সমরক্ষেত্রে অস্ত্রাঘাতে ইঁহার একটি চক্ষু ছিন্ন হইয়া ইঁহার হস্তে পতিত হয়, তখন হজরত তাহা গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করেন, উহা অপর চক্ষু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়।

আবু গরগার পুত্র কয়সের উক্তি ;—আমরা (বণিগ্দল) প্রেরিতপুরুষের সময়ে "সমাসেরা" নামে অভিহিত হইতেছিলাম *। অবশেষে প্রেরিতপুরুষ আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে এমন নাম প্রদান করিলেন যাহা উহা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট † ; এবং বলিলেন, "হে বণিগ্দল, নিশ্চয় ক্রয়বিক্রয়ে শপথ ও অযথাভাষণ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, তোমরা সদকাদ্বারা তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিও ‡।"—আবুদা, তর, নেসা, এব্নমা।

রেফায়ের পুত্র রেফায়ের উক্তি § ;—তিনি স্বীয় পিতা হইতে প্রেরিতপুরুষের উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, "যাহারা (যে সকল বণিক্) সাধু সত্যবাদী নির্দোভী তাহারা ব্যতীত অপর বণিক্ সকল কেয়ামতের দিনে দুষ্কিয়াশীলরূপে সমুত্থাপিত হইবে।"—বয়ার হইতে বয়হকী শাবোল্ ইমান গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। [তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রয়বিক্রয়ে কর্তৃত্ব বা স্বীকৃতি।

প্রথম অধ্যায়।

এব্ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "উভয় ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যেকে যে পর্য্যন্ত স্বীয় সহযোগীর কর্তৃত্বব্যতীত বিচ্ছিন্ন না হয়, ক্রয়বিক্রয়পক্ষে তাহাদের কর্তৃত্ব থাকে ‖।"—উভয়।

---

* আরব্য "সমাসেরা" শব্দে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যবর্তী লোককে বুঝায়। যাহারা পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে।

† অত্যুৎকৃষ্ট নাম "তাজের" অর্থাৎ বণিক্। তাজের নামকে এজন্য উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে যে, কোরাণশরিফে এই নামের উল্লেখ ও প্রশংসা আছে। যাহারা ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যবর্ত্তিরূপে থাকে, তাহারা তাহাদের অধীনস্থ লোক। তাহারা কখন কখন ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষপাতী হইয়া নীতিভ্রষ্ট —ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

‡ শপথ পরমেশ্বরের ক্রোধোদ্দীপনের কারণ হয়, সদকার অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ দানে তাহার প্রশমন হইয়া থাকে।

§ ইনি একজন অনুগামী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি হজরতের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন ; স্বীয় পিতা হজরতের সহচর রেফায়া হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

‖ অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না হয় সে পর্য্যন্ত তাহারা ক্রয়বিক্রয়

[মোস্‌লেমের বিবৃতিতে এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, যখন ক্রেতা বিক্রেতা ক্রয় বিক্রয় করে, তখন তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের উভয়ের প্রত্যেকে নিজেদের ক্রয় বিক্রয়সম্বন্ধে ক্ষমতা ও সম্মতি রাখে, অথবা উভয়ের ক্রয় বিক্রয় কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। পরে যখন উভয়ের ক্রয় বিক্রয় কর্ত্তৃত্বাধীন হয় তখন প্রকৃত পক্ষে তাহা সঙ্গত। তরমোজীর বিবৃতি—যে পর্য্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয় বা কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে (অর্থাৎ একজন বলে তুমি কি সম্মত হইলে? অপরে বলে সম্মত হইলাম) সে পর্য্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ। অপিচ মোস্‌লেম ও বোখারী উভয়ের বিবৃতিতে উল্লিখিত—অথবা উভয়ের মধ্যে একজন স্বীয় সহযোগীকে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ কর বলে, এবং তাহার সহযোগী বলে গ্রহণ করিলাম।]

হেজামের পুত্র হকিমের উক্তি *;—হজরত বলিয়াছেন, "ক্রেতা ও বিক্রেতা যে পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন না হয়, পরস্পরের কর্ত্তৃত্ব রাখে, তখন যদি সত্য কথা বলে (পণ্যদ্রব্যের দোষগুণ) ব্যক্ত করে, তবে তাহাদের উভয়ের ক্রয়বিক্রয়ে সুফল হয়, এবং উভয়ে মিথ্যা বলিলে তাহাদের ক্রয়বিক্রয়ের উন্নতির হ্রাস হয়।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—এক ব্যক্তি হজরতকে বলিয়াছিল, "আমি ক্রয়বিক্রয়ে প্রতারিত হইয়া থাকি।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন তুমি ক্রয়বিক্রয় করিবে, তখন বলিও প্রবঞ্চনা নয়।" পরে সেই ব্যক্তি তাহা বলিতেছিল †।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন যে, শোয়ব আপন পিতা হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন; প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত পরস্পর

স্থির রাখিতে বা রহিত করিতে পারে। "তুমি কি ইহা গ্রহণে সম্মত হইলে, আমি সম্মত হইলাম" বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথা হইয়া গেলে তখন ক্রয়বিক্রয়ের স্বীকৃতি বা কর্ত্তৃত্ব হয়। এই স্বীকৃতিপালনের নির্দ্দিষ্ট কাল তিন দিবস। পরে তাহা ভঙ্গ হইতে পারে।

* ইনি হজরতের প্রথমা সহধর্ম্মিণী খদিজাদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। হস্তীদ্বারা দুরাত্মা আব্‌রহার কাবা আক্রমণের তের বৎসর পূর্ব্বে কাবাতে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইনি পৌত্তলিকতার সময়ে এবং এস্‌লামধর্ম্মাবলম্বনকালে সম্মানিত বৃদ্ধ পুরুষ ছিলেন। মক্কাবিজয়ের বৎসর এস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হকিম একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইনি ষাট বৎসর পৌত্তলিকতায় এবং ষাট বৎসর এস্‌লামে যাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল, ইনি পৌত্তলিক জীবনে একশত কেহ বলেন দুই শত ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়াছিলেন। হজক্রিয়ার সময় এক শত আরোহণের উষ্ট্র ইঁহার সঙ্গে ছিল, ইনি একশত উষ্ট্র কোরবাণী করিয়াছিলেন।

† অর্থাৎ এইরূপ বলিলে সহযোগীকে এই সঙ্কেত করা হইবে যে, আমি ক্রয়বিক্রয় কার্য্যে অভিজ্ঞ লোক নহি, আমাকে প্রবঞ্চনা করা উচিত নয়।

বিচ্ছিন্ন না হয় সে পর্য্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা স্বীকৃতির অন্তর্গত থাকে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের অপর কেহ (বিদ্রূপ বা অন্য কারণে) হাতে তালি দিলে আপন সহযোগী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাহার পক্ষে সঙ্গত নয়।"—তর, আবুদা, নেসা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "দুই জন (ক্রেতা বিক্রেতা) পরস্পরের সম্মতিভিন্ন যেন বিচ্ছিন্ন না হয়।"—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—ক্রয় বিক্রয় হওয়ার পর প্রেরিতপুরুষ একজন খরিদারকে (কোন কারণে) স্বীকৃতিজ্ঞাপক করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আধিক্য।

প্রথম অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ অধিকতর গ্রহীতা, অধিকতর গ্রহয়িতা ও তাহার লিপিকর এবং তাহার সাক্ষীদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। অথচ তিনি বলিয়াছেন, "ইহারা পরস্পর তুল্য *।"—মো।

সামেতের পুত্র ওবাদার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "সুবর্ণ সুবর্ণের পরিমাণে, রজত রজতের, গোধূম গোধূমের, যবশস্য যবশস্যের, খোর্ম্মাফল খোর্ম্মাফলের, লবণ লবণের তুল্য মূল্যে ও (পরিমাণে) অনুরূপ হাতে হাতে বিক্রয় হয়, পরন্তু যখন বিবিধ বিভিন্নতা ঘটে (যেমন রজতে ও সুবর্ণ) নগদ হইলে তখন যেরূপ ইচ্ছা হয় (তুল্য বা অধিক পরিমাণে) বিক্রয় করিও।"—মো।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "সুবর্ণ সুবর্ণের, রজত রজতের, গোধূম গোধূমের, যবশস্য যবশস্যের, খোর্ম্মাফল খোর্ম্মাফলের, লবণ লবণের তুল্য সমতুল্য নগদ বিক্রয় হইবে। পরন্তু যে ব্যক্তি অধিক ফেরে বা অধিক চাহে, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অতিরিক্ত করিয়া থাকে। তাহাতে গ্রহীতা ও দাতা (অপরাধে) তুল্য।"—মো।

---

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি অতিরিক্ত গ্রহণ করে, ও যে গ্রহণ করিতে দেয়, এবং সে বিষয়ে যে দলিল লিখে অথবা সাক্ষী হয়, সকলেই তুল্য অপরাধী।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা পরস্পর তুল্য ব্যতীত স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ বিক্রয় করিও না, তাহার কোনটিকে কোনটির উপর আধিক্য বিধান করিও না, সম তুল্য ব্যতীত রৌপ্য যোগে রৌপ্য বিক্রয় করিও না, তাহার কোন টিকে কোনটির উপর প্রাধান্য দান করিও না, অনুপস্থিত বস্তুকে নগদ মূল্যে বিক্রয় করিও না।"—উভয়।

[অন্য বিবৃতিতে—পরস্পর তুল্য ব্যতীত সুবর্ণ যোগে সুবর্ণ রজত দ্বারা রজত বিক্রয় করিও না।]

আবিদোল্লার পুত্র মামরের উক্তি * ;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, খাদ্য দ্রব্য খাদ্য দ্রব্যের (গোধূম ও যবের) সমতুল্য।"—মো।

ওমর ফারুকের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "সুবর্ণ অধিকতর সুবর্ণ দ্বারা (নগদ মূল্যে) গ্রহণ কর, রজত অধিকতর রজত দ্বারা গ্রহণ কর, গোধূম অধিকতর গোধূম দ্বারা গ্রহণ কর, যবশস্য অধিকতর যবশস্যে গ্রহণ কর, খোর্ম্মাফল অধিকতর খোর্ম্মা যোগে গ্রহণ কর।"—উভয়।

আবু সয়িদ ও আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ এক ব্যক্তিকে খয়বরে কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট খোর্ম্মা আনয়ন করিয়াছিল, তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "খয়বরের সমুদায় খোর্ম্মা ফল কি এইরূপ ?" সে বলিয়াছিল, "ঈশ্বরের শপথ, না প্রেরিত পুরুষ, আমরা ইহার এক সাআ পরিমাণ দুই সাআতে গ্রহণ করিয়া থাকি † এবং কখনও তিন সাআ যোগে লইয়া থাকি।" তখন তিনি বলিলেন, "ইহা করিও না। সমস্ত খোর্ম্মা দরম (তাম্র মুদ্রা বিশেষ) যোগে বিক্রয় করিও, তৎপর উৎকৃষ্টতর গুলিকে দরম দ্বারা ক্রয় করিও।" এবং বলিলেন, "পণ্য দ্রব্যের ওজন সম্বন্ধেও ইহাই বিধি।"—উভয়।

আবু সয়িদের উক্তি ;—আবু হোরয়রা প্রেরিত পুরুষের নিকটে বর্ণীজাতীয় খোর্ম্মা (এক প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় খোর্ম্মা) উপস্থিত করিয়াছিলেন। তখন সংবাদবাহক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি ইহা কোথা হইতে আনয়ন করিলে ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার নিকটে অপকৃষ্ট খোর্ম্মা ফল ছিল, আমি ইহার এক সাআতে উহার দুই সাআ বিক্রয় করিয়াছি।" তখন তিনি বলিলেন, "হায়! অতিরিক্ত, ইহা করিও না কিন্তু যখন তুমি এরূপ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবে তখন নিকৃষ্টতর খোর্ম্মাকে অন্যরূপ মূল্যে বিক্রয় করিও, তৎপর তদ্দ্বারা উৎকৃষ্টতরকে ক্রয় করিও।"—উভয়।

আবেরের উক্তি ;—একজন ক্রীত দাস হেজরত করিবে (মদনায় যাইয়া স্থিতি

---

* ইনি কোরেশ অদ্বি বংশীয় প্রাচীন এসলাম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, উৎপীড়িত হইয়া প্রথমে আফ্রিকায় যাইয়া স্থিতি করিয়াছিলেন।

† দুই শত ষোত্রিশ তোলায় এক সাআ হয়।

করিবে), এই অঙ্গীকারে হজরতের নিকটে ধর্ম্ম দীক্ষা গ্রহণ করে, তিনি তাহাকে জানিতেন না। পরে তাহার প্রভু তাহার অনুসন্ধানে উপস্থিত হয়। তখন প্রেরিত পুরুষ তাহাকে বলেন, "তুমি ইহাকে আমার নিকটে বিক্রয় কর।" অবশেষে তিনি দুই জন কৃষ্ণাঙ্গ দাসের বিনিময়ে তাহাকে ক্রয় করেন। অতঃপর "ক্রীতদাস না স্বাধীন ?" এরূপ জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি কাহাকেও দীক্ষিত করিতেন না * ।—মো।

আবেরের উক্তি ;—পরিমাণ জানা নাই এরূপ খোর্ম্মাস্তূপ খোর্ম্মার নিরূপিত তুলযন্ত্র সকলের সাহায্যে বিক্রয় করিতে প্রেরিতপুরুষ নিষেধ করিয়াছেন †।—তর, নেসা, আবুদা, দার, এব্‌নমা।

ওবেদার পুত্র ফজালার উক্তি ‡ ;—আমি খয়রববিজয়ের দিনে দ্বাদশ দিনার মুদ্রায় একটী কেলাদা (গলবন্ধন) ক্রয় করিয়াছিলাম। তাহাতে সুবর্ণ ছিল ও জরির কার্য্য ছিল। আমি সে সকল পৃথক্ করিয়া ফেলি, পরে তাহাতে দ্বাদশ দিনার অপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হই §। অবশেষে হজরতের নিকটে আমি ইহার প্রসঙ্গ করি। তাহাতে তিনি বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন করা না হয় সে পর্য্যন্ত কেলাদা বিক্রীত হইবে না।"—আবুদা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "লোকের নিকটে এমন কাল উপস্থিত হইবে যে, তখন অতিরিক্ত গ্রহণ করে ব্যতীত কেহ থাকিবে না, গ্রহণ না করিলেও তাহার সংস্রব তাহাতে পঁহুছিবে।" বিবৃত হইয়াছে, তাহার ধূলি পঁহুছিবে ‖।—আহ, আবুদা, নেসা, এব্‌নমা।

---

* এই হদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুইজন দাস দ্বারা একজন দাস ক্রয় করা যায়। এই রূপ সমজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় দুইটি পশু দ্বারা একটি পশু ক্রীত হইতে পারে। উহা নগদ ইহবে ধারে নয়।

† অর্থাৎ এক পার্শ্বে খোর্ম্মাফলের স্তূপ রহিয়াছে, সেই খোর্ম্মারাশিপরিমাণ করা নয়। অপর দিকে দশটি বা বিশটি ভিন্ন ভিন্ন তুলযন্ত্র স্থাপিত। সেই সকল তুলযন্ত্রের পরিমাণে খোর্ম্মাপুঞ্জের পরিমাণ ন্যূনাধিক্য হইতে পারে।

‡ ইনি একজন আন্‌সার দলভুক্ত সহচর ছিলেন। ওহদ ও খয়বর এবং অন্যান্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে শাম দেশে চলিয়া যান, এবং দমস্ক নগরে স্থিতি করিবেন, দমস্কনগরে নগরাধিপতি মাবিয়া কর্ত্তৃক বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; হেজরী ৫৩ সালে দমস্কে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

§ দিনার স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ। আড়াই সিকায় এক দিনার হয়।

‖ অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী, সাক্ষী, লিপিকর ইত্যাদি কেহ না কেহ অধিক গ্রহণ দোষে দূষিত হইবে।

সামেতের পুত্র ওবাদার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "সুবর্ণ দ্বারা সুবর্ণ, রজত দ্বারা রজত, গোধূম দ্বারা গোধূম, যবশস্য দ্বারা যব শস্য খোর্ম্মা দ্বারা খোর্ম্মা লবণ দ্বারা লবণ নগদ তুল্য রূপে ভিন্ন বিক্রয় করিও না, কিন্তু রৌপ্য দ্বারা স্বর্ণ, স্বর্ণ দ্বারা রৌপ্য, যব দ্বারা গোধূম ও গোধূম দ্বারা যব, লবণ দ্বারা খোর্ম্মা এবং খোর্ম্মা দ্বারা লবণ (তুল্য বা অধিক) যেরূপে তোমরা ইচ্ছা কর নগদ বিক্রয় করিও।"—শা।

আবু অকাসের পুত্র সাদের উক্তি ;—আমি শুনিয়াছি, শুষ্ক খোর্ম্মা সরস খোর্ম্মা যোগে বিক্রয়বিষয়ে প্রেরিতপুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যখন সরস খোর্ম্মা শুষ্ক হইবে তখন কি পরিমাণে ন্যূন হইয়া যাইবে?" তাহাতে কেহ বলিল, "হাঁ হইবে?" তখন তিনি তাহাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিলেন।—মালে, তর, আবুদা, নেসা, এবনমা।

মসিবের পুত্র সয়িদের পরম্পরাগত উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ কোন জন্তুর বিনিময়ে মাংস বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আবু সয়িদ বলিয়াছেন, "পৌত্তলিকদিগের এ বিষয়ে দ্যূতক্রীড়া ছিল †।"—শরাহসোন্নত।

জোন্দবের পুত্র সমুরার উক্তি ‡ ;—প্রেরিতপুরুষ এক জন্তুর বিনিময়ে অন্য জন্তুর ধারে বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন।—তর, নেসা, আবুদা, দার, এবনমা।

আসের পৌত্র ওমরের পুত্র আবদোল্লা ;—প্রেরিতপুরুষ তাঁহাকে সেনাবৃন্দের যাত্রার আয়োজন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। পরে যখন উষ্ট্র সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "যেন সদকার উষ্ট্র সকলের বিনিময়ে সে সকল গ্রহণ করা হয়।" পরে সদকার উষ্ট্র আসিলে একটি উষ্ট্রকে দুইটি উষ্ট্র দ্বারা লওয়া হইতেছিল §।—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

জয়দের পুত্র ওসামার উক্তি ‖ ;—হজরত বলিয়াছেন, "ধারে বিক্রয়ে অতিরিক্ত বিধেয়।" অন্য তর বিবৃতিতে, "যাহা হাতে হাতে বিক্রী হয় তাহাতে অতিরিক্ত নয়।"—উভয়।

---

* ইনি একজন প্রধান ও প্রাচীন অনুগামী ছিলেন। মদিনার সাত জন তত্ত্বজ্ঞ লোকের মধ্যে ইনি একজন পরিগণিত হইয়াছিলেন।

† পৌত্তলিকতার সময়ে দ্যূত ক্রীড়াতে অর্থাৎ বাজি ধরিয়া এক জন্তুর মাংস অন্য একটি জন্তুর সঙ্গে বিনিময় করা হইত। এই সূত্রে সহজে বিনিময় অর্থাৎ বিক্রয় হইয়া যাইত। হজরত তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

‡ ইনি একজন বহু হদিসবেত্তা প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন।

§ এই হদিসে পশ্বাদি ধারে বিক্রয় করার বিধি বিদ্যমান।

‖ ইনি হজরতের একজন অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। গ্রন্থের শেষ ভাগে ইহাঁর গুণাবলী বিবৃত।

খন্তলার পুত্র অব দোল্লার উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন,"এক ব্যক্তির জ্ঞাত সারে এক দেরহম † অতিরিক্ত গ্রহণ করা ছত্রিশটি ব্যভিচার অপেক্ষা গুরুতর ‡।"—আহ, দারকো।

[শাবোল্ ইমান গ্রন্থে এব্ন আব্বাস হইতে বয়হকী অধিকতর এই বাক্য করিয়াছেন যে, হারাম বস্তুভক্ষণে যাহার মাংস উৎপন্ন হয় উহা নরকাগ্নির যোগ্য।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "অতিরিক্তগ্রহণে সত্তোর 'গুণ প্রতিফল, এক ব্যক্তির স্বীয় মাতাকে বিবাহ করা তদপেক্ষা সহজ §।"

এব্ন মস্উদের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "অতিরিক্তগ্রহণে যদিচ প্রচুর লাভ হয়, কিন্তু পরিণামে তাহা ক্ষতিতে পরিণত হইয়া থাকে।"

[উপরি উক্ত দুই হদিস এব্ন মোয়াজ এবং শবোল্ ইমানে বয়হকী বিবৃত করিয়াছেন। শেষ হদিস আহমদ কর্ত্তৃক বিবৃত।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "আমি মেরাজের (স্বর্গারোহণের) রজনীতে এমন এক দলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম যাহাদের উদর ঘরের ন্যায় বৃহৎ, যাহার ভিতরে বিষধর সকল রহিয়াছে, তাহাদের উদরের বাহির হইতে উহা দৃষ্ট হইতেছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, জেব্রিল, ইহারা কে? তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইহারা অধিকতর গ্রহণকারী।"'—আহ, এব্নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "লোকের নিকটে এমন কাল উপস্থিত হইবে যে, তখন অতিরিক্ত গ্রহণ করা ব্যতীত কেহ থাকিবে না, গ্রহণ না করিলেও তাহার সংস্রব তাহাতে পঁহুছিবে।" বিবৃত হইয়াছে যে, "তাহার ধূলি পঁহুছিবে।"—আহ, আবুদা, নেসা, এব্নমা।

সামেতের পুত্র ওবাদার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "সুবর্ণ দ্বারা সুবর্ণ, রজত দ্বারা রজত, গোধূম দ্বারা গোধূম, যবশস্য দ্বারা যবশস্য, খোর্ম্মা দ্বারা খোর্ম্মা,

* খণ্ডলা হজরতের সহচর, তাহার পুত্র আবদোল্লাও সহচর ছিলেন। আবদোল্লা হজরতের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরলোকযাত্রার সময় সপ্তম বর্ষ বয়স্ক বালক ছিলেন। ইনি হজরতকে দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন। আন্সার দলের ইনি এক জন অগ্রণী ও উন্নত লোক ছিলেন। আবদোল্লা দমস্কাধিপতি মাবিয়ার পুত্র এজিদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। সংগ্রামে নিজের সাতটি পুত্রসহ নিহত হইয়াছিলেন।

† এক দেরহমের ওজন সাড়ে তিন মাষা হয়।

‡ অতিরিক্ত গ্রহণসম্বন্ধে ইহা তীব্র ভর্ৎসনা স্বরূপ। কোরাণেএরূপ উল্লেখ আছে যে, যাহারা বাণিজ্যে অধিকতর গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা ঈশ্বর ও প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এ জন্য ইহাকে গুরুতর ব্যভিচারের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

§ তদানীন্তন কালে ব্যবসায়িগণ লোভপরবশ হইয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক গ্রহণ করিত, তাহা অনিবার্য্য হইয়াছিল। তজ্জন্য এরূপ শক্ত কথা বলা হইয়াছে।

লবণ দ্বারা লবণ নগদ তুলারূপে ভিন্ন বিক্রয় করিও না, কিন্তু রৌপ্য দ্বারা স্বর্ণ, স্বর্ণ দ্বারা রৌপ্য, যবদ্বারা গোধূম ও গোধূম দ্বারা যব, লবণ দ্বারা খোর্ম্মা এবং খোর্ম্মা দ্বারা লবণ (তুল্য বা অধিক মূল্যে) যেরূপে তোমরা ইচ্ছা কর নগদ বিক্রয় করিও।"—শা।

আলি;—তিনি হজরতকে অতিরিক্ত গ্রহীতা ও গ্রাহয়িতার প্রতি এবং তাহার লিপিকরের প্রতি ও সদকাদানের প্রতিষেধ কারীর প্রতি অভিসম্পাত করিতে এবং বিলাপ কার্য্যে নিষেধ করিতে শুনিয়াছেন।—নেসা।

ওমর এব্‌নোল্ খেত্তাবের উক্তি;—অবশেষে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা অতিরিক্তগ্রহণসম্বন্ধীয় আয়ত ছিল। প্রেরিতপুরুষ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমাদের জন্য তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। অতএব অতিরিক্ত গ্রহণ ও সন্দিগ্ধ বিষয় পরিত্যাগ কর *।—এব্‌নমা, দার।

আনসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কেহ ঋণ দান করে, তখন তাহার নিকটে ঋণ গ্রহীতা উপহার পাঠাইয়া থাকে, এবং তাহাকে বাহনে আরোহণ করায়; ইহার পূর্ব্বে তাহার ও উহার মধ্যে ইহা প্রচলিত থাকা ব্যতীত সে যেন আরোহণ না করে, এবং তাহা (উপঢৌকন) যেন গ্রহণ না করে।"—এব্‌নমা শাবোল্ ইমানে, বয়হকী।

আনসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ঋণ দান করে, সে যেন (ঋণ গ্রহীতা হইতে) উপহার গ্রহণ না করে।"—বো।

[ইহা বোখারী স্বীয় ইতিবৃত্তে বিবৃত করিয়াছেন, এই প্রকার মোস্তকী গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।]

আবু মুসার পুত্র আবু বোর্দ্দার উক্তি †;—আমি মদিনায় যাইয়া সেলামের পুত্র আবদোল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি এমন স্থানে আছ যে স্থানে অতিরিক্ত গ্রহণ প্রচলিত, যখন কোন ব্যক্তির প্রতি তোমার স্বত্ব (ঋণ) থাকে, সে তোমার নিকটে এক ভার আঞ্জির ফল বা এক ভার যবশস্য কিংবা এক ভার কত (তৃণ বিশেষ) উপহার দিলে, তুমি তাহা গ্রহণ করিও না। উহা নিশ্চয় অতিরিক্ত।"—বো।

* অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা, যাহা হালাল কি না সন্দেহ হয়, তাহা গ্রহণ করাবিষয়ে নিষেধ, এই আয়তের উদ্দেশ্য। এই আয়ত নিশ্চিত ও অখণ্ডিত।

† ইনি এক জন বিশ্বস্ত অনুগামী, কুফা নগরে কাজী ছিলেন। ইনি স্বীয় পিতার নিকটে, আলি মোর্ত্তজা এবং জোবয়রের নিকটে ও অপর পণ্ডিতগণের নিকটে হদিস শ্রবণ করিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্রয়বিক্রয়বিষয়ক যাহা নিবদ্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—খোর্ম্মা তরু হইলে স্বীয় উদ্যানের ফল তৌল পরিমাণে শুষ্ক খোর্ম্মার পরিবর্ত্তে বিক্রয় করিতে এবং দ্রাক্ষালতার উদ্যান হইলে শুষ্ক দ্রাক্ষার তৌল পরিমাণে তাহা বিক্রয় করিতে, কিংবা (মোসলেমের বিবৃতিতে) এবং কৃষিক্ষেত্র হইলে তাহা গোধূমের তৌল পরিমাণে তাহা বিক্রয় করিতে হজরত নিষেধ করিয়াছেন।—উভয়।

[বোখারী ও মোস্‌লেম উভয়ের বিবৃতিতে হজরত "মজানবা" বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন ; তরুশাখাস্থিত সরস খোর্ম্মাফল তৌল পরিমাণে গৃহস্থিত শুষ্ক খোর্ম্মা ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করাকে "মজানবা" বলে। এই বিক্রয়ে পরিমাণের ন্যূনাতিরেক হইতে পারে।]

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ মহাকলা ও মখাবরা এবং মজানবা নিষেধ করিয়াছেন। এক শত ফর্ক গোধূমযোগে এক ব্যক্তির কৃষিক্ষেত্র বিক্রয় করা মহাকলা বলে *, তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ শস্যগ্রহণে ভূমি গচ্ছিত রাখাকে মখাবরা বলিয়া থাকে †, তরুশাখা স্থিতি খোর্ম্মাফল শত ফর্ক যোগে বিক্রয় করাকে মজানবা বলে ‡।—মো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ মহাকলা, মজানবা ও মখাবরা এবং মাওমতা ও সোনয়াবিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন, এবং অরিয়াবিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন §।—মো।

---

* মদিনা নগরে প্রচলিত ফল শস্যাদি মাপিবার এক প্রকার পরিমাণ যন্ত্র ফরক বা ফর্ক। এক ফরকে ১৬ রেত্তল পরিমাণ বস্তুর সমাবেশ হয়। অর্দ্ধ সেরে এক রেত্তল হয়। ফর্কে ১২০ রেত্তল পরিমিত বস্তুর সমাবেশ হইয়া থাকে।

† মখাবরাকে মজারেয়াও বলে। মখাবরাতে কর্ম্মকর্ত্তাকে বীজ প্রদান করিতে হয়, কিন্তু মজারেয়াতে ভূস্বামীকে বীজ যোগাইতে হইয়া থাকে। প্রেরিতপুরুষ খয়বরের খোর্ম্মা তরু সকল তত্রনিবাসী ইহুদিদিগের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া তাহাদের প্রাপ্য এক অংশনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ; তাহাতে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা রহিত করেন। পরে অর্দ্ধদামে আদেশ করিয়াছিলেন। মখাবরা সম্বন্ধীয় আদান প্রদান বিষয়ে মত ভেদ আছে।

‡ ফল ও শস্যাদিসম্বন্ধে সাধারণভাবে মজানবার প্রয়োগ হয়। কখনও বিশেষভাবে ফলসম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চরিত শস্য ক্ষেত্রসম্বন্ধেই মহাকলার প্রয়োগ হয়।

§ ফল উৎপন্ন হইবার এক বৎসর বা দুই বৎসর পূর্ব্বে উদ্যানের ভাবী ফল বিক্রয় করাকে

আবু হস্‌মার পুত্র সহলের উক্তি *;—প্রেরিতপুরুষ শুষ্ক খোর্ম্মা ফলের বিনিময়ে সরস ফল (তরুশাখাস্থিত ফল) বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অরিয়ার বিক্রয়ে অনুমতি দিয়াছেন, যেন তরুশাখাস্থিত ফল শুষ্ক খোর্ম্মার অনুমানে বিক্রয় করা হয়, তাহাতে স্বজনবর্গ সরস খোর্ম্মা ভক্ষণ করিতে পাইবে।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—শুষ্ক খোর্ম্মা ফলের পরিমাণানুসারে পাঁচ ওসকের ন্যূন, হাদিসপ্রবক্তা হসিনের পুত্র দাউদের সন্দেহসূচক বাক্য—যা পাঁচ ওসক পরিমাণে অরিয়া বিক্রয়ে হজরত অনুমতি দিয়াছেন †।—উভয়।

ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি;—যে পর্য্যন্ত ফল উত্তম (পরিপক্ক) না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রেরিতপুরুষ তাহা বিক্রয়ে নিষেধ করিয়াছেন।—উভয়।

[মোস্‌লেমের বিবৃতিতে খোর্ম্মা ফল যে পর্য্যন্ত না আরক্তিম ও পীতবর্ণ হয়, এবং যে পর্য্যন্ত না ক্ষেত্রের শস্য শুভ্র ও নিরাপদ হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি সে সকল বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।]

আবু দাউদ, নেসায়ী ও বয়হকী কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে।

আনসের উক্তি;—যে পর্য্যন্ত ফল পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত হজরত তাহা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। "পূর্ণতাপ্রাপ্তি কি?" প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "আরক্তিম হওয়া পর্য্যন্ত," এবং বলিয়াছিলেন, "তোমাদের কেহ স্বীয় ভ্রাতার অধিকৃত ফল গ্রহণ করাবিষয়ে ঈশ্বর যখন যাহা নিষেধ করিলেন, তোমরা তাহা জ্ঞাপন কর।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ অনেক বৎসরের জন্য বিক্রয় (মাওমত) নিষেধ এবং ক্ষতিপূরণে আদেশ করিয়াছেন ‡।—মো।

মাওমতা বলে। অসাক্ষাৎ অজ্ঞাত বস্তু বিক্রয় করার নাম সোনিয়া। অভাব বুঝিয়া কিছু দান করাকে আরিয়া বলে। কোন ব্যক্তির নিজের খোর্ম্মা উদ্যান নাই, সে রসাল খোর্ম্মা ফল ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু অর্থাভাবে ক্রয় করিতে পারে না। উদ্যানস্বামী সেই ব্যক্তিকে কিছু সরস খোর্ম্মা প্রদান করিলেন। পরে গ্রহীতা তদ্‌বিনিময়ে দাতাকে শুষ্ক খোর্ম্মা প্রদান করিল। এইরূপ অদান প্রদানকে আরিয়া বলে। আরিয়া রূপে দান করিতে হজরতের অনুমতি ছিল।

ইনি আনসার সম্প্রদায়স্থ সহচর ছিলেন, হেজরী তৃতীয় বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরতের পরলোক যাত্রার সময় ইহার ৮ম বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। ইনি হজরতকে দেখিয়াছেন ও তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন।

† সাড়ে তিন মাষায় এক দেরহম, চল্লিশ দেরহমে এক অওকিয়া, ১২ আওকিয়ায় আরব দেশের এক মন হইয়া থাকে। সেই ১৬০ মনে এক ও সক হয়।

‡ অর্থাৎ ক্রেতা দুই তিন বৎসর ফল গ্রহণ করিবে, এই শর্ত্তে কোন উদ্যান ক্রয় করিলে, সেই সময়ের মধ্যে ফলপুঞ্জের অপচয় হইতে পারে, উদ্যানস্থ অনেক ফলবান্ বৃক্ষ নানা কারণে বিনষ্ট হইতে পারে। তাহা হইলে বিক্রেতার কর্ত্তব্য যে, ন্যূনমূল্য গ্রহণ করে, বা গৃহীত মূল্য ক্রেতাকে ফিরাইয়া দেয়।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যদি তুমি স্বীয় ভ্রাতার নিকটে ফল বিক্রয় কর, পরে তাহা আপদগ্রস্ত (নষ্ট) হয়, তবে তোমার পক্ষে বিধ নয় যে, তুমি তাহা হইতে কিছু গ্রহণ কর। কেমন করিয়া তুমি অন্যায়রূপে স্বীয় ভ্রাতার ধন গ্রহণ করিবে ?"—মো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—সহচরবর্গ বাজার অপেক্ষা উচ্চস্থানে খাদ্য দ্রব্য (যবগোধূম) ক্রয় করিতেন, পরে সেই স্থানেই (ক্রয়ভূমির সংলগ্ন স্থানেই) তাহা বিক্রয় করিতেন, অবশেষে প্রেরিতপুরুষ তাঁহাদিগকে তাহা স্থানান্তরিত না করা পর্য্যন্ত সেই স্থানে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন * ;—আবুদা।

[বোখারী ও মোস্‌লেমের বিবৃতিতে ইহা পাওয়া যায় নাই।]

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে, যে পর্য্যন্ত না সে তাহা হস্তগত করিয়া লয়, সে পর্য্যন্ত যেন বিক্রয় না করে।" এব্‌ন আব্বাসের উক্তিতে "যে পর্য্যন্ত না তুল করিয়া লয়।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—কিন্তু যে পর্য্যন্ত হস্তগত করা না হয়, সে পর্য্যন্ত যে বস্তু বিক্রয় করিতে প্রেরিতপুরুষ নিষেধ করিয়াছেন, তাহা খাদ্যদ্রব্য (যব ও গোধূম)। আবার এব্‌ন আব্বাস বলিয়াছেন, এবং তৎ সদৃশ ভিন্ন অন্য সমুদায় বস্তু আমি মনে করিতেছি না।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পণ্যজাত ক্রয় করিবার জন্য কাফেলার প্রতি তোমাদের অগ্রসর হওয়া যেন না হয় † ; কাহারও ক্রয় করা হইলে তোমাদের কেহ যেন পুনর্ব্বার বিক্রয় না করে ‡ ; আগ্রহজনক কিছু যেন বলা না হয় § নগরবাসী বণিক্ যেন গ্রাম্য বণিক্ হইতে ক্রয় না করে ‖ ; উষ্ট্র ও ছাগ

* অর্থাৎ কোন ব্যবসায়ী যে স্থানে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিবে সেই স্থানে তাহা বিক্রয় করিবে না। যে স্থানে দ্রব্য ক্রীত হয় সেই স্থানেই বিক্রয় হইলে সেই দ্রব্যে যে ক্রেতার অধিকার হইয়াছে বুঝা যায় না।

† স্থলবণিগ্‌দলকে কাফেলা বলে। আরবীয় বণিগ্‌দল পণ্যদ্রব্যপূর্ণ উটের পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া দলবদ্ধভাবে নগর হইতে নগরান্তরে বিক্রয় করিতে গিয়া থাকে। এই রূপ বণিগ্‌দলকে কাফেলা বলে। খাদ্য দ্রব্যাদিসহ কাফেলা নগরে প্রবেশ করিবার বাজারে যাওয়ার পূর্ব্বেই অনেক লোক সেই পণ্যজাত ক্রয় করিবার জন্য তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয়, কাফেলাকে নগরাভ্যন্তরে বাজারে যাইয়া বিক্রয় করিতে দেয় না। এরূপ করা নিষিদ্ধ।

‡ এক জনে কোন বস্তু ক্রয় করিয়াছে কোন কোন বিক্রেতা অধিকতর মূল্য পাইয়া অপর জনের নিকটে বিক্রয় করিয়া থাকে, ইহা দূষ্য। ২৩

§ অধিক মূল্যে বিক্রয়ের জন্য পণ্য দ্রব্যের নানারূপ প্রশংসাদি করিয়া তৎপ্রতি লোকের মন আকর্ষণ করা আগ্রহজনক বলা, উহা দূষ্য।

‖ গ্রাম্য বণিক্ নগরে শস্যাদি আনয়ন করিয়া প্রচলিত নিরিখে বিক্রয় করে। নাগরিক বণিক্

পশুর স্তন যেন দুগ্ধে পূর্ণ হইতে না দেয়, ইহার পরে (দুগ্ধপূর্ণ হওয়ার পরে) যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিবে সেই ব্যক্তির দুই বিষয়ে অধিকার আছে। অবশেষে সে উহাকে দোহন করিবে, যদি সম্মত হয়, তাহা রাখিবে, অনিচ্ছা হইলে তাহা ফিরাইয়া দিবে, (দোহনের বিনিময়ে) এক সাআ * খোর্ম্মা যেন দেয়।—উভয়।

[মোস্‌লেমের বিবৃতিতে উল্লিখিত, যে ব্যক্তি স্তন্যে পূর্ণ ছাগ পশু ক্রয় করে, তিন দিবস পর্য্যন্ত তাহার ক্ষমতা আছে যে, সে উহা ফিরাইয়া দিবে, এবং গোধূম ব্যতীত এক সাআ অন্য খাদ্যদ্রব্য তৎসঙ্গে প্রত্যর্পণ করিবে।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা খাদ্যদ্রব্যবাহকের প্রতি অগ্রসর হইও না, যে ব্যক্তি তৎপ্রতি অগ্রসর হইয়া তাহা হইতে ক্রয় করে পরে যখন তাহার প্রভু বাজারে আসিবে, সে বিক্রয় ভঙ্গ করিতে বা রাখিতে ক্ষমতাবান্।"—মো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত বিপণিতে পণ্য স্থাপন করা না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা পণ্যবাহকের দিকে অগ্রসর হইও না।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন "এক ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতার বিক্রয়ের উপর যেন বিক্রয় না করে, এবং কোন পাত্রীসম্বন্ধে স্বীয় ভ্রাতার বিবাহপ্রস্তাবের পরে তাহার অনুমতি ব্যতীত যেন প্রস্তাব না করে।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এক ব্যক্তি আপন মোসলমান ভ্রাতার ক্রয়প্রার্থনার পর যেন ক্রয়প্রার্থনা না করে।"—মো।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "নগরবাসী গ্রাম্য লোকদিগের জন্য যেন বিক্রয় না করে, তোমরা লোকদিগকে ছাড়িয়া দাও যেন ঈশ্বর তাহাদের একজন যোগে অপর জনকে জীবিকা দান করেন †।—মো।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—হজরত দুইপরিচ্ছদ ও দুই বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন, বিক্রয়ে মলামসা এবং মলাবজা নিবারণ করিয়াছেন। এক ব্যক্তি অপরের বস্ত্র রজনীতে বা দিবাভাগে স্বীয় হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া বিক্রয় করাকে মলামসা বিক্রয় বলে, ইহা ভিন্ন তাহা বিক্রয়ার্থ প্রসারণ করা হয় না ‡, এক ব্যক্তি অপরের প্রতি পরস্পর

তাহা ক্রয় করিয়া দোকানে রাখিয়া দেয়, ক্রমশঃ অধিকতর মূল্যে তাহা বিক্রয় করে। তখন গ্রাম্য বণিক্‌কে সুলভ মূল্যে সাধারণ লোকের নিকটে বিক্রয় করিতে দেয় না।

* কোন কোন স্থানে ২৩৪ তোলায় এক সাআ হয়।

† অর্থাৎ গ্রাম্য লোকদিগকে সুলভমূল্যে বিক্রয় করিতে দাও, তাহাতে সাধারণের পক্ষে জীবিকার প্রসার হইবে, তাহাদের কষ্ট দূর হইবে।

‡ অর্থাৎ দুই প্রকার বিক্রয় যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার একটি মলামসা। পৌত্তলিকতার সময়ে এক জন অপর জনকে বলিত, তুমি যদি আমার বস্ত্র হস্তে স্পর্শ কর, বা আমি তোমার বস্ত্র স্পর্শ করি তাহা হইলে উভয় বস্ত্রের বিক্রয় স্থিরিত হইবে। বস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহার

স্বীয় বস্ত্র নিক্ষেপ করা মলাবজা বিক্রয়, এই উভয় বিক্রয় দর্শন ও সম্মতি ব্যতীত হইয়া থাকে। এইরূপ তিনি দুই পরিচ্ছদধারণেনিষেধ করিয়াছেন। কাহরও এক বস্ত্র প্রসারণপূর্ব্বক পরিধান করা, এবং নিজের এক বস্ত্র নিজের এক স্কন্ধের উপর স্থাপন করা, এক স্কন্ধ বস্ত্রশূন্য থাকা ও তাহার লজ্জারক্ষার জন্য অপর বস্ত্র পরিধান করা। সে এমন ভাবে উপবিষ্ট আছে যে, তাহার জননেন্দ্রিয়ের উপর উহার (বস্ত্রের) কিছুই স্থান হয় নাই, এ সকল নিষিদ্ধ *।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ প্রস্তরকণাপুঞ্জবিক্রয় ও প্রতারণার বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন †।—মো।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ গর্ভবতী পশুর গর্ভস্থ শাবক বিক্রয় করা নিষেধ করিয়াছেন। তখন এইরূপ বিক্রয় ছিল—পৌত্তলিকগণ বিক্রয় করিত। কোন ব্যক্তি শাবক প্রসব পর্য্যন্ত উষ্ট্রী ক্রয় করিয়া রাখিত, তৎপর তাহার গর্ভস্থ শাবক প্রসূত হইত।—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—হজরত গর্ভোৎপাদন করিবার জন্য কোন পুং পশুর উপর অর্থগ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন।—বো।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ গর্ভোৎপাদক উষ্ট্রের উপর অর্থগ্রহণ, এবং কৃষিকর্ম্ম করা পর্য্যন্ত জল বিক্রয় ও সেই ভূমি বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন।—মো।

জাবেরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ অতিরিক্ত জলবিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন ‡।—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "অতিরিক্ত জল বিক্রয় হয় না যে পর্য্যন্ত তজ্জন্য ঘাস বিক্রয় না হয় ‖।—উভয়।

পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করিয়া বা অন্ধকারে উহা বিক্রয় হইত। কাপড় প্রসারণ করা হইত না। দ্বিতীয়তঃ পরস্পর এক জন অপর জনের প্রতি বস্ত্র নিক্ষেপ করিত, তাহাতে উভয় বস্ত্রের বিক্রয় হইত। পরস্পরের সম্মতি ও বস্ত্র দর্শনের প্রয়োজন হইত না। হজরত এই দ্বিবিধ ভাবে বিক্রয় নিষেধ করেন।

* অর্থাৎ এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিবে যাহাতে মস্তক হইতে পাদ দেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত থাকে।

† হজ্জব্রতের সময় মক্কার যে যে স্থানে প্রস্তরকণা সকল নিক্ষিপ্ত হয় সেই সকল স্থানে প্রস্তরকণার ক্রয় বিক্রয় হইতেছিল। হজরত এরূপ ক্রয়বিক্রয় নিষেধ করেন। পূর্ব্বোক্ত "মলামুসা" এবং "মনাবজা" প্রবঞ্চনার বিক্রয়।

‡ কোন ব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত জল সঞ্চিত রাখিলে জল প্রার্থীকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা ও তাহার নিকটে মূল্যপ্রার্থনা করা উচিত নয়।

‖ জলবিক্রয়ে ঘাসবিক্রয় আবশ্যক হয়। যেমন কোন ব্যক্তি কাহারও জলাশয়ের কূলে পশু চরাইতে চাহে। অর্থপ্রদান না করিলে তৃষ্ণা নিবারণার্থ জলে অবতারণ করিতে সে তাহাকে নিষেধ করে, সুতরাং জল প্রার্থী নিজের ও পশুযুথের জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণার্থ অর্থদানে বাধ্য হয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ শস্যপুঞ্জের (যব বা গোধূমপুঞ্জের) নিকটে যাইয়া নিজের হস্ত তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। তখন তিনি স্বীয় অঙ্গুলি সকলে আর্দ্রতা বোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "শস্যস্বামিন্, ইহা কি ?" "সে বলিয়াছিল, "ইহাতে বৃষ্টির জল পঁহুছিয়াছে।" তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহা হইলে তুমি কেন ইহা শস্যপুঞ্জের উপরিভাগে স্থাপন কর নাই ? তাহা হইলে লোকে ইহা দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে সে আমার দলের লোক নহে।"—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ জ্ঞাত নহে এমন কোন বস্তুর অংশ বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন * ।—তর।

আনসের উক্তি ;—যে পর্য্যন্ত দ্রাক্ষা নিলমা প্রাপ্ত না হয় এবং শস্যাদির বীজ দৃঢ় না হয়, তাহা বিক্রয় করিতে হজরত নিষেধ করিয়াছেন।

[আনস হইতে তরমোজী ও আবুদাউদ এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। মসাবিহ গ্রন্থে অতিরিক্ত যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা এই, যে পর্য্যন্ত উত্তম নাহয় সে পর্য্যন্ত তিনি খোর্ম্মা বিক্রয় করিতে নিষেধ কয়িয়াছেন। তরমোজী ও আবুদাউদ উভয়ের বিবৃতিতে অতিরিক্ত এই যে, যে পর্য্যন্ত উত্তম হইয়া না উঠে, সে পর্য্যন্ত তিনি খোর্ম্মা তরু বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।]

শোয়বের পুত্র, তাঁর পিতা হইতে ও তাঁহার পিতা তদীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, প্রেরিতপুরুষ অরিয়াণবিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন †।—মালে, আবুদা, এবনমা।

আলি মোর্ত্তজার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বিরক্তির সহিত বিক্রয়, প্রবঞ্চনাতে বিক্রয় এবং পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব্বে ফল বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন।—আবুদা।

আনসের উক্তি ;—কেলাব পরিবারের এক ব্যক্তি গর্ভোৎপাদনের জন্য পুংপশুকে ভাড়া দিবার বিষয়ে হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি তাহাতে নিষেধ করিয়া-

---

* পুণ্যপুঞ্জ হইতে কিয়দংশ বাহির করিয়া তাহার তৌল পরিমাণাদি না করিয়া কাহারও তাহ বিক্রয় করা নিষেধ।

† যদি কেহ কোন বস্তু ক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের কিয়দংশ প্রদানপূর্ব্বক বলে, তুমি চলিয়া যাও, চিন্তা কর, এই বিক্রয়ে তোমার ক্ষমতা রহিল, অবশিষ্ট মূল্য আমি দিব। যদি তুমি এই বিক্রয়ে দুঃখিত হও জিনিষ ফিরাইয়া দিতেছি, এবং যাহা তোমাকে দিয়াছি, তাহা দানস্বরূপ হইল। অন্যের নিকটে আর তাহা বিক্রয় না হয়, এই উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা হইয়া থাকে, ইহা অরিয়াণ বিক্রয়স্বরূপ। হজরত ইহা নিষেধ করিয়াছেন।

ছিলেন। তখন সে বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ আমি অর্থপ্রার্থী না হইয়া পুং পশুকে গর্ভোৎপাদনার্থ দিব, তাহাতে আমি আদৃত হইব।" তখন তিনি অনুগ্রহের দান-গ্রহণে পুং পশুকে গর্ভোৎপাদনে নিয়োজিত করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।—তর।

হেজামের পুত্র হকিমের উক্তি;—আমার হস্তগত যাহা নয় তাহা বিক্রয় করিতে হজরত আমাকে নিষেধ করিয়াছেন।—তর।

[তরমোজী, আবুদাউদ ও নেসায়ীর বিবৃতিতে ইহাও উল্লিখিত;—হকিম বলিয়াছেন, আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, এক ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া আমা হইতে কিছু ক্রয় করিতে চাহে, তাহা আমার নিকটে নাই, পরে আমি তাহার জন্য উহা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া আসি। তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার নিকটে যাহা নাই, তাহা তুমি বিক্রয় করিও না।"]

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত দুই বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন *।—মালে, তর, আবুদা, নেসা।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে পিতা তাঁহার পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন;—প্রেরিতপুরুষ এক করধ্বনির মধ্যে দুই বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন † —শরাহসোন্নত।

শোয়বের পুত্র ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ঋণদান ও বিক্রয় বৈধ নহে, এক বিক্রয়ে দুই, শর্ত্ত বৈধ নহে, স্বত্ব না পঁহুছিতে কোন বিষয়ের লাভ গ্রহণ করা বৈধ নহে ‡, তোমার নিকটে যাহা নাই তাহা বিক্রয় করা তোমার পক্ষে বৈধ নহে।"—তর, আবুদা, নেসা।

[তরমোজী এই হদিসকে সহিহ বলিয়াছেন।]

এবন ওমরের উক্তি,—আমি নকিয়েতে অনেক দিনারে উষ্ট্র বিক্রয় করিতাম ‖ এবং তাহার স্থানে দেরহাম লইতাম, অপিচ দেরহমে বিক্রয় করিতাম ও তাহার স্থানে দিনার লইতাম। পরে হজরতের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে ইহা জানাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত তোমরা (ক্রেতা ও বিক্রেতা) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হও,

* অর্থাৎ যেমন কেহ বলিল, আমি তোমার নিকটে নিজের দাসকে সহস্র মুদ্রায় বিক্রয় করিলাম, তুমি তোমার দাসীকে আমার নিকটে শত মুদ্রায় বিক্রয় কর। এইরূপ বিক্রয় নিষিদ্ধ।

† এক বস্তু বিক্রয় হইলে করতালি দানের রীতি ছিল, এক করতালিতে দুই বস্তু বিক্রয় নিষিদ্ধ।

‡ এক ব্যক্তি কাহাকে ঋণ দান করিল, পর ঋণ গ্রহীতা এমন কোন বস্তু ঋণদাতার নিকটে বিক্রয় করিল যে, তাহার মূল্যানুসারে ঋণদাতার লাভ হইল। এইরূপ ঋণ দান ও বিক্রয় হারাম। বস্ত্র ধোলাই করিবে ও সিলাই কার্য্য করিবে, এই দুই শর্ত্তে কাহার নিকটে বস্ত্র বিক্রয় করা হারাম। যে বস্তু হস্তগত হয় নাই, উদ্দেশ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া লাভ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

‖ মদিনা নগরের অদূরে এক স্থানের নাম নকিয়। সেই স্থানে এক বাজার ছিল। কেহ কেহ তাহাকে ইয়ারা বলিয়া থাকে, এক্ষণ তথায় মদিনার মকবরা।

এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে কোন শর্ত্ত থাকে সে পর্য্যন্ত সেই দিনের নিরিখ মতে সেইরূপ গ্রহণে কোন আশঙ্কা নাই।"—তর, আবুদা, নেসা দার।

হওজার পৌত্র খালেদের পুত্র আদ্দায় * ;—তিনি এক খানা লিপি বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ লিখিত ছিল, "ঐশ্বরিক সংবাদবাহক মোহম্মদ হইতে প্রাপ্ত হওজার পৌত্র খালেদের পুত্র আদ্দায়ের ক্রয়পত্র। তাঁহা হইতে (হজরত হইতে) তিনি একজন দাস বা দাসী ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে কোন দোষ বা কোন আপদের আশঙ্কা নাই, কোন অশুদ্ধতা নাই। মোসলমান হইতে মোসলমানের ক্রয়স্বরূপ ইহা হইয়াছে।"—তর।

[* তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ একটি স্থূল কম্বল ও একটি পানপাত্র বিক্রয় করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "এই কম্বল ও বাটী কে ক্রয় করিবে ?" তাহাতে এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "আমি এক দেরহাম মুদ্রায় ক্রয় করিতেছি।" তখন প্রেরিতপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দেরহমের অধিক নির্দ্ধারণ করিবে ?" তাহাতে এক ব্যক্তি দুই দেরহম তাঁহাকে প্রদান করে, এবং তিনি তাহার নিকটে উভয় বস্তু বিক্রয় করেন † ।"—তর, আবুদা, এবনমা।

তৃতীয় অধ্যায়।

অসকায়ের পুত্র ওয়াসেলার উক্তি ‡ ;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি দোষযুক্ত বস্তু (প্রকাশ না করিয়া বিক্রয় করে। সে সর্ব্বদা ঈশ্বরের ক্রোধাধীনে থাকে, এবং সর্ব্বক্ষণ দেবগণ তাহাকে অভিসম্পাত করে।"—এবনমা।

* ইনি হজরতের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, প্রান্তরে বাস করিতেন। মক্কাবিজয় ও হোনয়নের সংগ্রামের পর ইনি এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার হদিস প্রচার বসোরাবাসীদিগের নিকটে হইয়াছিল। ক্রয়পত্রসম্বন্ধেই ইঁহার হদিস। তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত হদিস। কিন্তু এই হদিস প্রামাণযুক্ত বলিয়া পরিগণিত নহে। যেহেতু মদিনায় প্রস্থানের পর ইঁহা দ্বারা কিছু বিক্রয় হয় নাই, তৎপূর্ব্বেও ক্রয়বিক্রয় বিরল ছিল।

† সেই কম্বল ও পানপাত্র হজরতের এক জন দরিদ্র সহচরের ছিল। তিনি তাহার জীবিকার সাহায্য জন্য তাহার পক্ষ হইতে বিক্রয়করিয়াছিলেন।

‡ ইনি এক জন সহচর ছিলেন। যে সময়ে হজরত তবুকে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগী হইয়াছিলেন, ইনি সেই সময়ে এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন ওয়াসেলা তিন বৎসর, হজরতের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ইনি শত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় জেরুজিলামে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ের অন্তর্গত, এবং বিশের বিশেষ নিষিদ্ধ বিষয়।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পুং কেশর অর্পিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি খোর্ম্মা তরু ক্রয় করে বিক্রেতার সঙ্গে কোন শর্ত্ত না থাকিলে, পরে তাহার ফল বিক্রেতার হইয়া থাকে ; এবং যে ব্যক্তি দাস ক্রয় করে, এদিকে তাহার সম্পত্তি আছে,ক্রেতার কোন শর্ত্ত না করার অবস্থায় পরে তাহার সম্পত্তি বিক্রেতার হয় *।"—মো।

[বোখারী উক্ত হদিসের কেবল প্রথমাংশের অর্থাৎ খোর্ম্মা তরুর ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। শেষোক্ত ক্রীতদাসের বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই।]

জাবের সম্বন্ধীয় বিবৃতি ;—তিনি নিজের পরিশ্রান্ত উষ্ট্রের উপর আরোহণ করিয়া চলিয়াছিলেন,তখন প্রেরিতপুরুষের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হজরত তাহাকে (উষ্ট্রকে) আঘাত করেন, তাহাতে সে যেরূপ চলে নাই, সেইরূপ গতিতে (অপেক্ষাকৃত দ্রুত-গতিতে) চলিল, তৎপর তিনি বলিলেন,"তুমি ইহাকে এক অওকিয়াতে আমার নিকটে বিক্রয় কর।" জাবের বলিলেন, আমি তাহা বিক্রয় করিলাম, কিন্তু পরিবারবর্গের নিকটে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত আরূঢ় থাকিব, এরূপ শর্ত্ত করিয়াছিলাম। পরে যখন আমি মদিনাতে আগমন করিলাম, তখন উষ্ট্রসহ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি তাহার মূল্য নগদ প্রদান করিলেন। অন্যতর বিবৃতিতে উল্লিখিত যে, পরে তিনি তাহার মূল্য আমাকে প্রদান করিলেন, এবং তাহা (উষ্ট্র) আমাকে ফিরাইয়া দিলেন।—উভয়।

[বোখারীর বিবৃতিতে উল্লিখিত যে, তিনি বেলালকে বলিয়াছিলেন, "তুমি তাহার মূল্য পরিশোধ কর, ও তাহাকে অধিকতর দাও।" তখন বেলাল তাহা প্রদান করিলেন, এবং এক কিরাত অতিরিক্ত দিলেন †।

---

* বিশেষ বিশেষ বৃক্ষজাতি দুই প্রকার, পুংজাতি ও স্ত্রীজাতি। পুংজাতীয় বৃক্ষের কুসুমগর্ভস্থ কেশর (রেণু) স্ত্রীজাতীয় তরুর পুষ্পের গর্ভকেশরে সংযুক্ত হইলে তাহাতে ফল উৎপন্ন হয়। তাল ও খর্জ্জুর জাতীয় পাদপের এইরূপ প্রকৃতি। খোর্ম্মা তরু খর্জ্জুর জাতীয় তরু। উদ্যানস্বামী পুংজাতীয় কিঞ্চল (পুষ্পরেণু) ফল উৎপাদনের জন্য স্ত্রীজাতীয় কুসুমের গর্ভকেশরে স্থাপন করেন। বায়ু প্রবাহেও সেই সূক্ষ্ম রেণু উড়িয়া গর্ভকেশরে পতিত হয়। ক্রীতদাসের লজ্জা নিবারণোপযোগী পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত সমুদায় বিক্রেতার স্বত্বরূপে পরিগণিত হইত, তাহাতে ক্রেতার অধিকার হইত না।

† চারি যব কর্দিকাপরিমাণ অর্থাৎ ছয় রতি পরিমাণ ধাতু খণ্ডে এক কিরাত হয়।

আয়শা ;—বরিরা উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল *, যে, "নয় আওকিয়াতে আমার মুক্তিপত্র লিখা হইতেছে। প্রতিবৎসর এক আওয়কিয়া আমার দেয়। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।" তখন আয়শা বলিয়াছিলেন, যদি তোমার কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করেন তবে আমি এক যোগে তাহা গণনা করিয়া তাহাদিগকে দিতেছি, এবং ইহা করিয়া আমি তোমাকে মুক্ত করিব, এবং তোমার মিরাসে (ত্যক্ত সম্পত্তিতে) আমার স্বত্ব হইবে। পরে সে স্বীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে গেল। তাহারা মুক্ত দাসীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্ব ছাড়া সম্মত হইল না। তখন প্রেরিতপুরুষ আয়াশাকে বলিলেন, "তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া মুক্তি দান কর।" তদনন্তর হজরত মণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের স্তাতবাদ ও তাঁহার প্রশংসা করিলেন, তৎপর বলিলেন,"কিন্তু গুণানুবাদ ও স্তুতির পর কি ব্যাপার ; ঐশ্বরিক গ্রন্থে যে বিধি নাই, লোকে এরূপ পণ করে। ঐশ্বরিক গ্রন্থে নাই এমন পণের অন্তর্গত যাহা হয়, শত পণ হইলেও তাহা মূলশূন্য। অতএব ঈশ্বরের আজ্ঞাই পরম সত্য, এবং ঈশ্বরের পণই সুদৃঢ়। যে ব্যক্তি মুক্ত করে, (মুক্ত ব্যক্তির) ত্যক্ত সম্পত্তি তাহার হয়, তদ্ভিন্ন নহে।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ, প্রমুক্ত দাস দাসীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রয় এবং দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

খোফাফের পুত্র মর্থূলদের উক্তি † ;—আমি এক জন দাস ক্রয় করিয়াছিলাম, পরে আমি তাহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেছিলাম ; তদনন্তর আমি তাহার দোষ দেখি জানিতে পাইয়াছিলাম। পরে আবদোল্ আজিজের পুত্র ওমরের নিকটে তাহার বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত করি ‡, তাহাতে তিনি আমার সম্বন্ধে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়ার আদেশ করেন, এবং তাহার পারিশ্রমিক (বিক্রেতাকে) প্রত্যর্পণ করিতে অনুমতি করেন। অবশেষে আমি জোবয়রের পুত্র আরওয়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহা জ্ঞাপন করি। তখন আরওয়া বলিলেন, "আমি সায়ংকালে ওমরের নিকটে

* বরিরা এক ইহুদি পরিবারের দাসী ছিল। নয় আওফিয়া মুদ্রা প্রদান করিলে তাহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্তিদান করিবে তাহার কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ মুক্তি পত্র লিখিয়া দিয়াছিল। নয় বৎসরে নয় আওকিয়া প্রদান করার পণ হইয়াছিল। এক আওকিয়ার পরিমাণ চল্লিশ দরম, সাড়ে তিন মাষায় এক দরম হয়।

† ইনিএক জন অনুগামী ছিলেন। ইঁহার বিবৃত এই একটি মাত্র হদিস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা তাদৃশ প্রামাণ্য নহে। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত মর্থূলদকে বিশ্বস্ত পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

‡ সেই সময়ে আবদোল্ আজিজের পুত্র মদিনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

যাইব, এবং তাঁহাকে জানাইব যে, আয়শা দেবী বলিয়াছেন প্রেরিতপুরুষ ঈদৃশ ব্যাপারে খাজনা (পারিশ্রমিক) পাওয়া কর্ত্তৃপক্ষসম্বন্ধেই মীমাংসা করিয়াছেন। পরে আরওয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। অনন্তর তিনি আমার সম্বন্ধে আদেশ করিলেন যে, যাহাকে দিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা হইতে আমি কর (পারিশ্রমিক) যেন গ্রহণ করি।—শরাহসোন্নত।

মস্‌উদের পুত্র আবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে (মূল্যাদিবিষয়ে) বিরোধ সঙ্ঘটিত হয় তখন বিক্রেতার কথাই প্রামাণ্য, (সম্মতি বা অসম্মতি) ক্রেতার ইচ্ছাধীন।—তর।

[এবনমাজ্ঞ ও দারমীর বিবৃতিতে—যখন ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ ঘটে, ক্রীত বস্তু সাক্ষাতে উপস্থিত থাকে, এবং উভয়ের মধ্যে কোন সাক্ষী নাই, তখন বিক্রেতা যাহা বলে তাহাই প্রামাণ্য হইবে, অথবা উভয়ে বিক্রয় খণ্ডন করিবে।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছে, "যে ব্যক্তি কোন কারণে বিক্রয় রহিত করে, পরমেশ্বরতাহাকে পদস্খলন হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন।"—আবুদা।

[এব্‌ন মাজ্ঞ শরাহ সোন্নত গ্রন্থে মসাবিহের ভাষায় পরম্পরাগতরূপে শামদেশীয় শরিহ হইতে শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। শরিহ এক জন অনুগামী ছিলেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের অন্তর্গত কোন লোক এক ব্যক্তি হইতে ভূমি ক্রয় করিয়াছিল, পরে আপন ভূমি গর্ভে একটি কলস প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে সুবর্ণ ছিল। তখন ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিল, "আমা হইতে তুমি আপন সুবর্ণ গ্রহণ কর। আমি ভূমি ক্রয় করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন নহে, তোমা হইতে আমি স্বর্ণ ক্রয় করি নাই।" তখন ক্ষেত্রবিক্রেতা বলিল, আমি তোমার নিকটে ক্ষেত্র ও তাহার মধ্যে যাহা আছে তাহা বিক্রয় করিয়াছি, ইহা ভিন্ন নহে। অবশেষে এক ব্যক্তির নিকটে যাইয়া উভয়ে বিচারপ্রার্থী হইল। বিচারার্থ যাহার নিকটে তাহারা গিয়াছিল, সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কি সন্তান আছে ?" তখন তাহাদের এক জন বলিল, "আমার এক পুত্র আছে।" এবং অপর ব্যক্তি বলিল, "আমার এক কন্যা বিদ্যমান।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "সেই পুত্রের সঙ্গে কন্যাকে বিবাহ দাও ও তোমরা উহা হইতে তাহাদের দুই জনের সম্বন্ধে ব্যয় কর, এবং ধর্ম্মার্থ দান কর।"—উভয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঋণ ও বন্ধক।

প্রথম অধ্যায়।

এবন আব্বাসের উক্তি ;—মদিনাবাসিগণ এক বৎসর, দুই বৎসর ও তিন বৎসর কালের ফলের বিনিময়ে ঋণ দান করিতেছে এমন অবস্থায় হজরত মদিনাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি কোন বস্তুর উপর ঋণ দান করিবে সে যেন নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট তৌলের উপর দান করে।"—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ এক জন ইহুদি হইতে (যবশস্যাদি) ভক্ষ্য বস্তু নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত নিজের লৌহময় বর্ম্ম তাহার নিকটে বন্ধকরাখিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।—উভয়।

আয়শার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ ত্রিশ সাআ পরিমাণ যবশস্যের বিনিময়ে এক জন ইহুদির নিকটে নিজের কবচ বন্ধক রাখিয়াছেন, এমন অবস্থায় তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—বো।

আবু হোরয়ার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, যখন বন্ধকস্বরূপ রাখা হয় তখন পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাহনের পৃষ্ঠে তাহাকে আরোহণ করান যায়, এবং যখন বন্ধক রাখা হয় তখন দুগ্ধবতী উষ্ট্রী ইত্যাদির দুগ্ধ পান করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি আরোহণ করে ও পান করে তাহার প্রতি পারিবারিক ব্যয় (নফকা) দানের ভার *।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মোসয়বের পুত্র সয়িদের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "বস্তুবন্ধকদানে যে ব্যক্তি যাহা বন্ধক দিয়াছে তাহার স্বত্ব স্বামিত্ব হইতে সে নিবারিত হয় না, উহার লাভ তাহারই, উহার বিনিময়ে অতিরিক্ত প্রাপ্তি তাহারই।"—পরম্পরাক্রমে শাফি।

[এমাম শাফি সংলগ্নরূপে তৎসদৃশ বা তাহার মর্ম্ম সদৃশ "তাহাতে কোন বিরোধ নাই।" এইরূপ উক্তি আবু হোরয়রা হইতে ব্যক্ত করিয়াছেন।]

এবন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পরিমাণ, মক্কাবাসীদিগের পরিমাণ ; তৌল যন্ত্র, মদিনা নিবাসীদিগের তৌল যন্ত্র †।"—আবুদা, নেসা।

---

* কেহ কেহ বলেন, বন্ধকদাতা সেই লাভ পাইবে, কেহ বলেন, বন্ধকগ্রহীতার তাহা প্রাপ্য। এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।

† মদিনাবাসীরা কৃষিজীবী, তাহারা সের কাঠা ইত্যাদি মাপিবার যন্ত্রযোগে শস্যাদি মাপিয়া

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ পরিমাপক ও তৌলকারকদিগকে বলিয়াছিলেন "নিশ্চয় তোমরা দুই বিষয়ে (তৌলকরণে ও পরিমাপণে) কর্ত্তৃত্ব রাখ। তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মণ্ডলীস্থ লোকে এই দুই বিষয়ে (অন্যায় করিয়া) বিনষ্ট হইয়াছে।"—তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবু সয়িদ খোদরীর উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বন্ধকীসূত্রে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হস্তগত হওয়ার পূর্ব্বে সে যেন অন্য কাহারও নিকটে বিক্রয় না করে।"—আবুদা, এব্‌নমা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শস্যসঞ্চয়ে অনীতি।

প্রথম অধ্যায়।

মামরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অধিকতর মূল্যে বিক্রয়ের জন্য শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখে সে অপরাধী *।"—মো।

[আলফয় পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে ইহুদি জাতীয় নজীর পরিবারের সম্পত্তিসম্বন্ধে অচিরেই ওমর ফারুকের হাদিস বিবৃত হইবে।]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওমর ফারুকের উক্তি ;—প্রেরিতপুষ বলিয়াছেন, "স্থানে স্থানে খাদ্যদ্রব্য (যব গোধূমাদি) লইয়া গিয়া যে জন যথামূল্যে বিক্রয় করে তাহার সেই পণ্যদ্রব্যে আশীর্ব্বাদ হয়, এবং যে ব্যক্তি অধিকতর মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য শস্য আবদ্ধ করিয়া রাখে তৎপ্রতি অভিসম্পাত হইয়া থাকে।"—এব্‌নমা, দীর।

আনসের উক্তি ;—"প্রেরিতপুরুষের বিদ্যমানতাসময়ে শস্য দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল, তখন লোকে নিবেদন করিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, আমাদের সম্বন্ধে মূল্যের নিরিখ নির্দ্ধারণ করুন।" তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় পরমেশ্বরই নিরিখ নির্দ্ধারণকারী,

---

বিক্রয় করে ; মক্কানিবাসিগণ বাণিজ্যব্যবসায়ী, তাহারা তৌলযন্ত্রে তুল করিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে।

* যাহারা শস্য মহার্ঘ হওয়ার সময় শস্য বিক্রয় না করিয়া এই উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে যে, অধিকতর মহার্ঘ হইলে অধিকতর মূল্যে বিক্রয় করিয়া সমধিক লাভমান হইবে, তাহারা অপরাধী। এইরূপ কার্য্য হারাম। কিন্তু যাহারা সুলভ মূল্যের সময় অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য হওয়ার সময়ে বিক্রয় করিবার জন্য শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখে, তাহারা দোষী নহে।

জীবিকার সঙ্কোচ ও প্রসারণকারী। আমি প্রকৃতপক্ষে আশা করি স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে সেই অবস্থায় উপস্থিত হইব যখন শোণিতপাত বা সম্পত্তিসম্বন্ধীয় অত্যাচার বিষয়ে তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে অন্বেষণ করিতে থাকে *।"—তর, আবুদা, এব্‌নমা, দার।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওমর ফারুকের উক্তি;—আমি প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি মোসলমানদিগের সম্বন্ধে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য অক্রেয় করে, পরমেশ্বর তাহাদিগকে দারিদ্র্য ও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করিয়া থাকেন।"—এব্‌নমা ও শাইবোল্ ইমানে বয়হকী এবং জরীণ স্বীয় গ্রন্থে।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মহার্ঘ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় চল্লিশ দিন শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের প্রতি বিরাগী এবং ঈশ্বর তাহার প্রতি বিরাগী।"—জরিণ।

মোওয়াজের উক্তি;—হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, 'অধিকতর মূল্য-নির্দ্ধারণকারী নীচ লোক, ঈশ্বর সুলভ মূল্য করিলে সে দুঃখিত হয়, এবং দুর্মূল্য করিলে আনন্দিত হইয়া থাকে।"—বয়হকি শাবোল্‌ইমানে, এবং জরিণ জীয় গ্রন্থে।

আবু ওমামার উক্তি,—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন শস্য আবদ্ধ করিয়া রাখে, তৎপর তাহা দরিদ্রদিগকে দান করে, তাহাতে উহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"—জরিণ।

নবম পরচ্ছেদ।

দারিদ্র্য ও অপেক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে,

---

* অর্থাৎ নিরিখ নির্দ্ধারণ করিলে লোকের প্রাপ্য ধনে তাহাদের অসম্মতিক্রমে হস্তক্ষেপ করা হয়, ইহা অত্যাচারবিশেষ। এ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। যে অবস্থায় শোণিতপাত হইতেছে, বা সম্পত্তি অপহৃত হইতেছে সেই অবস্থায় তোমাদের কেহ যখন আমার নিকটে উপস্থিত হয়, আমি তখন পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই অত্যাচার নিবারণে যত্নবান্ হইবে। ঈশ্বর কখনও সুবৃষ্টি করেন তাহাতে শস্য অধিক জন্মে, তাহার মূল্য সুলভ হয়, এবং কোন বৎসর বৃষ্টির অভাবে শস্য আশানুরূপ উৎপন্ন হয় না, সুতরাং শস্যের অল্পতাবশতঃ তাহার মূল্য বৃদ্ধি হয়। মূল্যের এক প্রকার নির্দ্ধারিত নিরিখ করা যায় না। তবে শস্যাভাব ও কষ্টের সময় ন্যায়াচরণ ও অনুগ্রহ করিতে লোকদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

পরে সে এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল যে, তাহার নিকটে নিজের দ্রব্য ঠিক আছে, তখন অন্য জন অপেক্ষা সে অধিকতর তাহার স্বত্বাধিকারী *।—উভয়।

আবু সয়িদের উক্তি ;—হজরতের জীবদ্দশায় একব্যক্তি ফলপুঞ্জ ক্রয় করিয়াছিল, তাহা অপচিত হয়, তাহাতে তাহার অতিশয় ঋণ হইয়াছিল। তখন প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "তোমরা তাহাকে অর্থ সাহায্য কর।" তাহাতে লোকে তাহাকে অর্থ দান করিয়াছিল, কিন্তু উহা তাহার ঋণপরিশোধে যথেষ্ট কাজ করে নাই। তখন প্রেরিতপুরুষ উত্তমর্ণদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা যাহা প্রাপ্ত হও, তাহাই গ্রহণ করিতে থাক, তোমাদের সম্বন্ধে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "এক ব্যক্তি লোকের সঙ্গে ঋণ-দানের ব্যবসায় করিত, সে স্বীয় যুবক পুত্রকে বলিত, যখন তুমি কোন অভাবগ্রস্তকে পাইবে, তাহাকে ক্ষমা করিবে, সম্ভবতঃ ঈশ্বর আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। পরে সে ঈশ্বরের সক্ষাৎকার লাভ করিল, এবং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন।"—উভয়।

আবু কতাদার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পুনরুত্থানের দিনে পরমেশ্বর ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবেন ভাবিয়া যে ব্যক্তির আনন্দ হয় সে যেন অভাবগ্রস্ত লোক হইতে প্রাপ্য অর্থ আদায়ে বিলম্ব করে, বা তাহার দেয় (সম্পূর্ণ বা আংশিক) ছাড়িয়া দেয়।"—মো।

আবু কতাদার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি সঙ্কটাপন্ন অধমর্ণসম্বন্ধে অপেক্ষা করে, অথবা তাহার দেয় অর্থ ক্ষমা করে, পুনরুত্থানের দিনে পরমেশ্বর তাহাকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন।"—মো।

আবু ইয়সরের উক্তি †;—আমি প্রেরিতপুরুষকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি দুঃস্থ অধমর্ণের সম্বন্ধে অপেক্ষা করে, বা তাহাকে ক্ষমা করে, পরমেশ্বর তাহাকে নিজের ছায়াতে আশ্রয় দান করেন।"—মো।

আবু রাফেয়া উক্তি ‡;—প্রেরিতপুরুষ একটী বয়ঃপ্রাপ্ত উষ্ট্রী ধারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে জকাতের এক উষ্ট্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। তখন তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন আমি তত্তুল্য বয়ঃপ্রাপ্ত উষ্ট্র সেই ব্যক্তিকে প্রদান করি। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, চর্দ্দন্ত স্খলিত এরূপ পরিণতবয়স্ক উষ্ট্র ব্যতীত পাই-

---

* অর্থাৎ এক ব্যক্তি কোন দ্রব্য বিক্রয় করার পর নিতান্ত অভাবগ্রস্ত—ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেইদ্রব্য, ক্রেতার নিকটে ঠিকভাবে থাকিলে সে তাহা ফেরত পাইবার যোগ্য।

† ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, ইঁহার প্রকৃত নাম কাব। ইনি ওমর আনসারীর পুত্র ছিলেন। আবু ইয়সর বদরের যুদ্ধে ও ওক্‌বাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনিই বদরে আব্‌দোল্ মোত্তালেবের পুত্র হজরতের পিতৃব্য আব্বাসকে বন্দী করিয়াছিলেন। হেজরি ৫৫ সালে মদিনাতে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

‡ ইনি হজরতের দাস ছিলেন।

তেছি না। তখন প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "তবে এই (উৎকৃষ্ট) উষ্ট্রটি তাহাকে দান কর। যেহেতু সেই ব্যক্তিই লোকোত্তম, যিনি ঋণপরিশোধবিষয়ে উত্তমতম"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—এক জন উত্তমর্ণ হজরতের নিকটে প্রাপ্য চাহিয়াছিল, এবং তাঁহাকে রূঢ় বাক্য বলিয়াছিল। পরে তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে পীড়ন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা ইহাকে ছাড়িয়া দাও, যেহেতু স্বত্বাধিকারীর কথা বলিবার অধিকার আছে। তোমরা ইহার জন্য একটি উষ্ট্র ক্রয় কর, এবং ইহাকে তাহা দান কর।" তাঁহারা বলিলেন, "তাহার উষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতরবয়স্ক উষ্ট্র ব্যতীত আমরা পাইতেছি না। তিনি বলিলেন, উহাই ক্রয় কর, এবং তাহাকে উহা প্রদান কর। যেহেতু তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে ঋণ পরিশোধে শ্রেষ্ঠ।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "সম্পন্ন ব্যক্তির স্বীয় ঋণপরিশোধ না করা ও পরিশোধে বিলম্ব করা অত্যাচার। যখন তোমাদের কেহ কোন সম্পন্ন লোককে ঋণ দান করে সে যেন তাহার অনুসরণে থাকে।"—উভয়।

মালেকের পুত্র কাবের উক্তি *;—তিনি হজরতের জীবদ্দশায় এব্‌ন হদ্‌রতের নিকটে † তাঁহাকে যে ঋণ দান করিয়াছিলেন মস্‌জেদে সেই প্রাপ্য চাহিয়াছিলেন। তখন বাদানুবাদে উভয়ের কণ্ঠস্বর এত দূর সমুচ্চ হইয়াছিল যে, প্রেরিতপুরুষ তাহা স্বীয় গৃহে স্থিতি করিয়া শুনিতে পান। তখন হজরত উভয়ের নিকটে যাইতে সমুদ্যত হইলেন, স্বীয় কুটীরের দ্বারাবরণ পর্য্যন্ত উন্মোচন করিলেন, এবং মালেকের পুত্র কাবকে "হে কাব" বলিয়া ডাকিলেন। তিনি (কাব) "লব্বয়কা" (আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত) হে প্রেরিতপুরুষ," বলিলেন। তখন তিনি অঙ্গুলিযোগে এরূপ ইঙ্গিত করিলেন যে, স্বীয় ঋণের কিয়দংশ তুমি ছাড়িয়া দাও। কাব বলিলেন, "হে প্রেরিতপুরুষ, সত্যই আমি তাহা করিলাম।" হজরত এব্‌ন হদ্‌রতকে বলিলেন, "উঠ, তাহা পরিশোধ কর।"—উভয়।

আকুয়ের পুত্র সলমার উক্তি ‡;—আমরা হজরতের নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম; হঠাৎ জনাজা, § আনয়ন করা হয়। তখন সকলে বলিলেন, আপনি "ইহার সম্বন্ধে

---

* ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। যে ছয় জন ছল করিয়া তবুকের সংগ্রামে গমনে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন ইনি তাঁহাদের এক জন ছিলেন:

† ইনি এক জন সহচর ছিলেন, হোদয়বিয়াতে প্রথম উপস্থিত হন, পরে খয়রবের রণক্ষেত্রেও গিয়াছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম আব্‌দোল্লা, সম্পর্কগত নাম আবু মোহম্মদ, অর্থাৎ মোহম্মদের পিতা।

‡ ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। ইঁহার সাহস ও বীরত্বের তুলনা ছিল না। ইনি পদব্রজে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া অশ্বারোহীদিগকে পরাস্ত করিতেন।

§ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য শ্মশানোদ্দেশ্যে যে শব বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহাকে "জনাজা" বলে।

নমাজ পড়ুন।" তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কি ঋণ আছে?" তাঁহারা "নাই" বলিলেন। পরে তিনি তৎসম্বন্ধে নমাজ পড়িলেন। তদনন্তর আর একটি জনাজা আনীত হয়, তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ইহার কি ঋণ আছে?" "হাঁ আছে" এরূপ বলা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কিছু রাখিয়াছে কি?" তাঁহারা "তিন দিনার মুদ্রা রাখিয়াছে" বলিলেন। তখন তিনি তৎসম্বন্ধে নমাজ পড়িলেন। তৎপর তৃতীয় জনাজা আনীত হয়। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ইহার কি ঋণ আছে?" তাঁহারা "তিন দিনার ঋণ আছে" বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিছু রাখিয়াছে কি?" তাঁহারা "রাখে নাই," বলিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা আপনাদের বন্ধুর সম্বন্ধে নমাজ পড় (আমি নহি)" বলিলেন। আবু কতাদা "হে প্রেরিত পুরুষ, আপনি ইহার সম্বন্ধে নমাজ পড়ুন, ইহার ঋণ পরিশোধের ভার আমার উপর রহিল।" তখন তিনি তৎসম্বন্ধে নমাজ পড়িলেন।—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি লোকের অর্থ তাহা পরিশোধ করিবে সঙ্কল্প করিয়া গ্রহণ করে, পরমেশ্বর তৎপরিশোধে সাহায্য করিয়া থাকেন, এবং যে ব্যক্তি তাহার অপচয় করিবার জন্য গ্রহণ করে পরমেশ্বর সেই ব্যক্তির অপচয় করেন।"—বো।

অবু কতাদার উক্তি;—এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "প্রেরিতপুরুষ, আপনি জ্ঞাপন করুন, যদি আমি ধর্ম্মযুদ্ধে ফলপ্রার্থী সহিষ্ণু উন্মুখীনরূপে অপরাঙ্মুখভাবে নিহত হই তবে পরমেশ্বর আমার অপরাধ সকল কি ক্ষমা করিবেন?" তখন প্রেরিতপুরুষ হাঁ বলিলেন। পরে যখন সে ফিরিয়া যাইতে লাগল, তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হাঁ ঋণ না থাকিলে, জেব্রিল এরূপ বলিয়াছেন।"—মো।

ওমর ফারুকের পুত্র আবদোল্লার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "ঋণ না থাকিলে ধর্ম্মার্থ নিহত ব্যক্তির সমুদায় অপরাধ ক্ষমা হয়।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরতের নিকটে মৃত লোকের দেহ উপস্থিত করা হইত, তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "নিজের ঋণ পরিশোধের জন্য সে কি কিছু রাখিয়াছে?" যদি জ্ঞাপন করা হইত নিশ্চয় সে পরিশোধের জন্য রাখিয়াছে, তাহা হইলে তিনি তাহার সম্বন্ধে নমাজ পড়িতেন, "নতুবা মোসলমান দিগকে বলিতেন, "তোমরা আপনাদের বন্ধুর সম্বন্ধে নমাজ পড়।" পরে যখন পরমেশ্বর তাঁহার স্বচ্ছলতা বিধান করিলেন, তখন তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি বিশ্বাসীদিগের জীবনসম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ যোগের যোগ্য, পরিশেষে বিশ্বাসিমণ্ডলীর যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে, আমার উপর তাহা পরিশোধের ভার রহিল, সে কিছু সম্পত্তি রাখিলে উহা তাহার উত্তরাধিকারীর হইবে।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু খল্‌দা জরিফীর উক্তি * ;—আমরা ঋণের জন্য আমাদের একজন দারিদ্র্য-দশাপন্ন বন্ধুর সম্পর্কে সাহায্যার্থ আবু হোরয়রার নিকটে গিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যে বিষয়ে প্রেরিতপুরুষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন;—ইহা সেইরূপ, যে কোন উত্তমর্ণ প্রাণ ত্যাগ করে, বা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া অধমর্ণ দুঃস্থ হইয়া পরে, ধনস্বামী অধমর্ণ তখন স্বীয় ধনে অধিকারী হইবার যোগ্য যখন সে তাহা ঠিক ভাবে তাহার (উত্তমর্ণের) নিকটে প্রাপ্ত হয়।"—শা, এব্‌নমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "বিশ্বাসীর জীবন সে পর্য্যন্ত স্বীয় ঋণে সম্বদ্ধ থাকে যে পর্য্যন্ত তোহা পরিশোধ করা না হয় †।"—শা, আহ, তর, দার।

আজেবের পুত্র বরায়ের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ঋণগ্রস্ত নিজের ঋণে আবদ্ধ থাকে, সে পুনরুত্থানের দিনে নিঃসহায়রূপে স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে দুঃখ প্রকাশ করিবে।"—শবেহ, সোন্নত।

[বিবৃত হইয়াছে যে, জহলের পুত্র মোওয়াজ ছিলেন। তিনি "ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তমর্ণগণ হজরতের নিকটে আনীত হইয়াছিল। প্রেরিতপুরুষ ঋণের জন্য তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন। এত দূর হইয়াছিল যে, মোওয়াজ নিঃসম্বল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। গ্রন্থকার বলেন, মসাবিহের এই বাক্য এব্‌ন তয়মীর প্রণীত মস্তাক পুস্তকে ব্যতীত মূল গ্রন্থে পাওয়া যায় না।]

মালেকের পৌত্র কাবের পুত্র আবদোর্‌ রহমাণের উক্তি ;—জবলের পুত্র মোওয়াজ একজন বদান্য যুবাপুরুষ ছিলেন। তিনি কিছুই সঞ্চিত রাখিতেন না, সর্ব্বদা ঋণ গ্রহণ করিতেন। এতদূর হইল যে, তিনি সমুদায় সম্পত্তিকে ঋণে নিমগ্ন করিলেন। পরে তিনি প্রেরিতপুরুষের নিকটে যাইয়া বলিলেন, যেন তিনি ঋণ দাতাদিগকে কিছু বলেন। যদি তাহারা কাহাকে ছাড়িয়াদিত, হজরতের অনুরোধে মোওয়াজকেই ছাড়িতে। অবশেষে প্রেরিতপুরুষ তাহাদের জন্য তাহার সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এত দূর হইল যে, মোওয়াজ নিঃসম্বল হইয়া দাঁড়াইলেন।—পরম্পরা ক্রমে সায়দ।

শরিদের উক্তি ‡ ;—হজরত আমাকে বলিয়াছেন, "গর্ব্বিত সম্পন্ন লোক ঋণ

---

* ইহার প্রকৃত নাম খালেদ এব্‌ন দিনার। ইনি জরিফ তমিমী পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ ছিলেন, তজ্জন্য ইহাকে জরিফী বলা হইত। ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন; আনস ও আবুল আলিয়া ও হোসন বসোরী হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

† অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ না হয় বিশ্বাসী আবদ্ধ থাকে, স্বর্গলোকে যাইতে পারে না।

‡ ইহার পূর্ব্বনাম মালেক ছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। হজরত ইঁহাকে

পরিশোধ না করার জন্য তাহার প্রতি অসম্মান ও দণ্ডদানকে বৈধ করিয়া তোলে। মবারকের পুত্র আবদোল্লা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎপ্রতি কটূক্তি হয় ও তাঁহার গৃহ হইতে বাহির্গমনে বিঘ্ন হইয়া থাকে।—আবুদা, নেসা।

আবু সয়িদ খোদ্‌রীর উক্তি ;—হজরতের নিকটে এক জনাজা (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য বাহিত শব) উপস্থিত করা হইয়াছিল, যেন তিনি তাহার সম্বন্ধে নমাজ পড়েন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বন্ধুর সম্বন্ধে কি ঋণ আছে?" তাহারা "হাঁ আছে।" বলিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তাহা পরিশোধের উপায় হয় এমন কিছু কি সে রাখিয়াছে?" তাহারা "রাখে নাই" বলিল। তিনি বলিলেন, "তবে তোমরা তোমাদের বন্ধুর সম্বন্ধে নমাজ পড়।" আবু তালেবের পুত্র আলি বলিলেন, "প্রেরিত-পুরুষ, আমি তাহার ঋণের জন্য দায়ী" পরে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহার সম্বন্ধে নমাজ পড়িলেন। অন্য বিবৃতিতে ইহার ভাব এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে ;—এবং হজরত বলিয়াছিলেন "হে আলি, তুমি যেমন স্বীয় মোসলমান ভ্রাতাকে ঋণমুক্ত করিলে, তদ্রূপ পরমেশ্বর তোমাকে নরকানল হইতে মুক্ত করিবেন। এমন ঈশ্বরকিঙ্কর মোসলমান নাই যে, স্বীয় ভ্রাতার ঋণ পরিশোধ করে আর কেয়ামতের দিনে ঈশ্বর তাহাকে মুক্ত করেন না।"—শবাহ সোন্নত।

হজরতের দাস সোবানের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অহঙ্কার হইতে, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ঋণ হইতে বিমুক্তভাবে প্রাণত্যাগ করে, সে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিয়া থাকে।"—তর, এব্‌নমা, দার।

আবু মুসার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে সকল মহাপাপ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার পরেই ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর ব্যাপার, তৎসঙ্গে দাসের ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। যথা ;—কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, এ দিকে তাহার ঋণ রহিয়াছে, এমন কাহাকে রাখে নাই যে, তাহার ঋণ পরিশোধ করে।"—আহ, আবু।

অওফ মোজনীর পুত্র ওমরের উক্তি ;—সুসমাচারবাহক বলিয়াছেন, "যে বন্ধুতা হালালকে হারাম করে ও হারামকে হালাল করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন মোসলমানগণের মধ্যে পরস্পর বন্ধুতা হওয়া বিধেয়। যে শর্ত্তে (অঙ্গীকারে) বৈধকে অবৈধ করে, এবং অবৈধকে বৈধ করিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত মোসলমানগণ নিজেদের শর্ত্তে স্থিরতর থাকিবে।"—তর, এব্‌নমা, আবুদা।

[আবু দাউদের বাকা নিজেদের শর্ত্তে স্থিরতর থাকার কথা পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইয়াছে। "যে শর্ত্তে অবৈধকে বৈধকরে" এই কথার উল্লেখ হয় নাই।]

শরিদ আখ্যা প্রদান করেন। যেহেতু ইনি আপন দলের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া মক্কায় যাইয়া এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরব্য "শরিদ" শব্দের অর্থ পলায়মান।

তৃতীয় অধ্যায়।

কয়সের পুত্র সোওয়দের উক্তি *;—আমি মথরক আবদীসহ হজর হইতে বিক্রয়ার্থ বস্ত্র স্থানে স্থানে লইয়া গিয়াছিলাম †। পরে আমরা মক্কাতে চলিয়া যাই। তখন প্রেরিতপুরুষ আমাদের নিকটে পদব্রজে আসিয়া পায়জামা ক্রয় করিতে চাহিলেন। আমরা তাহা বিক্রয় করিয়াছিলাম। তৎপর যে ব্যক্তি পারিশ্রমিকগ্রহণে মূল্য বহন করিয়া লইয়া আসিত, তাহাকে প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "তুমি মূল্য লইয়া যাও ও অধিক দাও ‡।—আহ, আবুদা, তব, দার, এবনমা।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ বলিয়াছেন।]

জাবেরের উক্তি;—স্বর্গীয় বার্ত্তাবাহকের সম্বন্ধে আমার ঋণ ছিল, পরে তিনি পরিশোধ করেন, এবং আমাকে অধিক দেন §।—আবুদা।

আবু রবিয়ার পুত্র আবদোল্লার উক্তি ‖;—প্রেরিতপুরুষ আমা হইতে চারি সহস্র ¶ ধার করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার নিকটে অর্থাগম হয়, তখন তিনি উহা আমাকে প্রত্যর্পণ করেন, এবং বলেন "তোমার ধন সম্পত্তি ও স্ত্রী পুত্রের সম্বন্ধে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বিধান করুন। প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতাসূচক প্রশংসা ভিন্ন ঋণের অন্য বিনিময় নাই।"—নেসা।

হোসয়নের পুত্র এমরাণের উক্তি;—স্বর্গীয় সন্দেশবাহক বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তির প্রতি কাহারও স্বত্ব থাকিলে সে যদি তাহাকে অবকাশ দেয়, তাহার জন্য প্রতিদিন সদকার (ধর্ম্মার্থদানের) ফল হয়।"—আহ্‌মদ।

আতওনের পুত্র সায়দের উক্তি $;—তিন শত দিনার ও শিশু সন্তানগণ রাখিয়া

* ইনি এক জন কুফা নগরনিবাসী সহচর ছিলেন। ইহা কর্ত্তৃক বিবৃত একটিমাত্র হদিস পাওয়া যায়।

† এয়মন দেশের অন্তর্গত এক নগরের নাম হজর এবং সমুদায় বহরয়ণ প্রদেশকেও হজর বলে। অপিচ মদিনার সন্নিহিত এক পল্লীর নামও হজর।

‡ হজরত চারি দরম মূল্যে বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। তিনি দরিদ্র বস্ত্রবিক্রেতার প্রতি দয়া করিয়া নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কিছু অধিক অর্থ তাহাদিগকে দিয়াছিলেন।

§ সম্ভবতঃ উহা উষ্ট্রের মূল্য ছিল। হজরত কোন প্রবাসযাত্রা হইতে মদিনায় ফিরিয়া আসিবার সময় জাবের হইতে তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রাপ্য মূল্য অপেক্ষা জাবেরকে তিনি কিছু অধিক দিয়াছিলেন।

‖ ইনি মখজুম পরিবারের অন্তর্গত কোরেশদলের মধ্যে গণ্য মান্য সহচর ছিলেন। ইঁহার অতিশয় রূপলাবণ্য ছিল। ইহার পিতাও সহচর ছিলেন।

¶ মূলগ্রন্থে ও ভাষ্যে চারি সহস্র মাত্র লিখিত। বোধ হয় চারি সহস্র মুদ্রা হইবে

$ ইনি এক জন সহচর ছিলেন, হেজরী ৭০ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আমার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, তাহা তাহাদের সম্বন্ধে ব্যয় করি। তখন প্রেরিতপুরুষ আমাকে বলেন, "যদি তোমার ভ্রাতা ঋণগ্রস্ত থাকে, তবে তাহা পরিশোধ কর।" অবশেষে আমি যাইয়া তাহা পরিশোধ করিলাম, তৎপর ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, প্রেরিতপুরুষ, আমি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছি। কেবল একজন স্ত্রীলোকের দুই দিনারমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহার কোন সাক্ষী নাই। তিনি বলিলেন, "তাহাকে তাহা দান কর, সে সত্যবাদী।"—আহ।

জহশের পৌত্র আবদোল্লার পুত্র মোহম্মদের উক্তি *;—আমরা মস্‌জেদের সেই প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট ছিলাম যে স্থানে জনাজা সকল স্থাপিত হয়, এবং প্রেরিতপুরুষ আমাদের মধ্যে উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন হজরত আকাশের দিকে স্বীয় দৃষ্টি উন্নয়ন পূর্ব্বক স্বীয় হস্ত ললাট দেশে স্থাপন করিয়া দুই বার "সবহানাল্লা কি কঠিন ব্যাপার উপস্থিত" বলিলেন। আমরা সেই দিন ও রাত্রি নিঃশব্দে ছিলাম, শুভ ভিন্ন কিছুই দর্শন করি নাই। প্রাতঃকালে প্রেরিতপুরুষকে প্রশ্ন করিলাম, এমন কি দুষ্কর ব্যাপার ঘটিয়াছে? তিনি বলিলেন, "ঋণবিষয়ে ঘটিয়াছে। যাঁহার হস্তে মোহম্মদের জীবন তাঁহার শপথ, যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে (ধর্ম্মযুদ্ধে) নিহত হয় তদনন্তর জীবিত হইয়া উঠে, তৎপর ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নিহত হয়, তাহার পর বাঁচিয়া উঠে, এদিকে তাহার সম্বন্ধে ঋণ থাকে যে পর্য্যন্ত সেই ঋণ পরিশোধ না হয়, স্বর্গোদ্যানে সে প্রবেশ করিতে পারে না।"—আহ।

[শরাহ সোন্নতে ইহার অনুরূপ বিবৃত।]

দশম পরিচ্ছেদ।

পণ্যপুঞ্জে অংশি গ্রহণ ও কার্য্যভারার্পণ।

প্রথম অধ্যায়।

মাবদের পুত্র জোহরার উক্তি †;—ইহার পিতামহ হশামের পুত্র আবদোল্লা ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া খাদ্য শস্য ক্রয় করা উদ্দেশ্যে বিপণির দিকে যাইতেন, এব্‌ন জোবয়র ও এব্‌ন ওমর তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে বলিতেন, "আপনি আমাদিগকে অংশী করুন। যেহেতু ঐশ্বরিক তত্ত্ববাহক পুরুষ নিশ্চয় আপনার উদ্দেশ্যে

* ইনি এক জন বালক সহচর ছিলেন, হেজরী পঞ্চম সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা এক জন প্রধান সহচর ছিলেন।

† ইনি এক জন কোরেশবংশীয় বিশ্বস্ত অনুগামী সাধুপুরুষ ছিলেন। ইঁহার পিতামহ হশামের পুত্র আবদোল্লার সহচর ছিলেন।

কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছেন।" তখন তিনি তাঁহাদিগকে অংশী কা... । প্রায়ই তিনি এ টি ভারবাহী উষ্ট্রের বহনযোগ্য শস্যভার লাভ করিতেন এবং তাহা গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। হশামের পুত্র আবদোল্লাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার জননী। প্রেরিতপুরুষের নিকটে গিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার মস্তক আমর্শন করিয়া তাঁহার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি,—আন্সার পুরুষগণ হজরতকে বলিয়াছিলেন, "আপনি আমাদের ও আমাদিগের ভ্রাতৃগণের মধ্যে খোর্ম্মা তরু সকল ভাগ করিয়া দিন।" তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা নয়, তোমরা আমাদিগকে পারিশ্রমিক কার্য্যে নিযুক্ত কর, আমরা তোমাদিগকে ফলভোগে অংশী করিব।" তাঁহারা এই আজ্ঞা শ্রবণে "আমরা বাধ্য হইলাম" বলিলেন *।—বো।

আবুল্ জাদ বারকীর পুত্র আরওয়া †;—প্রেরিতপুরুষ তাঁহাকে একটি ছাগ পশু ক্রয় করিবার জন্য এক দিনার প্রদান করিয়াছিলেন। সে তাঁহার নিমিত্ত দুইটি ছাগ ক্রয় করেন; পরে তাহার একটি এক দিনারে বিক্রয় করেন, এবং একটি ছাগ পশু ও এক দিনারমুদ্রা সহ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন। তখন তিনি তাঁহার ক্রয়বিক্রয়-বিষয়ে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তিনি (অরওয়া) মৃত্তিকা ক্রয় করিলেও লাভ করিতেন।—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি;—হজরত বলিতেন "যে পর্য্যন্ত দুইজনের এক জন বিশ্বাস-ঘাতকতা না করে সে পর্য্যন্ত আমি উভয় অংশীর মধ্যবর্ত্তী, যখন বিশ্বসঘাতকতা হয় তখন আমি উভয়ের মধ্য হইতে চলিয়া যাই।"—আবুদা।

["এবং শয়তান আগমন করে।" রজিন অতিরিক্ত এই কথা বলিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি;—প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অর্থবিষয়ে

---

* মদিনানিবাসী আন্সারগণ, মক্কা হইতে আগত মদিনাপ্রবাসী মোহাজ্জের দল পরস্পর এক এক দলের এক এক জন করিয়া হজরত কর্ত্তৃক ভ্রাতৃসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। মোহাজ্জেরগণ এইরূপ ভ্রাতৃসূত্রে আনসারদিগের সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যে সকল আন্সারের অধিক পত্নী ছিল, তাঁহারা তাঁহাদের কোন একটীকে তালাক দিয়া (বর্জ্জন করিয়া) মোহাজ্জের ভ্রাতার পত্নিত্বসূত্রেও বদ্ধ করিয়াছিলেন। আন্সারদিগের প্রধান সম্পত্তি খোর্ম্মা উদ্যান, তাহাও তাঁহারা মোহাজ্জের ভ্রাতাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে হজরত এই ব্যবস্থা করেন, মোহাজ্জেরগণ তোমাদের খোর্ম্মাতরুর বৃদ্ধির জন্য বারিসিঞ্চনাদি কার্য্য করিয়া পরিশ্রম করিবে, পারিশ্রমিকরূপে ফলের অংশী হইবে। খোর্ম্মা বিটপী বিভাগ করার প্রয়োজন নাই।

†. ইনি এক জন সরচর ছিলেন। ওমর ফারুক স্বীয় নেতৃত্বকালে ইঁহাকে কুফা নগরে কাজির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তোমার ভ্রাতার বিশ্বস্ততা পালন করে তুমি তাহার সম্বন্ধে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিও, যে জন তোমার সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি তাহার সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতক হইও না।"—তর, আবুদা, দার।

জাবেরের উক্তি;—আমি খয়বরের দিকে যাত্রা করিতে ইচ্ছু হইয়া হজরতের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলাম, আমি খয়বরাভিমুখে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, "তুমি আমার উকিলকে (কর্ম্মকর্ত্তাকে) যখন পাইবে, তখন তাহা হইতে পনের ওসক (ফল বা শস্ত) গ্রহণ করিও, এবং সেই উকিল যদি তোমার নিকটে কোন নিদর্শন চাহে, তবে তুমি তাহার কণ্ঠস্থলে হস্তক্ষেপ করিও।"—আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

সোহয়বের উক্তি *;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তিনটি ব্যাপারে কল্যাণ। (১) নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিক্রয় করা (যাহাতে মূল্যদান সহজ হইবে)। (২) পরস্পরকে ঋণ দান করা, (৩) নিজ গৃহের জন্য যবান্নের সঙ্গে গোধূম খাদ্য মিশ্রিত করা, বিক্রয়ের জন্য নয়"।—এবনমা।

হেজামের পুত্র হকিম;—প্রেরিতপুরুষ একটি মুদ্রা (দিনার) সহ তাঁহাকে একটী কোরবাণীর উষ্ট্র ক্রয় করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এক মুদ্রার এক পুংমেষ ক্রয় করিয়া দুই মুদ্রায় তাহা বিক্রয় করিয়াছিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া এক মুদ্রায় কোরবাণীর উষ্ট্র ক্রয় করেন। অবশেষে তৎসঙ্গে সেই মুদ্রা যাহা অপর পশু বিক্রয়ে লাভ হইয়াছিল তাহা উপস্থিত করিয়াছিলেন। তখন প্রেরিতপুরুষ মুদ্রাটী সদকাস্বরূপ দান এবং তাহার বাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।—তর, আবুদা।

---

* ইনি এক জন রোমদেশীয় প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। ৩০ জনের কিঞ্চিদধিক লোক এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর সোহয়ব এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে ইনি এস্‌লামধর্ম্মের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। হজরত মদিনায় চলিয়া গেলে পর সোহয়বও মদিনায় যাইয়া স্থিতি করেন। হজরত বলিয়াছেন, "আরবনিবাসী আমি, রোমনিবাসী সোহয়ব ও পারস্যনিবাসী সোলমান, এবং আফ্রিকানিবাসী বেলাল আদি এস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী।" সোহয়বের বহু সদ্‌গুণ ছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্যায় ও ক্রমশঃ গ্রহণ।

প্রথম অধ্যায়।

জয়দের পুত্র সয়িদের উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ ভূমি অন্যায়রূপে গ্রহণ করে, কেয়ামতের দিনে উহার অনুরূপ সাত খণ্ড ভূমি-পর্য্যন্ত তাহার গলদেশে স্থাপন করা হইবে।"—উভয়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন,"কোন ব্যক্তি যেন কাহারও গৃহপালিত পশুকে তাহার অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে। তোমাদের কেহ কি ভাল বাসে যে, সে ভাণ্ডারগৃহে উপস্থিত হয় তখন তাহার ভাণ্ডারগৃহ ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং তাহার খাদ্য সামগ্রী সকল স্থানান্তরে বিক্ষিপ্ত করা হয়। তাহাদিগের গৃহপালিত পশুর স্তন তাহাদের জন্য তাহাদের খাদ্যসামগ্রীর ভাণ্ডারস্বরূপ, এতদ্ভিন্ন নহে।"—মো।

আনসের উক্তি ;—সুসমাচারবাহক নিজের কোন ভার্য্যার নিকটে ছিলেন, তখন অপর কোন পত্নী একটি ভোজ্য পাত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে ভোজ্য সামগ্রী ছিল। হজরত যাহার গৃহে ছিলেন,তিনি (ভোজ্য বাহিকা) দাসীর হস্তে আঘাত করেন, তাহাতে ভোজ্যপাত্র পড়িয়া যায়, এবং ভগ্ন হয়। পরে সংবাদবাহক ভগ্ন অন্নপাত্রের অংশ সকল একত্রিত করেন। তদনন্তর যে ভোজ্যজাত সেই ভোজ্যপাত্রে ছিল। তাহা তন্মধ্যে সংগ্রহ করিতে থাকেন, এবং বলিতে থাকেন, "ছি! তোমাদের মাতার সম্বন্ধে লজ্জা!!" তৎপর তিনি যাহার গৃহে ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে ভোজ্যপাত্র উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত পারচারিকাকে যাইতে দিলেন না। পরে যাঁহার ভোজ্যপাত্র ভগ্ন হইয়াছিল, তাঁহার নিকটে ভাল ভোজ্যপাত্র পাঠাইয়া ছিলেন, এবং যিনি ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহে উক্ত ভগ্নপাত্র রক্ষা করিলেন।—বো।

এজদের পুত্র আবদোল্লার উক্তি † ;—প্রেরিতপুরুষ সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে এবং তদনুরূপ কার্য্য (কর্ণ নাসিকাদি ছেদন) করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—বো।

জাবেরের উক্তি ;—হজরতের জীবদ্দশায় তাঁহার পুত্র এব্রাহিমের মৃত্যুর দিবস সূর্য্য গ্রহণ হইয়াছিল। তিনি মণ্ডলীসহ দুই রকাত নমাজ ছয় রকু ও চারি সেজ্‌দা

---

* ইনি ওমর ফারুকের ভগিনীপতি ছিলেন।

† ইনি একজন আন্‌সার দলভুক্ত সহচর ছিলেন হোদয়বিয়ার ব্যাপারে উপস্থিত ছিলেন; ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এব্‌ন জোবয়রের নেতৃত্বকালে আবদোল্লা কুফা নগরে আসিয়াছিলেন।

যোগে সম্পাদন করিয়াছিলেন, এবং বলিলেন, "এমন কিছুই নাই যে, প্রকৃতপক্ষে আমি যাহা নিজের এই নমাজে দর্শন করিলাম, তদ্ভিন্ন তোমাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করা হইবে। বস্তুতঃ নরকানল আনীত হইয়াছিল; তোমরা যখন আমাকে দেখিতে ছিলে, তখন ইহা ঘটিয়াছিল। আমাতে বা তাহার উত্তাপ পঁহুছে এই ভয়প্রযুক্ত আমি তন্মধ্যে এক জন মেহজ্জানধারীকে স্বীয় অস্ত্র সকল অনল মধ্যে আকর্ষণ করিতেছে অবস্থায়, দর্শনকরা পর্য্যন্ত পশ্চাৎপদ হইতেছিলাম *। সে হাজীদিগের দ্রব্যজাত মেহজ্জান-যোগে চুরি করিত। পরে যদি তাহাকে জ্ঞাপন করা হইত সে বলিত, বস্তুতঃ মেহজ্জানে উহা সংলগ্ন হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন নহে। যদি এ বিষয়ে উপেক্ষা করা যাইত, তবে সে তৎসহ পলায়ন করিত। এক জন মার্জ্জারকর্ত্রী নারীকেও দেখিয়াছি যে, সে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিত, সে তাহাকে কিছুই আহার দিত না, এবং ছাড়িয়া দিত না যে, সে কোন ভূচর জন্তুকে ভক্ষণ করে। এত দূর হইল যে ক্ষুধায় তাহার মৃত্যু ঘটিল। তৎপর স্বর্গোদ্যান উপস্থিত করা হইল। তোমরা যখন আমাকে দেখিতেছিলে যে অগ্রসর হইতেছি, স্বীয় দণ্ডায়মান ভূমিতে দণ্ডায়মান হওয়া পর্য্যন্ত সত্য সত্য আমি নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলাম, এবং তাহার ফল গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলাম যেন তোমরা তৎপ্রতি লক্ষ্য কর। তৎপর তাহা না করা আমি উপলব্ধি করিলাম।"—মো।

কতাদার উক্তি †;—আমি আনসকে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, মদিনার ভয় (দস্যুভয়) উপস্থিত হইয়াছিল। তখন প্রেরিত মহাপুরুষ আবু তলহা আন্‌সারী হইতে অশ্ব চাহিয়া লন। উহার নাম মন্দুব ছিল। পরে তিনি আরোহণ করেন, অবশেষে যখন ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, "আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নিশ্চয় আমি ইহাকে (এই অশ্বকে) সাগরে যাইবার যোগ্য পাইয়াছি ‡।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয়দের পুত্র সয়িদের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মৃত ভূমিকে

* একটী দীর্ঘ দণ্ডের অগ্রভাগে বড়শীর আকার বক্র লৌহখণ্ড সংলগ্ন থাকে। উহা দ্বারা চোর দূর হইতে দ্রব্যজাত টানিয়া আনিয়া চুরি করিতে পারে। এইরূপ যন্ত্রকেই মেহজ্জান বলে। ইহাকে চওগানও বলা যাইতে পারে।

† ইনি এক জন প্রসিদ্ধ অনুগামী ছিলেন।

‡ এই তুরঙ্গমটি ইতিপূর্ব্বে অতিশয় মন্দগতি ছিল; তৎপৃষ্ঠে হজরতের আরোহণের পর হইতে উহা অত্যন্ত দ্রুতগামী হয়, মন্দুব শব্দের অর্থ দ্রুতগামী। হজরত কর্ত্তৃকই উক্ত ঘোটক এই নাম প্রাপ্ত হয়।

সঞ্জীবিত করিয়া তোলে, উহা তাহারই হয়। অন্যায়াচারী তাহাতে স্বত্ববান্ নহে *।—আহ, তর, আবুদা।

[মালেক আরওয়া হইতে পরম্পরাগতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন]

আবু হোরয়রা রক্কাশীর উক্তি †;—তিনি স্বীয় পিতৃব্য হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "জানিও তোমরা অত্যাচার করিবে না, জানিও কোন ব্যক্তির ধন তাহার চিত্তের সন্তোষ ব্যতীত তাহা হইতে গ্রহণ করা হালাল নয়।"—শাবোল্ ইমানে বয়হকী এবং দার কোত্তনি তাঁহার গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন।

হোসয়নের পুত্র এম্‌রাণের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "এম্‌লামধর্ম্মে জলব ও জনব এবং শোগাব নাই ‡, অপিচ যে ব্যক্তি ধন লুণ্ঠন করে সে আমাদের দলস্থ নহে।"—তর।

এজিদের পুত্র সায়েব স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন §; তোমাদের কেহ যেন স্বীয় ভ্রাতার যষ্টি আমোদ উপহাস এবং বিতর্কচ্ছলে গ্রহণ না করে, অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতার যষ্টি গ্রহণ করিবে সে যেন তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দেয় ¶।"—তর, আবুদা।

[আবু দাউদের বিবৃতিতে—বিতর্কভাবে গ্রহণ পর্য্যন্ত আছে। যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করে, এই অংশ নাই।]

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ এবং কৃষিকর্ম্ম করিয়া ক্ষেত্রের উন্নতি করে তাহাতে তাহারই স্বত্ব হয়; যে পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষ এবং শস্য থাকে তাহাতে অন্যের অধিকার হইবে না।

† ইনি এক জন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন, বসোরা নিবাসীদিগের নিকটে ইঁহা কর্ত্তৃক হদিস প্রচার হইয়াছে। কেহ কেহ ইঁহাকে প্রামাণিক লোক বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

‡ জলব ও জনব এই দুই শব্দ ধাবন ব্যাপারে ও সদকা গ্রহণে প্রয়োজিত হয়। ধাবন ব্যাপারে জলব;—অন্য অশ্বারোহীকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য কোন অশ্বারোহীর অশ্ব চালনা অথবা স্বীয় অশ্বের পশ্চাদ্ভাগে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত রাখা যে সে ঘোটককে দ্রুত চলিবার জন্য প্রহার ও নিনাদ করিবে, জনব;—অপর ঘোটক সঙ্গে রাখা, যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করা হইয়াছে, উহা ক্লান্ত হইলে তাহা ছাড়িয়া সঙ্গের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দ্রুত চলা। সদকা বিষয়ে;—নিযুক্ত সদকাগ্রহী সদকা গ্রহণার্থ একস্থানে উপস্থিত হইয়া ধনাধিকারীকে সদকা দানের জন্য আহ্বান করেন, সদকাদাতা যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত না হইয়া সদকা গ্রহীতাকে ক্লেশ দান করেন। এ সকল নিষিদ্ধ। এক ব্যক্তি নিজের কন্যাকে এক জনের উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ করিয়া তাহার কন্যাকে কাবিন ব্যতীত বিবাহ করিল এই বিবাহ অসিদ্ধ; এই ব্যাপারকে সোগাব বলে।

§ ইনি এক জন বালক সহচর ছিলেন। হেজরী দ্বিতীয় সালে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইনি সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বীয় পিতার সঙ্গে হজ্জতোল্ অদায় উপস্থিত ছিলেন। নেতৃবর ওমর ইঁহাকে মদিনার বাজারে কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি ৮৬সালে মদিনানগরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

¶ যে যষ্টিযোগে অশ্ব উষ্ট্র শূকরাদি পশু তাড়ান হয়, এই স্থানে সেই যষ্টিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বৃদ্ধ ও অশক্ত লোকেরা যে যষ্টি হস্তে ধারণ করে, তাহা নয়।

সম্‌রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিজের ধন অবিকল কোন ব্যক্তির নিকটে প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহার সমধিক স্বত্ব। যে ব্যক্তি বিক্রয় করিয়াছে, ক্রেতা তাহার অনুসরণ করিবে *।"—আহ, আবুদা, নেসা।

সম্‌রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "(অন্যায় রূপে) যে কিছু গৃহীত হয় যে পর্য্যন্ত তাহা পরিশোধ না হয়, তাহারই (গ্রহীতারই) জেম্মায় থাকিবে।"—তর, আবুদা, অবনমা।

মোহরেরসার পৌত্র সাদের পুত্র হয়ামের উক্তি †;—আজেবের পুত্র বরায়ের উষ্ট্র এক উদ্যানে প্রবেশ করিয়া অপচয় করিয়াছিল। প্রেরিতপুরুষ, দিবাভাগে তাহা সংরক্ষণ করিবার জন্য উদ্যান-স্বামীর প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, এবং রাত্রিতে চতুষ্পদ জন্তু কিছু ক্ষতি করিলে পশুর স্বামী তদ্বিষয়ে দায়ী, এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন।—মালে, আবুদা, এবনমা।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "চরণ ও অনল গণনীয় নহে ‡।"—আবুদা।

সম্‌রা হইতে হসন বসোরার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যদি তোমাদের কেহ, কোন গৃহপালিত পশুর নিকটে উপস্থিত হয় তখন উহার সন্নিকটে উহার অধিপতি থাকিলে যেন তাহার অনুমতি প্রার্থনা করে, উহার নিকটে না থাকিলে, তিন বার যেন শব্দ করে, কেহ সেই শব্দের উত্তর দান করিলে, তাহার নিকটে যেন অনুমতির প্রার্থী হয়, কেহ উত্তর দান করিলে যেন দুগ্ধ দোহন ও পান করে, কিন্তু লইয়া যেন না যায়।"—আবুদা।

এবন ওমরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন; "কেহ উদ্যানে ফল ভক্ষণ কালে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া যেন গ্রহণ না করে।"—তর, এবনমা।

[তরমোজী এই হাদিসকে গারিব বলিয়াছেন।]

সফওয়ানের পুত্র ওম্মিয়া পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, "প্রেরিতপুরুষ হোনয়নের সংগ্রাম দিবসে তাহার (সফওয়ানের) নিকটে কয়েক বর্ম্ম চাহিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "হে মোহম্মদ; তুমি কি বল পূর্ব্বক লইবে?" তিনি বলিলেন, "বরং ধারে লইলাম, ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে ¶।"—আবুদা।

* অর্থাৎ বিক্রেতা হইতে ক্রেতা চেষ্টা যত্ন করিয়া তাহা গ্রহণ করিবে।

† ইনি এক জন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন। পিতা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন [illegible] সালে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

‡ অর্থাৎ গৃহপালিত পশু কর্ত্তৃক পদদলিত হইয়া কিছু নষ্ট হইলে, এবং রৈবাৎ অগ্নিসংযোগে কিছু দগ্ধ হইলে তাহা দোষরূপে গণ্য নহে।

¶ সেই সময়ে সফওয়ান এস্‌লামধর্ম্মের বিরোধী অংশিবাদী ছিলেন। পরে তিনি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সফওয়ান হজরত হইতে বহু অর্থ সম্পত্তি পাইয়া বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন।

আবু ওমামার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, আরিয়া-গ্রহণে প্রতিদান ও প্রত্যর্পণ করা হয় *, ঋণ পরিশোধ্য, প্রতিভূকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে বা সম্পত্তি উপস্থিত করিতে হয়।—তর, আবুদা।

ওমর গফ্ফারীর পুত্র রাফেয়ার উক্তি † ;—আমি বাল্য কালে আন্‌সার দিগের খোর্ম্মা বৃক্ষে ঢিল ছুড়িতাম। পরে আমি প্রেরিতপুরুষের নিকটে আনীত হই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তুমি কেন খোর্ম্মা তরু সকলের উপর ঢিল ছুড়িয়া থাক?" আমি বলিয়াছিলাম, খোর্ম্মা ভক্ষণ করিয়া থাকি। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রস্তর ছুড়িও না, তরুমূলে যাহা পতিত থাকে তাহা কুড়াইয়া ভক্ষণ করিও।" তৎপর তিনি আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর, তুমি ইহার উদরকে পূর্ণ করিয়া রাখ।"—তর, আবুদা, এব্‌নমা।

[এ বিষয়ে শোয়বের পুত্র ওমরের হদিস অচিরে উল্লিখিত হইবে।]

তৃতীয় অধ্যায়।

স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া সালেমের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ ভূমি অন্যায়রূপে গ্রহণ করে পুনরুত্থানের দিনে সপ্ততল ভূমি পর্য্যন্ত তাহাকে প্রোথিত করা হইবে।"—বো।

মোর্‌রার পুত্র ইয়ালীর উক্তি ‡ ;—প্রেরিতপুরুষকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে ভূমি গ্রহণ করে, পুনরুত্থানভূমিতে তাহাকে উহার মৃত্তিকা বহন করিবার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।"—আহ।

ইয়ালীর উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে কোন ব্যক্তি অর্দ্ধ হস্ত ভূমি অন্যায় রূপে গ্রহণ করে পরমেশ্বর সপ্ত ভূমির নিম্নতল প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহা খনন করিতে তাহাকে বাধ্য করেন, তদনন্তর পুনরুত্থানের দিনে লোকের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার হওয়া পর্য্যন্ত উহাকে তাহার কণ্ঠ বন্ধনী করিয়া রাখেন।"—আহ।

* গাভী ছাগ উষ্ট্রাদি পশু সম্বন্ধেই আরিয়া হইয়া থাকে। যে কোন ব্যক্তিকে সে সকল প্রদত্ত হয় সে লইয়া গিয়া তাহাদের দুগ্ধ পান করে ও রোম দ্বারা উপকৃত হয়। কৃষিক্ষেত্র এবং উদ্যানসম্বন্ধেও আরিয়া প্রচলিত। কেহ ক্ষেত্রও উদ্যান গ্রহণ করিয়া কৃষি কর্ম্ম ও বৃক্ষাদি প্রতিপালন করে, পরে ক্ষেত্রস্বামী বা উদ্যানস্বামীকে ক্ষেত্র বা উদ্যান প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে।

† তিনি একজন চিহ্নিত সহচর ছিলেন, কুফায় ও বসোরা নগরে বাস করিয়াছিলেন, হোদয়বিয়া, খয়বর এবং হোনয়ন ও তায়েফবিজয়ে ইনি যোগদান করিয়াছিলেন।

‡ ইনি এক জন সহচর ছিলেন, মক্কাবিজয়ের সময় হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। পরে তিনি কুফানগরে যাইয়া স্থিতি করেন, খোরাসান প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, কুফাতে পরলোক প্রাপ্ত হন। কুফায় তাঁহার কবর বিদ্যমান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অবিভক্ত বস্তুকে চিহ্নিত করা।

প্রথম অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—যে সকল ভূমি বিভক্ত হয় নাই, প্রেরিতপুরুষ তাহার প্রত্যেক কে প্রমাণানুসারে চিহ্নিত করিয়াছেন, পরে যখন সীমা নির্দ্ধারিত ও বিভিন্ন পথ হইয়াছে তখন আর চিহ্ন রক্ষা হয় নাই ;—বো।

জাবেরের উক্তি ;—বিভক্ত হয় নাই এমন শরিকী ভূমি সকলের বাস ভূমি বা উদ্যানের প্রত্যেকটি চিহ্নিত করিতে প্রেরিতপুরুষ আদেশ করিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত নিজের অংশীকে জ্ঞাপন করা না হয় সে পর্য্যন্ত বিক্রয় করা-ইচ্ছামত গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা তাহার (ভূস্বামীর) পক্ষে বিধেয় নহে। যদি সে তাহাকে (অংশীকে) জ্ঞাপন না করিয়া বিক্রয় করে তবে সে (অংশী) তাহাতে সমধিক স্বত্ববান্ হইবে।"—মো।

আবু রাফেয়ার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "প্রতিবেশীর পক্ষেই নৈকট্য, (তাহার সংলগ্ন স্থান) চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "প্রতিবেশী স্বীয় প্রতিবেশীকে যেন তাহার প্রাচীরে (কোন ক্ষতি না হইলে) কাষ্ঠ খণ্ড গ্রথিত করাইতে বারণ না করে।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "কোন বস্তু সম্বন্ধে তোমাদের পরস্পর বিরোধ ঘটিলে, তোমরা ভূমিকে সাত গজ পরিসর করিও *।—মো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হোরয়সের পুত্র সয়িদের উক্তি ;—আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গৃহ বা ভূমি বিক্রয় করে, তন্মূল্য তাহার অনুরূপ ব্যাপারে ব্যয় করা ব্যতীত তাহার সম্বন্ধে উহা ফল লাভের যোগ্য হইবে না †।—এবনমাজা।

---

* অর্থাৎ বাসভূমির অন্তর্গত বস্তু বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটে, অন্য পরিবারের অধিকৃত ভূমি যদি তাহার অন্তর্গত হয়, এবং তাহারা তাহাতে গৃহনির্ম্মাণ করিতে চাহে, কিয়ৎপরিমাণ ভূমিলাভে ঐক্য স্থাপন করিলে ভাল, বিরোধ করিলে সাত গজ পরিমাণ পর্য্যন্ত ভূমি ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত।

† অর্থাৎ গৃহ বা ভূমি ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে অলঙ্কার ও তৈজস পত্রাদি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। অন্য কোন রূপ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা বিধেয়।

আবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যখন দুই প্রতিবেশীর একটি পথ হয় যদি এক জন অনুপস্থিত থাকে, তথাপি প্রতিবেশী স্বীয় প্রতিবেশিত্বের স্বত্ব পাইবার যোগ্য।—সাহ, তর, আবুদা, এবনমা, দার।

এবন আব্বাসের উক্তি ,—হজরত বলিয়াছেন, "অংশীই প্রতিবেশী, প্রত্যেক বস্তুতে প্রতিবেশিত্ব হয় *।"—তর।

[তরমোজী বলিয়াছেন, বস্তুতঃ এই হদিস হজরত সম্বন্ধে আবুমলিকা হইতে পরম্পরাক্রমে বিবৃত হইয়াছে, ইহা অতি প্রামাণ্য।]

হবয়শের পুত্র আবদোল্লার উক্তি †;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি একটি বদরী তরু ছেদন করে পরমেশ্বর তাহার মস্তক নরকানলে অধোভাবে স্থাপন করেন।"—আবুদা।

[আবু দাউদ বলিয়াছেন, এই হদিস সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত এই যে, প্রান্তরে পথিকগণকে ও পশুযুথকে ছায়া দান করে, যাহাতে অন্য জনের স্বত্ব বিদ্যমান, এমন বদরীদ্রুম যে ব্যক্তি অত্যাচার ও অন্যায়পূর্ব্বক ছেদন করে, পরমেশ্বর তাহার মস্তক অধোভাবে নরকানলে স্থাপন করেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

অফানের পুত্র ওস্মানের উক্তি ;—যখন কোন ভূমির সীমা নির্দ্ধারণ হয়, তখন আর তাহাতে প্রতিবেশিত্ব থাকে না, কূপে প্রতিবেশিত্ব এবং পুং খোর্ম্মাতরুতে প্রতিবেশিত্ব নাই ‡।—মালে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তরুরাজি ও ভূমি হস্তান্তরে সমর্পণ।

প্রথম অধ্যায়।

ওমর ফারুকের পুত্র আবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ খয়বরের খোর্ম্মা তরু ও ভূমি খয়বরবাসী ইহুদিদিগের হস্তে এই শর্ত্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা নিজে-

---

* অর্থাৎ গৃহ, বসতভূমি ও উদ্যানাদি প্রত্যেক বস্তুতেই প্রতিবেশীর অংশিত্ব থাকিতে পারে।

† ইনি একজন সহচর ছিলেন। হেজাজ প্রদেশে ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

‡ ভূমি সম্বন্ধেই প্রতিবেশিত্ব অর্থাৎ অংশিত্ব থাকে। কূপ বা ফলহীন পুং খোর্ম্মাসম্বন্ধে তাহা হয় না।

দের অর্থপ্রয়োগ করিয়া তাহাতে কার্য্য করিবে, তাহার ফলের অর্দ্ধাংশে প্রেরিতপুরুষের স্বত্ব থাকিবে।—মো।

[বোখারীর বিবৃতিতে এই রূপ ;—তিনি খয়বরের ইহুদিদিগকে ক্ষেত্রদান করিয়াছিলেন, যেন তাহারা তাহাতে কাজ করে ও কর্ষণাদি করে, উহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে অর্দ্ধাংশ তাহাদের থাকিবে।]

উক্ত আবদোল্লার উক্তি ;—যে পর্য্যন্ত না খদিজের পুত্র রাফেয়া হজরত নিষেধ করিয়াছেন, এরূপ জানিতে দিয়াছিল সে পর্য্যন্ত আমরা মখাবেরা করিতে ছিলাম, তাহাতে আশঙ্কা করি নাই। পরে আমরা সে জন্য (নিষেধ জন্য) উহা পরিত্যাগ করি *।—মো।

করসের পুত্র হন্তলার উক্তি †;—তিনি খদিজের তনয় রাফেয়া হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, "আমার দুই পিতৃব্য আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তাঁহারা হজরতের জীবদ্দশায় কৃষককে এই শর্ত্তে ভূমি ইজারা দিতেন যে, ক্ষুদ্র প্রণালী সকলের পার্শ্বে এবং ভূস্বামী যাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে সেই ভূমি খণ্ডের উপর যেন কৃষিকর্ম্ম করে। পরে হজরত আমাদিগকে এ বিষয়ে নিষেধ করিয়াছিলেন। তখন আমরা রাফেয়াকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কেমন করিয়া দরহম ও দিনার যোগে ইহা হইত? তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহাতে কোন দোষ নাই। যে বিষয়ে নিষেধ করা হইয়াছিল হালাল ও হারামবিষয়ে অভিজ্ঞ লোক তন্মধ্যে যে আশঙ্কা আছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে তাহাতে সম্মতি দান করেন না।"—উভয়।

খদিজের পুত্র রাফেয়ার উক্তি ;—আমরা অধিকাংশ মদিনানিবাসী শস্যক্ষেত্র মহাকলারূপে হস্তান্তরে ন্যস্ত করিতাম, আমাদের অন্তর্গত একজন ভূমি ইজারা দিতেন ও বলিতেন, "এই খণ্ড আমার এবং উহা তোমার হইল। পরে এরূপ অনেক ঘটিয়াছে যে, এই ভূমি ভিন্ন করা হইয়াছে উহা ভিন্ন করা হয় নাই। অবশেষে প্রেরিতপুরুষ তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন।—উভয়।

দিনারের পুত্র ওমরের উক্তি ‡;—আমি করসানের তনয় তাউসকে বলিয়াছিলাম, § ; যদি তুমি মখাবরা পরিত্যাগ করিতে ভাল ছিল $; কেননা তাঁহারা সকলে মনে

---

* মখাবেরা, মহাকেলা ও মজারেয়া করা বিষয় এই ক্রয় বিক্রয় প্রকরণের পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

† ইনি একজন মদিনাবাসী সুবিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

‡ ইনি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন।

§ ইনি একজন ধর্ম্মনেতা পরম সাধু ও সুপণ্ডিত অনুগামী ছিলেন, চল্লিশ বার হজ ক্রিয়া করিয়াছিলেন, এবং এবন আব্বাসের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

$ খয়বর বাসীদিগের সঙ্গে হজরত যে ভাবে ভূমির আদান প্রদান করিয়াছিলেন তাহার নাম মখাবরা।

করেন যে প্রেরিতপুরুষ উহা নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "হে ওমর, আমি তাহাদিগকে দান করিয়া তাহাদিগের সাহায্য করিয়া থাকি, আমি তাহাদের অপেক্ষা সমধিক জ্ঞাত।" (এব্‌ন আব্বাস) আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, "প্রেরিতপুরুষ তদ্বিষয়ে নিষেধ করেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন, যদি তোমাদের কেহ স্বীয় ভ্রাতাকে তদ্দ্বারা উপকৃত করেন তদ্বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট উপস্বত্ব গ্রহণাপেক্ষা তাহার পক্ষে কল্যাণ।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির ভূমি আছে সে যেন তাহাতে কৃষিকর্ম্ম করে, অথবা যেন (কর্ষণকার্য্যনিমিত্ত) স্বীয় ভ্রাতাকে দান করে, যদি সে অসম্মত হয় তবে যেন স্বীয় ভূমি সংরক্ষণ করিতে থাকে।"—উভয়।

আবু ওমামা;—তিনি লাঙ্গল ও কৃষিকার্য্যসম্বন্ধীয় কোন বস্তু দেখিয়া বলিয়াছিলেন, প্রেরিতপুরুষকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, ইহা এমন কোন দলের গৃহে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইবে না, যাহাদিগকে ঈশ্বর দুর্দ্দশাপন্ন করিবেন না *।"—বো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাফেয়ের তনয় রাফেয়ার উক্তি;—সুসমাচারপ্রচারক বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ভূমিতে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত কৃষিকর্ম্ম করে সেই কৃষিকার্য্যের কিছুই তাহার প্রাপ্য নহে। তাহার পারিশ্রমিক মাত্র তাহার প্রাপ্য।"—তর, আবুদা।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

মোসলমের পুত্র কয়সের উক্তি†;—এমাম বাকের হইতে তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, জাবের বলিয়াছেন, "আমরা মোহাজেরগণ তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশ লভ্য ব্যতীত মদিনাতে কৃষিকর্ম্ম করি নাই। আমি, সাদ, এব্‌নমালেক, আবদোল্লা এব্‌ন মস্‌উদ, ওমর এব্‌ন আবদোল্ আজিজ এবং কাসেমসহ কৃষিকর্ম্মকর্ত্তা ছিলাম। আমি কৃষিকার্য্যে আবদোর্ রহমাণ এব্‌ন আজিজের অংশী থাকিতাম।

* অর্থাৎ যাহারা কৃষি কার্য্যে হলচালনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে অপটু হইয়া থাকে, সাহস বীর্য্যহীন হইয়া দুরবস্থায় কাল যাপন করে।

† ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন, এমাম মোহম্মদ বাকের এবং আলি মোর্ত্তজা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এজারা বা পারিশ্রমিক দান।

প্রথম অধ্যায়।

মোগফ্‌ফলের পুত্র আবদোল্লার উক্তি *;—জোহাক আনসারীর পুত্র সাবেত বলিয়াছেন † যে, প্রেরিতপুরুষ কৃষিকর্ম্ম করিতে নিষেধ, ইজারা দানে (কৃষিকর্ম্ম চালাইতে) আদেশ করিয়াছেন, এবং তিনি বলিয়াছেন, "ইহাতে কোন আশঙ্কা নাই।"—মো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ শোণিতের অল্পতাবিধান করিয়াছিলেন, হজ্জামকে (শোণিতনিঃসারককে) তাহার পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন, এবং মউতনামক নাসা রোগের ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ছাগ পশু চরান নাই এমন নবি (সুসমাচারপ্রচারক) পরমেশ্বর প্রেরণ করেন নাই।" তখন তাঁহার সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনিও কি ?" তাহাতে তিনি বলেন, "হাঁ আমিও। মক্কা বাসী দিগের জন্য আমি করারিতে ছাগচারণ করিয়াছি ‡।"—বো।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের এইরূপ বাক্য যে, "আমি পুনরুত্থানের দিনে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিব ; ১, যে ব্যক্তি আমার নামে শপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়া পরে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে। ২, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য ভোগ করিয়াছে; ৩, যে ব্যক্তি কোন শ্রমজীবীকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহা হইতে অবসর দান করিয়াছে, পরে তাহার পরিশ্রমিক দান করেন নাই।"—বো।

---

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, মদিনাতে বাস করিয়াছিলেন, পরে বসোরাতে চলিয়া যান, সেস্থানে হেজরী ৬০ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বসোরানিবাসী সাধু হসন বলিয়াছেন, বসোরা নগরে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক কেহ আগমন করেন নাই।

† ইনি একজন সহচর ছিলেন, হেজরি ৩ সালে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইনি বহুকাল বসোরাতে বাস করিয়াছিলেন। ৭০ সালে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল।

‡ কেহ কেহ বলেন মক্কা নগরের অন্তর্গত স্থান বিশেষের নাম করারিত, হজরত মক্কাবাসিগণ হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে ছাগ চারণ করিতেন। আরব্য কিরাত শব্দের বহুবচনে করারিত হয়। উহা মুদ্রাবিশেষ, চারি রতি পরিমাণে এক দাঙ্গ, অর্দ্ধ দাঙ্গে এক কিরাত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, হজরত মক্কাবাসিগণ হইতে পারিশ্রমিক স্বরূপ বহু কিরাত গ্রহণ করিয়া তাহাদের ছাগযূথ চরাইতেন। এরূপ কার্য্যে প্রেরিতপুরুষদিগের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও দয়াবৃত্তি এবং নির্জ্জনতা-সম্ভোগ হয়। নরপালদিগকেও রাখাল বলা বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা নরবৃন্দরূপ পশু যূথের রক্ষক।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—হজরতের সহচরবর্গের অন্তর্গত কতিপয় ব্যক্তি এক জলাশয়ের কূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই স্থানে কতকগুলি লোক স্থিতি করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বৃশ্চিকদষ্ট বা সর্পদষ্ট ছিল। তখন জলাশয়ের তীরবর্ত্তী লোক দিগের এক ব্যক্তি তাঁহাদের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তোমাদের মধ্যে কি বিষ-বৈদ্য কেহ আছে? সত্যই জলাশয়ের কূলবর্ত্তী এক ব্যক্তি সর্পদষ্ট বা বৃশ্চিকদষ্ট হইয়াছে।" তখন তাঁহাদের এক জন যাইয়া কতকগুলি ছাগ পশু দান করিবে, এই পণে কোরাণের ফাতেহ সুরা পড়িয়াছিলেন, তাহাতে রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। পরে তিনি ছাগযুথসহ ফিরিয়া আসেন। সহচরগণ ইহা অনুচিত মনে করিয়া বলিলেন, "ঐশ্বরিক গ্রন্থসম্বন্ধে নিশ্চয় তুমি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছ।" পরে তাঁহারা মদিনায় উপস্থিত হইয়া হজরতকে বলিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, ঐশ্বরিক গ্রন্থসম্বন্ধে এ ব্যক্তি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছে।" তিনি বলিয়াছিলেন, "যে সকল বিষয়ে তোমরা পারিশ্রমিক গ্রহণ কর সে সকল বিষয়ের মধ্যে ঐশ্বরিক গ্রন্থ সমধিক উপযুক্ত।"—বো।

[অন্যতর বিবৃতিতে এইরূপ ব্যক্ত, "পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছ, ঠিক হইয়াছে। বিভাগ করিয়া লও, এবং তোমাদের সঙ্গে আমাকেও অংশী কর।"]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সল্‌তের পুত্র খারেজা স্বীয় পিতৃব্য হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন * ;—আমরা হজরতের নিকট হইতে যাত্রা করিয়া আরবের এক পল্লীতে উপনীত হইয়াছিলাম। তখন পল্লীর লোকেরা বলিয়াছিল, "আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে, তোমরা কল্যাণযুক্ত পুরুষের নিকট হইতে আসিয়াছ। তোমাদের নিকটে কি কোন ঔষধ বা মন্ত্র আছে? নিশ্চয় আমাদের নিকটে বন্ধীকৃত এক জন উন্মত্ত আছে।" আমরা হাঁ মন্ত্র আছে বলিয়াছিলাম। তখন তাহারা সেই বন্ধীকৃত উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আনয়ন করিল। আমি তিন দিবস প্রাতঃসন্ধ্যা তাহার উপর ফাতেহা পড়িয়াছিলাম, মুখে থুথু পূর্ণ করিয়া তৎপ্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, পরে তাহাতে সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইল, (আরোগ্য লাভ করিল।) তখন তাহারা আমাকে বিনিময় দান করিল। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষকে জিজ্ঞাসা না করা পর্য্যন্ত আমি পুরস্কার গ্রহণ করিব না। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনের শপথ, তুমি গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি অসত্য মন্ত্র উচ্চারণ করে সে দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি সত্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছ।"—আহ, আবুদা।

---

* ইনি এক জন অনুগামী ছিলেন, এবন মসউদ ও স্বীয় পিতৃব্য হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্য করিয়াছেন।

ওমর ফারুকের পুত্র অবদোল্লার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "শ্রমজীবী পুরুষকে তাহার গাত্রে ঘর্ম্ম শুষ্ক হওয়ার পূর্ব্বে তাহার পারিশ্রমিক দান করিও।"—এব্‌নমা।

আলি মোর্ত্তজার পুত্র হোসয়নের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন "অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেও পারিশ্রমিক প্রার্থীর পক্ষে স্বত্ব আছে।"—আহ, আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

নোদ্দরের পুত্র ওত্‌বার উক্তি ;—আমরা প্রেরিত পুরুষের নিকটে ছিলাম। তখন তিনি কসস সুরা মুসার বিবরণ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই ;•নিশ্চয় মুসা আট দশ বৎসর নিজের জীবনকে তাঁহার উদ্বাহবন্ধনের পবিত্রতা ও তাঁহার উদরান্নের উপর গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন * ;—আত, এবনন।

সামেতের পুত্র ওবাসার উক্তি † ;—আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, এক ব্যক্তি আমাকে একটি কার্ম্মুক উপহার দিয়াছে, যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ ও কোরাণ শিক্ষা দিয়াছি, সেই ব্যক্তি তাহাদের অন্তর্গত। কোদণ্ডসম্পত্তির মধ্যে গণ্য নহে। আমি তদ্‌যোগে ধর্ম্মযুদ্ধে শর নিক্ষেপ করিয়া থাকি। তিনি বলিলেন, "যদি তুমি নরকানলে নির্ম্মিত কণ্ঠবন্ধনী কণ্ঠে ধারণ করিতে ভালবাস তবে উহা গ্রহণ কর ‡।"—অবুদা, এব্‌নমা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মৃতভূমিকে জীবনদান ও তাহাতে জল সঞ্চারণ §

প্রথম অধ্যায়।

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন ; "যে ব্যক্তি ক্ষেত্রকে শস্যশালী করে,

---

* প্রেরিতপুরুষ মুসা এই রূপ পণে আবদ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন যে, দশ বৎসর বা আট বৎসর শ্বশুরালয়ে স্থিতি করিয়া শ্বশুরের মেষচারণা করিবেন। শ্বশুর তাঁহার উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিবেন। এই রূপে যে জীবন গচ্ছিত রাখা গিয়াছিল, তাহা তাঁহার বিবাহের কাবিনস্বরূপ ছিল।

† ইনি এক জন প্রধান সহচর ছিলেন

‡ ধর্ম্মপুস্তক শিক্ষাদান করিয়া তদ্বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা পাপ। নিষ্কামভাবে ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের শিক্ষাদান করিবে। ওবাদার ধনুক গ্রহণ পারিশ্রমিকস্বরূপ হইয়াছিল। মন্ত্রস্বরূপ কোরাণের সুরাবিশেষ কোন রোগীর উপর পড়িয়া রোগী হইতে কিছু গ্রহণ করা গর্হিত নহে।

§ তরুলতাবিহীন তৃণহীন পতিত ভূমি মৃতভূমি, কর্ষণ ও বারি সিঞ্চনাদি দ্বারা সেই ভূমিকে শস্যক্ষেত্রে বা উদ্যানে পরিণত করিলে উহা সজীব ভূমি হয়।

তাহা অন্য কাহারও নয়, সে তাহাতে সমধিক স্বত্ববান্।" ওরওয়া বলিয়াছেন, "নেতৃবর ওমর স্বীয় নেতৃত্বকালে এ বিষয়ে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।"—বো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—জস্‌সামার পুত্র সাব বলিয়াছেন, * ; আমি হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, "ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের জন্য ব্যতীত হমাভূমি অন্য কাহারও জন্য নয় †।"—বো।

'ওয়ামের পৌত্র জোবয়রের পুত্র ওরওয়ার উক্তি ‡ ;—জোবয়র আন্‌সার দলস্থ একব্যক্তির সঙ্গে প্রস্তরাকীর্ণ ভূমি হইতে জল সঞ্চারণের বিষয়ে বিরোধ করিয়াছিলেন। তখন প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন, "হে জোবয়র, নিজক্ষেত্রে জল সঞ্চারণ কর, তৎপর স্বীয় প্রতিবেশীর প্রতি জল প্রেরণ করিও।" তাহাতে আন্‌সারী বলিয়াছিল, "নিশ্চয় ইনি আপনার পিতৃ স্বস্রীয় হন।" তখন প্রেরিতপুরুষের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, তৎপর তিনি বলিলেন, "জোবয়র, তুমি (নিজক্ষেত্রে) জল সঞ্চারণ কর, তদনন্তর প্রাচীরের দিকে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত জল আবদ্ধ করিয়া রাখ।" আন্‌সারী কর্ত্তৃক ক্রোধোদ্দীপনের সময় হজরত স্পষ্ট আদেশ করিয়া উহার সমুদায় স্বত্ব জোবয়রের জন্য রক্ষা করিলেন। পূর্ব্বে তিনি উভয়ের সম্বন্ধে উপকার হওয়ার বিষয়েই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন —উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা অধিক জলে বাধা দিও না, তাহা করিলে অধিক সম্পত্তিতে বাধা দিবে $।"—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর কেয়ামতের দিনে তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিবেন না, এবং তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিবেন না। ১, যে তৃণ-বিক্রেতা তৃণের সম্বন্ধে শপথ করিয়া বলে যাহা (যে মূল্য) প্রদত্ত হইল, ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রদত্ত হইত, এদিকে সে মিথ্যাবাদী ; ২, যে ব্যক্তি আসরের পর (অপরাহ্ণে)

---

* ইনি এক জন সহচর ছিলেন, হেজাজ প্রদেশের লোকদিগের নিকটে হদিস প্রচার করিয়াছেন। এব্‌ন আব্বাস ইঁহা হইতে হদিস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনি আবুবেকর সদ্দিকের নেতৃত্বকালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† গৃহপালিত পশুযুথের বিচরণ জন্য ঘেরাও করা নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ডকে হমা বলে। পৌত্তলিকতার সময়ে আরবের দলপতিগণ নিজেদের পশুযুথের নিমিত্ত তৃণযুক্ত সজল ভূমি ঘেরিয়া রাখিতেন, কিন্তু হজরত এরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল নির্দ্দিষ্ট তুরঙ্গাদি পশু রক্ষিত হইবে, হমা কেবল সে সকলের বিচরণের জন্য থাকিবে।

‡ এক জন অনুগামী বিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন। মদিনা নগরের প্রসিদ্ধ সাত জন পণ্ডিতের অন্তর্গত ইনি পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইহার জননী আবুবেকর সদ্দিকের কন্যা আসমা, এবং পিতা জোবয়র হজরতের পিতৃ স্বস্রীয় ছিলেন। প্রেরিতপুরুষের পিতৃস্বসার নাম সফিয়া ছিল।

$ গৃহপালিত পশুযুথের জন্য প্রচুর ঘাসের প্রয়োজন। পর্য্যাপ্ত জল পাইতে বিঘ্ন হইলে পর্য্যাপ্ত ঘাস জন্মিতে পারে না।

মিথ্যা শপথ করে যেন তদ্দ্বারা কোন মোসলমান পুরুষের সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া লয় *; ৩, যে ব্যক্তি অধিক জল পাইতে বাধা দেয়। পরে সেই দিন পরমেশ্বর বলিবেন, 'তুমি যেমন অধিক জল পাইতে বারণ করিয়াছ, যাহা তোমার হস্ত গঠন করে নাই, তদ্রূপ আমি তোমাকে আমার অধিক কৃপা পাইতে নিবারণ করিতেছি।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সম্‌রা হইতে শ্রবণ করিয়া হসন বসোরীর উক্তি †;—প্রেরিতপুরুষ এইরূপ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন ভূমি প্রাচীরে বেষ্টন করে উহা তাহার হয়।"—আবুদা।

আবুবেকরসদ্দিকের কন্যা আসমার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ জোবয়রের জন্য খোর্ম্মা তরুরাজি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।—আবুদা।

এব্‌ন ওমরের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ জোবয়রকে তাঁহার অশ্ব চালনার পরিমাণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, পরে তিনি (জোবয়র) স্বীয় তুরঙ্গম স্থির হওয়া পর্য্যন্ত চালাইলেন, তদনন্তর আপন চাবুক নিক্ষেপ করিলেন। তখন হজরত বলিলেন, "চাবুক যে স্থানে পঁহুছিয়াছে, সেই স্থান পর্য্যন্ত ইহাকে দান কর।"—আবুদা।

ওয়াইলের পুত্র অল্‌কমা স্বীয় পিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ‡;—প্রেরিতপুরুষ তাঁহাকে হজরমৌতনামক নগরে এক খণ্ড ভূমি জায়গীরস্বরূপ দিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে মাবিয়াকে পাঠাইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "(পরিমাণ করিয়া) ইহাকে তাহা দান কর।"—তর, দার।

হোম্মাল মারবীর পুত্র আবয়জ §;—তিনি প্রেরিতপুরুষের নিকটে দৌত্যকার্য্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকটে মারবের অন্তর্গত লবণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে তাহা প্রদান করেন। আবয়জ চলিয়া গেলে পর এক ব্যক্তি বলিল, প্রেরিতপুরুষ, "আপনি তাহাকে লবণময়জলপুঞ্জ প্রদান করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন নহে।" তখন তিনি তাঁহা হইতে তাহা প্রতিগ্রহণ করেন ‖। আবয়জ তাঁহাকে

---

* দিবাভাগের মধ্যে আসর শ্রেষ্ঠ সময়। সেই সময় স্বর্গীয় দূত ফেরেশ্‌তাদের ভূলোকে অবতরণ হয়। তখন শপথ করা অধিকতর পাপ।

† সম্‌রা এক জন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। বসোরানিবাসী হসন ইঁহার নিকটে অধিক হদিস শ্রবণ করিয়াছেন।

‡ ইনি কুফানিবাসী এক জন অনুগামী ছিলেন।

§ ইনি এক জন সহচর ছিলেন। ইহার পূর্ব্ব নাম আসওদ ছিল, হজরত ইঁহাকে "আবয়জ" নামে অভিহিত করেন। "আসওদ" শব্দের অর্থ অতি কৃষ্ণ বর্ণ, আবয়জ শব্দের অর্থ অতিশয় শুভ্র। মারব এক দেশের অন্তর্গত এক নগরের নাম; তিনি তন্নগরবাসী ছিলেন। সেখানে লবণের উৎস বিদ্যমান।

হজরত প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, মারবে লবণের খনি আছে, তাহা হইতে বহু পরিশ্রমে লব

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সজীব করিয়া তুলিলে পিলু তরু হইতে কি বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়?" তিনি বলিয়াছিলেন, "উটের পা পঁহুছে না এমন কিছু পাওয়া যায় *।"—তর, এবনমা, দার।

এবন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "জল, অগ্নি ও তৃণ এই তিন বস্তুতে মোসলমানগণ পরস্পর অংশী।"—আবুদা, এবনমা।

মোজর রেসের পুত্র আস্‌মরের উক্তি †;—আমি প্রেরিতপুরুষের নিকটে যাইয়া তাঁহা কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি কোন জলের উদ্দেশ্যে অগ্রগামী হইয়াছে, অন্য কোন মোসলমান তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তৎপ্রতি তাহার অগ্রগামী হয় নাই, উহাতে তাহারই অধিকার।"—আবুদা।

পরম্পরাক্রমে তাউসের উক্তি ‡;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করে উহাতে তাহারই স্বত্ব হয়। প্রাচীন ভূমিতে (অপরের স্বত্ব-সম্পর্কশূন্য ভূমিতে) ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের স্বত্ব। তৎপর আমা হইতে উহা তোমাদের জন্য হইবে।"—শা।

[শরাহে সোন্নত পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে যে, হজরত মমউদের পুত্র আবদোল্লাকে মদিনা নগরে অনেক বাসভূমি দান করিয়াছিলেন। উহা আন্‌সারদিগের আবাস ও খোর্ম্মা তরুসমন্বিত বসতির অন্তর্গত ছিল। তখন আনসারকুলস্থ জোহরার তনয় অবদের পুত্রগণ বলিয়াছিল, আবদোল্লার মাতৃ পন্দলকে আমাদিগ হইতে দূরে রাখুন §। তাহাতে প্রেরিতপুরুষ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তবে কি জন্য পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন? নিশ্চয় কোন মণ্ডলীর মধ্যে কোন দুর্ব্বলের যাহা স্বত্ব তাহা রক্ষা না করিলে নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদিগকে শুদ্ধ করেন না ‖।]

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে তাঁহার পিতা আপন পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, প্রেরিতপুরুষ মহজোবের জলপ্রবাহ সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ

উত্তোলন করিতে হয়, পরে যখন খনি নয়, লবণের প্রস্রবণ জানিলেন, এবং প্রস্রবণের লবণ সহজ লভ্য, তখন তাহা দিতে অসম্মত হইলেন।

* পিলু বৃক্ষের ডালিতে দাঁতন হয়, কিন্তু এই বৃক্ষ লোকালয় হইতে দূরে অরণ্যে জন্মে, উহা লোকের প্রয়োজনে আইসে না, তথায় উষ্ট্রের গতিবিধি হয় না।

† ইনি তায় পরিবারের অন্তর্গত বসোরানিবাসী সহচর ছিলেন। ইঁহার অকিলানাম্নী কন্যা ইহা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

‡ ইনি এয়মন দেশীয় একজন প্রধান অনুগামী ছিলেন।

§ মাতুলনন্দনকে দূরে রাখা আরব্য পুরুষদিগের অবজ্ঞাসূচক বাক্য।

‖ অর্থাৎ এবন মসউদ তোমাদের মধ্যে দুর্ব্বল পুরুষ, আমার কর্ত্তব্য যে আমি তাহাকে সাহায্য দান করি।

করিয়াছিলেন, হাঁটুতে পঁহুছা পর্য্যন্ত জল যেন আবদ্ধ করা হয়। তদনন্তর যেন উর্ব্বতন ভূমির দিকে ও নিম্নতন ভূমিতে সঞ্চারণ করা হয় *।—আবুদা, এব্‌নমা।

জোন্দবের পুত্র সম্‌রা ;—তাঁহার কয়েকটি খোর্ম্মাতরু আন্‌সারদলভুক্ত এক ব্যক্তির উদ্যানে ছিল, সেই ব্যক্তির সঙ্গে তাহার পরিজন স্থিতি করিতেছিল। সম্‌রা তদুদ্দেশ্যে যাইতেন, তদ্দ্বারা তাহার ক্লেশ হইতেছিল। পরে সে হজরতের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে ইহা জ্ঞাপন করে। তখন প্রেরিতপুরুষ তাঁহার নিকটে লোক পাঠাইয়া বলেন, যেন তিনি নিজের বৃক্ষ সকল উদ্যানস্বামীর নিকটে বিক্রয় করেন। কিন্তু তিনি অসম্মত হইলেন। পরে হজরত উদ্যানস্বামীর অন্যত্র স্থিত বৃক্ষরাজির সঙ্গে সেই সকল বৃক্ষের পরিবর্ত্তন করিতে বলেন, তাহাতেও তিনি অসম্মত হন। অবশেষে হজরত বলেন, "তুমি তাহাকে দান কর, (স্বর্গে) তোমার এইরূপ প্রাপ্তি হইবে।" যাহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে তিনি এমন বিষয় বলিলেন। কিন্তু সম্‌রা অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন হজরত বলিলেন, "তুমি এক জন ক্লেশদায়ক লোক।" পরে আন্‌সারীকে বলিলেন, "যাও তুমি ইহার খোর্ম্মাতরু সকল কাটিয়া ফেল।"—আবুদা।

[ক্রোধাদ্দীপণের পরিচ্ছেদে জয়দেব পুত্র সয়িদের বিবৃতিতে জাবেরের হদিসে যে ব্যক্তি ভূমিকে সঞ্জীবিত করে ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। অচিরেই আবু সলমার হদিসে উল্লিখিত হইবে যে, যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে পরমেশ্বর তদ্বারা তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন।]

তৃতীয় অধ্যায়।

আয়শা দেবী;—তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রেরিতপুরুষ, সে কোন্ বস্তু যাহা বারণ করা সমুচিত নহে? হজরত বলিয়াছিলেন, "জল, লবণ এবং অগ্নি।" আয়শা বলিয়াছেন, আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, হে প্রেরিতপুরুষ, এই জল নিশ্চয় বুঝিলাম, কিন্তু লবণ ও অনলের অবস্থা কি?" তিনি বলিয়াছিলেন, "অয়ি লোহিতাঙ্গি, যে ব্যক্তি অনল দান করে সে যেন তাহাতে যে সকল পরিপক্ক হয় তৎসমুদায় উৎসর্গ করিয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি লবণ দান করে সে যেন তদ্দ্বারা যে সকল বস্তু সুস্বাদু হইয়া থাকে তৎসমুদায় প্রদান করে। যে স্থানে জল প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই স্থানে যে ব্যক্তি এক জন মোসলমানকে তাহার কিছু পান করায়, সে যেন এক জন ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করে, এবং যে স্থানে জলাভাব সেই স্থানে যে ব্যক্তি একজন মোসলমানকে জল পান করায় সে যেন তাহাকে নবজীবন দান করে।"—এব্‌নমা।

* করিজা বংশীয় লোকদিগের অধিকৃত এক প্রান্তরের নাম মহাজোর। সেই প্রান্তরের ভিতর দিয়া জলস্রোত লোকের কৃষিক্ষেত্রে ও উদ্যানে সঞ্চারিত হইতেছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নানা প্রকার দান।

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি ;—ওমরফারুক খয়বরে একখণ্ড ভূমি প্রাপ্ত হইয়া হজরতের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সম্পত্তি কখনও আমার হস্তে আমি প্রাপ্ত হই নাই, ইহার সম্বন্ধে আপনি কি আদেশ করেন ?" তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি তোমার ইচ্ছা হয় মূল বস্তু নিজে রাখ, তাহার উপস্বত্ব ধর্ম্মার্থ দান করা।" তখন ওমর এই মর্ম্মে সদকা দিলেন যে, মূল বিষয় বিক্রয় হইবে না, তাহা হইতে দান করা হইবে। এবং মিরাস (উত্তরাধিকারি) সূত্রে দেওয়া হইবে না।" তিনি তাহার উপস্বত্ব দীনদুঃখী দিগের সম্বন্ধে ও স্বজনদিগের সম্বন্ধে, দাস দাসীর মুক্তি পত্র বিষয়ে হাজ্জী ও গাজীদিগের সম্বন্ধে এবং পথিকদিগের সম্বন্ধে নিমন্ত্রিত দিগের সম্বন্ধে দান করিলেন। নিঃসম্বলাবস্থায় ধনসংগ্রহ না করার অবস্থায় যাহা বিধি তাহা ভোগ করিতে বা ভোগ করাইতে তাহার কার্য্যাধ্যক্ষপক্ষে অবিধি হইল না।—উভয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ওম্‌রী সঙ্গত হয় *।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "ওমরী তদধিকারীর পক্ষে মিরাস স্বরূপ হয়।"—মো।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ওমরীকৃত হইয়াছে, সেই ওমরী তাহার ও তাহার পরবর্ত্তী সন্তানাদিরও হইয়া থাকে। নিশ্চয় ইহা যাহাকে প্রদত্ত হয় যে ব্যক্তি ইহা প্রদান করিয়াছে তাহার প্রতি আর প্রত্যাবর্ত্তিত হয় না ; যেহেতু ইহা এমন এক প্রদত্ত দান যে, তাহাতে উত্তরাধিকারিত্ব ঘটিয়া থাকে।"—উভয়।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত যে, ওমরি প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা তোমার জন্যও

* [redacted] অধিকারী অপর ব্যক্তিকে বলিল, এই গৃহ সম্পত্তি তোমার হইল, আমি তোমাকে দিলাম, তোমার জীবদ্দশাপর্য্যন্ত ইহাতে তোমার স্বত্ব থাকিবে, তোমার মৃত্যু হইলে পর তোমার সন্তানাদির প্রতি ইহার স্বত্ব পঁহুছিবে। এইরূপ দানকে ওমরী বলে। প্রদাতা আর সেই দান ফিরিয়া পান না। অন্য বিধ দান এরূপ হয় যে, দাতা এক ব্যক্তিকে বলিলেন, আমি এই বস্তু তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগ করিবে। প্রাপ্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সন্তানাদির সেই ধন প্রাপ্য হয় না। পরে দাতা উহা পাইয়া থাকেন।

তোমার পরবংশীয়দের হয়, অন্য এতদ্ভিন্ন নহে। কিন্তু যখন এরূপ বলা হয়, তোমার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত।" তখন ইহা স্বীয় অধিকারীর প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত হয়।—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমরা কেহ রোক্‌বী ও ওম্‌রী করিও না, যাহার সম্বন্ধে রোক্‌বী বা ওমরী করা হয়, উহা তাহার উত্তরাধিকারীর জন্য হইয়া থাকে *।"—আবুদা।

আবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "ওম্‌রী তাহার অধিকারিসম্বন্ধে সঙ্গত, এবং রোক্‌বী তাহার অধিকারিসম্বন্ধে সঙ্গত †।"—আহ, তর, আবুদা।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের বিত্ত সম্পত্তি নিজেদের নিকটে রক্ষা করিও, তাহা নষ্ট করিও না। যেহেতু যে ব্যক্তি ওম্‌রী করে, সে যাহার সম্বন্ধে ওমরী করে উহা তাহার জীবন ও মৃত্যু নিমিত্ত এবং ভবিষ্যদ্বংশীয় দিগের নিমিত্ত হয়।"—মো।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণতা ও পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের যোগ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির নিকটে "রিহাণ (সুগন্ধ তৃণ বিশেষ) উপস্থিত করা হয় সে যেন তাহা ফিরাইয়া না দেয়, যেহেতু উহা লঘু ভার ও সুমিষ্ট গন্ধ।"—বো

আনসের উক্তি ;—হজরত সুগন্ধ বস্তু ফিরাইয়া দিতেন না।—বো।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "স্বীয় প্রদত্ত বস্তুর পুনর্গ্রাহক

* এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল, এই শর্ত্তে এই গৃহ আমি তোমাকে দান করিলাম, যদি আমি তোমার পরলোক প্রাপ্তির পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হই, গৃহে তোমার অধিকার থাকিবে, এবং আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার মৃত্যু ঘটিলে উহাতে আমার স্বত্ব পঁহুছিবে। এইরূপ শর্ত্তের দানকে রোক্‌বী বলে।

† অর্থাৎ যে ব্যক্তির নামে ওমরী করা হয় পুরুষানুক্রমে তাহার স্বত্ব হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তিকে রোক্‌বী রূপে গৃহাদি দেওয়া হইয়া থাকে উহা জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উপঢৌকনস্বরূপ তাহার হইয়া থাকে। হজরত ওমরীকে প্রচলিত করিয়াছিলেন, রোক্‌বী দানের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন।

কুকুর সদৃশ, সে উদ্‌গরিত বস্তুতে পুনঃ প্রবৃত্ত হয়। মন্দ বিষয়ের চর্চ্চা আমাদের পক্ষে সঙ্গত নয়।—বো।

বশিরের পুত্র নোমান *;—তাঁহার পিতা তাঁহাকে প্রেরিতপুরুষের নিকটে উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি নিজের পুত্র এই বালককে দান করিয়াছি।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ইহার ন্যায় তোমার সমুদায় পুত্রকে দান করিলে?" বশির বলিলেন, "তাহা নয়।" তিনি বলিলেন, "তবে ইহাকে তুমি ফিরাইয়া লও।" অন্যতর বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, হজরত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার নিকটে তাহারা তুল্যরূপে সাধু কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তোমার কি আনন্দদায়ক হয় না?" তিনি বলিয়াছিলেন "হাঁ হয়।" তাহাতে হজরত বলিলেন, "তবে বিচ্ছিন্ন করিও না।" অন্যতর বিবৃতিতে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, নোমান বলিয়াছেন, আমার পিতা আমাকে কোন দান রূপে দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার (নোমানের) মাতা রওয়াহার কন্যা ওমরা বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত তুমি প্রেরিতপুরুষকে এই দানসম্বন্ধে সাক্ষিরূপে গ্রহণ না কর, সে পর্য্যন্ত আমি সন্তুষ্ট নহি।" তখন তিনি প্রেরিতপুরুষের নিকটে যাইয়া বলিলেন, "রওয়াহার কন্যা ওমরার গর্ভজাত আমার পুত্রকে আমি দানস্বরূপ দিয়াছি। হে প্রেরিতপুরুষ আপনাকে সাক্ষিরূপে গ্রহণ করিবার জন্য ওমরা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই রূপ কি তুমি তোমার সমুদায় পুত্রকে দান করিয়াছ?" বশির বলিলেন, "তাহা নয়।" তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভয় করিও, নিজেদের সন্তানবর্গমধ্যে তুল্য ব্যবহার করিও।" পরে বশির ফিরিয়া গেলেন, স্বীয় দান রহিত করিলেন। অন্যতর বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, হজরত বলিয়াছিলেন, "আমি অন্যায়াচরণে সাক্ষী হইব না।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওমর ফারুকের পুত্র আবদোল্লার উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পিতার স্বীয় পুত্রকে দান করা ব্যতীত কেহ যেন নিজের দান পুনর্গ্রহণে প্রবৃত্ত না হয়।"—নেসা, এব্‌নমা।

ওমর ও এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "কোন বিষয়ে পুত্রকে পিতার দান করা ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষে বৈধ নয় যে, কিছু দান দিয়া তৎপর তদ্‌গ্রহণে পুনঃ প্রবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি দানস্বরূপ কিছু দিয়া পুনর্ব্বার তাহা

* ইনি একজন সহচর ছিলেন। হজরতের মদিনায় প্রস্থানের চতুর্দ্দশ মাসে ইহার জন্ম হইয়াছিল। হজরতের মদিনায় উপস্থিত হওয়ার পর আন্‌সারকুলে ইনিই সর্ব্ব প্রথম জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় সে কুকুর সদৃশ, সে উদর পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত তক্ষণ করিয়া উদ্গমণ করে, তদনন্তর সেই উদ্গীর্ণ বস্তুতে পুনঃ প্রবৃত্ত হয়।"—আবুদা, তর, নেসা, এবনমা।

[তরমোজী ইহার সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।]

আবু হোরয়রার উক্তি ;—একজন প্রান্তরনিবাসী আরব্য পুরুষ প্রেরিত মহাপুরুষকে একটি বয়ঃপ্রাপ্ত উষ্ট্র উপহার দিয়াছিল। তিনি তদ্‌বিনিময়ে তাহাকে ছয়টি বয়ঃস্থ উষ্ট্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে সে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ইহা হজরতের গোচর হয়। তখন তিনি পরমেশ্বরের স্তুতিবাদ ও তাঁহার প্রশংসা করেন, তৎপর বলেন, "অমুক ব্যক্তি আমাকে একটি উষ্ট্র উপহার দিয়াছিল, আমি তাহাকে উহার বিনিময়ে ছয়টি উষ্ট্র দান করিয়াছি, তাহাতে সে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমি সঙ্কল্প করিয়াছি যে, কোরেশ ও আনসার এবং সকৃফ ও দোসবংশীয় লোক দিগের ব্যতীত অন্যের উপহার গ্রহণ করিব না।" তর, আবুদা, নেসা।

জাবেরের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তিকে কোন দান প্রদত্ত হইয়াছে, কিছু প্রাপ্ত হইলে সে যেন তাহার বিনিময়স্বরূপ তাহা প্রদান করে, এবং যে ব্যক্তি কিছু প্রাপ্ত না হয় সে যেন দাতাকে ধন্যবাদ দেয়। যেহেতু যে ব্যক্তি ধন্যবাদ দান করে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি উপকার অস্বীকার করে সে কৃতঘ্ন হইয়া থাকে। যাহা (যে অবস্থা) প্রদত্ত হয় নাই তাহা দ্বারা যে ব্যক্তি সজ্জিত হয় সে যেন দুইটি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অসত্য বলে *।"—তর, আবুদা।

জয়দের পুত্র ওসামার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির প্রতি কোন হিত কার্য্য কৃত হইয়াছে, এবং সে উহার কার্য্যকারককে ঈশ্বর তোমাকে শুভ বিনিময় দান করুন বলিয়াছেন,সে প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত ধন্যবাদ দান করিয়াছে।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি লোকের নিকটে কৃতজ্ঞ হয় না, সে ঈশ্বরের নিকটেও কৃতজ্ঞ হয় না।"—আহ, তর।

আনসের উক্তি ,—হজরত যখন মদিনায় পদার্পণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে মোহাজেরগণ আসিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ আমরা যে দলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি, তাহাদের অপেক্ষা কোন দলকে বহুধনের শ্রেষ্ঠ দাতা এবং অল্পধনে আনুকূল্যদানে অধিকতর উপকারক দর্শন করি নাই †। সত্য সত্যই তাঁহারা দুঃখে

---

* অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বৈরাগ্য বস্ত্র ও সাধুতার বসন পরিধান করে, এদিকে বস্তুতঃ সে সাধু ও বৈরাগী নয়। কেহ কেহ বলেন, ইহার মর্ম্ম এই যে কেহ এমন একটি পিরাণ পরিধান করে যে, তাহাতে প্রত্যেক হস্তে দুইটি আস্তিন এইরূপ ভাবে সংলগ্ন, লোকে বুঝিতে পারে যেন দুইটি পিরাণ পরিধান করা হইয়াছে। অপিচ উক্ত হইয়াছে যে, আরবে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে, লোকে গৌরব ও সম্মান দান করিবে উদ্দেশ্যে সে দুইটি পরিচ্ছদ পরিধান করিত, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিত।

† অর্থাৎ আনসারগণ অধিক অর্থে হউক বা অল্প অর্থ দ্বারা হউক, নানা উপায়ে আমাদের সাহায্য করিতেছেন, সাংসারিক সুখ সুবিধা করিয়া দিতেছেন, আমাদের আরামের জন্য যত্ন পরিশ্রম করিতেছেন।

আমাদের সহানুভূতি করেন, এবং উপার্জ্জিত বস্তুতে আমাদিগকে অংশী করিয়া থাকেন, এতদূর যে, আমরা বাস্তবিক ভয় পাইয়াছি, ইহারা আমাদের সমগ্র পুণ্য ফল হরণ করিবে।" তদন্ত তিনি বলিলেন, "তাহা নয়। যাবৎতোমরা ঈশ্বরের নিকটে ইহাদের জন্য প্রার্থনা করিবে, এবং ইহাদিগকে ধন্যবাদ দিবে, তোমাদের পুরস্কার তাবৎকাল বিনষ্ট হইবে না।"—তর।

[তরমোজী ইহার সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।]

আয়শার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা পরস্পরকে উপহার দিও, নিশ্চয় উপহার শত্রুতা দূর করে।"—তর।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন "তোমরা পরস্পরকে উপহার দিও, যেহেতু উপঢৌকন আন্তরিক শত্রুতাকে বিলোপ করিয়া থাকে, একটি ছাগ পশুর পায়ের খুর পাঠাইলে এক প্রতিবেশিনী নারী অপর প্রতিবেশিনীকে যেন হীন মনে করে।"—তর।

এব্নওমরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন,"তিনটি বস্তু ফিরাইয়া দিবে না,উপধান, তৈল এবং দুগ্ধ।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে গরিব বলিয়াছেন। "দহন" শব্দের অর্থ স্নেহদ্রব্য তৈল লিখিত হইয়াছে, এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, হজরতের উদ্দেশ্য উক্ত স্নেহদ্রব্য নয়, সুগন্ধ বস্তু।]

আবু ওস্মানেনেহদীর উক্তি * ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "তোমাদের কাহাকে রিহাণ (সুগন্ধ তৃণবিশেষ) দান করিলে সে যেন তাহা ফিরাইয়া না দেয়, যেহেতু উহা স্বর্গোদ্যান হইতে আগত।"—তর।

তৃতীয় অধ্যায়।

জাবেরের উক্তি ;—বশিরের স্ত্রী বশিরকে বলিয়াছিলেন, "আমার পুত্র তোমার বালককে দান কর, এবং আমার জন্য প্রেরিতপুরুষকে সাক্ষী কর।" তখন বশির প্রেরিতপুরুষের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিলেন যে, "অমুকের কন্যা আমার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন যেন তাহার পুত্র আমার বালককে দান করি, এবং তিনি বলিয়াছেন, আমার জন্য প্রেরিতপুরুষকে সাক্ষিরূপে গ্রহণ করিও।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার কি ভ্রাতা সকল আছে ?" বশির বলিলেন, "হাঁ আছে।" তিনি

* ইনি একজন শ্রেষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। ইঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষের নাম নেহদ। সেই সম্বন্ধে ইঁহাকে নেহদী বলে। ইনি জীবনে পৌত্তলিকতা ও এস্‌লাম ধর্ম্ম দুই পালন করিয়াছেন। ষাট বৎসরেরও অধিক কাল পৌত্তলিকতায় এবং তদনুরূপ কাল এস্‌লামে যাপন করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তাহাদের সমুদায়কে দান করিয়াছ?" বশির বলিলেন, "না করি নাই।" তিনি বলিলেন, "ইহা ভাল হয় না। আমি সঙ্গত বিষয়ে ব্যতীত সাক্ষী হই না।"—মো।

আবু হোরয়রার উক্তি;—আমি প্রেরিত পুরুষকে দেখিয়াছি যে, যখন তাঁহার নিকট কোন নূতন ফল আনীত হইয়াছে তখন তিনি তাহা স্বীয় নেত্রদ্বয়ে ও অধরোষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি যেমন ইহার আদি দেখাইলে ইহার অন্তও প্রদর্শন করিও *।" তৎপর যে সকল বালক তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে উহা দান করিতেন।—দওয়াতোল্‌কবির গ্রন্থে বয়হকি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভূতল হইতে উত্তোলন।

প্রথম অধ্যায়।

খালেদের পুত্র জয়দের উক্তি †;—এক ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া দ্রব্য কুড়াইয়া লওয়া বিষয়ে বিধি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "ভূপতিত দ্রব্যাধারের ও মশকের মুখাবরণ এবং বন্ধনী পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, তৎপর সংবৎসরকাল তাহা জ্ঞাপন করিবে ‡। তৎস্বামী উপস্থিত হইলে ভাল, অন্যথা তদ্বিষয়ে তোমার কর্ত্তব্য।" জয়দ জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রণষ্ঠ মেষ বিষয়ে কি হইবে? তিনি বলিলেন, "উহা তোমার বা তোমার ভ্রাতার, কিংবা নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের জন্য হইবে §। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উষ্ট্র হারাইয়া গিয়াছে; তখন কিরূপ ঘটিবে। হজরত বলিলেন, "তাহাতে ও তোমাতে কি কাজ? তাহার সঙ্গে তাহার মশক (জলাধার) থাকে ও তাহার পায়ের খুর আছে। তাহার প্রভু তাহার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত সে জল অধঃকরণ করে এবং বৃক্ষ ভক্ষণ করিয়া থাকে।"—উভয়।

---

* অর্থাৎ তুমি এই নূতন ফল যেমন প্রদর্শন করিলে ইহার পূর্ণতা যে পুণ্য ফল স্বর্গীয় ফল তাহা ভোগ করিতে দাও।

† ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন, আবদোল মলকের সময়ে ৭৮ সালে কেহ কেহ বলেন, মাবিবার আধিপত্যের অন্ত ভাগে ৭৫ সালে কুফা নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

‡ অর্থাৎ অমুক স্থানে অমুক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এক বৎসরকাল বাজারে ও মসজেদে এবং অন্য অন্য জলতাস্থানে বিজ্ঞাপন করিবে।

§ অর্থাৎ তোমার বিজ্ঞাপন করায় তাহার স্বামী উপস্থিত না হইলে নিজে তদ্দ্বারা লাভযুক্ত হইবে, অথবা ছাড়িয়া দিবে তোমার কোন বন্ধু তাহা হস্তগত করিবে; কিংবা তাহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিবে।

[মোসলেম কর্ত্তৃক এরূপ বিবৃত হইয়াছে ;—এক বৎসর কাল প্রণষ্ট বস্তুর বিষয়ে বিজ্ঞাপন করিও। তৎপর তাহার মুখাবরণ ও বন্ধনীর পরিচয় লইও, তদনন্তর তদ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিও। তৎস্বামী উপস্থিত হইলে, তাহার নিকট তাহা পঁহুছাইয়া দিও।]

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হারাণ বস্তুকে স্থান দেয় যে পর্য্যন্ত না বিজ্ঞাপন করে সে পথভ্রান্ত।" মো।

ওস্‌মান এ'তমীর পুত্র আবদোর্ রহমাণের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ হাজীদিগের হারাণ বস্তু তুলিয়া লইতে নিষেধ করিয়াছেন *।—মো

দ্বিতীয় অধ্যায়

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে এবং তাঁহার পিতা তাঁহার পিতামহ হইতে প্রবল করিয়া বলিয়াছেন, "প্রেরিতপুরুষকে শাখা-সংলগ্ন ফলের বিষয় প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "গোপন করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে গ্রহণকারী নয়, এমন কোন অভাবগ্রস্ত ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তাহার কিছু প্রাপ্ত হইলে তাহার সম্বন্ধে কিছুই নহে ; এবং যে ব্যক্তি তাহার কিছু বাহির করিয়া লইয়া যায় তাহার দ্বিগুণ তুল্য বিনিময় এবং শাস্তি †। অপিচ যে ব্যক্তি স্তূপাকারে স্থাপিত হওয়ার পর তাহার কিছু চুরি করে, এবং উহা তিন দরহম মূল্যের যোগ্য হয়, পরে তাহার সম্বন্ধে হস্তচ্ছেদন। প্রণষ্ট উষ্ট্র ও মেষবিষয়ে উল্লেখ করিয়াছিলেন, যেমন তিনি ব্যতীত অপরে উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি (হজরত) ভূতল হইতে প্রণষ্ট বস্তু উঠাইয়া লওয়াবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "গমনাগমনের পথে ও জনাকীর্ণ গ্রামে সে সকলের যাহা কুড়াইয়া লইবে পরে এক বৎসর তাহার বিজ্ঞাপন করিবে, তাহাতে যদি তাহার স্বত্বাধিকারী উপস্থিত হয় উহা তাহার প্রতি প্রত্যর্পণ করিবে, উপস্থিত না হইলে উহা তোমার হইবে। অপিচ যাহা পুরাতন পতিত ভূমিতে থাকে তাহাতে ও প্রোথিত ধনেতে পঞ্চমাংশ নির্দ্ধারিত হইল ‡।—নেসা।

[আবুদাউদ ও শোয়বের পুত্র ওমলটিতে বিবৃত করিয়াছেন।]

জায়েদ খোদরীর উক্তি ;—আবু তালেবের পুত্র আলি একটি মুদ্রা (দিনার)

---

* যাহারা হজ্জ করিবার জন্য মক্কা তীর্থে আইসে, তাহাদের দ্রব্যজাত বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হইয়া রক্ষিত হইয়া থাকে।

† এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল, পরে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে।

‡ এইরূপে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার পঞ্চমাংশ হজরতের প্রাপ্য।

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎসহ তিনি ফাতেমার নিকটে গিয়াছিলেন, এবং এ বিষয়ে প্রেরিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত জীবিকা।" পরে প্রেরিত পুরুষ, আলি ও ফাতেমা দেবী তাহা ভোগ করিলেন। ইহা হইলে পর যখন একটি স্ত্রীলোক মুদ্রা অন্বেষণ করত উপস্থিত হইল, তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "আলি, মুদ্রা পরিশোধ কর।"—আবুদা।

জারুদের উক্তি * ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মোসলমানের হারাণ সামগ্রী অগ্নিস্বরূপ †।"—দার।

হেমারের পুত্র এইয়াজের উক্তি ‡ ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি প্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছে সে যেন এক জন ন্যায়পরায়ণ লোককে বা দুই জন ন্যায়পরায়ণকে সাক্ষিরূপে গ্রহণ করে ও যেন গোপন না করে, এবং উহা লুক্কায়িত করিয়া না রাখে। পরে তাহার অধিকারীকে প্রাপ্ত হইলে তাহা তাহার নিকট যেন ফিরাইয়া দেয়। অন্যথা উহা ঐশ্বরিক সম্পত্তি। যে ব্যক্তি প্রার্থী হয় তাহা তাহাকে দিবে।"—আহ, আবুদা, দার।

জাবেরের উক্তি ;—হস্তযষ্টি, চাবুক ও রজ্জু এবং ঈদৃশ সামান্য বস্তুবিষয়ে প্রেরিতপুরুষ আমাদের জন্য অবকাশ দিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাহা কুড়াইয়া লইবে ও তদ্বারা উপকৃত হইবে।—আবুদা।

[মাদিকরবের তনয় মেকদামের হদিসে কুড়াইয়া লইবার বিষয় ইমান প্রকরণে এত্‌সাম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।]

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধিনির্দ্ধারণ।

প্রথম অধ্যায়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, আমি বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে তাহাদের জীবনের শুভাকাঙ্ক্ষিস্বরূপ অধিকতর ঘনিষ্ঠ। যে ব্যক্তি ঋণ রাখিয়া

---

* ইনি একজন সহচর ছিলেন, হেজরি নবম মাসে হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং আবদোল্‌ কয়সের প্রেরিত দূতের সঙ্গে একযোগে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি বসোরাতে যাইয়া বাস করেন। কেহ কেহ বলেন, পারস্যদেশে বাস করিয়াছিলেন। ওমর-ফারুকের নেতৃত্বকালে একবিংশতি সালে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল।

† অর্থাৎ সেই প্রণষ্ট বস্তু গ্রহণ করিয়া অবিধিপূর্ব্বক রক্ষা করিলে নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়।

ইনি একজন হজরতের প্রেমাস্পদ বসোরানিবাসী সহচর ছিলেন, হোসনবসোরী ইহা হইতে হদি শ্রবন করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রাণত্যাগ করে ও তাহা পরিশোধ করিবার কিছু রাখে নাই, আমার উপর তাহা পরিশোধের ভার, এবং যে জন সম্পত্তি রাখিয়াছে, উহাতে তাহার উত্তরাধিকারীর স্বত্ব।" অন্যতর বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি ঋণ বা পরিবার রাখিয়াছে, তাহার পক্ষের লোক যেন আমার নিকট উপস্থিত হয়, আমি উহার কার্য্য সম্পাদক হইবে।" অপর বিবৃতিতে—"যে ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়াছে, তাহা তাহার উত্তরাধিকারীর জন্য হইব, এবং যে জন উভয় (ঋণ ও পরিবার) রাখিয়াছে, তাহার জন্য আমি দায়ী *।"—উভয়।

এব্‌ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "মৃত ব্যক্তির দেয় অংশ তাহার উপযুক্ত পাত্রে যোগ কর, পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ঘনিষ্ঠ পুরুষের জন্য হইবে।"—উভয়।

জয়দের পুত্র ওসামার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "মোসলমান কাফেরের, কাফের মোসলমানের উত্তরাধিকারী হইবে না।"—উভয়।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহাদের অন্তর্গত †।—বো।

আনসের উক্তি;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "দলের ভাগিনেয় (উত্তরাধিকারিত্বে) দলের অন্তর্গত।"—উভয়।

[আয়শা দেবীর হদিসে উল্লিখিত হইয়াছে, "সলম পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে যে পরিচ্ছেদ তাহাতে পর্য্যায়ক্রমের বিষয় আছে, এতদ্ভিন্ন নহে ‡। মাতৃস্বসা যে মাতার স্থানীয় হন, বলুগোস্‌সাহির পরিচ্ছেদে বরাবের হদিসে অচিরে বিবৃত হইবে।]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওমর ফারুকের পুত্র আবদোল্লার উক্তি;—হজরত বলিয়াছে;—"ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দুই জন পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয় না।"—আবুদা, এব্‌নমা।

[তরমোজী জাবের হইতে বিবৃত করিয়াছেন।

---

* ঋণ রাখিয়া কোন ব্যক্তি পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তাহার ঋণ পরিশোধের উপায় না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে হজরত নমাজ পড়িতেন না। পরে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া নমাজ পড়িতে থাকেন।

† যে স্বাধীন ব্যক্তি ক্রীতদাসকে স্বাধীনতা দান করে, সে সেই স্বাধীনতা প্রাপ্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

‡ কোন বস্তু প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার জন্য অগ্রিম মূল্য দান করাকে সলম বলে। যেমন শস্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে ক্ষেত্রস্বামীকে শস্যের মূল্যস্বরূপ অগ্রিম প্রদান করা হয়।

আবু হোরয়রার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "হন্তা হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয় না।"—তর, এবনমা।

বোরয়দার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ পিতামহীর জন্য তাহার নিকটে মাতা অবিদ্যমানে ষষ্ঠাংশ নিরূপণ করিয়াছেন।—আবুদা।

জাবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যখন নবজাত শিশু শব্দ করিয়াছে, তখন তাহার সম্বন্ধে জনাজার নমাজ পড়া হইবে, তাহাতে উত্তরাধিকারিত্ব বর্ত্তিবে।"—এবনমা, দার।

আবদোল্লার পুত্র কসির স্বীয় পিতা হইতে এবং পিতা তাঁহার পিতামহ হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন * ;—হজরত বলিয়াছেন, "দলের অভিভাবক তাহাদের অন্তর্গত, দলের একতাসূত্রে বদ্ধ ব্যক্তি (হলিফ) তাহাদের অন্তর্গত †, দলের ভাগিনেয় তাহাদের অন্তর্গত।"—দার।

মেক্ দামের উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, "আমি প্রত্যেক বিশ্বাসীর সম্বন্ধে তাহাদের জীবনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, যে জন ঋণ বা পরিবার রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল আমাতে প্রবর্ত্তিত হয়, যে ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়াছে উহা তাহার উত্তরাধিকারীর হইবে; যাহার অভিভাবক নাই আমি তাহার অভিভাবক, তাহার সম্পত্তির অধিকারী হইব ‡; তাহার বন্ধীকৃত আত্মীয়কে বিনিময়দামে মুক্ত করিব। যাহার উত্তরাধিকারী নাই, মাতুল তাহার উত্তরাধিকারী, তাহার সম্পত্তির সে অধিকারী হইবে, তাহার বন্ধীকে মুক্ত করিবে। অন্যতর বিবৃতিতে—যাহার উত্তরাধিকারী নাই, আমি তাহার উত্তরাধিকারী, তাহার পক্ষে হত্যার মূল্য আমি দান করিব ও উত্তরাধিকারী হইব, এবং যাহার অন্য উত্তরাধিকারী নাই, মাতুল উত্তরাধিকারী, সে হত্যার মূল্য দান করিবে ও উত্তরাধিকারী হইবে।"—আবুদা।

আসকার পুত্র ওয়াসেলার উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকেরা তিনটি বিষয়ে উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে (পুরুষের সম্মতি ক্রমে) আপনাকে স্বাধীন করা, পথে কুড়াইয়া পাওয়া সন্তান; এবং এমন সন্তান যাহাতে সে অপবাদগ্রস্ত হইয়াছে §।"—তর, আবুদা, এবনমা।

---

* ইহার পিতা আবদোল্লা একজন অনুগামী ছিলেন, পিতামহ আওফ মজনীর পুত্র ওমর সহচর ছিলেন। কসিরের হদিস তাদৃশ প্রামাণ্য নহে।

† আরব দেশে এই রূপ রীতি প্রচলিত ছিল যে, দুই জন পরস্পর শপথপূর্ব্বক বলিত [illegible] তোমার হত্যায় আমার হত্যা, তোমার সন্ধিতে আমার সন্ধি, তোমার যুদ্ধে আমার যুদ্ধে তোমার উত্তরাধিকারী আমার উত্তরাধিকারী। পরে উত্তরাধিকারিত্বের বিষয় খণ্ডিত হইয়াছে।

‡ অর্থাৎ সেই সম্পত্তি বয়তোল মালে (সাধারণ ধনাগারে) রক্ষিত হইবে।

§ অর্থাৎ যে সন্তান জন্মগ্রহণে যে স্ত্রী ব্যভিচারকলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, সেই সন্তানে তাহারই অধিকার।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে, পিতা তাঁহার পিতামহ হইতে বলিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, "যে পুরুষ স্বাধীনা নারী বা দাসীর সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছে, তাহার গর্ভজাত সন্তান জারজ সন্তান, সে উত্তরাধিকারী হয় না, তাহাকে উত্তরাধিকারিরূপে গ্রহণ করা যায় না।"—তর।

আয়শার উক্তি ;—হজরতের এক জন দাসের মৃত্যু হইয়াছিল, সে কিছু সম্পত্তি রাখিয়াছিল। সে কোন স্বগণ ও সন্তান রাখে নাই। তখন প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "তোমরা তাহার উত্তরাধিকারিত্ব তাহার পল্লীনিবাসী এক ব্যক্তিকে দান কর।"—আবুদা, তর।

বোয়য়দার উক্তি ;—খজায়া পরিবারের এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হজরতের নিকটে উপস্থিত করা হয়। তখন তিনি বলিয়াছেন, "তাহার উত্তরাধিকারী কেহ আছে কি না তোমরা অনুসন্ধান কর।" তাহার কোন উত্তরাধিকারী ও আত্মীয় পাওয়া যায় নাই। তখন হজরত বলিলেন, "খজায়া পরিবারের অন্তর্গত তাহার কোন নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে তাহা দান কর।"—আবুদা।

[অন্যতর বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে, খজায়া পরিবারের অন্তর্গত কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে লক্ষ্য কর।]

আলি মোর্ত্তজার উক্তি ;—তোমরা এই আয়ত পড় "মেন্‌বাদ ওসিয়তা ও ওসেসানাবিহা ও দয়নেল্।" অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির অন্তিম উপদেশ পালন ও ঋণ পরিশোধের বিষয়ে (তোমরা উপদিষ্ট।) নিশ্চয় প্রেরিতপুরুষ অন্তিম উপদেশ সম্পাদনের পূর্ব্বে ঋণ পরিশোধ বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন। নিশ্চয় এক পিতা ও মাতা হইতে উৎপন্ন ভ্রাতৃগণ পরস্পর উত্তরাধিকারী হইবে। বৈমাত্র ভ্রাতা নয়। এক পিতা ও এক মাতা হইতে উৎপন্ন পুরুষ স্বীয় ভ্রাতার উত্তরাধিকারী হইবে, এক পিতা হইতে উৎপন্ন ভ্রাতা নয়।"—তর, এব্‌নমা।

[দারমীর বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে, আলি বলিয়াছেন যে, এক মাতার গর্ভজাত ভ্রাতৃগণ পরস্পর উত্তরাধিকারী হইবে, বৈমাত্র ভ্রাতা নয়। তাহার শেষ পর্য্যন্ত।]

জাবেরের উক্তি ;—রবিয়ের তনয় সাদের স্ত্রী সাদের ঔরসোৎপন্না স্বীয় দুই কন্যাসহ প্রেরিতপুরুষের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রেরিতপুরুষ, রবিয়নন্দন সাদের এই দুই কন্যা, * ইহাদের পিতা আপনার সঙ্গে ছিলেন, ওহদের সংগ্রামে শহিদ রূপে (ধর্ম্মার্থ প্রাণদাতৃরূপে) নিহত হইয়াছেন, ইহাদের পিতৃব্য ইহাদের প্রাপ্য সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের জন্য কোন সম্পত্তি ছাড়িয়া দেয় নাই। সম্পত্তি ইহাদের

* ইনি আন্‌সার সম্প্রদায়স্থ একজন সহচর ছিলেন, ওহদের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। জয়দেব পুত্র নিহত খারেজার দেহের সঙ্গে ইহার দেহ এক কবরে সমাহিত করা হইয়াছিল। প্রেরিতপুরুষ আওফের পুত্র আব্‌দোর্ রহমাণের সঙ্গে ইঁহাকে ভ্রাতৃত্ব সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন।

হস্তগত হওয়া ব্যতীত ইহারা বিবাহিত হইতেছে না।" তিনি বলিলেন, "এ বিষয়ে পরমেশ্বর আদেশ করিবেন।" তখন উত্তরাধিকারিত্বের আয়তের অবতরণ হয়। পরে প্রেরিতপুরুষ তাহাদের পিতৃব্যের নিকটে লোক পাঠাইলেন, এবং তাহাকে বলিলেন, "সাদের দুই কন্যাকে তৃতীয়াংশ করিয়া প্রদান কর, এবং তাহাদের মাতাকে অষ্টমাংশ দান কর, উহার অবশিষ্ট তোমার হইবে *।—আহ, তর, আবুদা, এব্নমা।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন গরিব বলিয়াছেন।]

শোরহবিলের পুত্র হোজলের উক্তি †,—আবু মুসা আশরি দুহিতা, পৌত্রী এবং ভগিনীর ধনাধিকারবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "দুহিতার অর্দ্ধাংশ, ভগিনীর অর্দ্ধাংশ মাত্র। (পৌত্রীর নয়,) এবং তুমি এব্ন মস্‌উদের নিকটে যাও, তিনি আমার সঙ্গে ঐক্য হইবেন।" পরে এব্ন মস্‌উদকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "এবং আবু মুসার উক্তি জানাইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, "এরূপ বলিলে সত্য সত্যই আমি পথভ্রান্ত হইব, আমি সরল পথ প্রাপ্ত লোক দিগের অন্তর্গত হইব না। এ বিষয়ে হজরত যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, আমি সেই ব্যবস্থা দান করিব, কন্যার জন্য অর্দ্ধাংশ, ও দুই তৃতীয়াংশে পূর্ণ হওয়ায় পৌত্রীর নিমিত্ত ষষ্টাংশ হইবে ‡। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা ভগিনীর জন্য হইবে।" পরে আবু মুসার নিকটে যাইয়া তাহাকে এব্ন মস্‌উদের কথা জ্ঞাপন করা হইল। তাহাতে তিনি বলিলেন, "যাবৎ এই জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে স্থিতি করিতেছেন তাবৎ কাল আমাকে প্রশ্ন করিও না।"—বো।

হোসয়নের পুত্র এম্‌রাণের উক্তি;—এক ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের নিকট যাইয়া বলিয়াছিল যে, "আমাম পুত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আমি তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কি পাইব?" তিনি বলিলেন, "তোমার জন্য ষষ্টাংশ হইবে।" পরে যখন সে ফিরিয়া যাইতেছিল, তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার জন্য অপর ষষ্ঠাংশ খাদ্যসামগ্রী হইবে $।—আহ, তর, আবুদা।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিদ বলিয়াছেন।]

---

* কোন পুরুষ স্ত্রী ও সন্তান রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অষ্টমাংশ স্ত্রী প্রাপ্ত হয়।

† ইনি একজন বিশ্বাসভাজন অনুগামী ছিলেন।

‡ অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ করিয়া পুত্রের স্বত্ব হয়, কন্যা তাহার অর্দ্ধাংশ পাইলে অপর ষষ্ঠাংশ পৌত্রী পাইয়া থাকে, অবশিষ্ট যে তৃতীয়াংশ থাকে তাহা ভগিনীর জন্য হইয়া থাকে।—এস্থলে দুই কন্যা এক পৌত্র এক ভগিনী রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিভাগসম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হয়।

$ পরিত্যক্ত খাদ্য সামগ্রী অতিরিক্ত বিষয়, উহা প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশের মধ্যে গণ্য, যনিষ্ঠ স্থলে তাহা পাইবে। এক ব্যক্তি দুই কন্যা এবং প্রশ্নকর্ত্তা যে তাহার পিতামহ হয় তাহাকে রাখিয়া

জোওয়ের পুত্র কবিসার উক্তি *;—আবুবেকরের নিকটে পিতামহী উপস্থিত হইয়া আপন উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ঐশ্বরিক গ্রন্থে তোমার জন্য কিছুই নির্দ্ধারিত নয়, এবং প্রেরিত পুরুষের বিধিমতে তোমার জন্য কিছুই নয়। অতএব তুমি চলিয়া যাও, এদিকে আমি লোককে জিজ্ঞাসা করিব।" পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে শোয়বার পুত্র মগয়রা বলিয়াছিলেন, "আমি হজরতের নিকট উপস্থিত ছিলাম, "তিনি তাঁহাকে ষষ্ঠাংশ দান করিয়াছেন।" তখন আবুবেকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে কি অপর কেহ ছিল?" তখন মোস্‌লমার পুত্র মোহম্মদ মগয়রা যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুরূপ বলিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহার জন্য সেই বিধি প্রচার করিলেন। তৎপর এক মাতামহী নেতৃবর ওমরফারুকের নিকট যাইয়া আপন উত্তরাধিকরিত্ব বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার জন্য সেই ষষ্ঠাংশ। যদি তোমরা দুই জন মিলিত হও, উহা তোমাদের উভয়ের অন্তর্গত হইবে, এবং অনন্তর তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে কেহ তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র হইবে তাহাতে উহা থাকিবে।"—মালে, তর, আবুদা, দার, এবনমা।

এবন্ মসউদের উক্তি;—তিনি স্বীয় পুত্র সহ পিতামহীর উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে বলিয়াছেন, প্রথম পিতামহী, প্রেরিতপুরুষ তাঁহাকে তাঁহার পুত্রসহ পুত্রের জীবদ্দশায় ষষ্ঠাংশ দান করিয়াছিলেন †।—তর, দার।

[তরমোজী:এই হদিসকে দুর্ব্বল বলিয়াছেন।]

সোফিয়ানের পুত্র জোহাকের উক্তি ‡;—প্রেরিতপুরুষ তাঁহাকে লিখিয়াছেন

পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, দুই কন্যার সম্বন্ধে দুই তৃতীয়াংশ, অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ প্রশ্নকর্ত্তার সম্বন্ধে বিধি হইল, এবং সে অভিভাবকস্বরূপ ছিল বলিয়া আর এক তৃতীয়াংশের ও বিধি হয়।

* এবন্ আবদোল্ বরার স্বীয় গ্রন্থে ইহাকে সহচর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য লোকে তাহা স্বীকার করে না; তিনি শ্যামদেশীয় দ্বিতীয় পুরুষ শ্রেণীর অনুগামী লোক ছিলেন' এরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছে। কেহ বলেন হেজরী প্রথম বৎসরে ইহার জন্ম হইয়াছে। কেহ বলেন মক্কাবিজয়ের বৎসর ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, হজরতের নিকটে ইনি আনীত হইয়াছিলেন, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ইনি একজন মহাপণ্ডিত সম্মানিতে উন্নত পুরুষ ছিলেন; ৮৬ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† এই হদিস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, পিতার বিদ্যমানতায় পিতামহী উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। অনেক সহচর ও অনুগামী বলেন, পিতার বিদ্যমানতায় পিতামহী উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না। হজরত যাহা দিয়াছিলেন, তাহা গ্রাসাচ্ছাদনস্বরূপ ছিল।

‡ ইনি একজন সহচর ছিলেন, হজরত ইঁহাকে ইঁহার দলে আধিপত্য দান করিয়াছিলেন। ইনি একজন মহাবীর পুরুষ ছিলেন। শত অশ্বারোহী সৈনার তুল্য বলিয়া ইহাকে গণনা করা হইত। ইনি হজরতের পার্শ্বে করবাল হস্তে দণ্ডায়মান থাকিতেন। হসন বসোরী প্রভৃতি ইহা হইতে হদিস শ্রবণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

তিনি আসরম সোবাবীর স্ত্রীকে তাহার স্বামীর হত্যামূল্যের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন *।" তর, আবুদা।

[তরমোজী এই হদিসকে হসন সহিহ্ বলিয়াছেন।]

তমিমদারীর উক্তি † ;—আমি প্রেরিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এক জন অংশবিদী লোক একজন মোসলমানের নিকটে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত, তাহার সম্বন্ধে কি বিধি? তাহাতে তিনি বলেন, "তাহার জীবনে ও মরণে সেই ব্যক্তি সমধিক ঘনিষ্ঠ ‡।"—তর, এবন্‌মা, দার।

এবন্ আব্বাসের উক্তি ;—একব্যক্তির মৃত্যু হয়, একজন দাস ব্যতীত তাহার উত্তরাধিকারী ছিল না, সে তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিল। তখন প্রেরিত পুরুষ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তাহার কি কোন উত্তরাধিকারী আছে?" লোকে বলিয়াছিল, "তাহা কর্ত্তৃক মুক্ত তাহার একজন দাস ব্যতীত নাই।" পরে হজরত ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী তাহাকে করিলেন।—আবুদা, তর; এবন্‌মা।

শোওয়বের পুত্র স্বীয় পিতা হইত পিতা তাঁহার পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, সে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে §।"—তর।

[তরমোজী এই হদিসকে বিশেষ প্রামাণ্য দান করেন নাই।]

তৃতীয় অধ্যায়।

ওমর ফারুকের পুত্র আবদোল্লার উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "পৌত্তলিকতার সময়ে উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে যে বিভাগ হইয়াছে, উহা সেই পৌত্তলিকতার সময়ের বিভাগেই স্থিত, এস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর যে উত্তারাধিকারিত্ব হইয়াছে, তাহা এস্‌লাম ধর্ম্মের বিভাগানুসারে স্থিত।"—এবনমা।

---

* কেহ ভ্রমপ্রমাদবশতঃ কাহাকে হত্যা করিলে হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে হত্যার বিনিময়ে দণ্ডস্বরূপ কিছু অর্থ দান করিলে সে নিষ্কৃতি পাইতে পারিত। কথিত আছে যে, আমির ওমর বলিয়াছিলেন, স্ত্রী স্বামীর হত্যা মূল্য পাইতে পারে না। তখন জোহাক তাঁহাকে এই হদিস জ্ঞাপন করেন।

† ইনি একজন প্রসিদ্ধ সহচর ছিলেন। প্রথমে খ্রীষ্টবাদী ছিলেন, হেজরী নবম বর্ষে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

‡ অর্থাৎ দীক্ষাদাতা সেই মোসলমান তাহার জীবদ্দশায় তাহাকে সাহায্য দান করিবেন, এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্বন্ধে নর্মাজ পড়িবেন।

§ পিতা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে তাহার পুত্র তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে।

হজ্‌মের পৌত্র আবুবেকরের পুত্র মোহম্মদ * স্বীয় পিতাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে শুনিয়াছেন যে, "ওমরফারুক বলিতেন, "পিতৃষসার সম্বন্ধে আশ্চর্য্য এই যে, ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন না।"—মালে।

ওমর ফারুকের উক্তি;—তোমরা বিধি ব্যবস্থা সকল শিক্ষা কর, এব্‌ন মস্‌উদ আরও অধিক বলিয়াছেন, "তালাক ও হজ্জের বিধি ব্যবস্থা শিক্ষা কর।" উত্তরে বলিয়াছেন, "যেহেতু ইহা তোমাদের ধর্ম্ম।"—তর।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

অন্তিম বাক্য (ওসিয়ত †।)

প্রথম অধ্যায়।

এব্‌ন ওমরের উক্তি,—প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "কোন মোসলমান পুরুষের পক্ষে সঙ্গত নয় যে, তাহার এমন কিছু বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অন্তিম বাক্য নির্দ্ধারণ প্রয়োজন, তাহার নিকটে সেই নির্দ্ধারণ লিপি (ওসিয়তনামা) নাই, এই অবস্থায় সে দুই রাত্রি যাপন করে ‡।—উভয়।

আবু ওকাসের পুত্র সাদের উক্তি;—আমি মক্কাবিজয়ের বৎসর মৃত্যুজনক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। তখন প্রেরিতপুরুষ আমার তত্ত্বাবধান করিতে আমার নিকটে আসিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিতপুরুষ, আমার প্রচুর সম্পত্তি, আমার কন্যা ব্যতীত উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য অন্য কেহ নাই। তবে কি আমি সমগ্র সম্পত্তিসম্বন্ধে ওসিয়ত করিব? তিনি বলিলেন, "তাহা করিও না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কি দুই তৃতীয়াংশের করিব? তিনি "করিও না" বলিলেন। এক তৃতীয়াংশের করি? আমি এই প্রশ্ন করিলাম, "তিনি বলিলেন, এক তৃতীয়াংশই প্রচুর। নিশ্চয় তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীকে ধনবান্ রাখিয়া যাও, সে লোকের নিকটে হস্তপ্রসারণ করিতে থাকে, এরূপ তাহাকে নির্দ্ধন রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। যদি তুমি জীবিত থাকিয়া ধন দ্বারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা সাধন উদ্দেশ্য

---

* ইনি একজন বিশ্বাসভাজন পুরুষ ছিলেন, ইহার পিতা অনুগামী ছিলেন।

† যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে বা দূরতর প্রবাসযাত্রার সময়ে তাহার অভাবে তাহার সম্পত্তি ইত্যাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, এ বিষয়ে যে নির্দ্ধারণ করে তাহাকে আরব্য ভাষায় ওসিয়ত বলে, ইংরাজীতে উইল বলিয়া থাকে, বঙ্গভাষায় উহার অর্থ অন্তিম বাক্য লিখিত হইল।

‡ অল্পক্ষণও সেই ওসিয়তনামা ব্যতীত যাপন করা সঙ্গত নয়। এই ব্যাপারে বিশেষ দৃঢ়তার জন্য এরূপ লিখা হইয়াছে। যেন এ বিষয়ে উপেক্ষা করা না হয়।

ব্যতীত তাহা কখনও ব্যয় না কর তবে যে পর্য্যন্ত স্বীয় ভার্য্যার মুখে গ্রাস উঠাইয়া না দাও, সেপর্য্যন্ত তাহাতে তুমি পুরস্কৃত হইবে না।"—উভয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আবু ওকাসের পুত্র সাদের উক্তি;—আমি পীড়িত ছিলাম, হজরত আসিয়া আমার তত্ত্বাবধান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি ওসিয়ত করিয়াছ?" আমি বলিয়াছিলাম, করিতেছি। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কি পরিমাণ বিষয়?" আমি বলিয়াছিলাম, আমি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সমুদায় সম্পত্তি দান নির্দ্ধারণ করিয়াছি। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তাহা হইতে নিজের সন্তানের জন্য কত রাখিতেছ?" আমি বলিলাম, তাহারা প্রচুর ধনে ধনী, প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন, "দশমাংশ নির্দ্ধারণ কর।" আমি তাহা স্বল্প মনে করিতেছিলাম, এ পর্য্যন্ত হইল যে, তিনি বলিলেন," তৃতীয়াংশ তৃতীয়াংশই প্রচুর।"—তর।

আবু ওমামার উক্তি;—আমি হজ্জতোল্ ওদার বৎসরে খোৎবাতে হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, 'নিশ্চয় পরমেশ্বর প্রত্যেক স্বত্ববান্ লোককে তাহার স্বত্ব প্রদান করিয়াছেন, উত্তরাধিকারীর জন্য অন্তিম বাক্য অপ্রয়োজন *।—আবুদা, এব্নমা তর।

[তরমোজী এই কয়েকটী কথা অধিক বলিয়াছেন, পতির ঔরসে স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরই স্বত্ব, ব্যভিচারীর পক্ষে প্রস্তর। তাহাদের (লোকের) বিচার ঈশ্বরের হস্তে।]

এব্ন আব্বাসের উক্তি;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "অন্য উত্তরাধিকারি সম্বন্ধীয় সম্পত্তি ব্যতীত কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারীর পক্ষে ওসিয়ত হইবে না।"

[মসাবিহের এই কথা খণ্ডিত, দার কোত্নীর বিবৃতিতে—"অন্য উত্তরাধিকারিগণের সম্মতি ব্যতীত কোন উত্তরাধিকারীর পক্ষে ওসিয়ত সঙ্গত নহে।]

আবু হোরয়ার উক্তি;—হজরত বলিয়াছেন, "এক পুরুষ ও এক স্ত্রী ষাট বৎসর ঈশ্বরের সাধনা করিয়াছিল, তৎপর উভয়ের মৃত্যু উপস্থিত হয়। তাহারা ওসিয়তে অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে নরকানল বিহিত হয়।" তদনন্তর আবু হোরয়রা "মেন্বাদ ওসিতেন," এই আয়ত পড়িলেন।—আহ, তর, আবুদা, এব্নমা।

---

* উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে আয়তের অবতরণ হওয়ার পূর্ব্বে তাহা প্রয়োজন ছিল, পরে উহা রহিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

আবেরের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অন্তিম বাক্য বলিয়া (দুঃখী দরিদ্রের জন্য কিছু সম্পত্তি দান করিয়া) প্রাণত্যাগ করিয়াছে সে ধর্ম্মপথে ও ধর্ম্ম বিধিতে থাকিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, এবং সে ধর্ম্মার্থ নিহতরূপে ও সংসারবিবাগি-রূপে জীবন দান করিয়াছে, অপিচ পাপ ক্ষমাপ্রাপ্তির অবস্থায় তাহার মৃত্যু হই-য়াছে।"—এব্নমা।

শোয়বের পুত্র ওমর স্বীয় পিতা হইতে এবং পিতা তাঁহার পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন,—ওয়ায়েলের পুত্র আস ওসিয়ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে শত ক্রীতদাসকে যেন মুক্ত করা হয়। পরে তাঁহার পুত্র হশাম পঞ্চাশ জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ওমর অবশিষ্ট পঞ্চাশ জন দাসকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন *, এবং প্রেরিতপুরুষকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিবেন স্থির করিয়া তিনি হজরতের নিকটে যাইয়া বলিলেন, প্রেরিতপুরুষ. আমার পিতা এরূপ অন্তিম বাক্য বলিয়াছেন যে, তাঁহার পক্ষে শত ক্রীতদাসকে যেন মুক্ত করা হয়। হশাম তাঁহার পক্ষে পঞ্চাশ জনকে মুক্ত করিয়াছে ; তাহাতে পঞ্চাশ জন অবশিষ্ট আছে, আমি কি তাঁহার পক্ষে তাহা-দিগকে মুক্ত করিব ? তখন তিনি বলিলেন, "(তোমার পিতা) মোসলমান হইয়া থাকিলে, তোমরা তাঁহার পক্ষে দাসত্বমুক্তি করিলে বা সদকা দিলে কিংবা হজ্জ করিলে, ইহার ফল তাঁহাতে পঁহুছিবে।"—আবুদা।

আনসের উক্তি ;—প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় উত্তরাধিকারীকে তাহার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করে, পরমেশ্বর স্বর্গোদ্যানের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন।"—এব্নমা।

[শাবোল্ ইমানে বয়হকি আবু হোরয়রা হইতে বিবৃত করিয়াছেন।]

পূর্ব্ববিভাগ সমাপ্ত।

---

* হশাম ওমরের ভ্রাতা হজরতের প্রাচীন এসলাম ধর্ম্মাবলম্বী সহচর ছিলেন, মক্কা নগরে [illegible] ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি উৎপীড়িত হইয়া আফ্রিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। হজরত মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া হশাম মক্কায় প্রত্যাগত হন। তখন স্বীয় পিতা ও জ্ঞাতিবর্গ কর্ত্তৃক তিনি বন্দী হইয়াছিলেন। খন্দকের যুদ্ধাবসানে তিনি মদিনায় হজরতের নিকট গিয়াছিলেন। হশাম ওমরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি হেজরি একাদশ বা দ্বাদশ সালে এজনাদিগের সংগ্রামে নিহত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন, ইয়র-মুকে হত হইয়াছেন।

MAJU PUBLIC LIBRARY
Estd 1902.

আরব্য ও পারস্য ভাষা হইতে অনুবাদিত ও সঙ্কলিত
মোহম্মদীয় ধর্ম্ম ও নীতিসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী।

কোরাণের সটীক বঙ্গানুবাদ। ৪৲

উত্তম বাঁধা ৪৷৷০

হদিস মেস্‌কাত মসাবিহের সটীক বঙ্গানুবাদ, পূর্ব্ববিভাগ। ৪৲

উত্তমবাঁধা ৪৷৷০

উক্ত হদিস পুস্তকের প্রথমার্দ্ধের প্রথম খণ্ড হইতে ১০ম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রত্যেক খণ্ড ৷৷০

মহাপুরুষ চরিত প্রথম প্রথমভাগ। (মহাপুরুষ এব্রাহিম,মুসা ও দাউদের জীবনচরিত) ৸০

মহাপুরুষ চরিত দ্বিতীয় ভাগ। (মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবন চরিত)। ৩৲

স্বতন্ত্র আকারে মহাপুরুষ, এব্রাহিম, মুসা ও দাউদ। ।০ ।৶০ ৶০

তাপসমালা। (৯৪ জন মোসলমান তপস্বীর জীবনচরিত ৬ ভাগে সমাপ্ত) ৩৲

প্রত্যেক খণ্ড ৷৷০

দেওয়ান হাফেজের বঙ্গানুবাদ, প্রথমার্দ্ধ। ১৲

এমাম হসন ও হোসয়ন। ১৲

চারিজন ধর্ম্মনেতা। (নেতৃবর আবুবেকর, ওমর, ওস্‌মান ও আলির জীবনবৃত্তান্ত) ৷৷০

তত্ত্বরত্ন মালা। (মস্তফেত্তয়র ও মওলানা রোম হইতে সঙ্কলিত) ৸০

হিতোপাখ্যানমালা ১ম ভাগ,১মার্দ্ধ। (গোলস্তান হইতে সঙ্কলিত) ।০

হিতোপাখ্যান মালা দ্বিতীয়ভাগ। (বুস্তান হইতে সঙ্কলিত।) ৸০

মনোনীতাংশ ।০

নীতিমালা ।(কিমিয়ায় সাদত হইতে সঙ্কলিত।) ।৶০

দরবেশী—সাধন তত্ত্ব। (কিমিয়ার সাদত্ হইতে সঙ্কলিত।) ।০

তত্ত্বকুকুসুম—সাধনতত্ত্ব। (আস্রারে গোল্‌শন হইতে সঙ্কলিত।) ৵০

উর্দ্দু বক্তৃতা।

আস্রারে এবাদত ৶০

৩নং রামানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।